১৩৪৪-১৩৪৫
১-১৬,
১৮-৫০,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার ঐ
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্ত

# গৌড়ীয়

## ষোড়শ ব

[ গৌরাব্দ ৪১১ শ্রীধর হইতে ৪৫২ শ্রীধর,
বঙ্গাব্দ ১৩১৪ শ্রাবণ হইতে ১৩৪৫ শ্রাবণ এবং
খৃষ্টাব্দ ১৯৩৭ জুলাই হইতে ১৯৩৮ জুলাই ]

সঙ্ঘপতি

মহামহোপদেশক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সঙ্ঘ-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

কলিকাতা ( বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ঐ

প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষোড়শবর্ষ 'গৌড়ীয়' পূর্ব্বার্দ্ধের

# প্রবন্ধ-সূচী


প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী ১।১,৩।৩৫,৪।৪৩, ৫।৬৯, ৬।৮৫, ৭।১০৩, ৮।১২১, ৯।১৩৯, ১০।১৫৯,১১।১৭৫, ১২-১৩।১৯৫, ১৪।২৩১, ১৫।২৪৭, ১৬।২৬৩, ১৭।২৭৯, ১৮।২৯৫, ১৯।৩১১, ২১।৩৬৩, ২৩।৩৭৯,২৪।৩৯৩,২৫।৪১৩ ।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাণী ১২-৪

বরণ-গীত (পদ্য) ১৪

শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধী কাহারা? ১৪-৭

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই কি প্রভুপাদের প্রকৃত শিষ্য বলা যাইবে? তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার শ্রেণিভেদ আছে কি না? সিদ্ধান্তভেদ ও বিচার-ভেদ তাঁহাদের মধ্যে লক্ষিত হইলেও কি সকলকেই শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বিচার করিতে হইবে?] ১৭-১৪

সাময়িক প্রসঙ্গ [কটকে শ্রীল আচার্যদেবের (নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার), ধানবাদে প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধক শ্রাদ্ধ (বেতুয়ীগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারিকারীর সহধর্ম্মিণীর), শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব, বিশেষ দ্রষ্টব্য (নূতন-গৌড়ীয়-মিশন-সম্বন্ধে)] ১৯-১৬

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র ১৬-১৮

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক ভাগবতোৎসব ২।১১-২১

গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ ২।২২-২৬

"আমরা হইলে মিশন চলিবে না!" ২।২৬-৩০

নূতন-গৌড়ীয়মঠের সংবাদ [শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুকর্ত্তৃক লণ্ডনে প্রদত্ত "World peace through Divine Love" সম্বন্ধে বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের নিকট মিস্ সিলিয়া ব্লাউটনের প্রেরিত পত্রের বিবরণ, অন্ধ্রকোর্ট] ২।৩০-৩৫

প্রবন্ধের নাম

টাউন হলে "শ্রীহরিনাম-মহাত্ম্য" সম্বন্ধে অপ্রাকৃত প্রভুর প্রদত্ত অভিভাষণ, A [illegible] event in the Gaudiya Mission, London] ২।৩৫-৩৮

গৌড়ীয়ের আগমনী (পদ্য) ২।৩৮

প্রচার-প্রসঙ্গ [গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ধানবাদ ও ঢাকায় প্রচার-সংবাদ] ২।৩৯

নূতন-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন ২।৩৯

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়-প্রদানের ফল ৩।৩৯-৩২

লোকভজন ও গৌর-ভজন ৩।৩২-৪২

"প্রতাপ প্রিয় ০ ০ ঘর" [শ্রীযুক্ত ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ] ৩।৪২-৪৫

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে কি কেহই মুক্ত পুরুষ নাই? জগদ্গুরু আচার্যগণ পরবর্ত্তিকালের জন্য জীবন্মুক্ত একটি লোককেও রাখিয়া গিয়া জগতের উপকার করেন নাই,—এরূপ পূর্ব্বইতিহাস আছে কি? প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে সকলেই ন্যূনাধিক অনর্থযুক্ত হইলে গুরুপরম্পরা ও গোস্বামিত্ব কি একেবারেই বিলুপ্ত হইবে,—না, ইহা অন্য কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রভুপাদের আলেখ্য ও সমাধিতে মালা স্পর্শ করাইয়া দীক্ষা-প্রদান-কার্য্য কি অশাস্ত্রীয়? চারি আম্নায়ের মধ্যে কে আচার্য্য হইতে পারেন? অথবা কাহার আচার্য্যত্বের পক্ষে অধিকতর যোগ্যতা আছে? শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন কি? না করিয়া থাকিলে করেন নাই কেন? আচার্য্যকে কি কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন? অথবা লোকের কিংবা গুরুভ্রাতৃগণের মতামতের দ্বারা কি আচার্য্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন? আচার্য্য হইলেই কি তাঁহাতে 'পরমহংস',

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

... 'চিহ্নবিলাস', 'সম্প্রদায়-... উহা না বলিলে দোষ ... সতীর্থ আচার্য্যের প্রতি ঐ ...রিবেন ?] ৩।৪৫-৪৮

...রবিত পত্রের শিরোনাম [ গৌড়ীয়-... শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী ...রাজের নিকট লিখিত ] ৩।৫১

Address presented to His Divine Grace Goudiya Mathacharyya Sreo Sreemad Ananta Vasudev Paravidyabhusan Prabhu ৩।৫১-৫২

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা [ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিজ্ঞাপন ] ৩।৫২,৬।১০২

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ [ স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-প্রবচন-সদন, কাল—৩১।৫।০৭ পূর্ব্বাহ্ণ, শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে ] ৪।৪৪-৫৭

ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য ৪।৪১-৫৮

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রস্তাব-সভা [ শ্রীব্রজগোপাল সাহা বণিক্ মহাশয়ের প্রেরিত পত্র—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে তাঁহার কতিপয় শিষ্যবর্গ "পূর্ণ" আখ্যায় অভিহিত করায় ১৫।৮।০৭ তারিখে ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সভায় তাহাদের এই উক্তির তীব্র-প্রতিবাদ ও উহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণের প্রস্তাব ] ৪।৫৮-৫৯

"বসুমতী"র প্রতিবাদ [ ১৭ই শ্রাবণ ১৩১৪—মফঃস্বল সংস্করণ দৈনিক 'বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাসের নামে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের কলহ' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ] ৪।৫৯-৬৪

প্রশ্নোত্তর-উনি যাঁহাকে গুরুদেব শাসন করেন, শিক্ষা দেন, আমাদের মত রক্ত-মাংসের মানুষ যিনি, যিনি অল্প বয়স্ক, তিনি কিরূপে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য হইতে পারেন ? সহজ-সমাধেয় আচার্য্য ও গৌড়ীয়মঠের বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... ৪।৬৪-৬৭

বিবিধ প্রসঙ্গ [ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দ্বিতীয় দিবস, উৎসব-পত্রী, সজ্জন-তোষণী বা ধার্ম্মিক ] ৪।৬৭-৬৮

প্রচার-প্রসঙ্গ [ শ্রীপাদ ত্রৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজের বিভিন্ন স্থানের প্রচার-বার্ত্তা ] ৪।৬৮

শ্রীরূপানুগ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয় ৪।৭০-৭২

গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে কএকটি কথা [ আচার্য্য-বিরোধিগণের গৌড়ীয়মঠ-পরিত্যাগ, শ্রীল প্রভুপাদকে 'পূর্ণ' প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ও নানাপ্রকার গুরু-বৈষ্ণববিরোধাচরণ ] ৪।৭৩-৭৫

আমাদের অবস্থা [ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ১২শ বর্ষ ৩১৬তম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ] ৪।৭৬-৭৯

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [ শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাস অথবা কালাকৃষ্ণদাসকে অন্যাভিলাষিতাশূন্য দেখিয়া ভক্তসঙ্গ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ ছোট হরিদাস ও কালাকৃষ্ণদাসের ন্যায় অন্যাভিলাষী ব্যক্তি-গণকে 'তাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দিব না', এই বিচারে মিশন হইতে বিতাড়িত করেন নাই, এই আপাত-বিরোধী সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কোথায় ? ১৬শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ... প্রধানের ক্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে যে প্রণয়ে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে পরম গুরু, পরাৎপর গুরু প্রভৃতির ... ক্রম বিচারমূলে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার কোন ... প্রমাণ আছে কি ? ] ...

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা [ ১৯... শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-প্রবচন-সদনে ... সুন্দরমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ... ]

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীগুরু মহারাজ কর্তৃক "ভোগ ও সেবা" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সভাপতির অভিভাষণ ] ৫।৮২-৯৩

বিবিধ সংবাদ [ আচার্য্য-প্রকটোৎসব, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাবোৎসব, ভুলনযাত্রা, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ] ৫।৮৩-৮৪

আচার্য্যাবির্ভাব ৬।৮৬-৮৯

এ রোগের ঔষধ কি ? [ শ্রীজয়ানন্দ দাসাধিকারী লিখিত ] ৬।৯০-৯৫

শ্রীনবীনা-প্রকাশ [ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী সংখ্যা ] ৬।৯৫-১৬

বিবিধ-সংবাদ [ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা, গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে ও গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে হিন্দোল-যাত্রা, ভারতের পথে গোস্বামী শ্রীভক্তিপ্রসাদ, কাঁথিতে প্রচার ] ৬।৯৭-১০২

সাময়িক প্রসঙ্গ [ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্ত বাসুদেব গোস্বামী মহারাজের প্রকটতিথি-পূজা, কলিকাতা এলবার্ট হলে সভাপতির মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী কে টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে রাজর্ষি মুকুন্দ শ্রীযুক্ত পরমবিদ্ নারায়ণ রায় ও বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, কোন গৃহব্রত-ধর্ম্ম-সমর্থনকারী মাসিক পত্রে গৌড়ীয়ের 'শ্রী-সভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত কতকগুলি অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরের সমালোচনা, আচার্য্যবিরোধিগণের শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, সংবাদ ] ৭।১০৪-১০৭

এলবার্ট হলে বক্তৃতা [ ৪।৯।৩৭ তারিখে কলিকাতা এলবার্ট হলে অনারেবল্ জাষ্টিস্ চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের 'Message of Vedanta' ( বেদান্তের বাণী ) সম্বন্ধে বক্তৃতা ] ৭।১০৭-১১০

প্রাপ্তিস্বীকার [ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি 'মূঢ়' বুদ্ধিকারী মুক্তিগণের পরমার্থ-বিরোধ-কার্য্যের প্রতিবাদের অন্য ১৫।৮।৩৭ তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আহূত সভার প্রস্তাব—যাহা শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহা বণিক্ মহাশয় কুঞ্জবাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে উক্ত ব্রজগোপাল বাবুর নিকট কুঞ্জবাবুর দলের কোন ব্যক্তির লিখিত অযাচিত নানাকথাযুক্ত পত্রের উত্তরে ব্রজগোপাল বাবু কর্তৃক কুঞ্জবাবুর নিকট লিখিত পত্র ]

৭।১১৩-১২০

শ্রীশ্রীগুরুপূজা [ বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি পূজা, শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপূজা প্রণালী শিক্ষাদান, শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপনের অদ্ভুতপূর্ব্ব আদর্শ, বিভিন্নস্থান হইতে শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে প্রেরিত শত শত অভিনন্দন অঞ্জলির মধ্যে ৬-টী অভিনন্দনের নাম, বিভিন্নস্থান হইতে প্রাপ্ত কএকখানি টেলিগ্রামের নকল, উপস্থিত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী ]

৮।১২২-১২৮

সাময়িক প্রসঙ্গ [ শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথিপূজা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, "শ্রীচৈতন্যলীলায়ৃতসারম্ " ]

৮।১২৮-১২৯

এলবার্ট হলে বক্তৃতা [ ১১।৯।৩৭ তারিখে কলিকাতা এলবার্ট হলে সভোষাধিপতি স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা ] ৮।১২৯-১৩১

গৌড়ীয়-মিশনের সাধারণ সভার কার্য্য-বিবরণী [ ৪টি প্রস্তাব, শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা, সভার সেবা-পল্লী ] ৮।১৩১-১৩৫

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা [ 'শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি-সম্বন্ধে ] ৮।১৩৫-১৩৫

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী [ শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ] ৮।১৩৬-১৩৭

অধুনা শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তির লণ্ডন হইতে ভারতে শুভবিজয় ৮।১৩৮

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-প্রচার-পূজা [ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ] ৮।১৪০-১৪৮

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রত্যভিবন্দন [ শ্রীল আচার্যদেব ] - ৯।১৪৮-১৫৫

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট-হলে বক্তৃতা [ ৯।১৩৭ পৃষ্ঠাঙ্কে অধ্যাপক ডক্টর এস্ রাধাকৃষ্ণন্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী কর্তৃক "How East and West can meet" সম্বন্ধে বক্তৃতার বিবরণ ] ৯।১৫৬-১৫৭

"হারমনিষ্ট" বা ব্রহ্মসঙ্গলতোষণী পত্রিকা ৯।১৫৭-১১৮

পাশ্চাত্ত্যে প্রচার [ লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ] ৯।১৫৮

সাময়িক প্রসঙ্গ [ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর লণ্ডন হইতে ভারতে প্রথম পদার্পণোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে সম্বর্ধনা, এবং চৈত্র ফাল্গুনের 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'শ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী'সমূহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্তমান পরিচালকবৃন্দ পালন করিয়াছেন কি? বুদ্ধ বাবুকে শ্রীল প্রভুপাদ শেষ সময় টাকা-পয়সা দিলেন কেন?—ইত্যাদি কতকটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর ও সমালোচনা ] ১০।১৬০-১৬৪

শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব-পরমবিদ্যাভূষণ-গোস্বামিপ্রভুচরণানাং ত্রিচত্বারিংশত্তমাবির্ভাব-বাসরে প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলিরিয়ম্ [ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাম্ ] ১০।১৬৬-১৬৭

শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরমবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুচরণানাং ত্রিচত্বারিংশত্তমাবির্ভাববর্ষ পূর্ত্তৌ মহামহোৎসববাসরে প্রশস্তি-পত্রম্ [ শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকবৃন্দস্য ] ১০।১৬৭-১৬৮

শ্রীশ্রীমদ্-অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজানাং ত্রিচত্বারিংশত্তমপূর্ত্তি প্রকটবাসরে প্রণতেয়ং প্রণতিপুষ্পাঞ্জলিঃ [ শ্রীমদনলাল দাসাধিকারিণঃ ] ১০।১৬৮-১৬৯

শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণানাং ত্রিচত্বারিংশদ্বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথৌ শ্রীশ্রী-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

গুরুপূজাবসরে ভক্ত্যাঞ্জলিঃ [ শ্রীবীরমোহন ব্রহ্মচারিণঃ ] ১০।১৬৯

লণ্ডনে শ্রীগাস্বদেব-গৌড়ীয়মঠের সদস্যগণ-কর্তৃক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনাভিনন্দন ১০।১৬৯-১৭০

বিবিধ সংবাদ [ শ্রীল আচার্যদেব, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব মহোৎসব—সাধারণ মহামহোৎসব, পরলোকগমন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত শ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী ) ] ১০।১৭১-১৭২

প্রচার-প্রসঙ্গ [ বহরমপুরে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর প্রচার-বার্তা ] ১০।১৭৩

নিমন্ত্রণ-পত্র [ শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে ] ১০।১৭৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [ স্থান—শ্রীমন্দরাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর। কাল—২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ ইং; "মন্দে-শ্রীগুরুনীলাচলকান্", "শ্রীগুরু-ব্রজ দেবধি" "নাম্নামকারি বহুধানি", "হরের্নাম হরের্নাম", "এতদক্ষরং গার্গি", "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য", "অখণ্ডমণ্ডলাকারং", "প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে", "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং", "পাপাজ্ঞোদ্ভব", "মজ্জন্মনঃ ফলমিদং", "সালোক্য সার্ষ্টি", "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ", "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য" "বর্ণাশ্রমাচারবতা", "যোগং সদা", "যাপয়ীত্বৈবনৈশ্চান্ত", "অর্চ্যে বিষ্ণৌ", "যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা", "নিন্দাং ভগবতি", "যাদৌ ভ্রষ্টা", "যো যস্তি ভাবরহিতং", "নামার্থিকগুণাশ্রয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকব্যাখ্যামুখে হরিকথা ] ১০।১৭৬-১৮১

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব [ পারমার্থিক সমাজে ছাত্রের কিছুদিন পরে কপট, অবৈষ্ণব, পাষণ্ড হইয়া পড়িলে আর যাহাকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বা গুরু বলা হইতেছে, তিনিও যে পরে তদ্রূপ হইবেন না, ইহার কি প্রমাণ ও যুক্তি আছে? ভক্তিরাজ্যে কি পতন হয়? কোন ব্যক্তিবিশেষকে যাবজ্জীবন সমান প্রভাবের আসনে, যাঁহাকে সেক্রেটারী বা চেয়ারম্যান করিবার সার্থকতাই বা কিরূপে থাকে? এরূপ ব্যক্তিকে ম্যানেজার করিবার আসন শুন্য যায় কেন? ] ১১।১৮-৩৮

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রশ্ন প্রসঙ্গে [ শ্রীল প্রভুপাদের কথিত "গোবট্‌স্"গণ জনসঙ্ঘালয়ের হইল কিরূপে? কোর মোকদ্দমা-উপলক্ষে আইনের বিধান-মত পূর্ব্বাশ্রমের জাতির উল্লেখে শুদ্ধ-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি কিরূপে হয়? শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ প্রভৃতিকে 'নীচ জাতি বা শূদ্র' প্রভৃতি বলা হইয়াছে এবং মহাপ্রভুকে "দ্বিজকুলাধিরাজ" বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে কেন? প্রশ্নকর্ত্তা কর্ত্তৃক পার্থিব জাতিবিরোধে হিন্দু-গৌরব-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস না করার জন্য উপদেশ-প্রদান বিষয়ে সমালোচনা ] ১১।১৮৫-১৯০

কলিকাতায় শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বিরাট্ সম্বর্দ্ধনা ১১।১৯০-১৯৪

প্রচার-প্রসঙ্গ [ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের প্রচার সংবাদ ] ১১।১৯৪

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব ১১।১৯৪

শ্রমিয়ন্ত্র-সেবা ১২-১৩।১৯৬-১৯৮

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য ১২-১৩।১৯৮-২০১

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু [ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত ] ১২-১৩।২০২-২০৪

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ-সম্বর্দ্ধনা [লণ্ডনের নিখিল ধর্ম্মের বিশ্ব-মহা-সভা ও আরও কএকটি স্থানে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সম্রাট্-দম্পতি ও সম্রাট্-জননীর সহিত সাক্ষাৎ ও হরিকথা কীর্ত্তন, লণ্ডন শ্রীমায়াপুরের গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান ; মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, কটক, পুরী, আলালনাথ, কটক, ভুবনেশ্বর, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গগুণানন্দসুধাসুহৃৎ ও শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে অভিনন্দন প্রদান ও সম্বর্দ্ধনা ] ১২-১৩।২০৪-২০৭

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ-অভ্যর্থনা-সভায় সভাপতির অভিভাষণ [ সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্, পি-আর-এস্, বেদান্তরত্ন ] ১২-১৩।২০৭-২০৯

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রশস্তি [ বৈপদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কলিকাতায় অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-সভা-সম্বন্ধে ১০ই অক্টোবর (১৯৩৭) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ ] ১২-১৩।২১০

অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট শ্রীযুক্ত যম মহারাজের পত্রদ্বয় ১২-১৩।২১১-২১৪

পাষণ্ড-দলন [ মাপারাণীর মহারাজের ঘাউলিয়া ব্যাখ্যা, 'আম্-মোক্তার' শব্দের মোক্তারী ব্যাখ্যা, তাড়াটিয়া লেখক, গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট কুঞ্জবাবু ও ভারতী মহারাজের লিখিত ৩ খানা পত্র, বাস্তব-সত্যে বিশ্বাস আছাড়ও নাই ] ১২-১৩।২১৫-২২২

মৎসরতা ও সেবা [ জনৈক 'মথাতনামা'—শ্রীগৌড়ীয়-মঠত্যাগী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের আচরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ] ১২-১৩।২২২-২২৭

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী [ কুঞ্জবাবুর নিকট শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রেতশ্রাদ্ধ নিয়মন-সম্বন্ধ উপদেশ ও শিক্ষাপূর্ণ একখানি পত্র ] ১২-১৩।২২৭-২২৮

বিবিধ সংবাদ [ বিদ্যার সভাপতি, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে ঊর্জ্জব্রত, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব, তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টি-ক্ষেপ] ১২-১৩।২২৯-২৩০

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব ১২-১৩।২৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য [ ১২-১১ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত 'শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু'-শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে ছাড় কথাগুলির পুনঃপ্রকাশ ] ১২-১৩।২৩০

শ্রুতিসার [ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ লিখিত—ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ ও কঠোপনিষদের সারমর্ম্ম] ১৩।২৩২-২৩৪

শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীভক্তিবিজয় ১৩।২৩৪-২৩৭

বিবিধ প্রসঙ্গ [ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব, বালীগঞ্জে বক্তৃতা, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উৎসব, প্রচার-প্রসঙ্গ—আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও কলিকাতায় ; সাধুত-প্রাপ্ত—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণীর ] ১৩।২৩৮-২৪১

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী [ কুঞ্জবাবুর নিকট

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত শ্রাদ্ধপ্রাদ্ধ-নিয়মন জনিত উপদেশপূর্ণ দুইখানা পত্র ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর নিকট লিখিত সেবা পত্র ] ১৪।২৪১-২৪২

আলোচনা [ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীসারস্বতাশ্রম, শ্রুতিমন্ত্র, কুঞ্জবাবুর দলের লোকের লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের সেবাধারা সম্বন্ধে সমালোচনা ]

১৪।২৪৩-২৪৬

শ্রুতিসার [ প্রশ্নোপনিষৎ—অথর্ববেদীয়া, ৬টি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ] ১৫।২৪৮-২৫৩

অভিনন্দন-আরতি [ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর পাশ্চাত্যদেশ হইতে বঙ্গদেশে প্রথম প্রত্যাগমনোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত ]

১৫।২৫৩-২৫৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থার ইতিহাস [ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল্-লিখিত ] ১৫।২৫৫-২৬০

মিঃ বার্চেটের পত্র [ অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ উইল্টন্ এইচ্ বার্চেট মহোদয় কর্ত্তৃক গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট লিখিত ] ১৫।২৬০-২৬২

বিবিধ সংবাদ [ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি-পূজা, "পরমগুরুদেব শ্রীগৌর-কিশোর" গ্রন্থ, সাম্বত শ্রাদ্ধ— ( ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোকগত পিতা ) ]

১৫।২৬২

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [ স্থান—শ্রীবরদাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর, কাল—সন্ধ্যা, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৬, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবের অধিবাস-বাসর। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভাষা, বৈদিক ভাষা ও অন্যান্য ভাষা, ভগবৎ কৃপা ব্যতীত সাধুশাস্ত্রের রহস্য বোধগম্য নহে, এতৎপ্রসঙ্গে "সদ্রহস্য তদঙ্গক" শ্লোক ব্যাখ্যা, 'সাধারণ সাহিত্য হইতে গৌড়ীয়-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া তত্ত্ব, 'চেতোদর্পণমার্জ্জনম্', 'কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ', 'সংসার-সিন্ধুমতিদুস্তরম্', 'যস্য ব্রহ্মাতচরণানুস্মরং', 'যস্য

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীযশ্চরণকমলে'—প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্যমূলক হরিকথা, 'অন্তকূল কৃষ্ণানুশীলনাগ্রহ' স্থাপনের প্রভাব ও উহার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণন ] ১৬।২৬৩-২৬৯

শ্রুতিসার [ মুণ্ডকোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও তৈত্তিরীয়োপনিষদের সার মর্ম ] ১৬।২৬৯-২৭২

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী [ শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর নিকট শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক কুঞ্জবাবুর প্রেতশ্রাদ্ধ বিষয়ে লিখিত উপদেশপূর্ণ তিন খানা পত্র ] ১৬।২৭২-২৭৪

বিবিধ প্রসঙ্গ [ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-কিশোর-বিরহোৎসব—শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১ম অধ্যায়ে বন্দনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কাররূপে বর্ণিত শ্লোক ও পয়ারসমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা ; শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা ; ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরকিশোর বিরহোৎসব ; বাঙ্গালার লাট সাহেবের দরবারে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ] ১৬।২৭৫-২৭৮

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভাস্করঞ্জন ১৭।২৮০-২৮০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [ স্থান—অধিবাসরণ শ্রবণ-সদন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর ; কাল—সন্ধ্যা, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ ; 'অদ্বৈতবীথীপথিকৈ-রুপাস্যাঃ,' 'নাহং বিপ্রো,' 'বন্দে গুরূন্,' 'অভ্যর্থিতার্ত্ত-করণাঃ,' 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ,' 'কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ,' 'তত্তদ্বস্তুবিশেষাত্মা,' 'শ্রুতয়শ্চোপনিষদ্বৎ,' 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ,' 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ,' 'মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা,' 'নূনং নানামতোদ্ভবাঃ,' 'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং,' 'যৎ যত্র ত্রৈবর্গিকাস্তে,' 'ক্ষেত্রেহয়বিদ্যাক,' 'তথা ন তে মাধব,' 'নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায়,' 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা,' 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্,' 'অপি চেৎ সুদুরাচারো,' 'সত্ত্বং প্রসাদং,' 'ইতিবিধি প্রতিপাদ্যেন,' 'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি,' 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ,' 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ,' 'অন্তঃ কৃষ্ণং প্রবিশতি,' 'নামচিন্তা'—প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যামুখে হরিকথা-কীর্ত্তন ]

১৭।২৮০-২৮৮

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব [ আচার্য্যের লক্ষণ কি ? অর্থাৎ কি

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

গুণ থাকিলে আচার্য্য বা গুরু হইতে পারেন? সন্ন্যাসী না হইয়া আচার্য্য হওয়া যায়—এরূপ প্রমাণ আছে কি? স্বরূপতঃ সন্ন্যাসী হইলেও আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করিলে অপরকে সন্ন্যাস দান করিতে পারেন কি? ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের চেহারায় অবস্থিত কোনও বৈষ্ণব কি অপরকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাস দান করিতে পারেন? মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে এরূপ কোন নজির আছে কি?] ১৭।২৮৯-২৯০

বিবিধ সংবাদ [শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সভা, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ, বিশিষ্ট দর্শক, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিহারী-জীউর নবমন্দির-প্রবেশোৎসব, শ্রীরাসপূর্ণিমা, প্রচার-প্রসঙ্গ] ১৭।২৯১-২৯৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর; কাল—সন্ধ্যা, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯; 'মাতুরগ্রেঽধিজননং', 'আহারো নিদ্রা', 'চীরাণি কিং পথি,' 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং', 'যাগযজ্ঞৈঃ কলিযুগেঽথবা', 'ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ', 'সর্ব্ববেদাপ্তবিৎ কোট্যা', 'যদ্দাসা হরনায়ন প্রভৃতয়ঃ কোঽহং' প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্যাবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন] ১৮।২৯৬-২৯৯

ভক্তিসিদ্ধান্ত বনাম Intellectualism ১৮।২৯৯-৩০০

চালিয়াতি ও শরণাগতি ১৮।৩০৩-৩০৭

শ্রুতিসার [ঐতরেয়োপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সারমর্ম] ১৮।৩০৭-৩০৯

বিবিধ প্রসঙ্গ [বিভিন্ন স্থানের প্রচার সংবাদ, সাম্বত শ্রাদ্ধ (উপেন্দ্র চন্দ্র বণিক্ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ), নির্য্যাণ (শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত গোলগোবিন্দ দাসাধিকারী)] ১৮।৩১০

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের আমন্ত্রণী নিবেদন ১৯।৩১২-৩১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা [১ম দিবস—শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা নামের তাৎপর্য্য, গীতা নাম হইল কেন? গীতা-মাহাত্ম্য, শাস্ত্রমাহাত্ম্য, ফলশ্রুতি ও অর্থবাদ, গীতার পূর্ব্বাভাস, গীতার সার্ব্বভৌমিকত্ব, গীতার প্রকৃত অর্থ কাহার নিকট প্রকাশিত হয়? গীতা

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

শ্রবণের অধিকারী, গীতা কীর্ত্তনকারীর লাভ, গীতা কি মুক্তাভিধায়ক গ্রন্থ? গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়ের লক্ষণ, আধুনিক গীতা শ্রবণ-কীর্ত্তন, পরিপ্রশ্ন ও কুতর্ক, গীতার টীকা, গীতার ঐতিহাসিকতা ও রূপকত্ব, গীতা ও চণ্ডী, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত] ১৯,৩১৪-৩২১

শ্রীবিরহোৎসবের বৈষ্ণব-সম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের করুণা, দান ও বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে সম্বর্দ্ধনাভিনন্দনপ্রয়োজনাকারে শুদ্ধিত আলোচ্য অষ্টোত্তরশত বিষয়ের তালিকা ১৯।৩২০-৩২৩

শ্রীভক্তিরঞ্জন সপ্তমবার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি সভা [সভাপতি—ডক্টর হরিপদ দাস কে-টি] ১৯।৩২৩-৩২৪

নিবেদন [গৌড়ীয়মিশনের সমুদয় শিষ্য ও সভ্যবৃন্দের শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-স্মরণ সদনে ২৩।১২।৭৭ তারিখে আহূত গৌড়ীয়-মিশনের সাধারণ-সভার তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য গৌড়ীয়-মঠের সেক্রেটারী শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয়ের প্রার্থনা; সভায় আলোচ্য ছয়টি বিষয়] ১৯।৩২৪-৩২৬

সত্য প্রকাশিত হইতেছে!! [শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী লিখিত। 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের গতগোল—তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে'—এই পুস্তিকা খানির লেখক একবার ভক্টর শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার হাল চৌধুরী, আর একবার শ্রীযামিনীরঞ্জন দাস এম্, এ, বি, টি,—ইহা কিরূপে হয়? তদ্বিষয়ে সমালোচনা-পূর্ব্বক এবিষয়ের গূঢ় রহস্য প্রকাশ] ১৯।৩২৬-৩২৮

বিবিধ প্রসঙ্গ [প্রচার-প্রসঙ্গ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে পঞ্চনদী—সাহেব, অধোক্ষজ সেবা-সদনের ভিত্তি-সংস্থাপন] ১৯।৩২৮-৩২৯

নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক-বিরহোৎসব উপলক্ষে] ১৯,৩৩০

শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তাহব্যাপী বিরহোৎসবের দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী ১৯।৩৩১

শুদ্ধেদণ্ডিথি [নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথি-পূজার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-লিখিত] ২০-২১।৩২৩-৩৩৫

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণানুরাগক শ্রীল প্রভুপাদ [গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদনগোপালদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু লিখিত ] | ২০-২১।৩৩৬-৩৪১ |
| শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসদশকম্ [ ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বিরচিতম্ ] | ২০-২১।৩৪২ |
| শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তৃতা [ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা ] | ২০-২১।৩৪২-৩৪৬ |
| শ্রীল প্রভুপাদের সেবাবাসীতে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ-সেবার মনোহভীষ্ট [ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সরল ভাগবত মহারাজ-লিখিত ] | ২০-২১।৩৪৬-৩৪৯ |
| বিরহ-বিলাপ-দশক [ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজা-উপলক্ষে লিখিত ] | ২০-২১।৩৫২-৩৫৪ |
| নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে স্তুতি [ পদ্য—শ্রীমতী দেবী-লিখিত ] | ২০-২১।৩৫৪-৩৫৫ |
| শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে | ২০-২১।৩৫৫-৩৫৯ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত কতিপয় পত্র | ২০-২১।৩৫৯-৩৬১ |
| শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পদ্ [ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর সুখোদ্গীর্ণ সঙ্গীত—যাহা শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্ত লিখিত ] | ২০-২১।৩৬১ |
| শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] | ২০-২১।৩৬২ |
| শ্রীশ্রীবিরহ উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রথম অভিভাষণ [ স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণ, কাল—২১।১২।৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ] | ২১।৩৬৪-৩৬৫ |
| শ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বিতীয় অভিভাষণ [ স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি প্রাঙ্গণ ; কাল—২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ] | ২১।৩৬৫-৩৬৬ |
| শ্রীল আচার্য্যদেবের তৃতীয় অভিভাষণ [ স্থান—শ্রীধামমায়াপুর অবিস্থিত নাটমন্দির ; কাল—২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৭, সন্ধ্যারাত্রিকের পর ] | ২২।৩৬৬-৩৬৯ |
| মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের অভিভাষণ [ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম-বার্ষিক বিরহোৎসবে ] | ২২।৩৭০-৩৭৩ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসব [ অধিবাস, ত্রয়োদশতিথি পূজা, অষ্টোত্তরশত বিষয়ের আলোচনার উদ্বোধন, শ্রীসমাধি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, শ্রীধামের রাজপথ. অভূতপূর্ব্ব গুরুমহিমা-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ, মঃ মঃ তর্কভূষণের সভাপতিত্ব, গৌড়ীয়-মিশনের সাধারণ সভা, বিরহোৎসবের পূর্ণাহুতি, মহাপ্রসাদ-বিতরণ, সমাগত বিশিষ্ট জনসাধারণ ] | ২২।৩৭৩-৩৭৬ |
| শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহারাজ খায়রাগড় বাহাদুর | ২২।৩৭৬-৩৭৮ |
| শ্রীমহেশপণ্ডিতের শ্রীপাটে উৎসব | ২২।৩৭৮ |
| শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদাষ্টকম্ | ২৩।৩৮০ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত [ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের বক্তৃতা ] | ২৩।৩৮০-৩৮৪ |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা [ প্রথম দিবসের উত্তরার্দ্ধ—১ম, ২য়, ও ৩য় অধ্যায় ষট্‌ক, খণ্ড ও অখণ্ড যোগ, প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য, ২য় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় ] | ২৩।৩৮৪-৩৯০ |
| গৌড়ীয়ের গৌরব [ বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে শ্রীগৌর-বিনোদ বাণী-বন্দনা ] | ২৫।৩৯০-৩৯২ |
| শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভায় বক্তৃতার তালিকা | ২৩।৩৯২-৩৯৫ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ [ মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের সৌজন্য, ইংরাজী নববর্ষের শুভসম্ভাষণ ও বিজয়ি, নবীনা-প্রবীণ বিরহ-সংখ্যা, অষ্টোত্তরশত গুরু-মহিমা, 'শ্রীসরস্বতী-সংলাপ'—প্রথম খণ্ড ] | ২৫।৩৯৫-৩৯৭ |
| শ্রীগৌড়ীয়মঠে বরদাধিপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ | ২৩।৩৯৭ |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [ স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; কাল—সন্ধ্যা, ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ; "যদি হরিস্মরণে", "যদবধি মম চেতঃ", "পীড়াভির্নব-কালকূটকটুতাগর্বস্য", "স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জবিবিবিধঃ" প্রভৃতি শ্লোকব্যাখ্যামুখে হরিকথা ] | ২৪।৪০০-৪০৩ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও দৃগ্‌দৃশ্য-বিচার [ শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সঙ্কীর্তন-সভায় প্রদত্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা ] | ২৪।৪০৪-৪০৬ |
| প্রতিভাস [ ছান্দোগ্য উপনিষৎএর সারমর্ম—(১) ] | ২৪।৪০৬-৪০৯ |
| ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা [ দ্বিতীয় বিষয়ের প্রথমাংশ—৪র্থ অধ্যায় ] | ২৪।৪১০-৪১১ |
| চেতনোৎসব [ প্রাপ্ত ] | ২৪।৪১২-৪১৪ |
| স্বধামে [ ৭।১।৭৭ শুক্রবার রাত্রি ১-৪৫ মিনিটে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ অনুপম ব্রহ্মচারী নবকোবিদ মহোদয়ের স্বধামপ্রাপ্তি ] | ২৪।৪১৫ |
| গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষার্দ্ধ | ২৪।৪১৭-৪১৯ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশ ও বিরহ [ শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে ২৪।১২।৩৭ শুক্রবার অপরাহ্ণে মঃ মঃ পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রদত্ত গৌড়ীয়-সম্পাদকের অভিভাষণ ] | ২৪।৪২০-৪২৪ |
| লণ্ডনে শ্রীচৈতন্যবাণী | ২৪।৪২৫ |
| ভ্রম-সংশোধন | ২৪।৪২৫ |


## চয়ন


| বিষয় | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| মাদ্রাজের "দি হিন্দু" পত্রিকা ২৩।১।৩৭ বৃহস্পতিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—"Pandit A. B. Goswami in Madras" | ১০।১৭৩ |
| ঢাকা 'East Bengal Times' পত্রের ২০।১১।৩৭ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—"Great Festivities at Madhwa Gaudiya Math, Huge gathering" | ১।২০১ |
| 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৩০ই ডিসেম্বর (১৯৩০) হইতে উদ্ধৃত—"Gaudiya Math celebration in memory of Jagabandhu Dutta" | ১২।৩২৪-৩২৫ |
| 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ শুক্রবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—"Gaekwar of Barada visits Gaudiya Math Temple" | ২৩।৩৯৮ |
| 'বোম্বে সোশিওলেল'—১০ই জানুয়ারী (১৯৩৮) সোমবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—"London Hindu Ashram" ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) শুক্রবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—"Sree Chaitanya Math : Meeting at Mayapur" ; 'ইষ্ট্‌স্ ম্যাস্'—৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) শুক্রবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—"Baroda Ruler" | ২৪।৪১৪-৪১৫ |


## ১৬শ বর্ষ 'গৌড়ীয়'-পূর্ব্বার্দ্ধের চিত্রসূচী


| চিত্র | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ( চাতুর্মাস্যকালে ) | ১।মুখপত্র |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ( শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে ) | ঐ |
| লণ্ডনে অপ্রকাশিত 'শ্রীশ্রীবাসুদেব'-মূর্ত্তি | ১।মুখপত্র |
| বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর সম্রাট-দম্পতি ও সম্রাট্ জননীর সহিত সাক্ষাৎকার | ঐ |
| লণ্ডনে ক্যাক্সটনহলে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা | ঐ |

| চিত্র | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু—সম্রাট্‌দম্পতিসহ বাকিংহাম প্যালেসে সাক্ষাৎকালে | ৪।৩৩ |
| শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে লিখিত ভূদেববাবুর পত্রের খামের শিরোনামার ব্লক | ২।৪১ |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ | ৮।১২৮ |
| লণ্ডনে স্বপ্রকাশিত অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তি | ৮।১৩৮ |
| গঙ্গাগর্ভ হইতে স্বয়মাবির্ভূত 'শ্রীশ্রীগৌরহরি' বিগ্রহ | ৯।১৫৪ |
| ব্রহ্মবিলাস-স্তব (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হস্তাক্ষরের ব্লক) | ৯।১৫৫ |
| শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে বৈষ্ণবসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু | ১২-১৩।১৯৮ |
| শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসবে ফারাদী-ভোজন | ১২-১৩।১২৮ |
| শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু | ১২-১৩।২০৪ |
| বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতসম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর সমীপে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু | ১২-১৩।২০৫ |
| ক্যাক্সটন হলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর "ভগবদ্ভক্তি"-সম্বন্ধে বক্তৃতা | ১২-১৩,২০৫ |
| লণ্ডনে স্বপ্রকাশিত শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহ | ১২-১৩।২০৬ |
| অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট বন মহারাজের পত্রদ্বয়ের ব্লক | ১২-১৩।২১১-২১৩ |
| শ্রীযুক্ত কপূরজীর নিকট লিখিত বন মহারাজের পত্রের ব্লক | ১২-১৩।২১৪ |
| গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট লিখিত ভূদেববাবুর পত্র-দ্বয়ের ব্লক | ১২-১৩।২১৬-২১৯ |
| গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট লিখিত ভারতী মহারাজের পত্রের ব্লক | ১২-১৩।২২০-২২১ |
| শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুৎ সখীচরণ ভক্তিবিজয় | ১৪।২৩৬ |
| শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ | ১৪।২৬৭ |
| হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীবাসুদেববিগ্রহের অবতরণকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যকর্ত্তৃক অভ্যর্থনার দৃশ্য | ১৬।২৭৪ |
| 'The Illustrated Weekly of India' সংবাদপত্রে প্রকাশিত লণ্ডনে আবির্ভূত শ্রীগৌরবাসুদেব বিগ্রহ-হস্তে শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু | ১৬।২৭৬ |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (চাতুর্ম্মাস্যকালে) | ২০-২১।ক্রোড়পত্র |
| পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু | ২০-২১।ক্রোড়পত্র |
| শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সজ্জনারাধ্য সমাধি-পীঠ | ২০-২১।৩৩২ |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর | ২০-২১।৩৩৬ |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ | ২০-২১।৩৩৬ |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু | ২০-২১।৩৩৬ |
| শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (ট্রাই-কলায়) | ২০-২১।৩৪২ |
| শ্রীরূপানুগ-ভজনসম্পদ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হস্তাক্ষর) | ২০-২১।৩৬১ |
| শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর— | ২৩।৩৮০ |
| শ্রীগৌড়ীয়মঠে বরদাধিপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গ | ২৩।৩৯৭ |


## ভ্রম-সংশোধন

| বিষয় | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| ৮ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ পংক্তিতে লিখিত তারিখ '২১।৯।৩৭' স্থলে '২৩।৯।৩৭' হইবে | ৯।১৫৮ |
| গৌড়ীয় ১২-১০ম সংখ্যা ২২৫ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ৩৪ পংক্তিতে 'ধরিয়া' শব্দের পরে 'নিত্যা' শব্দটি হইবে না | ১৪।১৬২ |
| ১৬শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২৭৩ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১২শ পংক্তির কএকটী ইংরাজী শব্দ সংশোধন | ১৭শ |
| ১৭শ সংখ্যার ২৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "হঠশঠকর্ত্তৃক" স্থলে "শঠকর্ত্তৃক হঠক্রমে" পাঠ হইবে | ১৮।৩১০ |
| ২৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৩৯১ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভ ২৬শ পংক্তিতে 'প্রভাবকগণের' স্থলে 'প্রচারকগণের' পাঠ হইবে। | ২৫।৪২৫ |

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# ষোড়শ বর্ষ গৌড়ীয়ের উত্তরার্দ্ধের

# প্রবন্ধ-সূচী


| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী | ২৬।৪২৬, ২৭।৪৪২, ৩০।৪৯৭, ৩১।৫১৫, ৩২।৫০১, ৩৩।৫৪৭, ৩৪।৫৮১, ৩৬।৬৩৯, ৩৭।৬১৫, ৩৮।৬৩৯, ৩৯।৬৪৯, ৪০।৬৬৫, ৪১।৬৮১, ৪৩।৭১৩, ৪৪।৭২৯, ৪৫।৭৪৬, ৪৭।৭৭০, ৪৯।৭৯৪, ৫০।৮১০ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ (৬ই মে ১৯৩৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত প্রবণ-স্মরণে silver jubilee উপলক্ষে প্রদত্ত) | ২৬।৪২৭ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও রাধাষ্টমী (শ্রীল প্রভুপাদের ১৮ বার্ষিক বিরহোৎসবে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা) | ২৬।৪৩৩ |
| সম্পাদকীয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীর আলাপ সম্বন্ধীয়) | ২৬।৪৪০ |
| প্রচার-প্রসঙ্গ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতার ক্লাসে ছাত্রদের প্রশ্ন—ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝায়, ব্রহ্ম ও ভগবানে পার্থক্য কি, ব্রহ্মকে কি কেহ দেখিয়াছেন, অবতার কাহাকে বলে, অবতার কি personality না idea? শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ইহাদের কি রক্তমাংসের শরীর? বেদকে বিশ্বাস করিব কেন? বেদ কি কোন মানুষের লিখিত পুস্তক নহে? প্রত্যেক বস্তুকে সন্দেহ না করিলে কি জ্ঞান শুদ্ধ হইয়া যায় না? বুদ্ধ বেদ মানেন নাই কেন? বুদ্ধ ও বৌদ্ধের মতে পার্থক্য কি? বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য বিমুখ লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয় কেন? অবতার বা লোকশিক্ষক কি লোকবঞ্চক? দৈব ও আসুর সৃষ্টির সার্থকতা কি? ভগবান্ অসুরের দ্বারা অভিভূত হন কি? ভগবান্ অসুর ও মায়াকে সৃষ্টি না করিলেই ত পারিতেন, তবে করিলেন কেন? ভগবানের সত্তার ও আমাদের সত্তার পার্থক্য কি?) | ২৬।৪৪৮ |
| চীন ("পুরুষ হিন্দু আশ্রম" সম্বন্ধে ও শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অক্লান্তকর্ম্মে worlds congress of faiths বিশ্বধর্ম্ম মহাসভায় ২৪শে জুলাই ১৯০৭ তারিখে the worlds need of religion সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা the orient illustrated Weekly ৩০।১।৩৮ হইতে) | ২৬।৪৪১ |
| শ্রীল আচার্য্যদেব [১২শে ফাল্গুনী, (১৩৩৮) শ্রীধাম মায়াপুরে শুভ বিজয় ও ২৩ ফাল্গুনী ১৩৩৮ কলিকাতা প্রত্যাগমন] | ২৬।৪৪১ |
| শ্রীসরস্বতী-পূজা | ২৭।৪৪০ |
| ভাড়াটিয়া | ২৭।৪৪৫ |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা (দ্বিতীয় দিবসে অবশিষ্ট চতুর্থ অধ্যায়—বর্ণবিচার) | ২৭।৪৪৮ |
| বিবিধ সংবাদ (হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় ভাগবত-প্রদর্শনী, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ ও স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজের প্রচার-প্রসঙ্গ) | ২৭।৪৫৫ |
| প্রচার-প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়-সম্পাদকের ঢাকা হলে গীতাব্যাখ্যা), চেৎলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা) | ২৭।৪৫৬ |
| গৌরসরস্বতী-মহোৎসব | ২৭।৪৫৭ |
| শ্রীগুরুপ্রণাম (শ্রীল প্রভুপাদের) | ২৭।৪৫৮ |
| আলোর অনুসরণে (শ্রীল আচার্য্যদেব-লিখিত) | ২৮।৪৫৯ |
| শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকম্ (শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-স্বামিপাদ-রচিতম্) | ২৮।৪৬৪ |
| কার্পণ্যকুসুমাঞ্জলি (গৌড়ীয়মঠ-সেবকবৃন্দের) | ২৮।৪৬৬ |
| শ্রীগৌর-স্মরণ-মহোৎসব | ২৯।৪৮৯ |
| অঞ্জ-অর্ঘ্য | ২৯।৪৮৮ |
| শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীগৌরবর্দ্ধনমঠের সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ | ২৯।৪৮৯ |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| শ্রীমায়াপুরজন সর্বশ্রেষ্ঠ কেন ? ( শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ-লিখিত ) | ২৯।৩২১ |
| রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠামহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র | ২৯।৩২৩ |
| শ্রীধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র | ২৯।৩২৫, ৩০।৫১৪ |
| শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ব্যাসপূজা ( শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক-রচিত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ) | ৩০।৩২৮ |
| অর্থবাদ | ৩০।৫০৩ |
| প্রতিদান ( ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ) | ৩০।৫০৬ |
| ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ( শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী-লিখিত ) | ৩০।৫০৮ |
| বিবিধ-প্রসঙ্গ ( "প্রবর্তক" মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র" প্রবন্ধের সমালোচনা ; শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব—শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠে ; শ্রীল আচার্যদেবের ব্রহ্মদেশে শুভবিজয় ; ত্রিদণ্ডে শ্রীব্যাসপূজা ) | ৩০।৫১০ |
| ভ্রম-সংশোধন | ৩০।৫১৩ |
| শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীল প্রভুপাদ | ৩১।৫১৬ |
| শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব ( শ্রীল আচার্যদেবের কথামৃত অবলম্বনে ) | ৩১।৫২৪ |
| শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম | ৩১।৫২৮ |
| বিবিধ সংবাদ ( রেঙ্গুনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য—মন্ত্রমনসিংহবাসীদের বিপুল অভ্যর্থনা ; রেঙ্গুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; বিভিন্নমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ; শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব ) | ৩১।৫২৯ |
| "বাসুদেবানন্দরাজে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম" | ৩২।৫৩২ |
| সমালোচনা ( প্রবর্তক মাঘমাস ১৩৩৪ পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার-লিখিত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের ) | ৩০।৫১০, ৩২।৫৪০ |
| শ্রদ্ধাভিনন্দন ( কলিকাতার রেঙ্গুনপ্রবাসী সন্তানবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের উদ্দেশে প্রদত্ত ) | ৩২।৫৪৩ |
| শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণ | ৩৩।৫৪৮ |
| শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ | ৩৩।৫৫৭, ৫৫৭ |
| সেবাবিধি ও সেবোৎসাহ | ৩৪।৫৬৫ |
| শ্রীধাম নবদ্বীপপরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব | ৩৪।৫৬৯ |
| শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্বাদ-পত্রাবলী | ৩৪।৫৭৩, ৩৪।৫৯২, ৩৬।৬১৩ |
| বিবিধ-প্রসঙ্গ ( শ্রীল আচার্যদেবের হরিদ্বার ; হরিদ্বার পূর্ণ কুম্ভমেলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ; দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা, মধ্ব পর্য্যায়ে হিন্দী মাসিক ভাগবত-পত্র ; রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ; হরিদ্বার-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ) | ৩৪।৫৭৫ |
| লণ্ডনের একখানি পত্র ( শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর নিকট Stella Harris প্রেরিত ) | ৩৪।৫৭৮ |
| চয়ন ( Sree Chaitanya Anniversary At Sree Mayapur সম্বন্ধে অমৃতবাজার—১২।৩৩৮, বিভিন্ন সংবাদপত্রে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা, শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনা-দির বিবরণ ) | ৩৪।৫৭৯ |
| ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় প্রথমস্থান গৌরাব্দ ৪৫১ বর্ষপূর্তি | ৩৪।৫৮০ |
| মুদ্রাকর-প্রমাদ | ৩৪।৫৮০ |
| শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণ ( রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমী হলে ও রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ-প্যাণ্ডেলে প্রদত্ত ) | ৩৫।৫৮২, ৬৮৪ |
| রসরাজ ও মহাভাব | ৩৫।৫৮৫ |
| শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা ( শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে ) | ৩৫।৫৮৯ |
| শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ | ৩৫।৫৯৭ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ ( শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিদ্বার-যাত্রা ; হরি-দ্বার কুম্ভমেলায় ভাগবত-প্রদর্শনী ) | ৩৫।৫৯৮ |
| ভ্রম-সংশোধন | ৩৫।৫৯৮ |
| ঘসাভাস | ৩৬।৬০০ |
| গীতাব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য ৩৬।৬০২, ৩৮।৬৪৩, | ৪১।৬৯০ |
| নিরপেক্ষতা | ৩৮।৬০৭ |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| অভিনন্দন-আরতি ( শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতি প্রদত্ত ) | ৩৬।৬১১ |
| এখনই বা কিরূপে বিবাহ করি ? | ৩৭।৬১৬ |
| সিদ্ধান্তবিরোধ | ৩৭।৬২০ |
| মন, সাবধান ( শ্রীঅসীমা দেবী বি-এ ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত ) | ৩৭।৬২৪ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ ( শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিদ্বার-যাত্রা ; হরিদ্বার শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; শ্রীল আচার্য্যদেবের বোম্বে যাত্রা ; শ্রীল আচার্য্যদেবের গয়া গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; হরিদ্বারে ভাগবত-প্রদর্শনী, প্রদর্শনীর মূল্যাবলী ; হরিদ্বার কুম্ভমেলায় ও দিউড়িতে নগর সংকীর্ত্তন ; নববর্ষ ; দৈব দুর্ব্বিপাক ) | ৩৭।৬৩০ |
| প্রাকৃতসহজিয়া ও ব্রহ্মবাদী ও বৈষ্ণবাপরাধী | ৩৮।৬৩৪ |
| শ্রীগৌড়ীয়মঠে কাহারা নিত্য বাস করিতে পারেন ? | ৩৮।৬৩৮ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ ( শ্রীল আচার্য্যদেবের সপার্ষদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় ) | ৩৮।৬৪৭ |
| চয়ন ( Lord Gouranga—অমৃতবাজার পত্রিকা ১৯।৪।৩৮ ) | ৩৮।৬৪৮ |
| শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা ( ৪০।৬৬৬, ৪১।৬৮১, ৪৩।৭১৪, ৪৪।৭৩০, ৪৭।৭৭১, ৪৯।৭৯৫ | |
| প্রতিষ্ঠানের সেবায় গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য | ৩৯।৬৫৭ |
| প্রচার-প্রসঙ্গ ( ২০ আমিরালি এভিনিউ পার্ক সার্কাসস্থিত শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার গুপ্ত মহোদয়ের ভবনে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ) | ৩৯।৬৬৪ |
| বৃহৎ মৃদঙ্গ | ৪০।৬৭২ |
| বিবিধ সংবাদ ( গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীনৃসিংহদেব যাত্রা ঠাকুরের অপ্রাকট্য-মহোৎসব ; প্রচার-প্রসঙ্গ—শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ মাধবাশ্রম মহারাজ ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীর গুটগ্রামে ; শ্রীপাদ নাগর মহারাজের হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ; স্বধাম-প্রাপ্তি—শ্রীযুক্ত বিচিত্রকুমার | |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| ধামাধিকারীর ও শ্রীযুক্ত তারিণীমোহন বর্দ্ধন মহাশয়ের শিক্ষাদেবের ) | ৪০।৬৭৮ |
| চয়ন ( Installation ceremony in Gaya Gaudiya Math from "The Indian Nation 29-4-38 ) | ৪০।৬৮০ |
| নিবেদন-পত্র ( শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের) | ৪০।৬৮০ |
| শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ (৪১।৬৮৪, ৪৩।৭১৯, ৪৪।৭৪৭, ৪৭।৭৭৫ | |
| সমালোচনা ( লেখক শ্রীসনাথ-সনাতনদাস কাব্যতীর্থ ) ৪১।৬৯২, | ৪৩।৭৬২ |
| শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-কীর্ত্তন মহোৎসব | ৪২।৭০০ |
| শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ-প্রলাপ | ৪২।৭০২ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ ( শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীধামে শুভবিজয়, "গৌড়ীয়" সম্পাদকের ঢাকা হইতে গৌড়ীয় মঠে হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর গমন, শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজগোপাল আচারিয়ার, শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয় মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-তিথিপূজা, শ্রীপাদ গিরি মহারাজের রেঙ্গুণ যাত্রা, শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণ ) | ৪২।৭০৯ |
| শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব | ৪২।৭১২ |
| মুদ্রাকর-প্রমাদ | ৪২।৭১২ |
| বৈষ্ণব চিনিতে হইবে | ৪৩।৭২২ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ ( শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্বোধ, পাটনা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্থান পরিবর্ত্তন ) | ৪৩।৭২৬ |
| শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব | ৪৩।৭২৮ |
| শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব | ৪৩।৭২৮ |
| মুদ্রাকর-প্রমাদক্ষতি | ৪৩।৭২৮ |
| শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ | ৪৪।৭৩৬ |
| বৈষ্ণবধর্ম্মে পেন্সন-কামনা নাই | ৪৪।৭৪১ |
| বিশেষ দ্রষ্টব্য ( গৌড়ীয় পত্র-প্রকাশে বিলম্বের কারণ ) | ৪৪।৭৪৫ |
| শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব ৪৪।৭৪৫ ( সাধারণের চক্ষে গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অবস্থা ) | ৪৪।৭৪৯ |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| ক্ষণভঙ্গ ও আত্মবলি | ৪১।৭৪৩ |
| বুদ্ধিমান কে ? ( 'প্রাপ্ত' ) | ৪১।৭৪৬ |
| বিশ্ব ও শ্রীগুরুদেব ( প্রাপ্ত ) | ৪৩।৭৬৩ |
| শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা ( শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে ) | ৪৭।৭৮০ |
| হাসন-বুর্জন ( প্রাপ্ত ) | ৪৭।৭৮২ |
| শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-বাসরে ( প্রাপ্ত—কবিতা ) | ৪৮।৭৮৩ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ ( শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীগোদ্রুম 'আনন্দসুখদ-কুঞ্জে শুভবিজয় ; চাতুর্মাস্য ; শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ ; শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব — শ্রীগোদ্রুম-'আনন্দ-সুখদ কুঞ্জে, শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে ; কমলাপুর শ্রীগোপাল গৌড়ীয় মঠে বাৎসরিক উৎসব ; বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় প্রচার ( শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ বামাবন মহারাজ ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী-জীর | ৪৮।৭৮৮ |
| পুষ্পাঞ্জলি-প্রসাদ | ৪৮।৭৯০ |
| বক্তৃতা ( শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত প্রবণ মননে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৫) রবিবার দিবস "ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার" বিষয়ে গৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতা | ৪৯।৭৯৮ |
| সমালোচনা-বিবর্ত—শ্রীহরিগুরু-সখী | ৪৯।৮০৩, ৫০।৮১৪ |
| বিবিধ সংবাদ ( কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাগবাজারস্থ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদশতবর্ষ পূর্ত্যাবির্ভাব-মহোৎসব ; শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব, পশ্চিম বঙ্গে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজের প্রচার ; ওড়িষ্যায় প্রচার ( শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ বামাবন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভুর )-; অবাম-প্রাপ্তি—শ্রীপাদ সর্বানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর, ২৫শে মার্চ ১৯৭৮ তারিখে ) | ৪৯।৮০৫ |
| শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব (নিবন্ধপত্র ) | ৪৯।৮০৮ |
| বিরাট নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা | ৪৯।৮০৯ |
| পুষ্পাঞ্জলি-প্রসাদ | ৪৯।৮০৯ |
| বর্ষশেষে | ৫০।৮১১ |
| নম্র নিবেদন | ৫০।৮১৯ |
| বিবিধ সংবাদ ( শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব ; নির্যাণ ও সাধুসমাগম ) | ৫০।৮২০ |


## ষোড়শ বর্ষ গৌড়ীয়ের উত্তরার্দ্ধের চিত্র-সূচী


| চিত্র | সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ | ২৮-২৯।৪৫৯, ৪৬৪ |

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মঙ্গলবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৭ই আগষ্ট, ১৯৩৭ | ২য় সংখ্যা

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-ভাগবতোৎসব

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলিকাতায় শ্রীভক্তি-বিনোদ আসন সংস্থাপন করিয়া তথায় ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাবোপলক্ষে বিপুল হরিকীর্ত্তনময় মহামহোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। চাতুর্ম্মাস্যকালে সন্ন্যাসিগণের স্থান-বিশেষে চারিমাস অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীহরিকীর্ত্তনের যে বিধি শাস্ত্রে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্য করিয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বা ভক্ত-সঙ্ঘারামে দীর্ঘকালব্যাপী নিয়মিত ভাবে হরিকথা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র জন্মাষ্টমী দিবস হইতে ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ ঐ তিন সপ্তাহ-ব্যাপী উৎসব-কালে স্বয়ং প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বেদান্তশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে উৎসবকালে গ্রন্থ এবং পুস্তিকাকারে মহাজনগণের শিক্ষা ও রচনা-সমূহ মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিতরিত হইবারও সূত্রপাত হইয়াছিল।

তখনও শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামকরণ হয় নাই। ১৩২১ সালে ২১শে ভাদ্র শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও সাধারণের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করাইয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা আরম্ভ করিলেন। তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে 'গৌড়ীয়মঠ' নামকরণ হইল। গৌড়ীয়মঠের প্রথম

বার্ষিক মহোৎসব শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথি হইতে আরম্ভ হইল এবং প্রতি বৎসরই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটতিথি-উপলক্ষে সাধারণ মহাবদান্যোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদ "কলির ব্রহ্মাণ্ডে" গৌরলোকের প্রেমপ্লাবন অবতরণ করাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-গঙ্গায় কলিকাতা নগরী উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন সত্য সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল ও সকলের অনুভবের বিষয় হইল,—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৪-২৬)

গত বৎসর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মূলনক্ষত্র বিদ্ধ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর ১লা ভাদ্র হইতে পুরুষোত্তম-মাসের প্রবৃত্তি হওয়ায় তৎপূর্ব্বে যে-সকল বিশেষ উৎসব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা-মণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত উদ্‌যাপনচ্ছলে হরিকীর্ত্তন প্রচার করেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতকাল পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় পূর্ব্বক তথায় হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করেন।

গত বৎসর "শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব" প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মঠসেবকগণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছিল।

**"যেখানে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগধারা—শ্রীভক্তিবিনোদধারা বিরাজিত, যেখানে নিরন্তকুহক ও বাস্তব সত্যের নিত্য কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত, সেই স্থানই গৌড়ীয়মঠ। আর তিনিই একমাত্র গৌড়ীয়মঠবাসী, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেই অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্ম-অনাবৃত নিরন্তকুহক বাস্তবসত্য কীর্ত্তনকারী। এতাদৃশ গৌড়ীয়মঠের সহিত যেখানে মিল নাই, সেখানে কোন না কোন প্রকারে কুহক প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধগৌড়ীয়মঠের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংস্রব রহিত।"**

শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই যথার্থ স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ অন্যাভিলাষরহিত নিজজনগণের নিকট প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার অপ্রাকৃত বীর্য্যবতী বাণীর দ্বারা যে-সকল কপটতা, দাম্ভিকতা, মৎসরতা, গুরু ও কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধি, পাষণ্ডতা, অপরাধ ও অন্যাভিলাষসমূহকে সর্ব্বক্ষণ নিরাস করিয়াছেন, সর্ব্বদা দুঃসঙ্গকে তাঁহার বাণী-কৃপাণের দ্বারা ছেদন করিয়াছেন, সেই সকল কপটতা, পাপ, অপরাধ, অন্যাভিলাষ ও দুঃসঙ্গসমূহ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ায় একান্ত সত্য-পিপাসুগণের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। অপ্রকটলীলাতেও শ্রীল প্রভুপাদের এই করুণা-বিগ্রহ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-গোপনকারী দুঃসঙ্গের স্বরূপ-প্রদর্শন-কার্য্যটী বহু সত্যানুসন্ধিৎসুকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুসরে পাপ-পাষণ্ড দুরন্ত কলি বিরাটে পড়িয়া যেজ্ঞাহাই পলায়ন করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এবৎসর শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-অনাবৃত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের রীতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দিষ্ট অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষকবর শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে বিশেষভাবে গীত হইবে।

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বাগবাজার 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিষ্কপট সেবকবৃন্দ অনুকূল হরিকীর্ত্তন-মুখে হরিসেবা করিবেন।

স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতবাণী কীর্ত্তন করিবেন। সঙ্ঘ গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রয়ী প্রচারকবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম কৃপাভাজন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, বাগ্মিবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমায়াপুরমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা হরিকথা-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ব্রহ্মচর্য্যে

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদের কথিত "জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ" শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ বেদান্তবিদ্বান্ শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ শ্রৌতী মহারাজ, অনর্গল সংস্কৃতভাষী শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ, অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের ডিরেক্টর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ কৃপাভাজন প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসরস ভাগবত মহারাজ, যুক্তপ্রদেশে হরিকথা-প্রচারক- শ্রীমদ্ভক্তিহৃদীয় বাচক মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর এম-এ, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রৌতার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীচৈতন্য মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, গভর্ণিং বডির জেনারেল্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বেদান্ত-পণ্ডিত শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ ভবভঞ্জিন্ ভক্তিসৌরভ বি-এল, গৌড়ীয়-সঙ্ঘের অধ্যক্ষ আচার্য্য অধ্যাপকবর শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল; শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাভাজন পাটনা-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুবিহারী কপুর এম-এ, শ্রীধাম মায়াপুর পরিষদ্-পীঠের অধ্যাপক পণ্ডিতদ্বয় শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ, পণ্ডিত-দ্বয় শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত মদন নাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ কৃপা-ভাজন আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীমৎ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীপাদ শিবদাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমেরেয়, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সুজনসুহৃৎ দাসাধিকারী এম-এ, বি-এল, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া 'কলির ব্রহ্মাণ্ডে' গৌরবাণী-গঙ্গার সেবা করিবেন।

আমাদের আশা আছে—পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আর্য্যা-মনীষী ভক্ত শ্রীমৎ সনানন্দ ব্রহ্মচারীজীও গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে ইংরাজী ভাষায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মুখনিঃসৃত বিমল কীর্ত্তন করিবেন। যিনি পাশ্চাত্য দেশে ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তন-সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রেমাময়-ভক্তের মূল শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতি গোপালের কৃপার ন্যায় ম্লেচ্ছ দেশেও বাসুদেব-বিষ্ণুবিগ্রহ স্বয়ং প্রদান করিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত বাণীবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আচার-প্রচারময়ী জীব-মঙ্গলকারিণী বক্তৃতা-শ্রবণের আশাও আমরা বিশেষভাবে পোষণ করিতেছি।

যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্ ও সঙ্কীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের অনুগবর হইয়া শ্রীস্বরূপের ন্যায়ই ভক্তিসিদ্ধান্ত ও গৌরবিহিত সঙ্গীতে বৃহস্পতি, সেই শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, রাগতীর্থ শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সুকণ্ঠ গৌরবিহিত কীর্ত্তনকারিগণ সারস্বত-শ্রবণ-সদনকে অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত রাখিবেন।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে হরিভজনকারী এই সকল নিষ্কপট সেবকবৃন্দের হরিকথা-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কোন প্রকার লোকরঞ্জন, লোক-তোষামোদ, লোক-বঞ্চনা, কপটতা বা অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির মিশ্রণ নাই। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী, নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের পূর্ণানুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া পরস্পর আত্ম-মঙ্গল বিধান ও হরিতোষণই একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা এই সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে সকল সত্যানুরাগী সজ্জনকে ও গুরুভ্রাতৃবৃন্দকে অতি বিনীতভাবে সাদরে আহ্বান করিতেছি। সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ গৌরানন্দি-মুকুটমৌলি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে আমাদের সকলেরই হৃদয় বিরহ-ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীগঙ্গা-আমরা আর আমাদের মস্তকে ধারণ করিতে পারিব না' বলিয়া সকলেই ন্যূনাধিক নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এই কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্লাবিত জগতে নামকীর্ত্তন-বিগ্রহের অপ্রকট-লীলাবিহারের পর আমাদের কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা সকলেই ব্যাকুল হইয়াছিলাম; কিন্তু পরম-করুণাময় মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এই ভাবী অবস্থার কথা ভাবিয়া তাঁহার যোগ্যতম অধস্তনকে অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে স্বয়ং ডাকিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবার ভার ও ভক্তিবিনোদ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত প্রভুর দাসে থাকিয়া অনুক্ষণ আমাদিগকেও শ্রীনামগ্রহণের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই প্রভুপাদেশ পালন ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহস্মৃতির সেবন করিবার জন্য আমরা শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের আনুগত্যে যাহাতে বিপ্রলম্ভরসে মগ্ন হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ভাগবতোৎসব, রাধামদনমোহন, রাধাগোবিন্দ ও রাধাগোপীনাথোৎসবের সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য আমরা সকলে সমবেত হইব। কি গৃহস্থ, কি অনুগৃহস্থ এই উৎসবকালে সকলেই সবান্ধবে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সমবেত হউন, সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের বাণী ও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করুন, আত্মমঙ্গলকর পরিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা-মুখে ইষ্টগোষ্ঠী করুন, শুদ্ধভক্তাঙ্গসমূহ যাজন করুন। সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মৎসর হইয়া সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম সফল করুন।

---

# গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ

সাম্প্রদায়িক ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিবর্ত্তগ্রস্ত কতিপয় ব্যক্তি গৌড়ীয়ে "গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ" প্রভৃতি বাক্য দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের অযথার্থ-সাধন-বলে এক অভক্তিপর মতবাদ প্রচার করিয়াছে যে,—'গৌড়ীয়-আম্নায় উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে সময় সময় ছিন্ন হইয়াছে!' বস্তুতঃ এরূপ বিচার কি সিদ্ধান্ত, কি পূর্ব্বাপর সাম্প্রদায়িক ইতিহাস কোন দিক্ দিয়াই সমর্থিত হয় না।

'অন্ধকার-যুগ' বলিতে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ-নিত্যসিদ্ধ-ভাগবত-পরমহংস আচার্য্যের অভাবযুক্ত জগতের অবস্থাকে লক্ষ্য করে না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের বা বঙ্গদেশের যে অবস্থা ছিল, উহাকে 'অন্ধকার-যুগ' বলা যায়; কিন্তু তখনও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল ঈশ্বরপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যকুল জগতে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মা হইতে আগত আম্নায়-ধারাকে সংরক্ষণ অর্থাৎ হরিসেবকের গোত্রবর্দ্ধন-কার্য্য করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠে জানা যায়—শ্রীল অদ্বৈত, শ্রীল শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বের বহির্ম্মুখ সামাজিক অবস্থা-দর্শনে কতই না আক্ষেপ করিয়াছেন, কতই না কৃষ্ণের নিকট ক্রন্দন করিয়াছেন, জলতুলসী দিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, পাষণ্ডিগণের দুর্ব্বাক্যের প্রতি সিংহ হুঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইরূপ যুগকে "অন্ধকারযুগ" বলা হয় বলিয়া কি তখন আচার্য্যধারা ছিন্ন হইয়াছিল? তখন কি জগতে সদ্গুরু বা আচার্য্যের একান্ত অভাব ছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কি তখন প্রেমকল্পতরুর মূলরূপে পরমানন্দপুরী, ঈশ্বরপুরী প্রমুখ আচার্য্যগণকে জগতে প্রকাশিত করেন নাই? শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য কি তখন ভাগবতধর্ম্মের কথা প্রচার করেন নাই? শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি আচার্য্যগণ কি হরিকথা কীর্ত্তন করেন নাই? আবার যখন গোস্বামিগণের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যত্রয়ের আচার্য্য-লীলা-সম্বোপনের পর 'গৌড়ীয়ের দ্বিতীয় অন্ধকার-যুগে'র সূচনা হইল, তখন কি শ্রীরূপানুগ আম্নায়-ধারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল? তখন কি নিত্যসিদ্ধ সদ্গুরুপাদপদ্মের—ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহের—শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যের বা জগদ্গুরুর একান্ত অভাব হইয়াছিল? শ্রীল শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি কি শ্রীরূপানুগ ভক্তিধারা সংরক্ষণ করেন নাই? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন নাই? শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর শিষ্য শ্রীরাধানন্দ দেব প্রভু কি আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই? শ্রীরাধানন্দের শিষ্য

শ্রীনয়নানন্দ দেব প্রভু কি আচার্য্য-ধারা সংরক্ষণ করেন নাই? শ্রীনয়নানন্দপ্রভু কি বেদান্তসমন্বয়ের লেখক কান্তকুব্জবাসী গৌড়-বিপ্রকুলে অবতীর্ণ শ্রীরাধাদামোদরকে শিরসে গ্রহণ করিয়া এবং গুরুর বৈভবপ্রকাশরূপে আরও শির করিয়া রূপানুগ ভক্তিধারা সংরক্ষণ করেন নাই? আবার শ্রীরাধাদামোদর কি গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া আচার্য্য-ধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রচার করেন নাই? 'গৌড়ীয়ের অন্ধকার-যুগে' এই সকল সদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরু-গণের একান্ত অভাব হইয়াছিল, কিরূপে বলিতে পারা যায়? আবার গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যের পরে গৌড়ীয়ের যে 'সুদীর্ঘ অন্ধকার-যুগের' কথা শ্রবণ করি, তখনও কি সদ্‌গুরু বা জগদ্‌গুরুর একান্ত অভাব ছিল, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? তখন যে প্রচার-কার্য্য, হরিকীর্ত্তনকার্য্য ও রূপানুগগোত্রবর্দ্ধনকার্য্য বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও ত' **শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রতিবাদ করিয়াছেন—**

**"ভাস্করের (গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর) অনুগত শ্রীউদ্ধব দাস বা উদ্ধব দাস বা তদনুগ উদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথ দাস পরমহংসপথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।"**

—শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত "ভাস্করের বিবরণ"

শ্রীউদ্ধব দাস, উদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথ দাস—ইহারা যে সকলেই 'পরমহংস' ছিলেন এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ অতি স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছেন। যদিও তাঁহাদের অন্ত্যবর্ত্তী কালকে "গৌড়ীয়ের সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগ" বলা হইয়াছে, যে যুগের অবসান করিয়াছেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, তথাপি তখনও শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারকার্য্য ও গোত্রবর্দ্ধনকার্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এই 'অন্ধকারযুগ' শব্দের অর্থ কি?

'অন্ধকারযুগ' বলিতে ইহাই বুঝায় যে, তখন শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য ও রূপানুগ আচার্য্যধারা প্রকাশিত থাকিলেও প্রচার-কার্য্যের ব্যাপকতা সমধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই, তখন সংকীর্ত্তনকার্য্যটি বিপুল গোষ্ঠীর সহিত ততটা প্রকাশিত থাকে নাই। গৌড়ানন্দী আচার্য্যের প্রচার যে সময়ে বিশেষরূপে প্রকাশিত না থাকে, তখন নানাপ্রকার মতবাদ ও কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টার প্রাবল্য বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াই উহাকে 'অন্ধকারযুগ' বলা হয়। এখানে 'অন্ধকার' শব্দের দ্বারা আচার্য্য-ভাস্করের সম্পূর্ণ বিলোপ বুঝা যায় না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যেও সূর্য্যদেব তাঁহার প্রভাব প্রকাশ না করিলে জগতের অস্তি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়—সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়, তদ্রূপ নানামতবাদ-ঘনঘটায় আকাশ সমাচ্ছন্ন থাকিলেও পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্য প্রকাশ বিগ্রহকে নিত্যপ্রকাশিত রাখিয়া সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে পোষণ ও তোষণ করিয়া থাকেন। কেবল ঔলূকাধর্ম্মী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই অন্ধকার-পিপাসু বলিয়া অন্ধকারযুগকে চিরজীবী করিয়া রাখিতে চাহেন এবং সেই ছলনায় আচার্য্যভাস্করের নিত্য অস্তিত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করিবার জন্য কপিল ও রাবণের ন্যায় সকলে তপস্যা আরম্ভ করিয়া দেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সেই তপস্যা কেবল তাঁহাদের ঔলূকা-ধর্ম্মেরই পরিচয় দেয়, তদ্দ্বারা আচার্য্য-ধারার অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না। নির্ব্বিশেষ-বাদী, তমোগুণী ঔলূকধর্ম্মী মৎসর ও পাপিষ্ঠব্যক্তিগণ অন্ধকারকেই ভাল বাসে, সুতরাং উহারা আলোকেও অন্ধকার প্রার্থনা করে, আলোককেও অন্ধকার বলে, আলোককেও অন্ধকার করিতে চাহে!

আচার্য্য-ধারা নিত্য অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়াই আমরা মহাভাগবতের সাক্ষাৎকৃপা লাভ করিতে পারি। 'মহাভাগবত' অর্থে অর্চ্চা গুরু বা ঠুঁটোরাম গুরু নহেন; যে গুরুদেব আমার কর্ণ-প্রাঙ্গণে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিয়া দিতে পারেন, তিনিই মহাভাগবত গুরু। তিনি '৹ ৹ ঘরের মহাশয়' নহেন; তিনি ভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রিয়তম, জগতে নরোত্তমরূপে বা ভাগবত-পরমহংস নামে পরিচিত। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-পরম্পরা বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়ান্নায়ধারা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে,—

**"ইঁহা পরমহংস,　　গৌরাঙ্গের নিজবংশ,**
**তাঁদের চরণে মম গতি।"**

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি, **আচার্য্যগণ সকলেই পরমহংস, তাঁহারা**

**গৌরাঙ্গের নিজবংশ।** আচার্য্য বা পরমহংসগণই গৌরাঙ্গের বংশ বলা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর অন্ধকার যুগের কথা গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামিকুলমুকুটমণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

ক্বাপ্যঃ কশ্চন্ মুক্তচিজ্জপতপো যোগাদিকং মুক্তচিদ্
গোবিন্দার্চ্চনবিক্রিয়ঃ ক্বচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ ক্বচিৎ।
শ্রীভক্তিঃ ক্বচিদুজ্জ্বলাপি চ হরের্বাত্যন্ত এব স্থিতা
হা চৈতন্য কুতস্ত্বয়ি গতোঽসি পদবীং কৃত্রাপি তে নেক্ষাতে॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১২।১৩

হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে! তোমার শুদ্ধ নিগূঢ় উন্নতোজ্জ্বলরস-ভক্তিবার্তা আর কোন সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয় না। কোন সম্প্রদায়ে কর্ম্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে তপঃ, জপ, যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে অর্চ্চনমার্গে গোবিন্দ-পূজন-বিধি, কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞান-মিশ্রভক্তি এবং কোথাও বা উজ্জ্বলভক্তি আচারবিহীন বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ এই অন্ধকারযুগের কথা বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া গোস্বামিগণের আচার্য্যরূপে অভ্যুদয়কালেও অন্ধকার যুগ ছিল বিচার করিতে হইবে কি? তাহা নহে। কোন মহাপুরুষ আচার্য্য বা আচার্য্যের তিরোধানের পর যে সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বহির্ম্মুখতার তাণ্ডব-নৃত্য দেখা যায়, তাহাই অন্ধকার যুগ। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার নিজজনগণকে আচার্য্যরূপে সংস্থাপন করিয়া এই অন্ধকার যুগের অবসান করিয়াছিলেন।

কোন এক অতাত্ত্বিক ব্যক্তি "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে"—এই শ্লোকটির কদর্থ করিয়া কৃষ্ণ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিবার পর একমাত্র গ্রন্থ-ভাগবতই আচার্য্যরূপে থাকিলেন, ভক্ত-ভাগবত বা মহাজনগুরুর অস্তিত্ব লোপ হইল এবং সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগের সূচনা হইল—এইরূপ এক অদ্ভুত মতবাদ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে এক সভায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ইহা খণ্ডন করিয়া গ্রন্থভাগবত-ব্যাখ্যাতা শ্রীবৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও তদাম্নায়-পারম্পর্য্যের মহাজনগুরুপাদপদ্মের কথা জ্ঞাপন করিয়া অতত্ত্বজ্ঞগণের চক্ষুরুন্মীলন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদও জানাইয়াছেন—গৌড়ীয়গণ গ্রন্থ-সাহেবের উপাসকগণের ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী নহেন; আর গ্রন্থসাহেবের উপাসকগণও যেভাবেই হউক, গুরুপরম্পরা স্বীকার করেন।

আচার্য্য বলিব, কিন্তু পরমহংস বলিব না, 'আচার্য্য' বলিব অথচ তিনি আমার সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না—এইরূপ উক্তি মৎসরতা-মূলক। এই জাতীয় মৎসর ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ রহস্য করিয়া একটি গল্প বলিতেন। সেই গল্পটি এই—

"এক মৎসর ব্যক্তির এক শত্রু লেখা পড়া শিখিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে আরূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া ঐ মৎসর ব্যক্তিটী বলিলেন,—'সেই শত্রু কখনও ঐরূপ উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারে না।' যখন শুনিলেন,—সরকার বাহাদুর সেই শত্রুকেই বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন ঐ মৎসর ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন,—**"একান্তই যদি সে বিচারকই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে নিশ্চয়ই বেতন পায় না।"**—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, মায়াপুর, ৭ই ফাল্গুন ১৩৩১)

আধুনিক ঔদ্ধত্যধর্ম্মী মৎসর ব্যক্তিগণেরও বিচার এইরূপ। যখন ইঁহারা দেখিলেন যে, সত্য সত্যই শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তনকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন ইঁহারা মৎসরতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—একান্তই যখন আমরা এবং আমাদের মূলপুরুষ ইঁহাকে আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি এবং শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহাকে আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা হইলেও—উনি আচার্য্যের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিলক্ষণসমূহের দ্বারা কথিত হইতে পারিবেন না। তাহা হইলে আমাদের মূল্য একবারেই থাকে না! তখন ইঁহারা ইঁহাদের মৎসরতাকে গুরুভক্তির মুখস পরাইয়া লোকের নিকট সতীসাধ্বীরূপে প্রচার করিবার জন্য তৎপরতা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ঐ কপটতায় সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ কখনই ভুলেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ 'কালধর্ম্ম'-শীর্ষক তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"হরিদাস নামক কোন বালক মাতৃক্রোড়ে অবস্থান-কালে মগ্ন ছিল, তখন লোকে তাহাকে 'ভাংটা হ'রে' বলিয়া ডাকিত; কিছুদিন পরে ডি, এল পাশ করিয়া উকীল হ'বার পর পাড়ার লোকেরা তাহাকে 'ভাংটা

হ'য়ে আবার উকীল' বলিয়া বিদ্রূপ করিল। তাহাতে হরিদাসের ওকালতির বাধা হইল না। **আচার্য্যে মর্ত্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য প্রাকৃতাহুত উকীল হরিদাসকে 'ভাংটা হ'য়ে' বলার ন্যায় মূর্খতা ও নাস্তিকতার পরিচয় মাত্র।** সত্যযুগের প্রারম্ভ হইতে এইরূপ বিষ্ণু-বিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ দেখা যায়।"

—"শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা", চাঁপাহাটী, ৭ই চৈত্র, ১৩২৩

অন্ধকার-যুগে আচার্য্যধারা ছিন্ন হইয়া পড়িলে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায় এরূপভাবে কখনই প্রবাহিত থাকিত না। একদিন তথাকথিত সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগের সুযোগ লইয়া প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী রামানন্দীসম্প্রদায় যখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষে বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়ীয়গণের আম্নায়ধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য প্রায় ১৬২৮ শকাব্দায় জয়পুরের গল্‌তা পর্ব্বতে এক বিচার সভার আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আদেশে তদ্গত গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের অন্যূনত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য, পণ্ডিতকুলমুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন। **জাতিগোস্বামিগণ আপনাদিগের শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকপরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেষেতে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণে অগ্রই শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু** গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং এই **গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্যাভিজ্ঞতাদিরাকরণকার্য্যে** শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য **শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন,** বিশেষতঃ অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৈষ্ণবাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্কার-বিষয়ে অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।'

(—শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত 'টীকার বিবরণ')

এই সুদীর্ঘ অন্ধকার-যুগের মধ্যেও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ বা গঙ্গাচরণের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য শ্রীরাধারমণ যে রূপানুগ আম্নায়-ধারা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই ধারাতেই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীব্যাস সকাশাদ্যাত্মের সারার্থ-দর্শিনী টীকার প্রারম্ভে নিজ গুরুপারম্পর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ-গঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূন্ গুরূণেঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভূং নৌমি।"

সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগে আম্নায় অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ পরমহংস সদ্‌গুরু বা আচার্য্যের অভাব থাকিলে ঐ সকল গুরুবর্গের নাম কি কল্পনা-প্রসূত? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। তিনি যে আম্নায়ধারা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কখনই অসদ্‌গুরুপরম্পরা হইতে পারে না। কাজেই সেই সুদীর্ঘ অন্ধকার-যুগেও ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ আচার্য্যগণের অভাব, শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অভাব কিম্বা গোত্র-বর্দ্ধন-কার্য্য অর্চ্চারূপী আচার্য্যের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল,—এই প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষ ও নিরীশ্বর মতবাদ সহজেই খণ্ডিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে মৌভোগের এক প্রাকৃত সহজিয়া এই জাতীয় এক কুতর্ক উপস্থিত করায় শ্রীল প্রভুপাদ তাহা গৌড়ীয়ের স্তম্ভে খণ্ডন করিয়াছিলেন। 'আচার্য্যধারা ছিন্ন হয়' এই মতবাদ সিমাইট্ ও প্রচ্ছন্ন নিরীশ্বরবাদিগণের চিন্তাস্রোতের সংক্রামকতা হইতে কতিপয় গুরুত্যাগী, গুরুবিরোধী ও গুরুবঞ্চিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ দ্বিতীয় 'রূপকবিরাজী' মনের মত—সিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস-বিরুদ্ধ, অশ্রাব্য ও নাস্তিকাবাদ-বিচারে পরিত্যাজ্য।

'পণ্ডিতকুলমুকুট মহামহোপাধ্যায় গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু' যেরূপ আম্নায়-বিরোধি-মতবাদ নিরাস করিয়া ও নিজ আম্নায় প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষকের কার্য্য ও গুরুপারম্পর্য্যের সেবা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগবদিচ্ছায় পণ্ডিতকুলবিভূষণ

মহামহোপদেশক গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুচরণও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কথিত আম্নায়-বিরোধী 'পাষণ্ড'মতবাদ ও গুরুকলিচরগণের মত নিরাস করিয়া সত্য সত্যই গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সংরক্ষণ ও জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা করিলেন।

---

# "আমি না হইলে মিশন চলিবে না"

বড় আমি, কর্ম্মবীর আমি, চালিয়াত আমি, বাক্য-বাগীশ আমি, চতুর আমি, দরাজে সরা-জ্ঞান-কারী আমি, সর্ব্বজ্ঞাত্মা আমি, হরবোলা আমি, সিমাইটগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী আমি, বুলির ফুলঝুরি ছুটান' কার্য্যে দক্ষ আমি, ছায়াসীতাহরণকারীর আনুকরণিক আমি, কলিপুর বন্ধু আমি, একলব্য আমি, দুঃশাসন-মিত্র আমি, রূপকবিরাজের অধস্তন আমি, কলির গুপ্তচর আমি, গুরুকে হাতের ক্রীড়নক-জ্ঞানে বিচারক আমি, গুরুভোগী আমি, গুরুত্যাগী আমি, মাদুলভক্ত আমি, কর্ত্তা আমি, ভোক্তা আমি, ভোগের ব্যাঘাত-ফলে কর্ত্তৃত্যাগী আমি, যাত্রার দলের নারদ আমি, 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' আমি ও আমি যাহাদের সহিত অহিনকুল-সম্বন্ধযুক্ত ছিলাম, সেই সকল সমশীল ব্যক্তি না হইলে কিছুতেই মিশন চলিবে না—মিশন কিরূপে চলে একবার দেখিয়া লইব! মিশনকে অচল করিবার জন্য সুরন্ধেষী তপস্যা আরম্ভ করিয়া রাবণ, কলিপু প্রভৃতিকেও হার মানাইব! দৈব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে সদব্যস্ত করিয়া দিব! তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিব! তাঁহাদের সভা-সমিতিতে হরিকথা প্রচার বন্ধ করিব! সভাপতিকে ভাঙ্গাইয়া দিবার চেষ্টা করিব! তাঁহাদিগের প্রতি জনমতকে ক্ষেপাইয়া দিবার জন্য সমন্বয়-বাদিগণের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া বলিব,—আচার্য্যের অনুগ ব্যক্তিগণ 'কালী মানেন না, বঙ্গ মানেন না, ঘেটু-মাকাল কিছুই মানেন না, শিব ত' মানেনই না, ব্রাহ্মণও মানেন না, জনমত গ্রাহ্য করেন না, চিজ্জড়সমন্বয়বাদীকে 'পরমহংস' বলেন না, কিন্তু বৈষ্ণবকে "পরমহংস" বলেন! আবার কখনও বিষয়ী ভোগি-সম্প্রদায়ের পদলেহন করিতে গিয়া বলিব,—নির্ব্বিশেষবাদী ও স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের মহান্তগিরি ও শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের মহান্ত-গুরুর কার্য্য একই প্রকার! কখনও বা বোকা লোকের নিকট ভালমানুষী করিয়া বলিব,—এত বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা বিজ্ঞ বিষয়ী লোক তাহাদের আধ্যক্ষিকতার কষ্টিপাথরে যাহাকে বৈষ্ণব বা আচার্য্য বলিবে, পরমার্থ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত; কিন্তু ইহারা উহার বিরোধী! আবার কখনও পারমার্থিকগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য আমাদের মৎসরতাকে অতিগুরু-ভক্তির সুরঞ্জনে সাজাইয়া বলিব,—ইহারা গুরুর উপাধি-গুলি অনুকরণ করিতেছে! কখনও বা লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া কপট কাহিনী কহিয়া নিজেদের গুরুভক্তির বিজ্ঞাপন প্রচার, বৈরাগ্য ও চরিত্রের নির্ম্মলতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব! আবার কখনও ধনী বিষয়িগণকে বিশেষতঃ তাঁহাদের বিদ্বা ও অবিদ্বাগণকে হাতে রাখিবার জন্য পুষ্পাঞ্জ, ছানার ডালনা, পানতোয়া, পায়েস প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহাদের মুখবন্ধ ও সত্যকথা-শ্রবণের কর্ণ বন্ধ করিয়া দিব! তাহাতেও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ একান্ত সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষগণকে আদর করিলে রামচন্দ্রপুরী ও রামচন্দ্র খাঁর ন্যায় মৎসর ও হিংসক হইয়া আদর্শ বিমল-চরিত্র প্রকৃত মহাপুরুষগণের নামে মিথ্যা অপরাধ, টাকা ও ছানার ডালনা ঘুষ দিয়া গ্রাম্যসংবাদপত্রের মারফত মিথ্যা-কথা প্রচার করিয়া গ্রাম্যস্বভাব ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিব! যাঁহারা বৈষ্ণব-গৃহস্থ থাকিয়া গুরুবিত্ত অর্জ্জন করেন ও তদ্দ্বারা হরিসেবা করেন এবং যাঁহারা গুরুবিত্তের সর্ব্বস্ব গুরুসেবায় সমর্পণ করেন, তাঁহাদের সেই হরিসেবার আনুকূল্যময় রাজকার্য্যাদি নষ্ট করিয়া দিবার জন্য আমার বিলাতী সার্টিফিকেটের অপব্যবহার করিতেও ত্রুটী করিব না। যে সকল মহাপুরুষ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে

তাঁহাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে দ্বিধা বোধ করিব না। অধিক কি, শ্রেষ্ঠার্থী ভাগবতবরকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজেদের আড্ডায় লইয়া গিয়া তাঁহার উপর ফাজিল-দলের দ্বারা অমানুষিক অত্যাচার করাইতে ত্রুটী করিব না! ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া প্রবীণ ভাগবত নীচগণের উচ্চভাষণ ও নির্য্যাতন অম্লান-বদনে সহ্য করিতেছেন দেখিয়া তখন তাঁহার মর্ম্মান্তিক পীড়া উৎপাদনের জন্য স্বয়ং জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে জঘন্যতম দোষারোপ করিয়া পাষণ্ডতার চরমসীমায় উপনীত হইব! তাহাতেও মৎসরতার দাবানল নির্ব্বাপিত না হইলে উহাতে আরও ইন্ধন-প্রদানের জন্য বিচারালয়ে গুরুপ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধপ্রণালীর সত্যপাঠকালে গুরুদেবের প্রতি জঘন্যতম জাতি-বুদ্ধির সত্যপাঠ করিয়া পাষণ্ডতার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিব !!

যাঁহার সম্বন্ধে একদিন স্বহস্তে লিখিয়াছি—"আপনি ও আপনার লেখনী না হইলে মিশন চলিবে না, আপনি শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় ব্যাসদেব, অন্য সমস্ত মঠ-মন্দির ধ্বংস হইয়া যাইবে; কিন্তু আপনি শ্রীগুরুদেবের যে-সকল বাণী লিখিয়া গেলেন, সেই অপ্রাকৃত সাহিত্য অনন্তকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং পতিত জীবগণকে সংশোধিত ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে বাস্তব সত্যের পথ প্রদর্শন করিবে,"—যাঁহার সম্বন্ধে বলিতাম—"আপনার অপ্রাকৃত-সাহিত্য বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ও করিবে," যাঁহাদের সাহিত্যের দুই ঐক পাতা মুখস্থ করিয়া 'বিলাতী বাকাবাগীশ' নাম অর্জ্জন করিয়াছি, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ "মায়াবাদের চক্ষে ভক্তির স্বরূপ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধে আমার দশলক্ষটাকার কার্য্য করিয়া দিয়াছেন এবং এই টাকার অঙ্ক দেখাইয়া Commercial-interest-সর্ব্বস্ব হিরণ্যাক্ষ-বন্ধু ব্যক্তিগণের কাণে জল প্রবেশ করাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আপনারা আমাকে কোনদিনই দেখেন নাই, আমার কোন কথাই শুনেন নাই, আপনারা * * নাস্তী দল"; সেই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সংরক্ষণ-সেবাকে 'সাহিত্যিকতা' বলিয়া বেনেগিরিকে 'গুরুসেবা' বলিব এবং বেনেগিরি না হইলে মিশন চলিবে না, দুষ্টা মৎসরতা-চণ্ডালিনীর—বেনেগিরির হিরণ্য না হইলে মঠ চলিবে না, ইহা এবার প্রমাণ করিয়া দিব!

যে আমি একশতটী প্রশ্ন করিয়া চিটামাটি উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলাম, যে আমি বর্ত্তমানে দাদা বন্ধুবরকে অপসূত্র ও কেরাণী বলিয়া নিজের বিলাতী ব্রাহ্মণতা ফলাইয়াছিলাম, যে আমি শ্রীগুরুদেবকে 'ভাগবত' উপাধি প্রদান করিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন, এমন কি, গুরুদেব অন্তর্যামী নহেন, পর্য্যন্ত বলিয়াছিলাম, সেই আমি আজ আর এক অভিনয় আরম্ভ করিয়াছি। বাল্যকাল হইতেই নানা অভিনয়ের সংস্পর্শ আমার অভ্যাস। আমি গুরুদেবের বিচার ও আদর্শের বিরুদ্ধে নিজের নামের পূর্ব্বে নিজেই 'গোস্বামী' ও 'স্বামী' লিখিতে শিখিয়াছি। আবার কিছুদিন বৃন্দাবনী বৈরাগীও সাজিয়াছিলাম! গৌরবিগ্রহস্থপতি বামনপুকুরের চন্দ্রমিস্ত্রী যেমন তাহাকে গৌরবিগ্রহের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিত বা কালীঘাট সানগরস্থিত ভাগবতপ্রেসের খোকাজমাদার প্রভৃতি যেমন ভাগবতের কর্ম্মা ছাপিয়া তাহাদিগকে ভাগবতের জন্মদাতা বলিয়া দম্ভ করিত, আমিও তেমনি শ্রীমায়াপুর সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে নিজেকে শ্রীরাধাকুণ্ডের জন্মদাতা বলিয়া দম্ভ করিতাম! তারপর মনের দুঃখে বনে গিয়া যখন আর বনমানুষী অভিনয় ভাল লাগিল না, তখন একচক্ষু ও unpractical (!) গুরুদেবের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া দেহলীতে বসিয়া দল বাঁধিলাম—এবার গুরুদেবকে জব্দ করিব! এবার আর গৌড়ীয়-মিশনারী থাকিব না, হিন্দু-মিশনারী হইব! বোকা ড্রাইভারটাকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকার অভিযান করিয়া উহা জয় করিব! কারণ, গুরুভক্তি ও কর্ত্তাভজা অপেক্ষা লোকভজায় অনেক লাভ আছে! দেখি, আমি না হইলে মিশন কিরূপে চলে?

মিশন কি প্রভুপাদ চালাইয়াছেন? মিশন ত' চালাইয়াছি আমরা! তিনি ত' ছিলেন নৈষ্কর্ম্যবাদী! না ছিল তাঁহার শরীরে গুণ্ডার বল, না ছিল তাঁর বিলাতী সভ্যতার এঁটো খাওয়ার অভ্যাস! তিনি আমার মত কএকবার ইংরাজীতে বি-এ ফেল করিতেও পারেন নাই; তাঁহার মুখে আমার মত ইংরাজী ফুলঝুরিও ছুটিত না, তাঁহার একটিও বিলাতী সার্টিফিকেট ছিল না, তিনি পাশ্চাত্য ললনাগণের করমর্দ্দন-

সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন, ভোরুসভায় পান-ভোজন করিতে পারেন নাই, শিখা-সূত্র-দণ্ড-মালিকার বাহাই ছাড়িতে পারেন নাই, হোমরা-চোমরা ব্যক্তিগণের সহিত আলাপের আদব্-কায়দা জানিতেন না, কাজেই তিনি ত' practical knowledgeএ দরিদ্র হইতেও দরিদ্র ছিলেন! মিশন ত' চালাইয়াছি আমরা—আমরা বলি কেন, "স্বয়ং আমিই"! তবে যদি গৌরবে বহুবচন হয়, ক্ষতি নাই।

গুরুদেবকে প্রকটকালে, 'ঠুঁটোরাম' ও 'ধ্রুবরাজাশ্ব' করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। (কিন্তু তিনি ছিলেন "শয়তানের শয়তানী আবিষ্কারকারী"—মায়া হইতে সর্ব্বদা দুই অঙ্গুলি উঁচু! এবার সুযোগ হইয়াছে; তাঁহার অপ্রকটকালে তাঁহাকে অর্চ্চার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া 'ঠুঁটোরাম' করিব এবং আমাদের গুরুমারা প্রাকৃতিকেল্ বিদ্যা লইয়া মিশন পরিচালনা করিব! মহাভাগবতের বোকা বলিয়া প্রচার করিয়া মহাভাগবতত্বকে ধ্বংস করিব;

মিশনের পরিচালক ত' আমরা, মিশনকে ত' আমরাই বড় করিয়াছি; কেন না, আমরা বিষয়ীভক্ত, লোকভক্ত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভক্ত! তাহাদের সার্টিফিকেটই আমাদের জপ, তপ ও সিদ্ধি! আমরা রিটায়ার করিলে কাহার সাধ্য আছে—মিশন চালাইতে পারে! কারণ, আমরা অধিক বোল্-চাল্ জানি, বিষয়িগণকে অধিক তোষামোদ করিতে পারি, তাহাদের 'শক্তি'গণকে (?) হাতে রাখিবার মহামন্ত্র (?) জানি, অধিক বাকাবাগীশতা জানি!—অধিক কপট সামাজিকতা জানি! আমরা এক একজন দেখিতে লম্বা-চওড়া, কেহ বা বাস্তাশী, কেহ বা ছোট-হরিদাসের চেলা, কেহ বা গুরুত্যাগী, কেহ বা গয়ার গুরুত্যাগের পিণ্ডদানকারী ও স্মার্ত্ত জাতি-গোস্বামীর পদলেহনকারী, কেহ বা ব্যাঙ্ কাটা জীবন্মুক্তাভিমানী, তাই অণুচৈতন্য হইয়া অণুর ভোক্তা হইবার জন্য আউড়িয়া বা আউলিয়া, কেহ বা বাউলিয়া, কেহ বা 'মাপারাণীর মহারাজ', কেহ বা প্রাকৃতসহজিয়া, কেহ বা অবৈধ যোষিৎসঙ্গী, কেহ বা জগদ্বন্ধুর বঞ্চনাকারী, কেহ বা আনন্দবিক্রয়কারীর সেবক, কেহ বা অবিদ্যার রত্ন, তাই আত্মপরিচয়-প্রকাশে অসমর্থ; কেহ বা রাবণ-হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পণ্ডিতম্মন্য, কেহ বা হিরণ্যাক্ষের মত তপস্বী—এত বড় বড় গুরুভোগী আমরা—যাহাদের worldly knowledge আছে, বিষয়ধুরন্ধরতা আছে—যাহারা পূর্ব্বাপর সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহারা মিশন চালাইবে না ত' চালাইবেন কতকগুলি বলির মত ভগবচ্চরণে সর্ব্বস্বসমর্পণকারী ভাল মানুষের দল—যাহারা নিজের ভবিষ্যৎ আখেরের একটুকুও বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই! দুই দিনেই ত' তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িবে! একদিকে তাঁহাদের বোকামী, গোঁড়ামী, পাগ্‌লামী, ধর্ম্মোন্মত্ততা, লোকভক্তি-বিজ্ঞানে অনিপুণতা তাঁহাদিগের অযোগ্যতা প্রকাশ করিবে, আর একদিকে আমাদের সর্ব্ব সুযোগ্যতা লইয়া, আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলে এক-দিনেই তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন!

আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইয়াছি, উঠাইয়াছি, বসাইয়াছি, ঘুরাইয়াছি, ফিরাইয়াছি; আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে বেশী বুঝিতে পারি নাই, আমরা কি না বঞ্চিত হইয়াছি, আর বুঝিয়াছে ঐ ভাল মানুষরা—যাহারা কেবল কলমপেষা করে, নিষ্কর্ম্মার মত প্রভুপাদের কথাগুলি শুধু কাণ দিয়া গিলে, চুপ করিয়া থাকে, প্রভুপাদের শাসন গ্রহণ করে, উহার প্রতিবাদ করিতে পারে না, প্রভুপাদকে নিজের কব্জায় আনিবার জন্য বুদ্ধি রাখে না!

আমাদের দলের একটা সর্ব্বাপেক্ষা চতুর লোক নিজের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার লোভে আচার্য্য স্বীকার করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন; কিন্তু যখন আমি তাহার কানে জল ঢুকাইয়া মৎলব বাৎলাইয়া দিলাম "আপনি যে নিজ-হাতে দস্তখৎ করিয়া 'Acharyya or Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace entered into Nityaleela' লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তখন কি করা যায়? একটা মতলব আঁটিয়া ঠিক করিলাম—আচার্য্যকে 'মিশনের কেরাণী' বলিয়া জাহির করা যাউক, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত-বিৎ উহারা রণে পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিবে; কেন না, উহারা তখনই বলিবে—গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্য বা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য কেরাণী বা পুরোহিত-শ্রেণীর—ইহা ত' বৈষ্ণব-ইতিহাসের কোথায়ও নাই! যে আচার্য্যত্বের বিচার লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ জাতিগোস্বামি-সমাজ ও তথাকথিত আচার্য্য-সমাজের সহিত চিরজীবন সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, সেই আচার্য্য একজন

কেরাণী মাত্র—এরূপ কথা গৌড়ীয়-মিশনের একটি বালকের মুখেও যে কখনও বাহির হইবে না! আচার্য্য নাম-মন্ত্র দীক্ষা দিবেন; অথচ তিনি দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধনাম-প্রদাতা নহেন—ধর্ম্ম লইয়া এরূপ তীব্র মর্ম্মভেদী রহস্য-বিদ্রূপ গৌড়ীয়-মিশনের কোন বালকেও যে করিতে পারিবে না!

ব্যাসপূজার পূর্ব্বে আমাদের চতুরতম পুরুষপুঙ্গব যখন স্বহস্ত-লিখিত পত্রে নিত্য-আচার্য্যত্ব স্বীকার করিলেন, কটকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া আচার্য্য-বরণ-সম্বন্ধে নিজের একান্ত সম্মতি জানাইলেন এবং ব্যাসপূজায় অঞ্জলি-প্রদান-কালে আচার্য্যরূপে বরণ ও ঘোষণা করিবেন স্বহস্তে লিখিলেন, তখন আমি সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া মহরার ন্যায় রাজ্যাভিষেকের দিনে জানাইলাম—"আপনি বুঝিতে পারেন নাই, সর্ব্বাগ্রে আপনাকে ও আপনার প্রিয়তমকে তাড়াইবে, সর্ব্বতোভাবে সদলে ইহার বাধা দি'ন।" তখন মাপারাষ্ট্রীয় মহারাজকেও বিরাট্ গুরু সাজাইবার প্রলোভন দেখাইয়া হস্তগত করিয়া ফেলিলাম। এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা কতকজন ব্যক্তি অলক্ষ্যে স্বকর্ণে শুনিয়া ফেলিল। তারপর যখন তাহাতেও সত্যানুসন্ধিৎসু লোক নিরস্ত হইল না, তখন 'টি-বি' হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিলাম! তারপর যাঁহারা আমাদের কথায়ই তাঁহার পদাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোমলশ্রদ্ধা ভাঙ্গাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জানাইয়া তাঁহাদের নিকট পত্রে কতই না কুৎসা রটনা করিলাম! কলিকাতার ড্রেণে যে-সকল গ্রাম্য-সংবাদপত্র ভদ্রলোকগণ ফেলিয়া দেন, সেই সকল bathroom papers-এ (গ্রাম্য পত্রে) লাল কালীর দাগ দিয়া তাহা কোমলশ্রদ্ধের বাড়ী বাড়ী পাঠাইলাম! কলিকাতার জন-সাধারণ যাহাতে অভ্যর্থনা না করে, অভিনন্দন-পত্র প্রদান না করে, তজ্জন্য কত হ্যাণ্ডবিল ছাপাইলাম! শত শত মুদ্রা-ভাক খরচ করিয়া সমগ্র ভারতের নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে ঐগুলি পাঠাইলাম, মিশনের অর্থে ক্রীত ও হবিডজন-মূলক ব্যবহারার্থ নিয়োজিত দুইখানা মোটর গাড়ীতে চড়িয়া সদলে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া ক্যানভাসারি করিয়া তাহাদের কাণ ভারী করিলাম, ভাড়াটে লেখক দিয়া কত কিছু লেখাইলাম ও প্রচার করিতে লাগিলাম! কাহাকেও বা জেলের ভয় দেখাইয়া, কাহারও কাহারও নিকট "আপনি ও আমি পরস্পর পুরাতন বাল্য বন্ধু, অতএব আমার এই হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষের অভিযানে আপনি আমার নিশ্চয়ই মুরুব্বি হইবেন"—ইহাই আশা ও ভরসা, কাহারও হাতে পায়ে ধরিয়া কপট কাকুতী কাঁদিয়া, কাহারও নিকট আমরাই ভবিষ্যতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইব—ইহা জানাইয়া, কাহাকেও উপাধির লোভ দেখাইয়া, অবশ্য মিথ্যা কথায় কাহারও বা কাণ ভারী করিয়া লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলাম!

আমি এতদূর মরিয়া হইয়া লাগিয়াছি! গিরীতে গিয়া মরমে মরিয়া আত্মহত্যা করিব বলিয়াছিলাম; এবার মৎসরতা আমাকে যে মরণকামড় দিয়াছে, তাহাতে আমি আমার সমস্ত বরপাটিকে উলঙ্গ করিয়া মিশন-ধ্বংসের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; সুতরাং মিশন আমি অচল করিয়া দিলে কাহারও বাধা নাই—তাহা সচল করে! "Religion is a mockery"! (ধর্ম্ম ত' রহস্যের জিনিষ!) গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"-শ্লোক ত' কেবল কতকগুলি সেকেলে লোকের বাগাড়ম্বর! আর তলবকার উপনিষদের ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নির বিশ্বমিশন চালাইবার দার্শনিকতা ত' আমারই মতের সমর্থক! ব্রহ্ম আবার কে? গুরু আবার কে? আচার্য্য আবার কে? কৃষ্ণ আবার কে? 'পরব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত জগৎ-ধ্বংসকারী পৃথিবী-প্রলয়কারী বায়ুদেবের একটি তৃণমাত্র উত্তোলন করিবার সামর্থ্য নাই!'—এই নাস্তিকতাকে (?) আমি বিশ্বাস করি না! সমগ্র বিশ্বদহনকারী পরম বিরাট্ পুরুষ অগ্নির পর-ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত একটি তৃণও দহন করিবার শক্তি নাই—কেনোপনিষদের এই উক্তি বালক ভুলাইবার ছড়া মাত্র! আর 'ইন্দ্রদেব—যিনি এক মুহূর্ত্তে সমগ্র বিশ্বকে জলপ্লাবিত করিয়া দিতে পারেন, পরব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত তিনি একটি তৃণকেও জলে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারেন না'—এই গাঁজাখুরি গল্প আমি বিশ্বাস করি না। 'ইন্দ্র—যিনি দেবতাগণের রাজা—যাঁহার মত বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বাগ্মিতা এবং লোকাকর্ষণী শক্তি ত্রিলোকে কাহারও নাই, তাঁহারও সকল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত নিরর্থক, তাঁহারও ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত বিশ্বমিশন চালাইবার ক্ষমতা নাই',—এই কথা কিছুতেই শুনি না। আমাদের দলে এক এক জন বিরাট্ পুরুষ, 'কাজের লোক', বুদ্ধিমান্, দক্ষ, কর্ম্মবীর; আমরা না হইলে কিছুতেই মিশন চলিবে না। গুরুদেবকে

ততটুকু স্বীকার করি, যতটুকু তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া আমাদের ভোগের যুদ্ধ জয় করাইয়া লইতে পারি! গুরুদেব আমাদের যুদ্ধের চাল, যতকিছু গুলি-গোলা তাঁহার উপরে লাগুক, আমরা গুরুদেবকে বর্ম করিয়া নিজেদের সুবিধা-টুকু করিয়া লইব! দেখি, আমরা না হইলে বিশ্ব কি করিয়া চলে!

গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
জনৈক নগণ্য ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু

---

# লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সংবাদ

গৌড়ীয়-মিশনের ভাইস্‌প্রেসিডেন্ট, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের মিশনারী-ইন-চার্জ (লণ্ডন ও আমেরিকা) মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু লণ্ডনে White Fields Institute (Tottenham Court Road, London, W. 1) "The World Fellowship of Faiths" এর International Assemblyতে গত ১৪ই জুলাই (১৯৩১) অপরাহ্ণ ২ঘটিকায় (লণ্ডন সময়ের) "World Peace through Divine Love" সম্বন্ধে যে একটি সুন্দর গবেষণাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠে হরিনামাশ্রিতা মিস্ সিসিলি ম্যাকটেল নাম্নী জনৈকা বিদুষী ধর্মপ্রাণা মহিলা লণ্ডন হইতে ভারতে শ্রীল আচার্য দেবের নিকট যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

This evening (14th July) I attended his lecture at whitefields Institute which was highly praised by one and all present. I may say the lecture surpassed all his others and caused somewhat of a sensation. The audience was greatly impressed by his powerful words that they appealed to the Chairman to allot him longer time to speak and so enable them to hear more of his teachings, but unfortunately, time would not permit as there were other speakers to follow. At the close of the meeting many people wanted to know my affectionate Master's address in order that they might be allowed to call upon him for further enlightenment and the Chairman desired him to attend the Institute the following morning for discussion.

উক্ত World Fellowship of Faiths (বিশ্বধর্ম-সম্মেলন) এর International Assemblyতে (আন্তর্জাতিক সম্মেলনে) আমেরিকা হইতে ১৮ জন, ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ হইতে ১৯ জন, কানাডা হইতে ১ জন, সিংহল হইতে ১জন, জাপানী হইতে ২ জন, হাঙ্গেরী হইতে ১ জন, ইতালী হইতে ২ জন, ভারত হইতে ৯ জন এবং মেক্সিকো হইতে ১ জন সর্বসমাকল্যে ৫৫ জন প্রসিদ্ধ বক্তা ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। উক্ত সভার ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট—দি রাইট্ অনারেবল্ লর্ড লাম্‌লেবেরি এম্-পি; ভারতীয় চেয়ারম্যান—ডক্টর পি সি রায় সি-আই-ই, সি-আই-ই, এফ-সি-এস্; আমেরিকান প্রেসিডেন্ট—দি অনারেবল্ হার্বার্ট হুভার (The Hon. Herbert Hoover), আমেরিকান চেয়ারম্যান—বিশপ ফ্রান্সিস্ জে ম্যাকনেল (Bishop Francis J. Mc Connell), ইন্‌চার্জ ফ্রান্সাল সিক্রেটারি—মাডাম ক্লেরেন্স গ্যাক্ (Madame Clarence Gauge) এবং জেনারেল সেক্রেটারীজ—মিঃ ক্লেরার নাথ হাস গুড্, মিঃ চার্লস্ ফ্রেডারিক ওয়েলার (Mr Charles Frederick Weller)। উহাদের ব্রিটিশ হেডকোয়ার্টার—Hotel Savoy, London w. c. 2. শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁহারা বক্তার নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বক্তব্য-বিষয়-তালিকার মধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"Pandit A. B. Goswami, Bhakti Shastri.....World Peace through Divine Love". —Of: India. From the powerful Gaudiya Mission, Calcutta. Missionary in charge of their London Branch."

বাগ্মিপ্রবর শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ২৪শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৮৩০ ঘটিকায় (লণ্ডন সময়ের) লণ্ডন অক্সফোর্ড টাউন হলে "The World's need of Religion" সম্বন্ধে বি বাট্‌ অনারেবল চাইকাউন্ট সাম্যুয়েল হোরের সভাপতিত্বে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বিষয়ের তিনিই প্রথম বক্তা। বক্তৃতাটি বিশেষ সারগর্ভ ও শ্রোতৃবৃন্দের অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ঘটিকায় গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন। উহা অক্সফোর্ড-কংগ্রেস্ হইতে সাধারণে বিতরিত হয়:—

# WORLD CONGRESS OF FAITHS

*(Continuation Movement)*

## Oxford Congress 1937

## HINDU SERVICE

**Conducted by**

**MAHAMAHOPADESHAKA PANDIT A. B GOSVAMI.**

Missionary in-charge, Gaudiya Mission, London.

**The Text—**

**Harey Krishna, Harey Krishna, Krishna Krishna, Harey Harey, Harey Rama, Harey Rama, Rama Rama, Harey Harey.**

The nomenclature of the Absolute has been put in this rhyme as Krishna. Krishna literally means That Most Beautiful Personality Who attracts all and gives joy. The Form of Krishna is His inconceivable simultaneous personal and impersonal self-contradictory Form. True devotees only see that Rūp in their purified hearts under the influence of devotional trance. Rama is His other Name conveying the idea of His perpetually engaged in His Transcendental revels with His excellent servitors led by His Consort Hara (Radha). These three Holy Words, viz, (1) Harey (the case of addres form of Hara), (2) Krishna, and (3) Rama, have been repeated over and over again addressing the Divine Couple in a systematic order which is realized by the pure devotees when by the grace of the Name, they see the Lord in their heart of hearts with the eye of devotion tinged with the salve of Divine Love, the seed of which is implanted in the soul through these Holy Words by the Guru (Absolute-realized soul authorized to act as Divine Intermediary).

The seed of devotion that is implanted in the soul by the mercy of the Guru and the Supreme Lord, if properly watered by the hearing and chanting these Holy Words sprouts forth into a tender creeper of devotion which by her progressive growth enables us to transcend the successive planes of (1) the mundane sphere or the sphere of active opposition to the Absolute, (2) "Biroja" or the sphere of universal scepticism, and (3) "Brahmaloka," or the sphere of dim reflection of transcendental knowledge till we come face to face to the Most Beautiful Personality of Krishna Who is identical With His Name, Form, Attributes, Activities and Entourage.

The above rhyme of Holy Words is the visualized symbol of the revealed Transcendental Sound originating from the holy lips of Krishna—The Primary Source of all transcendental authorities or means of obtaining Divine Knowledge. He is the eye of eyes and the illuminator of sight and other sense organs. As the nave is the centre of the spokes of a Wheel, so Krishna is the eternal core of all created beings including Brahma—the creator of this world—who first heard the Holy Words and realized Their imports—the drops of truth forming the stream of the Divine Sound which flowed in disciplic order through the ears, hearts and lips of Narad (Brahma's disciple) and Vyas (Narad's disciple) to the present Gurus—the reservoirs of pure drinking water to quench our spiritual thirst. Shruties (Vedas) reveals herself through Guru—the Divine Transparent Agent—to sincere souls purified by the Transcendental Sound—the basis on which religion is built and the root out of which it grows.

This transcendental Sound reminds us of the Spiritual Kingdom of infinite dimension (Brindaban where Krishna is perpetually engaged in His spiritual revels with His deserving servitors) whenceforth the most delicious, melodious and rapturous strains of Krishna's reed thrill the universe with joy chasing away phase after phase of relative realities and reveal the eternal reality of sweetness and love in the inmost heart of things.

These Holy Words are known as Mahamantra (greatest rhyme of Transcendental Sound) by which the sacrifice of the chanting of the Lord's Name is to be performed. This Mahamantra is used in this iron age as Transcendental Escalator to go back to God and back to our eternal Home from this world of tribulations where we have been caged, due to having misused our free will at the outset and being now averse to the loving service of the Lord which is the proper function of all individual souls. This Escalator is also used for descent of the Supreme Lord and His entourages out of compassion for fallen souls like us The Lord eternally manifests Himself in the Form of the Name through the medium of His plenary servitors for the deliverance of fallen souls, as we have no access to the Spiritual World through our empiric knowledge. The religious function proper does not begin till a person has reached the plane of positive spiritual realization of the service of the absolute through a systematic process of cumulative, strictly regulated endeavour on the right lines. The teleological reason for making such endeavour is that it is on the plane of spiritual service of the One Absolute Person that the present jarring interests of conditioned humanity can have their universally acceptable solution.

Om Hari Om

"Who's who at the Congress" প্রভৃতি অক্সফোর্ড কংগ্রেসের পরিচয়-পত্রে এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনাদিতে শ্রীল গোস্বামি প্রভুর পরিচয় ও বক্তৃতা বিষয় বিঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীল গোস্বামিপ্রভুর নিকট গত ১৬ই জুন ( ১৯৩৭ ) পূর্ব্বাহ্নে লণ্ডন কুইন্‌স্ ক্লাব গার্ডেন্‌স্ ( ওয়েষ্ট কেন্‌সিংটন ) এর নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে স্বপ্রকাশিত শ্রীবাসুদেব শ্রীমূর্ত্তির প্রাকট্য-সংবাদ লণ্ডন হইতে শ্রীমূর্ত্তির আলেখ্য, সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং শ্রীপাদ গোস্বামি প্রভুর আলেখ্য-সহ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ( শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তির আলেখ্য গত ১৬।১ সংখ্যা গৌড়ীয়ে দ্রষ্টব্য। )

## A WONDERFUL EVENT
## In
# THE GAUDIYA MISSION, LONDON

The above picture is known in India as Adhokshaja Vasudev Vishnu's Sree Murtee Who is rescuer of all fallen souls Adhokshaja is an epithet of Vasudev Bishnu and it means "He Who reserves the right of not being exposed to present human senses", but He out of His Own prerogative, can show His different manifestive Personalities in the hearts of His deserving pure devotees When the form manifested by the Lord in the heart of a self-realized soul is handed down to his disciples, the true devotees of India consider such an image as Sree Murtee and not idol which is either sculptured or carved according to the imagination of man.

Vasudev Vishnu Murtee is the first manifestation of the Supreme Lord in the heart of Brahma the creator of this world, who saw the beauty in his soul's eyes and handed over to his disciple Narad who in his turn handed over to Vyas and others. This Sree Murtee has since been worshipped in disciplic order by all Hindus in India. The principle of worship of Sree Murtee is, therefore quite different from the principle of worship of idol which was abolished in India by Mahaprabhu Sree Krishna Chaitanya about 450 years ago.

There are the following four emblems in His four hands :—

(1) Lotus (in His lower left hand) used to bless the devotees of the Supreme Lord for peace and harmony in this world.

(2) Disc in His upper left hand) used as sharp circular weapon to cut asunder the deep-rooted ignorance of fallen souls enlightening them with a wider vision of the true nature of all things.

(3) Conch-shell (in His upper right hand) used as a horn blown at sacrifices conveying transcendental sound pleasing to the ears of the true devotees of the Lord, but horrible in the ears of atheists.

(4) Club (in His lower right hand) used to do away with the dead-lock of conservatism when too obstinate to give way to Absolute Truth.

This Sree Murtee was recently seen in a dream by Pandit A. B. Goswami, Missionary-in charge, Gaudiya Mission, London, and he subsequently found this Sree Murtee in a place close to Queen's Club Gardens, West Kensington, London, the following morning. This uncanny affair has caused a great sensation amongst Hindus in India and abroad.

Pandit A. B. Goswami is desirous of installing this Sree Murtee in the Hindu Temple which will be built by His Highness the Maharaja of Tripura (India). There are many influential supporters of Gaudiya Mission in India and abroad. Their Highnesses the Maharajas of Tripura, Cooch-Behar, Mayurbhanj, Jaipur, Jeypore and Maharajadhiraj Bahadur of Darbhanga have been supporting the noble cause of this undertaking. Many eminent persons of Great Britain, America and the Continen are patronizing this Mission.

ঃ ঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু

[ ২২।৪।৩৭ সম্রাট্‌দম্পতি সহ লণ্ডন বাকিংহাম্ প্যালেসে সাক্ষাৎকারকালে গৃহীত আলোকচিত্র ]

# গৌড়ীয়ের আগমনী

বাজুক সানাই মধিয়া মদন
বাজুক আজিকে মধুর রোলে
গগন ভেদিয়া শ্রীহরি বোলে
তরুণ মূরতি অরুণ কান্তি
ভাতিছে কপোলে আলোক শান্তি
নূতন বরষে, বিপুল হরষে
বিজয় শঙ্খ, বাজায়ে প্রভাতে
গৌড়ীয় এল দ্বারে!

অশ্ব করুক কম্পিত হাতে
বরণ করগো তারে।
মহা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বাজুক শঙ্খ জীমূত মন্দ্রে
কাপুক বিশ্ব, জাগরে চিত্ত
উদাত্ত বেদন তানে।
মিলাও তোমার কণ্ঠ কাকলী
আজি আগমনী গানে।

—:০:—

# প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৩২শে আষাঢ়, ১৬ জুলাই শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকৃদেব শ্রৌতী মহারাজ ধানবাদ টাউন হলে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীর কীর্তন হয়।

গত ১লা শ্রাবণ হইতে একাদশ দিবস যাবৎ স্বামীজী ধানবাদ হীরাপুরস্থ হরিমন্দিরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২য় অধ্যায় ব্যাখ্যা করেন।

গত ২১ জুলাই ৫ই শ্রাবণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ ধানবাদে শুভাগমন পূর্বক অফিসারগণের নিকট ইংরাজীতে হরিকথা বলেন।

গত ২৩শে জুলাই, ৭ই শ্রাবণ রাত্রে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ধানবাদে শুভাগমনপূর্বক ২৪শে জুলাই, ৮ই শ্রাবণ স্থানীয় হরিমন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন এবং ১০ই ও ১১ই শ্রাবণ রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউটে 'শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী' ও 'ভাগবৎপ্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজও দ্বিতীয় দিবসে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রত্যহই শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারীর কীর্তন হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস অধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ দ্বারে দ্বারে গিয়া শুদ্ধভক্তির কথা কীর্তন করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ করিয়া ও তৎসন্নিকটস্থ কোলিয়ারীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ধানবাদের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ৪ঠা আগষ্ট বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

গত ১লা আগষ্ট রবিবার দিবস ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "স্বতন্ত্রতা ও আনুগত্য"-সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে কথাপ্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড গৌড়ীয়ের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব"-প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বক্তব্য বিষয়টি শ্রোতৃগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ মনোযোগের সহিত বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লাভবান্ হইয়াছেন বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—

—•—

## লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের স্থান-পরিবর্তন

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ বর্তমানে ৩৩নং ডেভারহোম রোড্, ভক্সহল ১৪ ঠিকানা হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে—

Flat No. 2. 51 Downs Road, Clapton
London, E. 5.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র-

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৭ | ৩য় সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' ২য় পরিচ্ছেদ

গৃহস্থ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমহংস বা উচ্চ-সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার নামই সন্ন্যাস। বৈষ্ণব-মাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী ; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস।

—'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা

আমার মনের মত না হ'লে যাকে বরখাস্ত ক'রতে পারি, কিম্বা যাকে দিয়ে আমার বদমায়েসী দুষ্টামি-বুদ্ধির সমর্থন ক'রে নিতে পারি, তাকে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।

—'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' ৪র্থ খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা

# শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়-প্রদানের ক্রম

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়-প্রদান বা যথার্থ ভগবদ্ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ। কোন ভক্তানুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও উপসংহারে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়-প্রদান একটি নিত্য রীতি। কি হরিকীর্ত্তন, কি গ্রন্থ-পাঠ, কি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, কি আশ্রমিক, কি অর্চ্চনের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, কি মহাপ্রসাদ-সম্মান, কি হরিসেবার্থ কোন স্থানে গমন বা আগমন, কি বৈষ্ণবগণের পরস্পর মিলন—ভক্তির প্রত্যেক কার্য্যেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের জয়-প্রদান একটি বিশেষ ভক্তির অঙ্গ বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত ও প্রচলিত রহিয়াছে। শাস্ত্রকর্ত্তা মহাজনগণ, গ্রন্থকর্ত্তৃগণ—সকলেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়-প্রদান মুখে তাঁহাদের গ্রন্থের বা বক্তব্য বিষয়ের সূচনাচরণ করিয়া থাকেন। এই ভক্ত্যঙ্গটিকে তাঁহারা সকলেই "কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মনে সংশয় ও সমস্যার বিষয় হয়, হরি, গুরু ও বৈষ্ণব ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার জয় সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য? ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে "আগে গুরু-পূজা"। এই নীতি অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়-প্রদানই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু—এই বিবিধ গুরুর নিত্য অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এখন শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর মধ্যে কাঁহার জয় অগ্রে ও কাঁহার জয় পরে হইবে?

এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে কয়েকটি বিচার শুনা আবশ্যক। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—অদ্বয়জ্ঞান বস্তু, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে নিত্য লীলাবৈচিত্র্য আছে। যেখানে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে অদ্বয়জ্ঞানের বিচার নাই, সেখানে তত্ত্বীয় ভেদমূলক ঔদ্ধত্য-বিচার ও সংসরত্তার অবকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহরি, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণব কখনই পরস্পরের প্রতি মৎসরতাবিশিষ্ট নহেন। ভর্ত্সনাদ্বারা ও গুরু-সেবার অন্তরায়ে বৈষ্ণবের সেবা করিলে তাহা ভক্তি হয় না, গুরু তাহাতে হিংসা করেন না; আবার বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুসেবা করিলে তাহাও ভক্তি হয় না, গুরুদেবও তাহাতে অপ্রসন্ন হন না। গুরুদেবের আনুগত্যে হরি-সেবাই 'ভক্তি' বলিয়া গণ্য হয় এবং হরিও তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। অকৃত্রিম ভক্তের আনুগত্যে অধোক্ষজ ভগবানের সম্মুখীন হওয়াই শুদ্ধ-ভক্তি। আর ভক্তকে লঙ্ঘন করিয়া ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা—ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়ার প্রণালী—অভক্তি বা হাস্যকর।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥
(আদিপুরাণ)

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন, যাহারা কেবল আমার ভক্ত, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার ভক্ত নহে; কিন্তু যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার সর্ব্বোত্তম ভক্ত।

এই জন্যই শুদ্ধভক্তসমাজে কেহ নিজের নাম লিখিবার পূর্ব্বে 'হরিদাস', 'বিষ্ণুদাস' প্রভৃতি পাঠ না লিখিয়া হরিজন-কিঙ্কর, বৈষ্ণব-দাসানুদাস প্রভৃতি পাঠ লিখিয়া থাকেন। 'আচার ও আচার্য্য' পুস্তকে জনৈক গোস্বামী-সাম্প্রদায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা চাহিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে ঐ পুস্তকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"কনিষ্ঠাধিকারে গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা চাহিয়াছেন, আমিও তদনুসরণে মধ্যমাধিকারে বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষু হইতেছি।"
('আচার ও আচার্য্য' ১০৪ পৃষ্ঠা)

যিনি গোবিন্দকে অর্চ্চনা করেন, কিন্তু গোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণকে অর্চ্চনা করেন না, তাঁহাকে 'ভাগবত' বলিয়া জানিতে হইবে না, দাম্ভিকমাত্র জানিতে হইবে,—ইহাই শাস্ত্র-বিচার।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদ্রচিত সাধ্যক ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এই শাস্ত্রিয়-যুক্তিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
ন সংশয়োঽস্তি ভক্তত্বপরিচর্য্যা-রতাত্মনাম্॥

যাঁহারা অচ্যুত বা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি হয় কি না হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে, কিন্তু যাঁহারা

অচ্যুতের ভক্তগণের সেবারত, তাঁহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

যিনি ভক্তগণ বা ভক্তব্রুবগণ আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলেন, আর শুদ্ধভক্তগণ আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব-দাসানুদাস' 'গুরু-দাসানুদাস' বলিয়া থাকেন। এমন কি, রাগমার্গীয় আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুতে এই বিচার দেখা যায়—

নখাগ্র তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—হে মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনি, তোমার সখীদের প্রতি আমার নমস্কার হউক, নমস্কার হউক; আর তোমার দাসীদের প্রতি আমার রতি বর্দ্ধিতা হউক, বর্দ্ধিতা হউক অর্থাৎ আমি সখীত্ব চাই না, দাসীত্বই চাই।

শ্রীরঘুনাথের আরাধ্যা শ্রীরূপ, তিনি স্বয়ং সখী হইতে পারিলেও সেই পদবী গ্রহণ না করিয়া আপনাকে 'মঞ্জরী' অভিমান করিয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপানুগ বিচার-দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গাহিয়াছেন,—

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি'।
কোথা পাইলে রূপ, এই সব দাসী?
শ্রীরূপ কহয়ী তবে দোঁহে যাতা শুনি'।
মঞ্জুমালি দিল মোরে এই দাসী আনি'॥
অতি নম্রচিত্ত আমি দোঁহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে দোঁহায় রাখিল॥

—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'

উক্তপদে "মঞ্জুমালি দিল মোরে এই দাসী আনি" ও "অতি নম্রচিত্ত" বাক্যদ্বয় ভজনপরায়ণগণের নিকট বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। অতিনম্রচিত্তের সহিত 'অতি দাম্ভিক' শব্দটিও বিচার্য্য এবং তৎসঙ্গে শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর কথিত "সদা হৃদ্ভং হিত্বা কুরু রতিম-পূর্ব্বামভিতরাম্" পদটিও বিচার্য্য।

ভজনসম্ভার দ্বারা ভগবানের সেবা লাভ হয়, আশ্রয়ের সেবা দ্বারা বিষয়ের সেবা লাভ হয়; আমার অবস্থিত ভক্তগণের সেবায় ভগবৎ সেবা লাভ হয়—ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই 'অতিনম্রচিত্ত'। "আমি ভগবৎ সেবক, আমি ভগবৎ শ্রেষ্ঠ, আমি ভগবৎ অন্তরঙ্গ, আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভক্তসেবা জানি, আমি আমার কাহার আনুগত্যে ভজন সেবা করিব? ভগবদ্দেবই আমার আনুগত্যে তাঁহার ভজন সেবা বা গুরুসেবা করেন, ভগবদ্দেব আমার অধীন, ভগবদ্দেব আমার দাসের (?) দাসের"—ইত্যাদি বিচার হৃদয়ের কোথায়ও লুকাইয়া রাখিলেও তাহা দাম্ভিকতা ও পাষণ্ডতা। এই সব পরিত্যাগ করিবার জন্যই গুরু-বৈষ্ণবের 'জয়'গান করিবার বিধি ও রীতি দেখা যায়; অর্থাৎ গুরুদেবই সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত থাকুন—এই বিচারেই দাম্ভিকতার বলিদান হয়। আর যাঁহাকে জয় প্রদান করা হয়, তিনিও বিচার করেন—'এ জয় আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও গুরুদাসগণের, আমি গুরুদাসানুদাস।'

গুরুদাসানুদাসাভিমানে যে অমোঘোচ্চারণরূপ ভজনের যাজন হয়, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে গুরুবাস বা গুরুদাসগণের জয়, তৎপরে গুরুদেবের জয়, তৎপরে পরমগুরু, তৎপরে পরাৎপরগুরু এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্ম পর্য্যন্ত জয়গানের প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌরকিশোর বা শ্রীভক্তিবিনোদের জয় পূর্ব্বে প্রদান করিয়া পরে শ্রীস্বরূপ-রূপের জয় প্রদান করিলে তদ্দ্বারা শ্রীস্বরূপ-রূপকে অশ্রদ্ধা করা হয় না, বরং তাহাই শুদ্ধভক্তির প্রকৃত ক্রম। যাঁহার আশ্রয়ে আমি ক্রমশঃ আশ্রয়বিগ্রহগণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি এবং ক্রমে ক্রমে মূল আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীরাধানাথ-বিষয়বিগ্রহের সেবা লাভ করিতে পারি, তাঁহার পূজা, যজনা বা অনুগানই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এজন্যই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

আগে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর নতি-পরণামে॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম—বিশ্বম্ভর॥
'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।

সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা বড়।
'অভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মদ্ভক্তিঃ॥'
( ভাঃ ১১।১৯।২১ )
এতেকে করিমু আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥
( চৈঃ ভাঃ আ ১।৬-১০ )

শ্রীগুরুদেবই সমস্ত ভক্তের নায়ক বলিয়া তাঁহার জয়গান সর্ব্বাগ্রে বিহিত; কিন্তু যাঁহারা আরও নম্রচিত্ত, তাঁহাদের বিচার এই যে, আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্ দীক্ষাগুরুর সেবা ও ভজবাস, শিক্ষাগুরু বা আশ্রয়বিগ্রহের চরণে অকপট-আশ্রয়-শিক্ষা-দাতার আনুগত্য ব্যতীত লাভ হয় না। আমি যাহাকে 'গুরুসেবা' মনে করি, তাহা হয় ত' আমার প্রচ্ছন্ন ভোগ বা ত্যাগ-চেষ্টা হইতে পারে। কিন্তু ভজন অবঞ্চিত সেবকোত্তমই আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় দিতে পারেন। অতএব সেই শিক্ষা-গুরুকে আশ্রয় করিয়াই আমি দীক্ষাগুরুর সেবা লাভ করিব। যাঁহারা এইরূপ অভিনয়-বিচার-পরায়ণ, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গুরুবৈষ্ণবের জয় উচ্চারণ করিয়া তৎপরে দীক্ষা-গুরুর জয় উচ্চারণ করিতে পারেন। ইহাতে দীক্ষাগুরু-পাদপদ্মে কোন অপরাধ বা অভক্তি হয় না, বরং সর্ব্বোত্তম গুরুসেবকের আনুগত্যেই গুরুসেবা করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দে এইরূপ জয় ঘোষণার প্রণালী বিহিত হইয়াছে—

"জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়। ইত্যাদি।

অতঃপর দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর তাঁহার জয়প্রদান এইরূপ ভাবে হইয়া থাকে—

জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

আচার্য্যের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর তাঁহার প্রপক্ষে পরিব্রাজকত্বাদির প্রয়োগ করা উচিত নহে; এজন্য শ্রীল প্রভুপাদকে এখন 'পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য' প্রভৃতি বাক্যে উক্ত করা হয় না।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অবশিষ্টাচার্য্যের আনুগত্যে 'অভিনয়চিত্ত' হইয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা-লাভের জন্য সচেষ্ট, সেই সকল শুদ্ধভক্ত জয়প্রদানের ক্রমে সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান আচার্য্যেরই জয় প্রদান করিবেন। যথা—

জয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণ কী জয়।

কেহ কেহ বলেন,—দীক্ষাগুরুর জয় প্রদানের পূর্ব্বে শিক্ষাগুরুর জয়প্রদান প্রকৃত বিধি নহে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদন অনুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দীক্ষিত শিষ্যবর্য্য জগতিপাবনশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবীণ তীর্থ মহারাজ তদানীন্তন প্রকট-লীলা-বিস্তারকারী আচার্য্যেরই জয় সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়' বলিয়া তৎপরে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই যে-সকল বন্দনা-রীতির ক্রম শ্রীল প্রভুপাদেরই অনুমোদনে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত বিচারই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজও সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা ও তৎপরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্দনা এবং সকলের শেষে মহাপ্রভুর বন্দনা-রীতি গাহিয়াছেন ও এখনও গাহিয়া থাকেন। অতএব সেই আদর্শ ও

শিক্ষানুসারে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তনাচার্য্যের বন্দনারীতি, তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা-রীতি, তৎপরে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্দনা-রীতি ও সকলের শেষে মহাপ্রভুর বন্দনা-রীতি গান করা সঙ্গত।

যাঁহারা অভিপ্রাকৃতভক্তি কপটতা করিয়া দেখাইবার পক্ষপাতী, তাঁহারা অনেক সময় কুতর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন যে যাঁহারা সরলভাবে সত্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও বলেন যে, তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইবে, বস্তুতঃ তাহা নহে। গুরুপাদের আনুগত্যে গুরুপূজা করিবার চেষ্টাই প্রকৃত গুরুপূজা। অভিন্ন-বার্ষভানবী শ্রীগুরুদেবের সখীর কায়না অপেক্ষা তাঁহার নিত্যসখীর দাসীর ও মঞ্জরীর কায়নাই সিদ্ধিতেও আমাদের আরাধ্য। কাজেই সিদ্ধিতে যাহা কাম্য, সাধনেও সেই প্রণালীর অনুসরণই কর্ত্তব্য।

# লোকরঞ্জন ও গৌরভজন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রচারিত, গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু-বিরচিত শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে দেখিতে পাই—

কুটি নাটি ছাড় মন করহ সরল।
গৌরভজা লোকরঞ্জা একত্রে বিফল॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই বস্তু না রহে এক ঠাঞি॥
জগাই মাধাই যদি এক সিটা না হইবে।
দুই ভায়ে নদী পারের দুর্ম্মিশা লভিবে॥

(প্রেমবিবর্ত্ত ২য় সংস্করণ ১৬পৃঃ)

আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে এই শিক্ষার আদর্শটি স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি কোনও দিনই জগতের ভোগরা ভোগরা লোক ও তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতাকে বহুমানন করিয়া তাঁহাদের হস্তে পারমার্থিক বিচারের ভার দিয়া যান নাই, কিংবা আধ্যক্ষিকগণের শুষ্ক-বৈকুণ্ঠে জাতিবুদ্ধি, শুষ্ক ও জগদ্বান্ধবকে মাপিবার চেষ্টাকে কোনও দিনই প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের সেবার অভিনয় করিয়া থাকিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, প্রভুপাদ জগতের যত বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ধরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ঐসকল ব্যক্তির বিচার বহুমানন করিতেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীল প্রভুপাদ ঐসকল ব্যক্তিকে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতা বিনাশ করিবারই চেষ্টা করিতেন। কোনও দিন বিষ্ণুসেবক তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতা দ্বারা পরমার্থকে পরিমাপ করাইবার প্রশ্রয় দিতেন না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভাসমিতিতে যে, সময় সময় 'জাগতিক' বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সভাপতির পদ প্রদান করা হইত, তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন যে, ঐ সকল 'বিশিষ্ট' ব্যক্তি কিছু গৌড়ীয়মঠের সিদ্ধান্তের বিচার বা পরিমাপ করিবার জন্য আহূত হন না; কিন্তু তাঁহাদিগকে মান দান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রৌতবাণী, এবং জাগতিক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকেও তৎসঙ্গে শ্রৌতকথা, শ্রবণ করাইবার জন্যই ঐরূপ সাধারণ সভাপতি স্বীকার করা হয়। প্রকৃত সভাপতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। বস্তুতঃ জগতের যত বড় লোকই হউন না কেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা সমস্যার ভঞ্জন তাঁহারা করিতে পারেন না—ইহাই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিক বিচার। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীতেও আমরা শুনিতে পাই—

"কেবল সংসারী লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থ উদিত হইবে। তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ চেষ্টাতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেই সকল সংসারী লোকদিগের নির্দ্দোষ-সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা অতীব অন্যায়।"

—'সজ্জনতোষণী' ১১ খণ্ড ৩য় সং ৬ পৃঃ

গৌরবন্ধুগণ নিরূপণ বিষয়ে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ও বিবর্ত্ত-সম্প্রদায়ের যথেচ্ছতা কিংবা বৈষ্ণবাশ্রমের বিচার সম্বন্ধে জাগতিক তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি বা তথাকথিত শ্রেষ্ঠ যথাযথোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও তদ্বিষয়ে

সত্তাসমিতি করিয়া দুই (p) পক্ষের কোন্‌টি সত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জাগতিক বিষয়-মুগ্ধতার ব্যক্তিগণের আধ্যক্ষিক চেষ্টাকে শ্রীল প্রভুপাদ কোনও দিনই বিন্দুমাত্রও স্বীকার করেন নাই।

সেদিন কোন এক ব্যক্তি দৈনিক বসুমতীতে লিখিয়াছে যে, "সকলেরই ইচ্ছা যে উভয়পক্ষ মধ্যে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় একটি রফা নিষ্পত্তি হইয়া যায়।" কিন্তু এই "মধ্যস্থ তৃতীয় পক্ষ" যদি "শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ" হন, তাহা হইলেই পারমার্থিকতা ও শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ও আদেশ বজায় থাকিবে, নতুবা আধ্যক্ষিকতার ঘুণকাষ্ঠে প্রভুপাদের আদর্শকে সুহার করার চেষ্টা হইবে।

"৺ ০ ০এর প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের নায়ক কোন একজন 'বিশিষ্ট' ব্যক্তি শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের প্রতিকূলে এমন কি, স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের বিরুদ্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, ইংরাজী ১৯২৮ সালের ৩রা মে কলিকাতার 'ফরওয়ার্ড' পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গগণ ভুলিয়া যাইতে পারেন। রায়-বাহাদুর উপাধিধারী আর এক ব্যক্তি ঢাকা-শ্রীবাসগৌড়ীয়-মঠের মাটমন্দিরকে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পর্ক-রহিত কোন নামে অভিহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের বর্ত্তমান শিষ্যবর্গগণ ভুলিয়া যাইতে পারেন। আর একজন মহামহোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে যে সকল বিচারের আবাহন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ ও বায়াবাদকে বহুমানন করিয়াছিলেন, যাহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে প্রতিবাদ করেন, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদের বর্ত্তমান শিষ্যবর্গগণ লোক-সংগ্রহের উদ্দেশে অতলস্পর্শ জন-সাধারণকে অবৈধ উপায়ে প্রাম্যবার্ত্তাবহের দ্বারকতে ভোগা দিতে পারেন। ঐ সকল প্রাম্য বার্ত্তাবহের দুই একজন সম্পাদক কিছুদিন পূর্ব্বেও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের বিরুদ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তকে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠকে হেয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। কিন্তু আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-ত্যাগী ও গৌড়ীয়-বিরোধী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বিরুদ্ধবাদিগণ, চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদিগণ, মায়াবাদিগণ, পঞ্চোপাসকগণ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, আচার্য্যে অভিবুদ্ধিকারিগণ, প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধুম-ধামকারিগণ, গ্রাম্যবার্ত্তাজীবিগণ, নির্ব্বিশেষবাদিগণ, বহুধীগণ, আধ্যক্ষিকগণ, অকৈতবজ্ঞানবাদিগণ শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের নিকপট ও তর্কিসিদ্ধান্তবিৎ অনুগমণ্ডলী অপেক্ষা অধিক নিরপেক্ষ ও পরমার্থের যথাযথতার পরম নিপুণ বলিয়া বিচারিত হইল—ইহারই নাম কলিকাল॥

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য বিরাজমান। একদিকে সমস্ত জগতের ঘনিষ্ঠুর্ঘতার দাস্তিকতার বলে পরমার্থ-উৎসাদন-চেষ্টা, আর একদিকে শ্রীল প্রভুপাদের অতুলনীয় অতিমর্ত্য বাস্তবসত্তা-ভূমিকাস্বরূপ শ্রীপাদপদ্ম। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম ও বাণীকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব।

শ্রীল প্রভুপাদের উপেক্ষিত সন্ন্যাসী উপাধিধারী কোন এক ব্যক্তি যখন 'বিলাতে প্রচার বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের practical experience কম' বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকৃণ্ড হইতে ( ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৫ ) বিলাতে কোনও এক সেবককে নিম্নলিখিত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"০ ০ যাও পাশ্চাত্য বিচারের বহুমানন করিতে গিয়া ভক্তির সম্পূর্ণতা সম্বন্ধণে অন্য বিচার মূলাধিক স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন। আর শুনিতে পাইতেছি যে, সে-দেশের অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা ভক্তিধর্ম্মকে সে-দেশের উপযোগী করিতে পারিতেছি না! ঘোটের উপর, অনর্থযুক্ত বিচারে আমরা গা ভাসাইয়া দিব না। "প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাতে আমাদের ও অপরের বাস্তব নিত্যমঙ্গল হয়, সে বিচার ছাড়িয়া অন্য বিচার অবলম্বন করিব না।"

"Intellectually যোগ্য হইলেও devotional spirit সে দেশে গেলে অনেকটা কমিয়া যায়। সে-দেশের লোকেরা নিজদিগকে খুব পণ্ডিত মনে করেন, আর অন্য বিষয়ে তাঁহারা পণ্ডিতও বটে। কিন্তু আমাদের প্রচার্য্য বিষয় ঠিক তাহা নয়। Devotional model দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের mentality যদি কিছু পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদিগকে বন্ধুরূপে লাভ করিতে পারি। বিশ্ব-ধর্ম্মের চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়া যিশুতে যাহারাই যান, তাঁহারা যাহ চাক-

চিত্তকে বহুমান করিতে থাকেন, অন্তঃসৌন্দর্য্য তাঁহাদের নিকট গৌণ বিষয় হইয়া পড়ে। এটী কেবল Stranded student-দের মধ্যেই যে দেখা যাইতেছে, তাহা নহে; অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও এ ভাব অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিতেছে।"

( 'গৌড়ীয়'—সাপ্তাহিক সংখ্যা—১৮ পৃঃ )

শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগ 'গৌড়ীয়' যে, কোন দিনই আধ্যক্ষিক অসমঞ্জের দ্বারা পরমার্থের মীমাংসা ও মধ্যস্থতা করান নাই বা এযাবৎ কোন গৌড়ীয় আচার্য্যই তাহা করান নাই, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের বর্ণিত "বিচার আদালতে"র আদর্শটি দেখিলেই সুধী পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ দেখাইয়াছেন যে, মানব-সাধারণ "গৌড়ীয়ে"র বিরুদ্ধে এইরূপ নালিশ করিয়া থাকেন—

"গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক মানব-সাধারণের কায়মনোবাক্যের সহিত গৌড়ীয়ের কায়মনোবাক্যের ভেদ স্থাপন করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ আমরা গৌড়ীয়কে অভিযুক্ত করিব।"

কৃষ্ণই মূলমানিক, এই কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা নিখিলস্ব ভক্তভক্তগণের সংগৃহীত বাদুকরী ভিক্ষাকে Public money মনে করেন এবং public বা public-এর অন্তর্গত ত্রিগুণাত্মক অভিমান ও হাস্যকরতা করিয়া পরমার্থ ও ভক্তভক্তিসিদ্ধান্তকে regulate বা নিয়মিত করিতে চাহেন—ইহাই কলিকালোচিত নাস্তিকতা। শ্রীল প্রভুপাদের নিন্দিত সেই নাস্তিকতার ফুঁ—বায়ুর বল প্রাগ্যবার্ত্তাবহের মারফতে তাহা প্রচার করিতেছে। তদ্দ্বারা তাহাদের গলদ্ ঢাকিবার বড়যন্ত্র হইতেছে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যোধে গৌড়ীয়মঠ হইতে তাঁহার একখানি পত্রে মঠসেবকগণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"ভৌমীর ইজনের যোগাল ও জ্ঞানীর বিষয়-বিষয়ক বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই; পরন্তু শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্যই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। কৃ—এর অনুগ্রহ বা তা—এর বিচার, বা—এর বলের লোলজিহ্বা ও অশ্রুসিক্ত ভোগিগণের করুণা থামাইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। কেবল দুই একটী টাকা দিয়া মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে।"

কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানাভিমানীর আতি-জাত্যের মূল্য অত্যল্পপর্য্যন্ত মাত্র। মায়াবাদীর তেঁপোমি ও ভৌমীর ভোগা দেওয়া কথার যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্ত যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবায় মঠের সেবা করিবে, নতুবা—

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহ জগতে ভৌমী থাকিয়া পরজগতে তপস্যায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে।"

—'শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' ৩য় খণ্ড ৭০-৭১ পৃষ্ঠা

নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের বর্ণিত বিচার-আদালতের আদর্শ 'গৌড়ীয়' ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত হইল—

## নিত্যকাল আদালত

### বিচারপতি

১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। সনৎকুমার, ৫। কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম (দ্বাদশজন)

### মানব-সাধারণ বনাম গৌড়ীয়

### নালিশের কারণ

গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক মানবসাধারণের কায়মনোবাক্যের সহিত গৌড়ীয়ের কায়মনোবাক্যের ভেদ স্থাপন করেন; তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ।

### বাদীপক্ষে

### ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। ব্যাসদেব, ৫। অষ্টাবক্র, ৬। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি।

### উকীলের তালিকা

১। ঔর্ব্বমুনি, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিদ্যারণ্য ভারতী, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র,

৭। আনন্দগিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। বল্লেশ্বর, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষনাগ, ১২। বাচস্পতিমিশ্র ইত্যাদি।

### মোক্তারের তালিকা

১। ভট্টভট্ট ২। উদয়নাচার্য্য ৩। শিবানন্দমিশ্র, ৪। কুমারিলভট্ট, ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর, ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

### বিবাদীয় পক্ষে

### ব্যারিষ্টারের তালিকা

বাদপক্ষের বৈষ্ণব ব্যতীত আরও ১। শঙ্কর, ২। মন্ডনমিশ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতোগণ, ৪। ধ্রুব, ৫। পৃথু, ৬। বৈন্যের, ৭। উদয় প্রভৃতি।

### উকীলের তালিকা

১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী, ৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী, ৯। বিল্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব প্রভৃতি।

### মোক্তারের তালিকা

১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপালগুরু, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি।

—:০:—

# "প্রতীপ প্রিয় ● ● দল"

[ শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ]

যেদিন শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত "মায়াবাদের চক্ষে ভক্তির স্বরূপ" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় তথায় উপস্থিত প ● ● ও ভূ ● ● বাবু ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ-যোগ্য নহে বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ উহাদিগকে "প্রতীপ প্রিয় ● ● দল" এবং ইংরাজী ১৯৩৪ সালে নিম্বার্কদেবার সময় শ্রীধামবৃন্দাবনেও তাহাদিগকে "প্রতীপ প্রিয় ● ● দল" বলিয়া অনেককে জানাইয়াছিলেন। প্রতীপ প্রিয় ● ● দলের সহিত রূপকবিরাজি-দলের মহামিলনে কলির ব্রহ্মাণ্ডে তথাকথিত গয়ায় কলির তাণ্ডব-নৃত্য উপস্থিত হয়।

প্রতীপ প্রিয় ● ● দল 'প্রিয়' বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রতীপ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গয়াগমনে গাহিয়াছেন,—

প্রতীপ জনের আলিতে না দিব
রাধিকা গড়ের পারে।

—এই কার্য্যটি ভগবদিচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়াছে, অর্থাৎ—

"অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গয়ায়ৈর্ব্বোত্তমমুত্তিমম্"
"অধিয়া তদিয়া পাপতীর্থ মুক্ত কাটে"
"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে"
"আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়"
"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া"
(ভাঃ ২।৫।১৩)
"সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি"
(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১৩০)

প্রতীপপ্রিয় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুতে প্রাকৃত আসক্তিমাত্র বুদ্ধি করিয়াছিল। তাহা খণ্ডন করিয়া প্রতীপ ● ● নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী ইহা প্রচারিত হয়—

"শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভের অব্যবহিত পরেই ভক্তপদাশ্রিত ব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম বা সাবিত্র সংস্কার গ্রহণ করেন। যাহারা যজ্ঞসূত্র-গ্রহণরূপ দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম প্রকাশে গ্রহণ করেন না, তাঁহারাই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীরামানন্দ প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সকলেই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। তবে শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীরামানন্দদেব মধ্যে মধ্যে যজ্ঞসূত্রাদি সাবিত্র-চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্মার্তগণ যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রীলোকসঙ্গ বিচার করিতে গিয়া যে বৈষ্ণবের

জাতির কথা বলে, তাহা ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম-কাণ্ডীয় সিদ্ধান্ত মাত্র। যে পাষণ্ড পরমহংস বৈষ্ণবদিগকে ব্রাহ্মণেতর জাতি মনে করে, জীবিতোত্তরকালে তাহার জন্য অনন্ত রৌরব স্থষ্টি আছে। পারমহংস্যাধিকারে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমাতীত বলিয়া তত্তৎ চিহ্ন ধারণ করেন নাই। তাঁহাদের কোন কর্ম্ম-বন্ধন ছিল না। শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিষয়াদ্ধ কর্ম্মীর বিচারে তিনি উৎকল বৈশ্যের কুলে জাত। শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু সাবিত্রী ও বৈশ্য ব্রাহ্মণ। পাষণ্ড কর্ম্মিগণ তাঁহাদের গৌরবর্ণ বিচারে সর্ব্বদাই ভ্রম করেন।"

(প্রতীপত্রিয় • • প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

প্রতীপত্রিয় • •বলিয়াছিল—'শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব নহেন। তিনি গুরু হইতে পারেন না।' —( প্রঃ প্রঃ ভূমিকা )

তদুত্তরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জানাইয়াছিলেন—"শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর — জগদ্গুরু এবং তিনি বর্ত্তমান গুরু-বৈষ্ণবসমাজের মুকুট-মণি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা-সঙ্গোপনে যেরূপ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রমুখ পার্ষদগণ উদিত হইয়া সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোস্বামিগণ-প্রচারিত ভজনকৌশল্যা ভাগ্যবান্ জীবের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ব্বোত্তম আদর্শ-সরলতা, নিরপেক্ষতা ও গাঢ় ভজনচেষ্টা দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিতে দেখা যায় নাই, এজন্য ভক্তজনগণ সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতেছেন। ব্রহ্ম-বৈতকারীর ভারবাহী বেদব্যাস কাল্পনিক প্রভৃতি দ্বয়ং উচ্চ পণ্ডিতের ধারণা করিতে অসমর্থ, সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানাবৃত বদ্ধজীবের সেবক, স্মার্ত্তাচার্য্য, ভক্তভেকের পার্ষদত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা তাহাদের অজ্ঞতাজন্য অপরাধ-ক্ষয়ের সময় প্রতীক্ষা করিব। তাহারা ঐ প্রকার কর্ম্মজ্ঞানাবৃত অভাভিলাষের কারণিক হাঁচে হর গোস্বামীকে ঢালিবার প্রয়াস করে, কিন্তু ভগবান্ ও ভক্তগণ সেরূপে মায়াবদ্ধ জীবের গোচর হন না। অন্ধের যেরূপ বাহ্য-দর্শনের যুক্তি নাই, বন্ধ্যার যেরূপ গর্ভধারণের সামর্থ্য নাই, সর্পের যেরূপ হিমালয় গিরিশৃঙ্গ হইবার যোগ্যতা নাই এবং উলূকের যেরূপ তেজোময় ভাস্কর-সন্দর্শনের চক্ষু নাই, সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানাবৃত অভাভিলাষীর হয় গোস্বামীর, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অথবা প্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি নিত্যশ্রদ্ধার অবসর নাই এবং তাঁহাদের স্বরূপ দেখিতে গিয়া নিজ কল্পিত নানাপ্রকার Rubbish-এর ( আবর্জ্জনার ) ভার তাঁহাদের স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করে।

কংস-সভায় কৃষ্ণের প্রবেশকালে চাণূর, মুষ্টিক ও কংসাদি কৃষ্ণকে যেরূপ ধারণা করিয়াছিল, অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারী, জ্ঞানকর্ম্মাবৃত-অভাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেরূপভাবে দেখেন নাই। যেরূপ পিত্তরোগী মিশ্রির আস্বাদন সুখে না, সেইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনগণ তাহাদের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-প্রবৃত্তি প্রবল রাখিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিতে গেলে হয়ত বলিয়া উঠিবে যে, অতিবাড়ী জগন্নাথ-দাসকে মহাপ্রভুর শিষ্য করা ভাল হয় নাই, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ফুরে ফেলিয়া রাখা তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় এবং মায়াবাদীকে 'অপরাধী' বলা তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ যেরূপভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, সেরূপ নিত্য অপ্রাকৃতভাবে শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও কর্ম্মজ্ঞানাবৃত অভাভিলাষময় বহু-ধর্ম্মের অনুরোধ, উপরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ প্রভৃতিকে বহুমানন না করিয়া তাঁহার প্রভুর পরমনির্ম্মল অপ্রাকৃত সেবা করিয়াছেন। যাঁহার সুকৃতি থাকিবে, তিনি ঐ সকল কথার পরমসত্য-বিষয়ক সম্পূর্ণতা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-বিরোধী নিতান্ত পাষণ্ডগণও নিজ নিজ ভজনের সহিত অন্যের ধর্ম্ম করেন এবং তদ্রূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস, পূজা ও তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জগদ্গুরু এবং হর গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলিয়াই জানেন।

যে সকল ব্যক্তি এরূপ কথা না শুনিয়া আউল, বাউলাদি নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় যদি-তদি-বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তাঁহারা গুরুদেবকে পার্ষদভক্ত বলিয়া কিরূপে

বুঝিবেন ? শ্রীশ্রীগুরুদেবের এক লীলা এই যে, অজ্ঞাভিলাষী ভক্তদ্রোহী ব্যক্তির দ্বারা এইসকল অপরাধময় অনুষ্ঠান করাইয়া তাহাদের ধারণা অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুদেব-তত্ত্বকে কর্ম্মজ্ঞানাবৃত, অজ্ঞাভিলাষময় মায়ার সেবক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়ান।

যিনি জননীর ক্রোড়স্থিত সন্তানকে স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার মনে করেন, শ্রীল রামানন্দ রায়ের শ্রীশ্রীগুরুসেবাকে জড়ীয় ভোগপর প্রাকৃত বিলাস মনে করেন, যিনি শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন, যিনি ভক্ত-বৈষ্ণবের অর্চ্চামূর্ত্তিকে শিলা বুদ্ধি করেন, বৈষ্ণবে শৌক্র-জাতি বিচারে বর্ণ-বিশেষ মনে করেন, ভক্ত-বৈষ্ণবের পাদোদককে পাঁচার জল বলিয়া বিশ্বাস, শ্রীনাম-মন্ত্রে যাঁহার শব্দ-সামান্য বুদ্ধি, শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নবিগ্রহ দেবতাগণের যাঁহার ভিন্নবুদ্ধি, তিনি কি প্রকারে বৈষ্ণব বা পার্ষদ বুঝিতে পারিবেন ?"

( প্রতীপপ্রিয় ০ ০ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর, ৪—৬ পৃষ্ঠা )

প্রতীপপ্রিয়০ ০ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে ও ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে 'পরমহংস' বলায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, কারণ সেই গৃহী-বাউলের বিচার ছিল যে, নির্ব্বিশেষবাদী, মুক্তবিচারকপরায়ণ বা 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' জপকারী ব্যক্তিগণই পরমহংস। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছিলেন যে, শুদ্ধবৈষ্ণবই 'পরমহংস' ।—(প্রতীপপ্রিয় ০ ০ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরের ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

প্রতীপপ্রিয়০ ০প্রশ্ন করিয়াছিল,—'বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথির উৎসব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য হইতে পারে ; কিন্তু স্মার্তমতে মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধ করা নিষেধ, উহার শাস্ত্র কোথায় ?'

ইহার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন,—

"বৈষ্ণব নিজের পিতৃকুলকে বৈষ্ণব জানিয়া শ্রীমহা-প্রসাদের দ্বারা যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবেন, ইহাতে বিষ্ণুসেবার বিপ্রতারণ হইবে না। সদ্যুবা বৈষ্ণবকে অবজ্ঞাদৃষ্টে করিয়া যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ বলিয়া হরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ প্রেত-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেন। শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ ও হরিভক্তিবিলাসে এসকল কথার মীমাংসা বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের গর্হণ-বিষয়ে অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। বৈষ্ণবগণ কোনদিনই কর্ম্মকাণ্ডীয় পতিত ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধপাত্র দেন না, সর্ব্বদাই হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ জানিয়া বৈষ্ণবদিগকেই অর্চ্চন করিয়া থাকেন। রাক্ষসশ্রাদ্ধ, যাহা কর্ম্মকাণ্ডীয়গণ করিয়া থাকেন, তাহা কোন কালেই বৈষ্ণবগণের বিহিত নহে। বৈষ্ণবগণ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে যে ভক্তি করেন, নির্ব্বোধগণ তাহার কোটিঅংশের এক অংশ মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। আর একটি কথা এই যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ করিলে যাহার শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার সংসারে প্রেতযোনীর অপগমে পুনর্জ্জন্ম হয়। কর্ম্মীর ন্যায় মুক্ত বৈষ্ণবের পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা নাই। সেজন্য বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী বা পরমহংসের শ্রাদ্ধকর্ম্ম নিষিদ্ধ জানিয়া সকল শুদ্ধস্মার্তই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পিতৃলোকের প্রেতলোক-প্রাপ্তিরূপ অধমযোনি-লাভ ঘোষণা করা পুত্রের পক্ষে অধিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় নহে। পিতৃলোক পুত্রের প্রতি এমন কি অত্যাচার করিয়াছেন, যাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে প্রতিহিংসাপর পুত্র পিতাকে প্রেতযোনিতে নিক্ষেপ করে ? কর্ম্মিগণ বলুন, কিন্তু বৈষ্ণবমাত্রেই ঘৃণার্হ প্রাণী। শ্রীভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধ আলোচনা করিলে যে সকল কথা সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবগণ অনিত্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত। তাঁহারা বলেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।"

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধরূপ কর্ম্মই বৈষ্ণব হইতে পারে না। কর্ম্ম লৌকিক ও স্বর্গসুখাদি অনিত্যফল প্রসব করে, নিত্যকালস্থায়ী বৈষ্ণবের তাহা কখনই প্রাপ্য নহে।

গীতায়—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।
"ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ"॥
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিধৃত শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায়—
"যৎপূজনেন বিষ্ণ্বাদ্যাঃ পিতরোঽন্যেঽপি তাদৃশাঃ।
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতনরলোকপালাঃ॥
সর্ব্বে প্রজাপতিগণ-সোম-মুখাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ভাগবতের—'যথা তরোর্মূল' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীগোপালভট্ট-প্রভু 'তদিদমেকস্মিন্ শ্রীঅচ্যুতে সংপূজিতে সতি দেবতাপিত্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽতিশয়পূজিতাঃ স্যুঃ—মাত্র সন্দেহঃ। অতোঽস্য সর্ব্বকর্ম্মারাধ্যত্বং মূলং মূলস্কন্ধবৎ। যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ একস্মিন্যর্চ্চিতে সতি মিত্যনৈমিত্তিক কাম্য-বিষ্ণ্বাদিপূজন-পিতৃশ্রাদ্ধাদি-যাগযজ্ঞদান-ব্রত - যোগতপো - যোগাদি সকলং পরিপূর্ণং স্যাৎ।'

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—
সঙ্কল্পস্তু তথা দানং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপবিষ্টেন্দ্র কুর্য্যাৎ কুশবারণম্॥

বশিষ্ঠ-সংহিতায়—
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবো গৃহী॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—
ন বর্ত্তয়ারণং কুর্য্যান্ন চ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ন কাম্যং সাধতো মার্গং সকৃদেবার্চ্চিপূজনম্॥

স্কান্দে—
অর্চ্চিতে দেবদেবেশে ব্রহ্মশঙ্করমাধবে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরোদেবাঃ যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ॥

পদ্মপুরাণে—
যো ন যজ্ঞাদয়ের্ভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিষ্ণুরূপ সনাতনং বিদুঃ॥

প্রতীপপ্রিয়—হলের কতিপয় লক্ষণ আমরা উপরে দেখাইলাম অর্থাৎ প্রতীপপ্রিয়বল গড়ের পারে থাকিয়া কলির ব্রহ্মাণ্ডে ভবাদীভর্ত্তৃশক্তিধামী পুরন্দরের পুরে বাস করে এবং আচার্য্যে জাতিবুদ্ধি, কর্ম্মফলবাধ্য জীববুদ্ধি,—এরূপ পাষণ্ডতা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা মাতাপিতায় হিংসা ও গুরু-বৈষ্ণব-দ্বিষেষ করিয়া থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণবব্রেষ্ঠকে 'পরমহংস' না বলিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করে এবং লোকত্যজ্য হইয়া গুরুগৌরাঙ্গ-ভজন পরিত্যাগ করে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা ঐ সকল প্রতীপপ্রিয়—বল হইতে যেন অনন্তকোটি যোজন দূরে থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণের সেবা-লাভ অন্বয়মাত্রেও করিতে পারি।

---

# প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যার পর )

## প্রশ্ন

৫। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে কি কেহই মুক্তপুরুষ নাই? যাঁহারা জগদ্গুরু আচার্য্য, তাঁহারা কি একটি লোককেও জীবন্মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া জগতের পরবর্ত্তিকালের জন্য বিদায়কালে করেন নাই—এরূপ পূর্ব্ব ইতিহাস আছে কি?

## উত্তর

৫। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে কেহই মুক্ত-পুরুষ নাই—এরূপ কথা আধ্যক্ষিক অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণেরই বিচার। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং তাঁহার প্রকটকালে কোন কোন অন্যাভিলাষ-রহিত একান্ত সেবককে "জীবন্মুক্ত পুরুষ" বলিয়া জানাইয়াছেন। যাঁহারা জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা লোক-কল্যাণের জন্য অন্ততঃ একটি যোগ্যতম শিষ্যকে লোক-উদ্ধারকর্ত্তা আচার্য্যরূপে জগতে রাখিয়া যান,—ইহাই পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়াছে।

কি শ্রীরামানুজ, কি শ্রীমধ্বাচার্য্য, কি স্বরূপ-গোস্বামী, কি শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ, কি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, কি শ্রীবলদেব, কি শ্রীভক্তিবিনোদ, কি শ্রীগৌরকিশোর, কি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ,—সকলেই কোন-না-কোন জীবন্মুক্ত লোকগুরুকে ভবিষ্যৎকালের মঙ্গলের জন্য জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাই আচার্য্যধারার অসীম করুণা। যাঁহারা সিমাইট্‌গণের অর্থাৎ এসিরিয়ান্‌স, ইথিওপিয়ন্‌স, ব্যাবিলোনিয়ান্‌স, হিব্রু, ফিনিসিয়ন্‌, ইরাণী প্রভৃতি জাতিসমূহের পূর্ব্বাপ্রিত বিচারের অনুকরণে মুক্তের পরিচয়-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন আধ্যক্ষিক বিচারাবলম্বী হইয়া অবতন্ত্র গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন ও সকল সময়ে মহাভাগবতের পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন, তাঁহারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের দ্রোহিতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বলেন—"আমার গুরু জগদ্‌গুরু, কিন্তু তিনি একটিও মুক্ত পুরুষ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই বা অন্য কাহাকেও লোকগুরুরূপে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা নিজ-গুরুকেই অসমর্থ বলিয়া প্রতিপাদন করেন। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় পুত্রও পুত্রবৎ ও শিষ্যবৎ ছিল সত্য, কিন্তু শ্রীল অচ্যুতানন্দ প্রভু প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন। আবার শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যবর্গণ স্বতন্ত্র হইয়া মেড়ানেড়ি-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ভাগবত ও গোস্বামী শিষ্য থাকিবার কথাও বৈষ্ণব-ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। —( "আচার ও আচার্য্য" ১১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। শ্রীল বাদবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যগণ প্রায়শঃপুরী নির্ব্বিশেষবাদী ও হরিভক্ত-বৈষ্ণব-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন

৬। শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তগণের মধ্যে যদি সকলেই নামাপরাধযুক্ত জীব থাকেন, তবে কি আচার্য্যধারা ও গোবর্দ্ধন-কার্য্য একেবারেই বিলুপ্ত হইবে?—না, ইহা অন্য কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তর

৬। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যেও যোগ্যতম নিত্যসিদ্ধ মুক্তপুরুষ ও "ইহা যত্র তত্রাপি কর্ত্তব্য মনসা গিয়া"—এই লক্ষণ-বিশিষ্ট জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ আছেন। শ্রীল প্রভুপাদেরই অভীষ্টানুসারে গোবর্দ্ধন-কার্য্য ও "ভক্তিবিনোদধারা" কখনই বিলুপ্ত হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ বহুবার বহুজন-সমক্ষেও বলিয়াছেন,—অচিরেই পঞ্চাশ লক্ষ সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন। কৃষ্ণশক্তিযুক্ত মহাভাগবত ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে গোবর্দ্ধন-কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না,—ইহাই শাস্ত্র ও সদাচার।

প্রশ্ন

৭। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বা সমাধির সম্মুখে যদি হরিনাম-প্রদান ও দীক্ষা-কার্য্য আলেখ্য ও সমাধিতে মালা ও মন্ত্র স্পর্শ করাইয়া প্রদান করা হয়, তবে কি তাহা অন্যায় হইবে?

উত্তর

৭। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বা সমাধির সম্মুখে মালা বা মন্ত্র স্পর্শ করাইয়া দীক্ষা-প্রদানাদি-কার্য্যের অভিনয় করিলে উহা অর্চ্চন-ব্যাপার-মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। বস্তুতঃ কীর্ত্তন-মুখে দীক্ষা লাভ করিতে হইলে সংশয়-ছেদনকারী পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত মহাভাগবতের অবতার আবশ্যক। কোন অপসম্প্রদায়ে পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চন-পদ্ধতি প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া গেলেও শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে এরূপ প্রথার প্রচলন নাই; অধিক কি, উহা অপরাধ ও আম্নায়-বিরোধরূপ পাষণ্ডতা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে গেলে—"যে-সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরত্বাদীচ্ছিন্নো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ পাষণ্ড-মত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।"

প্রশ্ন

৮। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারি

আশ্রমীর মধ্যে কে আচার্য্য হইতে পারেন ? অথবা কাহার আচার্য্যের পক্ষে অধিকতর যোগ্যতা আছে ?

উত্তর

৮। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী—এই সকল আশ্রমের অন্তর্গত কেহই আচার্য্য হইতে পারেন না। তবে এই সকল আশ্রমের বাহ্য-বেশ ধারণ করিয়াও নিত্যসিদ্ধ জীবন্মুক্ত বর্ণাশ্রমাতীত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পুরুষই আচার্য্য হইতে পারেন। সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য বা ব্রহ্মচর্য্যাদি—আচার্য্যত্বের যোগ্যতার নিদর্শন বা পরিচায়ক নহে। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ও কৃষ্ণৈকশরণ, তাঁহারই আচার্য্যত্বের যোগ্যতা আছে। মহাপ্রভুর বাণী এই—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

প্রশ্ন

৯। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি ? না করিয়া থাকিলে করেন নাই কেন ?

উত্তর

৯। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-সম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ করিয়া গিয়াছেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ-অন্তরঙ্গ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আদর্শ-চরিত্র শিষ্য—যিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই সমস্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের জ্ঞাতসারে আচার্য্যোচিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে নিজ-শয্যাপার্শ্বে বহু ভক্তের সম্মুখে ডাকাইয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরূপানুগ আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বহু ভক্ত ইহা স্বকর্ণে শ্রবণ ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে সদা শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের জন্য সকলকে স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন ("বাসুদেবানন্তপ্রভাতে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম") এবং শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভায় গৌরাব্দীর্ব্বাদে ও আরও অন্যান্য স্থলে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে অন্বয়জ্ঞ ও পরব্রহ্মে সিদ্ধান্ত, গুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারী যুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহ নিষ্কলঙ্ক আদর্শ-চরিত্র বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার চরমবাণীতে এবং চরম পত্রেও একমাত্র শ্রীল বাসুদেব প্রভুর উপরই যাবতীয় পারমার্থিক কার্য্যের ভার ও নিয়ামকত্ব প্রদান করিয়াছেন। অতএব শ্রীল প্রভুপাদের অবর্ত্তমান আচার্য্য-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ স্পষ্ট হইতেও সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন

১০। আচার্য্যকে কি কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন ? অথবা লোকের কিংবা গুরুবর্গের মতামতের দ্বারা কি আচার্য্য নিরূপিত হইতে পারেন ?

উত্তর

১০। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ আচার্য্য প্রস্তুত করিতে পারেন না, বা বহির্ম্মুখ লোকের ভোটের দ্বারাও আচার্য্য নিরূপিত হন না। তবে আচার্য্য বা তত্তুল্য ব্যক্তি লোক-মঙ্গলের জন্য আচার্য্যের উপযোগী প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃতি প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচার্য্যত্ব শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যের লোক-লোচনে প্রকাশিত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই কর্ম্ম-মৈপুণ্যের দ্বারা আচার্য্যত্ব লাভ করেন নাই, ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা ও শাস্ত্রের বাণী প্রচার ও আচারের দ্বারাই আচার্য্য-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। আচার্য্য নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ শুদ্ধ-ব্রাহ্মণবর্গের অকৈতব হৃদয়ে ও বাক্যে প্রকটিত হইতে পারেন। কিন্তু কপট, মৎসর ও অতত্ত্বজ্ঞ সতীর্থব্রুব ব্যক্তিগণ—যাহারা স্বয়ংই অন্তঃকনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ও গুরু হইবার জন্য ব্যস্ত, বাহিরে, সর্ব্ববিষয়ে প্রভুত্বকামী, সেই সকল হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকে অস্বীকার করিলেও অথবা হিংসা করিয়া সুনির্ম্মল বৈষ্ণব-চরিত্রকে নিন্দা করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃতকৃষ্ণতত্ত্ববিৎএর আচার্য্যত্বের কিছু লাঘব হয় না।

### প্রশ্ন

১১। আচার্য্য হইলেই কি তাঁহাকে 'পরমহংস', 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'ত্রিদণ্ডিস্বামী', 'সম্প্রদায়রক্ষক', 'শ্রীকৃপাদপদ্ম' প্রভৃতি বলিতে হয়, উহা না বলিলে দোষ কি? সতীর্থগণও কি সতীর্থ আচার্য্যের প্রতি ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করিবেন?

### উত্তর

১১। 'আচার্য্য', 'পরমহংস' প্রভৃতি শব্দ একজাতীয়পর্য্যায়। 'আচার্য্য' অর্থে—গুরু। অনুগত-সম্প্রদায় বা আনুগত্য-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ আচার্য্যকে 'পরমহংস', 'ওঁ বিষ্ণুপাদ', 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, না বলিলে তত্তল্লঙ্ঘনজনিত অপরাধ হয়। যেমন সম্রাটকে—হিজ্ ম্যাজেষ্টি, ভিকেণ্ডার অব্ কেইথ প্রভৃতি; রাজপ্রতিনিধি ভাইসরয়কে বা গবর্ণরজেনারেলকে—হিজ্ এক্সেলেন্সি, হাই-কোর্টের বিচারপতিকে—হিজ্ লর্ডশিপ্, খৃষ্টধর্ম্মযাজককে হিজ্ হোলিনেস্ বা হিজ্ গ্রেস্ প্রভৃতি লিখিবার প্রথা আছে, তদ্রূপ ভারতবর্ষেও পারমার্থিক আচার্য্যকে—'পরমহংস', 'ওঁ বিষ্ণুপাদ', 'অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'ত্রিদণ্ডিস্বামী', 'সম্প্রদায়-সংরক্ষক', 'শ্রীকৃপাদপদ্ম' প্রভৃতি বলিবার শাস্ত্রাদেশ ও সদাচার রহিয়াছে। 'গৌড়ীয়ে'র "কুতর্কতেজিকা" শীর্ষক সাম্প্রত পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা আছে। "অমক" বলিব, কিন্তু তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিব না—এইরূপ যুক্তি অর্ব্বাচীনতা-বিজৃম্ভিত। আচার্য্যের প্রতি তাঁহার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করিলে ভক্তি হইতে পতিত হইতে হয় এবং তাহাতে নাস্তিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আধুনিক ব্যক্তিগণ ইহা না মানিলে আচার্য্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, নিজেদেরই পরমদুর্ভাগ্য, অমঙ্গল ও মূর্খতার পরিচয় প্রদান করা হয়।

সতীর্থগণ "সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধে সাধৌ সখ্যং সতাং মতং" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ৪০) অর্থাৎ একজাতীয় বাসনা-দ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ লাভের আশায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবিৎ সতীর্থকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তির বিচারে অথবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট লীলায় শ্রেষ্ঠব্যক্তিবিৎ সতীর্থকে গুরুস্থানীয় (ইহাদ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্যবৈশিষ্ট্যের খর্ব্বতা হয় না, বরং শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকৃত ভক্তিই সমর্পিত হয়) জ্ঞান করিয়া, তদাশ্রয়ে শ্রীগুরুদেবের সেবা লাভ করিবার জন্য "ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী" অর্থাৎ ভক্তির গুরুপাদ-পদ্ম বিচার করিতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'প্রভুপাদ', 'পরমহংস', 'ত্রিদণ্ডিস্বামী' প্রভৃতি শব্দ দ্বারাই আচার্য্যোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল তীর্থ মহারাজ গৌড়ীয়ে "মহীশূর শ্রীল শ্রীল প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে যেরূপ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'প্রভুপাদ' বলিয়াছেন, তদ্রূপ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকেও 'প্রভুপাদ' বলিয়াছেন। শিক্ষাগুরুকে পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর ন্যায় সম্মান বিশেষরূপে বিশেষিত করা অপরাধ বা তত্ত্ববিরুদ্ধ হইলে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর-চরণাশ্রিত শ্রীল প্রভুপাদ ইহা কি সহ্য করিতেন?

বার (Bar) হইতে যখন কেহ হাইকোর্টের জজ হন, কিম্বা কোন Civilian যখন Governor হন, তখন বারের অন্যান্য পূর্ব্ব সতীর্থগণ হাইকোর্টের জজকে যেরূপ কালে 'My friend' না বলিয়া 'My Lord' এবং পূর্ব্ব সতীর্থসিভিলিয়ান্ ভ্রাতৃগণ গবর্ণরকে 'His Excellency'ই বলেন। তিনি অন্যান্য Civilianএর অন্যতম, এরূপ বিচার করেন না। এই সম্মান-তাঁহারা Officeকেই দেখাইয়া থাকেন। অপ্রাকৃত জগতের প্রতিফলনস্বরূপ প্রাকৃত জগতে যদি এরূপ হইতে পারে, তবে অপ্রাকৃত জগতে সেরূপ বিচার প্রতিরোধ করা হইবে, এই মৎসরতা নির্ব্বিশেষবাদীর।

তাহার পর কেহ যদি আধ্যক্ষিক জ্ঞান বশতঃ আচার্য্যকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেন, তদ্দ্বারা আচার্য্যের কি ক্ষতি হইতে পারে? শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে বিরতব্যক্তির বা অশ্রদ্ধা-প্রদর্শনকারীরই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে না; যেমন জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক আধ্যক্ষিক ব্যক্তি ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় পূর্ব্বাশ্রমের নামেই ডাকিতেন। এমন কি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য-নামধারী কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আচার্য্যো-চিত অভিধানসমূহ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন। অধিক কি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'ঠাকুর' বলিবার পরিবর্ত্তে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অনুগত একজন ব্যক্তিকেও কদাচিৎ 'ভক্তিবিনোদ মহাশয়', অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বাশ্রমের নামের পরিচয় 'বাবু' সংযোগ করিয়া বলিতে শুনা গিয়াছে। তদ্দ্বারা আচার্য্যগণের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অপরেরই আচার্য্যগণের প্রতি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ হয়।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

# কুঞ্জবাবুর পত্র, টেলিগ্রাম ও 'প্রেসমেসেজ'

বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৯০৭) শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদকেই আচার্যাসনে বরণ করিবার সম্বন্ধে ভটক রাজেন্দ্র কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীনিবিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের নিকট অনুরুদ্ধ যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ঐ তারিখেই বরং যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Tele { Gram: "GAUDIYA"
Phone: B. B. 4115

SREE GAUDIYA MATH

16A, Kalipraasad Chakravarty St.
P. O. BAGHBAZAR, CALCUTTA.

The, 9. 2. 1907

[illegible]

## কুঞ্জবাবুর প্রেরিত টেলিগ্রাম

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT. No: 62

TC

CALCUTTA SB 9 15

PROFESSOR NISHIKANTA SANYAL CUTTACK.

CHAULIAGANJ.

MY VIEWS REGARDING SELECTION

AGREES WITH YOU

- KUNJABEHARI -

## কুঞ্জবাবুর প্রেরিত 'প্রেস-মেসেজ'

শ্রীধাম মায়াপুরে গত ২৬শে মার্চ, ১৯৩৭ খ্রীগৌরাবির্ভাব-উৎসব-দিবসে শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের আচার্য্য-নিয়োগকালে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু [illegible] মায়াপুর হইতে নিম্ন-স্বাক্ষরযুক্ত যে সংবাদটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ ব্লক নিম্নে প্রকাশিত হইল —

Press Message

Sreedham Mayapur, Nabadwip,
26th March, 1937.

His Holiness Mahamahopadesak Srila Ananta Vasudev Paravidya-bhusan Prabhu has been declared by the management of the Gaudiya Mission this morning as Acharyya or Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj entered into nityaleela.

His Holiness Tridandiswami Sreemad Bhaktivivek Bharati Maharaj has been declared Chairman.

Mahamahopadesak Acharyyatrika Sripad Kunjabehari Vidyabhusan Bhagabatratna has been declared Secretary.

## কুঞ্জবাবুর লিখিত শিরোনামা

গত ৩০শে মার্চ, ১৯৩৭ তারিখে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বের শিরোনামার ব্লক দিয়ে প্রকাশিত হইল—

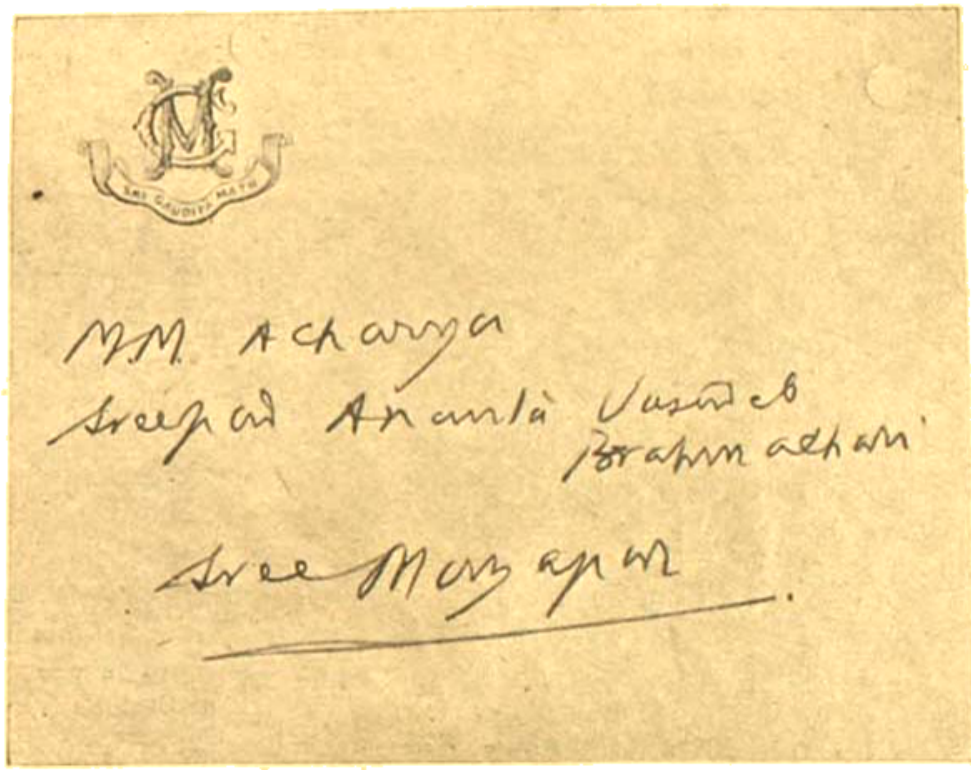


ADDRESS PRESENTED TO

# His Divine Grace Gaudiyamathacharyya Shree Shreemad Ananta Vasudev Paravidyabhusan Prabhu

**On the occasion of His arrival at Shree Sachchidananda Math as the Spiritual Head of the Gaudiya Mission.**

We, members of Shree Sachchidananda Math, humbly make this offering of our unconditional submission to the lotus feet of Your Divine Grace on the occasion of Your most auspicious visit to the Math for the first time as the Spiritual Head of the Gaudiya Mission in succession to our Divine Master Nityalilapravishta Om Vishnupad Paramahansa Shree Shreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad in the unbroken preceptorial line of the Brahma-Madhwa-Gaudiya-Amnaya, being the tenth Acharyya from Mahaprabhu Shree Krishna-Chaitanya. We pray fervently that Your Divine Grace will be graciously pleased to accept our unconditional submission by imparting to the same the quality of spiritual sincerity by Your causeless mercy.

In this connection, we beg to give expression to our faith in the Teaching of Mahaprabhu Shree Krishna Chaitanya as expounded by the six Vrindavana Goswamis headed by Shree Rupa and Sanatana. The highest Teaching of Mahaprabhu Shree Krishna Chaitanya has come down to us in the works of Shree Rupa Goswami. But it is not possible to understand the spiritual meaning of Bhaktirasamritasindhu and Ujjvalanilamani except under the unconditional guidance

of the Divine Successor of Shree Rupa in the preceptorial line. In this irreverently controversial age it is only by the acceptance of the Teaching of Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya that it is possible for any jeeva-soul to have access to the hidden meaning of the spiritual scriptures of the world.

All religions of the world are really one if they are perceived in their relation to the Absolute. This spiritual vision is a gift from the Sat-Guru who is the Divine Agent of the Absolute for our deliverance. There is no difference between the Teaching of the Agents of the Absolute. Those who make any distinction between them do so through vanity by supposing that they are able to understand the meaning of the Scriptures without submitting to be enlightened by the mercy of the agents of the Absolute, sent to this world for our deliverance.

This process is known in spiritual India as the Shrauta Pantha. The Absolute according to the Teaching of the Shruti or the Veda, makes His Appearance in this world in the Form of the Divine Sound or Name on the lips of His Divine Agent in the unbroken line of the preceptorial succession. It is possible for a person to approach the Absolute in the Form of the Name by unconditional submission to the words of the Agent of the Absolute or the Sat-Guru. In this manner is established and preserved the universal community of the worshippers of the Absolute on the spiritual plane. The Agent of the Absolute is no less than the Divine Teacher of all souls. Universal harmony prevails, as a matter of course, eternally on the spiritual plane of the unadulterated worship of the Absolute.

By listening to the living words from the lips of Your Divine Grace it should be possible for all persons, who are prepared through conviction to make their unconditional submission to Your Divine Guidance, to realise by the mercy of the Absolute, by Your Gracious Intercession, the Transcendental Truth that is attainable on the universal Vedic path fully expounded and made available to all by the Teaching of Mahaprabhu Shree Krishna Chaitanya through the writings of Shree Rupa Goswami and His Divine Successors in Shree Brahma-Madhwa-Gaudiya-Amnaya.

We, therefore, humbly submit ourselves to the unconditional guidance of Your Divine Grace for being enabled by Your Mercy to worship the Absolute in accordance with his Divine Dispensation for all souls on the transcendental plane where there is no dividing distinction of caste, creed, colour, time or space.

Cuttack,
25-7-37.

Your Divine Grace's humble servants,
MEMBERS OF SHREE SACHCHIDANANDA MATH

---

# বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী ১৫ই শ্রাবণ ( ১৩৪৪ ) ৩০শে শ্রাবণ ( ১০৪৪ ) রবিবার কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব পরমিতাক্ষণ গোস্বামী শ্রীমহারাজের নামকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভাববাজার ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট পরিক্রমান্তে অপরাহ্ণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সজ্জনবৃন্দের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

আগামী ২২শে শ্রাবণ এবং ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবারদ্বয়ও অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঐরূপ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৪; ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৭ | ৪র্থ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহাগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধ-ফলে তাঁহাদের বিচারে জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।

—শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ৭ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮পৃষ্ঠা

তোমে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।

"আমি অধিক বুঝি আর অন্যগুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন"—এইরূপ অহঙ্কারকারিজনের অপরাধ-বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—শ্রীল প্রভুপাদ, অনুভাষ্য চৈঃ চঃ ১।৩৪

# শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[ স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-শ্রবণসদন ; কাল—৩১।৫।৩৭ তারিখ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে— ]

নামঃপ্রেষ্ঠং মধুমথিন শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গৌড়বাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।
বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ।

আমার পরমপূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণববৃন্দ, সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর প্রায় সাড়ে চারি মাস কাল পরে এই কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন ক'রে আমার যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষ উপস্থিত হ'চ্ছে। বিষাদ, কেননা, শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র চরিতে আচরিত ও প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের উপরিষ্ট যে উত্তমা কৃষ্ণভক্তির কথা কীর্ত্তিত হ'য়েছে, সেই উত্তমা ভক্তির ন্যূনাধিক ব্যতিক্রম দর্শন ও উপলব্ধি ক'রে তিনি কতই না ব্যথিত হ'চ্ছেন। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হ'য়েও শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র ব্যাপকরূপে অবস্থান ক'র্‌ছেন। যাঁ'রা তাঁ'র নিকট আস্‌বার অভিনয়ও ক'রেছেন, আমার বিশ্বাস, তাঁ'রাও তাঁ'র আচরিত ও প্রচারিত উত্তমাভক্তির ব্যতিক্রম দর্শন ক'রে আজ নিশ্চয়ই ব্যথিত ও দুঃখিত হ'চ্ছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁ'র নিকট সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত প্রত্যেক শিষ্যই, এমন কি, কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সজ্জন—যাঁ'রা একটুকুও সম্বন্ধ ক'রে আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছেন, তাঁ'রাও কিছু কিছু ব্যথিত হ'য়েছেন। আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে সকলেই একবাক্যে ব'ল্‌বেন, এবং ইহা অস্বীকার ক'রবারও উপায় নাই যে, উত্তমা ভক্তি যেখানে, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীরামোদর স্বরূপ, সেই স্বরূপের অনুগতগণই গৌড়ীয়। শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের ভজনস্থানেই গৌড়ীয়মঠ। যেখানে শ্রীরামোদর-স্বরূপের অভিন্ন বান্ধব শ্রীরূপ-সনাতন এবং শ্রীজীব-রঘুনাথ-কৃষ্ণদাসকবিরাজ-ঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধবদাস-শ্রীমধুসূদন-শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-শ্রীমাধবজানকী দয়িতদাস—যিনি শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী নামে জগতে বিদিত—এঁদের আচরিত ও প্রচারিত উত্তমা কৃষ্ণভক্তি; যেখানে এই গুরুপরম্পরার আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নির্ম্মল অকিঞ্চনা অহৈতুকী কেবলা সেবাপ্রবৃত্তি, সেখানেই গৌড়ীয় মঠ। ঐ প্রকার শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি যেখানে নাই, সে-স্থান অন্তঃসার-হীন, তাহা কখনও গৌড়ীয়মঠ নয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁ'র অপ্রকটকাল-পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানিয়ে গিয়েছেন, কেবল সেব্যের সুখবাঞ্ছা যেখানেই, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ। নতুবা অবান্তর বস্তু এসে যেখানে নির্ম্মলা সেবা বৃত্তিকে আচ্ছাদন করে, তা' বিষয়িগণের ভোগের আচ্ছাদাত্মক হ'য়ে দাঁড়ায়।

মহাপ্রভুর প্রদত্ত শিক্ষা হ'তে ভক্তিসিদ্ধান্ত গুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ হ'য়ে এই কথাটির উপরই জোর দিচ্ছেন যে, যেখানে মায়া—ছলনা, নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান—নিজে অহঙ্কারবিমূঢ় হ'য়ে "আমার ক্ষমতা এত, আমার এত বুদ্ধি-বল, এত জন-বল, এত বক্তৃতা-বল" এইরূপ বৃথা অহঙ্কার—যাহা তৃণাবকার অর্থাৎ বেদোপনিষৎ বেদগণের দর্প, গর্ব্ব, মদ, অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে প্রজ্ঞাবান্ জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেখানে শ্রীল-প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠের কোন্ কথা নাই। Electric Power house-এর সঙ্গে connection না থাক্‌লে বাল্‌ব (bulb) নিজে যতই না কেন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, অল্পমূল্য বা বহুমূল্য হ'ক, তা' কিছুতেই জ্বল্‌বে না।

"সকলের মূল মালিক বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুই পরতত্ত্ব-স্বরূপ যে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, তাঁ'র অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ—তদীয় বস্তু

শ্রীগুরুপাদপদ্ম মন্ত্রিস্থলে আমাকে সামান্য ঘর ক'রে তাঁরই যে কিছু সেবার কাজ করাচ্ছেন।"—এইরূপ বিচারই বৈষ্ণবদাসত্বের। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেমসেবায় বশীকৃত যে স্বয়ং ভগবান্, তাঁকে ছেড়ে—অর্থাৎ সেই পরিচালক, প্রেরক, নিয়ামক, পূর্ণচেতন, স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম বা স্বেচ্ছাময়তা বজায় রাখতে পারেন যিনি, এমন অধোক্ষজের অনুগত না হ'য়ে আমি বড় হ'তে চাই, বাহাদুরী চাই—যেখানে এইরূপ প্রবৃত্তি প্রবলা, সেখানে গৌড়ীয়মঠ নাই—সেটা বিষয়ীর আড্ডা। রজস্তমোগুণ-তাড়িত কতকগুলি লোক থেকে পরস্পরের অপস্বার্থ নিয়ে তোলপাড় ক'রে অধঃপতন লাভ করে। সেখানে থাকে প্রাণহীন শব—অন্তঃসারহীন কাঠামো, সেখানে আমরা আদি না, কোন লোকই যেন না আসেন। আমাদের নিত্যমঙ্গললাভের জন্যই গৌড়ীয়মঠে আসা। কিন্তু যেখানে কেহ নিত্যমঙ্গলের কথা বলেন না, সেখানে এসে কোন লাভ নাই, যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থাকা হয়। সাধুর পদাশ্রিত হ'য়ে যদি নিঃশ্রেয়সলাভই না হ'লো, তা' হ'লে আর কি হ'লো?—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।" যদি কোন অবান্তর উদ্দেশ্য তোমার ও তোমার আরাধ্য বস্তুর মধ্যে এসে তোমাকে বঞ্চনা করে, তা' হ'লে তুমি নিজে বঞ্চিত হ'লে এবং অপরকেও বঞ্চনা ক'রতে লেগে। যেখানে সেরূপ বঞ্চিত ও বঞ্চক লোক বাস করে, সেটা কখনও 'মঠ'শব্দ-বাচ্য নহে। যেখানে শুদ্ধা চেতনবৃত্তি সর্ব্বদা জাগরূক, সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মবিগ্রহ-সেবার প্রচেষ্টা সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, সেইস্থান—সেই কৃষ্ণপ্রীতি-বিধান-চেষ্টাপূর্ণ স্থানই মঠ-শব্দবাচ্য, সেখানেই সকলের আসা উচিত। যাঁ'রা পরলোকের কথায় বিশ্বাস করেন, যাঁ'দের তা'তে একটুকুও শ্রদ্ধা আছে যাঁ'রা পরমার্থের জন্য চেষ্টাবান্, আস্থাবান্, তাঁ'রাই সে-স্থানে আসেন। পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরের নামই মঠ, নতুবা তাহা কতকগুলি বিষয়ীর আড্ডা।

আমাদের উত্তমা, কেবলা, অহৈতুকী, নিষ্কাম ভক্তিলাভের পথে অন্যাভিলাষরূপ বিঘ্ন ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি আবরণ এসে উপস্থিত হয়; উত্তমা ভক্তির লক্ষণে 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' শব্দটি থাকায় 'ভক্তি' শব্দ ব'লতে অন্যাভিলাষের নাম-গন্ধও থাকতে পারে না। আর 'জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং' শব্দে ঐ সকল আবরণ এসে ভক্তির ভাণ দেখাতে পারে বটে, কিন্তু "সে সব ভক্তির প্রকরণ"।

যেখানে মঠ, সেখানে ঐ সকল ভক্তিপ্রতিকূল অবস্থা যাহা বিধিধর্ম্মপাশ্বর্বিগর্হিত, এরূপ কোন পাপপ্রবৃত্তি থাকতে পারে না। সেখানে গুরুবর্গের তাণ্ডবনৃত্য নাই—দুর্নীতির কোন গন্ধ নাই। সে-স্থান বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠাপর্শ বিগত হ'য়েছে যেখানে, সেখানেই মঠ। যেখানে দুর্নীতির কোন গন্ধ থাকে, সেখানে আমার থাকবার কোন প্রয়োজন নাই। অন্যাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তিবিষয়ভোগস্পৃহা—দুর্নীতি প্রভৃতির প্রশ্রয়দাতা; দুর্নীতি যেস্থান হ'তে সম্পূর্ণ বিগত হ'য়েছে, সে স্থানই আমাদের বাসযোগ্য।

কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণের হাত থেকেও রক্ষা পেতে হ'বে। সুমুখ বাহামূলে কর্ম্মফলের প্রাপক আমি,—এই বিচারে যে পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান, তা' মন্বত্রি-বিষ্ণু হারীতাদি ঋষি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত হ'লেও, তা'কে নিঃশ্রেয়স ব'লে জ্ঞান ক'রতে হ'বে না। যেহেতু তত্তৎকর্ম্মের ফল নশ্বর, অনিত্য, প্রাক্ অনাদি হ'লেও বিনাশী। অবশ্য জীবের গঠনের মধ্যে কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিতা আছে—জীব কাজ না ক'রে থাকতে পারে না। কিন্তু কাজ ক'রে ফল আমি পা'ব—এই বিচার যখন এসে যায়, তখনই তা নিরসনযোগ্য হ'য়ে থাকে। সেব্যের সুখবাহা যেখানে, সেখানে ঐরূপ কোন কর্ম্ম নাই; তবে ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তা'তে স্ব-সুখপরতা নাই। আত্মাতে সুমুখবিচারমূলক কোন কর্ম্ম নাই। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ক'রে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তা'কেই ভক্তিশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে গর্হণ ক'রেছেন, তা' বিনাশী। Bartering system বা commercial interest যেখানে, সেখানে মঠ ব'লে কোন কথা নাই। যেখানে মঠ, সেখানে কোন বণিগ্‌বৃত্তি নাই। এইটি হ'লো কর্ম্মাবরণের কথা।

জ্ঞানাবরণটি আরও অধিক বঞ্চনাময়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান—ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে যাওয়া, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতার [একত্ব-কল্পনা] ও ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদি জ্ঞানীর বিচার। জ্ঞানমার্গে সাধক-অবস্থায় যা' গ্রহণ করা যায়, সিদ্ধিতে তা' থাকে না; সাধ্য ও সাধনে ভেদ উপস্থিত হয়। এই প্রণালীতে যেখানে কার্য্য হয়, সেখানকার সহিত ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। প্রথমে

ভোগের বাহাদুরী নিয়ে কর্ম্মী, সেবে ত্যাগের বাহাদুরী নিয়ে জ্ঞানী আত্মবঞ্চনা ক'রে থাকেন। জ্ঞান—বৈরাগ্য-মূলক। নিজের বন্ধন যা'তে না হয়, সেটা দেখ্‌তে গিয়ে সেবে ভগবানের চিদিন্দ্রিয়-বিলাসকেই বর্জ্জন কর্‌বার, যে চেষ্টা এসে পড়ে, তা' ভক্তিপথে অত্যন্ত বিগর্হিত। ঐরূপ বৈরাগ্য সমূহ-অমঙ্গলকর। উহা জ্ঞান বা বৈরাগ্য-শব্দের অপব্যবহার-মাত্র। বস্তুতঃ যেখানে স্বরূপতঃ জীবকে অনুসচ্চিদানন্দ দর্শন নাই, সেখানে বাহিরের কাঠামো-দর্শনে accept বা reject, গ্রহণ বা বিতৃষ্ণা, গ্রহণ বা ত্যাগ,—এইরূপ বিচার-বৈষম্যের উদয় হয়। আসক্তি বা বৈরাগ্য—দু'টাই খারাপ। ঐ দু'টা আবরণ যেন মঠে না আসে। সেবাবস্তুর সুখবাহারূপ উত্তমা-ভক্তির যাবৎ-খানে যা'তে কোন আবরণ এসে না পড়ে—dropscene না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে। ঈশ-শ্রুতি ব'লছেন,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

[ সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে সূর্য্য! সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর। ]

সোনার পাত্র বিশ্ব-ধারা সত্যের—বিশ্বনাথের দর্শন আচ্ছাদিত হ'য়ে-থাকে। মহামায়া বিশ্বদর্শন করিয়ে দিয়ে আমাদিগকে বিশ্বনাথের দর্শন থেকে বঞ্চিত ক'র্‌ছে গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ মহামায়ার ভোগায় ভুল্‌বেন না।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-শিক্ষাপ্রদাতা অনুকূল-শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, তিনিই একমাত্র বাস্তব-সত্য-প্রদর্শনের transparent medium, তিনি বিশ্বের মত কৃষ্ণ-দর্শনে বাধা দেন না। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তিনি—প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত ক'রেছেন তিনি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমিক সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব তাঁ'কেই সকল সম্মান, মর্য্যাদা দিতে হ'বে—যা কিছু উপাদেয় সব তাঁ'রই প্রাপ্য। আমাকে আজ যে-সম্মান দেওয়া হ'লো, সেটা শ্রীগুরুদেবেরই জিনিষ—আমার নয়। আমি যদি উহা হ'তে এর কিছু আত্মসাৎ ক'র্‌তে যাই, তা'হ'লে আমার বঞ্চনাপ্রবণতা হ'লো। জনিষকে কেহ কোন দ্রব্য উপঢৌকন দিলে ভৃত্য যদি মাঝপথ থেকে জনিষকে ও তাঁ'র পরিবারকে বঞ্চনা ক'রে তা' নিজের ভোগে লাগায়, তা'হ'লে সেই ভৃত্যের আর ভৃত্যত্ব রইল না। সেইরূপ কোন গুরুসেবক বৈষ্ণব যদি নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা এক মুহূর্ত্তের তরে স্বপ্নেও একটু চিন্তা করে, তা' হ'লে সে ততটুকু-রূপেই বঞ্চিত। আমরা সেখানে যা'ব না—বঞ্চিত হ'ব না। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবাণী শ্রবণপুটে পান ক'র্‌তে হ'বে; প্রথমে কান দিয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পরিচালিত হ'বে। কানই সকল ইন্দ্রিয়কে regulate ক'র্‌বে—এইরূপে উদ্গান শ্রুতি-পরম্পরায় চ'লে আস্‌ছে। যেই যে সত্য অখণ্ডভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ব'লে আস্‌ছেন, তাহাই আরোহ-ধারা, তা' কান দিয়ে শুন্‌তে হ'বে। যিনি গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হ'য়ে তাঁর সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণভাবে গুরু-দক্ষিণা দিয়েছেন, তাঁরই কাছে শ্রীগুরুদেব তাঁর সর্ব্বগুহ্যতম পরমার্থ-সম্পত্তি দিয়ে যান। শ্রীগুরুদেবের সেবক-বাৎসল্য এইরূপ।

সেবকবৎসল শ্রীগুরুদেবের এই কৃপা যে কত বড় জিনিষ, সমগ্র জগতের কত বড় মঙ্গলের কথা যে ইহা, কত বড় অমূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যেন শ্রীগুরুদেব—যেটি কেবল একমাত্র গুরুদেবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, যা গুরুদেব তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যকেই দিয়ে যান, তা' বুঝ্‌তে পারলে মনুষ্যজাতি কত লাভবান্—কত ভাগ্যবান্ হ'তে পারে।

সমগ্রবস্তুরূপ ও স্বরূপশক্তি মিলিত বস্তু যে গৌরসুন্দর, তাঁর প্রিয়তম স্বরূপরূপানুগ আরোহ-ধারায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং সেই ভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীল প্রভুপাদ পর্য্যন্ত যাঁরা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রেছেন, তাঁদের কথাই শুন্‌তে হ'বে যাঁরা শ্রৌতপথানুসরণে তা' শ্রবণ করেন নাই, তাঁ'দের কাছে যেতে হ'বে না। পৃথিবীতে অনেক ভোগের বস্তু আছে, আমরা তা ভোগের জন্য মঠে আসি নাই। যাঁ'র রূপ দর্শন ক'রলে আর অন্য-রূপ দর্শনের স্পৃহা থাকে না, যাঁর অমৃতময়ী বাণী শুন্‌লে ইতর শব্দ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিগত হয়, যাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ নিলে অন্য কোন বস্তুর আঘ্রাণ নিবার ইচ্ছা হয় না, যাঁর অধরামৃতের একটুকু আস্বাদন পেলে আর কিছু আস্বাদনযোগ্য ব'লে মনে হয় না, যাঁর শ্রীপবনস্পৃষ্ট ধূলিকণাস্পৃষ্ট ধূলিকণারও স্পর্শ-

সৌভাগ্য লাভ হ'লে অন্যের কৃষ্ণেতরবিষয়-স্পর্শাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়—এমন যে পরিপূর্ণ স্বয়ংরূপও যাঁর রূপমাধুরিতে আকৃষ্ট—সম্পূর্ণ বশীভূত, সেই স্বয়ংরূপের পাদপদ্মে সকল লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা—সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে—তাঁর পরিপূর্ণ শুশ্রূষু হ'য়ে তাঁর শ্রীমুখে শ্রবণ ক'রতে হ'বে।

গৌড়ীয়গণ যেখানে অবস্থান করেন, সেখানেই 'গৌড়ীয়'মঠ। যত গৌড়ীয় যেখানে একত্রে অবস্থান ক'রে সর্ব্বপ্রকার বাধা রহিত হ'য়ে অহৈতুকী সেবাবুদ্ধিতে বাস্তববস্তুর অনুসন্ধানতৎপর হন, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ-দর্শন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যিনিষের দর্শন হ'লে সেটি কাল্পনিক, প্রাপঞ্চিক অকৃতার্থিকার দর্শন হ'বে। চেতনের দর্শন যাতে হয়, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ ও তদাশ্রয় শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র ইচ্ছা।

আপনারা আজ আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান ক'রলেন, তা'তে আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসূত্রে আমার প্রতি আপনাদের প্রদত্ত অভিনন্দনাদি সমস্তই আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাপ্যজ্ঞানে তাঁ'কেই অর্পণ ক'রছি।

—:০:—

## ব্রহ্মসূত্রের 'অণুভাষ্য'

শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীভগবদ্ধরণ শ্রীল আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কৃত চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্রের তিনটি ভাষ্য রচনা করেন। একটি 'শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্' বা 'সূত্রভাষ্যম্', আর একটি 'অনুব্যাখ্যানম্' বা 'অনুভাষ্যম্' ও তৃতীয়টী 'অণুভাষ্যম্'।

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত শেষোক্ত ভাষ্য বা অণুভাষ্যম্ গ্রন্থ পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন, বেদান্ত ও ভাগবত শাস্ত্রে অদ্বিতীয়-পণ্ডিত-কুলতিলক শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কৃপাপূর্ব্বক বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। বলিতে কি, বর্ত্তমানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে প্রকাশিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত গ্রন্থ।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে কিংবদন্তী এই যে শ্রীমধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ব সন্ন্যাসগুরু অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য প্রত্যহ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-পাঠ সমাপ্ত না করিয়া ভগবৎপ্রসাদ স্বীকার করিতেন না। একসময় কলা-মাত্র দ্বাদশীতিথি অবশিষ্ট থাকায় সূত্রভাষ্য-পাঠ-ব্যতীতই তিথি-সম্মানার্থ প্রসাদ-সেবন করিতে হইবে জানিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য অত্যন্ত ব্যথিত হন। কারণ বিস্তৃত সূত্রভাষ্য-পাঠ ঐ অল্প সময়ে সমাপ্ত করা অসম্ভব। তখন শ্রীমধ্বাচার্য্য এই "অণুভাষ্য" রচনা করিয়া অচ্যুত-প্রেক্ষাচার্য্যকে পাঠের জন্য প্রদান করেন। চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে রোকা-কারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'অণু' বা ক্ষুদ্র।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্য শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ। ইনি উড়্পী-ক্ষেত্রের উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ও শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়-আম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য। তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীরামচন্দ্রতীর্থ এবং এই রামচন্দ্রের শিষ্যপরম্পরায় শ্রীল সুধীন্দ্র-তীর্থ। এই শ্রীসুধীন্দ্র তীর্থের শিষ্যই শ্রীল রাঘবেন্দ্র তীর্থ ১৫৫৫ শকে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইনি দশোপনিষ-দের ভাষ্য ও সাম্প্রদায়িক পূর্ব্ব আচার্য্যগণের বহুগ্রন্থের টীকা টিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাঘবেন্দ্র তীর্থ-পাদ অণুভাষ্যের "তত্ত্বমঞ্জরী" টীকা রচনা করিয়া মূল অণুভাষ্যের প্রত্যেক শব্দটিকে ভাষ্যরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি অসংখ্য পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন পূর্ব্বক নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র-ব্যুৎপত্তি, শেমুষী বৃত্তি ও সর্ব্বোপরি আচার্য্যানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকার সহিত অণুভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। প্রথমে ব্রহ্মসূত্রের প্রতি অধ্যায়ের প্রতি পাদের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত অণুভাষ্য-মূল, তৎপরে উক্ত অধ্যায়ের

প্রতি পাদের ব্রহ্মসূত্র সমূহ, তৎপরে অণুভাষ্য মূলের বঙ্গানুবাদ, তৎপরে প্রতি পাদের শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র তীর্থকৃত্য বিস্তৃতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য—এই ক্রমে গুম্ফিত করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাতৃকাক্রমে ব্রহ্মসূত্রসমূহ, উহাদের অধ্যায়াঙ্ক, পাদাঙ্ক ও সূত্রাঙ্কের সহিত সূচীপত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের অণুভাষ্যোক্ত পদ ও সেই পদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মসূত্র ও অধিকরণের একটি বিশেষ মূল্যবান্ সূচী শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধ্যায়ের প্রতি পাদের অণুভাষ্যের শ্লোকসংখ্যা, অণুভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তত্ত্বমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ, অধিকরণ-সংখ্যা ও ব্রহ্মসূত্র-সংখ্যার আর একটি সংক্ষিপ্ত সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের মধ্বাচার্য্য-কৃত মূলগুলি বড় অক্ষরে (ইংলিস্ নামক টাইপে) ও তদ্বিরেই ব্রহ্মসূত্রসমূহ (বর্জ্জেস টাইপে), তত্ত্বমঞ্জরী টীকা পাইকা অক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ স্মল পাইকায় মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী, ভূমিকা প্রভৃতির সহিত গ্রন্থটি প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুচরণ ভূমিকায় কতিপয় মূল্যবান্ তথ্য সংযুক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থটি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারে উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম যে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য, ইহা যাঁহারা বিশেষ বিচার ও শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত জানিতে চাহেন, বিশেষতঃ সংক্ষেপে যাঁহারা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ও সেবর বেদান্তের বিচার অবগত হইতে চাহেন তাঁহাদের এই গ্রন্থ সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পারমার্থিক ও বঙ্গদেশের সমস্ত বিশিষ্ট পাঠাগারে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত এই সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত গ্রন্থটি সকলেরই পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলীও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ আঃ শ্রীধামমায়াপুর, শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ আঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, পোঃ আঃ ওয়ারী, ঢাকা ঠিকানায় পাওয়া যায়। ভিক্ষা ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

---

# ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রস্তাব-সভা

[ প্রেরিত পত্র ]

২২৩ লালমোহন শাহ লেনিবি ষ্ট্রীট

ঢাকা

১৪-৮-৫৭

সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকার প্রুফের সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

গত কল্য ঢাকানগরীস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের এক সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, উহার অবিকল নকল অত্র সঙ্গেও পাঠান হইল। উহা আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক

(স্বাঃ) শ্রীব্রজগোপাল শাহ বণিক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অদ্য ১৪।৮।৫৭ তারিখে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে ঢাকা নগরীর জনসাধারণ ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত মঠস্থ ও গৃহস্থ অসংখ্য ভক্তের তথা গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত মহিলাভক্তবৃন্দের সমবেত এক সভায় বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ আলোচনান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব :—

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধে তাঁহার কতিপয় শিষ্যের নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও বিষয়ের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া সিভিল বিচারালয়ে এরিডেভিট্ ক্রমে তাঁহাকে

"সূত্র" আখ্যায় অভিহিত করায় তাহাদের উক্তরূপ উক্তি সর্ব্বশাস্ত্র ও মহাজন বিগর্হিত, ভীষণতম অপরাধজনক ও একান্ত পরমার্থ-বিরোধী বলিয়া এই সভা তাহাদের উক্ত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ ও উহাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব :—

প্রথম প্রস্তাবের অবিকল নকল কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে, বিভিন্ন পত্রিকায় ও বাবু বৃন্দাবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল পাহ বণিক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক।

সভায় উপস্থিত বহু ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কান্ত নাগ ( জমিদার, বারদি ), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কুমার সূর বি-এ ( সেক্রেটারী, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী ), শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল পাহ বণিক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুক্ত নীরোদ চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রিয়ব্রত পাল, শ্রীযুক্ত উমানাথ চাকলাদার ( মোক্তার ), শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ সরকার, শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার নাহা, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চন্দ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাস, শ্রীযুক্ত কালা চাঁদ দাস, শ্রীযুক্ত অহিভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম পাল, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন পাল, শ্রীযুক্ত গৌরহরি পাল, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বসাক, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র রক্ষ, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সে (সম্পাদক, স্বাস্থ্য-পালন), শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠরক্ষক ও 'গৌড়ীয়' সম্পাদক) শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী ভক্তিললাম, শ্রীপাদ দয়ালদাস ব্রজবাসী (কমলাপুর গোপালজী-মঠরক্ষক), শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাণ্ডুলী, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নিখিল রঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রপতি দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত দীনাথ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত সজ্জনতোষণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ), শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস, ভক্ত শ্রীবিধুভূষণ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সজ্জন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত ও সাধারণ ঢাকাবাসী উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে কএকটি নাম প্রকাশিত হইল,—

শ্রীযুক্তা সুষমা দেবী, শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা শশীভূষণা দত্ত, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহোদয়ের পত্নী, শ্রীবীণাপাণি বিশ্বাস, শ্রীসরোজসুন্দরী নাগ, শ্রীসাবিত্রী দেবী, শ্রীগীতা দেবী, শ্রীসরমা রায়, শ্রীশিশুবালা দে, শ্রীগৌরবাণী বিশ্বাস, শ্রীমিষ্টবালা পাল, শ্রীকিরণশশী পাল, শ্রীমন্দাকিনী পাল, শ্রীবাদিনী পাল, শ্রীগঙ্গাময়ী দাসী, শ্রীসুলকুমারী পাল, শ্রীঅম্বিকা বালা দত্ত, শ্রীমনোরমা দেবী, শ্রীসরস্বতী মালাকার, শ্রীপ্রমিলা দাস, শ্রীরেণুবালা দাস, শ্রীত্রিলোত্তমা দেবী, শ্রীসুন্দরকুমারী দাস, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীপুষ্প গুপ্তা, কমলাপুরবাসিনী, নারায়ণগঞ্জবাসিনী ও পারপার্শ্বিক বহু স্থানের মহিলাবৃন্দ।

—:০:—

# "বসুমতী"র প্রতিবাদ

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক মহাশয়,
সমীপেষু—

গত ১৭ই শ্রাবণের (১৩৪৪—মফঃস্বল সংস্করণ) 'দৈনিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাসের নামে "গৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের কলহ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'জনসাধারণকে এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ' করা হইয়াছে। জনসাধারণকে চিন্তা ও বিচার করিয়া দেখিতে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী যথাযথভাবে লোক-সমক্ষে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। অবশ্য সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করা কৃচ্ছ

প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তবে মাখন বাবুর উক্ত পত্রে যে দুই একটি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের চিন্তা করিবার সুবিধার জন্য নিম্নের কএকটি কথা প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা জনসাধারণের চিন্তাধারা একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট হইতে বাধ্য।

মাখন বাবুর উক্ত পত্রে প্রথম ও প্রধান কথা—'গুরু-নির্ব্বাচন'—এই বিষয়টি, তাঁহার মতে, উভয়পক্ষের মত-ভেদের প্রধান কারণ; এই সম্বন্ধে ঐ পত্রে তিনটি কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনটিই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রথম কথা—"শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের তিরোধানের পর তাঁহার 'কতিপয় শিষ্য' একজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত এবং মঠের 'গুরু' ও আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় কথা—"শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিদ্যাভূষণ (?), শ্রীযুক্ত বন মহারাজ, শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ প্রমুখ প্রভুপাদের অপর শিষ্যগণ ঐরূপ আচার্য্য ও গুরুনির্ব্বাচন অনুমোদন করেন না।"

এখন বক্তব্য এই যে, এই কথা দুইটী সত্য নহে,—সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত—কতদূরে অবস্থিত, তাহা নিম্নের কএকটি ঘটনা পাঠ করিলেই জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় কথায় উল্লিখিত 'বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ' অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু, শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত বন মহারাজ এবং প্রথম বক্তার 'কতিপয় শিষ্য' অর্থাৎ গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির উপস্থিত সমস্ত সভ্য, এই প্রবন্ধ-লেখক, তথা ঢাকা-'স্বায়ত্তশাসন পত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সে, কৃষ্ণনগর পালচৌধুরী ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, ময়মনসিংহ আলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, বিহার ও উড়িষ্যার অবসর-প্রাপ্ত ডুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন, কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, আসানসোলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বি-এ, অবসর প্রাপ্ত সাব্-জজ শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বসু মহাশয় প্রভৃতি শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অসংখ্য ভক্ত-সমক্ষে বেলা প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় ২৬শে মার্চ (১৯৩৭) শ্রীগৌরাব্দের অন্নতিথিতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে (কীর্ত্তন-সৌধে) একযোগে সমবেত হইয়া এবং তৎপূর্বে অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচ ঘটিকায় খোলপট্টে বিরাট্ সভায় সর্ব্বজনসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে শ্রীযুক্ত বন ও ভারতী মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে কএকবার শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নামের পূর্ব্বে 'শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য' এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া ঘোষণা করেন। সেইদিনই প্রাতে গভর্ণিং বডির মিটিংএ স্থির হইয়াছিল যে, গৌড়ীয়মিশনের একমাত্র দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুই করিবেন, অন্য কেহ করিতে পারিবেন না এবং সেই গুরু বা আচার্য্য অর্থে—"Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj entered into nityaleela" বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু, শ্রীযুক্ত ভারতীমহারাজ প্রভৃতি সেই সময় 'শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়' বলিয়া কত যে জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ শ্রোতা জনসাধারণ এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছেন—ইহাই কি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর বল ও মাখন বাবু মনে করেন? আজ জনসাধারণকে নূতনভাবে চিন্তা করিতে বলা হইতেছে কেন? কিন্তু সেই সময় উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহু বৈঠক ও গবেষণা করিয়া স্থিরভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং যাহা ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের সম্বন্ধে তাঁহার অন্নতিথিতে অসংখ্য উৎকণ্ঠিত গুরুভ্রাতা ও জনসাধারণের নিকট উচ্চস্বরে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আজ কিরূপে সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়া ফেলিলেন, জনসাধারণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ বিস্ময়ে মাখন বাবুর পত্রখানা পাঠ করিবেন, সন্দেহ নাই। মাখন বাবু প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষ শ্রোতা ছিলেন না,—এ কথা আমরা জানি।

ঢাকার সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুল্স্ ডক্টর্ জে, বি, সেনের নিকট শ্রীযুক্ত বন মহারাজ গত ওরা জুলাই (১৯৩৭)

যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহারও তৃতীয় পৃষ্ঠায় তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিক কি, গত ২৬শে চৈত্র (১৩৪৩), কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু গৌড়ীয়মঠে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে আচার্যরূপে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সর্বসাধারণে যে নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি 'প্রভুপাদের যোগ্যতম অনন্তম শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য মহামহোপদেশক শ্রীশ্রীল-অনন্তবাসুদেব পদ্ম-বিদ্যাভূষণ প্রভু'—এইরূপ লিখিয়াছেন।—( 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭) "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং"!

তৃতীয় কথা—"লৌকিকভাবে গুরুকরণ ও পুরাতন মঠাদিতে যেরূপ গদিনসিন মোহান্ত অভিষিক্ত করা হয়, শ্রীল প্রভুপাদ তাহার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়াছেন।"

যাঁহারা শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকে আচার্যপদে বরণ করিয়াছেন তাঁহারা তথা গৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক শিষ্য লৌকিক গুরুগিরি ও মোহান্তগিরির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। তথাপি ঐ কথার ছল করিয়া কি জনসাধারণকে বিপথে পরিচালনা করা হইতেছে না? শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত শিষ্য, বিশেষতঃ সন্ন্যাসী মহারাজগণ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণ, পুরুষ-স্ত্রীলোক, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়—সকলে শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকে যে আচার্যপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর জন্মদিবস ও তৎপরদিবস যে বহু সত্যানুরাগী সজ্জন ব্যক্তি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা, বৈষ্ণব-সাবিত্র-সংস্কার ও হরিনাম-মহামন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত লৌকিক গুরুগিরি বা মোহান্তগিরি স্বীকার নহে—গৌড়ীয়মঠের ত্রিসীমানায় ঐরূপ লৌকিক মহান্তগিরি বা গুরুগিরির কোনপ্রকার প্রবেশাধিকার নাই। শাস্ত্রীয় আম্নায়-ধারার যে সদ্গুরু-পরম্পরার কথা আছে, যে আম্নায়ের নিত্যসিদ্ধ স্বয়ং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, গোস্বামিগণ, শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যেরূপ আচার্য্য ও গুরু বার্য্য করিয়াছেন, সেইরূপ আচার্যপদে—তাঁহাদেরই 'যোগ্যতম অনন্তম' রূপে তৎস্বনামধন্য আচার্যত্বে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকে বরণ করা হইয়াছে। তিনি লৌকিক বা ব্যবসায়ি-গুরু নহেন; ঐরূপ অসদ্গুরুগিরি ও মোহান্তগিরির বিরুদ্ধে এবং শুদ্ধভক্তিধর্মের আচার ও প্রচার পরিচালনা করিবার একমাত্র সুযোগ্য, সুদক্ষ, গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে অধিষ্ঠিত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ নেতৃজ্ঞানে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ আদেশানুসারে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে গৌড়ীয়মঠের আচার্যরূপে সকলে স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্যে ও শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি প্রদত্ত উপাধি-পত্রে শ্রীল বাসুদেব প্রভুতে সমস্ত আচার্য্য-লক্ষণ আছে বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার চরম অভিপ্রায়েও ঐরূপ উক্তির কথা জানা গিয়াছে।

এইরূপ সর্বতোভাবে আচার্য্য স্বীকৃত হওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদের বহু সংখ্য শিষ্যের মধ্যে মাত্র কএকজন মুষ্টিমেয় শিষ্য, (তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু, শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত বন মহারাজ, শ্রীযুক্ত নেমি মহারাজ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য) শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর নিরপেক্ষ শাসনের আশঙ্কায় এবং নিজ-নিজ দুর্বলতা ও অকাঙ্ক্ষিতার-প্রযুক্ত একের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া অধিকাংশের শাসন-নীতির ( rule by majority ) প্রতি অনুরাগের এক অভিসন্ধি-প্রদর্শন-পূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে এক মনোভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু উহা মঠের অপরাপর অসংখ্য শিষ্যগণের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় উক্ত সুজবাবু প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগ করিয়া গিয়া নিজ-নিজ সুবিধানুযায়ী আচরণ অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর দল বা শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধি-দল ( Seceders ) বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কেন তাঁহারা এইরূপ একটি বিরোধি-দল গঠন করিয়াছেন, তাহা মঠের শিষ্যগণের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণ আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয় না জানা পর্যন্ত এই রহস্যের সমাধান করিতে পারিবেন না।

যাদব বাবুর তৃতীয় কথা,—'উভয় পক্ষে' জাগতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় সর্ববিষয়ের গোলযোগ

মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র উভয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।'

কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে মাখনবাবু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুকে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট উপস্থিত করিবেন বলিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অনুমোদনসূচক যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে তিনি কোনই উত্তর দেন নাই বা কুঞ্জবাবুকেও উপস্থাপিত করেন নাই। হঠাৎ একদিন একখানি টাইপ্ করা কাগজের টুক্‌রা—যাহাতে 'বিশিষ্ট ব্যক্তি'গণের নিজের হাতের সহি ছিল না, এবং যাহার ভাষা ও ভাব বিশেষ আপত্তিজনক ছিল, উহার আবির্ভাব দেখা গেল; কোন দায়িত্বপূর্ণ লোকও ইহা লইয়া আসেন নাই। এরূপ অবস্থায় উহার উত্তর দাবী করা কতটা সমীচীন, সুধীপাঠকই তাহা বিচার করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বিশেষতঃ যেখানে পারমার্থিক বিচারই মূল গোলযোগের কারণ, সেখানে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের মধ্যেই আলোচনা হওয়া যুক্তিযুক্ত। এজন্য কলিকাতার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ও ভারতী মহারাজকে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু তাঁর অসুস্থতা-সত্ত্বেও বহু অনুরোধ-পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, কুঞ্জবাবু প্রভৃতি সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্বীকারোক্তিও দিয়াছিলেন; এমন কি, শ্রীল বাসুদেব প্রভুর টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তরে পুরী হইতে ভারতী মহারাজ শ্রীমায়াপুরে আসিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা টেলিগ্রামেও জানাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে লইয়া আসিবার জন্য কলিকাতায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে ভারতী মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য ব্যবস্থাও হইয়াছিল, কিন্তু কাহার কাহার পরামর্শে ও উত্তেজনায় তিনি আর আসিলেন না? মাসাধিককাল কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় উভয় পক্ষকে অন্ততঃ একত্র হইয়া সকল কথা আলোচনা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি অত্যন্ত পীড়িত ও অসুস্থ শরীরে কুঞ্জবাবুর গ্রামে যশোহর জেলার চাঁচুরি-পুরুলিয়া গ্রামে গত ৭ই মে (১৯৩৭) গমন করিয়া কুঞ্জবাবুকে আনিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় কুঞ্জবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল, শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকারী সুপ্রবীণ ভক্তবর শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয়, গৌড়ীয়মঠের মূল মঠ শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক 'অদ্বয়জ্ঞ' শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভু ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর সহিত অন্ততঃ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সহিত একত্রে মিলিত করাইবার জন্য সহস্র সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অসংখ্যবার প্রতিশ্রুতি দিয়া একবারও কথা রক্ষা করেন নাই। অবশেষে ত্রিপুরার মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্-এ, বি-এস্ মহাশয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ও শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিজ-গৃহের নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া মিলনের যে-সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও কুঞ্জবাবুর পক্ষীয়গণের বিরোধিতায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহারা বটতলার গ্রাম্য কাগজের সাহায্যে নানা-প্রকার অভদ্র ও অশ্লীল ছড়া প্রচার ও তাহাতে লাল কালির দাগ দিয়া আমাদের বহু লোকের নিকট (ঢাকার ডক্টর জে, কি, সেন; মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী মিঃ মণীন্দ্র সূর ও আমার নিকট) প্রেরণ করিয়া নিজদিগকে বড়ই 'লঘু' এবং মিলনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অধিক কি, শ্রীল বাসুদেব প্রভুর 'টি, বি' হইয়াছে—এরূপ মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া অনেককে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারে পর্য্যন্ত বাধা দিয়াছেন। 'বিশিষ্ট' ব্যক্তিগণের নিকট গিয়া ক্যান্‌ভাসারি করিয়া তাঁহাদের কানভারী করিয়াছেন এবং সাধুর সঙ্গ ও ছাঁচের দ্বারা নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন;—এইরূপ অবস্থায় মঠের একান্ত পারমার্থিক-বিষয়ের মীমাংসায় জনসাধারণকে টানিয়া আনিবার একটা অভিনব-প্রদর্শনী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদর্শ ও মনোহভীষ্টকে লাঞ্ছিত করা ব্যতীত আর কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান-নির্ণয়ে পক্ষাপক্ষ, মতবিরোধ কিংবা বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রমের বিচার-

সম্বন্ধে প্রবল মতবিরোধ প্রভৃতি কোন বিষয়েই শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একমাত্র পারমার্থিক গুরুবর্গের সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন প্রকার দ্বিতীয় মীমাংসা বা তথাকথিত নিরপেক্ষ বিচারগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-সম্বন্ধে একান্ত অকপট আত্মবোধ, তথা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞান ও মিলনের পূর্ব্বাপর আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে সার্ব্বদেশিক পূর্ণ অভিজ্ঞতা, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পূর্ণজ্ঞান, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য আন্তরিক সেবাপ্রবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারাই এই উভয় পক্ষের প্রকৃত বিচার সম্ভব। মনের মিল, সেবায় নিষ্ঠা, অন্যাভিলাষ বর্জ্জন প্রভৃতি বিষয় কোন আগন্তুক বিচারের দ্বারা লাভ করা যায় না—বিচারক যতই অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হউন। এইজন্যই চিত্তের সরলতা ও অকপটতা সাধনের জন্য ভূধরবাবু প্রভৃতি ও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর মধ্যে সাক্ষাদ্ভাবে আলোচনার দ্বারা বিষয়টি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। যদি কখনও কোন সুবিধা হয়, তবে ঐ মিলনের দ্বারাই হইবে, অন্য উপায়ে হইতে পারে না। তবে যে প্রথিতযশাঃ বিচার-পারঙ্গত মাননীয় স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা যে অভিসন্ধি ও কপটতামূলক, তাহা এই ব্যাপারের আভ্যন্তরীণ একটুকু খবর যাঁহারাই রাখেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা বাহিরে জন-সাধারণের নিকট একটা কপট প্রদর্শনী খুলিয়া জনসাধারণকে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অন্যপক্ষের প্রতি পরাঙ্মুখ করাইবার চক্রান্ত হইয়াছে; কারণ, সাধারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ইহাই বলিবে যে, এইরূপ বিচার-পরিষদের নিকট যদি কেহ বিরোধের বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হন, তবে দোষ সেই পক্ষেরই। ইহা দ্বারা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অনুগত ব্যক্তিগণই যে দোষী, জনসাধারণ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। মঠের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর বিষয়ে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে এইরূপ আপাত সত্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করাই এইরূপ প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য।

যাবতীয় দুঃসঙ্গ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া একমাত্র শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অভিমর্ত্ত্য আদর্শে হরিজন করিবার অকপট আকাঙ্ক্ষা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অনুগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকতর প্রবল বলিয়াই তাঁহারা প্রকৃত মিলনের ক্ষেত্রে সকলকে লইয়া যাইবার জন্য সহস্র উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন। দোষ যেখানে, প্রতিবন্ধুর অথচ কপট কোন চেষ্টা তাঁহারা প্রদর্শন ও সমর্থন করেন নাই।

শ্রীযুক্ত ভূধরবাবুর পক্ষীয়গণই প্রথমে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য একজন সুনির্ম্মল আদর্শ-চরিত্র পরম স্নিগ্ধ মহিম্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে 'জে-বি-ভি-কোম্পানী'র তহবিল্ তছরূপ্ করিবার অপবাদ দিয়া একটি মিথ্যা ফৌজদারী করা হইয়াছিল; কিন্তু গত এই আগষ্ট তারিখে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের মনোহভীষ্ট ও বাক্যসমূহ অধিকল সমগ্র জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হউক—এই জন্যই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর পক্ষীয়গণের প্রবল প্রচেষ্টা।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সময়ের ন্যায় তাঁহার মনোহভীষ্ট সমস্ত কার্য্যই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অধ্যক্ষতায় সংরক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীযুক্ত ভূধরবাবুর দল ঐ সমস্ত সেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক নূতন স্থানে থাকিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-প্রচার-কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে বাধা-প্রদান করিতেছেন! শ্রীমায়াপুরের বার্ষিক উৎসব, শ্রীপুরী ও কটকের বার্ষিক উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ রক্ষা ও তথায় প্রচার, বিভিন্ন ভাষায় পাঁচটী পারমার্থিক-পত্রের প্রকাশ, সেবাশ্রমাদি সঞ্চালন, গ্রামে গ্রামে, নগরে-নগরে ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে আচারবান্ প্রচারক প্রেরণ করিয়া হরিকথা প্রচার, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ৬৪টী মঠের নিত্যসেবা সংরক্ষণ, শ্রীমায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিচালন, মঠে নিত্য শাস্ত্রানুশীলন, ইষ্টগোষ্ঠী, পাঠ, বক্তৃতা শ্রীল বাসুদেব প্রভুরই সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় অমানুষিক বিরোধের মধ্যেও নিয়মিতভাবে সাধিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-প্রেরিত সুযোগ ও

আমেরিকার তারপ্রাপ্ত সুযোগ্য প্রচারক ও মহাকিনারদ গোস্বামি-গ্রন্থ 'World Congress of Faiths'এর অধিবেশনে বিপুল ভাবে প্রচার ও সংঘের অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্কল্পিত মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যেও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন।

পুরাণা পল্টন,
রমণা, ঢাকা
তাং ১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

আঃ—শ্রীসুপণ্ডিতরঞ্জন সাগ ( এম্-এ, বি-এল )
ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

—:o:—

# প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর )

## প্রশ্ন

১২। যাঁহাকে গুরুদেব শাসন করেন, শিক্ষা দেন, যাঁহাকে আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ দেখিয়াছি ও দেখি, তিনি কিরূপে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য হইতে পারেন? অল্পবয়স্ক ব্যক্তি কি আচার্য্য হইতে পারেন?

## উত্তর

১২। শ্রীগুরুদেব যাহাকে অযাচিত কৃপা করেন, অর্থাৎ যাঁহাকে বরণ করিতে চাহেন না, তাঁহাকেই শাসন-যোগ্য শিষ্য-বিচারে শাসন করিয়া শিক্ষা দেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্নেহবিগ্রহকে 'আপনি খুব ভাল', 'আমি আপনার বাড়ীর কুকুর',—এই সকল প্রণতিসূচক বাক্য পুনরুদ্ধারের জন্য বলিয়া বা তাহাকে সৌভাগ্যবশে-পরম্পরায় প্রচুর অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রদান ও রসগোল্লা-পান্তুয়া ভোজন করাইয়া বরণ করেন না। তিনি শ্রীগুরুদেবের মঙ্গলময় শাসনি অবনতমস্তকে বরণ করেন, তিনি প্রকৃত শিষ্য। যাহা যে শিষ্য মনে করেন, 'আমি গুরুদেবের নিত্যসঙ্গী, শ্রীগুরুদেব আমার কথায় চলেন, উঠেন, বসেন বা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করেন', তিনি গুরুদেবকে শিষ্য করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া গুরুর আসনেই বসিতে চাহেন। গৌরবস্তুতি আত্মীয়তার লক্ষণ নহে। নিত্যসিদ্ধ সেবার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানে শাসনাদিই প্রকৃত সেবকরূপে গ্রহণ।

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-নিন্দ-সিলিন্দারস॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪। ৬৩-১৬১)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখেও শুনিয়াছি যে, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কখনও কখনও শ্রীল প্রভুপাদকেও বিদ্রূপভাজন শিষ্য জ্ঞান করিয়া পরম আত্মীয়তাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব স্নেহ্য বস্তু - প্রেয়ের প্রশ্রয়দাতা নহেন। তিনি শ্রেয়ঃকে প্রেয়োরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'যাহাকে আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ দেখিয়াছি ও দেখি, তিনি কিরূপে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য হইতে পারেন?' এরূপ বিচার আধ্যক্ষিকের। এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে নবদ্বীপের তদানীন্তন পাষণ্ডী হিন্দুগণ এইরূপ আধ্যক্ষিক বিচার করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কএকজন প্রতিভনামা প্রাকৃত সাহিত্যিক মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"যাহাকে ক, খ, গ, ঘ হইতে আরম্ভ করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছে, তিনি আবার কিরূপে ভগবানের নিত্যসিদ্ধ অবতার হইতে পারেন?" "নিত্যসিদ্ধ" সম্বন্ধে আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিক কি, শ্রীবাস

পণ্ডিতের ন্যায় শুষ্কতর্কপ্রণীত 'নিমাইর হরিভক্তি হইতেছে না'—এইরূপ বিচার করিবার অভিনয়-দ্বারা জগৎকে হরিভক্তির প্রতি তীব্রানুরাগ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের যুবা বয়সে কিরূপে সন্ন্যাস রক্ষা হইবে, তজ্জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন! লোকশিক্ষার্থ শ্রীল নবদ্বীপ পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতায় ও প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীরায় রামানন্দের নৈতিক চরিত্রে সন্দিহান হইবার লীলা অভিনয় করিয়াছেন। এই সকল লীলাদ্বারা সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আধ্যক্ষিকগণের চিত্তবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নিত্যসিদ্ধ' কাহাকে বলে?—তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ১৫শ বর্ষ সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের ৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অন্য কথায় নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ বলিয়াছেন, —"যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষে বিদ্ধ-দর্শনে সাধন-সিদ্ধ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।"—(শ্রীল প্রভুপাদের বাণী, গৌড়ীয় ৩য় বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা)। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু নিত্যসিদ্ধের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৫০)

যাঁহাদের গুণাবলী মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দময়রূপ এবং যাঁহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা বাদ দিলেও আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অর্থাৎ আনন্দতীর্থপাদ পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। জগদ্গুরুগণের গুরুপাদপদ্মের লীলাভিনয়কারী স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু যুবাকালেই আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপনয়ন সংস্কারের অভিনয়কারী শ্রীঈশ্বরপুরীর পূর্ব্বাশ্রমে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অযোগ্য সৈনিকরূপে নবদ্বীপ পাত্র হইয়াই গুরু অন্বেষণে তীর্থের সংস্কারলাভ-মাত্র ঈশ্বরতীর্থ নামে পরিচিত ও আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্রহ্মচারী লীলাভেই আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং উহার বহু বৎসর পরে সন্ন্যাস-লীলা গ্রহণের অভিনয় করেন। অতএব যুবক, অপরিণত বয়স্ক কিম্বা বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী—এই সকল স্বপ্রকাশ আচার্য্যত্বের প্রতিবন্ধক নহে। কৃষ্ণতত্ত্বে পারঙ্গতিই আচার্য্যত্বের যোগ্যতা।

### প্রশ্ন

১৩। অদ্বৈত-সমাজের আচার্য্য ও গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য বা শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামিগণের অনুমোদিত আচার্য্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

### উত্তর

১৩। নির্ব্বিশেষ, নিরাকারবাদী সমাজ-বিশেষের তথাকথিত আচার্য্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গোস্বামিগণের অনুমোদিত আচার্য্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। নির্ব্বিশেষ-সমাজ-বিশেষের আচার্য্য পুরোহিত বা কর্ম্মচারী বিশেষ, মায়াবাদিসম্প্রদায়ের আচার্য্য পঞ্চভূতের ফাঁদে পতিত সাময়িক উপদেষ্টা ব্রহ্ম(?)-বিশেষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য প্রাকৃত বিজ্ঞানাদি-শাস্ত্রের অধ্যাপকবিশেষ, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বংশপরম্পরাগত শোণিত-বহনকারী ব্যক্তিবিশেষ আর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের ও ষড়্গোস্বামী বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত আচার্য্য—আচার-প্রচার-পরায়ণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ। সেইরূপ আচার্য্যে জাতি, কুল, বয়স, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, প্রাকৃত রূপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিচারের অপেক্ষা নাই। 'গোস্বামী' নামধারীই আচার্য্য হইবেন, সন্ন্যাসগ্রহণের অভিনয়কারীই 'আচার্য্য' হইবেন,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বিচার নহে। সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ, গোস্বামিবংশের ছাপ থাকিলেই আচার্য্য, গৈরিক কাপড় বা দণ্ড ধারণ করিলেই 'সন্ন্যাসী',—এরূপ বিচার যে শ্রীল

প্রভুপাদের নহে, তাহা গৌড়ীয়-মিশনের একটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীও জানেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"মানুষ গৃহস্থের চেহারায় থাকিয়াও সন্ন্যাসীর উচ্চপদবী পরমহংস বৈষ্ণব হইতে পারেন; আবার ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমহংস বা উচ্চ সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই 'সন্ন্যাস'। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস।"—( শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা )।

শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—"আমার মনের মত না হ'লে যাকে বরখাস্ত ক'রতে পারি, কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার বদমায়েসি, দুষ্টামি বুদ্ধির সমর্থন ক'রে নিতে পারি, তাকে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"—( বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা )।

**শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যবৃন্দ ও গোস্বামিগণের বিচারের 'আচার্য্য'—স্বয়ং ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ, আচার ও প্রচার-পরায়ণ।** তিনি ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন সেবক ভগবান্। আর, নির্ব্বিশেষবাদী সমাজ-বিশেষের আচার্য্য - মর্ত্য-জীব, ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-যুক্ত, স্বীয় মেধাতিশয্যবলে কেবলমাত্র প্রাকৃত-শাস্ত্র-নিপুণ অথবা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হইতে পারেন। কিন্তু আচার্য্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

এতৎপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয়ে "আচার্য্য কে ?", "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী" প্রভৃতি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

'যে পাষণ্ডী আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনিত্যানন্দশক্তির জীব কিছু বলে, সেই পাষণ্ডীর সহিত যেন আমার কোনদিন শ্রীগৌর সাক্ষাৎকার না হয়'—( শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, সপ্তগ্রাম, ১৮ই মাঘ, ১৩৩১ সাল )।

"শ্রীভগবান্ই আচার্য্যরূপে নিজের নিকট প্রকাশিত হন। আচার্য্যের সেবনাত্মকই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশের পরিচায়ক। আচার্য্যদেব সেবা ভগবানের অভিধায়।"

( চৈঃ চঃ অনুভাষ্য আঃ ১।৪৬ )

**প্রশ্ন**

১৪। কোন সতীর্থ ভ্রাতা যদি আচার্য্য বা মহান্ত গুরুর কার্য্য করেন, তবে অন্যান্য সতীর্থ ভ্রাতৃগণ উক্ত আচার্য্যকে কি ভাবিবেন? নিত্য গুরুদেবের সমান ভাবিবেন কি? কল্পনামূলে ঐরূপ ভাবিলে অর্থাৎ গুরুর সহিত শিষ্যকে সমান বিচার করিলে ভীষণ অপরাধ উপস্থিত হইবে না কি? শিষ্য কিরূপে নিত্যসিদ্ধ গুরুর সমান হইতে পারেন?

**উত্তর**

১৪। কোন সতীর্থ ভ্রাতা আচার্য্য বা মহান্ত গুরুর কার্য্য করিলে অন্যান্য সজাতীয়াশয় সতীর্থ ভ্রাতৃগণ নিষ্কপট আন্তরিকতাবে আনন্দিতই হইবেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন-সেবার অগ্রগতির সর্ব্ববিধ আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং এই আত্মপ্রভুত্ব-কামনাময় সংসারে একজন প্রকৃত আশ্রয়স্থলকে গুরুকৃপায় প্রকাশিত দেখিয়া যোগ্যতম সতীর্থ ভ্রাতার সাহচর্য্যে ও আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হইবেন। ইহার বিপরীত চিত্তবৃত্তিই মৎসরতা অর্থাৎ ভাগবতধর্ম-বিরোধী মতবাদ বা পাষণ্ডতা।

অন্যান্য সজাতীয়াশয় সতীর্থ ভ্রাতৃগণ আচার্য্যকে নিজগুরুদেবের অভিন্নমূর্ত্তি বিচার করিবেন। সেখানে কল্পনার কোন কথা নাই, তাহা বাস্তব-সত্য। শ্রীল শ্রীজীব প্রভুকে শ্রীরূপের অভিন্নবিগ্রহ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ বা শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অভিন্ন-বিগ্রহ বিচার করিলে প্রত্যেক আচার্য্যের নিত্য বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস হয় না, বরং তাহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। ( চৈঃ চঃ অনুভাষ্য আঃ ১।৭৭ )

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষে বিষয়দর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে। তটস্থ লীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ বলা যাইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভলীলার সহায়ক, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। 'সঙ্গী' অর্থে পার্ষদ। বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা নিত্যসিদ্ধ।' (গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, "শ্রীল ঠাকুরের কীর্ত্তন")

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

গত ১লা ভাদ্র (১৩৪৩), ১৭ই আগষ্ট (১৯৩৬) মঙ্গলবার শ্রীহরিবাসর শ্রীগুরুদেবের স্নানযাত্রার শুভারম্ভমুখে প্রত্যহের ন্যায় এবারও মহানন্দোল্লাসে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের যোগ্যতম অন্যতম বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজের সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিকহরিস্মরণ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উৎসবে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়া মঠ সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগত ভজনবিজ্ঞ সাধুজনের সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত হইয়াছে।

## বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

উৎসবের শুভারম্ভ-বিঘোষণার্থ গত ৩০শে শ্রাবণ (১৩৪৩), ১৫ই আগষ্ট (১৯৩৬) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মানুসরণে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরের জয়গানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হন। ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-প্রিয়তম শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিজয়-পতাকাকে অগ্রণী করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গভর্ণিং বডির সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক (সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য, পঞ্চরাত্রাচার্য্য ও ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য) শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, গৌড়ীয়মিশন গভর্ণিং বডির জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু, শ্রীমঠের হিসাব সংরক্ষক ও সেবাকার্য্য-তত্ত্বাবধায়ক শ্রীপাদ ভবমর্দ্দন ভক্তিসৌরভ প্রভু, প্রবীণ ভক্তবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কীরোদচন্দ্র সেন বি-ই প্রমুখ শত শত সংকীর্ত্তন-বিজয়বৈজয়ন্তীধৃত ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে কলিকোলাহলময় কলিকাতা-নগরীকে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনরোলে মুখরিত করিয়া ত্রিজগতের মঙ্গল বিধান করিতে করিতে অগ্রসর হইলে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সন্তপ্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয় এক নবনবায়মান উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মুরজ মন্দিরা কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতির সুমধুর ঐকতান বাদ্য-সহ বিজয়-শঙ্খধ্বনি এবং তৎসহ মধুর হইতেও অতি সুমধুর গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনধ্বনি মিলিত হইয়া এক অতিমর্ত্ত্য গোলোক-মধুরিমার আবির্ভাব হইয়াছিল। শোভাযাত্রা শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল এভিনিউ হইয়া মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে প্রবেশকালে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সুরওয়ালা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ-নৃত্যকীর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরেঞ্চ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমুকুট, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বামাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রভৃতি মূল গায়ক হইয়াছিলেন। 'পঞ্চতত্ত্ব ও 'নিতাই গুণমণি', 'নিতাইপদকমল', 'রাধাকৃষ্ণ বল বল', 'দয়াল নিতাই চৈতন্য' প্রমুখ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনমুখে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। বাগবাজার ষ্ট্রীটে প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'নগর ভ্রমণ ক'রে গৌর এলো ঘরে' এবং 'হরি ব'লে গৌর এলো' প্রমুখ পদাবলী-কীর্ত্তনকালে ভক্তবৃন্দ যেরূপ আত্মহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলার স্মৃতি জাগরূক হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবায় শত সহস্রগুণ উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রায় ৭। ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরুত্ত-প্রবণ-সদনের তাৎকালিক দৃশ্য অবর্ণনীয়। শত শত ভক্তের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অলাতচক্রবৎ নৃত্য ও উচ্চ কীর্ত্তনে সকলেই শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রেষ্ঠ বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের সঙ্কীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় এক অভিমর্ত্ত্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডগ্রণী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সমবেত সকলকেই বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। মঠের সেবকবৃন্দ ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্নস্থান হইতে বহু সজ্জন ও কতিপয় সঙ্কীর্ত্তন দল আসিয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের সকলের প্রতিই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

### নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দ্বিতীয় দিবস

আগামী কল্য ২২শে আগষ্ট রবিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসরে ও ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীললিতাসপ্তমী-দিবসও শ্রীমন্দির হইতে ঐ প্রকার নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। আগামীকল্যকার শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, বরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

### উৎসব-পঞ্জী

১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট—শ্রীহরিবাসর ও শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, উৎসবের প্রথমদিবস। অদ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের শুভারম্ভ। গতকল্য সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। অদ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় জয়গান-মুখে আরাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রতী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। অদ্য প্রথম স্কন্ধ ১ম হইতে ৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

### সজ্জনতোষণী বা হারমণিষ্ট

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অকস্মাৎ অপ্রকটলীলায় তাঁহার সম্পাদকতায় পরিচালিত 'সজ্জনতোষণী' বা 'হারমণিষ্ট' পাক্ষিক পত্রিকার সেবাকার্য্য কিছুদিন ধরিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ছিলেন, বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেবাধ্যক্ষতায় ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবোৎসাহে উক্ত পত্রিকা নব নব প্রবন্ধাবলীতে ভূষিতা হইয়া নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি একাদশীতেই শ্রীপত্রিকা প্রকটিত হইবেন।

---

## প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ জামশেদপুর, গরুবহিবাণী, পাটনা, গয়া ও কাশীতে প্রচারকার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে প্রয়াগ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সহ আপার বার্ম্মা মিমে, টাউঙ্গী, কালো প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে রেঙ্গুণ হইতে গত ১৯শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার এগরা জাহাজে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ১২ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৭ | ৫ম সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয়-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহান্তগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধ-ফলে তাঁহাদের বিচারে জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।

—শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ৭ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮পৃষ্ঠা

ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।

"আমি অধিক বুঝি আর অন্যগুরু আনিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন"—এইরূপ অহঙ্কারকারিজনের অপরাধ-বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আনিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—শ্রীল প্রভুপাদ, অনুভাষ্য চৈতন্য চরিতামৃত ১।০৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীরূপানুগ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা। কৃষ্ণজন্মোৎসবে যাঁহাদের পরমার্থ-প্রবৃত্তি উন্মেষিত না হয়, তাঁহারা বাহ্য-জগতে উচ্চাবচ বিষয়ের অনুসরণ করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্যের আবাহন করেন; উহা তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম মাত্র।

"যদ্বৈতৎ ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্যা তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

—ইহাই গৌড়ীয়াচার্য্যবর শ্রীরামোদরস্বরূপের কৃষ্ণাবির্ভাব-কথা।" (—গৌড়ীয় ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

শ্রীরূপানুগবরের চিত্তে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে যে শ্রীনবনন্দনের আবির্ভাব, তাহা শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনরূপে প্রকাশিত। শ্রীরূপ-মঞ্জরীর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধা-প্রিয় গোবিন্দদেবের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য—তাঁহার স্মিতহাস্যলাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল। রাসলাস্যপরিবর্ত্তী ভূমান্ গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্যবৈশিষ্ট্য—তাঁহার গোপীপ্রেমাদ্ধি-উদ্বেলিত সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল। আর শ্রীরূপানুগগণের সর্ব্বস্বধন শ্রীরাধা-মদনমোহনের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য—তাঁহার ত্রিজগন্মানসাকর্ষী রাতুল শ্রীচরণকমল। অপ্রাকৃত পুষ্পবাণ শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার অপ্রাকৃত-শ্রীমুখমণ্ডলের দ্বারা শ্রীরাধা-পক্ষপাতী শ্রীরূপানুগগণকে আকর্ষণ করেন, অপ্রাকৃত অনঙ্গদেব শ্রীগোপীনাথ বর্ম্মোদ্বারা গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া শ্রীরাধামুখ্যা পত্যপালঙ্কযুক্ত আশ্রিতাগণকে ভোগ করেন, আর অপ্রাকৃত নবীন কামদেব শ্রীমদনমোহন অন্যত্র কামতৃপ্তির উদ্দেশে স্বীয় পাদপদ্মকেই বিতত্যচেতন শ্রীরূপ-সনাতনানুগ জনের একমাত্র গতি ও প্রাণসর্ব্বস্ব করাইয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দের সেবা-রহিত ব্যক্তি মূঢ়রূপ অর্থাৎ ভোগী ও ত্যাগি-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য, শ্রীগোপীনাথের সেবারহিত ব্যক্তি ধ্রুবহীন অর্থাৎ আত্মঘাতী নির্ব্বিশেষবাদী, আর শ্রীমদনমোহনের সেবা-রহিত ব্যক্তি চিচ্চমৎকৃতিহীন পশু অর্থাৎ মন্দমতি।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিকৃতভাবে উক্ত রূপানুগ-চিন্তাস্রোতঃ প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা অনেক সময় টিকেট কাটিয়া ভোগা-জড়দর্শনের অন্তর্গত ধারণায় বৃন্দাবনে (?) গমন করেন ও তথায় শ্রীগোবিন্দার্চ্চার মুখমণ্ডল, শ্রীগোপীনাথের বক্ষঃস্থল ও শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণ দর্শন করিবার অভিনয় করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই দর্শন ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত। কখনও অতি স্থূল-দর্শন, কখনও বা অর্চ্চামাত্র দর্শন। কিন্তু প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা শ্রীরূপানুগগণের যে শ্রীগোবিন্দ-দর্শন, তদ্দ্বারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখমণ্ডলের স্মিতহাস্যলাস্যসিন্ধু পরিবর্দ্ধিত হয়। শ্রীগোপীনাথের সুবিশাল বক্ষঃস্থলের বিলাস-বারিধি অধিকতর উচ্ছলিত হয়। আর শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণে ও আশ্রিতজনগণের প্রাণে অপ্রাকৃত কামের নিত্যবন্ধন সংযুক্ত হয়। অতএব শ্রীরূপানুগগণের প্রেমময় বিগ্রহ সত্ত্বে যে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের উদয়, তাহাই যথার্থ শ্রীকৃষ্ণজন্ম।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীব প্রভু তাঁহার 'গোপাল চম্পূ' পূর্ব্ব চম্পূর তৃতীয় পূরণে ১৭ সংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীব প্রভু লিখিয়াছেন,—

"ব্রজনৃপতিপ্রভৃতীনাং তৃতিমুকুন্দপর্য্যন্তানাং ব্রজজনানাং যেষামধিমধ্যং প্রতিবিশেষার্দ্ধং প্রতিকল্পমাবির্ভবতি, বৃদ্ধিজীবিকানামিব তেষামেব প্রেমসদ্রূপপূর্ত্তিকল-প্রপঞ্চকল-তদ্ভেদপরিস্রোতস্তাবুদ্ধ্যা প্রতিদাতুমধ্যধনায়ং মুকুন্দ সদা পুত্রায়িতয়া স এব বিরাজতে, নান্তে তু তত্র কিল তিলমপ্যবকাশকালং লভন্তে।"

তাৎপর্য্য :—ব্রজরাজ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বেতনভোগী ভৃত্য পর্য্যন্ত ব্রজবাসী লোকদিগের মধ্যে পরমাত্মীয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক দুই পরার্দ্ধে এবং প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সুদের দ্বারা ধন বৃদ্ধি

করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে চিন্তায় যেমন শতবর্ষে বাধ্য থাকিতে হয়, সেইরূপ ব্রজবাসীদিগের প্রেমপরবশ ঋণে গ্রস্ত হইয়া ও সেই ঋণকে অপরিহার্য্য বোধ করিয়া উহার পরিশোধের জন্য, অধ্যবসায়হীন ব্যক্তি যেরূপ কোথাও যাইতে সমর্থ হয় না, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অধ্যবসায়-রামের ন্যায় সর্ব্বদা পুরাদিভাবে বিরাজমান থাকেন। অপর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপর এইরূপ আধিপত্য করিতে তিলমাত্র সময়ের জন্য অবকাশ লাভ করিতে পারে না।

সাম্রাজ্যং ভাগবতাসাং নিধিরপি তদ্বিত্তং রসরত্নাকরাণাং
ভাগ্যং লাবণ্যভাজং বিলসিতনিগমস্তুত্যদাবলীনাম্।
এবং মীমাংসমানা ব্রজপতিনয়িতা যাবযাচে স তাবৎ
ক্রন্দন্যোমোমিতীথং নবনিগমগণৈস্তদ্রবং যাচকার॥

( গোপালচম্পূ পূর্ব্ব চম্পূ ৩য় পূঃ ১০৮ সংখ্যা )

"এই বালক ভাগবর্ষ গীতিরাশির সাম্রাজ্যস্বরূপ, বহু বহু রসসাগরের নিধিস্বরূপ, লাবণ্য জলরাশির বীজস্বরূপ এবং নাট্যসূত্রকার ভরতমুনি যেরূপ নাটকীয় সমস্ত সুন্দর লীলা-কৃতির গুরু, এ বালকও তদ্রূপ রমণীয় লীলাবলী বিষয়ে ভরতমুনি।" ব্রজেশ্বরী এইরূপ মীমাংসা করিতে-ছিলেন, এমন সময় "ওং ওং" রবে ক্রন্দন করিতে করিতে নবনবন্ নিগমই তাহা স্বীকার করিলেন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"যথা সংসারবন্ধে নিপাত্য দুঃখমেবানুভাবয়িতুং মায়া-বৃত্তিরবিদ্যা জীবানাং জ্ঞানমাবৃণোতি, যথা চ মহামধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলাসুখমনুভাবয়িতুং তদাতীতানাং শ্রীকৃষ্ণপরিবারাণাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তিবৃত্তির্যোগমায়ৈবাবৃণোতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনুভাবয়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিঃ প্রেমৈব তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি। প্রেম্ণশ্চ তৎস্বরূপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যাপ্তের্ন দোষঃ। যথা হ্যবিদ্যা-বৃত্ত্যা মমতয়া জীবং দুঃখয়িতুমেব যন্ত্রয়তি; যথা দণ্ডনীয়জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জুনিগড়াদিনা মাননীয়জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘসুগন্ধসুস্নিগ্ধকুঙ্কুমাদিনা; ইত্যবিদ্যাধীনো জীবো দুঃখী; প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখী।" কৃষ্ণস্য প্রেমাবরণকরঃ সুখবিশেষভোগ এব মন্তব্যঃ, যথা কৃষ্ণস্য কোমলকোষাবরণরূপঃ। অতএবোক্তং—"নাপৈষি নাথ হৃদয়ান্মুকুন্দাং স্বপুংসাম্" ইতি "প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম" ইতি চ।' ( রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ২য় প্রকাশ ৬ সংখ্যা )

যেরূপ মায়াবৃত্তি অবিদ্যা সংসারবন্ধনে পতিত করিয়া দুঃখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত জীবের জ্ঞান আবরণ করে, তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়া মহামধুর শ্রীকৃষ্ণলীলার সুখাস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তদাতীত শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞানকে আবৃত করেন। আবার তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্য চিচ্ছক্তিসারবৃত্তি প্রেম তাঁহার জ্ঞানকে আবরণ করিয়া থাকেন। প্রেম শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যাপ্তি কোন দোষাবহ নহে। অবিদ্যা যেরূপ জীবকে দুঃখ প্রদান করিবার জন্য মমতারূপ নিজ-বৃত্তিদ্বারা বন্ধন করে, দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে যেরূপ গাত্রবন্ধন-রজ্জু বা নিগড়াদি দ্বারা আবদ্ধ করে, আবার মাননীয় ব্যক্তিকেও যেরূপ সুগন্ধ সুস্নিগ্ধ কর্পূর ও কুঙ্কুমের দ্বারা বন্ধন করে, উভয়েই অবিদ্যাধীন জীবের দুঃখই দৃষ্ট হয়; প্রেমাধীন কৃষ্ণের তদ্রূপ প্রেমদ্বারা বন্ধন হয় বটে, কিন্তু ঐ বন্ধন তাঁহাকে দুঃখ না দিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম-বন্ধন, তাহা ভ্রমরের কোমল-কমল-কোষাবরণের ন্যায় সুখবিশেষের ভোগের জন্যই বুঝিতে হইবে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে "হে নাথ, তুমি ভক্তগণের হৃৎকমল হইতে বহির্গত হইও না", বা "ভগবদ্ভক্ত প্রণয়রসনা-দ্বারা তোমার পাদপদ্মকে বন্ধন করিয়াছেন"—এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরূপানুগ-গণ এই প্রণয়-রসনাদ্বারাই শ্রীমন্ মদনমোহনের পাদপদ্ম বন্ধন করিয়াছেন

আগামী কল্য সেই স্বরূপ-রূপানুগগণের সর্ব্বস্বপদ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীহরিসেবন ও ঘোরকালে জীব-হৃদয়ে যখন শ্রীগুরুশক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় বাসু-দেবের আবির্ভাব হয়, তখন মুক্তিমুক্তিস্পৃহার কপট সাধুরূপ পূতনা; জাড্য ও দাম্ভিকতার ভারবাহিস্বরূপ শকট; হৈতুক পাষণ্ডমতরূপ তৃণাবর্ত্ত; আভিজাত্যাদি অভিমানজনিত কুতর্কহিংসা; নির্লজ্জতারূপ যমলার্জ্জুনের প্রতীক; কুক্রিয়া ও পরবুদ্ধিবশবর্ত্তিতারূপ বৎসাসুর; খুটিনাটি, ধূর্ত্ততা ও পাঠারূপ বকাসুর; মৎসরতাজনিত পরদ্রোহরূপ অঘাসুর। সন্দেহবাদরূপ ব্রহ্মার বিচার, স্বরূপজ্ঞানবিরোধরূপ ধেনুক; অভিমান, খলতা ও ক্রূরতারূপ কালীয়; শ্রীরূপানুগ ভক্তীর্থ-বিদ্বেষ ও পরস্পর বাদরূপ দাবাগ্নি; স্ত্রী-লাম্পট্য, মাত্র-

পূজাপ্রতিষ্ঠাদিরূপ প্রেম; প্রকৃত সাধুর প্রতি উপহাসরূপ দাবানল; কর্ম্মজড়তারূপ বাল্মিকিবিপ্র। বহুদীশ্বরবাদ ও অহংগ্রহোপাসনারূপ ইন্দ্রপূজা; প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীলাম্পট্যরূপ শঙ্খচূড়; ছলধর্ম্মাদির প্রতিযানরূপ অরিষ্টাসুর; "বড় আমি"-অভিমানরূপ কেশী; কপট ভক্তের আদর্শ ব্যোমাসুর প্রভৃতি একবিংশতি অনর্থ ব্রজজনের প্রতিবন্ধকরূপে প্রকাশিত হয়।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণভজন-লাভের জন্য এই উপদেশ দিয়াছেন,—

"এই সমুদয়ই ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব। নামভজনকারী সাধক প্রথমেই হরি-সমীপে এই প্রতিকূলবর্জ্জন-শক্তি হরির নিকট অহরহঃ প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলেই ভক্তচিত্ত শোধিত হইবে। কৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, চৈত্যরাজ্যে সেই সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সাষ্টাঙ্গে রুদন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে-সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবেন। ইহাই ব্রজভজনের রহস্য। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা অনেকেই নষ্ট হয়। তাহা হইলে ক্রমশঃ অষ্টম অনুশীলনের বিশেষ অনুকূল হয়। এই প্রক্রিয়াটী স্বভাবতঃ গূঢ়। সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।"—( শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬ষ্ঠ ঢেউ—৬৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-ভাবের উপযোগী তত্ত্বসত্ত্ব বা বসুদেবের কৃপা-লাভ ও ব্রজ-ভজনের অনর্থসমূহ অর্থাৎ অঘাসুর-বকাসুর-প্রলম্ব প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে মহাগুরুর আবির্ভাব সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যাঁহারা মহাগুরুর নিত্যাবির্ভাব স্বীকার করে না, তাহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় "কলির গুরুচর" অর্থাৎ উহারা প্রলম্ব, পূতনা প্রভৃতির দল। উহারা শ্রীরূপানুগ-বিচার-বিরোধী। তবে ঐ সকল অসুরের ন্যায় উহারাও স্ব-স্ব-স্বার্থসিদ্ধির জন্য আনুকরণিক ভাবে শ্রীরূপানুগত্যের মোহাই দিয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীরূপানুগতা কোন্ পথে চলে, ইহা তাহারা কিছুই জানে না। মহাগুরু আচার্য্যের নিত্য-আবির্ভাবে পাছে ঐ সকল অসুরের বিনাশ হয়,—এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা তৃণাবর্ত্তের ন্যায় ঝড় বৃষ্টি ও প্রলয়ের ন্যায় স্ত্রীলাম্পট্য-শাস্ত্র-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রিয় নট হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপই প্রলয়ধাতী শ্রীবলদেব বা শ্রীআচার্য্য-তত্ত্বের আবির্ভাব।

আমরা শ্রীরূপানুগবর দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুবৃন্দের আনুগত্যে শ্রীরূপের এই গানটি কীর্ত্তন করিয়া আত্মবিপ্রহস্তার একটোটিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুকে আরাধনা করি। শ্রীরাধা ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীরূপমঞ্জরী, তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীরূপানুগ দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুবৃন্দের শ্রীগুরুই অনুকূলকৃষ্ণ।

মল্লাভুজ্যা যদে করবিচলদসিধেনু মকপ্রপুঞ্জে
কেশেষাকৃষ্ণ কংসো বিঘটিতমুকুটং বিদ্রবেদুন্নিনায়।
স বং সত্তাবিরাজ স্ফুরদুরুকরুণাড়ম্বরালম্বচেতাঃ
পাতাদ্ঃখাব্ধিপাতাদ্বসুকুলকমলোদ্ধণ্ডচণ্ডদ্যুতির্মাম্।

( শ্রীরূপকৃত স্তবমালা দশম্বলক্রীড়াবর্ণন )

হে জগৎপালক, হে করুণাময়, তুমি বিরহদুঃখসমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার কর। তুমি বসুকুলকমলপ্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত মল্লদিগকে পরাভূত করিয়া একহস্তে খড়্গ-ধারণ ও অন্য হস্তে উত্তোলিত কংসের কেশ আকর্ষণ-পূর্ব্বক উহার মুকুট বিঘটিত করিয়া জগৎ-কণ্টক কংসকে নিহত করিয়াছ।

মনসিজকণিকুম্ভে সত্বপাতোঽস্মি দুষ্টে
তিমিরগহনরূপে হন্ত সংসাররূপে।
অখিলনিখিলরক্ষাহেতুমুদ্ধারয়ক্ষা-
মুপনয় মম হস্তে ভক্তিরত্নং নমস্তে॥

( ঐ )

হে অখিল, আমি কন্দর্পযূথপের দ্বারা আক্রান্ত ও গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ানক সংসাররূপে নিপতিত হইয়াছি। অতএব হে অখিল, আমি বারংবার প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, নিখিলজনের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ তোমার সেবারত্নটি আমার হস্তে অর্পণ কর।

# গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে কএকটি কথা

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁহার প্রকটকালে ট্রাষ্টিরূপে এই মঠ পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ এই মঠের ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মঠের 'সেক্রেটারী' থাকায় মঠের সমস্ত অর্থ, শ্রীবিগ্রহগণের অলঙ্কার, মূল্যবান্ দলিল, হিসাবের খাতা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার জিম্মায় ছিল। শ্রীল গোস্বামি-প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছানুযায়ী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গত ১০ই জানুয়ারী (১৯৩৭) একটি গভর্ণিংবডি স্থাপিত হয়। উক্ত শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ ও বর্ত্তমানে তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণও প্রভুপাদের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত গভর্ণিংবডি স্থাপন-কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের সূত্রে পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা ভূষণ প্রভু গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্য বা ("Spiritual Head of the Mission in Succession to His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj entered into Nityaleela.") গৌড়ীয়-মিশনে শ্রীল প্রভুপাদের অব্যবহিত পরেই সর্ব্বোচ্চ পারমার্থিক-নিয়ামক-পদে অভিষিক্ত হন। এই ব্যাপারেও শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার বর্ত্তমান সহকারিগণের সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল। শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীভারতী মহারাজ, শ্রীবন মহারাজ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জনমণ্ডবিগ্রহ ও শত শত সম্ভ্রান্তব্যক্তির সম্মুখে শ্রীমায়াপুরে ২৩শে মার্চ্চ (১৯৩৭) প্রাতে ও অপরাহ্নে উক্ত আচার্য্যবরণ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং উক্ত মুকর্ব্বী স্বয়ং এই ঘোষণার সংবাদটি সাধারণ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিজ-স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া প্রেস-টেলিগ্রামরূপে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ মূল কাগজটি এখনও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে রক্ষিত আছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।

এই সমস্ত ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ও মিশনের সমস্ত অর্থ, ব্যাঙ্কের চেক্ বহি, শ্রীবিগ্রহগণের অলঙ্কার, হিসাবের বহু খাতা-পত্র, মঠের কতিপয় সম্পত্তি-সম্বন্ধে মূল্যবান্ দলিল-পত্র, তাঁহার নিকট গচ্ছিত মঠের কোন্ কোন্ ব্যক্তির ব্যক্তিগত অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারাদি, শ্রীল প্রভুপাদের ব্যবহৃত বস্ত্র ছত্রাদি, গ্রন্থ প্রভৃতি যাহা মূল্যবান্ জিনিষ স্থানান্তরিত করিয়া একদিন হঠাৎ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণও (যাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল) কেহ তাঁহার সঙ্গে, কেহ বা দুই একদিন পরে, শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত এই শ্রীগৌড়ীয় মঠ ত্যাগ করিয়া একত্র মিলিত হন। কএকদিন বিডনষ্ট্রীট রোডে এক দোকানের উপরে থাকিয়া তথা হইতে ১১৪এ, ল্যান্সডাউন রোডে এক বাড়ী ভাড়া করেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের ভাড়াটে বাড়ীতে অবৈধ প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রীমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া নূতন ভাড়াটিয়া বাড়ীটিকে 'দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ' নাম দিয়া তাহাকে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের শাখামঠ বলিয়া প্রচার করিতেছেন! এইরূপ অবৈধ-কার্য্যে শ্রীল প্রভুপাদের কখনও অভিমত ছিল না। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন এবং নিজেদের অপরাধ-গোপনের অভিসন্ধিমূলে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে নানাপ্রকার কল্পিত মিথ্যা-সংবাদ প্রচার করিয়া এই মিশন ও গৌড়ীয়-মঠের সমূহ ক্ষতি ও এই মঠটিকে অচল করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার অবৈধ চেষ্টা করিতেছেন। পাঠকগণ যে-কেহ মঠে আসিয়া সমস্ত বিষয় সাক্ষাদ্ভাবে দেখিলে ও শুনিলে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন।

সকল অপরাধের চূড়ান্ত নিদর্শন-স্বরূপ উক্ত ল্যান্সডাউন রোডের কল্পিত মঠের একজন প্রধান পাণ্ডা শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী (একণে বিবাহ করায় মালাধিকারী) কলিকাতা হাইকোর্টে গত ১৪ই জুলাই এফিডেবিট করিয়া এবং উক্ত নূতন মঠের পরিচালক শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণনগর জজ আদালতে গত ২১শে জুলাই সত্যপাঠপূর্ব্বক দরখাস্ত ও পরে হাইকোর্টে এফিডেবিটদ্বারা তাঁহার একান্ত অনুগত যে, বি, ভির কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দ্বারা

একেই ও গীতজ শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারীর এফি-ডেবিটের উক্তির পোষকতা করিয়া জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকে 'শূদ্র' প্রতিপাদন করিবার বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক গৃহস্থ শিষ্য শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়—যিনি জে, বি, ভির কারবারে কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি কুঞ্জবাবুর অহৈতুক প্ররোচনা শুনিয়া তাঁহার মনের পোষকতা না করায় উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কুঞ্জবাবু নিজে পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার অনুচর ও বশীভূত লোকগণের দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমায় অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া জেলে পাঠাইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রভাবে উক্ত অকপট দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া বেকসুর খালাস হইয়াছেন।

---

* It is also clearly established that Kunja Vidyabhusan is the "Manager or Administrator of the firm of the widow Khirode Sundari—who is within his clutches. He supervises the work, appoints and dismisses employees, grants leaves and orders payments of salaries. P. W. 1 and P. W. 4 are his creatures and owe their appointments to his patronage. It is therefore quite natural that Kunja Vidyabhusan will be anxious to get rid of a man, who does not belong to his camp. He not only rests there but pursues him to further troubles. He kept himself in the back ground, and pulled his wire from behind, through his creatures. Is it really necessary that a man who has renounced world and devoted his life to the pursuit of knowledge in religious world allow himself to be entangled in the worldly affairs—not of his relations but of outsiders? The plea of the defence stand on strong legs and cannot be rejected. I have discussed the evidence and given my earnest consideration, to this case, especially when a widow's interest is involved. I cannot but come to the conclusion that the accused is not guilty. He is therefore acquitted under section 258 C. P. C.

Sd/- I. S. Mukherjee
Presidency Magistrate, Calcutta.
5-8-37

বঙ্গানুবাদ

ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিধবা ক্ষীরোদা-সুন্দরী তাঁহার কারবারের ম্যানেজার এবং কার্য্যনির্ব্বাহক কুঞ্জবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কবলে কবলিত। উক্ত কুঞ্জবাবু উক্ত কারবারের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন, কর্ম্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের জবাব দেওয়া, বিদায়মঞ্জুর এবং মাসমাহিনা দিবার আদেশ করিয়া থাকেন। ফরিয়াদীপক্ষের ১নং ও ৪নং সাক্ষী উক্ত কুঞ্জবাবুর করতলগত লোক ও উহাদের চাকুরী কুঞ্জবাবুর অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করে। আসামী কুঞ্জবাবুর দলের লোক নহেন; সুতরাং তাঁহাকে দূর করিবার চেষ্টা কুঞ্জবিদ্যাভূষণের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু আসামীকে কেবলমাত্র পদচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহাকে আরও বিপদ্গ্রস্ত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কুঞ্জবাবু স্বয়ং আড়ালে থাকিয়া তাঁহার অধীনস্থ অনুচরবর্গের দ্বারা তারদ্বারা 'পুতুল নাচান'র ন্যায় তলে তলে কার্য্য করিতেছিলেন। ক্ষীরোদাসুন্দরী কুঞ্জবাবুর কোন আত্মীয়া নহেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসার-সংস্রব ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবনে বিদ্যাজ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ব্যক্তির তৃতীয় ব্যক্তির সাংসারিক গোলযোগে লিপ্ত হইবার কি আবশ্যকতা আছে? আসামীপক্ষের উক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং উহা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছি, বিশেষতঃ এই মোকদ্দমা বিধবার স্বার্থ-বিজড়িত বলিয়া আমার ঐকান্তিক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করা ব্যতীত আমি অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না। অতএব আমি আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৫৮ ধারা-মত বেকসুর খালাস দিলাম।

স্বাক্ষর—আই, এস, মুখার্জ্জি
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা।
৫।৮।৩৭

সত্য একদিন প্রকাশ পাইবেই পাইবে—এই বিশ্বাসে নিবেদকগণ এতদিন নীরব ছিলেন। কিন্তু এই নীরবতার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া উক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিগণ বিনা দ্বিধায় যেরূপ অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও অনবরোধে মিথ্যাকথার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিতেছেন, তাহাতে সাধারণের ভ্রম-নিরসনের জন্য ও তাঁহারা যাহাতে প্রতারিত না হন, তজ্জন্য আমাদিগকে জনসাধারণের নিকট প্রকৃত ব্যাপারের কিয়দংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হইল। কলিকাতায় সংস্থাপিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ষোল বৎসর যাবৎ প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়ে' ও সম্প্রতি পাক্ষিক 'শ্রীগৌড়ীয়' পত্রে এসকল কথা বারাবাহিক-ভাবে আলোচিত হইতেছে। উহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত নব-রচিত মঠের (?) অধিবাসিগণ কতদূর মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন!

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ লইয়া আরও ৬৪টী মঠ শ্রীল প্রভুপাদ স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রায় সকল মঠেই শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপিত আছে। মঠের শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা ও প্রচার-কার্য্যের জন্য যে-সকল অর্থ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের নিকট আছে, তাহা সেবা ও প্রচারাদি কার্য্যের জন্য বহুবার উক্ত কুঞ্জবাবুর নিকট চাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মঠের অর্থ অলঙ্কারাদি যাবতীয় মূল্যবান্ সম্পত্তি এই মঠ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবাদি ও প্রচার-কার্য্যাদির ব্যয়, বিভিন্ন মঠের বার্ষিক উৎসবের বিপুল ব্যয়, মঠবাসী সেবকবৃন্দ ও অতিথি-অভ্যাগতাদির প্রসাদ-প্রাপ্তির ব্যয়, ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্, পরিষৎপীঠ, গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িক পত্র প্রচার, প্রচারকগণের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনাদির জন্য ব্যয় এবং নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ ও ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারাদির ব্যয়ভার বর্ত্তমান আচার্য্যদেব প্রমুখ গভর্ণিংবডির সদস্যগণের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। উক্ত কুঞ্জবাবু "আয় যাহা, তাহা আমার, আর ব্যয় যাহা হইবে, তাহা অন্যের"—এই সুন্দর নীতি অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ও তাঁহার দলস্থ লোকগণের দ্বারা নানা উপায়ে শ্রীল প্রভুপাদের (যাঁহাকে 'গুরু' বোধনা করিয়া মামলা চলিতেছে!!) এক মঠ ও মিশনের দোহাই দিয়া সাধারণের নিকট প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া এবং তাঁহারা একদিন স্বয়ং যে গভর্ণিংবডি সংগঠন করিয়াছিলেন ও যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আচার্য্যদেব ("Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace") বলিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন,—এক্ষণে সেই সমস্ত অস্বীকারবদ্ধ মিথ্যা কথায় সাধারণকে ভুলাইয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এই সকল কারণে সাধারণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন সকলেই স্বয়ং তদন্ত করিয়া প্রকৃত সত্য অবগত হন, নতুবা তাঁহাদিগকে প্রতারিত হইতে হইবে। সুধী সাধারণের নিকট আমরা আরও জানাইতেছি যে, উক্ত নব-রচিত মঠের (?) সহিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত কোন মঠের সেবকগণের বা শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত ব্যক্তিগণের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

## ভক্তিপন্থী আচার্য্য-বিদ্রোহীর ভণ্ডামিক্কা

শ্রীকুঞ্জবিহারী বাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপরমানন্দ বাসাধিকারী বিদ্যারত্ন, (পূর্ব্বনাম শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী), শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, শ্রীভক্তিহৃদয় বন (বি, এইচ, বন), শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত, (পূর্ব্বনাম শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী), শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব ভূর্ণাশ্রমী, শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন, সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী (নন্দা, কুঞ্জবাবুর পুত্র), কানাইলাল ব্রহ্মচারী, বরদরাজ ব্রহ্মচারী, রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পক্কা), নিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী (কালা), হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূষণ ব্রহ্মচারী, প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, অহি-ভূষণ ব্রহ্মচারী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, সচ্চিদানন্দ বাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর ভ্রাতা), ব্রজদাস অধিকারী, নন্দলাল অধিকারী, অদ্বয়জ্ঞানানন্দ বাসা-ধিকারী, অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র দেব, হরিপদ বিদ্যারত্ন, যদুনন্দন বাসাধিকারী, নিমানন্দ বাসা-ধিকারী (আদায়) প্রভৃতি।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীমিশিকান্ত সান্যাল (সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

—:o:—

# আমাদের অবস্থা

[ দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ১২শ বর্ষ ১৪৩তম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ]

আমরা অনেকেই হরিভজন করিতে আসিয়াছিলাম—কেহ কেহ তীব্র অনুরাগ, অকপট সত্যপিপাসা লইয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় বাস্তবসত্যসমুদ্রের একবিন্দুলাভে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য নিষ্কপটেই আসিয়াছিলাম এবং নিষ্কপটেই যাঁহাদিগকে গুরু, বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছি। তবে ইহার মধ্যে কেহ কেহ যে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় একদিকে অত্যন্ত ভীত ও তপ্ত হইয়া—জাগতিক অভাবে প্রপীড়িত হইয়া, আর একদিকে গৌড়ীয়মঠের অধুনাতন উদীয়মান ঐশ্বর্য্য-বৈভবে, উৎসবাদির আড়ম্বরে, পাণ্ডিত্য ও বাক্যচ্ছটার মোহে মুগ্ধ হইয়া এবং পূর্ব্বসঞ্চিত অভাভিলাষপুঞ্জ হৃদয়ে বহন করিয়া না আসিয়াছি, তাহাও নহে। মঠের দৌলতে নিজের কোন-না-কোন প্রচ্ছন্ন অভাব-পূরণ, মিশনের মৌলুসে নিজেকে কোন-না-কোনভাবে জাহির করিবার যে প্রচ্ছন্ন পিপাসা না ছিল, তাহাও বুকে হাত দিয়া আমরা কেহ কেহ একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

কোমল্ শ্রদ্ধার অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া, সত্যের বুভুক্ষা লইয়া অথচ অভাভিলাষের জন্মজন্মান্তরীয় ভগ্নাবশেষের বিরাট্ স্তূপ অন্তরে চাপা রাখিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলাম, তাঁহারা যখন দেখিলাম, অভাভিলাষী কেহ কেহ মাঝে মাঝে মুখ ঢাকিয়া মঠেও নিজের অপস্বার্থ পরিপূরণ করিয়া লয়। আবার যখন দেখিলাম, বাহিরে যাঁহাদিগের নাম 'অভক্ত' (?) বলিয়া বিঘোষিত, তাঁহারাও সময় সময় এমন অনেক কিছু কার্য্য করেন, যাহা সাধুশাস্ত্রের কোন নজিরের দ্বারাই সমর্থিত হইতে পারে না; তখন আমরা দুই একজন কেন আর ঠকিয়া যাই—এইরূপ মনে করিয়া একটু একটু করিয়া অভাভিলাষের টোপ খাওয়ার মাত্রা বাড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাশ্রমে যে-সকল ভোগ আমাদের ভাগ্যে জুটিত না, সেই সকল অসংখ্য ভোগও জুটিয়া গেল এবং পূর্ব্বে বিরাগী থাকিলেও ভোগসুখের একটু একটু আস্বাদ পাইয়া অজ্ঞাতসারে ভোগের দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে থাকিলাম। কেহ বা বৈষ্ণবকে চাকর-রূপে পাইলাম, কাহারও বা ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান, মোটরগাড়ী, নেটের মশারী জুটিল, কাহারও হাত দিয়া অগণিত আতরূপের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল, কেহ বা অভ্যাসযোগের দ্বারা বাক্যবাগ্মিতার ফুলঝুরি প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া লইলাম। কেহ বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার গৌরবে ধরাকে সরাজ্ঞান করিতে লাগিলাম, গুরুদেব অপেক্ষা নিজেকে অধিক বুদ্ধিমান্ বিচার করিতে লাগিলাম এবং সেরূপ অনেক সার্টিফিকেটও কলে-কৌশলে সংগ্রহ করিলাম। কেহ বা শ্রীগুরুদেবকে উত্তম পাক করিয়া খাওয়াইতে পারি মনে করিয়া নিজের মহত্ত্ব অনুভব করিতে লাগিলাম ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তরে ব্যাঙ্‌ফাটা হইতে লাগিলাম। কেহ বা ইংরাজী বুলি আমার মত কেহ জানে না, গুরুদেবও জানেন না, কেহ বা আমার মত যোড়শী করিতে জানে না, গুরুদেবও জানেন না, কেহ বা আমার মত লোক ভুলাইতে, শরীর নাচাইতে, রাজা-রাণী সংগ্রহ করিতে আর কেহ পারে না, সুতরাং এরূপ আমরা না হইলে গুরুদেবের মিশন অচল হইবে—এরূপ বিচার করিয়া অন্তরে অন্তরে গুরুদেবের সর্ব্ব-নিয়ামকত্বের চিন্তাস্রোতাকে অবরুদ্ধ করিয়া দিলাম; কিন্তু বাহিরে লোক-দেখানভাবে সকল কার্য্যেই গুরুদেবের দোহাই, জয় ও দয়ার কথা বলিয়া নিজের গুরুভক্তির বাহাদুরী প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিলাম!

অনেকেই গোপনে গোপনে 'গুরু'ও সাজিয়া বসিলাম। কাহারও সন্তান বাঁচে না, কিন্তু আমার বাক্যসিদ্ধির প্রভাবে সন্তান বাঁচিল দেখিয়া তাঁহারা সবংশে আমাকে 'গুরু' (?) করিল, কিন্তু বাহিরে সাইনবোর্ড টাঙাইলাম ইহারা প্রভুপাদেরই শিষ্য। কাহাকেও চরণতুলসী পাঠাইয়া রোগ ভাল করিয়া দিলাম দেখিয়া, কাহারও ছেলেপিলের আদর করিয়া গৃহিণীর মনোরঞ্জন করিলাম দেখিয়া গৃহিণীর পরামর্শে গৃহকর্ত্তা শিষ্য হইয়া গেল, সকলকে জানাইলাম, ইহারা প্রভুপাদের শিষ্য; কিন্তু বস্তুতঃ আমিই ইহাদের অভাভিলাষের তোষামোদকারী খিদ্‌মৎগার বা শিষ্য হইয়া পড়িলাম। এইরূপভাবে আমাদের ঘুপচারিতে যে-সকল অভাভিলাষি-সম্প্রদায় আমার ভবিষ্যতে দল পাকাইবার

অজ 'প্রভুপাদের শিষ্য' নাম ধরিয়া আমার কন্যার মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে আমাকে প্রতিষ্ঠাশা-পৌকরীষিষ্ঠার নরক-কূপে ডুবাইবার সাহায্য করিলেন। প্রতিষ্ঠার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত কনক-কামিনী-লাভেচ্ছাও বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। আমার কনক-কামিনী-লাভেচ্ছা প্রতিষ্ঠাশাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। প্রতিষ্ঠাশা বর্দ্ধিত হওয়ায় বহু পূর্ব্বের সত্য-পিপাসার অঙ্কুরটী অকালেই ঝরিয়া পড়িল। প্রতিষ্ঠাশা ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বৈষ্ণব ও সর্ব্বোত্তম গুরুসেবকের প্রতি—আদর্শ শিক্ষাগুরুর প্রতি মৎসরতার উদয় করাইল। নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম-কুসুমে মৎসরতা কীট প্রবেশ করিল। ভাগবতধর্ম্মের স্থানে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ও রাবণের ধর্ম্ম উদিত হইয়া প্রহ্লাদানুগগণকে, শ্রৌতপথকে ও ভক্তি-লক্ষ্মীকে বিনাশ ও হত্যা করিবার চেষ্টা হইল। বৈষ্ণবা-পরাধমস্তম্ভীর উদয়ে শ্রীগুরুপ্রদত্ত ভক্তিলতার অঙ্কুরটী উৎপাটিত, পত্র শুষ্ক ও তৎস্থানে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-মুক্তি-নাস্তি-জীবহিংসা-গ্রাম্যকথা-বৈষ্ণবনিন্দা, আচার্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার প্রভৃতি নাস্তিকতার বল্লগণ আমাদের চতুর্দ্দিকে ছুটিল।

এইরূপ অবস্থার সূচনা দেখিয়া জগদ্গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। তিনি কলির ব্রহ্মাণ্ডে যে গোলোকের প্রেমধন অবতরণ করাইয়াছিলেন, তাহা আবার স্বতন্ত্র জীবগণ কলির দ্বারা আবৃত করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে জগদ্গুরু, আত্মবঞ্চনা-কামিগণকে ত্রিদণ্ডাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া, কাহাকেও বা প্রকটকালেই রামচন্দ্রপুরীর আদর্শের ন্যায় "দূর হ পাপী" বলিয়া বর্জ্জন করিয়া প্রকট-লীলা সংগোপন করিলেন এবং লোকান্তরে থাকিয়া অনাদরগণকে পাখনা উড়াইয়া পৃথক্ করিবার এক কৌশল প্রকাশ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মেকি ও আসল, চূণগোলা ও গোরস, ভণ্ড ও ভক্তের দুইটী পৃথক্ স্বরূপ সহজেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদল বলিল—আমরা ভক্তিরাজ্যের প্রথম প্রতিজ্ঞা যে আচার্য্যানুগত্য, তাহা স্বীকার করি না, আমাদের আচার্য্য দুঁচোরার দেবতা, তিনি কথা বলিবেন না, আমাদিগকে শাসন করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া পৈতা চুরি, নৈবেদ্য চুরি করিতে পারিব ও তাঁহাকে ছুরি করিয়া আমাদের ভোগের বাধাম তাড়িব। আর একশ্রেণী বলিলেন,—আমরা গুরুদাসের আনুগত্যে গুরুসেবা করিব,, যাহাতে আচার্য্য—যিনি সাক্ষাদ্ভাবে আমাদিগকে সংশোধন করিতে পারেন, তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া আত্মমঙ্গল সাধন করিব, শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ করিয়া লইব, শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিব না। আমরা আচার্য্যকে আচার্য্যোচিত সম্মান করিব, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিব না, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী মাত্র বলিব না। বৈষ্ণবের অপর নাম 'পরমহংস,'—শ্রীগুরুদেবের বাণী অনুসারে ইহাই জানিব। যাহাকে আমরা বরখাস্ত করিতেও পারি, তিনি আমাদের আচার্য্য হইতে পারেন না, শ্রীগুরুদেবের এই শিক্ষা মানিব। এইরূপে এক ব্রহ্মারই শিষ্যরূপ অসুর বিরোচন ও প্রকৃত শিষ্য দেবরাজের পক্ষীয় দুইটি বিভাগ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। অসুর ও দৈবগণের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবগণের অস্ত্র কোন অস্ত্র নাই, তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত সুদর্শন; আর অসুরগণের অনেক ভাগতিক অস্ত্র আছে। তাহারা প্রথমেই আচার্য্যকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে রাজযক্ষ্মার রোগী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল দেখিয়া তাঁহার পক্ষীয় বলির ন্যায় সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণকারী মহামহোপদেশককে বোকা ও পাগল বলিতে লাগিল। সুদর্শনের আঘাতে হত হইয়া বলিতে লাগিল—কেবল শাস্ত্রের প্রমাণে চিড়া ভিজিবে না, আমরা প্রাকৃটিক্যাল্ মানি। আচার্য্যের শুভ-মনোহভীষ্টপ্রচারকার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রাকৃতসহজিয়া ও আউলিয়াবাউলীর শিষ্যগণের ন্যায় মঠসেবকগণের ফটী বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল; তাহাদের কন্যার অন্তর্গত যে কএকটী অন্তাভিলাষী সমশীল বিষয়ী আছে, তাহাদিগের দ্বারা সুদর্শন গৌড়ীয়ের ভিক্ষা অর্থাৎ কায়মনোবাক্য-সমর্পণ-রূপ ত্রিমুদ্রা বন্ধ করিল, মৎসরতাধূমাচ্ছাদিনী দ্বারা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশের বিজ্ঞাপন বন্ধ করাইল, ব্রাহ্য-বার্ত্তাবহের পদলেহন করিয়া সর্ব্বোত্তম সুনির্ম্মল চরিত্র পরমহংস আচার্য্যশ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে অলীক কথা প্রচার করিল, মৎসর রামচন্দ্র খাঁ ও রামচন্দ্রপুরীর চিত্তবৃত্তির আদর্শ দেখাইল। সরল, নিষ্কপট, সত্যানুরাগী আচার্য্যানুগত্যকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণের নামে আদালতে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া

নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব ও মৎসরতাচ্ছাদিনীর স্বভাব পাশাপাশি ফুটাইয়া তুলিল, আচার্য্যপক্ষীয় শুদ্ধবিস্তারকারী মহদ্গণের রুচী বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের মনিবগণকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল, জগতের লোকদিগকে ধাপ্পাবাজী দিয়া জনমতকে বৈষণপক্ষগণের প্রতি উত্তেজিত ও নিজ পক্ষের প্রতি অনুকূল করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিল ; কোমলশ্রদ্ধদিগকে ভাঙ্গাইবার জন্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহে ঘুষ দিয়া প্রচারিত কুৎসার লালকালির দাগ দিয়া মিশনের পয়লা বরচ করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করিল ! বৈষগণ "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এই বিচারাবলম্বনে খলগণের খলতা সুদর্শনাস্ত্রের দ্বারা অনায়াসেই পরাভূত করিলেন। অবৈষ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বনমানুষ, মেয়েমানুষ, স্ত্রীনায়ক, বহুনায়ক, শিশুনায়ক প্রভৃতি লইয়া শুদ্ধভক্তিকে উৎসাদিত করিবার জন্য অবৈষ তপস্যা আরম্ভ করিল ; কিন্তু—

"প্রতিষ্ঠাশাস্তব্ধ, ধরুষায়াময়,
না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব।"

কপট-নিবৃত্তি-বেষী ছায়াসীতাহরণকারী রাবণ শ্রীরাম-চন্দ্রের অন্তরঙ্গসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুঝিয়া কিছুতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না, কেবল মায়ামরীচিকার জন্য বৃথা শক্তি ব্যয় করিয়া নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিল।

অবৈষগণ তাহাদের বিষয়ী ধালালদিগকে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় পরামর্শ দিল—"যখন আমরা গড়ের পারে থাকিলাম, কিছুতেই শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, তখন তোমরা চাঁদা বন্ধ করিয়া শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ের সেবকগণের রুচী ও প্রচার বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা 'আচার্য্যানুগত্যের দ্বারা মিশন চালান গেল না, আমরা ছাড়া মিশন চলিবে না, প্রচার চলিবে না, টাকাই কৃষ্ণভক্তির নিয়ামক ও পরিমাপক, আমরাই কর্ত্তা, ভোক্তা'—ইহা বৈষগণকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া হাতে তালি দিতে পারিব" ; কিন্তু বৈষপক্ষীয়গণ সুদর্শনাস্ত্রের সেবক বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল নাস্তিকতার অস্ত্রে ভীত হইলেন না। তাঁহারা জানেন—গুরু, বৈষব ও কৃষ্ণ নিত্যবস্তু। "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তাঁর প্রবর্ত্তন।" মিশনের পরিচালক কৃষ্ণশক্তি,—বনমানুষ, মেয়েমানুষ, টাকা বা ধাপ্পাবাজী পরিচালক নহে। সকলের উপাস্য কৃষ্ণ। জুমলা-ঘোকবাজীদ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না, সস্তা লাভ করা যায় না, অর্থ বা অনর্থের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি-প্রচার হয় না। পরমার্থ বা কৃষ্ণশক্তিদ্বারাই ভক্তি-প্রচার হয়।

যখন মিশনের এইরূপ এক অবস্থায় আমরা উপস্থিত হইলাম, তখনও আমাদের মধ্যে কতকগুলি কোমলশ্রদ্ধ, আর কতকগুলি অবৈষ-পক্ষীয়গণের দুঃসঙ্গের প্রভাবে কবলিত বা ব্যবসায়ি-লৌকিকগুরুবের প্রাকৃত-সাহজিক অনুরাগিত্বের ন্যায় নানাপ্রকার অভ্যাভিলাষের মোহে মুগ্ধ ও আবদ্ধ কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল "কোন্ পক্ষে সত্য আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ? তাহাদিগকে দেখিয়াই ত' আমরা আসিয়াছি, তাহারাই ত' আমাদিগকে আনিয়াছে, তাহাদের দুঃসঙ্গের মোহ পরিত্যাগ করিব কিরূপে ? তাহারা আমাদের অভ্যাভিলাষের প্রশ্রয় দেয়, ছেলেপিলেদিগকে আদর করে, আমাদের গৃহিণীগণের মনোরঞ্জন করে, ছেলে না হইলে ছেলে হওয়ায়, কন্যার পাত্র না জুটিলে পাত্র-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করে, রোগ হইলে তাকে চরণতুলসী পাঠায়, নিকটে আসিলে পুষ্পান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়ায়, তাহাদিগকে ছাড়িব কিরূপে ? যতই হউক, তাহারাও ত' গুরুদেবেরই শিষ্য, তাহারাই ত' নামধারী প্রচারক, তাহাদিগকে ছাড়িলে মিশন কিরূপে চলিবে ? গুরুদেবই ব তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই কেন ?"

যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী নহেন, যাঁহারা অতত্ত্ব বা হরিকথা শুনিবার কোন ধারই ধারেন না, লোকরঞ্জনকারী কথাকেই হরিকথা মনে করেন, যাঁহারা অভ্যাভিলাষের ঝুলি পরিয়া দীক্ষা-শিক্ষার অভিনয় করায় শ্রীচৈতন্যবাণীকে আদৌ দর্শন করেন নাই, তাঁহার সম্মুখেই আসিতে পারেন নাই, শ্রীচৈতন্যবাণীর কোন কথাই যাঁহাদের কাণে যায় নাই, যাঁহারা মঠের সাজা সাধু-সন্ন্যাসীর আদর করে, লৌকিকতা ও সামাজিকতাকেই গুরু করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে আত্মসংশোধন ও আত্মমঙ্গলের স্পৃহার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয় নাই, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় তাঁহারই কৃপায় অতি সুস্পষ্ট-ভাবে স্বপ্রকাশিত সৎ ও অসৎসঙ্গকে, আসল ও মেকীকে বেশীদাও দেখিতেছেন না—শ্রীল প্রভুপাদের

প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করিতেছেন না। শ্রীগুরুকৃপায় অতি স্পষ্টভাবে অতি যজ্ঞস্বরূপে আজ মেকী ও আসল ধরা পড়িয়াছে। একদিকে আত্মমঙ্গলকামী বলির ন্যায় নিষ্কপট আত্মনিবেদনকারী, আনুগত্য ও আশ্রয়ের জন্য চাতকের ন্যায় পিপাসু, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-প্রচারৈক-ব্রত, সুনির্মল পবিত্র অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলশিরোমণি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ-হৃদয় যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থগণ, যাবতীয় মহামহোপদেশক, যাবতীয় সেবাবিগ্রহ, যাবতীয় সিদ্ধান্তবিৎ, জড় প্রতিষ্ঠাশাত্যাগিগণ। আর একদিকে নিত্য অহি-নকুল-সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু সাময়িক-স্বার্থ-সাধনের জন্য সম্মিলিত মুষ্টিমেয় অন্যাভিলাষী মৎসর ব্যক্তি, যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন ধার ধারে না, যাহারা কাহাকে ঈশানুগত্য বলে, কাহাকে রূপ-রঘুনাথের কথা-প্রচার বলে, কাহাকে আন্দার বলে, কাহাকে আচার্য্য বলে, কাহাকে সেবা বলে, উহার কোন খবরই রাখে না, —এইরূপ কতকগুলি অপস্বার্থপর পাষণ্ড ব্যক্তি। একদিকে নির্মৎসরতা ও অতিমর্ত্য একের আনুগত্যের জন্য দৈন্য, আর একদিকে মৎসরতা ও স্বয়ংসিদ্ধ বহু মাটিয়া গুরু সাজিবার জন্য ধৃষ্টতা! সঙ্গের দ্বারাই সব পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ দিকে 'অজাতশত্রু' শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, বলির ন্যায় সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণকারী মহামহোপদেশক ভক্তিসুধাকর প্রভু, মহা-মহোপদেশক ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, কোন্ দিকে গুরু-বৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্যকারী ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রয়ী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী, ভক্তিরক্ষক শ্রীধরস্বামী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর, কোন্ দিকে শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবক নিষ্কপট ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী পরিব্রাজক গৌরজনবান্ধবগণ; আর কোন্ দিকে অতিমর্ত্য জগদ্গুরুর পাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডিগণ, নারকিগণ, মৎসরগণ, গুরুদ্রোগিগণ, গুরু-ত্যাগিগণ ও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় Commercial interest বা বেনেগিরির গোলামী ও চাটুকারিতায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ? কাজেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলায় সৎসঙ্গ ও দুঃসঙ্গকে অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন "সমধীলা গুরুদ্দি যৈ।" কপাল ভাল থাকিলে, হৃদয়ে অন্যাভিলাষ না থাকিলে, অন্ততঃ অন্যাভিলাষ ছাড়িবার নিষ্কপট স্পৃহা থাকিলে আমরা অবশ্যই সৎসঙ্গ বরণ করিয়া লইব।

---

# প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

**প্রশ্ন**

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়,—

সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৬শ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরস্তম্ভে পারমার্থিক মঠের নিয়মতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা পাওয়া গিয়াছে; তজ্জন্য আমরা আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাস অথবা কালাকৃষ্ণদাসকে অন্যাভিলাষিতা-যুক্ত দেখিয়া ভক্তসঙ্ঘ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন।

ভক্তসঙ্ঘে মিছাভক্তের স্থান নাই। কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দিব না—এই বিচারে, পরিণামে ব্যভিচার ছাড়িয়া সদাচার গ্রহণ করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে কোন অভক্তকে ভক্তসঙ্ঘে স্থান দিবার অভিনয় করেন নাই।

যে সমস্ত মঠবিরোধী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহারা অনেকেই যে ছোট-হরিদাস অথবা কালাকৃষ্ণদাসকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তথাপি শ্রীগৌড়ীয়মঠে—কেবলমাত্র কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দিব না—এই বিচারে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া তাহা-দিগকে মিশন হইতে বিতাড়িত করা হয় নাই। শ্রীগুরু

ছদ্মবেশে এই সমস্ত লোক মিশনের মধ্যে থাকিয়া অনেক বালিশের সর্ব্বনাশ ও প্রচারকার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিতেছে।

এই আপাত-বিরোধী সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কোথায়? কৃপাপূর্ব্বক সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন।—ইহাই প্রার্থনা।

মজঃফরপুর — হরিজনদাসাভাস
১০-৮-৩৭ — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

## উত্তর

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যের মহাবদান্যলীলার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণদাস বিপ্রকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, ভক্তসঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল জীবতত্ত্বের মূলতত্ত্ব সঙ্কর্ষণপ্রভুর অংশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাসকে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী বর্ত্মীশ্বরী শচীমাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সংশোধনের অবকাশ দিয়াছিলেন। যথা—

প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য, তুমহ ইহার চরিত।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইহ আমার সহিত॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টথারি হৈতে ইহারে আনিনু উদ্ধারিয়া।
এবে আমি ইহা আনি' করিলাঙ বিদায়।
যাঁহা ইচ্ছা, যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায়॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১০।৮৩-৬৫ )

কিন্তু—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, রাঘবেশ্বর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১০।৮৭ )

এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাঞা।
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১০।৭০ )

তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১০।৭৪,৭৫ )

যখন নবদ্বীপে, মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে 'মুটকী' ( ভাঙ্গাহাঁড়ি ) নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুদর্শন চক্রকে আহ্বানপূর্ব্বক মাধাইর মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট কাতর নিবেদন করিয়া জগাইমাধাই-এর প্রাণ ভিক্ষা করিয়াছিলেন,—

'মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু, এ দুই পামর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥

( চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৮৯ )

অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপদে যাহারা নানাভাবে নানা-প্রকার অন্যাভিলাষের 'মুটকী' নিক্ষেপ (?) করিয়া পাষণ্ডতা করিয়াছে [ মোর অঙ্গে বজ্র হানে তাহার তখন ], তাহা-দিগকেও শ্রীল প্রভুপাদ সংশোধিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন, তাহাদের ভাবী মঙ্গল কামনা করিয়া চিরতরে ভক্তসঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করেন নাই, প্রচারাদিকার্য্যে হরিকথার সঙ্গে, সাধুসঙ্গে বা আনুগত্যময় হরিকার্য্যেতে রাখিয়া তাহাদের সংশোধনের সুযোগ অবসর দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলা হইতেও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদের এই মহাবদান্যলীলার এখানেই বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একখানি পত্রে কোনও একটি পতনোন্মুখ শিষ্যকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটীকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা অপেক্ষা বহু-মানন করিতে, উহা প্রমাদ করিয়াছ • •। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য চতুর্থ পরিচ্ছেদের একটী কথা মনে হইল,—

সেই—প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন।
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে॥
সেই ঠাকুর ধন্য, তাঁরে চুলে ধরি' আনে॥

( চৈঃ চঃ অঃ ৪।৪৬-৪৭ )"

[ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ২০-২১ পৃষ্ঠা ]

শ্রীল প্রভুপাদ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত সেবককে এইরূপ চুলে ধরিয়া আনিয়া ভক্তসঙ্গে ও তীব্র শাসনের মধ্যে রাখিয়া তাহাদিগকে সংশোধিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন। আবার

সময় সময় তিনি জড়বিদ্যা ত্রয়ী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া কাহাকেও নিজ-সঙ্গ হইতে ও শুদ্ধভক্তিলাভ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বিতাড়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা গৌড়ীয়মিশনের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা এই সকল প্রস্তাব সত্য বলিতে পারিতেন ও এখনও পারিতেছেন। আবার অত্যন্ত নাস্তিক ও অত্যন্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে শ্রীল প্রভুপাদ যে গৌড়ীয়মিশন হইতে বিদূরিত করিয়াছেন, তাহারও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। ইহা গৌড়ীয় মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানেন। ঐরূপ কাহাকেও দিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বাহিরের কার্য্য করাইতেন—structure বা মিশনরূপী বপুর কার্য্য করাইতেন; কিন্তু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা শ্রীরূপরঘুনাথের বাণীর অন্তরঙ্গ সেবায় তাঁহাদিগকে প্রবেশাধিকার দিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনের দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত, রসতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ-লিখনাদি কার্য্য করাইয়াছিলেন। শ্রীরূপরঘুনাথের পাদপদ্মের অনুসরণপর সেই সেবাকার্য্যে তিনি নিষ্কপট ব্যক্তিগণকেই অধিকার দিয়াছেন। যাঁহারা 'Show bottle'রূপে বাহিরে কেবল দর্শনধারী প্রচারকের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরূপরঘুনাথের বা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত আনুগত্য করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিপাদগণ, অকপট মহাভাগবতোপদেশকগণ ও অন্যান্য নিষ্কপট সেবকবৃন্দ, যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত বাহ্যবপু বা মিশনের বিরাট্‌রূপে মুগ্ধ ও বঞ্চিত না হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে অবলম্বনপূর্ব্বক আদর্শ আচার প্রচার করিয়াছেন ও সকল সময় "সমাজীয়াশয়ে বিদ্বে"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাই নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদের অকপট কৃপা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কোন কোন অতি-পাষণ্ডচরিত্র ব্যক্তিকে চিরতরে বর্জ্জন করিয়াছেন এবং নিজ অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত তাহাদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। ইহা অন্তরঙ্গ-ভক্তগণকে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন এবং বাহিরের সর্ব্বসাধারণ্যেও প্রয়োজনানুরোধে সময় সময় জানাইয়াছেন, তাহারও উদাহরণ আছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও ৫ই নভেম্বর তারিখের 'Bombay Chronicle' দ্রষ্টব্য। উহাতে উপেক্ষিত ব্যক্তির কথা লিখিত আছে। শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ ও পরমশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীস্বরূপরূপানুগবর বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর ছোট হরিদাসকে সাধনা-প্রধানের ন্যায় ঐরূপ উপেক্ষিত ব্যক্তি অন্তত্র গমন করিয়া মৃত্যুপণ করিলে তাহাকে পত্রাদি দ্বারা কত উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে কত নিবেদন জানাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাস্তিক পাষণ্ডের "মুখ আর দর্শন করিব না" বলিয়া নিজ অপ্রকট লীলাবিহার-কাল পর্য্যন্ত আর ঐরূপ অপরাধীর মুখ দর্শন করেন নাই। পরম করুণাময় নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে যুগপৎ এইরূপ বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমলভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় যাঁহাদের দেখিবার সুবুদ্ধি ছিল, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, অপরে বঞ্চিত হইয়াছে।

---

## প্রশ্ন

১৩শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৩য় সংখ্যায় "শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয় প্রদানের ক্রম"—শীর্ষক প্রবন্ধে যে প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে পরমগুরু, পরাৎপর গুরু প্রভৃতির জয়দানের ক্রম বিচারমূলে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি?

নিবেদক—
শ্রীরাঘবরাঘব দাসাধিকারী

## উত্তর

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ ক্রম উক্ত হইয়াছে—

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ধামে গুরুং পরমং গুরুম্।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি ক্রমেদ্‌গুরুপরম্পরাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৩১ সংঃ)

অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু প্রভৃতি গুরুপরম্পরাকে যথাক্রমে প্রণাম করিবে।

# কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয় মঠে বক্তৃতা

গত ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৭ শনিবার সন্ধ্যায় বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রভুপাদচরণ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ সোমাধিপাদের নির্দ্দেশানুসারে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের সান্ধ্যসভ্যবর্গসমক্ষে কলিকাতার সর্ব্ব-বিদ্বজ্জন-সভায় সুপরিচিত ধর্ম্মপ্রাণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম পরিচালক সুপণ্ডিত-বক্তা শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ 'ভোগ ও সেবা' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঊর্দ্ধানীপুরের ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং মিঃ এস্ এন্ রুদ্র বার-য়্যাট্-ল ও রিটায়ার্ড ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ও জমিদার রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবি-রত্ন মহোদয় সভাপতির গলদেশে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে সুখপাঠ্যায়ক শ্রীপাদ নিত্যহিদাস ব্রহ্মচারীজী 'যশোমতীনন্দন' ও 'মানসদেহগেহ' প্রীতিদ্বয় কীর্ত্তন করিলে সভাপতি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়-নম্র বচনে শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে স্বামীজীর নিকট অদ্যকার আলোচ্য 'ভোগ ও সেবা' বিষয়ক বক্তব্য শ্রবণার্থ ঔৎসুক্য জ্ঞাপন করিলে স্বামীজী মঙ্গলাচরণ-পুরঃসর কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি পথের বাস্তবমঙ্গলের সন্ধান-দানে অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়া অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত ভক্তিমার্গের নিখিলকল্যাণদাতৃত্ব স্বপন মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। [স্বামীজীর এই বক্তৃতা সবরাঙ্গরে প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা থাকিল।] অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্যপূর্ণ ভাষায় নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।

## সভাপতির অভিভাষণ

"সভাদেষে উপসংহারে আমার কিছু কৃত্য আছে। আপনারা আমার ন্যায় একটি অযোগ্য লোককে এই সভার সেবায় যে অধিকার দিয়েছেন, তজ্জন্য কাহারও বিস্মিত হ'বার কোন কারণ নাই। কারণ, অমানীকে মান দান করাই আপনাদের স্বভাব, সুতরাং আমিও বিস্মিত হই নাই। আজ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর মহারাজের এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি সত্য সত্যই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে ক'রছি। অদ্যকার বক্তা, মঠের ভক্তগণ এবং সমাগত সজ্জনবৃন্দ, সকলের নিকটই আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অদ্যকার বক্তা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, মৌক্তবাদাদির সহিত বৈষ্ণবদর্শনের কোন্‌খানে প্রভেদ, তাহা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্য সকলেই যুক্তির বিচারে জগৎকে কেবল দুঃখময় দেখ্‌ছেন, আত্যন্তিক দুঃখ হ'তে নিষ্কৃতিলাভকেই মুক্তি ব'লছেন। বৌদ্ধেরা pessimist হ'য়ে জগৎটার বিলোপ-সাধনেই ব্যস্ত। বৈষ্ণব কিন্তু জগৎকে সেভাবে দর্শন করেন না, তিনি জগৎকে ভগবানের সেবার উপকরণ রূপে দর্শন করায় সর্ব্বত্র দুঃখময় দর্শনের পরিবর্ত্তে সবটাই আনন্দময়—রসময়-রূপে দেখেন। কেবল দেখ্‌তে জান্‌লেই হয়। ভক্ত চক্ষুকেও অন্ধকার দেখেন না, দেখেন চাঁদ হাস্‌ছে, আলোয় আলোময় হ'য়ে গিয়েছে। আঁধার চাইলেই আঁধার দেখতে হয়।

গোপীগণের কৃষ্ণে যাভাবিকী প্রীতি, সেই প্রেমের বলে তাঁরা সমগ্র বৃন্দাবনকে প্রেমময়—কৃষ্ণময় দেখ্‌ছেন। কৃষ্ণ-সেবাচেষ্টা ছাড়া তাঁদের আর কোন চেষ্টা নাই—অশনে বসনে শয়নে স্বপনে অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণই তাঁদের সর্ব্বস্ব। আর সেই বৃন্দাবনে থেকে—বাস ক'রে বাঁদরগুলি দেখ্‌ছে কি—কি ক'রে লোকের উৎপাত ক'রবে, চুরি ক'রে আলু কলা খাবে, সেবকগণের সেবায় বাধা দেবে, ইহাই তা'দের অহর্নিশ চিন্তা। বৃন্দাবনে এই বাঁদরের উৎপাত অনেকেই লক্ষ্য ক'রেছেন। এই বাঁদুরে চিত্তবৃত্তির আদর গৌড়ীয়মঠ করেন না। গৌড়ীয়মঠের অস্তিত্ব ও মহত্ত্বদেন বক্তা আমাদিগকে ভাল করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের সুখভোগ নিয়ে ব্যস্ত হ'লে ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে না; সম্পূর্ণভাবে তাঁকে আঁকড়ে ধ'রতে হ'বে, নইলে পথটা বড়ই পেছল, পতনের বিশেষ আশঙ্কা।

পথ একটা, কেবল angleof vision বদলাতে হ'বে।

জাহাজের উপর থেকে প'ড়ে একজন নাবিকের হাত পা ভেঙ্গে গেল, তা'তে সে ব'লতে লাগ্‌লো, "ভগবান্ কি মঙ্গলময়, তাঁর অনুগ্রহে আমার মৃত্যু হ'লো না—বেঁচে গেলাম।" নাবিক তার এত কষ্টের মধ্যেও দেখ্‌তে মঙ্গলময় ভগবানের হাত। তাই ব'লছি,—যে জগৎকে আমরা দেখ্‌বার ঝোঁকে কেবল দুঃখময় ব'লতে চাই, দেখবার ঝোঁক হ'লে তাকেই আবার পরম সুখময় দেখা যায়। করুণাময় ভগবান্‌কে আঁকড়ে ধর, সব দুঃখ হ'তে নিস্তার পাবে; তাঁতে আত্মসমর্পণ কর, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার বরণ কর। 'রসো বৈ সঃ' সেই রসময়—আনন্দময়ের পাদপদ্ম আঁকড়ে ধ'রতে পারলেই সব ঠিক হ'য়ে গেল। তবে এক-আধটুকু যে ভয় দেখা যায়, তা আমাদিগকে সজাগ রাখিবার জন্য।

পরমপূজ্যপাদ প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত এই গৌড়ীয়-মঠের মহত্তুদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউন। প্রভুপাদ এতবড় একটি প্রতিষ্ঠান মানবজাতির মঙ্গলের জন্য রেখে গিয়েছেন, তাঁর কার্য্য যাতে সুন্দররূপে চলে, তার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অদ্যকার বক্তা, গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য-দেব, সেবকগণ ও সজ্জনবৃন্দের নিকট আজ মঠের কিছু সেবাধিকার পাবার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রছি।"

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতির মহোদয় গৌড়ীয়মঠের বিশেষ বান্ধব সভাপতি মহোদয়ের সৌজন্য, অমায়িকতা, 'সত্য-নিষ্ঠা' প্রভৃতি গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অদ্যকার সভায় বহু কৃতবিদ্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরও সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে মাত্র-কএকজনের নাম প্রকাশিত হইল—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়; অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু; অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশকমিশনার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; মিঃ এস্, এন্ রুদ্র বার-এ্যাট্-ল; শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সলিসিটর; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ইঞ্জিনীয়ার ও কন্ট্রাক্টর; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত লালরঞ্জন হালদার প্রভৃতি।

---

# বিবিধ সংবাদ

## আচার্য্য-প্রকটোৎসব

আগামী ২০শে ভাদ্র ( ১৩৪৪ ), ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ শুক্রবার পরমমঙ্গলময় শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসর সৌম্যকর্ম্মী তিথি আমাদের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের যোগাসন অধস্তন বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজের শুভপ্রকটবাসর। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অনুগত যাবতীয় মঠে ঐ দিবস আচার্য্য-মাহাত্ম্যালোচনমুখে সর্ব্বশুভপ্রদায়িনী আচার্য্যাবির্ভাব-তিথি পূজিতা হইবেন। তন্মধ্যে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঐদিবস বিশেষভাবে মহাসমারোহে আচার্য্যাবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদিত হইবে। আমাদের সতীর্থ গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণের সকলকেই আমরা কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই উৎসবে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি আমাদের আর একটি বিশেষ নিবেদন,—তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দনপত্রাদি দিতে চাহিলে তাহা যেন ঠিকানায় যথাসময়ে 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, বাগবাজার' পূর্ব্বাহ্ণেই প্রেরণ করেন। উৎসবের আনুকূল্য প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি-নামে পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

## জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

আগামীকল্য ( ১৩ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট ) কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ-মুখে পালিত হইবেন। মধ্যরাত্রে শ্রীভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবলীলা

ব্যাখ্যা হইবে। গৌরলীলানিবেশব্যতীত কৃষ্ণলীলা-রসোপলব্ধি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আগামী পরম নবমীবাসরে সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সারস্বতপ্রবণসদনে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ঐ সভায় বিশিষ্ট বক্তৃগণের বক্তৃতা হইবে।

## শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব উৎসব

গত ২২শে আগষ্ট (১৯০৭) রবিবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে সারস্বতপ্রবণসদনে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। সভারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই বলদেবমাহাত্ম্যসূচক কীর্ত্তন হইতে থাকে, অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘা বক্তৃতা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন। এই দিবস দিবারাত্র মুষলধারে বৃষ্টি হইলেও উৎসবে অগণিত লোকসমাগম হইয়াছিল। রাত্রে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অদ্য এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত হইয়া সমবেত বহু শুদ্ধভক্তসজ্জনের নিকট শ্রীবলদেব-গুরুদেব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের কৃপাবলেই কৃষ্ণকৃপাপ্রদানে সমর্থ।

শ্রীধাম মায়াপুর, চাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ এবং অন্যান্য মঠেও শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত্যে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

## ঝুলনযাত্রা

কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং অন্যান্য শাখা মঠসমূহে গত ১লা ভাদ্র (ইং ১৭।৮।০৭) মঙ্গলবার একাদশী হইতে ৬ই ভাদ্র রবিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে কীর্ত্তন মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিকলীলাস্থান শ্রীরঙ্গস্থানসমূহখদিরকুঞ্জে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসীজীর সেবোৎসাহে ঝুলনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসবও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

## শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

বিগত ২২শে আগষ্ট রবিবার ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় গৌড়ীয়-সম্পাদকের "ভোগ ও সেবা" সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া ভোগ ও সেবা বাহ্য-দৃষ্টিতে একপ্রকার মনে হইলেও এতদুভয়ের মধ্যে কি প্রকার আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা অতি বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

## বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা

অদ্য (১২ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট) সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে বাগ্মিবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ" বিষয়ে সারস্বত-প্রবণ-সদনে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯০৭) ১৮ই ভাদ্র, শুক্রবার কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে আশ্রমভক্ত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হেড্ ই, বি, স্কুল্‌বেঙ্গ) মহোদয় Sir Radhakrishnan M. A. D. Lit মহাশয়ের সভা-পতিত্বে "How east and west can meet" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আশুতোষ কলেজ হলে আশ্রিত সি, সি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও আশ্রমভক্ত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'Message of the Vedanta' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

## নগর-সংকীর্ত্তন-গৌড়াযাত্রা

গত ২২শে আগষ্ট (১৯০৭), ৬ই ভাদ্র (১৩১৪) রবিবার দ্বিপ্রহরের পর হইতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকায় ঐদিবস পূর্ব্বঘোষণানুযায়ী নগর-সংকীর্ত্তন-গৌড়া-যাত্রা বাহির হইতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৪৪৩, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন। —শ্রীল প্রভুপাদ

ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয়-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহাগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধ-ফলে তাঁহাদের বিচারে জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।

—শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ৭ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮পৃষ্ঠা

ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।

"আমি অধিক বুঝি আর অন্যগুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন"—এইরূপ অহঙ্কারকারিজনের অপরাধ-বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্ত-সভায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—শ্রীল প্রভুপাদ, অনুভাষ্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।১৪

# আচার্য্যাবির্ভাব

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন,—

ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেই মত তিথির চরিত্র॥
( চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪৮ )

যেরূপে প্রভুর অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেইরূপ নকুল, ভরত, লক্ষ্মণ॥
তাঁহারা যেরূপ প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্ম-কর্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥

প্রমাণ—

( তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে ২৫৭।৫৭, ৫৮ )
যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা চৈবৈব যান্তীহ মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া।
পুনস্তেনৈব যান্তীহ তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥
( চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।১৭১-১৭৬ )

শ্রীবাসদেবের এই বাণী হইতে আমরা জানি যে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাবতিথি সমভাবে পরম-পাবনী। বৈষ্ণব জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন। কর্ম্মফলের দ্বারা বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব ইহজগতে আবির্ভূত বা লোক-লোচনের অন্তর্হিত হন না। লোক-কল্যাণ ও ভক্তভোষণের জন্যই তাঁহাদের প্রকটাপ্রকটলীলা।

যাহারা 'দাম্ভিক' অর্থাৎ যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন, তাঁহারাই মুখে 'বিষ্ণুপূজা' ও 'শুদ্ধপূজা' প্রভৃতি স্বীকার করিয়াও বৈষ্ণবপূজার অপরিহার্য্যতা স্বীকার করেন না। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, মায়াবাদী, পঞ্চোপাসক ও বিদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিষ্ণুপূজার অভিনয় করেন। কিন্তু বিষ্ণুপূজা অপেক্ষাও বৈষ্ণবপূজা শ্রেষ্ঠ - ইহা তাঁহাদের বিমুখ-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। এই জন্যই শাস্ত্র তাঁহাদিগকে 'দাম্ভিক' বলিয়াছেন। তাঁহারা কখনও বিষ্ণুর প্রসাদ-ভাজন হন না।

"মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥"

প্রমাণ—

তথাহি—( হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩।৭৬ )
অর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ানার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥
( চৈঃ ভাঃ আ ৬।৯৮-৯৯ )

যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজার অভিনয় করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা 'দাম্ভিক'—কখনই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র নহে।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস প্রভুর বাণী উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—'শুন, শুন, বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধসব পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
মোর পূজা, মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারো বিঘ্ন ঘরে॥
মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥'
( চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৯১-৯২, ৯৫-৯৬ )

বৈষ্ণবের প্রতি প্রেমভক্তিদ্বারাই আমাদের কি অর্চ্চাবতার, কি শ্রীনামাবতার, কি সাক্ষাৎ ভগবান্—সকলেরই সেবা লাভ হয়।

কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে নহে, শ্রীরামানুজ শ্রীমধ্বাদি সম্প্রদায়েও বৈষ্ণবপূজার শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের "প্রপন্নামৃত"-গ্রন্থ হইতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের যে উপদেশ আহরণ করিয়া তৎসম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র ৭ম বর্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে 'বৈষ্ণব-পূজা'

সম্বন্ধে কএকটি উপদেশ উদ্ধৃত হইল। এই সকল শ্রীরামানুজাচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ।

যদেদিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সদা কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা॥
পূর্ব্বাচার্য্যোক্ত বাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্ত্তয়েৎ॥

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। *

বিহায় বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।
বিনশ্যেৎ স নরঃ প্রাজ্ঞ রাগাদি প্রেরিতো যদি॥

প্রাজ্ঞ পুরুষ বিষয়াসক্তিক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যমাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবানামনুষ্ঠানে নোপায়-মতিমুদ্বহেৎ।
উপেয়মেব সততং উদ্বহেৎ সুধিয়ামনাঃ॥

বৈষ্ণবসেবায় উপায়-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপেয়-বুদ্ধি সর্ব্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায়, এরূপ বুদ্ধিকে উপায়-বুদ্ধি বলে। অন্য বহু সুকৃতি-ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়, এই বুদ্ধিকেই উপেয়-বুদ্ধি বলে।

নাত্ম ভাগবতৈঃ সার্দ্ধং সাম্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।
প্রাকৃতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি।
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি-জলং পিবেৎ॥

আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের দৈবাৎ সংস্পর্শ মাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণব-চরণামৃত পান করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজাবিধেরুত্তমং
শ্রীবিষ্ণোরধিকং ততো গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবারাধনং।
তীর্থাদ্যচ্যুতপাদজাদ্ গুরুতরং তীর্থং তদীয়াঙ্ঘ্রি যৎ
তস্মাদিত্যমতন্দ্রিতোভব সতাং তোষং সমারাধনে॥

বৈষ্ণবদিগের আরাধন—ভগবানের উত্তম পূজা-বিধি। বিষ্ণু-অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদজল বিষ্ণু-পদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিতরূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান্ হও।

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত অনুবাদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন—

"সবার চরণরেণু বৈষ্ণব নিকটে।
হৃদয়ে ধরি' গড়াইব নিষ্কপটে॥"

—কল্যাণকল্পতরু দৈন্যময়ী প্রার্থনা ১

শ্রীল প্রভুপাদ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৩, ১৯শে ভাদ্র) শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বৈষ্ণবসম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"বৈষ্ণবের নিত্যসম্পত্তি—'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকেও নিয়ে দিয়ে দেন, তা'হ'লেও তাঁর কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিতে পারেন। ** নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই ক'রে' ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ক'র্‌বার জন্য আমরা যেন অনন্তকাল প্রস্তুত থাকি। বৈষ্ণবের সেবক হইলেই জীবের সাফল্য।"

( বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, ৩১ ও ৪২ পৃঃ )

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের কথিত "ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র। বৈষ্ণবের সেই মত তিথির চরিত্র॥" এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের কথিত "যদেদিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ। প্রতিপত্তিং সদা কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা॥" অর্থাৎ "স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করতঃ তাঁহাদের সেবা করিবে"—এই উপদেশাবলী মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আমরা আগামী ১৯ হৃষীকেশ, ২৫ ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বনামধন্য যোগ্যতম অধস্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী দশাধ্যণ্ডনাধরবর পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী—আর তদধস্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি ভাদ্রী শুক্লাপঞ্চমী তিথি। বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি শ্রীঅদ্বৈতশক্তি সীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথির সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতজননী শ্রীঅদ্বৈতশক্তি সীতাদেবীরও আবির্ভাব; অতএব এই শুভদা পতিতপাবনী পঞ্চমী-তিথিকে আমরা বন্দনা করি।

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শকাব্দা ১৮১৭, বঙ্গাব্দ ১৩০২, খৃষ্টাব্দ ১৮৯৫, ২রা ভাদ্র, রবিবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শুভ বৈষ্ণবগৃহে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতেই তাঁহাতে শ্রীহরিনাম, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীমদ্ ভাগবতে নৈসর্গিকী প্রীতি ও অসৎসঙ্গে বিতৃষ্ণা লক্ষিত হইয়াছিল। অতি বাল্যকালেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তে ও ভগবৎসঙ্গীত-বিদ্যায় স্বাভাবিকভাবেই পারঙ্গত ছিলেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে সঙ্গীত বা মৃদঙ্গ-বাদনাদি শিক্ষা করেন নাই, অথচ এই বিদ্যায় তিনি অত্যাশ্চর্য্যরূপে পারঙ্গত হইয়া তাহা একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবতোষণ-সেবায় নিযুক্তা করিবার অধিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার আদর্শ আচার, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতীর শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তে অধিতীয় সহজস্ফূর্ত্তি তাঁহাকে ভক্তিবিনোদধারার যোগ্যতম অধস্তনরূপে প্রকাশিত এবং তাঁহার আচার ও প্রচারময় নির্ম্মলতম চরিত্রই সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ সিদ্ধান্ত-ভাণ্ডারের একমাত্র মূল সংরক্ষকই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু। একমাত্র তাঁহারই আনুগত্যে ভক্তি-বিনোদ ধারার শ্রীস্বরূপরূপানুগ সিদ্ধান্তে প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে। তিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চাশত্তম আবির্ভাববাসরে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীব্যাসপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন। প্রথম বৎসর হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পদ্য বা কীর্ত্তন সহযোগে যে সকল অঞ্জলি রচিত হইয়াছিল, তাহা সকলই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর লেখনী ও মৌলিক সিদ্ধান্ত-প্রসূত। প্রথম বৎসরের ব্যাসপূজায় রচিত শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিটীও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুরই লেখনী-সম্ভূত। অধিক কি, সেই বৎসর হইতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি বৎসর শ্রীব্যাসপূজার দিবস প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই ব্যাসপূজার প্রথম অভিভাষণে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়ধারার নিত্য প্রবাহমানতা স্থাপন করিয়া একদিকে যেমন নির্ব্বিশেষ-বাদকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, আর এক দিকে তেমনি ইঙ্গিতক্রমে তাঁহার অধস্তন একমাত্র মহাভাগবতপ্রধানের কথাও জানাইয়াছিলেন—

"আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেবদাস্য পরিহার করিয়া কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই।" ইহা দ্বারা লোকশিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহ অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেবের দাস্যে নিত্যকাল থাকিয়া শ্রীনামভজনের উপদেশই প্রদান করিয়াছেন। ইহাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে, 'বাসুদেবোঽমৃতস্যাস্তে স্থাস্যতীতি মতির্মম' —এই স্পষ্ট আদেশ বা প্রভুপদেশের দ্বারাও শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রথমবর্ষের শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদ যে "প্রতি-সন্ধাধন" দিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পূজা ও আরাধনের নিত্যত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তি-সিদ্ধান্তরহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কার-বিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকসূত্রে ভ্রৌতপথ পরিহার করিতেছি। তজ্জন্যই অবৈধিক হইয়া কর্ম্ম-বিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি।

এই দুর্দ্দিনে শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাসসূত্র প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণনা করিতে অসমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই উপাস্যবস্তুর যে ভজন-চেষ্টা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেমবিস্তারকারী শ্রীরূপের আনুগত্যে ভজনরতিবিগ্রহ শ্রীরাসগোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবা-বিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ হইতেছিলাম। শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুগমনে শ্রীজীবপাদ আমার কেশ

আকর্ষণ করিয়া শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপদ্মের নিত্যদাসরূপে আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনরোত্তমপাদপদ্মরূপে দর্শন করিবার সুযোগ পাই। আমি এই বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র জীব। সেই বিশ্বনাথ প্রভু আমাকে বিপথ-গমন হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আবাহন করিয়াছেন। বিপৎকালে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্য লাভ করিয়া শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীউদ্ধবদাসের বলসঞ্চারকারী বেদাগাচার্য্য আমাকে তর্কপথের সঙ্কট হইতে শ্রৌত-ন্যায় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জগতের নাথ অভিন্ন আশ্রয় মূর্ত্তিতে আমার অকপট-চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ-লেখনী ও আচরণ প্রভৃতি বিকুণ্ঠ্যাস-দ্বারা আমাকে কৃষ্ণ-বৈপায়নের মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে অভিন্ন ব্রজভূমি নবদ্বীপে অন্তঃস্থলী শ্রীরূপতটে আশ্রয় দিয়াছেন।

আমি প্রাপঞ্চিক ভোগভূমিজ্ঞানে সে ব্রজভূমি-গৌরা-দর্শনে ব্যহচেষ্টায় ধাবিত হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া যে শ্রীগৌরকিশোর-বিগ্রহ আমাকে তাঁহার পদ-রেণুতে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃতবিগ্রহের পদরেণু-ভূষিত হইয়া আজ আমি শ্রীচরিতামৃত লিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট আমার পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা করিতেছি।

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয়, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ-মাঝারে॥

সেই পতিতোদ্ধারণ বাঞ্ছাকল্পতরু মহাবদান্য নিত্যানন্দ-বিগ্রহ আমাকে সর্ব্বতোভাবে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। আপনারা সকলেই বৈষ্ণব—আমার সেই প্রভুরই বিলাসবিগ্রহ বৈষ্ণব-প্রকাশ। আপনাদের চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনারা আমার প্রিয় বান্ধব—বিপৎকালে একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা।"

( শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—১ম, ১৯, ২১ পৃঃ )

শ্রীল প্রভুপাদের কথিত এই আম্নায়ধারার নিত্যত্ব-সংরক্ষণ-সেবা শিক্ষা প্রদানের জন্য ও বিকুণ্ঠপার্ষদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকুলপ্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর শ্রীরূপরঘুনাথের দাসীর অচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের সকলের আশ্রয়স্থল হইয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় সকলকেই ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষাদান, সদাচারে সংস্থাপন ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের ন্যায় গ্রন্থাদি রচনার মৌলিক প্রেরণাদানকারিরূপে ব্যাসাক্তিবিগ্রহ শ্রীআচার্য্যপাদ। অতএব যাঁহারা নিষ্কপটে ভাক্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপরূপানুগবিরোধী সিদ্ধান্তবিপ্লব-হরণলীলা ও তাঁহার মনোহভীষ্ট-সংস্থাপন-সেবায় একতানে সম্মিলিত হইতে চাহেন; তাঁহারা এই আচার্য্যপূজায় অবশ্যই যোগদান ও তজ্জন্য উপায়াদি সংগ্রহ ও প্রেরণ করিয়া স্ব স্ব অকৃত্রিম ভক্তিবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিবেন।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা," "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো'হেন পামরপ্রতি হবেন সদয়॥"—শ্রীরূপানুগবর দুই ঠাকুরের এই শিক্ষা শিরে ধারণ করিয়া এই দুর্দ্দিনে আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যপূজায় ঐকান্তিকতা অবলম্বন করিব। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কথিত কতিপয় "কলিগুরুচর" গুরু আম্নায়ধারা অস্বীকার, বৈষ্ণব মহান্ত-গুরুর আবির্ভাবের নিত্যত্ব অস্বীকার ও বৈষ্ণব পূজার অপরিহার্য্যতা অস্বীকার করিয়া নাস্তিক অর্ব্বাচীন মত প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে! এই দুর্দ্দিনে প্রবল ভাবে বৈষ্ণবপূজা, আচার্য্যপূজা ও রূপানুগশুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রচার সকল শুদ্ধবৈষ্ণবেরই একসহযোগে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমরা বিষয়ি-ভোগী বা বিষয়ি-ত্যাগীর মত শ্রবণ না করিয়া শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভক্তি-সিদ্ধান্ত ও সদাচারকে অবলম্বন করিব এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে গাহিব—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

—০:৪০:০—

# এ রোগের ঔষধ কি ?

কাল কলি—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানাপ্রকার অনাভিলাষের আবাহন এযুগে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রকৃতি। আবার ইহা অপেক্ষা গুরুতর অসুবিধার কথা এই যে, এ যুগে সাধুর বেষে অবৈষ গুরু ও কলি উহাদের দলবলসহ ধর্ম ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষকার্য্যে নিযুক্ত। তাহাতে অনাদি বিমুখ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কৃতির ফলে অধিক পরিমাণে বিপথগামী হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। আর যাহারা কোমল-শ্রদ্ধ বা যাহাদের কিছু সুকৃতি আছে, তাহাদিগকেও বিপথগামী করিবার জন্য বহুসংখ্যক ভণ্ডব্যক্তিগণ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া থাকে।

যখন প্রতাপান্বিত কলিরাজ ও তাহার অনুচরগণ দেখিতে পাইল যে, জগতে গৌরনিজজন নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ সপার্ষদ আচার্য্য-কেশরী ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ড কলি সভয়ে আত্মগোপন করিতেছে ও নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, সেই সময় উপস্থিত হইলেন শুক্রাচার্য্য। তিনি কলির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'দুঃখ করিও না—আমিও তোমার দলের লোক। আমি চিরদিনই শ্রুতি-বিরোধী—বার্হ্য-বিরোধী। এই জন্যই একচক্ষুহীন। এতদিন আমিও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম, তোমার ও আমার মধ্যে পরস্পর যদি সহযোগিতা হয়, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। আমিত তোমার চিরদিনেরই বন্ধু, মনে নাই কি? আমিই দৈত্যরাজ বলিকে বাধা দিয়াছিলাম। শ্রীগৌরাবতারকালে ও তৎপরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্যানুগত্যের ছলনায় কপট সাধুর বেষে কিরূপ নির্ম্মল আত্মধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছিলাম। কেহ আমাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করে নাই; কিন্তু এখন বড়ই অসুবিধা, বর্ত্তমানে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং আমাদের প্রভাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য সাধুর বেষ গ্রহণ করিয়া ইহাদের দলে প্রবেশ করিতে হইবে। সাধুর বেষ ব্যতীত শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার আর অন্য উপায় নাই। পরে আমাদের বিশ্ববিজয়ী নামের প্রভাবে আরও লোক সংগ্রহ করিয়া আমাদের বল পুষ্টি করিতে পারিব।

এক সময় পৃথু রাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞে ইন্দ্র সাধুর বেষ গ্রহণ করিয়া পৃথুরাজার যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করার চেষ্টা করিয়াছিল (কেননা, সাধুর বেষ ছাড়া যজ্ঞশালায় কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না)।

ইন্দ্র যখন পৃথু রাজার যজ্ঞে কপট সাধুর বেষে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সেখানে আরও অনেকে ছিলেন, পৃথু-রাজাও ছিলেন, কিন্তু কেহই সন্ধান পান নাই যে, নূতন আগন্তুক—ছদ্মবেশী ইন্দ্র। তন্মধ্যে একজনের চক্ষে কেহ ধূলি দিতে পারেন নাই, তাঁহার নাম অত্রি ঋষি। তিনি ঐ কপট বেষধারীকে চিনিয়াছিলেন এবং পৃথু-পুত্রকে তাহাকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথুপুত্র যখন বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কপট ইন্দ্র সাধুর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে এবং ঐ যজ্ঞ যাহাতে পূর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য নানা উপায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

বর্ত্তমানেও তাহার পুনরভিনয় চলিতেছে। 'পরম করুণায় আচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তি পুনঃসংস্থাপন করিয়া যখন নিত্যধামে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন শুদ্ধভক্তি রক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিয়া যান, —তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের উপর। কারণ কলি ও শুক্রাচার্য্যের প্রভাবকে একমাত্র তিনিই দমন করিতে পারিবেন, ইহা তিনি জানিতেন। তখন কলি ও তৎসহচরগণের হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হর্ষের কারণ—আর এখন আমাদের পায় কে? কিন্তু যখন শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের ভার অর্পণ করিলেন বর্ত্তমান আচার্য্যের উপর, তখনই তাহারা প্রমাদ গণিল, কারণ কলি-নিগ্রহকারী পরীক্ষিতের মূর্ত্তবিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্যপাদের অসত্যের বিরুদ্ধে কঠোরতা ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কলি-শুক্রাচার্য্যের অনুবর্ত্তিগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে 'ব্রহ্মচারী' উপাধিধারী জনৈক বাক্যবাগীশ যমদগ্নিসিংহ অকলে প্রচারে আসিয়াছিলেন,

তখন ঐ ব্যক্তি আমার ও আরও কোন কোন ব্যক্তির সম্মুখে বলিয়াছিলেন—'ভাবী আচার্য্য যিনি আসিতেছেন, তিনি মিশনে যে সমস্ত গোলমাল প্রবেশ করিয়াছে, সে সমস্ত নির্ম্মূল করিবেন—তিনি পাখনা উড়াইবেন।' ঐ সময় ভাবী আচার্য্যপাদের নাম ও তাঁহার আবির্ভাব-স্থানের কথাও উক্ত প্রচারক বলিয়াছিলেন। পরে শিখা-কৌপীনদণ্ড-ত্যাগী ইংরাজী ফুলঝুরি ফুটান' এক সন্ন্যাসি-ক্রবের প্ররোচনায় শ্রীহট্ট হইতে ঢাকায় আসিয়া তাঁ'র সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বাক্যবাগীশ মহাশয় গোপনে করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে অপরাধী এক সাদা-গুরুর সহিত মিলিয়া অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হন। কলি-গুরুাচার্য্যের সহচরগণ বাক্যবাগীশ যুবকটীর দ্বারা তাহাদের হৃদয়স্থ বিষগুলি উদ্গীরণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা ঐপ্রকার কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। আচার্য্যদেবের আনুগত্য না চলিলে গত্যন্তর নাই- দেখিয়া শুষ্কভক্তির পথে কণ্টকপ্রদানকারীর প্রধানগণ গৌরপূর্ণিমায় বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের "জয়ধ্বনি" দ্বারা মঙ্গলারাত্রিক করেন। বিগত গৌরপূর্ণিমার পূর্ব্বে আচার্য্যবিরোধিগণের প্রধানতম পাণ্ডা ঐ যুবকটীর নিকট এক তার প্রেরণ করেন। ঐ যুবকটীর স্বহস্ত-লিখিত পত্র আমার নিকট বর্ত্তমান আছে। তাহা ইংরাজী ২৪।৩।৩৭ তারিখে লিখিত। তাহাতে লেখা আছে—"ঐপাদ কু ০ ০ কাল্‌কে আমাকে একটি টেলি দিয়াছেন। পুনরায় চাঁপাহাটি হইতে তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের অনু-মোদন-অনুজ্ঞায় বিষয়টী সকলে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই দ্বিধাবোধ না করিয়া সত্বর শ্রীমায়াপুর আস।" টেলিগ্রামের ভাষা এই—"Matter taken up favourably, come immediately without hesitation, Prabhupad's commandment". ঐপত্রে আরও লিখিত আছে—"শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বিরোধিতা করা উচিত নয় এবং উহা দ্বারা মঙ্গল হয় না। বৈষ্ণবাপরাধের ফল অত্যন্ত ভীষণ, কাজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয়।- শ্রীপাদ বাসুদেবদা আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ০ ০ ০। ইহাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। ০ ০ কাজেই কোনও গোলমাল নাই।"

তারপর শ্রীমায়াপুরে গৌরপূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে শ্রীযুতবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্য-পদ ঘোষণা করেন এবং শ্রীযুক্ত ভারতী, বন প্রভৃতি তাহারই দোহার-গিরি করিয়া আচার্য্যচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সেইদিনই অপরাহ্নে বর্ত্তমান আচার্য্যানুগত্যবিষয়ে বিরাট সভায় বক্তৃতা দেন। ইহা মায়মনসিংহবাসী প্রত্যক্ষদর্শিগণ সকলেই জানেন। ব্রহ্মচারী-উপাধিধৃক্ উক্ত যুবক মায়মন-সিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে তথায় ও আমার বাড়ীতে মঙ্গলবাড়ী-গ্রামে আমরা যখন শ্রীশ্রীল রাধা-গোপীনাথ জীউ শ্রীবিগ্রহের ভজনে আচার্য্য-অভিন্নভজনতা করি, তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মঠাশ্রিত ও গ্রামবাসী বহু ব্যক্তির সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে "আচার্য্যধারা কখনও রুদ্ধ হয় না,—গঙ্গার ধারা যেমন কোথাও ক্ষীণ, কোথাও প্রবল-বেগে প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার আচার্য্যগণও কেহবা বিপুলভাবে, কেহবা সামান্যভাবে জগতে হরিভক্তির কথা প্রচার করিয়া যান। আচার্য্যধারা আচার-প্রচার-পরায়ণ আচার্য্যের দ্বারা চিরদিনই অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইবে। এই মহাগুরুবাদ স্বীকার না করাই মায়াবাদ"—ইত্যাদি বহু কথা অশ্রুসিক্তবদনে কীর্ত্তন করেন এবং এই প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এক যুগের অধিককাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠ আশ্রয় করিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই প্রভুপ্রেষ্ঠরূপে—তাঁহা আচার্য্যরূপে দর্শন ও অনুসরণ করিতেছেন। বিগত বাংলা ১৩৪৭ সালে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংএ অবস্থানকালে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা দেখিবার জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর হস্তে প্রদান করেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ঐ প্রবন্ধটির কোন কোন স্থান পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীহস্তে অর্পণ করিলে প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি সবকথা-গুলি গুছাইয়া বলিতে বা লিখিতে পারি না, কিন্তু একমাত্র বাসুদেবই আমার কথাটা সর্ব্বতোভাবে গুছাইয়া দিতে পারে ও ঠিক ঠিক ধরিতে পারে' ইত্যাদি আরও বহুকথা উক্ত ব্রহ্মচারী নামধারী আমাদের সেই সভাস্থলে শ্রীবিগ্র-হের সাক্ষাতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখেরই সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি-দ্বারা ও বিভূপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুই যে একমাত্র আচার্য্য, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। মঙ্গলবাড়ীতে অবস্থানকালে বহু-

শতবার তিনি বিলাতফেরৎ এক সন্ন্যাসিনামধারীর প্ররোচনায় ঢাকা-মঠে বিগত শ্রীব্যাসপূজা-কালে নিত্যারাধ্য আচার্য্যপাদের চরণাশ্রয়তা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে—এই সমস্ত কথা অত্যন্ত আবেগের সহিত, দুঃখের সহিত, অনুতাপের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি আমাকে ও বহু ভক্তাভাতকে আরও বহুবার বলিয়াছিলেন, 'যদি আমরা হরিভক্তির পথে নিষ্কপটে অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে তিনটি ব্যক্তিকে অনুসরণ করিতে হইবে—প্রথম শ্রীল বাসুদেবপ্রভুকে, দ্বিতীয় শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকরপ্রভুকে, তৃতীয় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে; ঐ ব্যক্তি আরও বলিয়াছিলেন—মিশনে অনেকের সঙ্গে অনেকের বিরোধ আছে, কিন্তু এমন একজন লোক আছেন, যাঁহার সঙ্গে এই মিশনের কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ কাহারও বিরোধ নাই—তিনি 'অজাতশত্রু' শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—'নিষ্কপট গুরুসেবকগণের অন্যতম গুরুদেবতাত্মা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকরূপে যখন শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারোদ্দেশে এক বিশিষ্ট জ্যোতিঃস্থানে সুপরিচিত নাগরিকের গৃহে উক্ত বক্তাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ঐ জ্যোতিষী শ্রীধর মহারাজের হাত দেখিয়া বলেন, "আপনাদের মধ্যে ইনিই (শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে দেখাইয়া) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সূক্ষ্ম বিচারে সুনিপুণ, ইঁহার কখনও শুদ্ধভক্তির পথ হইতে অধঃপতন হইবে না আর আপনি গৈরিকধারী হইলেও আপনার সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সংশয় আছে।"

বিগত ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক মাসে ঊর্জ্জব্রতকালে আমার প্রায় একমাস ঢাকা-মঠে অবস্থান করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তখন প্রায় প্রত্যহ ভোরে আচার্য্যবিরোধিদলের প্রধানতম নিয়াটকায় 'মহারাজ' আমাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন এবং সেই সময় মিশনের বহু গোপনীয় কথা অর্থাৎ কতকগুলি লোকের স্বতন্ত্রতার কথা, অনাচারের কথা, লাল কাপড় পরা ব্যক্তির অবৈধ আচারের কথা, শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ মতবিরোধমূলে কোন প্রধান (?) ব্যক্তিকর্ত্তৃক শূদ্রোচিত অশৌচ পালন ও ব্রাহ্মণস্রাদ্ধ সম্পাদনের কথা, বাগবাজারের কোন ব্যক্তির বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে আগত বরযাত্রিগণকে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থান করিতে দেওয়ায় মঠনিয়মের বিরোধী কোন কোন অনাচার প্রকাশ ও তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিবার কথা বলেন; আর একদিন আমার বুকে হাত দিয়া বর্ত্তমান আচার্য্য-বিরোধিগণের অন্যতম এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখুন, এমন কু—• • বাবু, তিনিও—!! দুঃখের কথা কি বলিব! আমরাও কি এখন এক জায়গায় ব'সে পড়িতে পারি না?" তৎকালে তিনি ঢাকা-মঠ-নির্ম্মাণ-সম্পর্কে বর্ত্তমান বিরোধীদলের কোন এক ব্যক্তির বিশেষ বিরোধিতার কথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন। এই সে দিন আমার বাড়ীতে বসিয়াও বাক্যবাগীশগ্রী বলিয়াছিলেন যে, যাহারা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা আছে এবং প্রত্যেকেই নানা দোষযুক্ত (এই সঙ্গে আমাদের একটি লোকের গুরুগিরি চালাইবার কথাও বলিয়াছিলেন); কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিনজনই (শ্রীল বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু) সর্ব্বদোষমুক্ত। তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—আমরা যে প্রচার করি, উহার যাত্ত যোগান—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, আর ভক্তিসুধাকর প্রভু; ইঁহারাই গৃহস্থের বেশে বাস্তব-ত্রিদণ্ডী। ইঁহাদের সাক্ষাতে কোন প্রকার বিরুদ্ধবিচার উত্থাপন করিতে সকলেই ভয় পায়। আর শ্রীল বাসুদেব প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বিগ্রহ; তিনি শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর আকর-স্থান।

বিলাতী আয়ব্‌কায়দায় ওয়াকিফ্‌হাল সন্ন্যাসিব্রুবের কিছু ইংরাজীতে বক্তৃতাশক্তি আছে বলিয়া বা যে যত কথা বলিতে পারে, সে তত বড় বৈষ্ণব, তাহা নহে। "পাণ্ডিত্যে চপলং বচঃ"—এই বিচারানুযায়ী তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসবিধি-নিয়মগুলি যথা—শিখা, কৌপীন, দণ্ড প্রভৃতি "বর্ণ-ছাপ-ব্যবহারাং কারণং বলদেব হি" এই প্রমাণবলে পরিত্যাগ করিয়া Colour দেওয়া জামা ও অন্যান্য নৌখিন জিনিষে সজ্জিত হইয়া মুণ্ডী হইবার পরিবর্ত্তে টেরী কাটিয়া

underwear পরিয়া মুরুব্বিয়ানার ধরণ উড়াইতেছেন! ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আরও একখানা চিঠি আমার দেখা আছে। বাঙ্গালা ১৩৪৩ সনে উর্জ্জব্রতকালে পুরী হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ চাকায় লিখিয়াছিলেন,—"যেহেতু তাহার (ঐ সন্ন্যাসিকবের) নানা প্রকার বিরোধি-বিচার উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু বিলাতে যাওয়ায় ** মহারাজ (ঐ ব্যক্তি) অত্যন্ত হতাশ ও নিরাশ হইয়াছেন।"

আচার্য্যবিরোধিদলের অপর এক ব্যক্তি ৮০০৲ শত টাকা হরিসেবার জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আগমন করিলে তাঁহার সন্ন্যাসের দণ্ড শ্রীল প্রভুপাদ কাড়িয়া লয়েন, তাহার পর তাহার নাম হয়—'ব্রহ্মনারায়ণ দাস'। পরে তিনি ধরা করিয়া পূর্ব্বসন্ন্যাস-উপাধি না দিয়া অন্য উপাধি দেন। অবশ্য এসম্বন্ধে আরও অনেক গূঢ় রহস্য আছে।

ইঁহাদের নিরাময়কের অপর একব্যক্তি তিনি ভক্তিকে সার করিবার পরিবর্ত্তে গবাং স্বামী সাজিয়া গুরুগিরি করিতেছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—'অসার মু—ও ইন্দ্রিয় তাড়নায় গয়ায় মঠ করিতে গিয়াছিল, উহার ফল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা খেলিবে'—(পত্রাবলী ৩য় খঃ ১১ পৃঃ)

অপর একব্যক্তি—অকালপক্কাবস্থায় গুরুগিরি করার জন্য যাঁহাকে প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক বহুবার তীব্র শাসন করিয়াছেন এবং তৎপ্রদত্ত হরিনাম (?) ও মালিকাগুলি পরিত্যাগ করাইয়া পুনরায় স্বয়ং হরিনাম ও মালিকা প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে 'মাপারাণীর মহারাজ' বলিয়া "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শাসন না মানিয়া বর্ত্তমানে কলির চরের অধীনে নামাপরাধরূপ বিষ প্রদানের দালাল হইয়াছেন! আর এক ব্যক্তি ইঁহাদের দলে আছেন। তিনি যদিও বাওড়া জেলায় কোন গ্রাম্য প্রাইমারী স্কুলের একটি পণ্ডিতগিরি করিয়া ৮৲।১০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং শ্রীমায়াপুরে গৌরহরি কাটিবার সময় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বেতনভোগী গোমস্তা ছিলেন, তথাপি তিনি দুই তিন বার স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া গুরুত্যাগী ও গুরুত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহুস্থানে পত্র ও বাক্যদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছিলেন।

আর এক ব্যক্তি ইঁহাদের মোড়ল সাজিয়াছেন—বৈষ্ণবস্মৃতির বিচার পরিত্যাগ করার ফল যাহাকে শ্রীল-প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—"ইহার সন্ন্যাস-বৈষ্ণবাচার্য্য উপাধি কি করিয়া থাকিবে? ইঁহার দ্বারাই এই মিশন ধ্বংসের বীজ রোপিত হইল"। ইঁহাদের প্রকাশ্য বাক্যবাগীশলীলে আমি পকাশ্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইঁহাদের প্রধানতমগণের এক ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ বাক্য-বাগীশ বলিয়াছিলেন,—"উক্ত ভ্র—র কার্য্য করে হইয়া গিয়াছে, উহার ছেলে, এক ভাই মঠের টাকায় লেখা-পড়া শিখিয়াছে, মঠের টাকায় উহার নিজের বাড়ী হইয়াছে, বহু সহস্র টাকার জমিদারীও ক্রয় হইয়াছে। ইনি এখন রিটায়ার করিবেন।" উক্ত বক্তার কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'এই প্রকার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তি কি শুদ্ধ বৈষ্ণব?' আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ঐ প্রধান ব্যক্তির নীলবর্ণ ললাটের নোটবুক খানায় শ্রীল প্রভুপাদের শেষ উক্তি বলিয়া যাহা নোট করা হইয়াছিল এবং যাহা তিনি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে ও মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুকে স্বয়ং নোট করাইয়াছিলেন, তাহাতে কি ও বিষ্ণুপাদ আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া আর কোন কথা নাই—একথা তিনি শ্রীল প্রভুপাদের চরণস্পর্শ করিয়া বলিতে পারেন? আমার প্রশ্নে উক্ত বাক্যবাগীশ নীরব। অথবা ইহাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কাল কলি, আর ইহারাও তাহার চরণানুচর।

'শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের পরবর্ত্তিকালে ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হরিভক্তির কথা জগতে প্রচার করায় কিংবা ঠাকুরের সমসাময়িক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ও পরবর্ত্তিকালে শ্রীল প্রভুপাদ সেই কথা জগতে প্রচার করায় ও আচার্য্যের আসনে উপবেশন করায় তাঁহারা কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের আসন বাসদৃক্ আপত্তিকারিগণের সর্ব্বত্র ভোগ-দর্শনের অনুকরণে গ্রাস ও আত্মসাৎ করিয়াছেন বুঝায়, কিংবা পূর্ব্বাচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, বুঝায়?' এই প্রকার

আরও অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ প্রকাশক সংকৃত পঞ্চাশটী প্রশ্নের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেন নাই। অথচ আমার ঐ সকল প্রশ্নের উপাদান অনেক গুলিই ঐ ব্যক্তিরই পূর্ব্বোক্তি হইতে গৃহীত।

আচার্য্যবিরোধিদলের প্রকাশক বাক্যবাগীশজী একবার আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া, সভায় বক্তৃতা দিয়া, পরে অস্বীকার করিবার কারণ কি? একথার উত্তরস্বরূপে ইংরাজী ১১।৪।৩৭ তারিখে এক পত্রে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন,—"আমরা কথার ব্যবসা করি, কাজেই কথা ত' বলিলেই হইল।" তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ঐ পত্র খানা আমার নিকট আছে। এই সকল পত্র ও তাঁহার লিখিত অন্যান্য পত্রের দ্বারা ভবিষ্যতে আমি তাঁহার 'বিনাশের' (?) চেষ্টা করিব, এই কথাও তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন!

সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ, একবার আপনারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করুন, আচার্য্য বিরোধিদলের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্রে নানা শাস্ত্রবিগর্হিত অনাচার, কপটতা ও মৎসরতা বর্ত্তমান। যাহারা কন্যার ব্যবসায় করে—যাহারা সাম্প্রদায়িক—যাহারা কৌপীন-বহির্বাস পরিত্যাগ করে—বস্ত্রব্যবহারও যাহারা অতি-মুক্তের আচরণ করিবার চেষ্টা করে, সর্ব্বোপরি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে জাতিবুদ্ধি বা শূদ্রবুদ্ধি করে, সেই পাষণ্ড-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের সঙ্গ চিরতরে বর্জ্জনীয়। ইহাই কলির প্রভাব যে, "ধর্ম্মধ্বজ-ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি"।

কথায় বলে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'; যত অভক্তিভাবী, কপটী, শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক উপেক্ষিত, বর্জ্জিত, তাহারাই কিনা আজ আপনাদিগকে গুরুসেবক বলিতেছে? তাহারা না হইলে নাকি মিশন চলিবে না বলিতেছে! কাল কলি! কারণ "সাধুষে দম্ভ এব হি।"

ইহারা একটি কথা তাহাদের প্রচার-কীর্ত্তনের মুখপত্রের ৬২ পৃষ্ঠার শেষাংশে লিখিয়াছে,—পূর্ব্বাচার্য্য অপ্রকট হইলে তদীয় শিষ্যগণমধ্যে যাহাকে যিনি চৈত্যগুরুপ্রেরিত হইয়া ভগবৎপ্রেষ্ঠ মহাগুরুরূপে দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই বরণ করিবেন।" বাহবা কলি! ধন্য তত্ত্বাচার্য্য! তোমাদের বুদ্ধির বলিহারি যাই। এইরূপ হইলেই জগদ্ধ্বংসকারী অসদাম্নায়াশ্রিতা-বাদের পুনঃসংস্করণ এবার 'গৌড়ীয়-মিশনে'র ছাপ দিয়া চলিতে পারে।

অহো! প্রভুপাদের বিরোধিগণ বৈকুণ্ঠবাপন্নাদের ফলে কি প্রকার অপসিদ্ধান্ত প্রচার করিবারই না চেষ্টা করিতেছে! এবার চোরাই মালসহ চোর ধরা পড়িয়াছে। অথবা ইহারা যে দাগী চোর। আরও বহুবার ধরা পড়ার অভ্যাস আছে। কলির আনুগত্যে "সাধুষে দম্ভ এব হি," "যশো হর্ত্তে ধর্ম্ম-সেবনম্", "ধর্ম্ম-ধ্বজ-ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি," "সত্যাদে ধাষ্টর্য্যমেব হি", "পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ" "পাষণ্ডে প্রচুরে ধর্ম্মে" এই উক্তিগুলি ইহাদের চরিত্রের সঙ্গে মিলাইলে পাতে পাতে মিলিয়া যায়।

হিন্দীতে একটি কথা আছে—"বাৎ ঔর বাপ এক হোনা চাহিয়ে" অর্থাৎ বাক্য ও পিতা এক হওয়া উচিত। "বাদ্ বৈ ব্রহ্ম"—বাক্যের অসামঞ্জস্য বা বিরোধ ব্রহ্মের বা সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান। ইহারা পূর্ব্বে যে কথাটা বলিয়াছে, পরে সেই কথাটাই অস্বীকার করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম—"এ রোগের ঔষধ কি?"

ইহারা বলিতেছে—"পূর্ব্বাচার্য্য অপ্রকট হইলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যাহাকে যিনি চৈত্যগুরু-প্রেরিত হইয়া মহাগুরুরূপে দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই আচার্য্যরূপে বরণ করিবেন।" তাহা হইলে ঔ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলে তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে চৈত্যগুরু যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে আচার্য্য বা মহাগুরুরূপে বরণ করায় ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহাদের বিচারকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচার হইতে স্বতন্ত্র বিচার ও একমাত্র পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের বিচারকে প্রকৃত বিচার বলিয়া জানাইয়াছিলেন কেন? শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত প্রত্যেকের (তিনি অভিনয়কারী বা প্রকৃত-আশ্রিত, যাহাই হউন) গুরু হওয়ার পক্ষে কোনই বাধা নাই। প্রত্যেকে কেন গুরু হইলাম না। কৌপীনত্যাগী সন্ন্যাসীরও মর্য্যাদা রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে গুরুগিরি করিবার সনদ অবশ্যই দিতে হইবে। তাহারা অনাচারী, বা দুর্ব্যবহারকারী, যাহাই হউক না কেন, তাহারা মহারাজ, সুতরাং "King can do no wrong", বহুবারম্ভে অবস্থিত হইয়া মুক্ত অবস্থার অধিকার কেন পাই না, ইহাই উহাদের রোগ!

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পরমহংস

বৈষ্ণবদাস গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসিগণের চৈত্যগুরু যাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া বরণ করিয়াছেন, শতকরা নিরানব্বই জন কিংবা ততোধিক ব্যক্তি এবং ৬৬টী মঠের সমুদয় মঠবাসী যাঁহাকে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-রক্ষক আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম, "শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরুশ্রেষ্ঠ-ভক্তভীষ্ট প্রপূরকম্"—বলিয়া যাঁহার আচার্য্যত্ব ঘোষণা হয় বৎসর পূর্ব্বেই করিয়াছেন, অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ণ মুহূর্ত্তে অন্তর্ধানকারীকে ভক্তভীষ্টরূপ প্রধানরূপ বরণার পরমুহূর্ত্তে নিকপট গুরুসেবতাত্মা গৌরজনগণের সাক্ষাতে যাঁহাকে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-ভাণ্ডারের রক্ষক-রূপে স্পষ্টভাবে জানাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান কি গর্হণীয় নহে? বৈষ্ণবাপরাধের ফলে ইঁহাদের যে মহারোগ হইতেও কৃষ্ণতর মহামহারোগের বিকার উপস্থিত হইয়াছে! সুধীগণ বলুন—এরোগের ঔষধ কি?

বিগত ১৩৩৭ সনের গৌড়ীয়-পত্রে ৯ম খণ্ড ৩২ সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ ধামপ্রচারিণী সভায় বক্তৃতায় বলিতেছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করবার পূর্ব্বে গুরুসেবা। সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুসেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হ'লে আত্মপ্রতীতি উদ্ভূত হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে, নিকপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে, তোতাপাখী যেমন কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরা সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", গীতার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না ক'রলে কোন মঙ্গল হবে না। কিন্তু প্রাকৃত অবস্থা থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, মনে করি, তবে তাহা দম্ভ—ইহাই অবৈষ্ণবতা। আর এই অবৈষ্ণবতার উপলব্ধি করার নাম দৈন্য।" অন্যত্র ব'লেছেন'—"তাঁর দাস-সেবক, নাম-সেবক, কাম-সেবক যখন এই জগতে আসেন, তখন তাঁরা দাস প্রচারিণী সভার প্রকটনে উদ্যোগী হন। তাঁদেরই শাখা-প্রশাখা, পল্লব-পুষ্প প্রভৃতি ভক্তরূপ-বৈষ্ণব চিহ্নের প্রচার-সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যা'বে, সেখানে সেখানে কার্ষ্ণ-দাস্য ও কৃষ্ণ-দাস্য উদিত হ'য়েছে। কিন্তু তা'হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে যদি আপাছাকে আশ্রয় করি, আপাছার শাখা প্রশাখা, পল্লব-পুষ্প রূপে বিস্তারিত হই, তা'হ'লে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছুই ক'র্‌ব না, সে'টাই হচ্ছে কর্ম্মকাণ্ড। 'আমি বড় বাহাদুর'—ইহা কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের বিচার।" এই বক্তৃতার অন্য স্থানে ব'লেছেন,—"শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্ণ মাত্রায় তখনই হয়, যখন তদাশ্রিত নিকপট ব্যক্তিগণের গুণানুকীর্ত্তন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম অভিন্ন বস্তুর গুণানুবাদ কীর্ত্তন যাঁ'রা শুন্‌তে চান্ না, তাঁ'রাই মৎসর, তাঁ'দের প্রতিই ক্রোধ প্রদর্শন করা আবশ্যক, উহাই ভক্তি।" যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্ত্তী যোগ্যতম আচার্য্যগণের জয় পূর্ব্বে প্রদান করিলে প্রভুপাদের অমর্য্যাদা হয় বিচার করেন, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তিগুলি পাঠ করিলে উক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

সত্যকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। সত্যই ভগবান্, 'সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্',—জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী প্রভুপাদকী জয়।

জয় ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকী জয়!

অরণবাড়ী,
ময়মনসিংহ
৪।৮।৩৭

বিনীত নিবেদক—
শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীহৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী

## শ্রীনদীয়াপ্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী সংখ্যা

আমরা শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্ন-বিদ্যালঙ্কার মহোদয়-সম্পাদিত ও শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ পত্রটি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বে একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র। এই দৈনিক পত্রটি শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয়। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু এবারকার সংখ্যার একটী বৈশিষ্ট্য বেশিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী যাহা "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ও বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত "অহো বলীয়সী প্রতিষ্ঠাশা" প্রবন্ধদ্বয় এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মসহ আচার্যবৃন্দের সহিত বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের আলেখ্যরাজি শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অধিকন্তু শ্রী প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীপত্রের পুরোভাগেই শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌরবিনোদ-প্রাণবিগ্রহ এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে "শ্রীনব-নবনাট্যকম্", সম্পাদকীয় স্তম্ভে "শ্রীজন্মাষ্টমী", শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ লিখিত "ভক্তিপ্রগতি", 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক লিখিত "আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব", মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-লিখিত "কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ-অবতার", শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-পুরাণ-কাব্যতীর্থ-লিখিত "শ্রীমদ্ভাগবতের দান" এবং স্বয়ং সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী মহোদয়-লিখিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব", "শ্রীনবকিশোরাষ্টকম্", শ্রীঅপর্ণাদেবী লিখিত "বসুদেব ও বাসুদেব", "জন্মতী উৎসব" প্রভৃতি তথা গৌরকৃষ্ণাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরের কতিপয় চিত্র প্রকাশিত হইয়া এবারকার শ্রীনদীয়াপ্রকাশের শ্রীজন্মাষ্টমী সংখ্যার একটী বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। শ্রীসম্পাদক মহোদয়ের লিখিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব" প্রবন্ধটিতে বার্ষ্যবতী ভাষায় কৃষ্ণবিদ্বেষী কালনেমি কংসপক্ষীয় ব্যক্তিগণের মনোভাব বিশ্লেষণের দ্বারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের গূঢ়ত্ব উপলব্ধির অতি উত্তম সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ৪ই শ্রাবণ (১৩৪৪) গঙ্গাগর্ভ হইতে যে দেবশায়ী শ্রীমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির আলেখ্যও উক্ত শ্রীজন্মাষ্টমী সংখ্যার ১৫শ-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সেদিন এক প্রজ্ঞাপূর্ণ পত্রে রাবণতুল্য চিন্তাস্রোতে ভাসমান্ এক লেখক লিখিয়াছেন, দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী কোন কোন ব্যক্তির প্রবন্ধ waste paper basket এ ফেলিয়া দিতেন অথচ কোন কোন ভক্ত-মহিলার বা নবীন লেখক-লেখিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে বাধা দিতেন না। ঐরূপ ছাগপ্রকৃতির চিন্তাস্রোতে ভাসমান বা 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ' এই ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই ভোগের উদ্দীপনার চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সমস্যা হইতে পারে। বস্তুতঃ হরিসেবায় সেবোন্মুখ নর-মাত্রেরই অধিকার আছে। কারণ আত্মাই হরিসেবা করেন, বাহ্য পোষাক বা আকৃতি হরিসেবক নহে। যাহারা 'গোখর', তাহারা আত্মার সেবোন্মুখত্ব দর্শন না করিয়া আকৃতি দর্শন করে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণীতে অনেক মহিলা ভক্ত প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীমাহেশ্বরীঠাকুরাণী, শ্রীগঙ্গামাতা, শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এমন কি শাসন-দণ্ডাদি পরিচালনা করিতেন। কেবল ত্রিদণ্ডিক্রব হইলেই চিদ্ঘন বা মহাপ্রভুর মূরত হওয়া যায় না, শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের চপেটাঘাতের বাহন-রত্ন হইতে হয় অর্থাৎ শাসনযোগ্য শিষ্য হইতে হয়। গুরুপাদপদ্মের নিত্য শাসনযোগ্য না হইয়া কেবল লোকের পূজা-গ্রহণ-পিপাসু হইলে কর্ম্মী জাতিগোস্বামী বা ত্রিদণ্ডিবেষী রাবণ হইয়া যাইতে হয়। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রবন্ধ-লেখিকাগণের মধ্যে একান্ত এমন হরিগুরু-বৈষ্ণবে সেবোন্মুখতাপূর্ণ ভক্ত থাকিতে পারেন, যাঁহাদের শ্রীচরণের একটি রেণুও কোন কোন কপট ত্রিদণ্ডিবেষী রাবণ-তুল্য ব্যক্তি কোন জন্মে হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কামুক রাবণ ছায়াসীতার বাহ্যাকৃতিকে মরীচিকা-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় কাম-পিপাসাতুর হইয়া আত্ম-বিনাশ লাভ করে, স্মরণ-শক্তির পাতিব্রত্য ও শ্রীরামসেবার ঐকান্তিকতা দর্শন করিতে পারে না।

# বিবিধ সংবাদ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

আগামী ২৪শে ভাদ্র (১৩৪৪), ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) শুক্রবার শ্রীগৌরপঞ্চমীতিথিতে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরূপমাধবগৌড়ীয়াম্নায়ের ধর্মাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন, তদীয় অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুচরণের শুভপ্রকটতিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে আগামী ২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-প্রবণসদনে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগ যাবতীয় মঠ তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্নস্থানের অধিবাসী সেবক ও সজ্জনগণের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রসমূহ পাঠ এবং বিশিষ্ট বক্তৃবৃন্দের বক্তৃতা হইবে। এতৎসম্পর্কে যাবতীয় মঠবাসী এবং মঠাশ্রিত সেবক ও সজ্জনবৃন্দের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, যাঁহারা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে অভিনন্দিত করিয়া প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন আগামী ১০ই, সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই উহা "মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, সেক্রেটারী শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা" ঠিকানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। উৎসবের আনুকূল্য প্রভৃতিও ঐ ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

---

### শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা

গত ১২ই ভাদ্র (১৩৪৪), ২৮শে আগষ্ট (১৯৩৭) শনিবার সন্ধ্যারাত্রিককীর্ত্তনান্তে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতপ্রবণসদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ" বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীপ্রণবানন্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে অনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাড্ভোকেট হাইকোর্ট) মহোদয়ের সমর্থনে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয় সভাপতির এবং গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিদ্বয় মহোদয় বক্তার গলদেশে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলে সভাপতি শ্রীল তীর্থ মহারাজ মৈত্রসহকারে বলিতে থাকেন—

"আপনারা সকলেই আজ যে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিকে অদ্যকার সভার সভাপতিপদে বরণ ক'রেছেন, তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই যে, এই সভা সাধারণী বা জাগতিক কোন সভা নহে। এই সভা শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু প্রকটিত এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যান্নায়পারম্পর্যক্রমে শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদগৌরকিশোর-সরস্বতী-পরিচালিত শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্তর্গত—তদংশ। যে সভায় সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠকথার শ্রবণ কীর্ত্তন হয়, সেই সভা সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ বা অপ্রাকৃত সভা। সেই সভার একমাত্র সভাপতি—স্বয়ং শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। তবে আপনারা যে আমাকে এই সভার সভাপতিত্ব রূপ পরমমর্য্যাদা গ্রহণ ক'রতে ব'লছেন, তাতে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যেন আপনাদের প্রদত্ত সকল মর্য্যাদা আমার নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, যেন তাঁর পাদমূলে ব'সে তাঁরই শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণীর শ্রবণকীর্ত্তন-সেবা-সৌভাগ্য বরণ ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মমাশ্রিত-কীর্ত্তনই আমার জীবাতু হউন। আমি এইরূপ বিচারেই আজ আপনাদের প্রদত্ত মর্য্যাদা গ্রহণ ক'রলাম। আমার সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ

আর শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রমুখ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কীর্ত্তনমুখে সৎ ও অসৎসঙ্গের কথা ব'লে আমাদের আত্ম শোধন ক'রবেন। আশা করি, আপনারা তাঁর মুখে অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ ক'রে লাভবান্ হবেন।" অতঃপর শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

দৈন্যমুখে 'মূকং করোতি বাচালং' শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন—"যিনি দয়াপরবশ হ'য়ে আজ আমার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে সাধু ও অসাধুসঙ্গের কথা ব'লে আমার আত্মসোধন-চেষ্টার সুযোগ প্রদান ক'রেছেন, সেই পরমপূজ্য বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজ অনুমুক্ত হউন। তাঁর কৃপা-গ্রহণে আমার কোন যোগ্যতা না থাকলেও তাঁর অহৈতুকী কৃপাই আমাকে বর্ত্তমানে এই গুরুভার বহনের সাহস প্রদান ক'রছে।" অনন্তর স্বামীজী সাধু-সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বিষয়কলুষিত ধারণার পার্থক্য, সাধুর স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ, অচ্যুতাশ্রিতাই স্বরূপলক্ষণ, 'কৃপালু, অকৃতদ্রোহ' প্রভৃতি তটস্থ গুণ তদাশ্রিত, সাধুর ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-শূন্যতা, দোষচতুষ্টয়ের সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে দৈব ও আসুর বর্ণাশ্রমের এবং অপ্রাকৃত সহজজ ও প্রাকৃত পঞ্চসামান্য তথা বৈকুণ্ঠানুভূতি ও তদিতরানুভূতির মধ্যে সাদৃশ্যধর্ম্মের ভ্রান্তির অবকাশ, মঙ্গলামঙ্গলবিচারে অনবধানতা, বকধর্ম্মেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতাদি বিচার-বিশ্লেষণ-দ্বারা 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ', 'যদি সর্ব্ববিদ্', 'এতন্নীশনম্', 'অহন্যহনি ভূতানি', 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর', 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ', 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং', 'সদার শ্রবণে', 'হরিস্থানে অপরাধ', 'বৈষ্ণব হৃদয়ে', 'যযাতি প্রতি-পূয়াতি', 'মজ্জিন্তা মদগতপ্রাণাঃ', 'বৈষ্ণবসেবেতে মন', 'নাম চিন্তামণিঃ', 'তুলসী অলিতপাদানাং', 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ' 'কোটি জন্ম করে যদি', 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ— এই বৈষ্ণব আচার', 'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ' ইত্যাদি শ্লোক ও পয়ার কীর্ত্তন-মুখে "বৈষ্ণবসভার সহিত অন্যান্য সভার পার্থক্য, জাগতিক সঙ্ঘে মিশিবার ব্যবস্থা, শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত শব্দেই বাঁচিবার ব্যবস্থা, সাধুর বাহ্য বেশ মাত্র ধারণে সাধুত্বাভাব, অসাধু বলিতে—যোষিৎসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্ত, ফলভোগপর কর্ম্মী, ফলভোগরহিত নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী, পরমাত্ম-সাযুজ্যবাদী যোগী, কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষী—সকলেই অসাধু, কুরুপাণ্ডবের বিবাদের মূলকারণ জড়বিষয় নহে—কৃষ্ণকে স্বীকার করা না করা লইয়াই বিবাদ, প্রত্যেক জীবহৃদয়ে হরি-মন্দির-প্রতিষ্ঠাই অচ্যুত-প্রিয় সাধুর বিচার, গৌড়ীয়মঠ প্রাকৃত লালাবেটা নহে, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত কৈতবরহিত আত্মধর্ম্মযাজন-স্থান, অনাত্মধর্ম্মযাজীর স্থান ইহা নহে" ইত্যাদি বহু গবেষণাপূর্ণ বিচার প্রদর্শন করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীল তীর্থমহারাজ 'অতো দুঃসঙ্গমুৎ-সৃজ্য' শ্লোক কীর্ত্তন-মুখে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা; সাধুর কৃত্য; সাধু শ্রৌতপন্থী, তর্কপন্থী নহেন; সাধু 'সত্যং পরং ধীমহি' ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এই মন্ত্রে দীক্ষিত; শ্রৌতপন্থীর নিকটই ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন—জানং যে পরমগুহ্যং, যদ্বানহং, নারমাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ; সাধু সকলকে শ্রৌতপন্থায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার করাইবার শক্তি রাখেন; যিনি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া পরমাগত-জীবের শুষ্কহৃদয়ে ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিই সাধু; উপাস্য-তত্ত্বনির্ণয়ে কাহার সামর্থ্য হয়?—"প্রভু কহে কো জীবঃ.....হরিজনৈঃ।" (হংসগুহ্য, ১০ম শ্লোক); সাধু সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণয়ে দক্ষ; অধয়জ্ঞান অসমোর্দ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা কীর্ত্তন করিয়া যিনি জীবহৃদয়ে তাঁর স্বারাজ্য-সিংহাসন-সংস্থাপনে সমর্থ, তিনিই সাধু; তিনি উপাস্যতত্ত্বের উত্তরোত্তর রসচমৎকারিতা উপলব্ধি করেন; শ্রীরূপপাদ 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্লোকে এই চমৎকারিতা প্রদর্শন ক'রেছেন। একল-শ্রীবাসুদেব, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম, শ্রীব্রজকৃষ্ণ, মথুরেশ ও দ্বারকেশ তত্ত্বের রসতারতম্যবিচারে ক্রমোৎকর্ষ; কৃষ্ণ—অখিলরসামৃত মূর্ত্তি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি এই উৎকর্ষ-প্রদর্শন-কারী; মহাপ্রভু 'আরাধ্যো ভগবান্' শ্লোকে উপাস্য ও উপাসনার চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন" ইত্যাদি বিচার প্রদর্শন করিয়া 'সাধু পাওয়া কষ্ট বড়', 'দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব', 'অসাধুসঙ্গে তাই.....ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর', 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম', 'তোমার কনক, ভক্তের প্রতিষ্ঠা, কনককামিনী' ইত্যাদি সুরায় ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজী আরও বলেন—অসাধু সাধুর বেশ সহ্য করিতে পারে না, অসাধুবৃত্তি—Wolf in the garb of lambskin', যাহারা গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে, তাহারা জগতের অমঙ্গল সাধন করে, সাধুর কর্ত্তব্য জীবকে সাধু করা, ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবার নহে, পরং বিজয়তে সত্যং নানৃতম্।"

সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। ইঁহারা অনেকেই সভারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভুর নিকট পরিপ্রশ্ন-মুখে অনেক কথা শ্রবণ করেন। সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে মাত্র কএকটি নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীতারকেশ্বর নাথ মিত্র হাইকোর্ট বারিষ্টার, শ্রীনরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্ট, শ্রীমহেন্দ্রলাল সিরোমণি হাইকোর্ট, শ্রীবিমলাপ্রসন্ন ঘোষ হাইকোর্ট, শ্রীমন্মথ নাথ বসু হাইকোর্ট, শ্রীবিমল চন্দ্র নাগ হাইকোর্ট, শ্রীমন্মথ নাথ বসু হাইকোর্ট, শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষাল হাইকোর্ট, শ্রীবিমল কুমার মিত্র হাইকোর্ট; ব্যারিষ্টার্ ডাক্তার অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্র ঘোষ বসু; মিঃ বি, পি রায় মার্চেণ্ট, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু উকীল, শ্রীকালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু উকীল; শ্রীমতীশ চন্দ্র মিত্র উকীল; শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, শ্রীমহেন্দ্র নাথ অধিকারী; শ্রীবিমল কুমার মুখার্জ্জি; মিঃ বে, সি, চাটার্জ্জী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ মার্চেণ্ট ব্যাঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণদয়াল শ্রীমানী এণ্ড্রি, মে এণ্ড নায়া মার্চেণ্ট, ইষ্ট সি নায়া মার্চেণ্ট, শ্রীবিমলচন্দ্র কুমার বসাক মার্চেণ্ট, শ্রীকালীচন্দ্র চন্দ্র বড়াল ব্যাঙ্কার ও মার্চেণ্ট, শ্রীবিনোদ বিহারী বসু মেসার্স, ষ্টোর ব্যবসায়, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ মার্চেণ্ট, শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ মার্চেণ্ট ইত্যাদি।

---

## শ্রীগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

আমাদের নিত্যারাধ্য ভুবনপাবন গুরুদেব নিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে তদভিন্ন-বিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যের আনুগত্যে কলিকাতা-( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাব্দের ন্যায় এবারও অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ-মুখে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ও নন্দোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৩ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট শ্রীজন্মাষ্টমী দিবস মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে পারায়ণ আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ ও ব্রৌতী মহারাজ তুলায়ন করাইয়া দিলে শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি প্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী পাঠ করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী, শ্রীগোপাল নারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ( ব্যাখ্যা ), শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ( ব্যাখ্যা ) ক্রমান্বয়ে পাঠ করিলে সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হয়। আরাত্রিককীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকালে শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবলীলা-সম্পর্কিত তিনটি দৃশ্য উন্মোচন করা হয়। ঐদিন তীর্থমহারাজই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে উক্ত প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া-ছিলেন। প্রথম দৃশ্য—কংসকারাগারে শ্রীবসুদেব-দেবকীর পূর্ব্বনিত অবস্থায় স্বপ্রকাশ ভগবান্ শ্রীচতুর্ভুজ-বাসুদেব-মূর্ত্তির আবির্ভাব; দ্বিতীয় দৃশ্য—শ্রীবসুদেবের কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে যাত্রা, ছত্রধরী অনন্তনাগ, যমুনার উত্তাল তরঙ্গ, মেঘগর্জ্জন, বারিপাত, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ স্ফুরণ, যমুনা পার ইত্যাদি এবং তৃতীয় দৃশ্য—বসুদেবের নন্দালয় হইতে কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক দেবকীক্রোড়ে স্থাপন, কংসের কন্যাকে শিলাপাতে নিক্ষেপ-চেষ্টা, কন্যার অষ্টভুজারূপে অন্তর্দ্ধান ও দৈববাণী।

প্রদর্শনী দর্শনার্থ অসংখ্য লোকসমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতীব অপূর্ব্ব হইয়াছিল। শ্রীপাদ ব্রৌতী মহারাজ প্রভৃতি ও শ্রীবনমালী দাসাধিকারী প্রভৃতি সেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলালবিদ্যাসাগর প্রভুর পাঠের পর নিখিলত্রয়ী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীহরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে কৃষ্ণজন্মলীলা ব্যাখ্যা করেন। এই সময় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর মহাভিষেক সম্পন্ন করিয়া পূজা ও ভোগরাগাদি হইতে থাকে। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পরও সমস্ত রাত্রি পারায়ণ চলিতে থাকে। শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধি-কারী, শ্রীহরিসাধন দাসাধিকারী ও শ্রীকেশবলাল দাসাধি-কারী প্রভাত পর্য্যন্ত পাঠ করেন। নন্দোৎসবদিবসও সমস্ত দিনই পারায়ণ চলে। পারায়ণ সমাপ্ত হইতে রাত্রি ৮৷৯

ঘটিকা হইয়াছিল। এই সময় শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবিলাস প্রভু পাঠ করেন।

সকাল হইতেই মঠের দ্বারদেশে বহুবৎ যান, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবণসদনে পাঠকীর্ত্তন, শ্রীল আচার্যদেবের ঘরে আচার্য্য-দেবের হরিকথা, অন্যত্র শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথা, মঠের অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন মঠসেবকের হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠীতে মঠের সর্ব্বত্র কীর্ত্তন মুখরিত হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয় জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব দুই দিবসই উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত করিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও যাদবের মহারাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীবিষ্ণুপদ সহ মেদিনীপুর জেলার কন্টাই নামক স্থানে যাত্রা করেন। সেখানে শ্রীনন্দোৎসব ও তৎপরদিবস কীর্ত্তি হরিসভায় বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছিলেন।

নন্দোৎসব-উপলক্ষে সকাল সকাল ভোগরাগাদিক হইয়া গেলে বেলা প্রায় ৯টা হইতে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। পরে যত অপরাহ্ণ হইতে থাকে, ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সন্ধ্যায় আরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবণসদনে শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে একটি মহতী বক্তৃতা-অধিবেশন হয়। প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ সংস্কৃত ভাষায় 'নন্দোৎসব' সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বিবিধ যৌক্তিক সহকারে স্বামীজী রসপঞ্চকের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন-মুখে শ্রীনন্দ মহারাজের শুদ্ধ বাৎসল্য রতিতে সর্ব্বানন্দময় শ্রীভগবান্‌কে আনন্দ-দানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া 'বৈকুণ্ঠা-জ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্লোক-কীর্ত্তন-মুখে বৈকুণ্ঠাদি ধামের ও তত্তদ্ধামেশ্বরের উত্তরোত্তর রসচমৎকারিতা তথা 'ত্রিদশেষু তম উদ্ভূতে' শ্লোক কীর্ত্তনমুখে বসুদেবনন্দনাপেক্ষা কৃষ্ণনন্দনে অধিকতর রসচমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়া বসুদেবের বাসুদেব-সহ নন্দালয়ে গমন, কন্যানয়ন, কোন মহাজন-মতে মাতা যশোদার গর্ভে কন্যাজন্মের পর কৃষ্ণাবি-র্ভাব, বসুদেবানীত বাসুদেবের নন্দনন্দনে প্রবেশাদি সিদ্ধান্ত, তথা শুদ্ধবৎসলরসময়িক নন্দ-কৃপায়ই নন্দনন্দন-কৃষ্ণোপলব্ধি, 'শ্রুতিমিতরে' শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে কর্ম্ম, জ্ঞান-কাণ্ডাদি নিরাসপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিমাহাত্ম্য-স্থাপন ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার সময় অধ্যাপক শ্রীমন্মথ মোহন বসু প্রমুখ ভক্তিরস বিশিষ্টব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্ব্বক গিরি মহারাজ জন্মাষ্টমীর উপবাসের তাৎপর্য্য, অবতার-রহস্য, বসুদেব-দেবকী-সমীপে শ্রীভগবানের চতুর্ভুজরূপে আত্মপ্রকাশের তাৎপর্য্য, তাঁহার ভগবত্তত্ত্ব 'ঐকত', শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু, শুদ্ধহৃদয়েই সেই অধোক্ষজাবির্ভাব; 'সত্যং বিতত্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য, Christian theory'র 'Fatherhood of Godhead' বিচার ও বৈষ্ণবদর্শনের 'Sonhood of Godhead' বিচারের পার্থক্য, 'Oh Father give us our daily bread' উক্তির সহিত পিতৃমাতৃরূপে সন্তানরূপী ঈশ্বরের সেবার পার্থক্য, 'শ্রুতিমিতরে' শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীনন্দকৃপা প্রার্থনা; ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে ভগবৎপ্রীতির অভাব, বৈকুণ্ঠের আড়াইটি রস, ব্রজের রসপঞ্চক, অর্জ্জুনের গৌরব সখ্য—'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' উক্তি-সত্ত্বেও অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনকালে কৃষ্ণের নিকট সাপরাধভাব ও ক্ষমা প্রার্থনা, কিন্তু ব্রজের বিশ্রম্ভ সখ্যের বিচার তাহা নহে,—কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ, নিঃসঙ্কোচে উচ্ছিষ্ট ফল দান। শ্রুতি-স্মৃতি-ভারত-ধারা দূর হইতে সম্ভ্রমবুদ্ধিতে ভগবৎ-সেবা, বিশ্রম্ভসেবা ঐরূপ সম্ভ্রমরূপ কণ্টকবর্জ্জিত, শ্রীভগবানের জননী-যশোদা-কর্ত্তৃক রজ্জুবন্ধন, তাড়নভর্ৎ-সনাদি স্বীকার; শুদ্ধবাৎসল্যরসের বৈশিষ্ট্য; নিম্বার্ক ও বল্লভ-সম্প্রদায়ের বিশ্রম্ভ বিচারাভাব, কেবল অসুর-মারণাদি কার্য্য-দ্বারা শান্তি-স্থাপন বিষ্ণুর কার্য্য, কিন্তু যিনি যে ভাবে ভজন করেন, তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করা—কৃষ্ণের কার্য্য, ভক্তের আনুগত্যেই ভগবৎকৃপা উপলব্ধি; শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক যে ভজনমুদ্রা প্রকট করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ অনুসরণ-মূলে আত্মবিগ্রহ শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগবর্য্য শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পাদপদ্মের একান্ত আনুগত্যে বিষয়ানুশীলন-মুখেই কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাব এবং তজ্জনিত আনন্দোৎসবের সম্ভাবনা ইত্যাদি বহু সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী নন্দোৎসব সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত গীতি,

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ মহাশয় ও 'নন্দের নন্দন' 'প্রভৃতি পদাবলী এবং শ্রীপাদ দিব্যসূরিদাসাধিকারী ( ভট্টাচার্য্য মহাশয়) 'গৌরাঙ্গের দুটীপদ' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। রাত্রে দুই সহস্রেরও অধিক ব্যক্তিকে বিবিধ বিচিত্রতা-পূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ পরিবেশন, লোকজনের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্যের ব্যবস্থা অতি সুন্দর হইয়াছিল। কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই। সংগোষ্ঠী মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিনয় প্রভুর দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম বর্ণনার ভাষা নাই। অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু মঠকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় মুখরিত রাখিয়াছেন।

---

## ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

### নন্দোৎসবে কুমার শ্রীপরমবিন্দু নারায়ণ

ঢাকা মাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জন্মাষ্টমীর দিবস ( ১৩ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট ) অহোরাত্র শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য প্রভু সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা ও মধ্যরাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নন্দোৎসব-বাসরে ( ১৪ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট ) বদান্যবর ধর্ম্মপ্রাণ রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত পরমবিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ ভুবনমঙ্গল মহোদয় তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীসহ ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে গমন করেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সম্পাদক ও ভুবনপাবন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপাত্র হিসাবে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহাকে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা ষ্টেশনে পুষ্পমালিকা ও মোটরযানাদি সহ অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে একটি সজ্জনমণ্ডলিমণ্ডিত বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক 'নন্দোৎসব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে বারদীর জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুরকে প্রদত্ত একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

নন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটি বিরাট্ উৎসব হয়। বহু ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন।

## শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে হিন্দোল যাত্রা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের কৃপাদেশে ও একান্ত আনুগত্যে বিগত ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৭ই ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিনোদকানন্দীউর এবং কমলাপুর শ্রীগোপালজীউর মঠে শ্রীশ্রীগোপালদেবের হিন্দোল-যাত্রা মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নূতন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি সুন্দর চত্বরের মধ্যে শ্রীশ্রীবিনোদকানন্দ জীউ ও শ্রীশ্রীগোপালদেব রৌপ্যনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত মনোরম সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া দর্শকগণের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ এবং রাত্রি ৭টা হইতে প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। এই কয়েকদিন শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত অগণিত পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দর্শকগণকে মহাপ্রসাদও বিতরণ করা হইয়াছে।

---

## গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে হিন্দোল যাত্রা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের আনুগত্যে গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৭ই ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-গিরিধারীর হিন্দোল-যাত্রা মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অসংখ্য বিহারী ও বাঙ্গালী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারী এবং সাধারণ ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে গয়া-গৌড়ীয়মঠের সকল সেবকই অশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

---

### ভারতের পথে—গোস্বামী শ্রীভক্তিসারঙ্গ

আমাদের পরম আনন্দের বিষয় 'গৌড়ীয়' সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট, স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারের ভারপ্রাপ্ত 'মিশনারী ইন্‌চার্জ', লণ্ডনগৌড়ীয়মঠরক্ষক, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২৭শে আগষ্ট ( ১৯৭১ ) তারিখে লণ্ডন হইতে তারযোগে জানাইতেছেন যে, তিনি আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ( ১৯৭১ ) তারিখে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবেন, তথা হইতে কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। পাশ্চাত্যে শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গোস্বামিপ্রভুকে 'আপন গলার মালা' দিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া গোবর্দ্ধন ও শালগ্রামশিলার সেবাভার অর্পণপূর্ব্বক লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলেন। গোস্বামিপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণময় প্রচার-ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে তত্রত্য শিক্ষিত সমাজের ধারণা বিশেষ উন্নত হইয়াছে। গোস্বামিপ্রভু বর্ত্তমানে বিশেষ কার্য্য-ব্যপদেশে কিছুদিনের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। আমরা সোৎকণ্ঠচিত্তে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

---

### কাঁথিতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় স্থানীয় হরিসভার সভ্যগণের বিশেষ আহ্বানে গত ৩০ ও ৩১শে আগষ্ট 'শ্রীনামোৎসব' ও 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বিশেষ শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত উকীল, অধিবক্তা, প্রফেসার, প্রিন্সিপ্যাল প্রমুখ অন্যূন তিন সহস্র ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতাতে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের সুললিত কীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা হইতে ব্রজলীলার উৎকর্ষ, নন্দ-নন্দনের আবির্ভাবে নন্দগোপের আনন্দের ও সৌভাগ্যের প্রাবল্য, জড়ানন্দ ও চিদানন্দে পার্থক্য, নন্দের আনুগত্যে নন্দনন্দনের কৃপালাভ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয়, তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় কি—এই সকলই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

### উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা চরণ বসু অধিবক্তা, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী পাসমল অধিবক্তা, পণ্ডিত বিনয়ভূষণ বেদান্ত-পঞ্চানন অধ্যাপক তত্ত্বসাঙ্খ্য চতুষ্পাঠী, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মহাপাত্র সরকারী উকিল, শ্রীললিত মোহন বসু অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীউমেশ প্রসাদ মাইতি অধিবক্তা, শ্রীবেপাল চন্দ্র রায় প্রিন্সিপ্যাল পি, কে, কলেজ, শ্রীযতেন্দ্র নাথ ওয়াইদ্য বেদান্তাচার্য্য মডেল ইন্সটিটিউশন, শ্রীনির্ম্মলেন্দু ধারণগুপ্ত অধ্যাপক পি, কে, কলেজ, শ্রীকিশোর চন্দ্র ধারণগুপ্ত অধ্যাপক পি, কে, কলেজ, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন অ্যাসেসার কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় হেড পণ্ডিত ওল্ড কোর্ট মুন্সি, শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস উকীল, শ্রীযোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, শ্রীব্রজেন চন্দ্র দাসা উকীল, অধ্যাপক কাঁথি স্কুল, শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ আসা অধিবক্তা, শ্রীমনীন্দ্র নাথ পালমল অধিবক্তা প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন বোর্ড, শ্রীহরি চন্দ্র বসু অধিবক্তা, শ্রীঅমর নাথ মুখোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব এস্-এস্-পি, শ্রীযতেন্দ্র নাথ বক্সী পোষ্ট মাষ্টার, শ্রীরাধিকা কুমার বসু উকীল, শ্রীললিত মোহন সাহুকার স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীঅমর নাথ মুখোপাধ্যায়-সব রেজিষ্ট্রার, শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র কর সম্পাদক সোনার লাইব্রেরী, শ্রীঅতুল কৃষ্ণ ঘোষ সোকার, শ্রীমানকী নাথ হাজরা সভাপতি সোকার লাইব্রেরী, শ্রীবিনোদ চন্দ্র মাইতি সোকার, শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদক কাঁথি সহরতলী সমিতি, শ্রীনিবারণ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টর বোর্ড অফিসার, শ্রীবাসিলোকান্ত বিদ্যা সম্পাদক সাধনা সমিতি, পণ্ডিতরামনারায়ণ তাম্রকরণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি সম্পাদক হিজলী হিতৈষী, শ্রীবিমল প্রসাদ বসু হেড পণ্ডিত ওল্ড কোর্ট মুন্সি, শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বসু অধিবক্তা, স্বামী প্রবোধানন্দ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু সম্পাদক হরিসভা।

---

## বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী ২০শে ভাদ্র ( ১৩৭৮ ), ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্দির হইতে একটি বিপুল নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সজ্জন সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪৪। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ | ৭ম সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয়-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহান্তগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধ-ফলে তাঁহাদের বিচারে জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।

—শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ৭ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮পৃষ্ঠা

ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।

"আমি অধিক বুঝি, আর অন্যগুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন"—এইরূপ অহঙ্কারকারিজনের অপরাধ-বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—শ্রীল প্রভুপাদ, অহঙ্কার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৩।৪

# সাময়িক প্রসঙ্গ

গত কল্য ( ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ শুক্রবার) কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথগৌড়ীয়াচার্য্য ধারার দশমাধস্তনাবর বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য ও বিভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের বিদ্যাধিষ্ঠানবর্ষপূর্ত্তি একটি তিথিপূজা মহা-সমারোহে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বতপ্রবণ-সদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আচার্য্যানুগ সভ্যগণ-প্রদত্ত অভিনন্দনাদি পাঠ ও আচার্য্যপাদপদ্ম-মাহাত্ম্যসূচক বক্তৃতাদি হইবে।

---

অদ্য ( ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ ) সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় কলিকাতা আলবার্ট হলে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ( শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ ) সজ্ঘের মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কেটি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

---

গত ১৪ই ভাদ্র শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ-সভার সম্পাদকবর রাজর্ষি কুমার শ্রীযুৎ শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্, এম্-এ, বেদান্তভূষণ, ভুবনমঙ্গল মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে কএকদিন অবস্থান করিয়া মঠবাসি-গণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। ভুবন-মঙ্গল মহোদয় শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবার সুব্যবোধত দর্শন ও অহৈতুক হরিকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যকারী সেবকবৃন্দের সেবার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত সেসন্স জজ্ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তি-গণের সম্মুখে ভুবনমঙ্গল মহোদয় ঐ দিবস সন্ধ্যার পর বলেন যে, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সম্মুখে রাজর্ষি মহোদয়ের নিকট বহুবার বলিয়াছেন,—'শ্রীল বাসুদেব প্রভুই একমাত্র সম্পূর্ণভাবে প্রভুপাদের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন।' ভুবনমঙ্গল মহোদয় আরও বলেন,—"শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিতীয় পাণ্ডিত্য, আদর্শ চরিত্র এবং শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ ত্যাগ ও শরণাগতি বৈষ্ণব-ইতিহাসে অধিতীয়।" ভুবনমঙ্গল মহোদয় বর্ত্তমান আচার্য্যদেবকে "প্রভুপাদ" বলিয়া সম্বোধন করেন এবং বলেন যে, যেখানে মুষ্টিমেয় কএকজন ব্যতীত আমাদের পারমার্থিক বান্ধবকুলের সকলে তাঁহার আচার্য্যদের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন, সেখানে তদনুগমন না করাই মৎসরতা।

ভুবনমঙ্গল মহোদয়কে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে নন্দোৎসব উপলক্ষে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বক্তৃতার মধ্যে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দের মাহাত্ম্য এবং শ্রীমৎ পরমিন্দু নারায়ণ রায় ভুবনমঙ্গল মহোদয় শিল্প-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদকে পরমেশ্বরের পুত্রত্ব, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব-বিষয়ক বিচার-সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলোচনা করেন। রাও সাহেব বেদান্ত-ভূষণ মহোদয় ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, মহাশয় অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন এবং রাজর্ষি শ্রীযুৎ শরদিন্দু নারায়ণ রায় ভুবনমঙ্গল মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ প্রত্যু-ত্তরে শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দকে এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁহার প্রত্যভিভাষণে গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঢাকাবাসী ধন্য ও পরম সৌভাগ্যবন্ত, যেহেতু তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, সুপণ্ডিত, সুবক্তা,

ও সুলেখক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর নিকট প্রায়ই হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। আমরা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য লালায়িত থাকি; এবং কএকবার তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ লাভবান হইয়াছি। অতঃপর বেদান্তকৃষ্ণ মহোদয়—

যে দেশে যে গ্রামে বৈসে আমার প্রভুর গণ।
উর্দ্ধবাহু হঞা বলোঁ তাঁদের চরণ॥

পদটি উচ্চারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই অভিনন্দন-সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, নিম্নে কএকটি নাম প্রদত্ত হইল,—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহা বণিকা, শ্রীযুক্ত উমানাথ চাকলাদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার দাস প্রভৃতি।

---

গত ১১ই ভাদ্র বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ ও ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীমুরলী বাবু শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবা-সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

---

গত শ্রাবণ মাসের এবঙ্খানি গৃহব্রতধর্ম্ম-সমর্থনকারী ভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ মাসিক পত্রে "গৌড়ীয়ের স্ত্রী-সম্ভাষণ"-শীর্ষক প্রবন্ধেই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া মৎসর-স্বভাব বশতঃ কতকগুলি অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরের অবতারণা করা হইয়াছে। যাঁহাদের উদ্ভিন্নবুদ্ধিত্বের একবণ পাইলে ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ হওয়া যায়, মৎসরতা-বশতঃ তাঁহাদিগকে, এমন কি, পরমারাধ্য জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে পূর্ণাপর আক্রমণ করিয়া ঐ পত্রিকার লেখকগণ তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। গৃহব্রত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত বলিয়াই মনে হইবে। গৃহব্রত ... নাথী দল ও আধুনিক গুরুভোগী ... নাথী মতের সিদ্ধান্ত আপাততঃ বিরুদ্ধ হইলেও একই প্রকার, অর্থাৎ উহারা উভয়েই প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী, ইহাদের সংশোধনের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ 'ভাই সহজিয়া', 'মন তুমি কিসের বৈষ্ণব?' 'যত আমি ও তত আমি' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী শ্রীসজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়ে প্রচার করিয়াছেন। ইহারা শ্রীবিগ্রহকে (?) যোষিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া স্বকল্পনাদির সৌগন্ধ ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া অসৎ অবস্থায়ই ফল ধরিয়া টানাটানি অর্থাৎ অষ্টকাল-লীলা, সিদ্ধপ্রণালী, সেবা-সময় প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধ-বিচারের আবাহন করে। ঐ সকল ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গ ও গৃহব্রত-ধর্ম্ম যাজনের অবগুণ্ঠনে অত্যন্ত যোষিৎসঙ্গে প্রমত্ত হইয়া থাকে। কাজেই ঐ সকল ব্যক্তিগণের শত শত প্রজল্পপূর্ণ লেখনীর মূল্য অন্ধকপর্দ্দক-তুল্য এবং স্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গপর প্রাকৃত-সহজিয়া-সিদ্ধান্ত জানিয়া আমরা উপেক্ষা করিতেছি। ইহাদের মস্তিষ্কে শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত প্রবেশ করা সুকঠিন।

গৌড়ীয়ের 'স্ত্রী সম্ভাষণ' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, বাহ্য স্ত্রী আকারকে বরমানন করিতে হইবে। অনর্থমুক্ত সাধক ও লোক-শিক্ষক আচার্য্য, উভয়েই কৃপাপূর্ব্বক স্ত্রী-সম্ভাষণের বাহ্যাকারকেও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, বাহ্য পুরুষাকার দর্শনও একপ্রকার স্ত্রী-দর্শন; এবং প্রত্যেক জীবের স্বরূপ-দর্শন, অর্থাৎ গোপীজনবল্লভের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী সেবক-স্বরূপে দর্শনই প্রকৃত দর্শন। ঐ দর্শনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের অভিনয়-কালেও কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়ার প্রেমোদ্দীপনা অর্থাৎ সেবাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে কামোদ্দীপনার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। তৌম বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে বাসের অভিনয় করিয়াও, নির্জ্জনভজনানন্দী হইয়াও কেহবা কৌপীনকে যোষিৎ, কেহবা জয়ঙ্গলুকে যোষিৎ, কেহবা শ্রীবিগ্রহাদিকে (?) যোষিৎরূপে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে! শ্রীধাম বৃন্দাবনে কোন এক ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীগোবিন্দের আরাত্রিক দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইত, কিন্তু চিরিয়া কুঞ্জের কৃষ্ণদাস

বাবাজী সেই ব্যক্তিকে গোবিন্দের আরাত্রিক-দর্শনে যাইবার জন্য বারণ করিতেন। ইহাতে অনেকে সংশয়াপন্ন হইয়া উক্ত বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোবিন্দের আরাত্রিক-দর্শন একটী ভক্ত্যঙ্গ, তাহাতে আপনি ঐ ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করেন কেন?' বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—'ঐ ব্যক্তি গোবিন্দের আরাত্রিক দর্শন করে না, তাহা দর্শন করিবার অভিনয়ে সেই ব্যক্তি যোষিৎ দর্শন করিয়া থাকে।' গৃহব্রতধর্ম-সমর্থনকারী • • বাধী হলও সেই প্রকার বৈষ স্ত্রীসঙ্গ সমর্থনের অন্তরালে শ্রীবিগ্রহ (?) ভোগ, সিদ্ধপ্রণালী ভোগ, হরিনাম (?) ভোগ, একাদশীতে লুচি, হালুয়া ভোগ, আবার মৎসরতায় অন্ধ হইয়া "ভোগগুলি আমাদের ভাগ্যে হইল না", সুতরাং আসুরকল টন্' —এই নীতিতে প্রচ্ছন্ন ভোগ ও নানাপ্রকারে অবৈধ প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত—

"সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ ধরা করি, নিজে অবতরি,
বলিয়াছে নিজ হরি'॥" (কল্যাণকল্পতরু)

এবং—

"ছোড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজি কান॥" (শরণাগতি)

—এই শ্রীরূপানুগবিচারে স্বরূপসিদ্ধিতে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত হাত-পা বাঁধিয়া রাখিলে, কিংবা চোখে ঠুলি দিয়া থাকিলে বা কানকটা যোগিগণের মত, কিংবা জৈন-ধর্মাবলম্বিগণের মত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃত্রিম উপায়ে রুদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেও, বা গৃহব্রতধর্মকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুমোদিত বিচার বলিয়া চালাইয়া একপত্নী-ব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধ কিংবা সেবা-সম্বন্ধের আনুকরণিক কল্পনায় অবৈধ যোষিৎসঙ্গের আবাহন করিয়া একচেটিয়া অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীগোপীজনবল্লভের শ্রীচরণে অপরাধ করিলে স্ত্রী-সম্ভাষণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। অতএব যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন ধারই ধারে না, তাহাদের মুখে গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-নিয়ন্ত্রনের কথাগুলি তাহাদেরই ধৃষ্টতা প্রতিপাদন করে।

---

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে 'Devils can quote scriptures' অর্থাৎ শয়তানও নিজের শয়তানী সমর্থনের জন্য ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারে। অভিমর্ত্য জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদে আবির্ভূতিকারী শিষ্যব্রুব কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের পাষণ্ডতাপূর্ণ নারকীয় চিন্তাস্রোত ও তর্কপরাধ সমর্থনের জন্য বলিতেছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে 'অবর বৈশ্যকুলোদ্ভূত বলিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবন ঠাকুর হরিদাসকে যবন কুলোদ্ভূত' বলিয়াছেন, অতএব জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে 'শূদ্র' বলিয়া আদালতে পুনঃ পুনঃ সত্যপাঠ কার্য্যটি সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। ভক্তিসিদ্ধান্তবিমুখ পাষণ্ড চিন্তাস্রোতে ভাসমান ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না যে, অবর বৈশ্যকুলে বা যবনকুলে অবতীর্ণ হওয়া এক কথা, আর শ্রীগুরুদেবকে 'অবর বৈশ্য', 'শূদ্র' বা 'অন্ত্যজ' বলা আর এক কথা। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে গত ১৩ই ভাদ্র (১৩৪৪) রাত্রে রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়, প্রাক্, বেদান্ত-ভূষণ মহাশয় বলেন যে, একবার তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে 'যবন হরিদাস' মাত্র উক্তি করায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের ন্যায় প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তীব্রভাবে বলেন,—ঐরূপ কথা আর কখনও মুখে আনিবেন না।" ঐরূপ কথা বলিলে অনন্ত রৌরব নরকে যাইতে হইবে, "ব্রহ্ম হরিদাস" বা "ঠাকুর হরিদাস" বলিবেন।" বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে তাঁহাকে ব্যক্তিগত-ভাবে' শূদ্র' বলা দূরে থাকুক, "শূদ্রকুলে উদ্ভূত" এই কথা বলিলেও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ-ভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ জগদ্-গুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণে অপরাধী হইতে হইবে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তদানীন্তন যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরুর গৃহে আবির্ভাব-কালে নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-চিহ্ন উপবীত-সহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে সকল পাষণ্ডী সেইরূপ জগদ্গুরুকে 'শূদ্রকুলোদ্ভব' বা 'শূদ্র' বলিবে,

যাহারা অনন্ত রৌরব নরকের যাত্রী, তাহারা বৌদ্ধ অপেক্ষাও পারমার্থিকগণের নিকট অনভাষ্য ও দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে নিত্য পরিত্যাজ্য। উহারা শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত,বাণী, আচার প্রচার, আদর্শ—সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী। উহারা ভক্ততোহী রক্ষিত ও উপেক্ষিত। উহারা একাধারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণে অপরাধী—পাষণ্ড। কোন দুর্ভাগাক্রমে দৈবাৎও যদি উহাদের মুখদর্শন হয়, তবে সচেল গঙ্গাস্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। সার্টিফিকেটের জোরে বিষয় বর্দ্ধন, জমিদারী বর্দ্ধন বা বোকা লোকের নিকট লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আদায় চলিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ জীবণতম ও ঘৃণ্যতম গুর্ব্বপরাধকে কোন গুরু-সেবকাভাসও সমর্থন করিতে পারে না, বাপকাটা কতজন পরচুলা দ্বারা আত্মগোপন করিতে পারে? জগদ্গুরুকে 'সূত্র' বলিয়া সত্যপাঠ কোনও যুক্তিতেই ঢাকা পড়িবে না।

'অযুক্তাক্ষ' নামটি শুনিয়া অযুক্তোক্তা বাক্যবাগীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়াছেন। 'বেণের ম্যানেজার ও ভাড়াটিয়া সেবক'কে (প্রভুপাদের উক্তি) তথা 'মাপারাশীর মহারাজ'কে (প্রভুপাদের উক্তি) শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীর প্রচারক সাজাইবার জন্য তিনি ভাড়াটীয়া মোক্তারী আরম্ভ করিয়াছেন, আর যিনি পারমার্থিক পত্র ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকত্ব হইতে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা বর্জ্জিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কালোরাত্রীকে show bottle করিয়া মোক্তার মহাশয় বেণের আমমোক্তারকে ও মাপারাশীর মহারাজকে গুরু সাজাইবার চেষ্টায় স্বদেশ-প্রেমিকতা ও স্বজাতি-প্রেমিকতা দেখাইতেছে। বলিহারি! এবার অহি-নকুলে ওত পাতুন!!

বহির্মুখ গণমতকে ক্ষেপাইবার জন্য মঠের পারমার্থিক-বিচার-বিরোধী পাষণ্ডি-সম্প্রদায় সর্ব্বত্রই 'চোর বলে ঐ চোর' নীতি অবলম্বন করিয়াছে! চোর গলাবাজি করিয়া সাধুকে আগে 'চোর' বলিতে পারিলেই চোরের সাফাই হয় না।

---

## লণ্ডন-সংবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম সম্পাদক লণ্ডন শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয় মঠের রক্ষক ও প্রচারক মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৭ই সেপ্টেম্বর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া Via Diappe এবং Paris হইয়া Marseille পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে গোস্বামী প্রভু গত ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে Andre Libon নামক ষ্টেক্ বোটে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। লণ্ডনে শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয় মঠে Mr. Ralph Woolfstein, Mr. F. A. Pollard, Mr. T. K. Chatterjee M.A., Mrs E. Brownrigg, Mrs. Harris, Miss. C. Bowtell, Mrs. M. A. B. Dodwell, Mr. and Mrs. Baker প্রভৃতি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভুকে বিদায় অভিনন্দন (Fare well) প্রদান করিয়াছেন। তিনি আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর কলম্বো পৌঁছিবেন।

—•:০:•—

# আশুতোষ হলে বক্তৃতা

তারিখ—৭ সেপ্টেম্বর (১৯৩৭), ১২শে ভাদ্র (১৩৪৪) শনিবার।

বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষেব ভৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (বেদ ই, ফি, স্কলজে)।

সভাপতি—অনারেবল জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস।

বিষয়—Message of Vedanta (বেদান্তের বাণী)

সময়—সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার ডি, এন, মৈত্র মহাশয়ের সমর্থনে অনারেবল জাষ্টিস মিঃ সি, সি, বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতি ও বক্তৃদ্বয়ের গলদেশে প্রসাদী মালা প্রদান করেন।

সভাপতি মহাশয় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—"অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার স্থলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষেব ভৌতী মহারাজ যদ-

ভাষায় ও শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় Message of Vedanta (বেদান্তের বাণী) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।' অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ "ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন" গীতটী উদ্বোধন সঙ্গীত রূপে কীর্ত্তন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনা পূর্ব্বক বক্তৃতা করেন,—

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ, শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আমি বেদান্তের বাণী সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু বেদের অন্ত পাওয়া আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব, তবে আপ্তবাক্যই আমার অবলম্বন। আমি পূজ্যপাদ গুরুবর্গের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিব। বেদান্ত বলিতে বেদের অন্ত—চরম উপদেশ বা শিরোভাগ উপনিষৎ সমূহকে বুঝায়।' বেদান্ত-সমূহ উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু উপনিষৎ সমূহ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যার্থীর পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন, সদ্গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্যই শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবান্ বাদরায়ন এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্ বাক্যের বিষয় বিভাগ পূর্ব্বক যে সকল সূত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে অত্র অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মবস্তু সূচিত বা প্রকাশিত হন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র।

অনেকের ধারণা—ব্রহ্মসূত্রের আদি ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর; কিন্তু শঙ্করেরও বহুপূর্ব্বে প্রাচীন ভাষ্যকার বৌধায়ন, উপবর্ষ, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দী, ভারুচি, কাশকৃৎস্ন কার্ষ্ণাজিনি, আত্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শঙ্করের সমসাময়িক ও তৎপরিবর্ত্তিকালে ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, দ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীনিম্বার্ক, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য্য, দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, সমন্বয়-বাদী বিজ্ঞানভিক্ষু ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীল রামানুজ আচার্য্য বৌধায়ন বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শঙ্কর ঐবৃত্তি সারস্বাপীঠে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ বহু কষ্টে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু শঙ্করের অনুগত ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রামানুজের জনৈক শিষ্য পূর্ব্বেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পাইতে কষ্ট হইল না। শ্রীভাষ্যে যে অপূর্ব্ব মধুর রসান্বিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুগণকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের কৃপাশক্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। ইহা সকল ভাষ্য অপেক্ষা পরম উপাদেয়।

ব্রহ্মসূত্র চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থরূপে উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম নির্ম্মল চিত্ত সৎপ্রসঙ্গযুক্ত শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন জীব ইহার অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য। সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়—নিরবদ্য বিশুদ্ধজ্ঞানগুণগণ অচিন্ত্যানন্দ-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষদোষ বিনাশ পূর্ব্বক তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ-বিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক বাক্যে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়, প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ, ন্যায়ানুরূপে অভ্রান্তগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্বোক্ত অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি। বেদান্তের বহু ভাষ্য, সুতরাং কাহার বাণী গ্রহণ করিব? এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ, ভক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর বিজবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

মনুষ্য মাত্রেরই এই চারিটী ভ্রম আছে। ভ্রমের কারণ—দূরতা, পিত্তব্যাধি ও ভয়। দূরত্ব হেতু পৃথিবী অপেক্ষা বহু গুণে অধিক বৃহৎ সূর্য্যকে থালার ন্যায় দেখায়, কামলা রোগীর চক্ষে শ্বেতবর্ণ দ্রব্যও হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়, আর সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া থাকে। প্রমাদের অর্থ অনবধানতা বা অন্যমনস্কতা। বিপ্রলিপ্সা অর্থে বঞ্চনেচ্ছা, আর করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, জড় দেহের শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থার নিমিত্ত শরীরের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিত্যতত্ত্ব যাঁহাদের, তাঁহারা জড় শরীরের গুণবিশিষ্ট নহেন। আমরা তুচ্ছ স্বার্থবশে প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া অপরকে বঞ্চনা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরম মঙ্গল-বিধাতা জগৎপিতা পরমেশ্বরের সেই দোষ থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীব্যাসদেব, শ্রীগুরু, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সকল দোষদুষ্ট নহেন। বিশেষতঃ যিনি সূত্রকার, তিনি যদি নিজেই তাহার ভাষ্য করেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ বিভাগ, বেদান্ত ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রকাশ করার পরও চিত্তে কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়া নিজ আশ্রমে শম্যাপ্রাসে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমতকালে দেবর্ষি নারদ তথায় গমন করেন। তিনি বেদব্যাসের নিকট বলেন, আপনি ভগবানের চিদ্ বিলাসের কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভব করিতেছেন; আর তাঁহার নিকট চতুঃশ্লোকী ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া গুরুপরম্পরার ধারা প্রবাহিত করেন। ব্যাসদেবের গুরু-করণের আবশ্যকতা না থাকিলেও গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবের আছে—জানাইবার জন্য স্বয়ং তাহার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাধিস্থ হইয়া জীবগণের প্রকৃত মঙ্গলের বিষয় অবগত হন এবং বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। তাহারই শ্রবণ ফলে বদ্ধ জীব-গণের অধোক্ষজে ভক্তিযোগ উদিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা শোক মোহ ও ভয় বিদূরিত হয়। এজন্য ভাগবত সম্বন্ধে "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং" বলিয়া গরুড় পুরাণে উক্তি আছে।

বেদান্তে অনেক কথা আছে, অদ্যকার এই সামান্য সময়ের মধ্যে সে সম্বন্ধে কতটুকু বলিতে পারিব, তাহা জানি না, বিন্দুকের মধ্যে সমুদ্রকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার ন্যায় তাহা অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে একটুকু আভাস মাত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—তিনটি তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্বন্ধ জ্ঞান, তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল বা প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্ত সম্বন্ধে পৌরাণিক উক্তি,—

তাবদগর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি তর্কুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জতি মহাশক্তির্যাবদ্ বেদান্তকেশরী॥

বেদান্ত সূত্রের অপর নাম উত্তর-মীমাংসা। জৈমিনী সূত্রগুলি পূর্ব্ব-মীমাংসা। তাহা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে আরম্ভ হইয়া তোগপর বাক্যেই পূর্ণ। কিন্তু তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেদব্যাস প্রথম সূত্রেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র কথা জানাইলেন। এখানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে—"অপাম সোমমমৃতা অভূম, অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" প্রভৃতি মন্ত্র সমূহে তোগের যথেষ্ট ইন্ধন প্রদান করিয়াছে, তদুত্তরে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে—

"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে", "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য।" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী" ইতি। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন; তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অর্থাৎ এই জগতে যেরূপ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জ্জিত ফলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হরিই সুখ-স্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ নাই, তিনিই সুখ, তিনিই বিজ্ঞাতব্য" "মৈত্রেয়ী পরেশই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও বিজ্ঞাসিতব্য। "কর্ম্মনিস্পাদিত লোক সকল পরীক্ষা করতঃ অনিত্য জানিয়া তাহাতে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক উপার্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিবে। কারণ অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা নিত্যলোক লাভ করা যায় না।"

এই সকল উপনিষদ্বাক্যানুসারেই বেদান্তের প্রথম সূত্র—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

এখানে 'জিজ্ঞাসা' শব্দটীতে গুরুসন্ধির কথা আছে। কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? তদুত্তরে মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" এতদ্দ্বারা গুরুর নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে যদি পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, বর্ত্তমানে প্রকৃত গুরুর অভাব, অতএব এখন ঐ সকল কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের "লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ", "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্" প্রভৃতি বাক্যগুলির প্রতি অনাদর বা অনাস্থা প্রদর্শিত হয়। ভগবান্ অপার করুণাবশে নিত্যকাল গুরুরূপে জগতে প্রকটিত আছেন, কিন্তু অন্যাভিলাষীর দল তাহা দেখিতে পায় না। তাহাদের ঔদুক্য ধর্ম্মবশতঃ আচার্য্যস্বরূপ তাহাদের চক্ষে দৃষ্ট হয় না। এই সূত্রে আমায়-ব্যায়ের কথা বেদব্যাস জানাইয়াছেন। গুরুর লক্ষণ কি? "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" শ্রোত্রিয়ং—বেদজ্ঞং, অন্যথা সংশয়ং ছেত্তুং ন শক্নুয়াৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠম্—ভগবদনুভাবিনম্ অন্যথা তদুপদিষ্টো হরিঃ শিষ্যহৃদি ন স্ফুরেৎ, (শ্রোত্রিয় অর্থে বেদজ্ঞ, অন্যথা সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ হইবেন না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠ শব্দে ভগবদনুভাবী, অন্যথা তাঁহার উপদেশে শিষ্যহৃদয়ে হরি উদিত হইবেন না।) গীতাতেও শ্রীভগবদুক্তি—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।"

এখন এই ব্রহ্ম কাহার? জীবের কি তদতিরিক্ত কোন বস্তু? তদুত্তরে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

ইহার অনুকূল শ্রুতিবাক্য—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি।

অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম গ্রহণ করে, যাহা কর্ত্তৃক পালিত হয় এবং প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং তিনি জীব নহেন সর্ব্বেশ্বর। বেদান্তের কতিপয় সূত্রে জীব হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে—

"ভেদব্যপদেশাৎ", "অন্যো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে", "অন্তর্য্যামী ব্রহ্মণাদয়ো হি তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ" ইতি, "ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ," "ভেদব্যপদেশাচ্চ," "মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ," "আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ," "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" "ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ" প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কতিপয় সূত্রে মোক্ষেও উভয়ের ভেদ দৃষ্ট হওয়ার উক্তি আছে।

ব্রহ্মবস্তু কি নির্ব্বিশেষ? না, তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও এই দ্বিতীয় সূত্রে নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥

ব্রহ্মে স্বাভাবিক তিন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তাঁহাকে 'নিঃশক্তিক' বলিলে তাঁহার পূর্ণতা অস্বীকার করা হয়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সৎ, চিৎ ও আনন্দ অংশে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী প্রভাবের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। আবার "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্তমেষ দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব আচ্ছাদন করিয়া নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এক অদ্বয় সত্যবস্তু, প্রতিবিম্বিত, পরিচ্ছিন্ন বা ভ্রান্ত ব্রহ্মের জীবত্ব, জগৎ মিথ্যা এবং চিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই জীবের সংসাররূপ ভ্রান্তির বিনিবৃত্তি।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব, এবং শ্রীরামানুজ, শ্রীমাধ্ব বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীবল্লভ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতবাদ

খণ্ডন করিয়া বিশেষ যুক্তির সহিত ব্রহ্ম ও জীবের পৃথক্ নিত্য সত্তার পরিচয় জানাইয়াছেন।

ব্রহ্মবস্তুর নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডন-মূলে ব্রহ্মসূত্রে:—

"অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ", "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ," "আহ চ তন্মাত্রম্", "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে," "দর্শনাচ্চ," "উভয়ব্যপদেশাত্বহিকুণ্ডলবৎ" প্রভৃতি সূত্র সকল বিরচিত। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত সূত্রের অর্থ—কুণ্ডল-বিশিষ্ট সর্পের কুণ্ডল যেরূপ বিশেষণ, তদ্রূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয়। "জ্ঞোঽতএব" সূত্রে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদিত। জীবের অণু স্বরূপ আমাদের ধারণাতীত।

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ"।

তাহা অণু হইলেও এবং পঞ্চকোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত থাকিলেও আলোকবৎ ও চন্দনগন্ধবৎ সর্ব্বদেহব্যাপী হয়, তাহা "গুণাদ্বালোকবৎ", "অবিরোধশ্চন্দনবৎ" "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি," "অবস্থিতি-বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি" প্রভৃতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে উপাস্য হরি অনুমানগম্য বা বেদবাচ্য—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় সূত্রের অবতারণা—

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"

তিনি অনুমানাধীন চিন্তা দ্বারা অনুমেয় নহেন। কিন্তু শাস্ত্রই তাঁহার বোধহেতুরূপে উক্ত হইয়াছে "তত্ত্ব সমন্বয়াৎ", "প্রকৃতেশ্চ শব্দমূলত্বাৎ" প্রভৃতি সূত্রও ইহার সমর্থন করিয়াছে। অনুমান বা তর্কাদি দ্বারা তিনি গম্য নহেন ইহা অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। যথা "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" "অথৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি। অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। সেই ঔপনিষদ্বেদ্য-পুরুষের কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মবস্তুই নিখিল বেদবেদ্য। অন্য কোন দেবতা বা মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নরাদির কথা বেদাদি শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয় নাই। গীতাতেও ভগবদুক্তি,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও তাহা ব্রহ্মকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্তি—"অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যান্ত্যাকাশঃ পরায়ণম্" ইতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদি।

শাণ্ডিল্য নামক ঋষি রাজা ঐবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিশ্বের গতি কি? রাজা উত্তর করিলেন—'আকাশ'। কেন না, এই সমস্ত দৃশ্যমান ভূত-প্রপঞ্চ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং আকাশেই অবস্থিতি করে; এখানে আকাশ-শব্দে ভূতাকাশকে বুঝিতে হইবে না। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে কখনও সর্ব্বভূতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। জড় কখনই নিজে নিজের হেতু হইতে পারে না। আবার অন্যত্র দৃষ্ট হয়,—যদি এই আকাশরূপী পরমাত্মা আনন্দস্বভাব না হইতেন, তাহা হইলে কেইবা বাঁচিত, কেইবা অপান-চেষ্টা করিত। এই প্রকার—

"অতএব প্রাণঃ", "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ", "কল্পনাৎ", "প্রাণভৃদ্বাত্মগমাৎ", 'পত্যাদিশব্দেভ্যঃ", "বৈমানিকঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ।" শাস্ত্রদৃষ্ট্যুপদেশো মাধ্বদেববৎ, মর্য্যাদামন্ত্রবর্ণাৎ স্যাৎ," "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে," "অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ" প্রভৃতি সূত্রগুলি বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে উদ্দেশ করে নাই, কিন্তু উহারা ব্রহ্মবাচক।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী—

মুখ্য সৌণ বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা যেবা কহয়ে কৃষ্ণকে॥

পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

কৃষ্ণং স্মরন্তে যস্মাদ্ব্রহ্মত্বাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্তরঃ॥
শিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
গদাধরো যতো বিষ্ণুঃ শিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাত্করঃ।
কৃষ্ণাত্মকমিদং বিশ্বং যতো যস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিদ্বিদ্ভিঃ পরিগীয়তে॥
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিভ ঈশ্যতে॥

এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ। (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে)

স্কন্দেও দৃষ্ট হয়—

ইতি নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাধান্যেন তগবান্ রাজন্ব্রাহ্মবং হরম্।

ব্রাহ্মে—

চতুর্মুখং শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি হরৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ।

হর অর্থাৎ সংসার পীড়ার হরণ অর্থাৎ অপনয়ন করেন বলিয়া তিনি 'হর', সকলের ঈশ বলিয়া তিনি 'ঈশান', গঙ্গাধর বলিয়া তাঁহার নাম 'পিনাকী', সর্ব্বদুঃখহর বলিয়া তিনি 'শিব,' সকলের সংরোধন করেন, এজন্য 'হর', বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন বলিয়া 'কৃত্তিবাস', বিশেষ বশতঃ 'বিরিঞ্চি,' বৃংহণ বশতঃ 'ব্রহ্ম' এবং ঐশ্বর্য্য-হেতু 'ইন্দ্র' বলিয়া কথিত হন। এইরূপ নানাবিধ শব্দে সেই একমাত্র ত্রিবিক্রম সকল বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন (—ব্রহ্মাণ্ডে)। স্কন্দ পুরাণেও লিখিত আছে,—পুরুষোত্তম কেশব স্বয়ংকে শ্রীনারায়ণাদি নাম ভিন্ন ব্রাহ্মক হর প্রভৃতি অন্যান্য নাম প্রদান করিলেন। ব্রহ্ম পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ, শতানন্দ ও পদ্মভূ এবং শিবকে উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন ও কপালী ইত্যাদি নিজ বিশেষ নাম সকল প্রদান করেন।

আমরা কেন-উপনিষৎ পাঠ করিলে ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি যে, ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত দেবগণের পৃথক্ শক্তি নাই। ব্রহ্মেরই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারা যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেদান্তের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু সময় অল্প এবং অপর বক্তার নিকট হইতে শ্রবণের জন্য আপনারা উৎকণ্ঠিত। সুতরাং সংক্ষেপে সাধন ও ফল সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিব।

বেদান্তের ২য় অধ্যায়ে অন্যান্য দর্শনের কথা নিরাস করিয়াছেন। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, শাঙ্কের বাদ, সদসদ্বাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সমস্ত মতবাদকেই বেদব্যাস অসম্পূর্ণ বা বিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ," "প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ," "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্," "ধ্যানাচ্চ," "আসীনঃ সম্ভবাৎ," "অচলৈকাগ্র্যং তদ্বিশেষাৎ," "স্মরন্তি চ," "পরাভিধ্যানাত্ তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" প্রভৃতি সূত্রে ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে অভিধ্যেয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও "ধ্যায়তশ্চিত্তয়তো বাপি", "তস্মিংস্তজ্জনসংশ্রদ্ধা তদ্ভিহামুত্রোপাধিভৈরাত্মৈবাস্যেন মনঃকল্পনয়েব নৈষ্কর্ম্যম্" ইত্যাদি বাক্যে, তথা শ্রুতিতে যহ বাক্যে ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল-নির্ণয়ে জীবের চরম ফল নির্ণয়ার্থ কএকটী সূত্র উক্ত হইল,—

"সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ," "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ", "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ", "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ," "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ," "অতএব চানন্যাধিপতিঃ" প্রভৃতি সূত্রে জীবের মুক্তির পরে স্ব-স্বরূপে অবস্থান, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকাবির্ভাব, সঙ্কল্পানুযায়ী সিদ্ধি এবং ভগবৎ ভিন্ন অন্য-নিয়ামক-রাহিত্যাদি অবস্থা সকল উপযুক্ত শ্রুতির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" অর্থাৎ ভগবদুপাসনা দ্বারা অনাবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহা শব্দ-প্রমাণগম্য। যথা—"একেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে।", "মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ", "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।", "যে যাবাগার পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।" "যৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তঃ সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বস্থানমং যথা।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যে জীবের আর পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ও বেদান্তের বাণীর সার আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য—আমাদের পরাৎপর গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপে গ্রথিত করিয়াছেন—

আত্মাঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিবশতয়া তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।

}

তেনাতের প্রকাশ্যং সকলমপি হরেঃ সাধনং ভক্তভক্তি-
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।

উপসংহারে প্রকাশানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তির কতিপয় ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা শেষ করিতেছি—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরুমোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন।
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম।
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

• • •

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।

অতঃপর শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ইংরাজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি দৈনান্মুখে বলেন যে, বেদান্ত বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা কম। রাত্রিও অধিক হইয়াছে। সুতরাং আমি আর কিছু বলিতে চাহি না। তবে এইটুকু বলিতে চাহি যে, বক্তৃতা তাঁহাদের হৃদয় হইতে কথাগুলি বিশেষ আবেগ ভরে কীর্তন করিয়াছেন। এ সকল কথা আপনাদের কর্ণেই কেবল প্রবেশ করাইবার জন্য নহে, হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য। আশা করি, আপনারা এই বক্তৃতার কথাগুলি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় সভাপতি, শ্রোতা ও বক্তৃতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী কর্তৃক "অনোমতীনন্দন" গীতটী কীর্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

——:o:——

# প্রাপ্ত-পত্র

মাননীয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি শূন্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তিগণের পরমার্থ-বিরোধ-কার্যের প্রতিবাদের জন্য গত ১৫।৮।৩৭ তারিখে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহার প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের নিকট সভার সিদ্ধান্তানুসারে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু কুঞ্জ বাবুর দলের এক ব্যক্তি একখানি অবান্তর নানা-কথাযুক্ত পত্র লিখিয়া আমার নিকট উত্তর চাহেন। তদুত্তরে আমি তাঁহার নিকট যে একখানা পত্র লিখিয়াছি, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য আপনার পত্রে প্রকাশ করিবার প্রার্থনা জানাইতেছি। পত্রখানা আপনার কাগজে প্রকাশিত হইলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি—

পোঃ ওয়ারী, ঢাকা,
তাং ২৪শে আগষ্ট,
১৯৩৭।

নিবেদক—
শ্রীব্রজগোপাল শাহবন্দিক।
২২৩ লালমোহন শাহনিধি ষ্ট্রীট।

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

শ্রীযুত কুঞ্জবাবু! জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে 'মূঢ়' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাকারী ব্যক্তিগণের পরমার্থবিরোধী আচরণের প্রতিবাদ-সভার যে-সকল প্রস্তাব সর্বসাধারণের সিদ্ধান্তানুসারে ১৫।৮।৩৭ তারিখে আমি আপনার নামে প্রেরণ করিয়াছিলাম, উহার প্রকৃত উত্তরের পরিবর্তে ১১৪এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা হইতে "শ্রীসত্যব্রতদাস ব্রহ্মচারী" নামে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যেও অজ্ঞাতনামা কে এক ব্যক্তি কতকগুলি সম্পূর্ণ অবান্তর কথা পত্রে লিখিয়াছেন! অথচ এক অদ্বিতীয় জগদ্গুরুকে 'মূঢ়' বলায় তাঁহার কতিপয় শিষ্যের যে বৈষ্ণব ইতিহাসের পৃষ্ঠা চির-কলঙ্কিত করিয়া রাখিলেন, সেই মূল কথাটি একেবারেই ধামাচাপা দিয়াছেন।

আপনাদের মঠের মিশ্র বা কোন পক্ষের লোকই আমি নহি;

আপনাদের পরস্পর কলহ সম্বন্ধে ঢাকার জনসাধারণের ও ভক্তগণের প্রস্তাবের মধ্যেও কিছুই নাই। সত্যপ্রিয় জনসাধারণ ও ভক্তগণের বক্তব্য ইহাই যে, আচার্য্য ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির ন্যায় পাষণ্ডতা আর নাই। বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়, শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই কথাটি বাল্যকাল হইতেই শুনিয়াছি—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ বৈষ্ণব নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণেরও গুরুদেব; সুতরাং তাঁহাকে আপনি, হারাণ-বাবু, (হরিবিনোদ দাসাধিকারী) ও পরমানন্দ-বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে ও কৃষ্ণনগর জজ-কোর্টে 'শূদ্র' বলিয়া যে সত্যপাঠ বা উহার সমর্থনাদি করিয়াছেন, তাহাই হাইকোর্টের ১৪।৭।৩১, ২১।৭।৩১ ও নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজ কোর্টের ২২।৭।৩১, ৩০।৭।৩১ প্রভৃতি তারিখের সত্যপাঠ পত্রের অবিকল নকল হইতে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছি। উহা আমরা কাহারও মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করি নাই। আপনাদের ঐ 'সত্যপাঠ' কি সর্ব্বৈব মিথ্যা?

আমার পরম সুকৃতি-ফলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজ ১৯২১ সালে আমাদের গৃহে কৃপাপূর্ব্বক পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে ক্রমাগত একমাসকাল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার পরম সৌভাগ্য হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঢাকায় পদার্পণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ প্রকাশের বিপুল চেষ্টা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন দক্ষিণমেরুতিতে শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন, তখন শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজকে গৃহস্থাবস্থায় খুলনার ডাক্তার সাহেবের বেয়ারীরূপে আসিতে দেখিয়াছি। তখন জাতি-গোস্বামি-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের যে বাদ-প্রতিবাদ লক্ষ্য করিয়াছি ও শ্রীল প্রভুপাদের মুখে যাহার যে কথা শুনিয়াছি, তাহাতে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে শূদ্র বলা দূরে থাকুক, কোন বৈষ্ণবকে শূদ্র বলাও চরম পাষণ্ডতা, ইহা জানিতে পারিয়াছি। তখন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নিকট বহুত করিয়া বলিতেন, 'শূদ্র বৈষ্ণব', 'যবন বৈষ্ণব' প্রভৃতি কথাগুলি 'সোনার পাথর বাটী' বলার ন্যায়। শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজের নিজ মুখেই শুনিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মকুলশিরোমণি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের গৃহে আবির্ভাব-কালেই অলৌকিকভাবে ব্রাহ্মণচিহ্ন উপবীতসহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় যাহারা তাঁহাকে জড়বিষয়বিষ্ঠা-ভোগের জন্য 'শূদ্র' বলিতে পারেন, তাহাদের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের কোনই সম্বন্ধ নাই ও থাকিতে পারে না এবং তাহারা যে প্রভুপাদের ঘোরতর প্রতিকূলাচরণকারী,—ইহা আপনাদের মঠের শিষ্য না হইয়াও আমার ন্যায় অতি সামান্য ব্যক্তি বুঝিতে পারে এবং ঢাকার প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণ তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যে জাতিবুদ্ধির প্রতিবাদ সভায় ঢাকা নগরীর কোন্ কোন্ জনসাধারণ ও প্রভুপাদের আশ্রিত কোন্ কোন্ মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাহা অযাচিত পত্রলেখক মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন, ইহা তিনি গত ৪ঠা ভাদ্র তারিখের দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করিলেই জানিতে পারেন। আমিও ঐ পত্রের গ্রাহক বলিয়া উহার খবর রাখি। শুনিয়াছি, অন্যান্য সংবাদপত্রেও এই সংবাদ বাহির হইয়াছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটীর মাননীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকুমার গুহ বি-এ, ঢাকা বারদীর প্রাচীন জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নাগ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ যুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রকুমার দাস, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র লাহিড়ী, আনন্দশাসন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সে প্রমুখ জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সুদীর্ঘ আলোচনান্তে আপনার নিকট প্রেরিত প্রস্তাবদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অরুণবাবু এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতভক্ত মহিলাগণের বিচার জানিতে চাহিলে সকল ভক্তিমহিলা একত্রিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতা শ্রীযুক্তা সুষমা-বালা দেবী মহোদয়া দ্বারা সুকৌশলে জগদ্গুরুতে শূদ্রবুদ্ধি-কারিগণের অমার্জ্জনীয় পাষণ্ডতার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণ সংবাদপত্রেও প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

পত্রলেখকের অন্যান্য উক্তিগুলি যে সর্ব্বতোভাবে অসত্য, তাহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে জানি। যদিও উহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত আলোচনার আরো বিষয় ছিল

না, তথাপি লেখক উত্তর চাহিয়াছেন বলিয়াই লিখিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, আপনার পক্ষীয়গণকে নাকি কে বা কাহারা সর্ব্বৈব মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন।

গত ৫ই আগষ্ট কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই, এস, মুখার্জ্জি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নির্দ্দোষ প্রমাণে নিম্নলিখিত রায় প্রদান করিয়াছেন, উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা?

The proprietor of the firm was one J. B. Dutt, who died about 9 years ago, leaving two widows Lakhimani Dutta and Khiroda Sundari Dutta * * Khiroda Sundari the second wife, who is comparatively young looks after the administration of the deceased's estate * * In fact no systematic account is maintained and there is ample scope both in the Head office and Branch office for malpractices * * It is also clearly established that Kunja Vidybhusan is the 'benefactor', manager, or administrator of the firm of the widow Khiroda Sundari—who is within his clutches. He supervises the work, appoints and dismisses the employees, grants leaves and orders payments of salaries. P. W. 1 and P. W. 4 are his creatures and owe their appointments to his patronage. It is therefore quite natural that Kunja Vidyabhusan will be anxious to get rid of a man, who does not belong to his camp. He not only rests there, but pursues him to further troubles. He kept himself in the back ground, and pulled his wire from behind, through his creatures. Is it really necessary that a man who has renounced world and devoted his life to the pursuit of knowledge in religious world, allow himself to be entangled in the worldy affairs—not of his relations but of outsiders?

শ্রীযুক্ত বসুবাবু, আপনি শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা ও প্রচারের বিরুদ্ধে 'ডাকলেআপ' করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ আপনার ঐ প্রাণ রহিত করাইবার জন্য ও আপনাকে পুরী লইয়া আসিয়া মহাপ্রসাদের দ্বারা আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ করাইবার জন্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরত্ন গোস্বামী প্রভুকে আপনার দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা কি "সর্ব্বৈব মিথ্যা দোষারোপ?" ঢাকায় যখন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন ঠাকুর বাড়ীতে পাঠ করেন, সেই সময় যিনি হরিপুর-থানাধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন, যিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী নামে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তিনি যে সন্ন্যাস হইতে পতিত হইয়া ভাগবতোক্ত 'বান্তাশী' পদবী লাভ করিয়াছিলেন, ইহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা? তিনি পরে পর্ব্বত মহারাজ নাম পাইয়া আপনার দলভুক্ত ও আপনার বিশেষ সমর্থক ও প্রিয় হইয়াছেন, ইহা কি মিথ্যা? শ্রীল-প্রভুপাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী (যাহাকে গেরুয়া কাপড়ে প্রভুপাদের সঙ্গে ঢাকায় দেখিয়াছিলাম) ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিবাহাদি করিয়াছেন এবং এবার তাহাকে ঢাকায় সস্ত্রীক বিলাসী বাবুর মত দেখিয়াছি, আমার এই প্রত্যক্ষ দর্শনও কি "সর্ব্বৈব মিথ্যা"? শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর বিবাহ রোধ করিবার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, আদর্শ ব্রহ্মচারি-শিরোমণি শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীকে যে উক্ত পরমানন্দ বাবুর দেশে পাঠাইয়াছিলেন, ইহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা? শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিকট শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজের স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি গোপনীয় পত্র, যাহা আমরা দেখিয়াছি, এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত আরও যে-সকল কাগজ পত্র হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার ও আপনাদের দলের অনেকের সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত কথাকে কিরূপে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেই? ঐগুলি যদি জনসাধারণ দেখিতে চাহেন, তাহাও দেখান যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বনমহারাজকে আমি স্বচক্ষে ঢাকা যাদবগৌড়ীয় মঠে নূতন মন্দিরে প্রবেশের সময় ত্রিদণ্ডি-বেষের পরিবর্ত্তে দণ্ডহীন, মুণ্ডিত মস্তকের পরিবর্ত্তে বিলাতী ধরণের চৌকোকাটা, কৌপীনের পরিবর্ত্তে 'আণ্ডার ওয়ার' পরা, বহু মূল্যের বিলাতী সিল্কের গেরুয়া, বিলাতী মূল্যবান্ চাদরকার স্যুতা পরা, হাতে রিষ্টওয়াচ্ অত্যন্ত বিলাসী অবস্থায় দেখিয়াছি, ইহাও কি সর্ব্বৈব মিথ্যা?

ইংরাজী ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকায় ও এই নভেম্বরের মোদে জলিকাতা প্রভৃতি

পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বনমহারাজকে বাদ দিয়া ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে নূতন গৌড়ীয় মিশনের—বিলাত আমেরিকা ও ভারতের বাহিরে প্রচারের ভার-প্রাপ্ত প্রচারক বলিয়া ঘোষণা, বন মহারাজের আচরণে শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ অসন্তোষ, শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানসময়কালে ও অপ্রকটকালে বনমহারাজের প্রভুপাদের নিকট অনুপস্থিতি, বনমহারাজের নিজেকে নূতন গৌড়ীয় মিশনারীর পরিবর্ত্তে 'হিন্দু মিশনারী' বলিয়া প্রচার, আর্থারীতে কুরুচিপূর্ণ বাড়ীখোপ প্রভৃতি খেয়ার কথা, 'My first year in England' নাম দিয়া এক পুস্তিকা লেখার প্রভুপাদের অপ্রীতি, আবার Second year এর বিষয়ণে বন মহারাজের মায়া ভাবের চিত্র—যথা তিনি শিষ্যদের বাজাইতেছেন, আরাম করিতেছেন, টাইপ করিতেছেন, আর্থার ভাষা শিক্ষা করিতেছেন প্রভৃতি বহু চিত্রের ব্লক ছাপাইয়া মিশনের অর্থ অপব্যবহার করিবার কথাগুলি, শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ত্রিপুরা-মহারাজের মাননীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট বনমহারাজের স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়জ্ঞাপনের কথা, যাহা আমি ব্যক্তিগত-ভাবে বহু প্রমাণের দ্বারা জানিয়াছি, তাহা কিরূপে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিব?

আপনার দলের একজন প্রধান বুদ্ধিদাতা শ্রীযুক্ত নেমি মহারাজ, যাঁহাকে আমি বিশেষরূপে জানি; তিনি যে হাওড়া জেলার গ্রাম্য প্রাইমারী স্কুলের আট দশ টাকা মাহিনার একজন বাঙ্গালানবীশ পণ্ডিত ছিলেন, ইহা কি অসত্য? আর শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ২১শ বর্ষ সজ্জনতোষণীর ১১শ ও ১২শ সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠায় উক্ত নেমি মহারাজের (পূর্ব্ব নাম শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী) সম্বন্ধে যে লেখা আছে, "বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহাকে মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং গতবর্ষে যে মাসদয় তিনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পঞ্চাশ মুদ্রা বৃত্তি দেওয়া হইবে।" ইহা কি অসত্য? তিনি যে গৌরভূত কাটাইবার সময় একজন তাড়াটিয়া কর্ম্মচারী ছিলেন এবং এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য সাধারণের নিকট হইতে মিশনের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এযাবৎ তাহার কোন হিসাব-নিকাশ মিশনে প্রদান করেন নাই, ইহা কি মিথ্যা?

আপনারা হয়ত ঢাকা লক্ষীবাজারের ব্রাহ্মণ-সভার রাধাবিনোদ গোস্বামীর ন্যায় "তুমতি চুপ হামতি চুপ" নীতিটী প্রয়োগ করিতে পারেন অর্থাৎ অপর পক্ষেরও নানা দোষ আছে। সুতরাং তোমরা চুপ থাক। কিন্তু অপর পক্ষের দোষ থাকুক, আর নাই থাকুক, তদ্দ্বারা ত আপনারা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলেন না, কেবল অপর পক্ষের কণ্ঠরোধের অভিসন্ধি লইয়া নিজের ছিদ্রগুলি ঢাকিয়া রাখিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা সত্যপিপাসু জনসাধারণ আপনাদের আচরণের প্রতি আস্থাবান হইবেন কেন? আপনারা যে আচারময় প্রচারের কথা বলিয়া বেড়াইতেন, তাহা কি এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন?

"নানা প্রকার মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া সরল জনগণকে সত্যের বিরুদ্ধে মাতাইবার যে চেষ্টা, উহা গুরুদ্রোহিগণেরই শোভনীয়" লেখকের এই উক্তি যুক্তিযুক্ত। কলিকাতা বান্ধব-বস্ত্রালয়ের শ্রীযুক্ত মাখন লাল বিশ্বাস মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্রের অবিকল নকল, যাহা ১২শে আগষ্টের দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে পাঠ করিলাম, তাহাতে মাখন বাবু শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ওরা আষাঢ়ের পত্রে লিখিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে আপনার অমত ছিল না, বরং আপনাদের উভয় পক্ষের মিলন হয়, সে সম্বন্ধে আপনার আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। কুঞ্জ বাবুর আপনাদের ওখানে যাইতে কোন অমত নাই।" কিন্তু শ্রীযুক্ত মাখন বাবু কলিকাতার চালতে বাগান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সহিত গৌড়ীয় মঠে সাক্ষাৎকার ও আপনার সহিত আলোচনা করিবার পর ৮ই শ্রাবণ যে পত্র লেখেন, তাহাতে আপনার যে অভিমত তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে লিখিয়াছেন—"মঠে যাইয়া আপনার সহিত আলোচনা করা সঙ্গত মনে করেন না।" এই দুই পত্র পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত।

গত ২৯শে শ্রাবণ তারিখের সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ে ও ১লা ভাদ্র তারিখের ৫ম সংখ্যা পাক্ষিক গৌড়ীয়ে আপনার স্বহস্তলিখিত পত্র, প্রেরিত টেলিগ্রাম ও নিজস্বাক্ষরিত

যে প্রেস-মেসেজের অবিকল ব্লক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আপনি প্রুফেসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়কে কটকে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে আমার নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য নিত্যকাল আছে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালের সময় হইতে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর বিচারের বিরুদ্ধে কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।" আপনার এই স্বহস্ত-লিখিত পত্রকে কি "সর্ব্বৈব মিথ্যা" বলিব? অথচ 'বসুমতী' ( ৪ই মে ১৯৩৭ ), 'হ্যাণ্ডবাল' (৩১শে মে, ৭ই জুন ১৯৩৭ ) অমৃত বাজার ( ১লা জুন ১৯৩৭ ) প্রভৃতি পত্রিকায় ও আমার নিকট প্রেরিত আপনাদের পত্রিকার বিজ্ঞাপনে আপনারা লিখিয়াছেন, — "শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য নহেন, গৌড়ীয় মিশনের মেম্বরগণ ঐরূপ কার্য্য আদৌ অনুমোদন করিনা বা করিব না।' এখানে জনসাধারণকে সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়াইবার চেষ্টা কাহার বা কাহাদের? বিচক্ষণ আপনিই বিচার করুন, তাহারপর সুধীজনসাধারণ বিচার করিবেন। আপনারা ত' অনেক বড় বড় কথা বলেন, এখানে 'সম্পূর্ণ আনুগত্য' ও 'নিত্যকাল' শব্দের অর্থ কি? ( শ্রীলপ্রভুপাদের প্রকট-কালেও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ কেহই করেন নাই, ) "অপ্রকটকালেও কেহই করিতেছেন না,"—ইহা আপনিই স্বহস্তে লিখিয়াছেন। আবার আচার্য্য-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে ভক্তিসুধাকর প্রভুর সহিত আপনি সম্পূর্ণ একমত, ইহাও ৯ই ফেব্রুয়ারীর টেলিগ্রামে আপনি লিখিয়াছেন। আর মার্চ ২৮শে "**Management of the Gaudiya mission**" শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য প্রভুকে আচার্য্য or Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj entered Into Nityaleela" বলিয়া সমস্ত সংবাদপত্রে খবর দিয়াছেন। এই সকল কথা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা?

আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আমি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি, আর বর্ত্তমানে অস্বীকার করিতেছি। তাহা হইলে আপনার স্বহস্তলিখিত 'নিত্যকাল' কথাটীর সার্থকতা কি? একটী হিন্দী প্রবাদ শুনিয়াছিলাম—"বাত্, আউর বাপ এক হোনা চাহিয়ে।"

বাঙ্গালাদেশের খ্যাতনামা জনগণের দ্বারা আপনারা কোন্ বিষয় মীমাংসা করাইতে চাহেন? তাহা কি পরমার্থ?—না আগন্তুক বিষয়? শ্রীল প্রভুপাদ কি কখনও আগন্তুক মনীষী ও বিচারকগণের দ্বারা পরমার্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ মীমাংসা করাইবার আদর্শ দেখাইয়াছেন? বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈষ্ণবাচার্য্য কি সেইরূপ আদর্শ দেখাইয়াছেন? শ্রীযুক্ত মাথনবাবুর ৮ই শ্রাবণের পত্র হইতে জানা যায় যে, আচার্য্য-নির্ব্বাচনের বিষয়টীই আপনাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ১৩২৯ সনে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গোস্বামী ঢাকার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা "আচার ও আচার্য্য", "ও ব্রাহ্মণ কে?"—এই দুইটি পারমার্থিক বিষয়ের মীমাংসা করাইয়া লইবার জন্য ঢাকা-কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, তথা সারস্বত-সমাজের কতিপয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও অন্যান্য স্থানীয় বিশিষ্ট জনসাধারণের সভাপতিত্ব ও মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে একটি বৈঠক করাইয়াছিলেন। ঢাকার যাবতীয় শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, আমিও উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু এই মীমাংসা-বৈঠকের কথা শ্রীল প্রভুপাদ পরে শুনিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"জগতের খ্যাতনামা লোক বা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ পরমার্থের কি মীমাংসা করিবেন? পরমার্থ-বিষয়ে একমাত্র অবলম্ব—শ্রীভাগবত পুরাণ।" ইহারই প্রায় সমসাময়িককালে শ্রীল প্রভুপাদ যে "বিচার-আদালত" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমরা তখন পাঠ করিয়াছিলাম।

ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের কোন আচার্য্যই থাকিবে না, ইহা বিলাতী নিখিল-মানবতান্ত্রী সিমাইটস্ ও এক শ্রেণীর বলশেভিকগণের মত হইতে পারে; কিন্তু কোন যুগে কোন কালে সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে এই অভিনব নাস্তিক মত প্রচারিত হইতে শুনা যায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত সদ্গুরু ও আচার্য্য-ধারার নিত্য সংরক্ষণের জন্যই জাতি গোস্বামী ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের সহিত ঢাকা নগরীতেও অনেক শাস্ত্রযুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনাদের শ্রীধামাপুর লইয়া অন্য সম্প্রদায়ের সহিত যে গোলমাল চলিয়াছিল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বৈষ্ণব মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাসপ্রসাদ শাস্ত্রী, চালতাবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মধ্যস্থ করিয়া অপর পক্ষ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ইহাতে আদৌ সম্মত হন নাই। ইহা আমরা সেই সময়ের 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বসুমতী', 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর', 'ফরওয়ার্ড', 'ভারতবর্ষ', 'হিন্দুবাণী' 'অবতার' প্রভৃতি বহু সাধারণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। শ্রীধাম-নিরূপণ-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বাংলার ঐসকল খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতা না মানিয়া বৈষ্ণব-গুরুবর্গের সিদ্ধান্তকে মানিয়াছিলেন বলিয়া কি শ্রীল প্রভুপাদের সংসাহসের অভাব ছিল? শ্রীল রাধাদেব প্রভুর আচার্যত্বও গুরুবর্গ বা বৈষ্ণব-বর্গের দ্বারাই মীমাংসিত হইয়াছে ও হইবে। উহা মীমাংসা করিবার জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত আর্চেস কাইলার বা হার হিজ্‌নেস, মুসলিম বিশ্ব বা কোন বিশাল লিবের প্রেসিডেন্ট, অথবা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান রাজমন্ত্রীসমূহ বা সর্বোচ্চ বিচারালয়-সমূহের শ্রেষ্ঠ বিচারপতিগণের আবশ্যক হইবে না, বা আবশ্যকতা নাই—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বিচারে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বুঝিতে পারিয়াছে। বঙ্গজননীর প্রতিভাবান বিশিষ্ট সন্তান স-দেবর মাননীয় স্যর এন্, এন্, সরকার শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র ও সিদ্ধান্ত, যাহা গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখের সাপ্তাহিক পত্রে নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রতিবাদ আমি 'দৈনিক-মীমাংসাপ্রকাশে' দেখিয়াছিলাম। অতএব আধুনিক প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ পরমার্থের কি মীমাংসা করিবেন?

গৌড়ীয়-মিশনের শত কথা ১১ জনেরও অধিক ব্যক্তি; শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত গভর্ণিংবডির অধিকাংশ সভ্য এবং আপনার সাক্ষাৎ বন্ধুস্থানীয়, তথা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনে আপনার পক্ষীয় সকলে যাঁহাকে আচার্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আমরাও স্বচক্ষে একমাত্র যাঁহাকে আচার্যের কার্য করিতে দেখিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে অর্থলুব্ধ যে-কোন গ্রাম্যবার্তাবহের উক্তিগুলিকে আমরা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার যুক্তিযুক্ততা দেখি না।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা জন-নায়ক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিলাতে শ্রীযুক্ত বসু মহারাজের প্রচারের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বা বাংলার জনসাধারণ উপেক্ষা করিবেন কেন? আপনাদের পক্ষের একজন প্রধান পাণ্ডা ও আপনাদের পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী পৃথিবী-বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দকে অত্যন্ত কটূক্তি করায় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' ( ১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ ), 'ভারত' ( শ্রাবণ, ১৩৪০ ) যে-সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাই বা জনসাধারণ উপেক্ষা করিবেন কেন? ঐরূপ এক পত্রিকায় ( ৪ঠা জুন, ১৯৩৬ তারিখে ) আপনাদের বন্ধুর পত্রিকা-প্রকাশকের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"গৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষগণ অবিলম্বে তাঁহাকে রাঁচী পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন।"—ইহা কি সত্য? আপনাদের বহুমানিত ঐসকল পত্রিকা পাঠ করিয়া সত্য বুঝিবার পক্ষে জনসাধারণের বিলম্ব হইবে কেন? আপনাদের বহুমানিত 'বসুমতী'তে শ্রীবলাই দেবশর্মা গৌড়ীয়-মিশনের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন এবং বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরে প্রবেশকালে 'বসুমতী', নায়ক', 'ভারমুক্ত,' 'অবতার' প্রভৃতি প্রাম্য কাগজ যে সকল কথা ও ছড়া ছড়াইয়াছিল, বাগবাজার নূতন মন্দিরের নীচে আপনাদের 'গুপ্তবৃন্দাবন' থাকিবার কথা, অন্নকূটের সময় জনসাধারণের প্রতি আপনাদের ব্যবহারের কথা, যাহা 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়াই কি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সত্য নির্ণয় করিবেন? শুনা যায়, ৩ ৩ আত্মকাহিনীর মতন আর একখানা পুস্তকেও "কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া গা ৩ ৩" প্রভৃতি কতকগুলি কি কথা লিখিত ছিল, উহা কি সত্য? আপনারা বর্তমানে যে সকল অর্থলুব্ধ কাগজের দ্বারা প্রাণ-ঢালা প্রচার করিতেছেন, উহা দেখিয়া সত্য নির্ধারণ করিতে হইলে, উহারা একদিন আপনাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, উহাদিগকেও সত্য বলিতে হয়।

পত্রলেখকের সহিত আমার আদৌ কোন পূর্ব্ব পরিচয় নাই, অথচ তিনি আমাকে পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই "সরল" বলিয়া তোষামোদ বা পরোক্ষে গালি বর্ষণ করিয়াছেন, ইহারই বা মূলে কি ষড়যন্ত্র আছে ?

পত্রলেখক সকলের শেষে যেন একটু ভীতি-প্রদর্শনের জন্য লিখিয়াছেন,—'উহাদের ঘোরতর অন্যায় কাজের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতা মহানগরীর বিশিষ্ট জনগণ শীঘ্রই এক মহতী সভার আয়োজন করিতেছেন, ঐ সভায় আপনাদিগকেও আহ্বান করা হইবে'—এই প্রকার উক্তির ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, যেন আপনারাই ঐ সভার অকৃত্রিম উদ্যোক্তা। আপনাদের কথিত বিশিষ্ট জনগণের কাছে ক্যানভেসারী করিয়া তাঁহাদের কাণভারী ও তাঁহাদের নিকট প্রকৃত তথ্য আচ্ছাদন এবং জনমতকে অবৈধভাবে ভ্রান্ত ও উত্তেজিত করিয়া আপনাদের মুষ্টিমেয় আচার্য্য-বিরোধি-সম্প্রদায় জাগতিক জনমতের জাগতিক বল সংগ্রহ করিবার অভিসন্ধি আঁটিয়াছেন, "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" এই আস্তিকতার বিচার তুলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত পারমার্থিক ব্যক্তিগণ অপেক্ষা জাগতিক বিষয়ী ব্যক্তি পরমার্থ-বিষয়ে অধিক প্রামাণিক বিচারক ; পারমার্থিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ', 'হারমনিষ্ট' 'ভাগবত,' 'পরমার্থী'—এই সকল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত পত্র অপেক্ষা বটতলার কাগজ বা অন্যান্য গ্রাম্য পত্রগুলি অধিক সত্য প্রচারক ও নিরপেক্ষ—এইরূপ এক জাগতিক বিষয়িগণের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। বহু সভানিষ্ঠ ব্যক্তি জনসভায় আপনাদের পক্ষীয় ব্যক্তিগণের স্বহস্তলিখিত বহু দলিল দস্তাবেজের দ্বারা, এমন কি ফটো প্রভৃতির দ্বারা, বহু সোপপত্তিক পত্র দ্বারা প্রকৃত সত্য প্রমাণ করিবেন এবং অনেক গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন। শুনা যায়, জনমহারাজ ও ভারতী মহারাজ আপনার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যথা—আপনি সাধারণ একজন কেরাণী হইয়াকিরূপে মেসে বৃহৎ অট্টালিকা, বহু জমিদারী, বহু লাইফ ইন্সিওর, কোম্পানীর কাগজ, ক্যাশ সার্টিফিকেট, বহু কোম্পানীর শেয়ার, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বহু টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন ও নানাপ্রকার কারবার করিতেছেন, পুত্রাদিকে বহু অর্থাদি ব্যয় করিয়া উচ্চশিক্ষা দিতেছেন, তাহাদের বিলাসিতা বর্দ্ধন করিতেছেন, গৃহেও স্বর্ণালঙ্কারাদি করিয়াছেন, মঠের সাহায্যকারী, সত্যানুরাগী বহুব্যক্তি মহানগরীর জনসভায় এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন, ইত্যাদির ন্যায় এই সকল প্রশ্ন প্রচার করিবেন, এজন্য তাঁহারা বিদ্বেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতএব অকৃত্রিম সত্যের ভয় নাই।

তাহার পর আপনার দলের নূতন পত্রিকায় দেখি,—আপনারা আপনাদের (?) দীক্ষাগুরুদেব (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ) ব্যতীত (?) অপর কোন যোগ্যতর বা গৌড়ীয় মিশনের শত শত সিদ্ধান্তবিৎ ব্যক্তিগণের বিচারে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে একান্ত আশ্রিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে 'প্রভুপাদ' বা 'পরমহংস' বলা অত্যন্ত অন্যায় মনে করেন। আপনাদের কথিত "বিশিষ্ট" ব্যক্তিগণ সকলেই এক বিশ্ববিখ্যাত মায়াবাদী ও সমন্বয়বাদীকে 'পরমহংস' বলেন, ভক্তি-গোস্বামিগণকে 'প্রভুপাদ' বলেন, আপনাদের পত্রিকার প্রকাশক মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে যাহাকে 'ওঙা' বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহাকে যুগাচার্য্য 'জগদ্গুরু' বলেন—সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভোটের দ্বারাই ত' আপনারা কে গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য, কে 'প্রভুপাদ', কে 'পরমহংস' এই সকল স্থির করিতে চাহিতেছেন! আপনাদের পত্রিকার প্রকাশক মহাশয়ের সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য দলিল ও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত যাহা আউড়িয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও জনসভায় ব্লক করিয়া বিতরিত হইবে।

শুনিয়াছি, ঢাকার কএকজন ভক্তমহিলা যথা—শ্রীযুক্তা শশীমুখলা দত্ত, শ্রীযুক্তা কিরণশশী পাল, শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী পাল প্রভৃতির বহু অর্থ শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ গৌড়ীয় মিশনের নামে ভিক্ষা করিয়াছেন, অথচ শুনা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী পাল প্রভৃতির অর্থপ্রাপ্তির বিষয় নাকি শ্রীল প্রভুপাদকে আদৌ জানান হয় নাই, ইহারই বা গূঢ় রহস্য কি? বালিগাটার জমিদারগণের প্রচুর অর্থ ব্যতীত ঢাকার জনসাধারণ স্ত্রী পুরুষের বহু অর্থ মিশনের নামে করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ শুনা যায়, শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে গচ্ছিত রাখিয়াছেন,

অথচ এত অর্থ সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও চাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের আরব্ধ নাটমন্দির ও অসম্পূর্ণ অন্যান্য কার্য্যগুলি কেন সম্পন্ন হইল না, তাহা চাকার জনসাধারণ ও অর্থদাতৃগণ জিজ্ঞাসা করিবার দাবী রাখেন।

ভারতী মহারাজের ব্যক্তিগত নামে মিশনের সেবার জন্য সংগৃহীত সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিলেও এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ঠাকুরঘরে ভারতী মহারাজেরই আরব্ধ বৈদ্যুতিক আলো সংযোজন-কার্য্য সমাপ্তির জন্য ঐ অর্থের অতি সামান্য অংশ (১০০৲ টাকা মাত্র) ভারতী মহারাজ ও আপনার নিকট চাহিলেও আপনারা দেন নাই,—শুনিয়াছি। শ্রীবিগ্রহের সেবা বন্ধ করিবার আপনাদের কি অধিকার আছে? ইহা জন-সাধারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

সর্ব্বশেষে চিঠির লেখক যে, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ ইহা সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীর letter-heading-এ লেখা, আপনার নিকট পত্র লেখা হইল, অথচ আপনি উত্তর না দিয়া এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি আমার পত্রের উত্তর দেন কেন? ডক্টর জে, জি, সেনও প্রশ্ন করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রের উত্তর অবৈধভাবে 'স্বামী বি, এইচ্, বন' এই নাম হস্তগত করিয়া তাঁহার নিকট আসে কেন? শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, নিজের নামের সঙ্গে নিজে 'গোস্বামী' 'স্বামী' প্রভৃতি লেখা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিরুদ্ধ-বিচার। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু আপনাকে 'রঙ্কক' ও শ্রীল জীবপ্রভু আপনাকে 'জীবক' লিখিতেন। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজকে 'ভক্তিভিক্ষু প্রদীপ তীর্থ' লিখিতে দেখিয়াছি। অতি-গোস্বামিগণের ন্যায় শ্রীযুক্ত বনমহারাজ নিজের নামের সহিত 'স্বামী' সংযুক্ত করিয়া হস্তগত করেন কেন? শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ নাকি ডক্টর জে, জি, সেনের নিকট সিদ্ধস্বরূপকে বি-এ পাশ বলিয়া জানাইয়াছেন। অথচ সিদ্ধস্বরূপ স্কুলের একজন ছেলেরূপে প্রথমে গৌড়ীয়মঠে আসেন এবং গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার সময় হঠাৎ একদিন না বলিয়া বাড়ী চলিয়া যান, তথায় অখাদ্যাদি ভোজন করিতে থাকেন, সংসারী হইবার জন্য মোক্তারী পড়েন,—এইমাত্র তাঁর বিদ্যা—ইহা ভারতী মহারাজ ভালরূপে জানিয়াও ডক্টর সেনের কাছে—অন্যরূপ বলায়—কি ভারতী মহারাজের অন্য কথা-গুলির প্রতি ডক্টর সেনের শ্রদ্ধা থাকিবে?

তারপর অজ্ঞাত লেখক আমাকে অযাচিতভাবে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের দলের সহিত সহযোগিতা করিবেন না, উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের দোষ যে, তাঁহারা আচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা সংরক্ষণ করিতেছেন। আর শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ প্রভৃতি আরব্ধ-সেবাকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের নিকট হইতে গৃহীত অর্থাদির হিসাব-নিকাশ না দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় মঠ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

পত্র-লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে, কে বা কাহারা তাঁহাদিগকে বৃক্ষতলবাসী করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের কাগজে দেখি যে, তাঁহারা কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর ধনাঢ্যগণের বাসোপযোগী ল্যান্সডাউনরোড নামক পল্লীতে বৈদ্যুতিক-পাখা, আলোক, কোন একটী মোটরগাড়ী, নিত্য চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য-পেয়যুক্ত মহামহোৎসবের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন। ইহা কি বৃক্ষতলবাস? তাঁহারা কএকজন ব্যক্তি কি অধিকারে সেবার জন্য সাধের গৌড়ীয় মঠের অট্টালিকা পরিত্যাগ করিলেন?—সমস্ত ঠাকুরের সেবা পরিত্যাগ করিলেন? তাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয় মঠে আসিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই গৌড়ীয় মঠই আবার ত্যাগ করিলেন। ইহাও আশ্চর্য্য বিষয় বটে। আর শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তদনুগত সেবক সম্প্রদায় বিলাত পর্য্যন্ত কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত ৬৪টী মঠের সেবা, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট সময়ের ন্যায় বিভিন্ন মঠের বার্ষিক, উৎসব সুচারুরূপ সম্পাদন, নগরে নগরে প্রচারক প্রেরণ করিয়া, সাময়িক পারমার্থিক পত্রাদির প্রচার, গ্রন্থাদি প্রকাশ ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্টানুযায়ী যাবতীয় সেবাকার্য্য করিতেছেন।

এই চিঠি বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে।

নিবেদক—
শ্রীব্রজগোপাল শাহ বণিক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৪৪ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ | ৮ম সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।

(—শ্রীল প্রভুপাদ)

অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ-সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-লিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গ সকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। * * অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। * * প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।”

(—সজ্জনতোষণী ৫ম খঃ ৫ম সংঃ ৯৩-৯৪ পৃঃ)

# শ্রীশ্রীগুরুপূজা

গত ১৯ হৃষীকেশ (গৌরাব্দ ৪৫১), ৩রা ভাদ্র (বঙ্গাব্দ ১৩৪৪), ১৮ই সেপ্টেম্বর (খৃষ্টাব্দ ১৯৩৭) শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে নীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-আম্নায় দশমাধস্তনাষ্টমবর বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ও সমগ্র বৈষ্ণবজগতের ইতিহাসে শ্রীগুরুপাদুকাধারায় গুরুভক্তি-সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের এক অভূতপূর্ব্ব লৌকিক আদর্শ-স্থাপন করিয়াছে। যেই দৃশ্য পৃথিবী স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্যাতিধন্য। শ্রীগুরুপূজা বা আচার্য্যপূজা বস্তুটি কি, তাহা কিরূপ প্রণালীতে করিতে হয়, আচার্য্যের স্বরূপ কি, আচার্য্যের বৈশিষ্ট্য ও আচার্য্যের কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্ব গুর্ব্বাহ্বসন্তের যে সম্বন্ধের অনিবার্য্য সম্বন্ধ আছে, তাহা বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার আবির্ভাবতিথিপূজার দিন স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মঠ হইতে সমাগত সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অগণিত ভক্ত, সভ্য, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সোৎকণ্ঠে যখন আচার্য্যবন্দ্যতিথিতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরাট্ সারস্বতশ্রবণ-সদনে নানা উপাদান, তদুপকরণ পুষ্পসম্ভার, পুষ্পমালিকাদির সহিত সমবেত হইয়া আচার্য্যপূজার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন সারস্বতশ্রবণসদনে সত্য-সত্যই গোলোকের শোভা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছিল। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্য, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর আলেখ্য অতি সুশোভন পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইল। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীল আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজা দিনে সারস্বতশ্রবণসদনে আচার্য্যের আলেখ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিলেন। সারস্বত-শ্রবণসদনে আচার্য্যের উপবেশনের জন্য একটি উচ্চ বেদীতে ব্যাসাসন রচিত হইয়াছিল। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থগণ এবং পৃথক্ স্থানে মাতৃমণ্ডলী—সকলেই আচার্য্যচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন, এই সঙ্কল্প লইয়া সোৎকণ্ঠে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত ব্যাসাসনে উপবেশন না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্যের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্প-মালিকা ও তৎপরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে আর একটি পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পূজা করেন। এদিকে সারস্বতশ্রবণসদনে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের মূল গায়কত্বে সমস্ত ত্রিদণ্ডিপাদ ও অন্যান্য ভক্ত সমবেতস্বরে যথাক্রমে আচার্য্যবন্দনা, শ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা, শ্রীল গৌরকিশোর-বন্দনা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ বন্দনা, শ্রীল জগন্নাথ বন্দনা, তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা, তৎপরে শ্রীরাধামাধব বন্দনা এবং অনন্তকোটি বৈষ্ণব-বন্দনা-গীতি সংকীর্ত্তন করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব জানাইলেন যে, যাঁহারা আজ শ্রীশ্রীগুরুপূজা করিতে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অঞ্জলি তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া গুরুপূজা করিবেন, আজ তাঁহারও গুরুপূজার দিবস। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে আজ শ্রীগুরুপূজার পরম সুযোগ দান করিয়াছেন। অতএব তিনি সকলকেই তাঁহার হস্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মপুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইতেছেন।

প্রথমে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে আচার্য্যদেব সেই মালাকে যুক্তকরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। তৎপরে প্রত্যেক ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ এক একটি করিয়া পুষ্পমালা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীহস্তে প্রদান করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীহস্তে সেই মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলিরূপে প্রদান করিয়া পুনরায় পঞ্চাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতে থাকিলেন। এইরূপে শত শত ভক্তের প্রত্যেকেরই পুষ্পাঞ্জলি দণ্ডবৎ করিয়া হস্তে গ্রহণ, শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে সমর্পণ এবং প্রত্যেক অঞ্জলি প্রদানের পর পঞ্চাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতে করিতে আচার্য্যদেব শ্রীগুরুপূজার

আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। এদিকে নারদবটপ্রবণসদনে আচার্য্যের আদেশে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ প্রভু পঞ্চতত্ত্বমহিমা কীর্ত্তন, শ্রীপাদ যাদবের মহারাজ "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ", "শুনিয়াছি সাধুমুখে", "তুমি ত দয়ার সিন্ধু" ইত্যাদি পদাবলী, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালাপের "শুদ্ধ-ভক্তচরণরেণু" প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছিলেন। পুরুষভক্তগণের অঞ্জলিপ্রদান শেষ হইবার পর কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগতা মহিলা ভক্তগণ অঞ্জলিপ্রদানে উৎসুক হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব জানাইলেন, 'মাতৃমণ্ডলী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের হস্তে তাঁহাদের অঞ্জলিসমূহ প্রদান করিলে তিনি আমার হস্তে উহা প্রদান করিবেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উহা আমি সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপূজা করিব।' তদনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব সমস্ত অঞ্জলি প্রত্যেকবার প্রণামপূর্ব্বক গ্রহণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সমর্পণান্তে আবার সকাশ প্রণামাদির দ্বারা শ্রীগুরু-পূজার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। এই অঞ্জলিপ্রদান-সেবা তিন ঘণ্টারও অধিক সময় ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে ধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ এবং অন্যান্য দূরদেশ হইতে বহু ব্যক্তি আবার আচার্য্যচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য সমবেত হইলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সকলের অঞ্জলি হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষিত কোন এক ভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপদযুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের আশায় সারাদিন উপবাসী ছিলেন এবং তিনি আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান না করিয়া কিছুতেই জলগ্রহণ করিবেন না, ইহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে বলিলেন,—"গুরুপূজার উপায়ন হস্তে গ্রহণ করিবার অধিকার মাত্র আমার আছে, আমি মধ্যপথে গুরুসেবার বস্তু নিজে আত্মসাৎ করিতে পারি না। আপনারা সকলেই আমার গুরুপূজার উপায়ন।" সেই ভক্তের চিত্ত ইহাতে তৃপ্ত হইল না, তিনি দীক্ষাগুরুদেবের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবেনই করিবেন এই বিচারে বিশেষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীপাদ নরহরি-সেবা বিগ্রহ প্রভুকে, শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক-প্রভৃতিকে দিয়া আচার্য্যের নিকট বহু প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের শত শত অনুরোধ আচার্য্যদেবকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিল না। অবশেষে সেই আচার্য্য-পাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণব তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ঐ দিবস রাত্রেও দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোক অঞ্জলি ও উপায়নসহ আচার্য্যদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সকলের সেবা-সম্ভার শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর নারদবটপ্রবণসদনের বৈষ্ণবসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভায় প্রবেশ করিয়া আসন-গ্রহণ করিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীপাদ প্রৌঢ়ী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত একটি সুললিত সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়া আচার্য্যচরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। শ্রীপাদ যাদবের মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি', শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-আরাধপূজা', শ্রীল তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় রচিত কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "Offering of Homage", শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হের্ আর্ষ্টি গেয়র্ণ সুলুজে) ফ্রান্সদেশীয় ভক্ত তাঁহার রচিত 'Homage' যথাক্রমে পাঠ করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় পরদিনের জন্য অভিনন্দন-পাঠ স্থগিত থাকিল।

পরদিবস ১১ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভক্ত তাঁহাদের অভিনন্দনসমূহ পাঠ করিলেন। সেদিনও শত শত অভিনন্দন-অঞ্জলির মধ্য হইতে মাত্র কএকটির পাঠ সম্ভব হইল।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে সমুপস্থিত হইয়া যাঁহারা অঞ্জলি প্রদান করিতে পারেন নাই, এইরূপ কোনও কোনও ভক্ত ও মঠস্থ সেবক বিভিন্ন স্থান হইতে তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাবধূজীবন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে যে অসংখ্য অঞ্জলি যাচিয়াছে, তাহা একসপ্তাহ-ব্যাপী দিবারাত্র পাঠ করিলেও

শেষ হইবে কিনা বলিতে পারা যায় না। ঐ সকল প্রাপ্ত মুদ্রিত অঞ্জলির কতিপয় নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

১। 'প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলি' (সংস্কৃত গদ্য)—শ্রীচৈতন্য মঠ, ২। 'আর্ত্তিকুসুমাঞ্জলি' (সংস্কৃত পদ্য)—শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, ৩। 'প্রণতিপত্রম্' (সংস্কৃত পদ্য)—শ্রীরূপানুগাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ৪। 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' (সংস্কৃত পদ্য)—পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্য-তীর্থ বি-এ, ৫। ভক্ত্যাঞ্জলি (সংস্কৃত গদ্য)—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-মোহন রায় চৌধুরী বি, এস্‌সি, বি, এল, জমিদার বালি-রাটী, ৬। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (বাংলা গদ্য)—শ্রীচৈতন্যমঠ, ৭। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট, ৮। 'আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—দিল্লী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ৯। 'আর্ত্তিপ্রসূনাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরের সেবকবৃন্দ, ১০। 'প্রণতিকুসুমাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—পাটনা গৌড়ীয় মঠ, ১১। 'প্রার্থনাপ্রসূনে' (বাংলা গদ্য)—অযুধি গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ১২। 'ভক্ত্যর্ঘ্য' (বাংলা গদ্য) —শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ১৩। 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ১৪। 'ভক্ত্যর্ঘ্য' (বাংলা গদ্য)—ঢাকা গোপালজী মঠের সেবকবৃন্দ, ১৫। 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ১৬। 'আত্মনিবেদন' (বাংলা গদ্য) —ঢাকাদহ মঠের ভক্তবৃন্দ, ১৭। 'ভক্তিসৌরভ প্রসূনাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য)—শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, ১৮। 'দীনের পুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন (রায় বাহাদুর), ১৯। 'আচার্য্যবন্দনা' (বাংলা কবিতা) —শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২০। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' (বাংলা কবিতা)—ঢাকাবাসী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ, ২১। 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীনটানন্দন দাসাধিকারী (জমিদার, অলোয়া মৈমনসিং), ২২। 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীযুক্তা উষালতা দেবী (কলিকাতা), ২৩। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য) শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সরকার এম-এ বি-এল ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সান্ত্বনা দেবী (বগুড়া), ২৪। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)— শ্রীঅধোক্ষজদাসাধিকারী (লক্ষ্ণৌ), ২৫। 'দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, ২৬। 'অযোগ্য অর্ঘ্য' (বাংলা গদ্য)—আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ, ২৭। 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীযুক্তা কনকলতা দেবী (অলোয়া, ময়মনসিংহ), ২৮। 'বন্দনা-গীতি' (বাংলা পদ্য)—শ্রীরাধারাণী দেবী (কলিকাতা), ২৯। 'তিথি-বন্দনা' (বাংলা কবিতা)—শ্রীগুরুসেবিকাদ্বয় (শ্রীপুরুষোত্তম), ৩০। 'তিথিবন্দনা' (বাংলা পদ্য)—শ্রীযুক্তা কমলা দেবী (বাঁকুড়া), ৩১। 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীসনৎ-কুমার দাসাধিকারী (ক্যানিং-টাউন ২৪ পরগণা), ৩২। 'পতিতের অভিনন্দন' (বাংলা গদ্য)—শ্রীমাধোদর-স্বরূপ দাসাধিকারী (পোঃ গরুমহিষাখী), ৩৩। 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—রংপুর জেলার ভক্তবৃন্দ, ৩৪। 'প্রার্থনা' (বাংলা গদ্য)—শ্রীমাধববিনোদ দাসাধিকারী, (হসৌলী এষ্টেট, গয়া), ৩৫। 'পুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য ও পদ্য)— শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী (শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, চট্টগ্রামপর্ব্বত), ৩৬। 'স্বপ্রকাশ আচার্য্যশক্তি' (বাংলা পদ্য)—জনৈক দীন (মেদিনীপুর, নারুমা), ৩৭। 'আচার্য্য-প্রশস্তি' (বাংলা পদ্য) —মেদিনীপুর, নারুমা, ৩৮। 'জয়গান' (বাংলা পদ্য)— জনৈক ভক্ত (স্বরূপপুর, নদীয়া), ৩৯। 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—পাবনা জেলা-নিবাসী ভক্তবৃন্দ, ৪০। 'আর্ত্তিমঞ্জলি' (আসামী ভাষায় লিখিত গদ্য)—আসামবাসী ভক্তবৃন্দ, ৪১। 'প্রভুপ্রেষ্ঠাঞ্জলি' (আসামী ভাষায় গদ্য)— শ্রীহরিকিশোর বনচারী, ৪২। 'শ্রদ্ধাভিনন্দনম্' (হিন্দী গদ্য) ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন মঠস্থ সেবকবৃন্দ, ৪৩। 'পুষ্পাঞ্জলি' (হিন্দী গদ্য)—সংযুক্তপ্রান্তীয় সেবকবৃন্দ, ৪৪। 'বিজ্ঞপ্তি' (হিন্দী গদ্য)—নৈমিষারণ্যপরমহংস মঠের সেবকবৃন্দ, ৪৫। 'পূজা-আরতি' (উৎকল গদ্য)—উড়িষ্যার মঠসমূহের সেবকবৃন্দ, ৪৬। 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' (উৎকল গদ্য)— শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণসদন (রসুলকুণ্ডা), ৪৭। 'ক্ষুদ্র আরতি' (উৎকল কবিতা)—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী; ৪৮। 'দীনের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য)—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী (মাদ্রাজ), ৪৯। 'হার্দ্দনিবেদন' (বাংলা গদ্য)—রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, 'A Homage' (ইংরাজী গদ্য) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ, ৫০। 'An Address' (ঐ)—শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, কক্সবাজার, ৫১। 'An humble offering for Sree Guru Puja' (ইংরাজী গদ্য)— রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, ৫২। 'Offering of Homage for Sree Gurudeva' (ইংরাজী গদ্য)—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ, (বাগবাজার কলিকাতা), ৫৩। 'To the Lotus Feet of His Divine Grace' (ঐ)—শ্রীমায়াপুর অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের সভ্যবৃন্দ, ৫৪। 'An humble offering of worship (ঐ)—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর) ৫৫। 'On the occasion of the 42nd Advent anniversary of His Divine Grace Om Vishnupada Paramahansa 108 Sree Sreemad Ananta Vasudev Paravidyabhusan Goswami Maharaj' (ঐ)—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (হের্ আর্থ্ হেথা সুলভে), ৫৬। 'An humble offering' (ঐ)—শ্রীসজ্জনস্বহৃদ্ দাসাধিকারী (ঢাকা পুরাণ-পল্টন), ৫৭। 'An humble Homage' (ঐ)—শ্রীনির্ম্মল কুমার সাহাল, ৫৮। 'Gurupuja offerings' (ঐ)—শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী বি-এ (বোম্বাই), ৫৯। 'An humble offering' (ইংরাজী গদ্য)—নিউ দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-সেবকবৃন্দ, ৬০। 'My humble homage (ইংরাজী গদ্য)—শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ব্যাড্‌ভোকেট, পাটনা হাই-কোর্ট, ৬১। 'প্রকটতিথি করণ' (বাংলা পদ্য)—শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, এতদ্ব্যতীত তেলেগু, তামিল, উর্দ্দু ও পারস্যভাষায়ও কয়েকটি অভিনন্দন শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ কক্সবাজার, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে শ্রীআচার্য্য পাদপদ্মে আসিয়াছিল।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত কএকখানি টেলিগ্রামের নকল নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

1. Sree Mayapur 10-9-37.
Acharyyadeva, Gaudiyamath, Baghbazar, Calcutta.

Members Chaitanya Math offer humble obeisances on Your Divine Grace's auspicious advent-day. Solicit Blessings.

—Bhagavat.

Nimsar 10-9-37.
Paramahansa Sreela Vasudev Prabhu, Gaudiya Math, Baghbazar.

Kindly accept Bhakti Kusumanjali Pray mercy.

—Members Paramahansa Math.

Bombay 10-9-37.
Sreela Acharyyadeva, Gaudiya Math, Baghbazar, Calcutta.

Most humble homages and innumerable prostrated obeisances. Craving Your mercy. Servitors.

4. New Delhi 10 9-37.
Sreela Acharryadeva, Gaudiya Math, Baghbazar

Devotees offer Puspanjali at Thine Holy Feet.

5. Gaya 10-9-37
Teertha Maharaj, Gaudiya Math, Calcutta.

Observing Gour Panchami, kindly convey our Sree Guru-Puja Homage to Acharyya Vaskar transparent medium of Sreela Prabhupad.

—Rupavilas.

6. Benares 10-9-37
Gaudiya, Calcutta.

Most reverend Acharyyadeva, accept our heartiest greetings. Vyaspuja was completed with great success. Acharyya Bigraha was beautifully dressed, Guru Parampara, Gurhastaka, Panchatatwa, Rupamanjaripada and Mahamantra was sung. Mahaprasad was distributed amongst large number of persons both male and female.

—Tridandi Swami Bhakti Sudhir Ya chak

7. Darjeeling 11-9-37
Gaudiya, Calcutta

Ceremony of Vyaspuja performed yesterday Darjeeling Gaudiya Math. Bhagavat Path and Keertan held during day. Mahaprasad distributed. Many gentlemen attended. Photo of Acharyya Sreela VasudevPrabhu decorated with flowers, placed in throne, Puja anjali offered by all.

8 Narayanganj 10-9-37
Gaudiya, Calcutta.

Devotees Narayanganj offering humblest homage Acharyyadeva on advent Ceremony.

—Shivendra.

9. Lucknow 10-9 37
Paramahansa Acharyya Sreela Vasudev Prabhu. Gaudiya Math, Baghbazar.

Offering our Bhakti Kusumanjali to Your Holy Feet. Kindly accept. Invoke mercy. Excuse absence.

—Sachin Amulya.

10. Bombay 10-9-37
Acharyya, Gaudiya, Calcutta.

Loving advent day greetings and united good wishes.

—Dalal family.

11. Janakinagar 10-9-37
Gaudiya, Calcutta.

Our prostrated obeisance to the Holy Lotus Feet of His Divine Grace Acharyya Sreemad Ananta Vasudev Goswami Maharaj on His august advent Tithi.

—Nagendra Nath Gopal Chandra Sharngamurari ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত লণ্ডন হইতে বিমানযোগে ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু অভিনন্দন-সূচক পত্র আসিয়াছে।

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাক্ষাদ্‌ভাবে উপস্থিত হইয়া শ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজায় অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, এরূপ অগণিত ব্যক্তির মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সকল নাম সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া আমাদের ত্রুটী ক্ষমার্হ।

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকৃষ্ণদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যোত্তম অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ, 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ সর্ব্বস্বজিৎ ভক্তিসৌরভ বি-এল, শ্রীপাদ জগদ্গুরুশরণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবরদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ-বি-এল, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরপ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহান ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিমেধের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীরেবতী-রমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী, শ্রীঅদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকী নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দপ্রাণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম-গোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী জমিদার আলোয়া, সপরিবার শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ-বি-এল, সপরিবার রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-ই, শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ( ভার্গবদেবীর ভক্ত ), শ্রীনিত্যগোপাল দাসাধি-কারী, শ্রীরাধাপদচন্দ্র বসু, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্ম, শ্রীসুরেন্দ্র ব্রহ্ম, শ্রীনিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী, শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, শ্রীনিত্য-গোপাল ঘোষ ( Mr N. G. Ghose ), শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ, শ্রীরবীন্দ্র-মোহন রায় চৌধুরী বি-এস্-সি, বি-এল ( বালিয়াটী ), সপরিবার শ্রীপ্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামভরসে গুপ্ত ( বেরিলী, লক্ষ্ণৌ ), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপৃথিগর্ভ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীউপান্তচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘু-নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৈলাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী,

শ্রীপ্রতাপ ব্রহ্মচারী, শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিভুবনমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবর্দ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীশচীকুমার দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীগৌরহরি দাসাধিকারী, শ্রীপ্রিয়নাথ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণাঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীপতিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, পরমেশ্বরীপ্রসাদ বাবাজী, শ্রীবঙ্কেশ্বর ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীনারায়ণদাস, শ্রীবিশ্বম্ভর, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীবঙ্কেশ্বর দেবশর্ম্মা, শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ দাস, শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ রায়, শ্রীমঙ্গলময় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিষ্ণুপদ, শ্রীমন্মথ মল্লিক, শ্রীগঙ্গাচরণ দাসাধিকারী, শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীসুধাংশুকুমার রায়, শ্রীধরণীমোহন কর, শ্রীকুদিরাম কর, শ্রীগোপীনাথ মাইতী, শ্রীধনঞ্জয় ভৌমিক, শ্রীপ্রফুল্লকুমার হালদার, শ্রীবিভেন্দ্রনাথ হালদার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীরাসবিহারী ভক্ত, শ্রীজগমোহন বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীঘনশ্যাম দাস, শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাস, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নায়ক, শ্রীরামময় দাস, শ্রীকেদারনাথ হাজরা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীবিনোদবিহারী মণ্ডল, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র জানা, শ্রীকেশবনাথ বারিক, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীভগীরথ মণ্ডল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীগোপালচন্দ্র জানা, শ্রীকামিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীচন্দ্রমোহন জানা, শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীতারাপদ মাইতী, শ্রীহরিপদ সাউ, শ্রীরাধাচরণ দাসাধিকারী, শ্রীগুণীন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রিয়নাথ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রিয়নাথ বৈরাগী, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, শ্রীহাজারীনাথ সাহা, শ্রীঅনন্তপ্রসাদ প্রধান, শ্রীমাহাত্মা, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী, শ্রীভারতচন্দ্র রায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঈশ্বরভূষণ বসু, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী, শ্রীবঙ্কেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীশেখর দাসাধিকারী, শ্রীসুজনসুহৃদ্ দাসাধিকারী, সপুত্রক শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীবৈদ্যনাথ সাহু খাঁ, শ্রীকালীদাস পাল, শ্রীবিজয়গোপাল দে, শ্রীনীলাম্বর দাসাধিকারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীকেশবদাস দাসাধিকারী, শ্রীপঞ্চানন দাস, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র হাজরা, শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীজগন্নাথবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীশশাঙ্কশেখর দাসাধিকারী, শ্রীগণপতি মিত্র, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস, শ্রীগোপাল দাস অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রহ্মতীর্থ, শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতী, সপুত্রক ও সস্ত্রীক শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মণ্ডল, শ্রীগৌরহরি মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিমাইচরণ দাস, শ্রীকৃতনাথ দাস, শ্রীরজনীকান্ত দাস, শ্রীরঘুনাথ বিষয়ী, শ্রীবিশ্বাধর প্রধান, শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী, শ্রীসুকুমার দাসাধিকারী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র গড়াই, শ্রীরঘুনাথ সোম, শ্রীভূতনাথ বেরা, শ্রীকানাইলাল দাসাধিকারী, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীপ্রমোদাকুমার হালদার, শ্রীবিশোরীলাল হালদার, শ্রীঈশান সরদার, শ্রীভূপতি পড়িয়া, সস্ত্রীক শ্রীযাদবিকনাথ ভূঁইয়া, শ্রীঅবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, শ্রীবসন্তকুমার দাসাধিকারী, সপুত্রক শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীচিন্তামণি দাসাধিকারী, শ্রীললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীকালীচরণ দাস, শ্রীসদয়চন্দ্র দাস, শ্রীভুবনচন্দ্র মাইতী, সস্ত্রীক শ্রীতারকচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীধনঞ্জয় মণ্ডল, শ্রীগোপালচন্দ্র আদক, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেরা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়, শ্রীযাদবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকান্তিচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীজানেন্দ্রকুমার মিশ্র, সস্ত্রীক শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার সরকার এম্-এ-বি-এল ব্যাড্-ডোকেট, শ্রীঅতিরাম দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীকালীদাস পাল, শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল, শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস, শ্রীনবদ্বীপেন্দু দাসাধিকারী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মহাপাত্র, শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী, শ্রীরামচন্দ্র বেরা, শ্রীগণেশচন্দ্র কর্ম্মকার, শ্রীশুকদেব ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকুমার মণ্ডল, শ্রীসীতাপতি দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবেণীমাধব দাস, শ্রীগৌরমোহন দাস, শ্রীভূষণচন্দ্র দাস, শ্রীমাখনলাল দাস, শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাধবচন্দ্র দাস, শ্রীমদনমোহন শেঠ, শ্রীশুকদেবচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরঘুনাথ মণ্ডল, শ্রীকরুণাকান্ত চাকলাদার, শ্রীবাসুদেব উপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণমোহন বেহারা, শ্রীচক্রধরদাসাধিকারী, শ্রীকৈলাসচন্দ্র দাস, শ্রীনিত্যানন্দ গিরি বর্ম্মণ, শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাস, শ্রীলক্ষ্মণ মাইতি, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীনবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী, শ্রীভুবনভূষণ

মিত্র, শ্রীঅজিতকুমার দাস, শ্রীপ্রমথ নাথ গাইন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীঈশানপ্রভু দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ, শ্রীকালীকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবৃন্দাবন অধিকারী, শ্রীগণেশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীঈশ্বর অধিকারী, শ্রীধরণীধর শুকাই, শ্রীপ্রসন্ন পাল, শ্রীজগন্নাথ শুকাই, শ্রীহরিপদ মাইতি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীকালীপদ মাইতি, শ্রীসুরেন্দ্র মাইতি, শ্রীগোপীনাথ ঘোড়াই, শ্রীধরণীধর পাল, শ্রীজীবনকৃষ্ণ অধিকারী, শ্রীজগবন্ধু বসু, শ্রীঈশ্বর কুণ্ডর, শ্রীগুণধর কুণ্ডর, শ্রীরামচাঁদ ঘড়ুই, শ্রীগুণধর মণ্ডল, শ্রীঅমূল্যরতন মণ্ডল, শ্রীমতিলাল কুণ্ডু, শ্রীবিনোদবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীজগদীশচন্দ্র দে, শ্রীযুধিষ্ঠিরচন্দ্র দাস, শ্রীজগন্নাথ দাদবাবাজী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাহা ইত্যাদি।

---

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথিপূজা

অদ্য বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ বৈকুণ্ঠসম্রাট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিবৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তন-মুখে এই তিথি-সম্রাজ্ঞীর পূজা-

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

মহোৎসব ও সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনানুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নিয়ামকত্বেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলায় হরিকথাকীর্ত্তন ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের অজস্র কৃপাপ্লাবনে এই উৎসবের একটি অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সকলে একপ্রাণে ঐকতানে একই উদ্দেশ্যে অন্যাভিলাষরহিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞোৎসবের অনুষ্ঠান শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণানুগত্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা ও হরিকীর্ত্তনে মুখরিত রহিয়াছে। প্রত্যেক হরিসেবক প্রাণ ঢালিয়া হরিসেবা করিতেছেন। এবৎসরের উৎসবে বিভিন্ন স্থান হইতে যত ভক্ত ও লোক সমাগত হইয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। উৎসব-উপলক্ষে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত "অনুভাষ্য", ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র, শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পাদকতায় হার্ম্মনিষ্ট পত্রিকা নূতনভাবে প্রকাশ, আচার্য্যদেবের "প্রত্যভিনন্দন" এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী-আরাধনা-পূজা" প্রভৃতি বহু সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

অদ্য সমস্ত দিনব্যাপী সাধারণ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

## ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রমী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র ও

শিক্ষা-সম্বলিত এই গ্রন্থটী ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। অতি সুন্দর এন্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে ঠাকুরের চরিত্রগ্রন্থটী প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেব "শ্রীভক্তিবিনোদ-পদাঙ্কানুসরণ" শীর্ষক একটী বিশেষ উপদেশপূর্ণ উপোদ্ঘাত লিখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীভক্তিভবনের পরমপূজনীয়া মাতৃঠাকুরাণী, শ্রীগোদ্রুম সমাধিপুঞ্জ, ঠাকুরের আবির্ভাবস্থান প্রভৃতির বহু আলেখ্য প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর পরিচয় ও ঠাকুরের শিক্ষা-উপদেশ গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

---

### "শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারম্"

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণ কর্তৃক দেবভাষায় রচিত "শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার' গ্রন্থ তেলেগু ভাষায় শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ-সেবক অনেক ভক্তের দ্বারা অনূদিত হইয়া উক্ত নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আন্ধ্রদেশীয় ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সংক্ষেপে জানিতে পারিবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে অনুবাদক লিখিয়াছেন যে, একদিন গোদাবরীতীরস্থ কন্দুর গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় বর্তিবর শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ আগমনপূর্বক এই গ্রন্থ তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশের জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। তদনুসারে উভয়ভাষাপ্রবীণা মাধিকাম্ বেঙ্কম্মা তাম্রারাপ্পাগারী নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলা এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বর্তমানে এই গ্রন্থ শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

গত ১২ সেপ্টেম্বর তারিখের "Illustrated Weekly of India" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে লণ্ডনে স্বয়ং প্রকাশিত শ্রীবাসুদেব বিগ্রহের আলেখ্য ও তাঁহার প্রকাশ-বিবরণ এবং হস্তে শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানরূপে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর এক আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

---

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী মহোৎসব আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত হইবে। তৎপরে ২৯শে আশ্বিন ১৫ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি হইতে শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মাসাধিককালব্যাপী সংকীর্তন-মহোৎসব আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বা শুদ্ধ ভক্তগণ কোনও জাগতিক ধর্মমত দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বা আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; অতএব যাঁহারা সেই সত্যের প্রতি অনুরাগী, তাঁহারা ধর্মাতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দলেরই অন্তর্ভুক্ত।

---

## য়্যালবার্টহলে বক্তৃতা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ য়্যালবার্টহলে 'গৌড়ীয়'পত্রের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিস্তৃত হল-গৃহটি শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বৈষ্ণব-মণ্ডলী ও বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিতা সভায় রাওলাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ-প্রাজ্ঞ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত রাধিকামোহন সেন সলিসিটার মহোদয়ের সমর্থনে প্রথিতযশা মাননীয় সম্বোষাধিপতি স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কেটি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহারাজ বাহাদুরের গলদেশ পুষ্পমালো ভূষিত করেন।

লক্ষ্ণৌএর অধ্যাপক আর, কে, গুহ এম-এ (সঙ্গীতে) "রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে" এই সংস্কৃত মহাজন-পদটি কীর্তন করেন।

তৎপরে বক্তাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বানমুখে সভাপতি মহোদয় তাঁহার একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। বক্তা (সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়) সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা-প্রদানমুখে বলেন,—

'সমন্বয়' শব্দটি বেদান্তসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। পরস্পর অবিরোধ, সঙ্গতি বা এক তাৎপর্য্যপরতাকে সমন্বয় বলে। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্যতা ও অধিকারানুযায়ী যথাস্থানে সন্নিবেশের নাম 'সমন্বয়'। কাণের গহনা পায়ে, পায়ের গহনা কাণে পরিলে সমন্বয় হয় না। সমন্বয়ই সৌন্দর্য্য, সমন্বয়ই পরম চমৎকারিতাপূর্ণ রসস্বরূপ। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমেই সমস্ত রসের সমন্বয় হইতে পারে। "চেঁকী ভ'জে যদি, এই ভবনদী পার হ'তে পার বঁধু। লোকের কথায় কিবা আসে যায়, শিবে মুঞ্জে প্রেম-মধু।"—এই সকল ছড়া সমন্বয়ের বিরোধী যথেচ্ছাচারিতা-জ্ঞাপক। স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রেমেই সকল রসের সমন্বয় আছে। সেই সমন্বয়ের যাথার্থ্য সংরক্ষণের জন্যই সম্প্রদায়ের আবশ্যকতা। যাহা সত্যকে সম্যগ্‌রূপে প্রদান করে, তাহাই সম্প্রদায়। "ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব" প্রভৃতি মুণ্ডক শ্রুতির মন্ত্রে আমরা ব্রহ্মাকে সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তকরূপে দেখিতে পাই। ব্যাসের বাণীতে শুনিতে পাই—"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে কোন দিনই সম্প্রদায়বিহীন মতবাদকে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য বহির্ম্মুখ ভাবধারার দূষিত সংস্পর্শে আসিয়া সম্প্রদায়-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। 'সনাতন ধর্ম্ম' শব্দটির সার্থকতাই থাকে না, যদি সম্প্রদায়-বিহীন মতবাদকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। যাঁহারা মানব-রুচির কল্পিত বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি আখ্যায় প্রচার করেন, তাঁহারা সনাতন-ধর্ম্মবিরোধী হইয়া অসাম্প্রদায়িক প্রচ্ছন্ন অসৎ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্মের বাণী—"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্"। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ফায়ার ব্যাক্ বা কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি মনীষিগণ ধর্ম্মের মতবাদকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবের বা সমাজগত রুচি ও রুচিবিধাবাদের ফল বলিয়া বিচার করিয়াছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না বলিয়া অবৈদিক ও বৈদিক মত একই শ্রেণীর—এইরূপ বিচার করিলে বা বেদ-প্রামাণিকতা বা বিভিন্ন পুরাণাদি-শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতাদির প্রশস্তিকে অর্থবাদ-ন্যায়ে সিদ্ধান্ত করিলে প্রকৃত বাস্তব সত্য বলিয়া কোন বস্তুই থাকে না।

অনেকে সম্প্রদায় স্বীকার করিলেও সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ সম্প্রদায়-বিশেষের গোঁড়ামিকে নিন্দা করেন। সাম্প্রদায়িকতার বিচারেও অসৎ সাম্প্রদায়িকতা ও সৎ সাম্প্রদায়িকতার বিচার প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উদিত হয়; পশ্চিমে, দক্ষিণে বা উত্তরে সূর্য্য উদিত হয় না, ইহা বলিলে বাহিরে শুনিতে গোঁড়ামি হইতে পারে, কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন দেবতা বা মতের প্রাধান্যোক্তির নজীর দেখাইয়া যাঁহারা বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য ব্যাসদেব পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও সঙ্কীর্ণ ভেদের, যথা—সাত্ত্বিক পুরাণে হরির মাহাত্ম্য, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যের আধিক্য, তামসিক পুরাণে শিব ও শিবার মাহাত্ম্যাধিক্য ও সঙ্কীর্ণ পুরাণে সরস্বতী ও অন্যদেবতাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবার কথা বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণও (ব্যাখ্যাভাগ) সেই কথাই বলিয়াছেন। "অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাগণের মধ্যে নিকৃষ্ট, বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তদন্তর্বর্ত্তী অন্যান্য দেবতা।

যেমন 'রাজন্' শব্দের দ্বারা সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া সামন্ত রাজগণ, এমন কি, ভূম্যধিকারী 'রাজোপাধিধারী ব্যক্তিগণও লক্ষিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য, উচ্চাবচ বিচার আছে, তদ্রূপ বিষ্ণু 'দেবতা' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তিনি অন্যান্য দেবতার সহিত সমান নহেন, তিনি পরম অর্থাৎ সার্ব্বভৌম সম্রাট্, ইহা প্রাচীনতম ঋগ্বেদ তারস্বরে গান করিয়াছেন।

সত্তা মাত্র বিশেষণ-বোধক কিম্বা অপাপ-বিদ্ধত্ব, লোক-শিতৃত্ব, পুরুনীড়ত্ব, বৃহত্ত্ব, জগৎপাতৃত্ব প্রভৃতি বিশেষণ-বোধক বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপাস্য অন্বয় নামসমূহের সহিত বিশেষত্ববোধক নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনামের একান্ত বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণনামটি অন্যকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, স্বরাট্ ও নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, উহা জীবের রুচি-কল্পিত কোন বিশেষণ নহে।

গৌরসুন্দর 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের মধ্য হইতে আদি-পুরুষ গোবিন্দের সহিত বিভিন্ন আধিকারিক দেবতা এবং রামনৃসিংহাদি স্বাংশ অবতারগণের, সঙ্কোপাসকগণের দ্বারা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও বিষ্ণুর সমন্বয় বিচার

অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভুবন-পূজিতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনী শক্তি দুর্গা শ্রীগোবিন্দেরই ছায়াশক্তি। ছায়া-শক্তিকে 'স্বরূপ শক্তি' বলিলে সমন্বয় হয় না। "যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" গৌতমীয় কল্পের এই বাক্যে স্বরূপ শক্তিরূপা দুর্গার কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ-শক্তির সহিত মায়াংশভূতা দুর্গাকে একাকার করিলে সমন্বয়ের বিরুদ্ধ রস উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মসংহিতা দুগ্ধ ও দধির উদাহরণ-দ্বারা বিষ্ণু ও বিকারী রুদ্র-তত্ত্বের সমন্বয় করিয়াছেন। শ্রীরামাদি অবতার স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ না হইলেও স্বাংশকলাদি-রূপে অবস্থিত এবং তাঁহাদের মধ্যে রস ও লীলা-গত বৈচিত্র্য আছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে যেরূপ অখিলরসামৃতত্ব প্রকাশিত, শ্রীরামাদি স্বাংশ-অবতারে রসের সেরূপ অখিলরসামৃতত্ব প্রকাশিত নাই। অতএব হনুমানের কথিত—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।"

এই বাক্যকে তটস্থ-বিচারে দর্শন করিলে অযোধ্যেশ এক-পত্নীধর শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা বহুবল্লভ-রায়কেশ ও গোপীজন-লোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণে রসমাধুর্য্যাধিক্য দৃষ্ট হইবে। এই তারতম্য বিচারে অভিজ্ঞানই যথার্থ সমন্বয়-জ্ঞান, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ ভগবত্তত্ত্ব হইয়া জগদ্গুরুগণের গুরু-লীলাভিনয়কারিরূপে শ্রীরামানুজাচার্য্যের শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব, শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব, শ্রীনিম্বার্কের চিন্মাত্রৈতাদ্বৈতবাদ এবং শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্করের চিন্মাত্রবাদের মধ্যে অচিৎ নিরাস স্বীকার করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-সর্ব্বজ্ঞতা-প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত আচার্য্য-গণের সিদ্ধান্তকে সম্প্রকাশিত, নির্দ্দোষ ও পরিপূর্ণতমরূপে প্রকাশিত করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তরূপে সমন্বিত করিয়াছেন। অতএব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষায় উপাস্য-উপাসকগত সমন্বয়, সিদ্ধান্তগত সমন্বয় ও রসগত সমন্বয়ের পরিপূর্ণতমতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর সারগ্রাহী দাসানুদাসগণই প্রকৃত সমন্বয়-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন।

---

# গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভার কার্য্য-বিবরণী

কলিকাতা, বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধত প্রবণ-সদনে ইং ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ রবিবার দিবা ২ ঘটিকার সময় গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৬০ (ষাটটী) মঠের প্রতিনিধিগণ, এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু সংখ্যক গৃহস্থ-শিষ্যগণের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব-পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়:—

১ম প্রস্তাব—বাবু কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ এবং পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি গৌড়ীয় মঠের (মিশনের) ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কোর্টে (আদালতে) ও অন্যত্র "মূর্খ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সভা তাদৃশ উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। তাদৃশ উক্তি অতীব অশাস্ত্রীয়, নিন্দাব্যঞ্জক ও অপরাধপূর্ণ বলিয়া এই সভা উক্ত ব্যক্তিগণকে শ্রীল প্রভুপাদের ও বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে ভীষণ অপরাধী সাব্যস্ত করিতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের সমর্থনকারিগণের ঐরূপ আচরণকে তীব্রভাবে গর্হণ করিতেছেন।

এই সভা এই মিশনের সকল শিষ্যবর্গ ও সহানুভূতি-কারিগণকে উক্ত গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রতি সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ বি-এ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এই প্রস্তাব সমর্থন

করেন। অতঃপর বহু ব্যক্তি এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি শ্রীল আচার্যদেব অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা বিষয়টী বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। ইহার পর শ্রীল আচার্যদেব সভা হইতে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ও সকলের অনুমোদন-ক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২য় প্রস্তাব—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অধস্তন আচার্যরূপে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন, এবং গত ইং ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৭ শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবসে শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত মিশনের সকল শিষ্যবর্গ, উক্ত প্রতিবাদকারিগণ ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সদস্যগণ সকলে একবাক্যে উক্ত পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে সমগ্র মিশনের গুরু বা সম্প্রদায়াচার্যরূপে গ্রহণ ও ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অধুনা বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার একান্ত অনুগত ভারতী, বন, নেমি মহারাজ, অধুনা গৌড়ীয় মঠের শিষ্যত্রুব সিদ্ধস্বরূপ, কীর্ত্তন প্রমুখ কতিপয় গৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব্ব শিষ্যত্রুব—যাহারা আচার্যপাদের (সাম্প্রদায়িক গুরুপদের) প্রয়োজনীয়তা এবং বর্ত্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরুদ্ধে অতীব মিথ্যামূলক ও হীন ব্যক্তিগত স্বার্থাভিসন্ধি-তাড়িত যে নিতান্ত মৎসরতাপূর্ণ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রচার পরিচালনা করিতেছেন, এই সভা তাহাদের তাদৃশ আচরণের বিরুদ্ধে অতীব তীব্র ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিবাদ ও গর্হণ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই সভা আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত বিরুদ্ধ প্রচারকারিগণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্য সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয় মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং এই মিশনের সহিত উক্ত ব্যক্তিগণের আর কোন প্রকার সংস্রব নাই। এই সভা আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, কলিকাতা ১১৪এ ল্যান্সডাউন্ রোডে অধুনা অবস্থিত তথাকথিত "দক্ষিণ কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠ" এই মিশনের কোন শাখা-মঠ ও নহেই, অধিকন্তু উহার অনুসৃত নীতি ও উদ্দেশ্য এই মিশনের ও শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও আরও অনেকে ইহার সমর্থন করেন।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুযায়ী গত ইং ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৭ তারিখে গঠিত বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Governing Body) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পথে এবং বর্ত্তমান আচার্যদেব শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে মিশনের সর্ব্ববিধ কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেছেন। তজ্জন্য এই সভা উক্ত গভর্ণিং বডির সভ্যদিগকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং মিশনের স্বার্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণিং বডি যে সকল বিধান অবলম্বন করিতেছেন, তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক ধর মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ ইহার সমর্থন করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি, এল, (উকিল, ঢাকা) উক্ত প্রস্তাবের নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

**সংশোধন প্রস্তাব—**

পূর্ব্বোক্ত মূল প্রস্তাবে উল্লিখিত গভর্ণিং বডি বলিতে (১) কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (২) পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (৩) ভক্তিবিবেক ভারতী (৪) ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি (৫) ভক্তিহৃদয় বন—এই পাঁচ জন উক্ত গভর্ণিং বডির সভ্য (মেম্বর) বলিয়া গৃহীত হইবেন না। কেন না, উক্ত পাঁচ ব্যক্তি মিশন পরিত্যাগ করিয়াছেন, মিশনের সর্ব্ববিধ কার্য্যাবলীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং মিশনের স্বার্থ ও শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন। গভর্ণিংবডির সদস্যপদ হইতে উক্ত ব্যক্তিগণের নাম অপসারিত করিয়া দেওয়া হউক।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল এই সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি, এ, বার্ষ্টেট, শ্রীপাদ সনানন্দ ব্রহ্মচারী ( হেড্ আর্ণষ্ট পেয়র্স স্থলে ), বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি, এল, বোম্বে গৌড়ীয়মঠের শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দাস অধিকারী মহাশয়গণ সুচতুরতার সহিত উহা অনুমোদন করেন।

মূল প্রস্তাবকারী স্বামিপাদ এই সংশোধনে স্বীকৃত হইলে এই সংশোধন উক্ত মূল প্রস্তাব-সহ সভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে জয়ধ্বনি-সহকারে গৃহীত হয়।

**৫ম প্রস্তাব।**—গভর্ণিংবডিকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত পাঁচজন ব্যক্তির নামের অপসারণজনিত শূন্য স্থানে পাঁচজনের পরিবর্ত্তে চারিজনমাত্র সদস্য গভর্ণিংবডি ইচ্ছানুরূপে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে গভর্ণিংবডির মোট সদস্যসংখ্যা তের হইতে কমিয়া বারজন মাত্র হইবে, এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত উৎকৃষ্টতম সদস্য সংখ্যা।

শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ইহার সমর্থন এবং শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ এবং শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ইহার অনুমোদন করেন।

অতঃপর এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

**৬ষ্ঠ প্রস্তাব**—মিশনের গভর্ণিং বডির পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাঁহাদের বিবেচনার জন্য এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করা হউক।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, এই প্রস্তাব উত্থাপন এবং শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ইহার সমর্থন করেন। অনন্তর ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

---

# শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমনুরূপপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

সাক্ষাদ্ভগবদভিন্নবিগ্রহ ভগবৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে যে বা যাহারা নরকের শেষ-সীমায় গমন করিয়া কোন প্রকার জাতিবুদ্ধি করে, তাহারা পরিণামে আত্মহত্যা বা নির্ব্বিশেষগতিলাভ বা অনন্তকোটিকাল নরকে পচিয়া মরে। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের অধমতম ফল আর কিছু হইতে পারে না। ইহাই সমস্ত সাত্বতশাস্ত্র একবাক্যে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের মত বা তদপেক্ষা মানবজাতির প্রতি অধিকতর করুণাবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত দুর্গত জীবকে পাবন, উদ্ধার ও ভগবানের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় যে কোন স্থানে যে কোন কুলে আবির্ভূত হন। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ—এই চারিরূপে ভগবান্ বা পক্ষিকুলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গরুড় ও জটায়ু, কপিকুলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমান ও সুগ্রীবাদি, শূদ্রান্ত্যজকুলে ধর্ম্ম-ব্যাধ, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, বলি ও কুব্জ, রাক্ষসকুলে বিভীষণ, পশুকুলে গজেন্দ্রাদি, বৈশ্যকুলে বণিক্-পথভুলাধার, বৃক্ষকুলে তুলসী, শিলাকুলে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধন, জলকুলে গঙ্গা, যমুনা ও শ্রীকুণ্ডাদি সরোবর এবং অহিকুলে বৈষ্ণবরাজ শেষ স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগকে তত্তৎকুলে অবতীর্ণ বলিয়া তত্তৎ-জাতি-সামান্যে দর্শন করিলে অনন্তনরক অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা জগদ্গুরু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদকে জাতিবুদ্ধি করিলে সেই অমার্জনীয় পাষণ্ডতার ফলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী। **এই নরক হইতে উদ্ধার করার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই।** সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয় বলিয়া পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী নহে, তদ্রূপ গুরু ও বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছায় যে কোন কুলে আবির্ভূত হন বলিয়া সেই কুল বা জাতি তাঁহাদের সহিত কোনরূপেই সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের গৃহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সমগ্র লীলা, সমগ্র প্রচেষ্টাকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ নরকপ্রাপক পাষণ্ডতার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কোন এক ব্যক্তি পাঞ্চরাত্রিক ব্রহ্মাড়ম্বরূপে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই ব্যক্তির জাতিমদ বা প্রাকৃত অভিনিবেশকে বিদূরিত করিবার জন্য এতটা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে গুরুরূপে স্বীকারের অভিনয় করিয়া মানদধর্ম্ম শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গোস্বামিব্রুব শ্রীশ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর শ্রীচরণে জাতিবুদ্ধি ও শূদ্রবুদ্ধি করায় আমাদের প্রভুপাদ দীক্ষাদাতার অভিনেতাকে ক্ষুদ্রজ্ঞানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরম আনন্দ ও হর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ যখন যখনই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুতে জাতিবুদ্ধিকারী পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিব্রুবের কথা বলিতেন, তখন তখনই অকথ্য ভাষায় উহাকে গালাগালি করিয়া অসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু এরূপ অসহিষ্ণুতাকে পরমভক্তি বলিয়াছেন।

"কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষিনিন্দাসহিষ্ণুতা"

(—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২য় লঃ ৪৩ শ্লোক)

অর্থাৎ কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের দ্বিষের-নিন্দাদি-বিষয়ে অসহিষ্ণুতাই বৈধ ভক্তির বিশেষ অঙ্গ। ইহা প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায় ও শুদ্ধভক্তি হইতে পতিত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরেরই আদেশে যে বৈধী ভক্তির কর্ত্তব্যসমূহ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে **গুরুবৈষ্ণবনিন্দার প্রতি অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই ভক্তি** বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধি বা শূদ্রবুদ্ধির ন্যায় আর নিকৃষ্টতম গুরুনিন্দা ও গুরুদ্রোহ নাই। ছয়প্রকারে গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহ হয়।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

(স্কন্দপুরাণ)

বৈষ্ণবকে (১) হনন করা, (২) নিন্দা করা, (৩) বিদ্বেষ করা, (৪) বৈষ্ণবগণকে অভিনন্দন না করা, (৫) ক্রোধ প্রকাশ করা এবং (৬) বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টিই পতনের কারণ।

বৈষ্ণবের দর্শনে যদি হৃদয়ে হর্ষ উপস্থিত না হয়, গাম্ভীর্য্য বা অন্তরে নিরপেক্ষভাব রক্ষা করিবার বুদ্ধি হয়, তবে তাহা অধিকতর কাপট্যযুক্ত বৈষ্ণবনিন্দা বা বৈষ্ণব-দ্রোহ। এইরূপ বৈষ্ণবদ্রোহফলে যে নরকপাত হয়, সেই নরক হইতে উদ্ধার করিবার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যে পর্য্যন্ত না যে বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবের চরণে অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখিতে পাই, দেবানন্দ পণ্ডিতের নিজের দোষ ছিল না, কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি যে অসম্মান করিয়াছিলেন, দেবানন্দ সেই ছাত্রগণকে শাসন করেন নাই, তৎপ্রতি নিরপেক্ষতার ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেও শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের যে অপরাধ হইয়াছিল, সেইরূপ বৈষ্ণবাপরাধের প্রতি স্বয়ং মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অসহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। সমগ্র জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি মাধাই মুটকী নিক্ষেপ করিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে'—ইহাই শুদ্ধভক্তি। এইরূপ বিচারেই শ্রীল প্রভুপাদ—"গুরুনিন্দা শুনিয়া যাহাদের না তাতে, তাহাদের যথেষ্ট অস্থিমজ্জার আছে", জানাইয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে ক্ষমা-প্রার্থনার

ফলে দেবানন্দ ও মাধাইর প্রতি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হইয়াছিল।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৩২

কাঁটা ফুটে সেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি অন্যে বাহিরায়?
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৮০

পায়ে যেস্থান দিয়া কাঁটা প্রবেশ করে, সেই মুখেই উহাকে বাহির না করিলে সমস্ত শরীর বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু ঘটে। তদ্রূপ যে গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, স্বয়ং তিনি ক্ষমা না করিলে স্বয়ং ভগবান্‌ও সেই অপরাধিব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন না।

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদিগকে শাসন করিবেন না, এই বিচারে যদি কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র জীবনের চিদ্রক্ত জল করা শুদ্ধ ভক্তসিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাতে জাতিবুদ্ধি করে, সেরূপ পাষণ্ডতা কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না। ঐরূপ জঘন্যতম নিরয়প্রাপক অপরাধ অবৈধ যুক্তি বা ছলের দ্বারা চাপা দিবার কথা নয়, উহা সত্য সত্য ভীষণতম অপরাধ। আমরা যেন ইহাতে কোন নিরপেক্ষতার ভাণ বা কোন প্রকার যুক্তির ছল প্রদর্শন করিয়া এইরূপ জঘন্যতম অপরাধের সংস্পর্শে পতিত না হই। তথাকথিত নিরপেক্ষাভিমানীকে হয় জড়বিলাস, না হয় নির্ব্বিশেষ-ধ্বংসের সাগরে পাতিত করিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি জাতিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি নিরপেক্ষতার ভাণ হৃদয়ের কোন কোণেও লুক্কায়িত থাকিলে তাহাতে আমরা না তাজিলে আমাদের ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্মে জন্মে অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকারে অসহযোগ প্রদর্শন করিতে হইবে। উহাতে আমাদের কোন প্রকার সংস্পর্শ যেন না থাকে, ইহাই সর্ব্বক্ষণ শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত ভবনসমূহে শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে এক বিরাট্ সভা আহূত হয়। গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিলে নিম্নলিখিত সেবাসূচী অনুসারে সভার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের "প্রত্যভিবন্দন" ও বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত মুদ্রিত অভিনন্দনসমূহ সভায় বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার "প্রত্যভিবন্দন" পাঠ করেন, তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

---

## সভার সেবা-পঞ্জী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, রবিবার সন্ধ্যা।

১। **সভাপতিপ্রবর শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমাল্যার্পণ**—মঠোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ভক্তিশাস্ত্রী। ২। **উদ্বোধন-সঙ্গীত**—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। **শ্রীআচার্য্য বন্দনা**—ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (গৌড়ীয় মিশনের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান)

### বক্তৃতা

৪। **শ্রীগুরুমাহাত্ম্য** (সংস্কৃতে)— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ। ৫। "An humble offering" (পাঠ)—শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ দাসাধিকারী। ৬। **শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত গুরুপূজা ও গুরুপূজকের বৈশিষ্ট্য**—'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ। ৭। "Necessity of Initiation by Acharya"—Sreepad Sadananda Brahmachari (Herr Ernst Georg Schulze, German Scholar) ৮। **শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ**। ৯। **ধন্যবাদ প্রদান**—অধ্যাপক আচার্য্যাত্মিক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ (গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী)। ১০। **সংকীর্ত্তন**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ।

# শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় সারস্বতপ্রবচনসদনে একটি বিরাট্ বৈষ্ণব সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীল আচার্যদেব সভায় উপস্থিত হইলে সারস্বত প্রবচনসদনস্থ বিরাট্ শ্রোতৃমণ্ডলী ও শ্রীমঠস্থ বৈষ্ণবৃন্দ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি-মুখে আচার্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীব্যাসাসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত নৃপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় শ্রীল আচার্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্যদেব তাঁহাকে নিম্নলিখিত আশ্রয়বিগ্রহস্থিতত্বপ্রকারিণী অমৃতনিষ্যন্দিনী রাগিণীতে শ্রীশ্রীরূপপ্রভুবিরচিত নিম্নলিখিত গীতটি কীর্তন করেন—

রাধে জয় জয়মাধবদয়িতে।
গোকুলতরুণীমণ্ডলবরিতে।
কৃষ্ণাভিন্নস্বরূপবিলাসে।
কৃষ্ণবিমুগ্ধনবপ্রণয়রসে।
কৃষ্ণাকর্ষণনিধিরূপে।
সৌন্দর্যামৃতবসনিলয়ে।
কৃষ্ণাং কৃষ্ণমতিকলাভরিতে।
কৃষ্ণবসনাত্মক-সদ্ভাবিত-চরিতে।

অতঃপর শ্রীলআচার্যদেব সভায় দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।
গৃহ্নন্ গৌরীলীলে অপি তদ্গ্রহি সৌন্দর্যকীরেঃ
স্বী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিবৃঢ়রসেনোপাস্যমাবপনৈঃ।
যশ্চৈতন্যে চন্দ্রাবলিমুখ-নবনীরসতাঃ
বিস্তার্যাদ্ যান্তীঃ হরিহরিতমাধীশ্চ মনঃ।

আজ শ্রীরাধাষ্টমী বাসর। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের প্রেমপ্রণয়বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধা এবং [illegible] রাজা বৃষভানু ও রাণী কীর্তিদার [illegible] কৃষ্ণের প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং তদূর্দ্ধে মহাভাব দেহ ধারণ ক'রে শ্রীমতী রূপে নিত্য বিরাজমানা। কৃষ্ণ সচ্চিদ্বিগ্রহ স্বয়ংরূপ [illegible]। তিনি মদনমোহন কামদেবরূপে, পুংবত্স গোপালরূপে ও অনন্ত গোপজনবল্লভরূপে নিত্যকাল [illegible] গোলোকবৃন্দাবনে তাঁর স্বাভাবিক, তাঁর [illegible] শক্তির সহিত সর্বক্ষণ-নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে রত। তিনি স্বয়ংরূপার সহিত স্বয়ংরূপের পরিচর্যালাভের [illegible], তবু সকল গোপাঙ্গনা নয়, সকল নিত্যমুক্ত পরিকরের, এমন কি, সাধন-সিদ্ধ নিত্যপ্রভু স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ বলদেবের পর্যন্ত কাম্য নয় লীলাবিগ্রহের কা কথা, মূলসঙ্কর্ষণ—যিনি সমস্ত বিষ্ণু-কোটির মূল অংশী, সেই মূলদেবও শ্রীরাধারাণীর অনুভাবরূপে শ্রীরাধার সেবার জন্য লালায়িত।

কৃষ্ণই একমাত্র সচ্চিদ্বিগ্রহ। তিনি সর্বক্ষণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণবচনে নিজের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণে রত। এই ইন্দ্রিয়-তর্পণসূত্রের সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সেবা করবার শ্রীমূর্তি যিনি ধারণ করেছেন, তিনিই শ্রীমতী রাধিকা। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনশ্চক্ষুগ্রাহ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। এমন স্বয়ংরূপ স্বয়ংরূপার একান্ত বাধ্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুক্ষণ প্রেমরসে আকৃষ্ট ও বশীভূত। সেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কোন অনির্বাচ্য চতুর্থ বস্তুই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব, এমন কি শ্রীমহাদেবের গুরু অনন্তদেবের পর্যন্ত দুরধিগম্য। শ্রীরাধার এরূপ মাহাত্ম্য যে, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার অকপট্য বাতাসের সংস্পর্শ পেলেও পাগল হ'য়ে যান, নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কৃষ্ণের নিজের যাবতীয় স্বরূপশক্তি, কৃষ্ণের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা যেন শ্রীমতীরূপে মূর্ত হয়েছেন।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের পরাশক্তি—স্বয়ংরূপা [illegible]। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী, অযোধ্যেশ্বরী সীতা, দ্বারকেশ্বরী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ—এই শ্রীরাধিকার অংশ বা শক্তির অংশাংশিক। এই নিত্য নাম গুণাভক্তি। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণও বশীভূত হন না, তাহা একমাত্র শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণই সত্য। যাঁর ভক্তভক্তির উদয়

হয়, যাঁর তদপ্রার্থিত প্রেমের উদয় হয়, তিনি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য আপনাকে সেব্যের সহিত সমান বা সেব্য হতেও তুচ্ছজ্ঞানে করেন। প্রেমের এমনই উজ্জ্বলতা।

সেই শ্রীমতীর গুণমাহাত্ম্য বর্ণন আমার মত নির্ম্বণ্য জড়াসক্তজীবের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র তাঁর নিত্য কৃপা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় নাই। তাঁর অহৈতুকী প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ শ্রীকৃষ্ণে উদিত না হউক। তাঁর কৃপা যাচ্ঞা করা জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। বরং সমুদ্রের তরঙ্গ, সমগ্র পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা সম্ভব হ'তে পারে, বরং নারায়ণের গুণবর্ণনে দিগ্‌ভ্রমন করা যেতে পারে, কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়ের ও ব্রহ্মণ্যদেবের অনন্যা কৃষ্ণপ্রেয়সী বার্ষভানবীর গুণাবলীর এক কণাও জীব স্পর্শ ক'রতে পারে না। অধিক কি, কৃষ্ণও নিজে শ্রীরাধিকার গুণ বর্ণন ক'রতে পারেন না, তাহলে তাঁহার অন্যের। কৃষ্ণ শ্রীরাধার একমাত্র আশ্রয়বিগ্রহ হ'লেও তাঁর গুণ-বর্ণনই একমাত্র অকপের কার্য্য, তথাপি আমার ন্যায় নিকৃষ্টতমকৃমিতম জীবকীটের শ্রীবার্ষভানবীর একান্ত প্রিয়তম পরিচারিকা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপা ব্যতীত সেই স্বরূপগণে প্রকাশিত হ'তে পারে না। তাঁরা শ্রীমতীর নিজজন—আমার নিত্যজন। তাঁদের কৃপা হ'লে—পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা উদিত হ'লে, তাঁদের পদধূলি হবার যোগ্যতার বলে তাঁদের অনুগমনে, শ্রীরাধারাণীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়া যায়।

আজ শ্রীরাধাবিবর্ত্তবাদের, তাঁরই শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাতত্ত্বনিদানিতাস প্রভু, গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-জগন্নাথ-মধুসূদন-বিশ্বনাথ-জীব-সনাতন এবং গৌড়ীয়ের একমাত্র আশ্রিক শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপানন্দের কৃপা প্রার্থনা ক'রে জন্মে জন্মে তাঁদের পদধূলি হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীতজীবনের আর কিছু বলবার নেই।

যথা ত্বয়ি মে ভবতি শশ্বদপি কৃপা
যথা মহৎ প্রেমামৃতমপি রাধাজনমুনৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বাচরণবিষয়ে গোচরতি মাং
তথা গোষ্ঠে কাপি গিরিবরতটে কুরু জনং॥

যদি শ্রীবার্ষভানবীর কৃপা পাবার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা হৃদয়ে জাগে, তা' হ'লেই বার্ষভানবীর অন্তরঙ্গ পরিচারিকা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা এবং তাঁর অভিন্নহৃদয়া শ্রীললিতাদি সখীর কৃপা-প্রার্থনা-বৃত্তিও হৃদয়ে জাগ্‌বে।

আপনাদের শ্রীচরণে একমাত্র নিষ্কপট প্রার্থনা, যেন শ্রীরাধার পরিচারিকা ও অভিন্নহৃদয়াগণের পাদপদ্মধূলির প্রতিগ্রহে লাভ ক'রবার অকপট আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হ'তে উদিত হয়। যে গুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীরাধামাধবাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই আশ্রয়ে যেন সমস্ত বাসনা কেন্দ্রীভূত ক'রে রাধানিত্যজনের দাসের জন্য কোটিগুণ উন্মুখ হ'তে পারি।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বচ্ছৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যতি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্যদে ন চ বয়োন চ বারিণাপি॥

হে বৃষভানুনন্দিনি, কৃষ্ণমনোমোহিনী কৃষ্ণনন্দিনী, করুণাময়ি, সংবর্ত্তনশীলে তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তা হ'লে আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন কি? বয়সেরই বা, আবশ্যকতা কি? হে করুণাময়ি, আমি কৃষ্ণজন চাই না, আমি বৈকুণ্ঠসম্পত্তি এবং মুক্তির জন্য যেন লিপ্সাযুক্ত হ'তে পারি—এরূপ অন্তরের সমস্ত ঐকান্তিকতা, নির্ব্বেদ, ঔদাস্য ও নিষ্কপটভাবে সমস্ত নষ্ট ক'রে যেন শ্রীবার্ষভানবীনিবাসন শ্রীরূপ-সনাতন-গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-জগন্নাথ-মধুসূদন-বিশ্বনাথ-নরোত্তম-কবিরাজ-শ্রীজীব-রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস প্রভৃতি শ্রীস্বরূপের পদধূলিকণের যোগ্যতা প্রার্থনা করতে পারি।

শ্রীলআচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গভীর মহারাজ কান্তর কণ্ঠে তাঁহার "বিজয়ধ্বনি", শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ হিন্দি ভাষায় "শ্রীরাধাতত্ত্ব" সম্বন্ধে, গৌড়ীয় সম্পাদক "শ্রীরাধা ও বাধা" সম্বন্ধে, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ "শ্রীরাধামহিমা," এবং শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (ইংরাজী ভাষায় আচার্য্যানুগত্য সম্বন্ধে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের আশ্রয়-বিগ্রহের সঙ্কীর্ত্তনগতির মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভার পর সমবেত সহস্র সহস্র ভক্ত ও অপরাপর গৌরভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

# স্বয়ম্ভূ শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তির লণ্ডন হইতে ভারতে শুভবিজয়

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডনে গৌরবাণী প্রচারের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন পূর্ব্বক গত ১লা সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া স্বয়ম্প্রকাশিত "শ্রীবাসুদেব" শ্রীমূর্ত্তিসহ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর কলম্বোতে অবতরণ করিয়া মাদ্রাজ, পুরী, কটক প্রভৃতি

বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা আষাঢ় ; খৃষ্টাব্দ ১৯৩৭, ১৬ই জুন লণ্ডনের ওয়েষ্ট কেন্‌সিংটন পল্লীতে একটি বৃক্ষতলে এই অধোক্ষজ-শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর নিকট স্বপ্রকাশিত হইয়াছেন।

—:০:—

স্থানের শ্রীচৈতন্যমঠের শাখাসমূহ হইয়া তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুর ও কলিকাতায় শুভাগমন করিবার কথা। এতদুপলক্ষে ২১শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হলে মহামান্য প্রিমিয়র রাজগোপাল আচারিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাদ্রাজবাসী জনসাধারণ একটী সম্বর্দ্ধনা-সভা আহ্বান করিবেন—এই মর্ম্মে মাদ্রাজের ছয়জন মন্ত্রী, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অধ্যাপক, মেয়র, কাউন্সিলার, ব্যারিষ্টার ও জননেতৃগণ ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় ষষ্ঠ, শনিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৪৪; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ | ৯ম সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।"

(—শ্রীলপ্রভুপাদ)

"অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ-সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-লিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন; কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। * * অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। * * প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।"

(—সজ্জনতোষণী ৪র্থ খঃ ৪র্থ সং ১৩-১৪ পৃঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-আম্নায়-পূজা

নমস্তামোঽদ্বৈত প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোঽদ্বৈতাদীনপি কৃপয়দ্বোষক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেঽন্যে সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ॥

( গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ২য় শ্লোক )

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়পরিজনগণ, যাঁহারা জগতের পাপরাশি-বিনাশক ও দয়ার্দ্র-হৃদয়, সেই অদ্বৈতাদি আচার্য্য-বৃন্দকে আমি নমস্কার করি; আর তাঁহাদের সমান প্রেম, সমান গুণ ও সমান করুণা-যুক্ত তথা সমভাবে সরস ও মধুর যে শ্রীস্বরূপাদি আচার্য্য-বৃন্দ আছেন, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি।

অদ্য পতিতপাবনী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বিনোদ-কারিণী শুদ্ধভক্তিনন্দিতা গৌরপঞ্চমী তিথি। এই তিথিতে 'গৌর-আনা-ঠাকুর' মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শক্তি শ্রীসীতাঠাকুরাণী প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সীতাদেবী শ্রীঅচ্যুতরত্ন-গর্ভা; আচার্য্যশক্তি সীতা-লক্ষ্মী হইতে অচ্যুত-গোত্রের আচার্য্য শ্রীঅচ্যুতানন্দ আবির্ভূত হন। অচ্যুত চ্যুতগোত্রীয় শিষ্যত্রয় ও সন্তানত্রয় অসারগণকে পাৎনার মত উড়াইয়া দিয়া অচ্যুত-বংশ বা বিশুদ্ধ আম্নায়ধারা সংরক্ষণ করেন,—

কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত অসার॥
* * *
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত॥
সেই সেই—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১২।১, ১০, ৭৩-৭৬ )

ভাদ্রী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আচার্য্য-শক্তির আবির্ভাব। আচার্য্য-শক্তি অচ্যুত-গোত্রকে পালন ও পোষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই আচার্য্য-নন্দনের বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া আজ এই ভুবনমঙ্গলময়ী পঞ্চমী তিথির বন্দনা করিতেছি। এক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আবির্ভাব, আর এক গৌর-পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধাক বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরমিতাকৃষ্ণ প্রভুচরণের আবির্ভাব। এজন্যই এই পঞ্চমী তিথি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-আম্নায়-পূজার প্রশস্ত তিথি। এই শুভদিনে আমরা শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায়ের পূজা বা শ্রীশ্রীগুরু-পূজা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিয়াছি। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শক্তিসঞ্চার করুন, ব্যাসপূজার যোগ্য ভূতশুদ্ধির মন্ত্রে দীক্ষিত করুন, আম্নায়ের নিত্যত্বে অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রদান করুন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায়ের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা"য় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মসম্প্রদায় নামে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছেঃ। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম "আম্নায়" ( আ-ম্না-ঘঞ্ )। যে সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্তাদীন্নিস্তো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্বহির্ভূত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরাদিক্রপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।"

আমরা এই পতিতপাবনী পঞ্চমী তিথিতে আচার্য্য-শক্তির আনুগত্যে আম্নায়ের অচ্যুতত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পূজা করিব।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যের 'অনন্তগোপাল' তথ্যে আমাদের প্রতি এই প্রভু-পদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন—

**"বাসুদেবানন্তদাস্তে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"**

( গৌড়ীয়ভাষ্য ১।১।১—১০ পৃঃ )

এই ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীই গৌরপক্ষীয় তিথিপূজার মূলমন্ত্র হউক। একমাত্র সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব শ্রীনাম-কীর্ত্তন যে শ্রীবাসুদেবানন্তদাস্তে অনুক্ষণ যাজন করিবার জন্য ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী আদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেবপ্রভুপাদ-দাস্য নিখিল বৈষ্ণব ও মহা-বদান্যময়ী পক্ষীয় তিথি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রদান করুন।

আম্নায়-পূজা বা আচার্য্যধারার পূজা একজাতীয় সিদ্ধাইষ্টগণের মৎসরতাময়ী আধাক্ষিকতা ও বিমুগতার নিকট apotheosis বা জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপরূপ বিচার বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, বা ঐরূপ ছলনার দ্বারা তাহারা লোক বঞ্চনা করিতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা উপনিষদ্ বা শ্রীমদ্ ভাগবতের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

( —শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩ )

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতি-মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।**
**ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥**

( ভাঃ-১১।১৭।২৭ )

গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্ বিচার apotheosis ( মর্ত্যজীবে ঈশ্বরত্ব আরোপবাদ ) নহে ; উহাই শুদ্ধভক্তি ও আত্মমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতেও আমরা শ্রবণ করিয়াছি—

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোনও অংশে কম মনে ক'রবে না। সাধুসকল—পণ্ডিতসকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা' না করেন, তবে নিজ-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁর গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।"

(—"শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী"—৪র্থ খণ্ড—২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীভগবৎপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বীয় মঠস্থ শিষ্যবৃন্দকে ( প্রপন্নামৃতে ) যে বিসম্প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রথম উপদেশটি এই—

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা।
পূর্ব্বাচার্য্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্ত্তয়েৎ।

নিজ গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের দাস্যে সমভাবে সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার রচিত ( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আঃ ১।৪৮ ) অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়বিগ্রহ। সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথগ্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব, তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাবপ্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে।"

আমাদের দীক্ষাগুরুপাদপদ্মের পঞ্চাশদ্ বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিতে যিনি শ্রীব্যাসপূজা প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীআচার্য্যপূজা শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহার লেখনী-প্রসূত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' চৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক-বৃন্দের অঞ্জলিরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সুপ্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিয়া তাহার "প্রতিসন্ধাবণে" শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়-ধারার নিত্যত্বের পূজার কথা কীর্ত্তন-মুখে "অনন্তকাল 'বাসুদেব-দাস্য' পরিহার না করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হইবার" উপদেশ অভিভাষণের; [উপসংহারে

প্রদান করিয়াছেন, যিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকটাপ্রকটলীলায় তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার ও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনময় শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-সঙ্কীর্ত্তনসেবায় অহর্নিশ নিযুক্ত আছেন, সেই শিক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের আনুগত্যে আমরা আজ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-আরাধ্য-পূজা বা শ্রীগুরুপূজার উপায়ন আহরণ করিব। শ্রীশ্রীগুরুপূজায় আমাদের অন্যাভিলাষনির্মুক্ত উদার বুদ্ধির উদয় হউক।

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ঐকান্তিক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় চরিত্র বর্ণন করা আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব; তবে যাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের পারমার্থিক বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর শ্রৌতমৌলিক ভক্তিসিদ্ধান্তে নিত্যসিদ্ধ অধিকার ও যাবতীয় দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে অদ্বিতীয় ঐকান্তিকতার আদর্শ-দর্শনে মুগ্ধ ও তচ্চরণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের 'দ্বয়ক্ষীর-পঞ্চরাত্রে'র এই উক্তিটি শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর চরিত্রে রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে,—

পঞ্চরাত্র-প্রবুদ্ধস্য সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিদুর্বুধাঃ॥

অর্থাৎ যিনি পঞ্চরাত্রবিষয়ক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ এবং যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তার্থের তত্ত্ববিৎ, তিনি অন্যান্য সমস্ত লক্ষণহীন হইলেও আচার্য্য বলিয়া গণিত হইবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সাক্ষাৎ কৃপাভাজন ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আমাদের ইচ্ছানুসারে কৃপাপূর্ব্বক বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের যে একটি সুসংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সারগ্রাহী পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বাল্যকাল হইতেই মুক্তপুরুষোচিত গুণাবলীতে সর্ব্বক্ষণ ভূষিত, কি আলাপ-ব্যবহারে, কি শয়নে, অশনে, অধ্যয়নে বা আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে—সকল বিষয়েই আমরা সকলেই তাঁহার ভাবী মাহাত্ম্যের সুলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে পরিচয় পাইয়াছিলাম। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহে অসাধারণ অধিকার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতাম।

তাঁহার আবির্ভাব-স্থান—'হাতীয়া'। পিতৃদেব শ্রাদ্ধ-কার্য্য উপলক্ষে এইস্থানে অবস্থান করিতেন। উহা নোয়াখালীর অন্তর্গত একটি মহকুমা। সম্প্রতি ঐস্থান মেঘনার গর্ভে। তাঁহার আবির্ভাবতিথি বঙ্গাব্দ ১৩০২, ৯ই ভাদ্র রবিবার শুক্লা পঞ্চমী। আবির্ভাবকাল—পূর্ব্বাহ্ণ। তাঁহার আবির্ভাব-স্থানের পার্শ্বেই মেঘনা নদী কল কল নিনাদে প্রবহমানা ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়াছিলেন —কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেমন দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই বালকও সেইরূপ দ্বীপের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং ইঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে শ্রীব্যাসের কার্য্য হইবে। ইনি অনেক ভগবদ্‌ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও বহুলোককে পরমার্থ-পথে চালিত করিবেন।

তাঁহার আবির্ভাবকালে ভাদ্রমাসের ভরা মেঘনার প্লাবনে উদ্বেলিত দ্বীপটী গুরুগুরু গর্জ্জনে ও আত্মীয়-স্বজনের 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের ছয়মাস পরেই মেঘনা সেই স্থানকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। ইনি জননীর অষ্টমগর্ভ-সম্ভূত। শ্রীহরিসেবা-পরায়ণ আত্মীয়-স্বজন ইঁহার নাম রাখেন—শ্রীঅনন্তবাস। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তিনি কোন দিনই শ্রীভগবৎ-নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং প্রসাদ-প্রাপ্তি ও অধ্যয়নের সময় পদ্মাসনে বসিতেন।

আচার্য্যদেব পাঠ্যাবস্থায় যাহা একবার পাঠ করিতেন বা শিক্ষকগণের নিকট একবার শুনিতেন, তাহার একটি শব্দও বিস্মৃত হইতেন না। পঠনীয় বিষয়গুলি ব্যতীত রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলি ধারাবাহিকরূপে অক্লেশে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব মৌলিকতার সহিত আবৃত্তি করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কলেজে অধ্যয়নকালেও অদ্বিতীয় স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর বলিয়া অধ্যাপক ও সমপাঠিগণের নিকট তাঁহার খ্যাতি ছিল। কি স্কুলে, কি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহার সুমধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নেতৃপদে বরণ করিয়া আপনা-

দিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। কাজেই পারমার্থিক জীবনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী অপার করুণাবারি-সিঞ্চনে তাঁহার কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অবিশ্রুতি ফলেফুলে সুশোভিতা হইয়া দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আচার্যদেবের পঠদ্দশায় লিখিত ভারত-ভাগবতের উপাখ্যান-মণ্ডিত প্রবন্ধগুলি আজ রক্ষিত থাকিলে সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অপূর্ব রত্ন বলিয়া বহুমানিত হইত।

আপনারা কৃপা করুন যেন তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অপার করুণাধারা শ্রীল আচার্যদেবের মধ্য দিয়া আজ জগতে প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে। এই ভক্তি-বিনোদ-গৌর-বাণী-ধারাকে রুদ্ধ করিতে মাৎসর্য-চণ্ডালিনীর ত্রপরক্ত-পানকারী মক্ষিকাগুলির কথা দূরে থাকুক, ভগবৎ-সেবা-বিমুখ ব্রহ্মাদি-দেবতাবৃন্দেরও সাধ্য নাই। অচিরেই শ্রীল প্রভুপাদের কথিত পঞ্চাশ সহস্র সারস্বতসপ্ত আসিয়া ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সেবায় নিযুক্ত হইবে। এমন দিন আমার কবে হইবে, যেদিন তদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্যরূপে আমাকে তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া তদীয় সেবায় নিযুক্ত করিবেন।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অন্ততঃ কোটিবার এই কথাটি আমরা সকলেই শুনিয়াছি—'বাসুদেবের ন্যায় আমার কথা আর কেহই বুঝেন নাই, তাঁহার ন্যায় অকপট বৈরাগ্যবান্ ও নির্মলতম আদর্শ-চরিত্র ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাশূন্য ব্যক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই।' এজন্যই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সকল সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রজবাসী, পরমহংসবেষাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ, তথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ,—সকলকেই, যখনই তাঁহাদের আত্মমঙ্গলের কথা উপস্থিত হইত, তখনই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর দ্বারা শাসন ও সংশোধন করাইতেন। প্রত্যেকের ঐকান্তিক পারমার্থিক জীবন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিলেই শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সকলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইতে পারিতেন এবং এখনও সেই বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় প্রত্যেক ঐকান্তিক পারমার্থিকের আছে। শ্রীগৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানে এমন একজনও ( অকপট সত্যানুরাগী ) ব্যক্তি নাই, যিনি তাঁহার পারমার্থিক জীবনের জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিকট চিরঋণী নহেন।

অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া তাঁহার কথার সূত্র বা কোন শাস্ত্রীয় শ্লোক বিস্মৃত হইবার লীলা প্রকাশ করিতেন, তখন শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই সেই সূত্র ধরাইয়া দিতে বলিতেন এবং একমাত্র তিনিই তাহা পারিতেন, অপরে এক বলিতে আর একটি বলিয়া ফেলিতেন দেখিয়া প্রভুপাদ সময় সময় অসন্তুষ্ট হইতেন। আবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ কোন প্রবন্ধ বা শ্রীমদ্ভাগবতাদির ভাষ্য বলিয়া যাইতেন ও শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাহা লিখিতেন, তখন তিনি অপূর্ব স্থানসমূহ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ মনোহভীষ্ট-নুযায়ী পরিপূরণ ও সমর্থন করিয়া লিখিতে পারিতেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কোটিমুখে শ্রীল বাসুদেব প্রভু যে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অন্তরের সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া সকলের নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু না হইলে শ্রীল প্রভুপাদের কোন লেখাই মনের মতন হইত না, ইহা সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—"বাসুদেব সকলের Criticise করে, সে সকলের Proof-reader, কারণ সে নিখুঁত।" শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবারই আমাদের সম্মুখে বলিয়াছেন যে, তিনি যে যুগ্‌দ্রুম-বিচারের কথা অনেক সময় বলিয়া থাকেন, ইহা আর কেহ ধরিতে পারে নাই, একমাত্র বাসুদেবই ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। 'সরস্বতীজয়শ্রী'র বিবরণ লিখাইবার কালে কলিকাতা বাগ্‌বাজার-গৌড়ীয়মঠে একদিন এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

একবার স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে" বিভিন্ন ভক্তের প্রশংসা এক একটি পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে উক্ত ভক্তগণের নাম ধরিয়া ধরিয়া লিখিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ভক্তি-সিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা, তাঁহার নির্মলতম অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র, জড় প্রতিষ্ঠার একান্ত নিস্পৃহতা, দুঃসঙ্গবর্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অন্যাভিলাষ-নির্মুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভজনে স্বাভাবিক আসক্তি এবং তাঁহাতে

আদর্শ বৈষ্ণবের যাবতীয় লক্ষণ বর্ণন করিয়া প—ব্রহ্মচারী যাহা (শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাঁহার নিজের প্রশংসা লিখিতে সঙ্কুচিত হইবেন বলিয়া) একটি প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং লিখাইয়াছিলেন। প—ব্রহ্মচারী ঐ প্রবন্ধটি শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দেখাইলে শ্রীল বাসুদেব প্রভু কৌশলে উহা হস্তগত করিলেন এবং ঐ প্রবন্ধকে একেবারে গোপন করিয়া ফেলিলেন, কিছুতেই উহা প্রকাশিত হইতে দিলেন না। বলিলেন,—'আমি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আমার বিজ্ঞাপন প্রচার করাইয়া প্রভুপাদের দাস হইতে যেন বঞ্চিত না হই, প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা। প্রভুপাদের নিত্য শাসিত শিষ্য হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার দ্বারা আমার (প্রশংসারূপ) গোলামী (?) করাইয়া লইবার পাষণ্ডতা ও দুর্বুদ্ধি যেন স্বপ্নেও আমার চিত্তে উদিত না হয়!'

"ঈহমানঃ ন গৃহ্ণাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"—এই বাক্যের আদর্শ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর চরিত্রে রূপ ধরিয়া নিত্য প্রকাশিত। শ্রীল বাসুদেব প্রভু যখন পূর্ব্বাশ্রমে রাজকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, উহার কিছুদিন পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান এবং একদিন শ্রীল প্রভুপাদ একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট লোকগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইহাতে শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে বলেন,—'প্রভো! আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? ঐকান্তিকভাবে আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য আমি আপনার শ্রীচরণতলে আসিয়াছি, আপনাকে দিয়া আমার ব্যবহারিক বা বাক্তিগত সুবিধা করাইয়া লইবার অযথাতম দুর্বুদ্ধি স্বপ্নেও উদিত না হউক, ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি।' শ্রীল প্রভুপাদ তখন জানিলেন যে, তাঁহার এই নিষ্কপট শিষ্যকে একমাত্র অহৈতুকী সেবা ব্যতীত অন্য কিছু দান করিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না, তিনি বঞ্চক বৈষ্ণবের বঞ্চনা বুঝিতে পারেন, এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সমগ্র প্রকটলীলাকালে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে কোনও প্রকার জড়ীয় অর্থ, স্বার্থ বা সুযশের দ্বারা বঞ্চনা করেন নাই এবং অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বেও ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে বহু বৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীরূপ রঘুনাথের বাণী প্রচার ও শ্রীরূপের সদাচানুসরণে ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থাদি লিখনের অযাচিতা করিবার আদেশ করিয়াছেন—প্রতিষ্ঠা বা অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করেন নাই।

"যত্র আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"
"দাস করি বেতন মোরে দেহ তুমি ধন॥"

—ইহাই অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাহাকেও স্বয়ং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বপুগত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন, কিংবা অনেক প্রশংসাপত্রও দিতে পারেন, কিংবা অনিত্য জাগতিক সরকারী খেতাবে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য নিজের শক্তিও ব্যয় করিতে পারেন অর্থাৎ 'ধন-জন-সুন্দরী কবিতা'-দ্বারা বঞ্চনা করিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন; কিন্তু সকলকেই শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর পাদপদ্মে নিত্যকাল অবস্থান করিয়া জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন, কলিযুগের একমাত্র তারক ও পারক মহামন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার একমাত্র সার, শ্রীরূপশিক্ষার একমাত্র প্রতিপাদ্য মুক্তকুলোপাস্য শ্রীনামকীর্ত্তনানুশীলনের সাধন করিবার সাক্ষাৎ আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে যে গৌরাশীর্ব্বাদপত্র প্রদান করেন, এরূপ গৌরাশীর্ব্বাদপত্র শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের এই নিম্নলিখিত উক্তিগুলি তাঁহার আচার্য্যত্বের অকাট্য ও অদ্বিতীয় প্রমাণ, যথা—

সিদ্ধান্তবাণী শ্রুতিসন্নিবিষ্টা
কলৌ বিবাদেন প্রচালয়ানা।
ধর্ম্মং দিশত্যাচরণ-ক্রমেণ
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং ভজতে চিরেণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবক্তৃত্বং দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষকম্।
নিষ্কিঞ্চিতং পরমে হংসে মুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহম্।
বজ্রাদপি কঠোরবয়সতো নমূপাগতে।
মৃদুত্বং কুসুমাচ্চ পি সত্যসন্ধে সমাশ্রিতম্॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু-শ্রেষ্ঠং তদভীষ্টপ্রপূরকম্।
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্যং ব্রহ্মচর্য্যপ্রবর্দ্ধকম্॥
কৃষ্ণরঙ্গং পরাং বিদ্যাং মহানন্দরসামৃতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং নিশো দশ॥
অনন্যবাসুদেবাখ্যমনন্তগুণমণ্ডিতম্।
শ্রীমন্তং তং সমাসাদ্য শাস্ত্রজ্ঞং পরমোত্তমম্॥
লব্ধতাং পরমাং কাষ্ঠিং মহামহোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী খ্যাতিঃ শ্রীকান্তং কৌস্তভো যথা॥

শ্রীল বাসুদেব প্রভু "শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু-শ্রেষ্ঠ", তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট-প্রপূরক, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ( পরব্রহ্মে নিষ্কাম ), পরমতত্ত্বে নিষ্ঠিত (পরব্রহ্মে নিষ্কাম), যুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহ, অসত্যের প্রতি বজ্রাদপি কঠোর ও সত্যের প্রতি কুসুম হইতেও মৃদু এবং কলি বা বিবাদযুগে আম্নায় বা শ্রুতি-কথিত সিদ্ধান্তবাণীর রক্ষক বলিয়াই অন্যান্য সকল মহামহোপদেশকই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং তাঁহার অপ্রকটলীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিয়ামকত্বে ও আনুগত্যে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মসেবা বা ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-প্রচার অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থ রচনার কথা বলিয়াছেন। আদর্শ-ত্যাগী, কৃষ্ণরসকুলবিকৃষণ, পাশ্চাত্যদেশ-বিজয়ী, গিরিধারী-সেবা-প্রাপ্ত মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিশারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে নিত্যকাল হরিভজনের স্পৃহা প্রকাশ করিয়া 'বাসুদেবানন্ত-দাসে থাকিয়া ত' সদা সহ নাম'—এই প্রভুপাদদেশের আরতি করিয়াছেন। অধিক কি, মৎসরতা-চণ্ডালিনীর প্ররোচনায় যাঁহারা আজ শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টের সেবা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে একবাক্যে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্য একদিন সম্পূর্ণভাবে অবিকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বেও সেই মৎসর সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি স্বহস্তে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে আমার নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য নিত্যকাল আছে"—( ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ )। সেই ব্যক্তি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—"শ্রীল বাসুদেব প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন।"—( দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭ )

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মঠের মঠরক্ষক ও নিষ্কপট সেবকগণ, শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক-মণ্ডলী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ, শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীযুত্ মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণকারী ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনস্থলী-নির্ম্মাণকারী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীধামের বিশিষ্ট সেবক শ্রেষ্ঠার্য্য যুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিনয়, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরাট্, সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত শিষ্যমণ্ডলী, গৃহস্থ ভক্তগণ একমাত্র শ্রীল অনন্যবাসুদেব প্রভুকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও তাঁহারা সেই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

যাঁহার চরিত্র চিরদিন অপতিত ও সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ বলিয়া সকলেই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তাঁহার আদর্শ আরাধনা করিয়াছেন, যাঁহার সিদ্ধান্তবাণী শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব ও শ্রবণোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার সিদ্ধান্তকে সকলেই ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সিদ্ধান্ত বলিয়া অবিচলিত চিত্তে চিরদিনই মানিয়া লইয়াছেন, যাঁহাকে সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি কোন দিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী সেবা-ব্যতীত তাঁহার সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য বা সাযুজ্য প্রার্থনা করেন নাই বা করেন না, যিনি কোন দিনই হরিসেবার ছলনাকারী বণিকের ভৃত্য বা বিষয়ীর মুখাপেক্ষী হন নাই, যিনি অবৈধযোষিৎসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে নিজ আদর্শ আচরণের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ দূরে রাখিয়াছেন, যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গকে ও বৈধ স্ত্রী-আসক্তিকে একমাত্র গোপবধূলম্পট কৃষ্ণের ও একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের একচেটিয়া বলিয়া জানাইয়াছেন, একমাত্র যিনি শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা বিদ্যা ও অহৈতুকী করুণার বৈশিষ্ট্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, গৌড়ীয়ের প্রবন্ধরাজি যাঁহার শ্রৌতমৌলিক সিদ্ধান্তে বিভূষিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে, যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ একায়নমঠ বা একায়নত্বের রক্ষক ও

শ্রীরূপের অনুরূপ-কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষকরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথমে গুরুপূজাপ্রবর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, শাস্ত্র-কথিত আচার্য্যের যাবতীয় সেবা-কার্য্য চিরদিনই যাঁহাতে গৌড়ীয়প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন, অধিক কি, যাঁহারা গুরুশ্রেষ্ঠত্ব ও আচার্য্যত্ব এবং শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদির সেবাইতত্ব, তাঁহাদিগেরও অদৈব অসদাচার প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহার আদর্শ আচারো-পদেশের দ্বারা সংশোধন করিয়াছেন, সেই সকল পতনোন্মুখ ব্যক্তিগণকে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আনয়নের জন্য স্বয়ং আদর্শ-চরিত্র যে পরমকরুণাময় পতিতপাবন প্রভুকে তাঁহাদের গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যো-ত্তম শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে আমরা শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা শ্রীআম্নায়-পূজা করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ হইতে তাঁহার অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বর্ষে যে অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পত্রকে আত্মস্তুতির ঢক্কানাদে বাদন করিয়া আত্মবঞ্চনার যতই চেষ্টা হউক, কিন্তু **তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শনের আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মার নিত্যসেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রলাপোক্তি'**—শ্রীল প্রভু-পাদের আশঙ্কামূলক এই ভবিষ্যদ্বাণীটী শ্রীল প্রভুপাদের অবঞ্চনাময় প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর প্রতি প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদের মধ্যে এইরূপ পতনের আশঙ্কামূলক ধ্বনি বা বঞ্চনার কোন ইঙ্গিত-বাণী নাই। অধিকন্তু উক্ত অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীআনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বপাদ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ পর্য্যন্ত আম্নায়-ধারা প্রদর্শনের অব্যবহিত পরেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর কথা বলিয়াছেন এবং **"আমন্তন্ধে অন্তরিত সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি, এ, পরবিদ্যাভূষণের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উদ্ভাবিত একায়ন মঠ কুটীচক-বহূদক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসক্ষেত্রে পারমহংস্য সংহিতার নিত্য-লীলাক্ষেত্র স্থাপন-মুখে সচ্চিদ্ ভাণ্ডার স্থাপন-কল্পে"** প্রভৃতি বাক্যের "স্বান্ত" বা "স্বানন্ত" শব্দের দ্বারা নিজ অন্তঃকরণ বা অন্তরঙ্গ পরবিদ্যাভূষণের একায়নমঠে আত্মরক্তি এবং তাঁহার কুটীচক, বহূদক ও হংসাবস্থা অতিক্রম করিয়া পরমহংস ভাগবতাবস্থায় নিত্যস্থিতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। "অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।"—শ্রীমদ্ভাগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বিচার শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বহ্বনন্তভক্তি-গণের চ্যুতি বা পতনের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, কিন্তু একায়নভক্তি-পরমহংসের পতন নাই। তিনি কখনও গুরুসেবা পরিত্যাগ করেন না, যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করেন না, এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—**"ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ আচরণেও ঈর্ষা করে"** ( অনুভাষ্য চৈঃ চঃ ১।৩৪ )। **"গৃহস্থ বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমহংস বা উচ্চ সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই সন্ন্যাস। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস** ( শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা )।"

আজ আমরা শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা আম্নায়পূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। এক শ্রেণীর সিমাইটগণের মত এই যে, মহাগুরুর আবির্ভাবের নিত্যত্ব নাই, কিন্তু ইহা সনাতনধর্ম বা বৈদিক ধর্ম্মের মত নহে। আম্নায়ের নিত্যত্ব ও মহান্ আচার্য্যের নিত্যত্ব-সংস্থাপনের জন্যই আচার্য্যের নিত্য অবতার। মহাগুরু আর মোহান্ত বা মোহান্তগিরি বা 'গদিনশীন মহান্তবাদ' সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু কলি সাধুর বেষ ধারণ ও সাধুর কথাকে বিকৃত করিয়া মহান্ত সদ্গুরুর নিত্যাবির্ভাব ও নিয়ামকত্বের উচ্ছেদ সাধনের অভিসন্ধি-মূলে উহাকে "গদিনশীন মহান্তবাদ" বলিয়া অনভিজ্ঞ লোককে বঞ্চনা করে। এই মহাগুরুর নিত্যত্ব-সম্বন্ধে বেদ, ভাগবত, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও তদ্ভৃত্যানুকৃত্যগণ যে সকল অসংখ্য প্রমাণ ও আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহা এস্থলে উদ্ধার করিলে প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি পাইবে। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ আদর্শে এইটুকু আমরা দেখিতে পারি যে, তিনি "চৌদ্দ ভুবনের গুরু" স্বয়ং ভগবান্ হইলেও শ্রীল ঈশ্বরপুরীকে শ্রীগুরুরূপে স্বীকার করিবার লীলাদ্বারা মহান্ত সদ্‌গুরু-গ্রহণের অপরিহার্য্যতার আদর্শ প্রদর্শনিক রিয়াছেন; আর গৌর-পার্ষদ কবিকর্ণপুর গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই আম্নায়ধারার অক্ষুণ্ণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আম্নায়ধারা কোনদিনই রুদ্ধ হয় নাই, উহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর্ত্তমান আচার্য্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও পরবর্ত্তী অনন্তকাল থাকিবে। সময় সময় যে "অন্ধকার যুগের" কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ও আম্নায়ধারার অক্ষুণ্ণত্ব থাকে; শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে ভীষণ অন্ধকার-যুগ ছিল, সেই সময়ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরপ্রমুখ মহান্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদির পর যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীরসিকানন্দ-মুরারির শিষ্য শ্রীরাধারমণ দেব, তচ্ছিষ্য শ্রীনয়নানন্দ দেব, শ্রীরাধাদামোদর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ আম্নায়ে মহান্ত সদ্‌গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পর আবার যে অন্ধকারযুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও ভাস্করাচার্য্যের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধবদাস বা তদনুগত শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথ দাস মহান্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কাজেই কোনও দিনই শ্রীরূপানুগাম্নায়-ধারায় মহান্ত আচার্য্যের আবির্ভাব রুদ্ধ হয় নাই ও হইবে না।

"পরিনসীন মহান্তগিরি" বা লৌকিক ব্যবসায়ী গুরুগিরি গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের ত্রিসীমানায় কোনও দিনই নাই; ঐরূপ অসদ্‌গুরুগিরি ও মহান্তগিরির বিরুদ্ধে এবং শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের আচার ও প্রচার পরিচালনা করিবার একমাত্র সুযোগ্য, সুদক্ষ ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে অদ্বিতীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিৎ শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ নেতৃবিচারে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে ভক্তিবিনোদগৌরবাণীদ্বারা সংরক্ষণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আচার্য্যের গুরুসেবা-কার্য্যটি সাধারণ নির্জ্জন-ভজনানন্দী বা ব্যক্তিগত ভজনপ্রয়াসীর বিচার ও আচার হইতে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়াছে। নির্জ্জন-ভজনানন্দী "হরিকথা প্রচার বা শিষ্যাদি করিব না, উচ্চ আসনে বসিব না, কাহারও পূজা লইব না, ধাতুপাত্র স্পর্শ করিব না" প্রভৃতি আদর্শ দেখাইয়া প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশা পোষণ বা নিষ্কপটে প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা দেখাইতে পারেন; কিন্তু আচার্য্যের কার্য্য করিতে গিয়া অর্থাৎ "নাচিতে আরম্ভ করিয়া ঘোমটা টানিলে" নাচা যায় না। এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় আমরা এইরূপ দেখিতে পাইয়াছি—

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না। আমি গুরুর কার্য্য ক'র্‌ছি, কিন্তু যদি 'আমার জয় দিতে হ'বে না—ঐ কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্য ভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার জয় দাও', তা'হ'লে সেটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই বেদ'—যা'রা গৌরসুন্দরের এ কথা শুনে নাই, তা'রাই ব'ল্‌ছে,—'কিরূপে আত্মস্তুতি শুনছে'! গুরু যখন শিষ্যকে একারণ কৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ পাষণ্ডতাই (!) না তা'র ক'র্‌তে হ'চ্ছে! 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি ক'র্‌বেন! • • সেই সকল কথা ব্যাখ্যা ক'র্‌বার আসন (আচার্য্যের আসন) থেকে কি তিনি পালাবেন? তা'কে যে অধিকার তা'র গুরুদেব দিয়েছেন, যদি তিনি তা পালন না করেন, তা'হ'লে গুর্ব্বজ্ঞা নামাপরাধফলে তা'র পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন 'আমার ঘাড়ে দোষ' ব্যাখ্যা হ'য়ে যায়। বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, পশু হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে Contract ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুহ্যমাণতে বিপরিত ক'রব—আমি এতদূর দাম্ভিক। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্‌বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোনও মনুষ্যদেবতায় নাই—যা' নাকি আমার

গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটি কণা হ'তেও তাঁরী হ'তে পারে।"

আমরা আজ অকপট গুরুদাসগণের আনুগত্যে এইরূপ গুরুপূজা করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল জীবপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে এই গুরুপূজার অপরিহার্য্যতা শিক্ষা দিয়াছেন—

"শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদভজনমঙ্গীকর্ত্তুং প্রযতন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে; অতো ব্যসনশতাবিষ্টা ভবন্তি অতএব ইহসংসারে ভিষ্ঠন্ত্যেব অকৃতকর্ণধারা জলধৌ যথা, তদ্বৎ। গুরুভক্ত্যা স মিলতি মিলতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ। পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"

"শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু প্রায়ই একত্ব। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে ভক্তসঙ্গের কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার-রহিত নৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা-দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন,—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণভক্তি-লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুত্বের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।"

"ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয়-বিষয়ে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহাগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধ-ফলে তাঁহাদের বিচারে জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ গৌঃ ৭ম বর্ষ ৪২৮ পৃঃ)

আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঘুনাথের শিক্ষানুসরণে শ্রীগুরুপূজা-দিবসে এই স্তব কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি,—

ওরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠাদধিষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বসমে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ায়া
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিন্মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্বু-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-বাসর—(ইং ১০।৯।৩৭) —:০:— —শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# প্রত্যভিবন্দন

নামশ্রেষ্ঠং মহুরপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

পরমপূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবকৃষ্ণ ও শ্রদ্ধেয় সজ্জনমণ্ডলি!

আমি সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যা-নবদ্বীপধামনরবর শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ বন্দীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণে কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি।

অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-বা শ্রীগুরুপূজার দিন। শ্রীমন্ নিত্যা-নন্দপ্রভু আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কণ্ঠদেশে মালিকা অর্পণ করিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রে অধোক্ষজ-তত্ত্বের কথা বর্ণন করিয়াও স্বীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীনারদের আদেশে প্রেমৈকনিষ্ঠগণেরও সুদুর্লভ ব্রজরস-সার যাহা শ্রেষ্ঠ পরমহংসগণের নিত্য-সেব্য—সেই আশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিদ্বিলাসের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসের মহাবদান্য-লীলা জগতে অতুলনীয়। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শত হস্তে ও শত মুখে সেই শ্রীব্যাস-দেবের কৃপার কথা জগতে জানাইয়াছেন এবং স্বয়ং "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" সঙ্কলন করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে স্বয়ং আচরণমুখে শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদিপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়েও এই শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুদেবের চিদ্‌বিলাস স্বীকার করেন। কাজেই শঙ্করসম্প্রদায়ের ব্যাসপূজার ন্যায় তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজা অনিত্য বা উপায়মাত্র নহে—উহা নিত্য ও উপেয়-স্বরূপ। শ্রীব্যাসপূজা-দ্বারা আচার্য্যগণ গুরুপরম্পরা বা আম্নায়ের নিত্য প্রবহমানতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব আমরা নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীব্যাসের আনুগত্যেই শ্রীব্যাসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুকূল অনুশীলন করিব। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে তৎপ্রেমবাধ্য বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলনই—অনুকূল অনুশীলন।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।"

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই বাণী কীর্ত্তন করিয়া আশ্রয়বিগ্রহসমন্বিত বিষয়বিগ্রহের চিদ্‌বিলাসের কথা জানাইয়াছেন।

আমরা সেই শ্রীব্যাসগুরুর পূজার উপায়ন ও উপঢৌকন-সমূহ নিত্যপূজা ও সেবা-জ্ঞানে মস্তকে গ্রহণ করিয়া ব্যাস-পূজার সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিব। স্বীয় প্রভুর সেবাই বিক্রীত পশুর নিত্য-ধর্ম্ম। প্রভুর সেবায় প্রদত্ত উপঢৌকন তাঁহার ক্রীতদাস যদি মস্তকে বরণ করিয়া শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া না দেন, তবে তাহা কপটতা, প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা, নিজ-সুখবাঞ্ছারূপা অভক্তি হইয়া যায়। প্রভু-পূজার সেবা উপায়নকে প্রভুপাদপদ্মে সমর্পণই নির্ম্মৎসর ভৃত্যগণের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রীলপ্রভুপাদ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের অনুকরণ করিয়া বা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া, এই শ্রীব্যাসপূজার সুযোগ লইয়া গুরুপূজার উপায়ন-সমূহ কি নিজে নিজেই আত্মসাৎ করা হইতেছে?—এরূপ একটি পূর্ব্বপক্ষ উদিত হইতে পারে। যেখানে আমরা সরলভাবে এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করি, সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে ইহার সমাধান করিয়া দেন। কিন্তু মাৎসর্য্যজনিত পন্থানীতি হইতে এরূপ কুতর্ক উপস্থিত হইলে আমরা আত্মবঞ্চিত হই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি প্রধান শিক্ষা এই যে, এখানে তৃণাদপি সুনীচত্ব ও গুরুবৈষ্ণবসেবকাভিমানের অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে। সতীর্থ ভ্রাতৃগণ অপর গুরুসেবককে, এমন কি, স্বয়ং শ্রীগুরুদেবও নিজ-শিষ্যকে "প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করেন এবং সতীর্থ ভ্রাতার ও শ্রীগুরুদেবের উক্তরূপ আহ্বান যিনি স্বীকার করেন, তিনি কখনও মনে করেন না যে, তিনি সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দের প্রভুতত্ত্ব বা শ্রীগুরুদেবের প্রভু অর্থাৎ "প্রভুর প্রভু বিগ্রহতত্ত্ব"। সতীর্থ-ভ্রাতা বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে তাঁহাদের গুরুপাদপদ্মেরই বৈভবপ্রকাশ বিচার করিয়া ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব ঐ সম্মান বা পূজা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রাপ্য। যাঁহার এই বিচার নাই, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের বর্ণ-পরিচয়ই হইতে পারে না। অতএব ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের—

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হবে অভিমান তার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার।"

—এই বাণীতে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্যই—কৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগ্যতা-বিধায়ক মানদ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে মান দান করেন। কনকের একচেটিয়া মালিক মাধব, কামিনীর একচেটিয়া ভোক্তা মদনমোহন, আর যাবতীয় প্রতিষ্ঠার একচেটিয়া অধিকারী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীগুরুদেবের গুরুদেবের সহিত—শ্রীনিত্যানন্দের সহিত নিজকে সমান জ্ঞানই গুরুর অনুকরণ। গুরুর সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি বা সাযুজ্য-লাভের দুষ্প্রবৃত্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন—মূল-আশ্রয়বিগ্রহের পদবী আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, আপনাকে তাঁহার সমান-বিচারে তাঁহার

সখীত্ব পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থনীয় নহে। সখীর কিঙ্করীত্বই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

পাদাম্বুজোদ্ভব বিনা বরদাঙ্গমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
দখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

হে আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি বৃষভানুনন্দিনি! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপার তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কোন-কালেও সখীত্বাদি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমি নিত্য নমস্কার করি—নমস্কার করি। আমি সত্যপাঠ করিয়া বলিতেছি—তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার উপাদনসমূহ আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক,—গুরু-সেবকগণের সেবাবৃত্তি আত্মসাৎ করিবার অধিকারও কোন যথার্থ গুরুসেবকের নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-সকল গুরুসত্ত্ব-হৃদয়রূপ দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত সংগ্রহ করেন, তাহা অপর গুরুসেবক বা স্বয়ং গুরুসেবও চুরি করেন না। উহার একচেটিয়া চোর—শ্রীনন্দনন্দন। সেই নবনীত-চৌর নন্দদুলাল আমাদের চিত্তে আশ্রয়বিগ্রহের সহিত নিত্য অধিষ্ঠিত থাকুন।

মৎসরতা যখন স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন জীব কৃষ্ণের চিদ্ বিলাস অস্বীকার করে। কৃষ্ণ কেন বিলাসী হইবেন—এইরূপ মৎসর চিন্তাস্রোত হইতে কৃষ্ণের প্রতিও কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ মানবগণ-কল্পিত ও তাহাদের নিয়ামক দুর্নীতি-দুর্নীতি প্রভৃতি স্ব স্ব জড়বিলাসের ভাব আরোপিত ও বাধ্যতামূলক বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়। আবার শ্রীগুরুদেবের চিদ্‌বিলাসে মৎসর হইয়া জীবগণ যাবতীয় প্রতিষ্ঠার অন্বিতীয় অধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠাকে আত্মসাৎ করার নির্ব্বিশেষ মায়াবাদের স্বাম্য দাসরূপে মহাগুরুর নিত্যত্ব অস্বীকার করে এবং জড় হইতে চেতনের স্বাভাবিক ভাসমান মতবাদ পোষণ করে। বৈষ্ণবের প্রতি মৎসর হইলেই জীবগণ জড়-বিলাসী হয় বা জড়-বৈরাগীর রাহিত্যময় চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চরম দুর্গতি লাভ করে।

রাহিত্য—যাহা তথাকথিত বৈরাগ্যের ফল বা আদর্শ—তাহা খুব বড় কথা নহে। সাহিত্য বা ভক্তিবিলাসই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বাণী চিদ্‌বিলাস-রাহিত্যকে নরক হইতেও অধিকতর ঘৃণা প্রতিপাদন করিয়াছে। যাহারা কৃষ্ণের প্রতি মৎসর অর্থাৎ ভক্তি-বিলাসের অস্বীকারকারী, তাহারা হয় বিরজাতে বা প্রকৃতিতে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, না হয় আত্মহত্যা-রূপ ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বরসাযুজ্যলয় প্রাপ্ত হয়। মৎসর চিত্তবৃত্তি হইতেই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ের স্বেচ্ছাচারিতাকে কর্ত্তন, বর্জ্জন বা নিয়মন করিবার দুষ্টাভিলাষ উদিত হয়। এইরূপ মৎসর ব্যক্তিগণ স্বরাটের দাস্যকে নিন্দা করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের দাস্য অর্থাৎ জঘন্যতম রিপুর দাস্যকেই বরণ করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাস্য এত বড় জিনিষ যে, পৃথিবীর বিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই সংহারমূর্ত্তি রুদ্রের শিবস্বরূপ পর্য্যন্ত গুরুদাস্যের জন্য পাগল। শ্রীশিব গুরুদাস্যের চিহ্নস্বরূপ সর্পরূপী সঙ্কর্ষণকে অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণ করিয়া-ছেন। সঙ্কর্ষণ আবার কৃষ্ণদাস্যের জন্য অনুক্ষণ লালায়িত। সঙ্কর্ষণ দশদেহে কৃষ্ণের সেবা করেন, সেবারূপে ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণদাস্য করেন। অধিক কি, যিনি বৈষ্ণব শিরোমণি, সেই মূল আশ্রয়বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী পর্য্যন্ত আপনাকে কৃষ্ণকিঙ্করী অভিমান করিয়া থাকেন। স্বয়ং লক্ষ্মী-নাথ নারায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের দাস্যের জন্য উৎকণ্ঠিত।

"অন্য কথি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অন্য ভাগো 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

শ্রীমদ্ভাগবত উপসংহারে "কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" অর্থাৎ কেবলা প্রেমভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকের পৃথক্ সুখবাঞ্ছা নাই, আশ্রয়-বিগ্রহের সুখকে কোটিপ্রাণাপেক্ষা অধিক আরতি করা হয়, তথায়ই কৈবল্য বা নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। বিপ্রলম্ভে পূর্ব্বরাগের উদয়ে আশ্রয়ের সহিত বিষয়ের মিলন-সুখলাভের উদ্দেশ্যে, যামুনতট হইতে কৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যে অভিসারের কথা শ্রীভক্তিবিনোদের শিক্ষায় পাওয়া যায়। আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে দীনার্ত্ত ভজনের মধ্যেই চিন্ময়ী অনুভূতিতে অনন্ত রসোপলব্ধির কথা জীবের হৃদ্দেশে উদিত হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুই শ্রীব্যাসরূপে অবতীর্ণ। শ্রীব্যাসানুগত্যের ছলনায় রোমহর্ষণ-সূতের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম-প্রভুকে অস্বীকার বা অবমাননা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ প্রভু রোমহর্ষণকে ব্যাসাসন হইতে বিতাড়িত করেন। আবার শ্রীগৌরলীলায় গুণার্ণবমিশ্র-নামক প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্ত দ্বিতীয়-রোমহর্ষণ-সূতরূপে শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য শ্রীরামদাসকে সম্ভাষণ না করায় অর্থাৎ কার্য্যতঃ নিত্যানন্দের পাদপদ্মেরই অবমাননা করায় শ্রীরামদাস যে ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্ম্মের লাঘব হয় নাই। শ্রীরামদাসের ঐ ক্রোধলীলা বা শ্রীল ঠাকুর-বৃন্দাবনের—"তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে" প্রভৃতি ক্রোধোক্তি কেবল নিত্যানন্দ-সেবা-তাৎপর্য্যে প্রকাশিত। কিন্তু মৎসর-সম্প্রদায় ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

প্রকৃতির অতীত ধামে মৎসরতার স্থান নাই। অপ্রাকৃত-রসের বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির নামই মৎসরতা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পঞ্চ রিপুর সমষ্টি-রূপে মৎসরতার আবির্ভাব। অপ্রাকৃত কামদেব মদন-মোহনের সেবা-বৈমুখ্যরূপ জ্বররোগ বা প্রাকৃত কাম হইতে অপ্রাকৃত রসের বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির প্রকাশ। অপ্রাকৃত নবীন-মদনমোহন কামদেবই একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তম।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিতে শ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীমদনমোহনের সেবাফলে জগতের ভোক্তৃ-পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কথা শুনিতে পাই,—

সংসারে আসিয়া　　প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি'　　নিজে অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি'॥

(কল্যাণ-কল্পতরু)

পরিদৃশ্যমান ভোগ্য জগতের ভোক্তৃত্বে এই পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রী, পুরুষ ও জড় জগৎ মিলিয়া পাঁচপ্রকার সম্বন্ধে পাঁচপ্রকার রসে সকলে পরস্পর আবদ্ধ

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥

(ভাঃ ১০।১৪।২২)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে স্ত্রী-পুরুষ-প্রতীতি বা প্রকৃতিভোগ-জন্য দ্বৈত-প্রতীতিকে গর্হণ করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের সেবাই স্বরূপধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ-জগতের প্রাকৃত ভোগময়ী দৃষ্টি অবিদ্যাজনিত বিকৃত-প্রতিফলিত দর্শনে, অভিনিবেশ অর্থাৎ চিন্নীলামিথুনের অনাদি-সেবা-বৈমুখ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্ত্রী-পুরুষ লইয়াই মানব-সমাজ। মানব-সমাজ আবার বৈধ ও অবৈধভাবে দ্বিবিধ। বৈধ মানবসমাজকে সভ্য-সমাজ বলা যায়। সভ্যসমাজ আবার নিরীশ্বর ও সেশ্বরভেদে দ্বিবিধ। নিরীশ্বর নৈতিক মানবগণ পরার্থিতার ছলনায় সুবিধাবাদমূলা নীতি মানিলেও নাস্তিক। সেশ্বর নৈতিক সমাজকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত সমাজ বলা যায়। বর্ণাশ্রম আবার অবৈধ-বৈধ-ভেদে দ্বিবিধ। সলক্ষ্মীক বিষ্ণুর আরাধনা হইলে তদ্দ্বারা বর্ণাশ্রমের নৈসর্গিক হেয়তা ও দোষসমূহ শোধিত হইতে পারে।

লক্ষ্মী-পুরুষোত্তম—ইঁহারা মিথুন। ইঁহাদের পূজাদ্বারা বর্ণাশ্রমের সুষ্ঠুতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী—ইহাদের পরস্পর ধর্ম্মের সুষ্ঠুতা-সংরক্ষণ হয়। পরস্পরের প্রতি মাৎসর্য্যদৃষ্টি ও তজ্জনিত অভিনিবেশ অর্থাৎ অবিদ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মী-পুরুষোত্তমের প্রতি সেবার উন্মুখতায় বা স্বরূপে অবস্থিতি হয়। দৈব-বর্ণাশ্রম—উপায়, তাহা উপেয় নহে। বৈধ বা দৈব বর্ণাশ্রমেও ন্যূনাধিক মিশ্রভক্তি থাকায় উহাতে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তা পরিপূর্ণা কেবলা ভক্তির অধিষ্ঠান নাই। কাজেই বর্ণাশ্রমের প্রাপ্য ফল বা গতি চতুর্ব্বিধ মুক্তি পর্য্যন্ত। অথবা, বর্ণাশ্রম বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধমিশ্র হইলে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত উত্তরোত্তর বর লোক মাত্র লাভ করায়। কিন্তু বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম—পরম নির্ম্মলা কেবলা অকিঞ্চনা ভক্তি বা পরিপূর্ণ শরণাগতিতে সলক্ষ্মীক বাসুদেব, একপত্নীব্রত শ্রীরামচন্দ্র ও উন্নতাধিকারে রুক্মিণী-

সত্যাদিযুক্ত বহুবচন দ্বারকেশের উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত এবং আরও উন্নততর ও উন্নততম কেবলবিশ্রম্ভভাবযুক্ত নিত্যসিদ্ধ পারমহংস্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের চতুর্ব্বিধ রসের উপাসনা আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনের কেবল-প্রেমসেবাকেই চরম প্রাপ্য বলিয়া উপলব্ধি করায়।

পূর্ব্বোক্ত জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষগত ধর্ম্ম বা পুরুষাভিমান যত প্রবল থাকিবে, ততই নিত্য ও অদ্বিতীয় পুরুষাভিমানী স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের অনুকরণ করিবার স্পৃহায় নিত্য পুরুষোত্তমকে "অপাণিপাদ"রূপে দর্শনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ হৃদয় অধিকার করিবে। ঐরূপ অভিলাষের বীজ হৃদয়ে উপ্ত থাকিলে চিল্লীলাবিধুনকে "অবন"রূপে, "গ্রহীতৃ"রূপে, "চক্ষুষ্মান্"রূপে, "শ্রোত্রবান্"রূপে "সচ্চিদ্বিগ্রহ"রূপে দর্শন বা উপলব্ধি হয় না। সচ্চিদ্বিগ্রহরূপে দর্শনই শ্রীরাধা-মদনমোহনরূপে বা চিদ্বিলাসগতিযুক্তরূপে দর্শন।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"—

প্রভৃতি গীতিতে শ্রীগৌরজনের বিচারে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মের বা গতিশীলতার উপলব্ধি। এইখানে জড়ের ভোগ্য পুরুষ প্রকৃতি-দর্শন আদৌ নাই। এখানেই শ্রীসনাতন-তত্ত্বের আনুগত্য।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—ব্রহ্মানন্দবল্লী ৯ম অনুবাক); "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি", "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি" (ঐ ঐ ৭ম অনুবাক); "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি-আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি" (ঐ ভৃগুবল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাক)—শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দময়তার অর্থাৎ ব্রহ্মের নন্দনন্দনত্বের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা কীর্ত্তন শ্রুত হয়। "ন বিভেতি কুতশ্চন" মন্ত্রে নন্দনন্দনের উপাসকের দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয়ের অভাব সূচিত হইয়াছে। নাস্তিক্যবাদী কাল-কর্ত্তৃক শত শত নিধন-চেষ্টাসত্ত্বেও নন্দনন্দনের বা তাঁহার সেবকের নিধন বা মৃত্যু নাই। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা মদনমোহনত্ব না জানিতে পারিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবল হইয়া কংসানুগত্য অবশ্যই করাইবে। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা আনন্দময়তা-দর্শনের অভাব হইতেই ভয়—এজন্য কংসের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের অবস্থান। যেখানে শ্রীরাধা-মদনমোহন ও তাঁহার সেবকগণের প্রতি নিরীশ্বর নৈতিক ধর্ম্ম প্রবল করিয়া দর্শনের প্রবল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত, সেখানেই অরিষ্টাসুররূপ ষণ্ডাকৃতি পাষণ্ড বিলাসরহিত বলদত্বে অর্থাৎ ক্লীবত্বে বা নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপে বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। নন্দনন্দন নির্ব্বিশেষজ্ঞানপর বলদাকৃতি পাষণ্ড-বৃষভাসুরকে বধ করিয়া কুণ্ডমাধুরী ও সপরিকর বৃষভানুনন্দিনীর সহিত বিলাসলীলা আবিষ্কার করেন।

চেতনের গতিশীলতা বা ব্রহ্মভজনপথে অভিসারের ফলে শ্রীরূপের শ্রীরাধা-ললিতার প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের ত্রিগুণিত মধুর মুখারবিন্দ ও চতুর্গুণ মধুর মধুগন্ধি-মৃদুস্মিত দর্শনে লালসা উদিত হয়।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

"মৃদুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্" (ভাঃ ১০।২০।২৪) অর্থাৎ সুমধুর হাস্যময় মুখমণ্ডলের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাগণের কাম-বর্দ্ধনকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন জয়যুক্ত হউন।

এখানেও শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দের মাধুর্য্য তাঁহার আশ্রিতবর্গের সেবার উত্তরোত্তর বর্দ্ধনকারী বলিয়া কথিত। শ্রীসনাতনের আরাধ্য শ্রীমদনমোহনের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-লালসা আমাদের হৃদ্‌রোগ জয় করিয়া থাকে এবং আমাদের জড়বিলাস ও তদ্ধর্ম্মাহিতারূপ পশুত্ব ও মন্দমতিত্ব বিনাশ করে। শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ-দর্শন-লীলা আমাদের মাংস-দর্শন দূর করিয়া শ্রেষ্ঠালিসঙ্ঘ-সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগের উপকরণরূপে আত্মস্বরূপোপলব্ধি করায়। আর শ্রীগোপীনাথের বক্ষঃস্থল-শোভা আমাদিগকে শ্রীরাসরসিকের পরিরম্ভালিঙ্গনার্হিই গোপীকিঙ্করী কৃষ্ণযোষিৎরূপে উপলব্ধি করাইয়া থাকে। যদি নন্দনন্দনের নন্দনত্ব প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে জীবের পুরুষাভিমান কিছুতেই বিদূরিত হইত না। "পুরুষাভিমানে প্রকৃতি-ভজন না ছাড়াপর্য্যন্ত মহাচিদ্বিলাসী শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-

জীব-কৃষ্ণদাস-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-গৌরকিশোর বা মহা-বৈরাগ্যবান্ শ্রীরূপ রামানন্দ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-ভক্তি-বিনোদ সরস্বতীর আনুগত্য হয় না"—এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-গৌরবাণী একমাত্র নামমুখে হইলেই আমরা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। গোকুলের মহোৎসব ব্রজেন্দ্রনন্দনের রম্য চিদ্ঘন-স্বরূপ, গোপীচন্দ্রস্থ বা বৃন্দাবনেন্দ্রস্থ একমাত্র শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণের মধ্যে অবস্থিত। শ্রীনামই অপ্রাকৃত কামদেব, পুষ্পবাণ বা অনঙ্গ। তিনি অনেক-স্বরূপে এই প্রপঞ্চে শ্রীগুরুপরম্পরায় বা আম্নায়ধারায় অবতীর্ণ হইয়া জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতার বিদূরণ, চিত্তদর্পণের পরিমার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকার বিতরণ, বিদ্যাবধূর জীবন, আনন্দাম্বুধির বর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন ও সর্ব্বাত্মার স্নপন বিধান করাইয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করেন। শ্রীনামই শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীনামই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিজের সেবাধিকার-প্রদানকারী।

নিত্য-আম্নায়ধারায় গুরুমন্ত্রবীর্য্যে জীব-স্বরূপের যে ভক্তি-জন্ম, সেই জন্ম লাভ করিয়া ঐকান্তিক-ভজন-পথে চলিতে চলিতে সাধনভক্তি পার হইয়া ভাবভক্তি ও তৎপরিপাকাবস্থায় প্রেমভক্তিলাভের জন্য বর্ষুথে বা গোষ্ঠীতে অবস্থানপূর্ব্বক অনুক্ষণ আশ্রয়বিগ্রহের প্রেমবাধ্য বিষয়-বিগ্রহের সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে হরিভক্তিসুধোদয়ের এই অমূল্য উপদেশটি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
যতুলৈধৈ্যা ততো ধীমান্ যতুথাদ্রৈব সংশ্রয়েৎ॥

যে ব্যক্তি যেরূপ সঙ্গ লাভ করে, সে মণির ন্যায় সেই সঙ্গের গুণ প্রাপ্ত হয়।' অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদুকুল-সমুদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ-যূথই আশ্রয় করিবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে সর্ব্বোপদেশসার এইরূপ বলিয়াছেন—

তত্তদ্রূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনাদ্যৈ-
রুক্ত্বা ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ॥

গোষ্ঠালয়ী অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণই পরম-মুক্ত পরমহংস-বৃন্দ। তাঁহাদের সঙ্গে অনুক্ষণ নামমুখে হইয়া অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবমুখপদ্ম-বিগলিত নামের শ্রবণ-নিঃসৃত দর্শন-ঘ্রাণ-আস্বাদন স্পর্শনযুক্ত হইয়া সেই ব্রজবাসিগণের গোষ্ঠে অর্থাৎ ব্রজে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক আদিতে, মধ্যে ও পরে আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে গোবর্দ্ধনের সংসারে সেবা-নিরত থাকাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের শব্দাবতার শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যেও আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য প্রকাশিত।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—এই মহামন্ত্রে প্রথমে "হরা", মধ্যে "হরা" ও শেষে অলুক্ "হরা" পদের দ্বারা প্রথমে আশ্রয়ানুগত্য, মধ্যে আশ্রয়ানুগত্য ও চরমেও আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যের অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়; কারণ আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যের দ্বারাই আশ্রয়-বিগ্রহ-প্রেমবশ বিষয়বিগ্রহ জীব সেবাধিকার প্রদান করেন।"

"যদ্যের আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিতে—"আ সমাক্ কাশতে প্রকাশতে"—এই যে স্বরাট্ অনন্ত-শেষী স্বরূপ পরব্রহ্মের নন্দনন্দনই গীত হইয়াছে, তাহা নন্দের অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যেই উপলব্ধি করা সম্ভব। সমস্ত শ্রুতিই নন্দনন্দনের গান করিয়াছেন। গোপীগণের সৌভাগ্যাতিশয় দর্শন করিয়া শ্রুতিগণ গোপীর অনুগমনপূর্ব্বক মহাযজ্ঞের আরাধন তপস্যা-প্রভাবে প্রেমবতী গোপীদেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতিগণের সৌভাগ্য আলোচনা করিয়া বেদমাতা গায়ত্রী কামগায়ত্রীরূপে গোপাল উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্য ব্যতীত কেহই নন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে পারে না। শ্রীব্যাসদেব আশ্রয়বিগ্রহ-সেবাপরা শ্রুতিগণের সঙ্কলনকারিরূপেও আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যলীলার প্রকটকারী। জগদ্গুরুগণ সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যের লীলা জগতে প্রকাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাতেই তাঁহাদের জগদ্গুরুত্ব। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গৈক-গতি-শ্রীভক্তিবিনোদের ধারায় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের আনুগত্যের জন্যই শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিতেছি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা যে কখনই রুদ্ধ হইবে না—ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যসরস্বতী হইতে শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর সেবক-সম্প্রদায় নিত্য অধোক্ষজের

পাদক—ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিখননকালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলায় ( বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সাল ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ) স্বয়ম্ভূ চতুর্ভুজ শ্রীঅধোক্ষজ মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। আবার তাহার ঠিক তিন-বৎসর পরে ও তিন-দিন-ব্যবধানে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ সালে ২রা আষাঢ় বুধবার) লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের মঠ-রক্ষক ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত শ্রীগিরিধারীর সেবায় অভিষিক্ত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীহরিনামগ্রহণ পূর্ব্বক পথপর্য্যটনকালে তাঁহার সম্মুখে স্বয়ম্ভূ শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তি লণ্ডন-নগরে ওয়েষ্ট কেন্‌সিংটন্-পল্লীতে আবির্ভূত হন। বৈদান্তিক শ্রীল শুকদেবের অনুগত্যে আমরা সেই শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুকে নিত্যকাল প্রণাম করি—

"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"
( ভাঃ ২।৪।১৮ )

আবার চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ শয়নৈকাদশীতিথির একদিন পরেই গত ৫ই শ্রাবণ ( বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ সাল ) বুধবার শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার অনতিদূরে ভামনগরে বিরজাভিমুখী গঙ্গার গর্ভ হইতে এক অপূর্ব্ব-দর্শন শেষশায়ি-মূর্ত্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ গতবর্ষে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-উদ্‌যাপন-কালে যখন ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন ও শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণীসভার অধ্যক্ষরূপে ব্রজমণ্ডলে নূতন সেবা-সমূহ প্রকাশ করিতে-ছিলেন, তখন গুরুগাঁও জেলার অন্তর্গত হোডোল হইতে দুইক্রোশ দূরে শেষশায়ীতে হরিকীর্ত্তন-মহোৎ-সবের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হন। ব্রজমণ্ডলের মধ্যে শেষশায়ী স্থানটি শ্রীল প্রভুপাদের এক পরমপ্রিয় স্থান। এস্থানে শ্রীশেষশায়ী-শ্রীমূর্ত্তির কথা তিনি শ্রীল দাস-গোস্বামীর 'ব্রজ-বিলাসস্তব' হইতে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষশায়ীতে যে সর্ব্বাত্ম-সর্ব্বস্বদ্বারা সেবা করিয়াও আশ্রয়-বিগ্রহের সেবালোলোর কিরূপ পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের স্বকরাঙ্কিত নিম্ন-ভজনের এই শ্লোকটি হইতে সারগ্রাহী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গত ৫ই শ্রাবণ ( ১৩৪৪ ), ২১শে জুলাই ( ১৯৩৭ ) বুধবার তারিখে
গঙ্গাগর্ভ হইতে স্বয়ম্ভাবির্ভূত শ্রীশ্রী'শেষশায়ী' বিগ্রহ

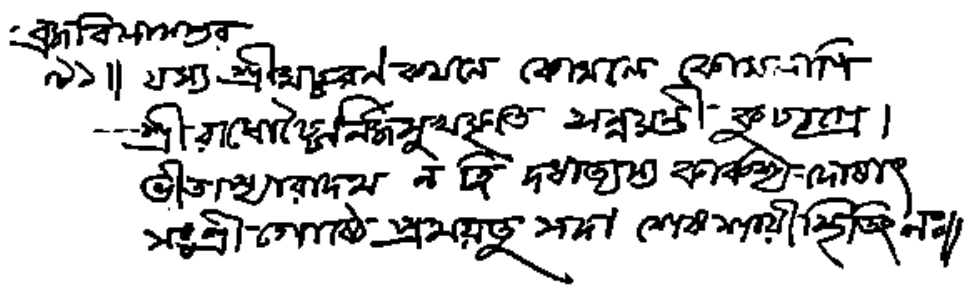

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর এই সকল করুণা ভাব-প্রবণতা নহে। অঘটনঘটনপটীয়ান্ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর গোষ্ঠীতে আমাদিগকে স্থিতি-দানের জন্যই এই সকল করুণার নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন এবং আমাদিগকে নিরন্তর অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন —ব্রজভজনের পথে অঘ-বক-পূতনা-অরিষ্টাদির বিভীষিকা উপস্থিত হইলেও এক চুলমাত্রও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না। কৃষ্ণভক্তের ভক্তগণের বিনাশ নাই। ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পাদপদ্মে সর্ব্বদা ধূলিরূপে সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাঁহার কখনও চ্যুতি নাই। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—"শ্রীবার্ষভানবী লোক-গঞ্জনার ভয়ে কখনও কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।" আমরা আশ্রয়-বিগ্রহের সেই আদর্শের অনুসন্ধান ব্যতীত অন্যপথে—কুপথে বিপথে চলিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই জানিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্মের সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট নিত্য ধূলি হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিব না—ইহাই আমাদের একমাত্র সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হউক। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীরাধাপ্রেয়ান্ গোপীচন্দ্র পশুপপদ্মজন্মক প্রেষ্ঠালিগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট এবং তাঁহাদের একান্ত বশীভূত ও করতলগত হন। অতএব আমরা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের জন্মে জন্মে জীবনে-মরণে সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিব। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথের এই উপদেশ আমাদের হৃদয়-ফলকে নিত্যকাল অঙ্কিত থাকুক—

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সদাগং প্রতিজনু-
র্যদিস্বস্যং তস্যেঃ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং মৃদু মনঃ।

সর্ব্বজীবারাধ্যচরণ শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর উপদেশ ক্ষুদ্র-জীব আমাদের অনুসরণীয় হউক। আমরা আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহেরই অনুকূল-সেবার বা অনুশীলনের আদর করিব। আশ্রয়সেবা-বিরহিত বা আশ্রয়পূজা-বর্জ্জিত কিম্বা গুরুপূজাভিনয়ে গুরুভোগ-চেষ্টাভিসন্ধিমুক্ত বিষয়-সেবার শাস্ত্রিকতা বা জড়-বিষয়ে কিম্বা জড়-বিদ্বদ্বের ভোগ ও ত্যাগের অভিনিবেশকে গুরুসেবা বলিয়া বিবর্ত্ত-গ্রস্ত হইব না। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু কৃপা করিয়া ক্ষুদ্র-জীবকে আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের সেবায় অধিকার প্রদান করুন—

গৌরশ্যামরুচোজ্জ্বলাভিরমলৈরুর্ব্বীবিলাসোৎসবৈ-
র্নৃত্যদ্ভীভিরপেক্ষমাদনকলা-বৈদগ্ধ্যসিদ্ধাস্তিঃ।
অন্যোন্যপ্রিয়তা-সুধা-পরিমলস্তোমোন্মদাভিঃ সদা
রাধামাধব-মাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং সমাক্রম্যতাম্॥

উপসংহারে আমি পদ্মাবতী-কুক্ষবাসে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অমায়ায় কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। সকল জীবের প্রতি শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-জীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে অমায়ায় কৃপা করুন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার নিত্যত্ব, শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিদ্‌বিলাস, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ প্রতিষ্ঠার সর্ব্বক্ষণ আরাত্রিক করিতে করিতে তাঁহার বাণী-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যেন এই জীবন আহুতি প্রদান করিতে পারি।

এমন নির্ঘৃণা মোরে কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে কোন অপরাধ না হৌক আমার॥

শ্রীরূপানুগজনকিঙ্কর—
শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস

# কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌স্টিটিউট হলে বক্তৃতা

গত ১২শে ভাদ্র ( ১৩৪৪ ), ৯ঠা সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৭ ) সন্ধ্যা ৬। ঘটিকায় কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌স্টিটিউট হলে প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক সার এস্ রাধাকৃষ্ণন্ ( সর্ব্বপল্লী ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী ( ডক্টর আর্থার গেরণ্ হুল্‌ৎস্ ) শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে "How East & West can meet" অর্থাৎ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনোপায়' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থনে সুধী সর্ব্বপল্লী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সভাপতির গলদেশে পুষ্পমালো ভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত রামকৃষ্ণ শুক্ল হিন্দী 'ভাগবত' পত্রে প্রকাশিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র' গীতটির ( চিন্দি অনুবাদ ) উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহোদয় বক্তাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়ত্ব সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানভূমিকা অপেক্ষা আত্মভূমিকায়ই প্রকৃত মিলনের সম্ভাবনা-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বিষ্ণুপুরাণ হইতে কলিযুগসুলভ প্রাকৃত অর্থ, অভিজন, অনৃত, স্ত্রীত্ব, অভিরুচি, সূত্রধারণ, লিঙ্গধারণাদির মিলনান্তরায়ত্ব প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বক্তৃমহোদয়কে বক্তৃতারম্ভের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর বক্তা শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজ কর্ত্তৃক আম্নায়পারম্পর্য্যে পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মৌলিক সত্যসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজী পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণীর প্রচার-ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিশাস্ত্রগণ প্রভুর নিকট শ্রীঅধোক্ষজ বাসুদেব-বিগ্রহের অলৌকিকভাবে আবির্ভাবের কথা কীর্ত্তন-মুখে শ্রীঅধোক্ষজতত্ত্ব তত্রত্য বিদ্বৎসমাজের আলোচ্য বিষয় হইয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণসেবার একটি পরম শুভাবসর উপস্থিত হইবার কথা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞানোদ্ভূত নির্ব্বিশেষবাদাবলম্বী এই পরম মঙ্গললাভে চিরবঞ্চিত থাকেন। জগদ্ভোগ বা ত্যাগবিচারে মুক্তি বা মুক্তি-কামনার মধ্যে মিলনের কোন কথা নাই, সেবাই আত্মরাজ্যের কথা, সেখানেই বহির্দ্দর্শনে প্রতীয়মান সকল বিদ্যমান বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মহাচিৎসমন্বয় বিদ্যমান। শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্মের সেবোন্মুখ কর্ণপুটে সর্ব্বতোভাবে সমাশ্রয় হইতেই দ্বন্দ্ব বা পরস্পর সংঘর্ষময় এই প্রাকৃত ভূমিকা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত পরমানন্দময় ভূমিকায় প্রকৃত মিলন সম্ভব হয়। অপ্রাকৃত শব্দ-শব্দী অভিন্নজ্ঞানে শব্দের নিষ্কপট সমাশ্রয় হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যাদি শব্দের অবিদ্যদ্ভূচিগত বিচার-বৈষম্য বিদূরিত হইবে। অধোক্ষজ ভূমিকায় ইতরব্যোমজাত অবিদ্যৎ-প্রতীতিগত বাগ্‌বৈখরীর কোন বৈষম্য স্থান পাইতে পারে না। সেই পরমচমৎকারিতাপূর্ণচিৎসমন্বয়-ভূমিকার বিচার অনুসরণ না করিয়া এখানকার বিবদমান বিচারানুসরণে মিলন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেজন্য গৌড়ীয়মঠে শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রকাশেই প্রাচ্যপাশ্চাত্যের প্রকৃত মিলনের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। অত্যন্ত সুলভৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বদ্ধজীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবান্ অর্চ্চারূপে আবির্ভূত হন। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের একান্ত অনুগত হইলে জড়পুত্তল পূজা হইতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমূর্ত্তিপূজার পার্থক্য উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীগুরুমুখপদ্মের নামব্রহ্মের নিরপরাধ-অনুশীলন হইতেই এই জড়জগতের বিবদমান বিচার-বৈষম্য হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব হয় এবং তখনই দেশকাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে চিৎসমন্বয়ের উপলব্ধিক্রমে মিলন সংঘটন হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারীজী বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদাপূর্ণত

পৌত্তলিকবাদাদি নিরাস করিয়া জগতের অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের তুলনামূলক বিচারমুখে গীতা, উপনিষদাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে আত্মধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জীবের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অপরোক্ষাতীত অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত-তত্ত্বানুশীলনের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন এবং পরিশেষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আরোহ বা তর্কপন্থা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবরোহ বা শ্রৌতপন্থানুসরণের বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু-কথিত "জয়তি জয়তি নামা-নন্দরূপং মুরারেঃ" শ্লোকটি কীর্ত্তন-মুখে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়ে শ্রীনামগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণপ্রদানমুখে বক্তাকে তাঁহার সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। "বৈষ্ণবধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বা হিন্দুধর্ম্মের একটি সঙ্কীর্ণ শাখাবিশেষ নহে, উহা নিত্য সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্ম, ইতি-বিদ্যা, ভূবিদ্যা বা জাতিবর্ণবিচার-ঘটিত সংকীর্ণতা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, বাস্তবসত্য ভগবানের সেবা হইতে আপ্রেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিচার যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র"—ইত্যাদি বিচার শ্রবণে সভাপতিমহোদয় অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন।

অতঃপর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য্য মহোদয় সভাপতি ও সর্ব্বপল্লী ও বক্তৃমহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের মহামন্ত্রকীর্ত্তন-মুখে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন, আমরা নিম্নে তন্মধ্যে মাত্র কএকটি নাম লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ; মিঃ এ, আর, বসু পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ; মিঃ এস, এম বসু অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনস্ জজ ; রায় বাহাদুর টি, সি রায় অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ; রায় বাহাদুর পান্নালাল মুখার্জ্জী ; শ্রীসনৎ কুমার মুখার্জ্জী ; রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ; মিঃ ও, সি গাঙ্গুলী সলিসিটর ; ডক্টর সি, নিয়োগী ; অধ্যাপক শ্রীমন্মথ নাথ বসু ; ডক্টর এস্, কে গুপ্ত বার-এ্যাট্-ল ; মিঃ এস্, এন্ কর বার-এ্যাট্-ল ; মিঃ এস্, এম্ ব্যানার্জ্জী এ, সি, মিঃ আর, এম সেন সলিসিটর ; শ্রীসরসী লাল সরকার অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন ; মিঃ ভূতনাথ মুখার্জ্জী ; মিঃ নারিমান ভি সাহুকার ; মিঃ হেন্‌ রোল ইত্যাদি।

---

# "হারমণিষ্ট্" বা শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" পত্রিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ( ১৮৮১ খৃঃ এপ্রিল ) যশোহর জেলার নড়াইল হইতে এই পারমার্থিক পত্রিকা প্রথম আরম্ভ ও সম্পাদন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহা ১৭ বৎসরকাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অপ্রকটের পর উক্ত পত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ড হইতে ( ১৩২২ বঙ্গাব্দ চৈত্র, ইং ১৯১৫, মার্চ্চ) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ উহা পুনঃ সম্পাদন করিতে থাকেন। পঞ্চদশ খণ্ড হইতে উক্ত পত্রিকাকে শ্রীল প্রভুপাদ ইংরেজী ভাষায় পরিণত করিয়া উহার নাম প্রদান করেন—"The Harmonist". ১৯২৭ খৃঃ জুনমাস হইতে Harmonist ইংরাজী মাসিক পত্রিকারূপে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৯৩৩ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকে পাক্ষিক পত্রিকায় পরিণত করেন। শ্রীল প্রভুপাদই ঐ পত্রিকার প্রধানতম সম্পাদক ছিলেন। শ্রীল প্রভু-পাদের অপ্রকটের পর তাঁহার অধস্তন বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রধান সম্পাদকতায় এই সজ্জনতোষণী বা হারমণিষ্ট কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবারম্ভের দিবস

অর্থাৎ শ্রীমূলন-কোদণ্ডী হইতে নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা উক্ত পত্রিকার নবপর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ সংখ্যার মুখবন্ধে আমাদিগকে শ্রীরূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর আনুগত্যে হরিজনের বিশেষ দায়গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিম্নলিখিত উক্তি-সমূহ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The sun and the moon may set, may disappear from our views, but the world can never remain without the transcendental light of Sravana and Kirttana of the transcendental Word. The light of unalloyed devotion in the shape of 'Kirttan & Sravana' can not be extinguished, can not cease even after the sunset. The firmament of unalloyed devotion to the Transcendental Absolute Person can not remain without any luminary. The torches of unalloyed devotion are left with us to be borne by our feeble tongues and pens. • • •

We stand on the 'Srauta-Path' as humble carriers of the Divine Message. We have no other responsibility than that of peons who carry and deliver our letters. It is our Eternal Master who will 'deliver the goods'. This will always be our role."

বঙ্গানুবাদ—সূর্য্য ও চন্দ্র অস্তমিত হইয়া আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দের অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনালোকবর্জ্জিত হইয়া জগৎ থাকিতে পারে না। শুদ্ধভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জ্যোতিঃ কখনও নির্ব্বাপিত করা যায় না, সূর্য্যাস্তের পরেও উহার বিরাম হইতে পারে না। পরমপুরুষে যে শুদ্ধভক্তি, সেই শুদ্ধভক্তির পরব্যোম কখনও জ্যোতিহীন হয় না। শুদ্ধভক্তির সমুজ্জ্বল দীপ-রাশি আমাদের দুর্ব্বল রসনা ও লেখনীদ্বারা বহন করিবার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। • • •

অপ্রাকৃত সন্দেশের দীনহীন বাহকরূপে আমরা শ্রৌত-পথে অগ্রসর হইতেছি। পত্রবাহক পিয়নের ন্যায় সেই সন্দেশ বহন করিয়া বিতরণ করার অধিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমাদের নাই। আমাদের নিত্য প্রভুই সুমঙ্গলরাশি প্রদান করিবেন। আমাদের কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেবের মুখবন্ধ ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন ভাষে শ্রীচৈতন্যশিক্ষার সর্ব্বভৌমিক প্রচার-সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী পাদ তীর্থ মহারাজের লিখিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরিত্র-প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরিত্র ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-প্রবন্ধ ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

হারমণিষ্ট পত্রের বাহ্য আকারেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে ডবল ক্রাউন ৮-পেজী সাইজে প্রকাশিত হইত। এবার রয়েল ৮ পেজী আকারে ও উত্তম কাগজে প্রকাশিত হইতেছে।

—:০:—

## পাশ্চাত্যে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তবর শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রচারক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর জুলাই মাসের প্রচার-প্রসঙ্গ—

শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ৭ জুলাই বুধবার সন্ধ্যা ৮।১৫ এ সিটী টেম্পলে World Fellowship of faiths সম্বন্ধে, গত ১৪ই জুলাই বুধবার বেলা ২ টার সময় হোয়াইটফিল্ড ইনষ্টিটিউটে World peace through Divine Love সম্বন্ধে গত ২৪ জুলাই শনিবার ১০টা (বেলা) অক্সফোর্ড একজামিনেশন স্কুলে এ Hindu Service সম্বন্ধে ঐ দিবস সন্ধ্যা ৮।৩০ মিঃ এ অক্সফোর্ড টাউনহলে Rt. Hon. Viscount Samuelএর সভাপতিত্বে World's need of religion সম্বন্ধে এবং গত ২৫ জুলাই রবিবার বেলা ১১-৩০ মিঃ এ অক্সফোর্ড একজামিনেশন স্কুলে সার আবদুল কাদিরএর সভাপতিত্বে 'Religion, its value to the World' সম্বন্ধে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

### ভ্রম-সংশোধন

গত ৮ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "২১শে সেপ্টেম্বর" স্থলে "২৬শে সেপ্টেম্বর" হইবে।

* শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার ১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২রা অক্টোবর, ১৯৩৭ | ১০ম সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক এসে জুটবেন।"

( —শ্রীল প্রভুপাদ )

"অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ-সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-লিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন; কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। * * অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। ০ * প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।"

(—সজ্জনতোষণী ৪র্থ খঃ ৪র্থ সং ১৬১৪ পৃঃ)

# সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাগতম্! এস অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণীর অপ্রাকৃত দূত! এস সমগ্র পাশ্চাত্যপ্রদেশের অপ্রাকৃত-সেনাপতে! এস ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীনকারিন্! এস অপ্রাকৃত ভক্তিসার গানকারিন্! এস নিত্যানন্দাদ্বয় পতিতপাবন গোস্বামি ঠাকুর! এস গৌড়ীয়-সঙ্ঘ-পতে! এস গৌড়ীয়-পরিচালক-সঙ্ঘের সহকারি-সভাপতে! তোমার বিজয়-পতাকা, বিজয়-ডঙ্কা, উদার মধুরবাণী লইয়া বঙ্গদেশ মুখরিত কর! আম্নায়-বিরোধী পাষণ্ডমতবাদ বিধ্বংস কর! শুষ্কতর্কসঙ্কারামে সদ্ভাতীয়াগমন্থিত ভক্ত-গোষ্ঠীর সম্মেলনকে সুন্দর ও মধুর কর! এস অপ্রাকৃত দূত!

---

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি পরম পূজ্যপাদ মহাবদান্যোপদেষ্টক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুকে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার পূর্ব্বক ভারতে প্রথম পদার্পণোপলক্ষে মাদ্রাজের জনসাধারণ মহামান্য প্রিমিয়ার মিঃ সি রাজগোপালাচারিয়ার মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহলে একটি বিরাট্ সভায় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা গত ২৭।৯।৩৭ তারিখে মাদ্রাজ হইতে তারযোগে এই সংবাদ পাইয়াছি,—

Ministers, Councillors, Professors, Principals, Barristers, Advocate General, hundreds elites attended reception meeting. Citizens arranged welcoming Pandit Goswamiat Gaudiyamath Hall. Premier C. Rajagopalachariar presiding. Mayor K. Sriramulu Naidu presented address to Goswamiji whose lecture in reply was inspiring. Premier concluded with many kind words praising mission and Goswamiji. Whole function splendidly successful. Goswamiji leaving for Kovvur to-night.

---

মাদ্রাজে সভা আহ্বানকারিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

Maharaja Sri Vikrama Deo Varma, Jeypore; Sir Vepa Ramesam Kt.; Hon. Minister V. V. Giri Bar-at-Law; Hon. S. Ramnatham Minister; Hon. V. I. Muniswami Pillay Minister; Hon. Dr. P. Subbarayan Minister; Hon. C. Gopal Reddy Minister; Hon. Dr. U. Rama Rau; K. Sriramulu Naidu Mayor; K. Bhashyam Aiyangar Advocate; T. S. Ramaswami Iyer Advocate S. G. Ranganamanujam Bar-at-Law; Diwan Bahadur Gopathy Narayanaswami Chetty; Diwan Bahadur K. S. Ramaswami Sastri Ex-Judge; Diwan Bahadur A. V. Ramlingam Iyer; Diwan Bahadur R. Srinivasan M. L. C.; Lt-Col. K. G. Pandalay I. M. S.; Deviprasad Roychowdhury O. B. E.; Rao Bahadur Dr. M. Kesava Pai O. B. E.; Diwan Bahadur S. E. Ranganatham Vice-Chancellor, Mad. Uni.; A. A. Hayles, Editor, Madras Mail; K. Srinivasan, Editor, The Hindu; K. Gopalan, Proprietor, The Hindu; C. R. Srinivasan, Editor, Swadesh Mittran; Hon. G. A. Natesan, C. H. Divanjee; Rao Sahib V. Seshagiri Rao; K. Subramaniam Councillor; A. R. V. Achar Councillor; C. Subramanjam Chettiar Councillor; C. Tadulingam Mudaliar Councillor; T. G. Damodar Mudaliar; Dr. U. L. Narayan Rau; M. R. Govindaswami; T. Ponnula Pillay; B. Brahmachary Secy. Sri Gaudiya Math, Madras.

গোস্বামী প্রভু ২৭।৯।৩৭ রাত্রিতে মাদ্রাজ হইতে কভুর যাত্রা করেন। ২৮।৯।৩৭ তারিখে কভুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠেও তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত ও অভিনন্দিত করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা ২৯।৯।৩৭ তারিখে কভুর হইতে নিম্নলিখিত তারিবার্ত্তা পাইয়াছি :—

Yesterday citizens of Godavary Dist. convened big meeting at Kovur under the Presidency of Collector West Godavary to welcome Pandit

Goswami. Everything most successfully performed with Nagar Sankirtan. Goswamiji and Mr. Burchell reaching Puri to-night.

—•—

কক্কুরে স্থানীয় বোর্ড হাইস্কুল হলে ১৮।৯।৩৭ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় অভিনন্দন-সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—ওয়েষ্টগোদাবরীর কালেক্টর শ্রীযুক্ত এস্ বেঙ্কটেশ্বরন্ আই-সি-এস্ মহোদয়। সভা আহ্বানকারিব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

I. V. Sayanna Pantulu Rtd. Dy. Collector; D. Satyadhirao Vakil; M. V. Subbarao Vakil; Ch. Gopinadha Dass Vakil; E. V. Seshavatharam Vakil; P. Suryanarayanamurthi Vakil; P. Narayanarao Vakil; T. Subbarao Vakil; I. Vishnurao Vakil; N. Venkatarao Vakil; Ch. L. V. Ramanarao Vakil; K. Rama Krishnarao Vakil; M. Shreeramulu Advocate; K. Sarvayudu Vakil & President Panchayat Board Kovvur; Dr. A. Suryanarayana L. M. P; V. Kameswararao, B. A., L. T; V. Buchiramiah Head Master B. H. School Kovvur, P. Venkatarao, Proprietor V. K. Press,; Kovvur; K. Gangadharam Meecham Rajahmundry; Koki Krishnamurthi Merchant Rajahmundry T. Gopala Krishnarao Land Lord, K. Narayana; Land Lord; P. Sundararamiah Retired Post Master; Koduri Apparao Contractor; B. Venkanna Contractor; G. Ramachendrao; K. Purniah Y. Venkajeerao; S. Venkobarao; V. Venkateswarlu; N. V. Krishnarao; R. G. Brahmachari, Secretary Sree Ramananda Gaudiya Math, Kovvur.

—•—

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর নিকট পণ্ডনে স্বপ্রকাশিত স্বয়ম্ভু শ্রীবাসুদেব-বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত গণ্ডকী, গোমতী ও গোবর্দ্ধন-শিলা গোস্বামি-প্রভুর সহিত ভারতে আসিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণকে শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-সৌভাগ্য-প্রদানের জন্য সাধারণ্যে ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইয়াছে।

—•—

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়স্থান শ্রীগোবর্দ্ধনে এ বৎসর ঊর্জ্জব্রত পালিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের কএকমাস পূর্ব্বে যখন শেষ মথুরামণ্ডলে শুভবিজয় করেন, তখন শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা এই গোবর্দ্ধনের স্থান সংগ্রহ করেন। গোবর্দ্ধনে কুটীর বাঁধিয়া শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের সহিত অবস্থান-পূর্ব্বক ভজন করিবেন, শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহা 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকও শ্রীল প্রভুপাদের সহিত গোবর্দ্ধনে অনুগমন করিয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। গত বৎসর পুরুষোত্তমেও শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন-পূজার দিন শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারা শ্রীরূপ রঘুনাথের গোবর্দ্ধন-স্তব কীর্ত্তন করাইয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের মতে গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়াছিলেন।

—•—

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব-পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩শে আশ্বিন হইতে ২রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ঊর্জ্জব্রত-পালন-মুখে বার্ষিক হরিকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র ও উৎসব-পঞ্জী প্রকাশিত হইতেছে।

—:—

গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে কএকটি প্রশ্ন আসিয়াছে। এই প্রশ্ন কএকটির বিস্তৃত উত্তর অবিলম্বে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না; কারণ, সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের কলেবর খুব বিস্তৃত নহে। সময়োচিত বহু প্রসঙ্গ ও প্রবন্ধ পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ীয়ের জন্য মুদ্রাযন্ত্রস্থ থাকায় ঐ প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর প্রদান করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে উক্ত প্রশ্ন-সমূহের তাৎপর্য্যাবলম্বনে কিছু উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

কোন এক ব্যক্তি তাঁহার প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"গত ২রা জ্যৈষ্ঠের 'দৈনিক বসুমতী'তে 'শ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী' বলিয়া যে-সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কি শ্রীগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান পরিচালকবৃন্দ শ্রবণ করিয়াছেন?" এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, 'দৈনিক বসুমতী'তে কুঞ্জবাবু বা তাঁহার একান্ত অনুগত ব্যক্তিগণ

ঐ সকল কথা প্রচার করিয়াছেন। ঐ কথাগুলি শ্রীল প্রভুপাদের কথা হইতে নানাভাবে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত। শ্রীল প্রভুপাদের ঐ সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে বসিয়া 'গৌড়ীয়ে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কেবল ইংরাজীতে কথা বলেন নাই, অধিকাংশ বাঙ্গালায়ই বলিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে ২।১টি ইংরাজী শব্দ মাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এমন খাঁটি সাহেব ছিলেন না যে, অপ্রকট-কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কেবল ইংরাজী বুলি বলিবেন। আর স্বয়ং কুঞ্জবাবু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিত্যবিনোদ মধোদয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভুপাদের শেষ উক্তি বলিয়া যে একটি সুদীর্ঘবর্ণের মলাটের খাতা দিয়াছিলেন, সেই খাতায় কুঞ্জবাবুর স্বহস্ত-লিখিত উক্তি হইতেও এই উক্তিগুলি পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত। ইহা গত ১০ই জানুয়ারী তারিখের গভর্ণিংবডি-নির্ব্বাচনের সভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক উত্থাপন করিলে কুঞ্জ বাবু বলিয়াছিলেন, "উহা আমি পরে স্মৃতিপট হইতে নিজের ভাষায় লিখিয়াছি" অথচ এই কথা সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিয়া কুঞ্জবাবুর লোক কেবল কুঞ্জবাবুর প্রশংসা-বহন কএকটি বিকৃত কথাকে সাধারণ সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে। 'বসুমতী'তে ইহার প্রতিবাদ দিতে গেলে তাঁহারা কোন অপ্রকাশ্য কারণে সেই প্রতিবাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, কলিকাতার কএকটি বিশেষ সংবাদপত্র জে-বি-ডি কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের দ্বারা লাভবান্ হইয়া থাকে; জে-বি-ডি কোম্পানীর সর্ব্বেসর্ব্বা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর বিরুদ্ধে কোন কথা সাধারণ-সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, —এরূপও শুনা গিয়াছে।

—•—

তারপর 'গৌড়ীয়ে'র বিরহ-সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন বাণী বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে ইংরাজী ভাষায় কোন কথা নাই, শ্রীল প্রভুপাদের কথার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা ঢাকায় মুদ্রিত হইবার সময় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু টেলিগ্রাম দিয়া ঐ পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেন, অথচ অন্য কোন সময় তিনি গৌড়ীয়ের সংশোধনাদি কার্য্য করিতেন না। এইসকল কথা বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে।

—•—

প্রশ্নকর্ত্তা 'গৌড়ীয়ে'র ১৬শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "এ রোগের ঔষধ কি?" প্রবন্ধ-পাঠে কুঞ্জবাবুর প্রসঙ্গে যে-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, গৌড়ীয়-মিশনের অভ্যন্তরের কথা উহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিলে ও একান্তভাবে উহাতে প্রবিষ্ট না হইলে বুঝিতে পারা খুবই কঠিন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে তাঁহার শ্রীগুরুদেব পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র বর্ণনের প্রারম্ভে যে কথাটুকু লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সুবুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণও শ্রীল প্রভুপাদের লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন; তাহা এই—

"তাঁহাকে (শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে) দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর মন্দবুদ্ধি বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, উক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। এইটি কৃষ্ণভক্তের ঐশীশক্তি। শত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ-নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইতেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলি তাঁহাদের বঞ্চনার কারণ। আর এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী, ছলধর্ম্ম-পরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত-লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কু-বিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই।"

—•—

এইরূপে কেহ কেহ আপনাকে শ্রীল প্রভুপাদের "বিশেষ স্নেহপাত্র" বা "অন্তরঙ্গ" মনে করিতে পারেন। কিন্তু

শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র "অন্তরঙ্গ" প্রবন্ধে জানাইয়াছিলেন,—"মণা, ছারপোকা প্রভৃতি মহাপুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় থাকে বলিয়া বা অহিংসাধর্মপর মহাপুরুষ ঐগুলিকে প্রাণে হত্যা করেন না বা বিক্ষুব্ধিত করিয়া দেন না বলিয়া উহারা যে মহাপুরুষের অন্তরঙ্গ, তাহা নহে। শ্রীল প্রভুপাদ 'তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ঘুরে ত্যাগ করেন নাই' অথচ 'তাঁহাদের অজাতিলাষ-পরিবর্জনের পরামর্শ' দিয়াছেন, কিংবা তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোকের বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু সৌভাগ্য-ফলে গৌড়ীয়-মিশনের শতকরা ৯৯ বা ততোধিক জনের সেরূপ ভ্রম হয় নাই। কেন না, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন।

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রেও দেখা গিয়াছে যে, ঠাকুর অভিমানাভিমানী গোস্বামিনামধারী কোন এক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরুরূপে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সংশোধন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিক কি, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গ্রন্থে উক্ত গোস্বামি-ক্রবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'সেই ব্যক্তি তাঁহাকে (ঠাকুরকে) গুরু-গোস্বামিরূপে ভবকূপ (?) হইতে উদ্ধার (?) করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য তিনি গ্রন্থাদি লিখিতেছেন, তিনি ভগবচ্ছক্তির অবতার ইত্যাদি।' কেবল তাহাই নহে, সেই ব্যক্তিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার হরিসেবার অর্থ হইতে প্রতিমাসে, অপ্রকট-লীলার শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে বৃত্তি দিয়াছেন, নানাভাবে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, কোন সময় চৈতন্য-মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রবন্ধ-নিবন্ধও 'সজ্জনতোষণী'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধিক কি, বহু লোককে বলিয়া তাঁহার আশ্রিত করাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রতি জাতিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন অন্তরে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও উক্ত ব্যক্তিকে জানিতে দেন নাই যে, তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যখন ঐ ব্যক্তির "মুখ দর্শন করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে বলিয়াই সভায় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে প্রেরণ করিয়া ঐ ব্যক্তির বৈষ্ণব-বিরোধী মতবাদ খণ্ডন করাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও তদ্রূপ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর দ্বারা 'ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি', 'সেবায় গতিরস্তু', 'বঞ্চক বৈষ্ণব', 'আলেখ্য', 'অন্তরঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করাইয়া যাহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ বা শ্রীল গৌরকিশোরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘুরে ত্যাগ করেন নাই, তাহাদিগকে সংশোধন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

—•—

"গৌড়ীয়ে"র 'সেবায় গতিরস্তু' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নেমি ও কৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে আক্রমণ করা হইয়াছে—এই কথা যখন শ্রীযুক্ত নেমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমায়াপুরে শ্রীভক্তিবিনয় ভবনে উত্থাপন করেন, তখন কৃষ্ণবাবু ও গৌড়ীয়-মিশনের বহু ভক্তের সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"বাসুদেব যদি সুন্দরানন্দকে দিয়া কৃষ্ণবাবু বা আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা লেখাইয়া থাকে, তবে ঠিকই করিয়াছে। আমার সম্বন্ধেও যদি বাসুদেব সত্যকথা লেখে, তাহা হইলে আমিও অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। কৃষ্ণবাবুর বা আপনার যদি গলদ থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি কেহ ছাড়িয়া দিবে?" এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ যখন কৃষ্ণবাবু অদৈব-আর্ষ-বিধানানুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন, তখন কৃষ্ণবাবুকে সেরূপ ভক্তিবিরোধী অসদাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে কৃষ্ণবাবুর গ্রামে পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করেন নাই। কৃষ্ণবাবুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল প্রশংসা, তাহা কেবল প্রধানভাবে তাঁহার কর্ম্ম-নিপুণতা-জ্ঞাপক; সেই কর্ম্ম-নিপুণতা বা চতুরতা যদি শুদ্ধভক্তির সহিত সংযুক্ত থাকে, তবেই উহার মূল্য আছে, main switch এর সহিত সংযুক্ত না থাকিলে হাজার শক্তির (powerএর bulb) বাল্‌বএর কোন মূল্য নাই, আর উহা নষ্ট হইয়া গেলেও উহার কাচের বেশী মূল্য নাই। ব্রহ্মশক্তি-বিযুক্ত হইলে কর্ম্ম-নিপুণতা কেনোপনিষদের অগ্নি-বায়ু-

বরুণের আত্মস্তরিতায় পর্য্যবসিত হয়। আর কুঞ্জবাবু তাঁহার সম্বন্ধে বিকৃত করিয়া ইংরাজী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি বলিয়া যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, ঐগুলি একটুকু তলাইয়া আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ বা কুঞ্জবাবু পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, কুঞ্জবাবুর এমন কতকগুলি আচরণের নজির আছে, যাহা গৌড়ীয়-মিশনের অধিকাংশ লোকই মানিতে পারেন না, একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের দোহাই দিয়া যদি জোড়াতালি দিয়া রাখা যায়।

—•—

তারপর আর একটি প্রশ্ন এই যে, "কুঞ্জবাবুকে শ্রীল প্রভুপাদ শেষ সময় টাকা-পয়সা দিলেন কেন?" শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুবার শুনিয়াছি এবং তিনি তাঁহার স্ব-লিখিত চরিত্রেও লিখিয়া গিয়াছেন,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গুরুত্ব যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর চরণে অপরাধ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে অপরাধ করিলেন, তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিষ্যগণের কেহ কেহ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি ঐরূপ ব্যক্তিকে মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতেছেন কেন? উহা বন্ধ করিয়া দিউন।" তদুত্তরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর বাক্য—"স্বভাবজৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ"—(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩) অর্থাৎ "যাহারা স্বভাবতঃ কর্ম্মজড়, তাহাদিগকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত অর্থাদি প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎপ্রসাদ দিবে"—এই প্রমাণটি উদ্ধার করেন।

—•—

প্রশ্নকর্ত্তার আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে নানাপ্রকার গুণগত ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান করিলেন, তাঁহাদিগকে অসদাচারী বলিলে ঐরূপ উপাধিগুলি কেবল ধাপ্পাবাজি—এইরূপ প্রমাণিত হয়। এখানেও প্রশ্নকর্ত্তার কোন দোষ নাই, ভক্তিসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতাই অপরাধী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে গুরুত্বের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে উত্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাকে ও অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে শ্রীগৌরপ্রচারিণী সভা নানা ভক্তিসূচক গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু স্বতন্ত্রতা-বশতঃ কেহ কেহ সেই আশীর্ব্বাদ রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-কালে 'গৌরসর্ব্বস্ব' আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু শুনা যায়, পরে তিনি মৎস্য-মাংস-ভোজী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে আশীর্ব্বাদ-প্রদাতার দোষ নাই,—দোষ জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের। কুঞ্জবাবুর পক্ষের ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়-মিশনের শত শত গৌরাশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কেন আজ 'গুরুদ্রোহী' বলিতেছেন? শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলায় অব্যবহিত পূর্ব্বে যে শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভুকে 'মহাভাগ্য' বলিয়াছেন ও তাঁহার সর্ব্ববৈষ্ণবজনপ্রিয়তার আদর্শ সকলকে অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, সেই শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যাশীর্ব্বাদ-ধন্য, স্নেহবিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ, 'মহাভাগ্য'কে কেনআজ কুঞ্জবাবু বা তাঁহার দল কাগজ ছাপাইয়া 'গুরুদ্রোহী' বলিয়া প্রচার করিতেছেন? 'মহাভাগ্য'ও কি আজ কলহপ্রিয় হইলেন? অতএব মহাপুরুষগণের বিচার-আচার বুঝিতে হইলে সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলায় না।

—•—

তারপর কোন কোন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-সম্বন্ধে যে প্রশ্ন প্রশ্নকর্ত্তা করিয়াছেন, তদুত্তরে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আচার-ব্যবহারে যাহা দেখিয়াছি, তাহা লিখিতেছি,—শ্রীল প্রভুপাদ কোন ব্যক্তিকে 'গৌরগোবিন্দ দাস' এই ভক্তিসূচক নাম দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভক্তিবিরোধী আচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক 'গৌয়ার-গোবিন্দ' বলিতে অনেকেই শুনিয়াছেন। একব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং 'ভক্তিবিজয় গোস্বামী' এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে যখন তিনি ভক্তিবিরোধী হইয়া যান, তখন তাঁহাকে 'অভক্তিবিজয়কারিণী গো বা অবিদ্যার স্বামী'ও বলিতে শুনিয়াছি। আর এক ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করিয়া 'ভক্তিসার' উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু পরে সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে তাহাকে 'অসার' বলিয়াও স্বয়ং বহুবার পত্রে লিখিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয় মিশনের ভিতরের লোক সকলেই জানেন।

—•—

প্রশ্নকর্ত্তা আর একটি কথা লিখিয়াছেন,—"আপনাদের পূর্ব্বাচার্য্যকে চিন্তাশীল লোক-সমাজে কতটা হেয় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াছেন কি?"—এই কথাটি ঠিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শঙ্করাচার্য্যের "ব্যাস ভ্রান্ত বলি' উঠাইল বিবাদ"—এই জাতীয় কথা অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন না করিলে পাছে লোকে শ্রীব্যাসকে ভ্রান্ত মনে করেন,—এই আশঙ্কায় গুরুর সাফাই গাহিবার জন্য আধ্যক্ষিকতা দ্বারা বাস্তব সত্যকে অন্যরূপ করিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহই ভ্রান্ত বা হেয় নহেন; আমাদের আধ্যক্ষিকতা ও দর্শনের অযোগ্যতাই ভ্রম-প্রমাদাদি ও হেয়তাদুষ্ট। কোন ব্যক্তি হরিসেবার অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ও সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহাকে আবার হরিসেবার কার্য্য করিবার সুযোগ প্রদান করা হইল কেন?—ইহা আমাদের ন্যায় জীবে দয়া বিরহিত ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে না। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে কত অপরাধ করিতেছি, কিন্তু সেই করুণাময় প্রভু যদি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ সংশোধনের সুযোগ না দিতেন, তবে আমরা কোথায় দাঁড়াইতাম? ইহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের মহাবদান্যতাই প্রচারিত হইতেছে,—হেয়তা নহে। তবে পাপীর পাপকে, অপরাধীর অপরাধকে অনুমোদন বা সমর্থন বা 'তুষ্ণীং চুপ, হাম্‌ভি চুপ' নীতি, জীবে দয়া নহে।

—•—

প্রশ্নকর্ত্তার আর একটি কথা,—'শ্রীল প্রভুপাদ যখন গ্রীষ্মপ্রধান মাদ্রাজদেশে অলষ্টার পরিধান করিয়াছেন, বা তাঁহার হাতে যখন দণ্ড নাই, তখন কোন বিলাতী সন্ন্যাসি-প্রচারক আণ্ডার ওয়ার পরিধান করিবেন বা দণ্ড ত্যাগ করিবেন,—ইহাতে দোষ কি?' এই বোধ নাকি "গৌড়ীয়" কেবল 'গায়ের জ্বালায়' দিতেছেন। প্রশ্নকর্ত্তা গুরু ও শিক্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে বোধ হয় সমান বিচার করিতে চাহেন। "ন দণ্ডং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং চরন্তি পরমহংসাঃ"—(পরমহংসোপনিষৎ), "ললিতান্ আত্মসাৎকৃত্য চরেদবিধিগোচরঃ"—(শ্রীমদ্ভাগবত) প্রভৃতি বাক্যের অনুকরণ সাধকজীবের পক্ষে পাষণ্ডতা বা আত্মপাতের হেতু। শীতপ্রধান দেশে নয়, দারুণ গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে ঐ ব্যক্তি ঐরূপ আচার প্রদর্শন করিয়াছেন। আর্য্যাণ-ভক্ত মিঃ স্থলৎজে স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত আছেন। তিনি বহু স্থানে লিখিয়াছেন ও এখনও বলিতেছেন যে, তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সান্যাল মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন অন্য কাহারও কথায় মুগ্ধ হন নাই। আর স্বয়ং বিলাত-ফেরৎ সন্ন্যাসী মহাশয় বহু স্বলিখিত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, অধ্যাপক শ্রীনাথ ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রেরিত প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়াই তিনি বিলাতে নাম কুড়াইয়াছেন। ইহা সত্যকথা, না 'গায়ের জ্বালা', তাহা শীঘ্রই তাঁহার পত্রসমূহ ব্লক করিয়া সর্ব্বসাধারণ্যে প্রদর্শিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংও কি "গায়ের জ্বালায়" তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত সন্ন্যাসীর স্বতন্ত্রতার ও অসদাচার প্রভৃতির সম্বন্ধে বহু কথা উল্লেখ করিয়া মাহামান্য স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের মাননীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট তথা শিক্ষগণের নিকট পত্র লিখিয়াছেন? ঐ সকল পত্র ও ঐ সন্ন্যাসী মহাশয়ের স্বলিখিত পত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য-প্রশ্নগুলির সমালোচনা আমরা বারান্তরে করিব, কারণ, আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ।

———

পরমারাধ্যতমাত্মদীয়াতীষ্টদেবাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীগৌরবাণীনিত্যরূপ-শ্রীনামবিনোদাচার্য্য-
চিদ্বিলাস ওঁবিষ্ণুপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত শ্রী-

# শ্রীমদনন্তবাসুদেবপরবিদ্যাভূষণ-গোস্বামিপ্রভুচরণানাং

## ত্রিচত্বারিংশত্তমাবির্ভাববাসরে

## প্রশস্তিপ্রসূনাঞ্জলিক্রিয়তাম্

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দিতস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

হে নিত্যসিদ্ধাচার্য্যপ্রবরাঃ! শারদশুভ্রচন্দ্রিকা-বিমিশ্রায়াং প্রদোষলীলায়াং বিল্বকুলকলনিনাদিতায়াং মন্দালিরাজিতকোকনদবিমর্দিতায়াং দিগন্তবিশ্রান্তজলদজাল-জৃম্ভিতনীলনভোঽঙ্কিতায়াং দাবাগ্নিপ্রাতিবিম্বোদ্ভিরবিকরো-জ্জ্বলায়াং সর্ব্বতঃ সুলক্ষণান্বিতায়াং প্রৌঢ়পদ্মসিতপক্ষ্মায়াং শ্রীশ্রীমদাচার্য্যপাদানামাবির্ভাবো হি অস্মান্ বিস্ময়ানন্দবারিধৌ নিমজ্জয়তি। অস্মিন্নেব ভাদ্রপদে শ্রীশ্রীভগবদ্ভাগবতাবি-র্ভাববাসরেঽত্রভবতাং গুরুবৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যাণামবতরণং হি আত্মারামপর্য্যন্তসিদ্ধং নিত্যাচার্য্যত্বং বিদ্যোতয়তি। বিশ্ব-বিগ্রহশ্রীবাসুদেবাভিন্নপ্রবিগ্রহাণাং ভবদ্ভ্রীপাদপদ্মানাং গুরুসত্তত্বরবৈষ্ণবপরিজনাধ্যুষিতে গোলোকপ্রতিমগৃহে-ঽবতারোঽস্মান্ স্মারয়তি বসুদেববাসুদেবমিলনজনিতং নিত্যচিদানন্দরাশিম্। অতিশৈশব এব শ্রীহরিনামকীর্ত্তন-শ্রবণেন ক্রন্দননিবৃত্তিঃ, প্রসাদমাত্রেণ শ্রীমদ্ভাগবতশ্লোকা-বলীনাং পুনরাবৃত্তিঃ, কৃষ্ণেতরকথাবিরক্তিঃ, কৃষ্ণপ্রসাদমাত্র-গ্রহণং, অনুক্ষণং শ্রীনামস্মরণং, কীর্ত্তননৃত্যবাদনকলানৈপুণ্যং, দেবান্তরদর্শনপূজননিস্পৃহতা, শাস্ত্রানুশীলনাসক্তিঃ, সৎসঙ্গানু-রক্তিঃ দুঃসঙ্গবর্জ্জনাদার্চ্যঞ্চ শ্রীমদ্ভগবৎপাদানাং নিত্যসিদ্ধত্বং মুকুরবৎ প্রথয়ন্ত্যেব। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—এব-বিধভগবদ্বচনং ভবদ্ভ্রীপাদানামাবির্ভাববীজত্বেন নিরূপয়ামঃ।

হে শ্রীগুরুগৌরাজৈকজীবনাঃ। নিরন্তরং ছায়েব শ্রীগুরুদেবপাদকল্পতরোরনুবর্ত্তনেন তত্রভবতাং নিত্যলীলা-প্রবিষ্টানাং ওঁবিষ্ণুপাদ-পরমহংসবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিচরণানাং নিত্যসন্নিহোঽভিন্নহৃদয়-বর্য্যা এব ভগবৎপাদা ইত্যবধারয়ামঃ। শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্ন-শ্রীগুরুলীলানাং সেবাচাতুর্য্যবিষয়ে অত্রভবতামনুকম্পনীয়-নৈপুণ্যমস্তি। শ্রীগুরুগৌরসেবাপ্রাপ্তিরেব তৎকৃপাপ্রাপ্তি-ব্যক্তিকা ভবতি। শ্রীগুরুপাদপদ্মানামসেবাসামান্যমাহাত্ম্যো-পলক্ষিরেব নিকাত্রভবতাং তদীয়প্রেষ্ঠত্বং সর্ব্বশ্রেষ্ঠকৃপানিদর্শনঞ্চ প্রদর্শয়ত এব। শ্রীগুরুকৃপৈব শ্রীভগবৎকৃপা, অতএব শ্রীগুরু-কৃপাসর্ব্বস্বতয়া শ্রীমদাচার্য্যপাদা এব শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠা ইতি সুনিশ্চিতম্। যথা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যস্বচ্ছবিগ্রহমাধা-ম্নিকতয়ৈবাখিলরসামৃতমূর্ত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যস্ফূরণং সম্ভবতি, তথাত্রভবতামহৈতুককৃপয়ৈব শ্রীগুরুপাদপদ্মানাং প্রথিতকৃপাকৃপাণকতি। ভবদ্ভ্রীপাদানা-মুকরুণয়ৈব শ্রীগুরুপাদপদ্মপ্রদত্তনামশ্রেষ্ঠাদ্বৈকাদশবস্তূনাং সম্প্রাপ্তির্ভবতি।

শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং স্বপ্রকাশকাল এব প্রাচ্যপাশ্চাত্য-ভূমৌ শ্রীভগবদ্ভাবতারয়োঃ স্বয়মাবির্ভাবোঽস্মাকং হৃদয়ে-ঽকৃতপূর্ব্বং রহস্যমানন্দঞ্চ বিস্তারয়তি। অদূরভবিষ্যত্যেব কালে যুগপৎ প্রাচি প্রতীচি চ দেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-বৈজয়ন্তী প্রতিদেশং প্রতিদ্বারং সংস্থাপিতা ভবিষ্যতীত্যাশাকল্পলতিকা-মুদ্গময়তি।

হে সর্ব্বগুণশিলয়াদোষদর্শিনঃ। হে ভক্তি-সিদ্ধান্তপারাবারপারঙ্গতাঃ! হে সর্ব্বস্বনিবেদনেন শ্রীগুরু-দেবতাস্বতয়া চ সমগ্রগুরুকৃপাশক্তিভাজনাঃ। হে শান্তসৌম্য-গম্ভীরোদারভেদাবিষ্কৃতাঃ। হে তৃণাদপি সুনীচত্ব তরোরপি সহিষ্ণোশ্চাদর্শস্থাপকাঃ! হে শ্রীরূপ-রঘুনাথপাদসেবাভার-সম্প্রাপ্ত শ্রীগুর্ব্বভিন্নহৃদয়াঃ। হে শ্রীস্বরূপরূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী গৌরবংশপরমহংসাচার্য্যকুলপ্রদীপাঃ। হে অন্যনিরপেক্ষ-সুনির্ভীকাচার্য্যকেশরিণঃ! হে অপ্রাকৃতপণ্ডিতকবিকুল-তিলকাঃ। হে "শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ", "অনন্তগোপাল-তত্ত্বাব্ধিঃ" ইত্যাদ্যনেকসুললিতগম্ভীরপরমাহিত্যকুসুম-চয়নশিতমাধবাঃ। হে কৃষ্ণকাকুহৃৎকর্ণরসায়ন সর্ব্বচিত্তাকর্ষি-

সুরসঙ্গীতনৃত্যগীতকলাকোবিদাঃ ! হে বিপ্রলম্ভরসময়-গৌরপার্ষদবরাঃ ! হে শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চরাত্রবিধানসমুদ্ধরাচার্য্য-ভাস্করাঃ ! হে শরণাগতজনপালকাঃ ! হে পতিতপাবন-জগদ্গুরবঃ ! হে গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যাঃ ! বয়ন্তবতামযোগ্যা দীনা গুণলেশহীনাঃ সেবকাঃ ভবচ্ছ্রীচরণসরোজসন্নিধে ভবদ্দাসানুদাসামেব সততং প্রার্থয়ামহে। প্রসীদন্তু চিরং গৌড়ীয়-সংকীর্ত্তনগোষ্ঠীপ্রবেশাধিকারদানেন। কিং শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিচরণানাং বাণ্যানুসরণেন বক্তুং সমর্থা ভবেম ?—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাসমেব নাস্যৎ
কদাপি সময়ে কিল যেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং দাস্যায়
তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥

নমঃ শ্রীবাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানপ্রভাবিনে।
সাধুমানদহংসায় দুষ্টভয়করায় তে ॥

ইতি—

ভবদীয়ানাং নিত্যকৃপাকাঙ্ক্ষিণাং দীনানামযোগ্যানাং

**শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাম্**

সৌরভাব্দস্য পঞ্চবিংশদিবসে
শ্রীগৌরপঞ্চম্যাং
৪৫১তম-গৌরাব্দে
শ্রীমায়াপুরস্থশ্রীচৈতন্যমঠতঃ

—::—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্য-শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রেষ্ঠাচার্য্যবর্য্য**

**শ্রীমদেকদণ্ডিস্বামিপুরেণ পরমবিদ্যাকুমুদ-গোস্বামি-প্রভু-ভক্তিশাস্ত্রিং-পঞ্চাশিতিতমবর্ষ-পূর্ত্তৌ মহামহোৎসবসন্নিধৌ**

# প্রশস্তি-পঞ্চকম্

যত্র শ্রীহরিসেবনং ব্রতগণস্তোমসঙ্কীর্ত্তনং
শ্রীমৎসাত্বতশাস্ত্ররাজিপঠনং নিত্যং মহোৎসবঃ।
শ্রীমদ্বৈষ্ণবসংকৃতির্হরিকথা সংসদ্ভিঃ সর্ব্বদা
যস্মিন্ দেবসুদুর্লভঞ্চ সুতরাং ভক্ত্যাত্মকং জীবিতম্ ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠক্কুরকৃপাসম্বর্দ্ধিতে ধামনি
তত্রাবির্ভবনং গতেন মহতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং গণে।
বাল্যাৎ যাবসিকেন যেন ভগবদ্ভাবেন রুকেতর-
সম্বন্ধাশুচিগন্ধসন্ধিরহিতত্বান্তেন নীতং বয়ঃ ॥ ২ ॥
যেনাম্নাশনসংস্কৃতৌ নিজজনৈঃ সংস্থাপিতেষ্বব্রতো
যাস্তস্বর্গ্যশাস্ত্রযৌক্তিকমসীভাগাদিষু বস্তুষু।
দৃষ্ট্বা শ্রীচরিতামৃতং স্বজনতঃ সাংসিদ্ধিকী ভাবিনী
বৃত্তিঃ শ্রীমতি গৌরসুন্দরপদে প্রখ্যাপিতা প্রস্ফুটম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং তথা চ ভগবদ্গীতা মহাভারতং
শ্রীরামায়ণমনহং সুপাঠিতং তাক্তেতরং পুস্তকম্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোশ্চ চরিতং যেনামৃতং ভক্তিদং
পীতং ভক্তমুখাম্বুজাদ্ বিগলিতং কৃষ্ণে রসস্যন্দকম্ ॥ ৪ ॥
বিদ্যাগারবিভূষণেন নিয়তং সদ্ভাসুরাগার্জ্জব-
শিষ্টাচারবতা চ দুর্গুণচয়ং হিত্বা দৃঢ়ং দূরতঃ।
যেনাধ্যাপকবৃন্দনন্দনমনোবৃত্ত্যা সতীর্থব্রজং
সন্মার্গে পরিচাল্য ভাবি জগদাচার্য্যত্বমাবিষ্কৃতম্ ॥ ৫ ॥
যস্য যামসহায়নে পরিগতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে
নৈপুণ্যং স্বত এব তৎ সমুদিতং পুণ্যো বপুষ্যেঽপি চ।
কীর্ত্তির্যস্য চ বাল্য এব বিমলা কল্যাণকল্পদ্রুম-
শ্রীগীতাবলিকীর্ত্তনস্বরমহামাধুর্য্য সঞ্চারিণী ॥ ৬ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যুতে পরতরে পাষণ্ডিনা কেনচি-
দ্ভ্রান্তিক্যাভিকুতর্ককর্কশধিয়াক্ষিপ্তং হি যদ্দূষণম্।
তদ্দূরং বিরহং প্রণেতুমমলং গৌড়ীয়-সদ্ভাস্করং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভুপদে যস্যাদিসংপ্রার্থনম্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা বিষ্ণুপরায়ণত্বমতুলং প্রাগ্ দর্শনে যস্য বৈ
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠক্কুরবরঃ প্রীতিং পরামাপ্তবান্।
বালোঽয়ং ভবিতা জগদ্গুরুপদে শ্রীমান্ মহাবৈষ্ণব
ইত্যাশীর্ব্বচনেন তেন নিতরাং সম্বর্দ্ধিতশ্চাপি যঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বত্র গুরুপাদপদ্মযুগলং সর্ব্বাত্মনা যঃ শ্রিত-
স্তেনৈবামিতশক্তিনা সমমনোবৃত্তিঃ সদাঽখিলঃ।
বাক্যানাং মম তত্ত্ববিৎ পরমহং শ্রীবাসুদেবোঽভব-
দিত্থং শ্রীপ্রভুপাদ আহ বহুশো যস্ত প্রশস্তিং পরাম্। ৯।
যস্ত শ্রীপুরুষোত্তমে পরতরে ভক্তিঃ পরা নিশ্চলা
সালোক্যাদিফলাভিসন্ধিরহিতা সিদ্ধা যতো রাজতে।
ভৃত্যত্বং মনসাপি নৈব বলিতং যেন ক্বচিৎ স্বীকৃতং
পাত্রাপাত্রবিভেদতশ্চ করুণাভেদং গুরোর্বেত্তি যঃ। ১০।
শ্রীগৌরাঙ্গগুরুপ্রিয়েষু প্রবরঃ সর্ব্বার্থগোগ্রণী-
র্দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষকশ্চ পরমে তত্ত্বে পরং নিষ্ঠিতঃ।
শ্রীমান্ যুক্তবিরাগবিগ্রহবরঃ সদ্ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ো
যঃ শ্রীমদ্গুরুগৌরচন্দ্রকরুণাশীর্ব্বাদসংমণ্ডিতঃ। ১১।
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহপতিরথবা যস্ত কশ্চিদ্ বনস্থঃ
স্বাতন্ত্র্যেণ প্রপন্নঃ প্রতিপথগমনং দুর্ভগত্বাৎ কদাচিৎ।
সন্মার্গে তং বিনেতুং গুরুবর ইহ যং সর্ব্বথৈব ক্ষমুঙ্ক্তে
শ্রেয়ো নিত্যং প্রশাস্ত্রিখিলজনগণে যস্ত দেবো বরেণ্যঃ। ১২।
কর্ম্মাধ্যক্ষচরেণ যস্ত বিহিতং গৌড়ীয়সৎসংসদঃ
শ্রাদ্ধং মাতৃজনস্য সাম্বতবিধিং হিত্বা পুরা রাক্ষসম্।
কশ্চিৎ পশ্চিমতো বয়স্তপি যদা যস্কং গৃহে সন্নত
আচার্য্যেণ তদা তয়োর্বিনয়নে শাস্তা চ যঃ কল্পিতঃ। ১৩।
যস্তাজ্ঞাং শিরসাদ্রিতাঃ স্থিতধিয়ঃ সন্ন্যাসিনঃ সন্ততং
মন্যন্তে কৃতকৃত্যতাং স্বমমুষ্য যাস্তে প্রশাস্তিং গতাঃ।
স্থিত্বা যঃ প্রথমাশ্রমেঽপি পরমো হংসঃ সতাং সম্মতো
ভক্ত্যা যত্র চ শাশ্বতীং স্থিতিমিতা সিদ্ধাস্তবাণী যতঃ। ১৪।
দাস্তেঽনন্তপদাশ্রয়স্য নিরতাঃ শ্রীবাসুদেবস্য হে
নিত্যং মঙ্গলকামিনঃ। প্রকুরুত শ্রীনামসংসেবনম্।
ইত্থং জীবগণং স্ফুটং সমদিশদ্ যস্তানুগত্যাৎ স্বয়ং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুবরো গৌড়ীয়ভাস্বান্বিতম্। ১৫।
যং শ্রীমৎপ্রভুবর্য্য এব সততং শ্রীব্যাসকুক্ষ্যেঃ সদ্-
গ্রন্থাস্তাকলনাস্ত্রকেষু নিপুণং নিত্যাস্মলীলাং ব্রজন্।
দাস্তে শ্রীরঘুনাথকল্পপদয়োঃ স্থিত্বোপদেশং তয়ো
লোকে খ্যাপয়িতুঞ্চ শাস্ত্রনিচয়ং ব্যাজাপয়ৎ সর্ব্বতঃ। ১৬।
যস্তাচার্য্যপদোদয়ঃ সমমহো শ্রীগৌরপুণ্যোদয়ৈঃ
শ্রীমায়াপুরধামনি প্রমুদিতৈর্নির্ম্মৎসরৈর্বন্দিতঃ।
বৈমত্যং ন চ তত্র যত্পরমৈঃ কিঞ্চিত্তদা দর্শিতং
শ্রীগৌড়ীয়গণস্য রক্ষণবিধৌ যস্যাশয়ঃ সম্মতঃ। ১৭।
যশ্চৈকায়নসম্মঠস্য গুরুণা সংরক্ষণে স্থাপিতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য যথানুশীলনবিধেঃ সন্মন্দিরস্যাপি চ।
যেন শ্রীগুরুসেবনং ন চ বহির্বিজ্ঞাপিতং কুত্রচিৎ
যস্তাচার্য্যবিভাকরস্য মহসা ধূকায়িতং দুর্জ্জনৈঃ। ১৮।
শ্রীগৌরাঙ্গগুরুপ্রিয়েষু হৃদয়ং পুষ্পাধিকং পেলবং
বজ্রাদপ্যতিদারুণং হরিগুরুদ্বেষং গতে যস্ত চ।
তস্যাগাধগুণাম্বুধের্ন চরিতং জ্ঞেয়ং সুরৈস্তত্ত্ব-
জ্ঞাস্তৎকরণৈব নঃ স্মরণং মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনে। ১৯।
তস্যেয়ং ভাদ্রশুক্লা তিথিরতিশুভা পঞ্চমী যং প্রপঞ্চে
লব্ধা পূর্ব্বং স্বপর্ব্বেশ্বরবরমহুজৈঃ সাদরং বন্দ্যমানা।
দৃষ্ট্বা যৎপাদরত্নং জগতি বহুমতী বয়তোঽবর্ধমুক্তা
ভক্ত্যা নিত্যং নমামস্তমিহ গুণনিধিং শ্রীমদাচার্য্যবর্য্যম্। ২০।

৪৫১ গৌরাব্দীয়হৃষীকেশ-
মাসস্যোনবিংশদিবসে।

শ্রীরূপানুগাশ্রিতস্য
শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকস্যাপি

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর-ওঁ-বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-শ্রীশ্রীমদ্-অনন্তবাসুদেব-পরবিদ্যাভূষণ-গোস্বামিমহারাজানাং
দ্বাচত্বারিংশত্তমপূর্ত্তিপ্রকটবাসরে প্রণতিপুষ্পাঞ্জলিঃ

নমঃ পরমহংসায় সাত্বতোত্তমশক্তয়ে।
অনন্তবাসুদেবায় গৌড়ীয়ায়ত্নরক্ষিণে। ১।
সিদ্ধান্তসম্পুটাবিদ্ধে ভাগবতার্থমূর্ত্তয়ে।
ত্রিতাপদগ্ধপালায় কৈতবধ্বান্তসাক্ষিণে। ২।
সহস্রকল্পতরবে কৃপাগৃহীতবর্ষ্মণে।
নিখিলাজ্ঞাননাশায় প্রভবে তে নমোঽস্তু মে। ৩।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভুবরানাচার্য্যবিজ্ঞাপকান্
বন্দে ভক্তিসুধাকরাঙ্ঘ্রিকমলে শ্রীতীর্থপাদাশ্রিতঃ।

সেবাশ্রী-কৃতিরয়-চাতকপরান্ বিস্তাবিনোদাহ্বয়ান্
গুরুবাদমহোৎসবৌ দমুদিতৌ যেষাং বিষয়াশ্রয়ৌ ॥ ৪ ॥
যাবৎ ভাস্করপালিতং নিজগৃহোপেতং সহস্রাংশুকং
শাকং শৈলমহীতুরঙ্গবিধুজং শুক্লাং তিথিং পঞ্চমীম্।
মাসং ভাদ্রপদং প্রণম্য বিনতো যাচে নিবেশং যথা
স্বাচার্য্যাঙ্ঘ্রি-সুশেবয়ং প্রকটিতং প্রাণৌমি গৌরদ্রুমে ॥৫॥
সিংহস্তস্থমণৌ ধনিষ্ঠসদনে শুক্লেঽহনি গুরুতে বৈষ্ণবা
ধ্যাস্তাদ্রিং ন সমীক্ষ্য গৌড়গগনে মগ্না হি শোকার্ণবৌ।
তেষাং দুস্তরমানসাধিসকলান্ মার্ত্তেড় রশ্মৈঃ সাম্বয়ন্
তত্ত্ববোধি সমেত্য ভানবতি যো সেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৬॥
হুঙ্কার-কুলিশোপমং সুবিপুলং শ্রুত্বা যতীন্দ্র ভয়া-
দ্ব্যাঘ্রাঃ শূকরা বিহঙ্গা সহসা কার্ত্তান্তিকাশাং গতাঃ।
নিষ্কাপট্যসমাশ্রয়ান্ন যতিনো যৎপাদমূলং ত্যজেৎ
সোঽহং সৌ ভুবনপূর্ণকেশবিবরো জীয়াদ্ভবিত্র্যাং চিরম্ ॥ ৭॥

শ্রীপ্রাণগোপালগিরিপদবিশৌ সূচিং প্রদর্শ্য মুদা-
শীর্ব্বাদৈর্বরদাভিষিচ্য ভরসা নিশ্চিন্তচিত্তঃ প্রভুঃ।
অন্তর্ধানুপাগতোঽপি সদয়ং যঃ লোকতে সন্ততং
স এবাশ্রিতপালকো গুরুবরঃ শ্রীবাসুদেবো গতিঃ ॥ ৮ ॥
যস্য শ্রীকরপুস্করাদ্বিতমহাদি ক্ষান্তসাদ্রাবলী
প্রাচীনবিষ্ণুগোপিতাপি বিহিতা লভ্যা জনানাং সুখম্।
যস্যাঃ স্তোককণাঃ প্রপন্ন বহবো গোস্বামিপদ্যাং যদু-
রাচার্য্যপ্রবরং ভজে প্রভুপদং শ্রীবাসুদেবাভিধম্ ॥ ৯ ॥
অজ্ঞানান্ধবিমূঢ়সা নিত্যমদগুতের্ম্ম।
কৃপয়া দেহি পাদাব্জে দৃঢ়াং সংযোজনাং চিরাৎ ॥১০॥

নিত্যসেবকাভিমানিনঃ—
শ্রীমঙ্গলালয়াসাদিকারিণঃ।
আসানসোলপ্রবাসিনঃ।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক-পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণানাং ত্রিচত্বারিংশদ্বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথৌ শ্রীশ্রীগুরুপূজাবসরে—

# ভক্ত্যঞ্জলিঃ

হে শ্রীমদ্ ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ!

ইহ খলু জগতি সর্ব্বত্র বহুনামেব লৌকিকাচার্য্যাণামুদয়ো ভবতি, পরং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞস্যাচারপ্রচারনিরতস্য চ সদ্গুরো-রাচার্য্যস্য বা উদয়ো ন কাপ্যুপলভ্যতে, সততারাধনবলেন বিশ্ববাসিনাং ভাগ্যাকাশে কদাচন কলঙ্করহিতস্য পারমার্থিকা-চার্য্যচন্দ্রস্যোদয়ঃ কথমপি ভবতি। অধুনা তু শ্রীমদাচার্য্য-পাদপদ্মপদবীমলঙ্করোতি। ভবান্ শুদ্ধ-গৌরধর্ম্মোঽভীষ্ট-প্রচারকবরঃ গৌরগৌরবৈজয়ন্তী-স্বরূপশ্চ। "ভবতঃ পদকমলপরাগমেব শ্রীশ্রীগৌর-পাদপদ্মলাভনিমিত্তম্"—ঈদৃশং জ্ঞানমস্মাকং কদা তু ভবিতা? হন্ত! কদা পুনর্বারং প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন কায়িক-মানসিক-বাচনিকসেবয়া চ ভবৎপদদয়োরুহদ্বন্দ্ব-নিষেবণে প্রাণাহুৎপ্রক্ষ্যামঃ। ইতি—

ভবদ্দাসানুদাসস্য—
ঢাকাজেলান্তর্বালিয়াটীনিবাসিনঃ
শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় চতুর্ব্বুরিণঃ

ভাদ্রস্য পঞ্চবিংশদিবসে শুক্লপঞ্চম্যাং
৪২১তম শ্রীগৌরাব্দে
বালিয়াটীগ্রামতঃ

—:০:—

# লণ্ডনে শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয় মঠের সদস্যগণকর্ত্তৃক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনাভিনন্দন

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-কর্ত্তৃক য়ুরোপ ও আমেরিকায় শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-ভারপ্রাপ্ত লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের মিসনারী-ইন্-চার্জ্জ, গৌড়ীয়মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গত ১৬ই জুন (১৯৩৭)

বুধবার লণ্ডন সহরের ওয়েষ্ট কেন্‌সিংটনস্থ 'কুইন্স ক্লাব' নামক উদ্যানের নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষতলে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীবাসুদেব ( চতুর্ভুজ বিষ্ণু ) বিগ্রহ-সহ গত ১লা সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৭ ) ভারত-যাত্রার প্রাক্কালে মহামান্য ভারতসচিব মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডন-শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠে একটি অভিনন্দন-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় লণ্ডন গৌড়ীয়মিশনের সদস্যবর্গ গোস্বামিপ্রভুকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনটি প্রদান করেন।

Sept. Ist. 1937.

His Holiness Pandit A. B. Goswami
Gaudiya Mission, London.

Your Grace,

We the members of London Gaudiya Mission, have much pleasure in meeting you here at Sree Vasudev Gaudiya Math to-day on the eve of your departure from London to India. We beg to assure you that we deeply appreciate the Herculean activities you have displayed to the public during the short period of your stay here. You have not only distinguished yourself as a religious preacher of the East, but also as a world teacher, as the principles of your teaching are purely based or Divine Love and for service of humanity as a whole. Your lectures in London and Oxford under the presidency of distinguished persons like Lord Zetland, Lord Samuel, Sir Francis Younghusband and others have greatly impressed us.

We trust you will carry back with you some happy memories of your visit to us in the West and assure the President of the Mission of our deep regard for you and our personal attachment to the Gaudiya Mission. Since your work has so happily commenced here and drawn the attention of Their Majesties as well it is imperative that you return at the earliest possible convenience for the welfare of all human beings.

Members of Gaudiya Mission,
Sree Vasudeb Gaudiya Math,
51, Downs Road, London E. 5.

বঙ্গানুবাদ

পণ্ডিত শ্রীপাদ এ, বি, গোস্বামী, গৌড়ীয়মিশন, লণ্ডন—

মহোদয়, লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনের সভ্যবৃন্দ আমরা অদ্য শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া আপনার লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা নিশ্চয়ভাবে আপনাকে জানাইতেছি যে, এখানে অল্পকাল অবস্থান-সময়ে আপনি সাধারণের নিকট হারকিউলিসের মত যে কার্য্যকুশলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনি যে কেবল প্রাচ্যের ধর্ম্ম-প্রচারক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। অধিকন্তু আপনি পৃথিবীর ধর্ম্মশিক্ষকরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। কারণ, আপনার শিক্ষার মূলমন্ত্রগুলি শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের উপর-প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র সমাজেরই উপকারের জন্য কথিত। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড, লর্ড স্যামুয়েল, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনীষিগণের সভাপতিত্বে লণ্ডন ও অক্সফোর্ড সহরে আপনার বক্তৃতাবলী আমাদিগের হৃদয়ে বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে আমাদের পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণের সুখদায়ক স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইবেন এবং মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের নিকট আপনার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা এবং গৌড়ীয়-মিশনের সহিত আমাদিগের ব্যক্তিগত আকর্ষণের কথা জ্ঞাপন করিবেন। এখানে আপনার কার্য্যাবলী সাফল্যের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, এমন কি সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং মনুষ্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য সুবিধামত সত্বর আপনার এদেশে ফিরিয়া আসা অত্যাবশ্যক।

গৌড়ীয়মিশনের সভ্যবৃন্দ,
শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠ
৫১ নং ডাউন্‌স্ রোড
লণ্ডন, ই, ৫

# বিবিধ সংবাদ

## শ্রীল আচার্য্যদেবের

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি মহারাজ গত ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯২৭) প্রাতে কৃষ্ণনগর শ্রীরূপকুটীর ও গোদ্রুম শ্রীবানন্দ-সুখদকুঞ্জ হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ, আর্য্যা-বেশীয় ভক্ত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী এবং শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ তাঁহার অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর ডাঃ সুধীর কুমার রায় চৌধুরী এম্ এস্‌সি (গোল্ডমেডালিষ্ট) ডি-এস্‌সি মহোদয় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিলে আচার্য্যদেব তাঁহার নিকট চিৎ ও অচিৎ-বিজ্ঞানের পার্থক্য, চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য, বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর শেষযাত্ত প্রভৃতি বহুবিষয় কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই নানাস্থান হইতে বহু শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া বহু সংশয় নিরাকরণ করিতেছেন।

---

## শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহোৎসব।

### সাধারণ মহামহোৎসব,

গত ২রা আশ্বিন (১৩৪৪) ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯২৭) শনিবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণ-মহামহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-গাথা-শ্রবণই এই উৎসবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহারই বিশেষ ইচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক অদ্য 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীভক্তি-বিনোদাবির্ভাবতিথির সম্যক্ পূজা বিধান করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসারস্বত শ্রবণ-সদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। একটি পত্রপুষ্পবিমণ্ডিত উচ্চাসনে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্য সংসেবিত হইতেছিলেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সমানভাবে কীর্ত্তন চলিতেছিল। শ্রীঈশান-প্রভুদাস ভক্তিবিগ্রহ, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামরক্ষক ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীঅবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীশ্রীল ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী হইতে এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' হইতে বিভিন্ন পদাবলী এবং মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন; অদ্য শ্রীমদ্ভাগ-বতের মাসাধিককালব্যাপী পারায়ণ সমাপ্ত হয়। উৎসবের প্রথমভাগে শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ও শ্রীদাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শেষভাগে শ্রীপাদ ত্রিবিক্রমেশ্বর দাসাধিকারী (ভট্টাচার্য্য মহাশয়) পারায়ণ করেন। সন্ধ্যার পর শ্রী-ভক্তিবিনোদানুকম্পিত প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য-সম্মুখে ভাবগদ্গদকণ্ঠে বিশেষ বিশেষ স্থানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা-সহ "ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ" গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। পাঠের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয়।

পার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীবামনদ্বাদশীর উপবাসের পর সকাল সকাল পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিককীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় হইতে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দলে দলে শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধর, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে জয়ধ্বনি-সহ মহাপ্রসাদ সেবন করেন। অপরাহ্ণ হইতে লোক-সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কাঙ্গালী-

দিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ রাজপথে দুইটি সুদীর্ঘ পংক্তিতে কাঙ্গালীগণের দলে দলে মুহুর্মুহুঃ মঠসেবকগণের জয়ধ্বনির অনুকীর্ত্তন-মুখে প্রসাদ-প্রাপ্তির দৃশ্য এক অপূর্ব্বদর্শন। এই দৃশ্যের একটি আলোক-চিত্র লওয়া হয়। যথাসময়ে শ্রেষ্ঠ্যার্থ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জন মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত বণিক ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত বণিক মহোদয়দ্বয়, মদনমোহন অলোয়ার পরমভাগবত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, ঢাকার পরমভাগবত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নৃপতি-রঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল ; কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক পরমভাগবত শ্রেষ্ঠ্যার্থ শ্রীল সর্ব্বেশ্বর রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়, শ্রীমঠের বিভিন্ন উৎসবাদিতে পুষ্পাদি উপায়ন সংগ্রহকারী প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তি এই দৃশ্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। নহবৎবাদ্য, সারস্বতপ্রবণসদনে মৃদঙ্গ-মন্দিরাদির মধুরবাদ্যধ্বনি সহ সুমধুর সংকীর্ত্তনরোল, মুহুর্মুহুঃ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি, স্থানে স্থানে ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতিতে শ্রীমঠ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত ছিল।

শ্রীমঠের কর্ত্তৃপক্ষ সেবাকার্য্যের সুশৃঙ্খলতা সম্পাদনার্থ সেবকবৃন্দের সেবাকার্য্যের একটি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ১০।১২ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছেন; এই বহু লোক সমাগমের মধ্যেও সমস্তকার্য্য অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক মঠসেবকই শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী—কি পুরুষ কি মহিলা গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সকল ভক্ত ও সজ্জনগণের প্রতিই আমরা এজন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, বালীগঞ্জ ), মিঃ এন কে রায় চৌধুরী ইঞ্জিনীয়ার ( বালীগঞ্জ ), মিঃ কে, সি, বোস ( বিডন ষ্ট্রীট ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ( বাগবাজার ), মিঃ পি, ঘোষাল এম-এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ রায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু ( রেঙ্গুণ ), শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার ( টালীগঞ্জ ), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসু ( কৃষ্ণনগর ), শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ কেজ্রী (মাণিকতলা ষ্ট্রীট), শ্রীযুক্ত সুনীল চন্দ্র নন্দী এম্-এস্-সি, এ আর-টি-সি ( শ্রীরামপুর ), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন ( বাগবাদ ), শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ ( ইন্‌স্পেক্টর সি-এস ), ডাঃ শ্রীযুক্ত উৎফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন নাগ ( ভূম্যধিকারী ) প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন—ইহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্য-বাদের পাত্র। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহা-রাজ ও শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ( জার্ম্মাণ দেশীয় ভক্ত ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। —:০:—

## পরলোক-গমন

জ্ঞানানন্দী সম্প্রদায়ের আকর মঠ শ্রীপাট গোপীবল্লভ-পুরের মহান্ত গোস্বামী শ্রীল মদনমোহনানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় গত ৩১শে ভাদ্র ( ১৩৪৪ ) শ্রীহরিবাসর দিবসে রাত্রি ১ ঘটিকার সময় বারিপাদায় স্বধামে প্রয়াণ করিয়া-ছেন। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে শ্রীল প্রভুপাদ যখন উক্ত শ্রীপাট দর্শনে গমন করেন, তৎকালে শ্রীপাটের সেবাইত গোস্বামিগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যথেষ্ট আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। বিশেষতঃ ঐ প্রভুপাদ আমাদিগের নিকট যথাসময়ে শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহারাজের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিপুণতার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি সশ্রদ্ধ। আমরা আশা করি, শ্রীপাটের অধস্তন সেবাইতগণ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের সহিত এই যোগসূত্র চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণবজগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বিরহ-বেদনায় আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

# চয়ন

[ শ্রীমাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ "দি হিন্দু" পত্রিকা ২৩।৯।৩৭ বৃহস্পতিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ]

PANDIT A. B. GOSWAMI IN MADRAS.

Madras Sept. 23

Pandit A. B. Goswami, Missionary-in-Charge of the Gaudiya Mission, London and Mr. W. H. Burchett, an Australian Journalist arrived in Madras, this morning, from England Via Colombo. A reception was accorded to them at the Egmore Station. Pandit Goswami and Mr. Burchett on alighting, from the compartment, were garlanded profusely.

Pandit Goswami attended the World Congress of Faiths at Oxford. During his stay there he was Presented to Their Majesties and to Queen Mary. He has established the Sree Vasudev Gaudiya Math in London and has brought with him the idol of Sree Vasudev Sreemurti, which was found by him recently in a London Street.

Arrangements have been made for the public to have 'darshan' of the idol of Sree Vasudebjee in the Madras Gaudiya Math, Royapettah, from 7 a. m. to 10 a. m., and from 3-30 P. M. to 8-30 P. M.

A reception will be accorded to Pandit Goswami on Sunday next. The Hon'ble Mr. Rajagopalachari will preside.

—:o:—

# প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৭।৯।৩৭ তারিখে বহরমপুর গ্রাণ্ট্ হলে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ কে, কে, হাজরা আই-সি-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং বহু উকিল মোক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীঠাকুরদাস বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন করেন।

গাঁগড়ার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু ও ঐ সহকারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মণ্ডল মহোদয় শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া আমাদের সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—•—

গত ৪ঠা আশ্বিন (১৩৪৪) কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক কালব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। মঠে যথারীতি ত্রিসন্ধ্যা পাঠ-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে।

—•—

# নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, আরিন্দা পোঃ উয়ারী, ঢাকা

৮ই আশ্বিন, ১৩৪১ ; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৯শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার হইতে ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জব্রত ( নিয়মসেবা ) অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্ম-বিবৃতিনী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সমস্তবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ—কার্য্যপতি, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়-মিশন।

শ্রীনিশিকান্ত সেবসর্ম্মা সান্যাল ( এম্, এ )—সম্পাদক,

গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়-মিশন।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—মঠরক্ষক, ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

## উৎসব-পঞ্জী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৯শে আশ্বিন | ১৫ই অক্টোবর | শুক্রবার | শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব। |
| ৩১শে ,, | ১৭ই | রবিবার | শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। |
| ২রা কার্ত্তিক | ১৯শে ,, | মঙ্গলবার | শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব। |
| ৭ই | ২৪শে | রবিবার | শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব। |
| ১৪ই ,, | ৩১শে ,, | রবিবার | শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব। |
| ১৭ই | ৪ঠা নভেম্বর | বুধবার | শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব। |
| ১৯শে ,, | ৫ই ,, | শুক্রবার | শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব। |
| ২৪শে ,, | ১০ই ,, | বৃহস্পতিবার | গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব। |
| ২৮শে ,, | ১৪ই | রবিবার | ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। |
| ২৯শে ,, | ১৫ই | সোমবার | সাধারণ মহানমহোৎসব। |
| ১লা অগ্রহায়ণ | ১৭ই | বুধবার | শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব। |
| ২রা | ১৮ই ,, | বৃহস্পতিবার | শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব এবং মহোৎসব-সমাপ্তি। |

——:(০):——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪৩ ; ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৭ | ১১শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।"

( —শ্রীল প্রভুপাদ )

"অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ-সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-লিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন ; কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। * * অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। * * প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই ব' অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।"

( —ভজনরহস্য ৫ম খঃ ৫ম সং ২৬-২৪ পৃঃ )

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর।

কাল—২৩শে ফাল্গুনী, ১৯৩৬ ইং।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিতে তাঁহার সহিত শ্রীগুরুদেব প্রভৃতি সকলেই আছেন। গৌরভক্ত, গৌর, গৌর-অবতার, গৌরপ্রকাশ, গৌরশক্তি ও গুরুবর্গ—সকলেরই কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞা। গুরুবর্গ অর্থাৎ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি সকলকে জানিতে হইবে। গুরুপরম্পরা, যথা—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ধরি-মাধবান্॥ ইত্যাদি।

গুরুগণ সকলে এই নিত্যপরম্পরা-ভুক্ত। শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীগুরুদেবের বন্দনায় এরূপ বলিয়াছেন,—

নামব্রজেশং মথুরামপি শচীসূনুমত্র স্বরূপং

স্বরূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং

প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রথিত-কৃপায় আমরা নামব্রজেশ, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং, তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন-প্রভু, কৃষ্ণ-জ্ঞান-ভূমি মথুরা, গোষ্ঠবাটী বৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ও শ্রীরাধামাধবের আশ:—এই একাদশটি বস্তু লাভ করি। যাঁহার প্রথিত-কৃপায় রাধামাধবের সেবা পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। 'নামব্রজেশং' অর্থাৎ কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ অথবা নামের শ্রেষ্ঠতাই সর্ব্বোপরি—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণনামের সকল বিষ্ণুনামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। বৈকুণ্ঠ-নাম ও কুণ্ঠনাম বা মায়িক শব্দ এক নহে। মায়িক শব্দে বা সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞী বস্তুতে ভেদ আছে; কিন্তু বৈকুণ্ঠনাম ও নামীতে ভেদ নাই।

জগতের বিচিত্রতাগত বহুত্ব হইতে বর্ত্তমানে সাংখ্যায়ন-গণ যাহা বিচার করেন, তাহাতে বহু বস্তুর মধ্যে একের সহিত অপরের মিল নাই। বর্ত্তমান রাসায়নিকবিশ্লেষণ-কারিগণ (৯০টি পর্য্যন্ত) বস্তুর সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতেও কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর মিল নাই। সাংখ্যমতে বহু বস্তু হইতে বহু বস্তুর বিকারসকল উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই বিচার নিরীশ্বর মাত্র। ইহা Polytheismএর প্রকার ভেদ; 'এক হইতে বহু এবং বহু হইতে এক'—এখানে সাংখ্যায়নও একায়ন হইয়া যায়।

বৈদিক একের মূল কারণত্ব বা একায়ন-বিচার ও অবৈদিকের বহুর কারণত্ব বা বহ্বায়ন-বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রুতি বলেন—"সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ।" ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত সকলেই ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ বুঝায়। বেদে অবস্থিত ব্যক্তিগণই ব্রাহ্মণ। তাঁহারা অভিজ্ঞ ও intelligent; মূঢ়, অজ্ঞ ও অসংস্কৃত নহেন। মূঢ় ও অসংস্কৃতগণ অব্রাহ্মণ ও মূর্খ। যাহারা দিব্যবস্তুর আলোকে enligtened হয় নাই, তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণেতর বিচারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বর্ণ ও বিচার দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের হরিতোষণ ও বেদাধ্যয়ন ব্যতীত বিভিন্ন বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সমাজ-শরীরের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণতা ও ব্রহ্মণ্যদেবের অবস্থিতি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কুসংস্কার বা পশুত্ব পরিহারপূর্ব্বক সংস্কৃত বা সভ্য হইয়াছেন। যিনি বৃহতের দিকে গতিবিশিষ্ট, তিনি ব্রাহ্মণ; আর ক্ষুদ্রের দিকে গতিবিশিষ্ট শূদ্র বা কৃপণ।

এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ॥

(বৃহদা: ৩৮।১০)

যাহারা চৈতন্যরহিত হইয়া জড়জগতের আংশিক জ্ঞানের মধ্যেই থাকিবে, তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিচার গ্রহণ করিবে। যাহারা ব্রহ্মের সন্ধান করিবে না, তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। শুধু বর্ণাশ্রমের বিচারে আবদ্ধ থাকা উদার বুদ্ধির পরিচয় নহে। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"; প্রকৃত ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। অন্যান্য প্রকৃতির ব্যক্তিসকল

ব্রাহ্মণের নিম্নস্তরে অবস্থিত। Politician, Artist, Smith, Jeweller প্রভৃতি অপর কার্য্যে রত ব্যক্তিরা বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান না করায় এবং ব্রহ্মেতর বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় অন্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণেতর বিচারের অজ্ঞতা ও বৃত্তগত ব্রাহ্মণতা নিরূপণ করিবেন কে? বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন কে? আচার্য্য বা সদ্‌গুরুপাদপদ্মই বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। শ্রীগুরুদেবই অজ্ঞান দূর করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এরূপ,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগুরুর ধ্যান, যথা—

প্রাতঃ শ্রীমদ্ববীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীরাধাদাস্যলাভ সাধারণ-সেবাবিচার নহে। উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ সেবার কথা। আমরা শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে যেন প্রার্থনা করি,—

আদদানতৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

যেন শ্রীরূপের অনুগতগণের চরণের ধূলি হইতে পারি। ধূলি হওয়া অর্থে রূপানুগগণের পাদপদ্মে নিত্যসংলগ্ন হইয়া থাকা বুঝায়। পশ্চিমদেশে সাধুকে প্রণামকালে 'পায়ের লাগি' এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়; ইহার অর্থ এই—'আমি ভৃত্য, আপনি প্রভু।' শ্রীরূপ প্রভু তিনি, যিনি ভগবানের রূপ বা শোভা বিস্তার করেন এবং যাঁহার রূপে শ্রীকৃষ্ণও আকৃষ্ট হন। তাঁহার বিচার মায়াবাদী, ত্যাগী ও ভোগিসম্প্রদায়ের বিচার হইতে পৃথক্। মধুর রতিতে রূপানুগগণের আনুগত্যের উজ্জ্বলতাই ভজন-বৈশিষ্ট্য।

পাদাম্বুজোদ্ভব বিনা বরদাস্যমেব
নাস্তং কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

আমি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর নিত্যকাল দাস থাকিব। আমি শ্রীবাণভট্টনদীর সমান আসনে বসিব না। তাঁহার সহিত আমার সখ্যবিচার থাকিবে না। তাঁহার সহিত আমার নিত্যদাস্য-বিচার থাকিবে। অনুগতবিচারে মূল-আশ্রয়বিগ্রহের যতদূর নিয়ত অবস্থানের বিচার হয়, তাহাতেই মাধুর্য্য অধিক। রূপানুগবাক্যের মহত্ত্ব—

মদ্ভাগ্যনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদমুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

(শ্রীকুলশেখর-কৃত মুকুন্দমালাস্তোত্র, ২৫)

প্রভু হওয়ার বিচার অপেক্ষা ভৃত্য হইবার বিচার শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মুক্তিমুক্তি দিয়া অথবা প্রভুত্ব প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিতে চাহিলে শুদ্ধভক্ত কখনও তাহা গ্রহণ করেন না।

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

মানুষ নিজে প্রভু না হইয়া প্রভুর দাসে থাকিয়া ক্রিয়ানৈপুণ্য বেশী দেখাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন কোন রাজ্যের রাজা নিজের প্রভুত্ব লইয়া থাক, কিন্তু প্রজাদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তিনি আহার-বিহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই থাক। তিনি তাঁহার power delegate করিয়াছেন প্রধান মন্ত্রীর উপর। প্রজারা প্রধান মন্ত্রীকেই অধিক চিনে ও সম্মান দেয়। তাহাদের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হয় না। কিন্তু মহারাজের সহিত অন্যান্য মহারাজের সাক্ষাৎকার হয়। স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের দৃষ্টান্তও ঐরূপ। স্বয়ংরূপ ভগবান্ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরসময় ও নিত্যলীলায় প্রময়। তিনি স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বেরও মালিক। আবার স্বয়ংপ্রকাশ হইলেন নারায়ণের অংশী। একমাত্র কৃষ্ণই 'সর্ব্বকারণ-কারণম্'।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিচার—পরতত্ত্বই ব্যূহ, বৈভব, অবতার, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ স্তরে প্রকটিত। কৃষ্ণই পরাৎপর পরমেশ্বর। ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরম-

পরমেশ্বর ও পরাৎপর পরমেশ্বর—এরূপ ক্রমোর্দ্ধ-প্রকাশ জানিতে হইবে। কৃষ্ণ সকল ভগবৎপ্রকাশের কারণ এবং অবতারগণের কারণেরও কারণ। বিষ্ণুতত্ত্ব বলিতে গিয়া ঈশ্বরতত্ত্বের যেটুকু glossary দেওয়া গেল, তাহা পরিপূর্ণতত্ত্বের supplementary.

'রহমান', 'রহিম' অর্থাৎ দয়াময়, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, God, Creator, Omniscient, Omnipotent প্রভৃতি শব্দ আংশিক ভগবত্তা-বাচক অর্থাৎ গৌণনাম। বিশেষণে লক্ষিত নামসকল গৌণনাম। বিশেষণ ও বিশেষ্য যাহাতে একত্র অবস্থিত, তাহাই কৃষ্ণনাম। ব্রহ্ম-পরমাত্মা ভগবজ্জ্ঞান অপেক্ষা গৌণবিচারে অবস্থিত। লক্ষ্মীপতি, সীতারাম প্রভৃতি মুখ্য নাম; দ্বারকেশ প্রভৃতি মুখ্যতর নাম; যশোদানন্দনন্দন, পূতনাঘাতন, শ্রীরাধারমণ, কামদেব, মদনমোহন, গোপীজনবল্লভ প্রভৃতি মুখ্যতম নাম। ত্রিরাবৃত্ত রামনামে এককৃষ্ণনামের সমান ফল হয়।

শ্রীকৃষ্ণে চৌষট্টিটি গুণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। বিষ্ণু বা নারায়ণে ষাট্‌টি গুণ। রুদ্র ও ব্রহ্মার পঞ্চাশটি গুণ এবং জীবের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দু পরিমাণে আছে। বিষ্ণুতত্ত্বে ষাট্‌টি কলা। কৃষ্ণে চৌষট্টি কলা—৪×৪=১৬, ১৬×৪=৬৪, চতুষ্কোণের ঘন, যথা—১৬×১৬=২৫৬, ৬৪×৬৪=৪০৯৬;—উহা মাধ্যমিক বিচার। নারায়ণে ষড়ৈশ্বর্য্য বা ভগবত্তা বিরাজিত। ষড়ৈশ্বর্য্য যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

স্বয়ংরূপের অভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধে ৬৪ প্রকার গুণ আছে। স্বয়ংরূপ ভগবত্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের, বৈকুণ্ঠের কোন স্থানে সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়ের অধিকার নাই। বিধিভক্তির দ্বারা জড়ের বিচ্ছিন্নতা হইতে অব্যাহতি পাইয়া চেতনবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষের জন্য উহা পালনীয়।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

( বিঃ পুঃ ৩।৮।৯ )

শ্রীগৌর-রামানন্দরায়-সংবাদে—বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন হইতে আরম্ভ করিয়া হরিভজনের ক্রমোন্নতির কথা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা পরমেশ্বর আরাধিত হন। এইখান হইতেই theism আরম্ভ হইয়াছে। বিষ্ণুর উপাসনার কথাতে atheism, henotheism প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হরিভজনের প্রাথমিক কথা। কিন্তু যিনি বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করেন না, তিনি আত্মমঙ্গলের সন্ধান জানেন না। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুর উপাসনা করেন। বর্ণাশ্রমের বিষ্ণুপাসনা হইতে একায়নপদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে। যিনি বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা যে পরিমাণে কম করিতেছেন, সেই পরিমাণে তিনি বঞ্চিত হইতেছেন। বিষ্ণুকে অন্যদেবতার সহিত সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। বিষ্ণুর পদই পরমপদ, তিনিই সর্ব্বদেবনমস্য।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

এই যে মহাপুরুষ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আমরা বন্দনা করি, তিনি শিববিরিঞ্চিনুত ও সকলেরই শরণ্য। পঞ্চমুখ ও চতুর্ম্মুখ—নয়টি মস্তকের দ্বারা যাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ অবনত থাকেন, তিনিই বিষ্ণু। ব্রহ্মা ও রুদ্র, উভয়েই ঈশ্বর হইলেও ইঁহারা আবার যাঁহার নিকট হইতে ঈশিতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর বিষ্ণু। পঞ্চদেবতার দেবত্ব বিষ্ণুর শক্তির বলেই সিদ্ধ হয়। একায়নপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সাংখ্যায়ন বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই বহুঈশ্বরবাদ। Henotheist পঞ্চোপাসক অপর চারিপ্রকার দেবতাকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সহিত সমান জ্ঞান করে। বিষ্ণুভক্ত আধ্যক্ষিক নহেন। অধিরোহবাদী আধ্যক্ষিক পঞ্চোপাসক বলিয়া থাকেন—'বিষ্ণুনামটি এই জগতে সৃষ্ট হইয়াছে।' বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বলিয়া তাঁহারই অবতার হয়। অন্য কোন দেবতার অবতার হয় না। ব্রহ্মা ও রুদ্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মার উপাসকগণ ত্রিবর্গকামী আর রুদ্রের উপাসকগণ অপবর্গকামী। ব্রহ্মা হইতে জাত দেবগণ স্বর্লোকে অধিষ্ঠিত আছেন। তথাকার রাজা হইলেন ইন্দ্র; ইন্দ্র—ইন্দ্‌—র, যিনি ভোগৈশ্বর্য্যযুক্ত, তিনি ইন্দ্র। সুতরাং স্বর্লোকে ইন্দ্র ও তদধীন দেবগণ ভোগেই মত্ত থাকে। ব্রহ্মলোকেও দেবগণ

আছেন ; পিতৃগণ পিতৃলোকে বাস করেন। মানুষ মৃত্যুর পর পিতৃলোকে বাস করেন। পুণ্য করিলে তদপেক্ষা উন্নত চন্দ্রলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভূ ও ভুবর্লোক অপেক্ষা স্বর্লোক উন্নততর। তদপেক্ষা মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এই সপ্তলোক ক্রমোর্দ্ধভাবে অবস্থিত। রুদ্রদেব মহাতপস্বী বা বৈরাগী, রুদ্রলোক তাঁহার তীব্র তপস্যার স্থান। স্বর্লোক ভোগের স্থান মাত্র। পুণ্য ক্ষয় হইলে এই সকল উর্দ্ধস্থান হইতেও মর্ত্যলোকে পুনরাগমন হয়। যাহাতে পুনরাগমন না হয়, তজ্জন্য বেদান্ত বা বাদরায়ণসূত্রের শেষ সূত্র—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" কলিযুগে জীবের কৃত্য সম্বন্ধে ইহারই বিবৃতিরূপে এইরূপ শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

দ্বাপরযুগে অর্চ্চনমার্গে শ্রীহরির আরাধনা হইত। দ্বাপরযুগে শ্রীবিগ্রহপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। সত্যযুগেও মহারাজ উপরিচর বসু শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রেতায় যজ্ঞবিধির প্রচলন-হেতু শ্রীমূর্ত্তি-পূজার ব্যবস্থা ছিল না। দ্বাপরযুগে উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। কলিকালে শ্রীনামকীর্ত্তন-দ্বারাই শ্রীমূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। কলি অর্থাৎ তর্কযুগে বৈদিকধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈস্ত্বত্র পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্।
কলৌ তু নামমাত্রেণ ভগবান্ পূজ্যতে হরিঃ।"
(শ্রীমধ্ব-ধৃত মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্যে নারায়ণ-সংহিতা-বাক্য)

অজ্ঞব্যক্তির মতে যে 'শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা' এবং মায়াবাদীর বিচারে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্" ইত্যাদি বিচার, তাহা দোষযুক্ত ও নাস্তিকতার পূর্ণ। Iconographic বিচার অমঙ্গলজনক। ভূতশুদ্ধির দ্বারা পৌত্তলিকতা নিরস্ত হয়। যাহারা ভূতশুদ্ধি করে না, তাহারা Idolator হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাদের পূজা পুতুল পূজা। পুতুল ধ্বংস করা যায় কিন্তু বাস্তবসত্যের ধ্বংস হয় না। বিধর্ম্মী ঔরঙ্গজেব বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল ; এবং বৃন্দাবনের নাম উঠাইয়া মমিনাবাদ নাম রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কি বাস্তব-সত্যের বিলোপ সাধন হইয়াছে ? শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর মতান্তরে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর অনৈক ভৃত্য ঐ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—সঙ্কর্ষণ-বলদেবের অভিন্ন প্রকাশ। শ্রীবলদেব শয্যা, আসন, আবাস, ছত্র, উপাধান প্রভৃতি দশদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। জীবের হৃদয়ই—ভগবানের মন্দির। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"প্রতিষ্ঠা জীব-মন্দিরম্।" ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি স্বয়ং-প্রকাশ-তত্ত্বের সেবোপকরণ। যাঁহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাঁহারাই আস্তিক। মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইলে তাহা ভাঙ্গা সম্ভব নহে। মন্দির কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, ভাঙ্গে ভোগের বস্তু। ভগবত্তার ব্যাপারসমূহ ভোগের সামগ্রী নহে। আধাক্ষিকের চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট এবং কর্ণ-দ্বারা শ্রুত শ্রীবিগ্রহ ও বৈকুণ্ঠধামে জড়বস্তু ও লক্ষসামান্য-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকে ভোগবুদ্ধি বলে। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অজ্ঞ। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও শ্রীমন্দির-দর্শনাদি—কিছুই হয় না।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ-চরণ ভজয়।

যখনই Iconographer বলিতেছেন—আমি মন্দির তৈয়ারী করিয়াছি।' তখনই Iconoclast বলিতেছেন—'আমি তোমার মন্দির ভাঙ্গিয়া দিতেছি।' ইহারা উভয়েই আধাক্ষিক ও পরতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ। অধোক্ষজের সেবা উক্ত প্রকার বিচারে অবস্থিত নয়। অহঙ্কারের দ্বারা গঠিত মন্দির অন্যে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত মন্দিরকে অভক্তগণ স্পর্শই করিতে পারে না। প্রকেসর বাবুর অনৈক আত্মীয় অক্ষবিচারমূলে তাঁহার গলার তুলসীর মালা ছিঁড়িয়া দিবে বলিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন—"তুলসীর মালিকা অনিত্যবস্তু নহে—তুমি তাহাকে দেখিতেই পাও না, ছিঁড়িবে কি করিয়া ?" আধাক্ষিক-বিচারপুষ্ট নাস্তিক আত্মীয়টি তাঁহার মালিকা ছুরিকা-দ্বারা কাটিয়া দিল ; কিন্তু শ্রীগুরুসেবকের কণ্ঠের তুলসীমালিকা আধাক্ষিকের চক্ষে অন্তর্ধান করিলেও তাঁহার কণ্ঠে তুলসীর মালিকা নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। যাঁহারা বিষ্ণু-

নৈবেদ্যে শ্রীতুলসী অর্পণ করেন এবং পুনরায় উহাকে 'ছাইগাদা' বুদ্ধি করেন, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। স্মার্তগণ তুলসী-সংস্পৃষ্ট ভগবানের নৈবেদ্যেও অস্পৃশ্যতার দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। চরিত্রহীন কোন কোন স্মার্তের যবনী-সংসর্গেও স্নানের দোষ হয় না, কিন্তু তুলসীসংস্পৃষ্ট বস্তুতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোষ হয়,—এই সমস্তই ভারবাহী জাতীয় ব্যক্তির চিন্তাস্রোত। শ্রীগোবিন্দ-নামে, শ্রীবিগ্রহে, বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে প্রাকৃতবুদ্ধি—নারকীর বিচার।

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহাদিগের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। বিষ্ণুনাম, শিবনাম ও গণেশ নাম এক নহে। অপরাধিগণের জাগতিক অনিত্য বস্তুতে বিশ্বাস হইয়া থাকে। শাক্তের মায়াবাদীরা মহামায়া কালীকে তারা, ব্রহ্মময়ী, নিরাকারা প্রভৃতি বলিয়া আখ্যান করিতেছেন। কিন্তু কৈ? তাঁহাকে ত 'বৈকুণ্ঠ' বলিতে পারিতেছেন না? কারণ, একমাত্র নারায়ণই বৈকুণ্ঠ-পুরুষ। ভগবত্তা-বাচকশব্দকে Henotheistগণ নিরঞ্জন, নির্বিকার প্রভৃতি জ্ঞান করেন। দুর্গা, ব্যাপক প্রভৃতির ধারণা কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর ধারণা হইতে ক্ষুদ্রতর। Henotheistরা বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্যাদি দেবতাকে সমান মনে করে। পরিণামে পঞ্চদেবতার মূর্ত্তিবিনাশকারী ও "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্,"—এই বিচারপর ব্যক্তিরা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য-উপাসনা করেন না। ভগবান্‌কে তাঁহাদের বিচারের অধীন মনে করিয়া অব্যক্ত ও নিরাকার বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যাঁহারা মায়াবাদী, পঞ্চোপাসক ও যোগী, তাঁহারা কেহ Allpervading Godhead বা ভগবানের অঙ্গ-জ্যোতির এবং দুর্গা ও ব্যাপক পরব্যোমের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ticket কিনেন, তাঁহারা পরতত্ত্ব নারায়ণের নিকট কি করিয়া পৌঁছিবেন? তাঁহারা পরতত্ত্ব নারায়ণের বা তাঁহারও মূল আশ্রয় বিভুবস্তু বলদেব প্রভুর—ঘাউড়ির মন্দিরের নিকটে যাইবার ticket ক্রয় করেন না। তাঁহারা পঞ্চোপাসনার মত্ত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। সাযুজ্যবাদী পঞ্চোপাসক ব্যক্তি বলেন—নির্ব্বিশেষবাদীই ভাল। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পাঁচপ্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর খুব ঝগড়া ছিল। তখন শঙ্করাচার্য্য আসিয়া বলিলেন—তোমরা ঝগড়া কর কেন? সবই এক, সবই ভাঙ্গিয়া দিয়া নিরাকার হইয়া যাও। তিনি বলিলেন—"শিবোঽহম্ শিবোঽহম্"। যিনি Henotheism কে subscribe করেন, তিনি non-vaishnaba. পঞ্চ-দেবতার অন্তর্গত eclipsed বিষ্ণুর বিভিন্ন-মূর্ত্তি।

যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

দেবতার মধ্যেও বিষ্ণু আছেন। দেবতাগণকে নিন্দা বা উপেক্ষা করিতে নাই। বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণের পরও জাতি-বিচার রক্ষা করিলে Henotheist হইতে হইবে। 'অহং-মম'ভাবযুক্ত ব্যক্তি নামাপরাধী। যে হরি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তাঁহার উপাসনা করিব না, আমার মনগড়া দেব-তার উপাসনা করিব ইত্যাদি নামাপরাধ। ফাঁসির হুকুম বাতিল হইয়া গেলে 'মা তোমায় সোনার হার গড়িয়া দিব' কিন্তু ফাঁসী রদ্ হইয়া গেলে দেবতাকে ফাঁকি দিলাম —এ সকলই পঞ্চোপাসকের ফাঁকি। বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা নহে। এগার দাস-সকল গোবিন্দের উপাসনা করে না। কামনা থাকাকাল পর্য্যন্ত যে সকল বিচার উপস্থিত হয়, উহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা নহে। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অতি ভাললোককেও মিথ্যার আশ্রয়ে খারাপ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে এবং ভগবান্‌কে ভৃত্যরূপে সাব্যস্ত করিয়া নিজে প্রভুত্ব করিতে গেলে Henotheism হইয়া পড়ে এবং কখনও হরিনাম হয় না। মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের বিচার গ্রহণ করিলে নিজেরা উন্নত হইতে পারিবেন। Henotheistic বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। সাধনের সোপানাবলী ক্রমশঃ অতিক্রম করা দরকার। দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

Undesirable association পরিত্যাগ করিয়া মঠের অর্থাৎ পরমার্থরাজ্যের সোপানাবলী পরপর অতিক্রম করিতে হইবে। "উৎপত্ত্যাদসম্ভবাদিকরূপের" ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পাঞ্চরাত্রিক বিচারকে অবৈদিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌যামুনাচার্য্য আচার্য্য শঙ্করের উক্ত মত নিরাস করিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম আচার্য্য শঙ্করেরই পঞ্চোপাসনা মূলে প্রতিষ্ঠিত। বেদে হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা নাই। হিন্দুশব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে বৈদেশিকগণ হইতে। সিন্ধুনদীর তীরবাসীকে বৈদেশিক বিদর্ম্মীরা 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিত। অন্যান্য অবৈদিক আপেক্ষিক ধর্ম্মের প্রতিযোগিতামূলে পঞ্চোপাসনার নামকরণ হইয়াছে হিন্দুধর্ম্ম। বৈষ্ণবনিন্দক ব্যক্তি হিন্দু-নামের অযোগ্য। বৈষ্ণবনিন্দার ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥
(স্কন্দপুরাণ)

পঞ্চোপাসক হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে মহারৌরব লাভ হয়। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে তাঁহার বহু অন্য দেবতার সহিত বা বিষ্ণুপাসনাকে অন্যোপাসনার সহিত সমান জ্ঞান করা পাষণ্ডতা। ভোগ্যসোপান ও সেব্যসোপানের পার্থক্য, কৃষ্ণনাম ও মায়িক নামের পার্থক্য, বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুনামের সহিত কুণ্ঠাযুক্ত অন্যনামের পার্থক্য বিচার করা দরকার। আমরা যতক্ষণ অপরাধযুক্ত হইয়া নাম করি, ততক্ষণ নাম ও নামাপরাধকে এক করিয়া থাকি। নির্ব্বিশেষবাদীর পঞ্চোপাসনা ও সবিশেষবাদীর সাধনক্রমের বিচারের পার্থক্য জানা আবশ্যক। অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রকৃত সাধকগণের জন্য পরপর আট প্রকার নিত্যসংসিদ্ধ সাধনসোপানাবলীর কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে কোন নিষ্কপট সাধক এই যাদা সিঁড়ি পরপর অতিক্রম করিলে গন্তব্যস্থল বা প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। উক্ত সোপানাবলী যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

গোস্বামিগণের শাস্ত্রে অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরমার্থরাজ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। অন্য সাহিত্য আলোচনা করিবেন না। একায়নপদ্ধতিই আশ্রয়ণীয়। "একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্ধাবিতিষ্ঠতে।" স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহরূপে বিরাজিত। ওঁ তৎসৎ—এস্থানে 'তৎ'শব্দে All-pervading পরমাত্মা বিষ্ণুকেই জানিতে হইবে। "মাততত্বাৎ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ।"

নামগ্রহণের বিচার বৈষ্ণবনামগ্রহণকারী শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যিনি সদ্‌গুরুর অনুগমনকারী, তিনিই শ্রৌতপন্থী। গুরুদেবের নিকট হইতে হরিকথা ও হরিনাম শুনিতে নাই।

যো বক্তি শ্রাদ্ধরহিতমন্ত্রাদেন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭২)

'পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।'—(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

---

# প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দাদা মদনমোহন রায় মহোদয় আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মুখোপযোগী কএকটি প্রশ্নের যথাযথ শাস্ত্র ও মহাজন-সম্মত উত্তর প্রদানের জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল প্রশ্ন ও ইহার উত্তর গৌড়ীয়ে ক্রমাগত কএকমাস ধরিয়া ও এতৎপূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে ভগবদ্-বহির্মুখতার বা আধ্যক্ষিকতার স্বভাব—কুকুরের লেজের ন্যায়। আমরা নিম্নে আর একবার ঐ সকল প্রশ্নের মর্ম-অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিতেছি।

### প্রশ্ন

কিছুদিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি পারমার্থিক সম্মান-ভাজন ছিলেন, তিনি যদি কিছুদিন পরে কপট, অবৈষ্ণব, পাষণ্ড হন, তবে আজ যাহাকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বা গুরু বলা হইতেছে, তিনিও যে তদ্রূপ হইবেন না, ইহার কি প্রমাণ ও যুক্তি আছে? ভক্তিরাজ্যে কি পতন হয়? কোন ব্যক্তি বিশেষকে যাবজ্জীবন সম্মান-প্রদানের আদেশ, তাঁহাদিগকে সেক্রেটারী বা চেয়ারম্যান করিবার সার্থকতাই বা কিরূপে থাকে? এরূপ ব্যক্তিকে ম্যানেজার করিবার আদেশের কথাই বা শুনা যায় কেন?

### উত্তর

আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতঃ ও যুক্তির দ্বারা এরূপ বিচার আবাহন করিলে নাস্তিকতা বা অন্যাভিলাষে আসক্তিই শেষ পরিণতি বিবেচিত হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেইরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণব-গুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গ-দোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব দ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"—( শ্রৌতধর্ম্ম ২০শ অঃ )

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ঐ বিচার অনুসরণ করিয়া আধ্যক্ষিকগণ বলিবেন,—তাহা হইলে গুরু না করাই নিরাপদ বা অসদ্গুরুকে সদ্গুরু বলাও দ্বিতীয় প্রকার নিরাপদ। "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহাকে আজন্ম লৌকিক দৃষ্টিতে গুরুবৎ সম্মান করিলেন, তাঁহার পাতিত্য ঘটিয়াছিল কি করিয়া বলা যায়? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন গুরুদ্রুবকে অন্তরে পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া যখন বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে সদোপাস্য ইষ্টদেবরূপে বরণ করেন, তখন কেহ যদি যুক্তি দেখাইয়া বলেন,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে তাঁহার সদোপাস্যকে পুনরায় পরিত্যাগ না করিবেন, তাহারই বা কি প্রমাণ আছে? আমরা পূর্ব্বাশ্রমে যখন লৌকিক প্রথানুসারে কুলগুরু করিলাম, আবার কুলগুরুকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠাবান্ মায়াবাদি-স্মার্ত্ত-গুরুকে বরণ করিলাম, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামপদ্মের বাণী শ্রবণের পর তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট ও তদাশ্রিত হইলাম, তখনও আমাদিগকে ঐরূপ আধ্যক্ষিক যুক্তি শুনিতে হইয়াছিল অর্থাৎ "তুমি কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে সদ্গুরু বলিলে, আবার সেই সৎ যখন দুই দিন পরে অসৎ হইয়া গেল, তখন বর্ত্তমান সদ্গুরু যে আবার দুইদিন পরে অসৎ হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি?" বস্তুতঃ এইরূপ যুক্তির জন্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অজ্ঞতাই অপরাধী।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
বন্ধচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

( বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ পরিশিষ্ট বচন )

অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধন-দশাই প্রাপ্ত হন।

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাম্।
( ঐ )

অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন। শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় শ্লোক বৃহদ্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থের টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রীয় বাক্য পাঠ করিয়া যদি কেহ বলেন,—"আজ যাহাকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার সেবায় নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করা হইল, কাল যদি তিনি ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পতিত হন, তবে যে কোন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকেই বিশ্বাস করা যাইবে না, অতএব নাস্তিকতাই বরণ করা যাউক, বা পতিত অপরাধী ব্যক্তিকেও পূর্ব্বের সার্টিফিকেট অনুসারে পূর্ব্ববৎই ব্যবহার

করা উচিত"—এই উভয় যুক্তিই প্রমাত্মক ও আত্মমঙ্গলের ব্যাঘাতজনক।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীতেও দেখিতে পাই,—

"ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—বৈষ্ণবমায়া বলাৎকারে, ধসাইয়া সেই ঠোরে, ভবকূপে দিলেক তারিয়া।—এই বাক্যের সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। আমাদের সকলেরই অধঃপতনের যোগ্যতা আছে।"—( শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা )

শ্রীল প্রভুপাদ যাহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন বা সার্টিফিকেট দিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তি জানাইয়াছেন, সেই ব্যক্তি যখন আবার স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিলেন, অসৎসঙ্গে মিশিলেন, তখন তিনি যে পরমার্থ হইতে পতিত হইয়াছেন, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অসংখ্য পত্রে ও কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন। তৎপরেও যাহাকে আবার সম্মান করিতে বলিয়াছেন বা তাহাকে জাগতিক সরকারী গেজেট দিবার জন্য নিজে চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিংবা যাঁহার সম্বন্ধে মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত অভিভাষণে অনেক উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ পতনাশঙ্কা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদই স্বয়ং সেই অভিভাষণের মধ্যেই লিখিয়াছেন,—

**"তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব-দর্শনের আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ ( গুরুদেব ) হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মার নিত্যসেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রলাপোক্তি।"**—( 'গৌড়ীয়' ১০ম খণ্ড, ৩১শ সংখ্যা ৪৯০ পৃষ্ঠা-২য় স্তম্ভ ২৪ ২৭ পংক্তি )

শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য প্রশংসাগুলি স্বীকার করিলে এই কথাগুলি অস্বীকার করা হইবে কেন? কেহ যদি পরবর্ত্তিকালে অবৈধ-স্মার্ত্ত-বিধান মতে শ্রাদ্ধ করিয়া ভক্তিবিরোধী কার্য্য করেন, গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু প্রভৃতিকে পুনঃ পুনঃ 'শূদ্র' বলেন, অবৈধ যোষিৎসঙ্গী ও বিষয়ীর দুঃসঙ্গ করেন, তাহাদের দ্বারা চালিত হন, পদে পদে বহু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ করেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেই '১০ম বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র অভিভাষণেই অন্যান্য যে-সকল বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার কথা বলিয়াছেন, কিংবা অপ্রকট-লীলাবিকারের পূর্ব্বে যাঁহাদিগের পারমার্থিক-প্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের অকথ্য কল্পিত নিন্দা করিয়া প্রভুপাদের বর্জ্জিত জনগণকেই নূতন করিয়া বৈষ্ণব বলেন, তবে একমাত্র সেরূপ ব্যক্তিবিশেষকেই বৈষ্ণব বলা হইবে, তাঁহার বেলায়ই প্রভুপাদের সার্টিফিকেটের জোর থাকিবে, আর অন্য সকল বৈষ্ণবের বেলায় ঐ সকল নিরর্থক হইবে, ইহাতেই বা কি যুক্তি ও প্রমাণ আছে? শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে মহত্ত্বা সম্পাদন করিতে বলিলেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়' সম্পাদন করিতেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত পড়িয়া সর্ব্বদাই পুলকিত ও আনন্দিত হইতেন, সকলকে গৌড়ীয় পাঠ করিতে মুখে ও পত্রে সর্ব্বদাই বলিতেন ও লিখিতেন, অপ্রকট-লীলাবিকারের পূর্ব্বেও শ্রীল বাসুদেব-প্রভুর নিয়ামকত্বে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে সম্প্রদায়ের লেখালেখি করিবার ভার দিয়া গেলেন, শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার, হরিকথা কীর্ত্তন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত লিখনের ভার দিয়া গেলেন, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সর্ব্বস্ব-সমর্পণের আদর্শের নিকট আমি ( শ্রীল প্রভুপাদ ) চিরঋণী, তাঁহাকে দেখিবেন—এ কথা বলিয়া গেলেন, শ্রীল প্রভুপাদের মূলমঠ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু নিষ্কপট ও ঐকান্তিকভাবে করিয়া আসিতেছেন, "তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার আদর্শ সকলে অনুসরণ করিবেন"—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া গেলেন, ভক্তিবিনয়-প্রভুর শ্রীধাম-সেবা, শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রভুর সত্যানুরাগিতা প্রভৃতির কথা বলিলেন, কিন্তু ইহারা সকলেই 'গুরুদ্রোহী' হইয়া পড়িলেন, কেবল একজন ঠিক থাকিলেন,—ইহাই বা শ্রীল প্রভুপাদের শেষ কথার দোহাই দিয়া কিরূপে স্থাপন করা যায়? বরং শ্রীল প্রভুপাদের সকল কথাকে অকাট্য প্রমাণরূপে মানিলে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে যে, তিনি বা যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রশংসিত ও আশীর্ব্বাদ-লব্ধ সকলকে বাদ দিয়া নিজেকে স্থাপন, কিংবা একজনকে বা বহুকে স্থাপন করিতে চাহেন, অথচ তাহাদের পারমার্থিক আচরণ নাই, তিনি বা তাহারা সকলই প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। প্রভুপাদের ১০ম বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র অভিভাষণের দোহাই বা অপ্রকট-লীলাবিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বের বিকৃত কথাগুলির দোহাই দিলেও শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের মধ্যে তাঁহার

পতনাশঙ্কা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, আর সম্পূর্ণ বিকৃত শেষবাণীর মধ্যেও পুনঃ পুনঃ একজন ব্যক্তিকে সম্মান করিবার উক্তির নজিরের দ্বারা একদিকে যেমন তৎপ্রতি অসম্মানের আশঙ্কা, আর একদিকে সেই সম্মান কি পারমার্থিক সম্মান, অথবা যথাযোগ্য মনুষ্যোচিত সম্মান, সেই সন্দেহেরও অবকাশ থাকে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুতে জাতিবুদ্ধিকারী গুরুবর্গকেও তাঁহার যাবজ্জীবন যথাযোগ্য সম্মান, বৃত্তি-প্রদান ও কোন সময় তাহার দ্বারা চৈতন্য-মঠের ম্যানেজারী করাইয়াছিলেন। ম্যানেজার ও পারমার্থিক আচার্য্যের সম্মান, শাস্ত্র বা লৌকিক-বিধান কোন বিচারানুসারেই সমান হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের কএকদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ যে-দিন পুরী হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসেন, সেই দিবস প্রাতঃকালে হাওড়া ষ্টেশন হইতে আসিয়াই নীচের অফিস ঘরে বসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত হইতে এই কথাটি বলিয়াছিলেন,—নদীয়া জেলার কোন সুবিখ্যাত এক বৃহৎ জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজারের অবৈধ-আচার ও অনুপায়ে অর্থাদি আত্মসাৎ করিবার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ উক্ত জমিদার জানা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে কেন এতদিন ধরিয়া ম্যানেজার রাখিয়াছেন ও তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার (জমিদারের) মৃত্যুর পরেও যেন "যতদিন লাঠি ভর করিয়া উক্ত ম্যানেজার এষ্টেটের কার্য্য দেখিতে পারেন", ততদিন পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে ম্যানেজারিপদে বহাল রাখা হয় ও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়—এই প্রশ্নটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত জমিদারকে করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইরূপ প্রশ্নপত্রের উত্তর উক্ত ভূম্যধিকারী এইরূপভাবে দিয়াছিলেন,—"আপনি আমার যে ম্যানেজারের অবৈধ আচরণের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি সমস্তই জানি। তাহা জানা সত্ত্বেও সেইরূপ বিষয়-ধুরন্ধর লোক বর্ত্তমানে আর দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাকেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহাকে রাখিবার আর একটি প্রধান কারণ যে, সেই ব্যক্তি যথেষ্ট অর্থ আত্মসাৎ করিলেও আমার এষ্টেটকে এরূপভাবে ম্যানেজ করিয়া রাখিতে পারে—যাহাতে আমার আর্থিক ক্ষতির দ্বারা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই না অর্থাৎ প্রজাবৃন্দের নিকট হইতেই তিনি যাহা কিছু অর্থ নিজের জন্য গ্রহণ করেন, আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করেন না। এই গুণটুকু সমস্ত ম্যানেজারে পাওয়া যায় না, এজন্যই আমি তাঁহাকে বহুমানন করি। তাঁহাকে জানিতে দেই না যে, আমি তাঁহার ভিতরের সকল কথাই জানি। কিন্তু প্রজা-সাধারণ ও অন্যান্য লোক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। আপনার ন্যায় উপযুক্ত লোককে আমি এইরূপ ম্যানেজারি-কার্য্যে পাইতে আশা করিনা; কারণ, আপনি এরূপ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিবেন না। তবে আপনাকে যদি পাই,-তাহা হইলে আমি এরূপ ব্যক্তিকে কৌশলে যথাযোগ্য বৃত্তি ও সম্মান দিয়া বিদায় দিতে প্রস্তুত আছি। না পাইলে আমার জীবিতকালে এষ্টেটের বিশৃঙ্খলা শেষজীবনে দেখিয়া যাইতে চাহি না।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও অনেক ভূম্যধিকারীর এষ্টেটের ম্যানেজারের এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজের বিচার সেইদিন কএকজন ভক্তের নিকট কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাহারও অবৈধ-আচার শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নষ্ট করিতে পারিবে না। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ম্যানেজার-বিশেষ যদি মিলনের বাহ্যবপু লোকচক্ষে বর্ত্তমান রাখিয়া (যাহাকে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাসের ঘরের সহিত উপমা দিতেন) ও শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোন ক্ষতি না করিয়া অনেক অবৈধ-আচারও করেন, তথাপি অন্য কোন অধিক বিষয়বুদ্ধিযুক্ত ম্যানেজার না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ম্যানেজারি-পদে রাখাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলাবিষ্কার করিয়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে যদি পৃথক্ অন্যরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেন, কাহারও কাহারও প্রকৃত স্বরূপ কৌশলে প্রকাশ করিয়া দেন, বা উপযুক্ত অর্থ-বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় দেন, আর তাহা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত ইচ্ছা হইলে তাহাই বা রোধ করিবার আমাদের ক্ষমতা কি?

শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্যটী ম্যানেজারিমাত্রে আবদ্ধ নহে, তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীদ্বারা ম্যানেজমেণ্টকেও নিয়মিত করিয়াছেন; কিন্তু ম্যানেজমেণ্ট ভক্তিসিদ্ধান্তকে নিয়মিত

করিতে পারে না। যেমন শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"পরমার্থ সমাজকে নিয়মিত করিবে, সমাজ পরমার্থকে নিয়মিত করিবে না।" তদ্রূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—আচার্য্য-বাণী—'গৌড়ীয়'-বাণীই মিশনের ম্যানেজমেণ্টকে নিয়মিত করিয়া থাকে, ম্যানেজমেণ্ট ভক্তিসিদ্ধান্তকে নিয়মিত করিতে গেলে তাহা প্রেতপন্থা হইয়া দাঁড়ায়।

মিশনের সেক্রেটারী, চেয়ারম্যান প্রভৃতি আচার্য্য বা Spiritual Head বা মূল সভাপতির (পাত্ররাজের) দ্বারাই নিয়মিত হন; শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু সেক্রেটারী বা চেয়ারম্যান্ যদি Spiritual Head বা আচার্য্যের বিদ্বেষী হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদিগের সেই সকল পদ থাকিবে কিরূপে? স্বয়ং-সেক্রেটারী বা চেয়ারম্যান-নামধারী ব্যক্তি যদি স্ব-লেখনীতে, স্ব-মুখে আচার্য্যের পূর্ণানুগত্য স্বীকার করিয়া আবার একহাতে দুই লেখা, একমুখে দুই কথা বলিয়া বিদ্বেষী ও বিদ্রোহী হইয়া পড়েন, অর্থাৎ যেখানে বাক্যেরই সত্যতা নাই, তাহা হইলে সেখানে পরমার্থের কি আশা করা যাইতে পারে?

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীধর

## প্রশ্ন-প্রসঙ্গে

গত সংখ্যায় গৌড়ীয়ের সাময়িক প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর আলোচনামুখে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল সন্দেহ আধ্যক্ষিক জনসাধারণের চিত্তে স্বাভাবিক বলিয়া 'গৌড়ীয়ে' ও 'নদীয়াপ্রকাশে' বিভিন্নভাবে ইহার আলোচনা হইতেছে। যিনি মিশনের প্রচারকরূপে কোন কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছেন, তিনি স্বয়ংই যদি তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও রঙ্গিন্ জলভরা "সো বট্‌ল্" বলিতে পারেন, তখন তদ্দাসানুদাসগণের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিতে আপত্তি কি? সর্ব্বোচ্ছিষ্ট হলাহলে অনাভিলাষী ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু মিশনের অকপট সত্যানুরাগী শতকরা ৯৯ জন ত' বঞ্চিত হন নাই। কারণ, শ্রীল প্রভুপাদ সত্যানুরাগী শিষ্যগণের নিকট সময় সময় এই সকল "সো বট্‌ল্‌দের" যথার্থস্বরূপ জানাইয়া দিতেন এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলকামিগণকে সাবধান করিতেন। তবে যাঁহারা "সো বট্‌ল্‌এ" মুগ্ধ হইয়া সদ্বৈদ্যরাজ শ্রীলপ্রভুপাদের নিকট হইতে তিক্ত ঔষধ গ্রহণ করেন নাই, 'সো-বট্‌ল্‌এর' সাইন্‌বোর্ডেই আত্মহারা হইয়াছেন, বা সো-বট্‌ল্‌এর রঙ্গিন্ মিশ্রির পানা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিংবা বাহিরে শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত থাকিবার সাইনবোর্ড লাগাইয়া সো-বট্‌ল্‌দেরই প্রকৃত ভাবক ছিলেন, তাঁহারা চিরকালই বঞ্চিত আছেন ও হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ "যেন তেন-প্রকারেণ" হরিসেবার "রসদ সংগ্রহ" করাইয়া জগতের লোককে অন্ততঃ অত্যন্ত পাপ ও অপরাধজনক কার্য্যে নিযুক্ত অর্থ ও স্বার্থ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ভূতক পাঠক, গায়ক, কথক প্রভৃতির সহিত সো-বট্‌ল্‌দের পার্থক্য এই ছিল যে, ভূতক পাঠকাদি লোকোত্তর আচার্য্যের আনুগত্যে কোন কার্য্য করেন না কেবল নিজেদের পেট ও প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। অপর ভূতক পাঠক কথকগণের আহৃত রসদ হরিসেবায় লাগে না। "সো-বট্‌ল্‌গণ" যখন ব্রহ্মশক্তির নিয়ামকত্বে কার্য্য করিতেছিল, তখন তাহাদের কথঞ্চিৎ মূল্য ছিল, পরে উহারা যখন দাম্ভিক হইয়া কেনোপনিষদের অগ্নি, বায়ু, বরুণাদির ন্যায় নিজের নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন ব্রহ্ম নিজ-শক্তি অপহরণ করিলেন। যে ঔষধালয়ে প্রকৃত ঔষধ-প্রদানকারী সদ্বৈদ্যের নিতান্ত অস্বীকৃত হইল, সো-বট্‌ল্‌এর সংখ্যাধিক্য (majority) বা অহমিকার সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইল, সেখানে ঐসকল 'সো বট্‌ল্' ভূতক পাঠকাদি হইতেও অধিকতর জগজ্জালকর হইয়া পড়িল।

প্রশ্নকারীর আর একটি প্রশ্ন এই যে, "কোন মোক্ষধর্ম্ম উপলক্ষে আইনের বিধান-মত পূর্ব্বাশ্রমের জাতির উল্লেখে গুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি কিরূপে হয়? শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ প্রভৃতিকে "নীচজাতি" বা 'শূদ্র' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুকে "দ্বিজকুলাধিরাজ" বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে।

আইনের বিধান-মত বা প্রাকৃত সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলে অমুক-কুলোদ্ভূত এইমাত্র বলা যাইতে পারে ; কিন্তু যখন শ্রীল প্রভুপাদের অপর শিষ্যগণ "শ্রীল "প্রভুপাদ শূদ্র নহেন"—এই বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন, তখন কি করিয়া কু—বাবুর প্ররোচিত দল বলিলেন, "আমরা উহার প্রতিবাদ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, তিনি ( শ্রীল প্রভুপাদ ) শূদ্র ছিলেন—শূদ্র ছিলেন—শূদ্র ছিলেন ! ! !"

গত ২২।৭।৩৭ তারিখে নদীয়া জজ আদালতে কুঞ্জবাবু শপথ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"**That the deceased was a Kayastha (Sudra) by caste**" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি জাতিতে কায়স্থ (শূদ্র) ছিলেন।

"I say that **it is false to say** that Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati **was not a Sudra** I say that he was a Kayastha (Sudra)." ( Affidavit of Haribinode in the Highcourt in the motion case against the order of Krishnagar Judge dated 30-7-37.

কুঞ্জবাবু তাঁহার ২৮।৭।৩৭ তারিখের এফিডেবিটে উক্ত হরিবিনোদের কথায় পোষকতা করিয়া শপথ করিয়াছেন—"I also ratify and **confirm** the statement contained in the affidavit in reply affirmed by the said Haribinode Das Adhikary on 30-7-37 and the facts therein affirmed are true to my knowledge." অর্থাৎ আমি হরিবিনোদ দাসাধিকারীর ৩০।৭।৩৭ তারিখের উত্তর স্বরূপ সত্যপাঠের উক্তিসকল স্বীকার ও সমর্থন করি এবং তাহাতে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমার জানমতে সত্য।

"I deny that he has been deliberately described as Sudra. **I reiterate that he was a Sudra** I say that the deceased though a **Vaishnab sanyasi at his death was Sudra by caste**. I reiterate that he was Kayastha by caste and as such a Sudra by birth and I deny that Kayastha belongs to the twice-born class as falsely alleged." (Affidavit of P. Vidyaratna (?) at Calcutta 21st July 1937)

হরিবিনোদ দাসাধিকারী বিনি যে, কি ছি, কোম্পানির আম্-মোক্তার কুঞ্জবাবুর ঘাতক ও মূক ভারতীয় কর্ম্মচারী, তিনি কৃষ্ণনগর কোর্টে শ্রীল প্রভুপাদ শূদ্র নহেন, ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন,—

"আমি বলি যে, **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শূদ্র নহেন, এই কথা মিথ্যা, আমি পুনরায় বলি যে, তিনি কায়স্থ জাতি ও শূদ্র।**"

সত্যপাঠ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য যাবতীয় শিষ্যগণের বিরুদ্ধে অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ যে শূদ্র নহেন, এই বিচারের বিরুদ্ধে পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (?) ২১শে জুলাই (১৯৩৭) হাইকোর্টে এফিডেবিটে বলিতেছেন—

"তিনি (শ্রীল প্রভুপাদ) যে শূদ্র, ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্ণন করা হইয়াছে—আমি ইহা অস্বীকার করি। **আমি পুনঃ পুনঃ বলি যে, তিনি শূদ্র ছিলেন, আমি বলি যে, সেই মৃত (!!) ব্যক্তি যদিও তাঁহার মৃত্যুকালে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি জাতিতে শূদ্র ছিলেন।** আমি পুনরুক্তি করিয়া বলি যে, তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং **সেই হেতু** জন্মগত শূদ্র ছিলেন এবং আমি অস্বীকার করি যে, তিনি দ্বিজকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং ইহা মিথ্যা করিয়া বলা হইয়াছে।" ("তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং"—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর এই বাক্যানুসারে বৈ ব-শ্রেষ্ঠ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে স্বাভাবিক দ্বিজ-চিহ্ন-সহ অবতীর্ণ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে দ্বিজকুলে অবতীর্ণ এইমাত্র বলা যাইতে পারে ; শূদ্রজাতি বলা দূরে থাকুক, শূদ্রকুলে উদ্ভূতও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইহা দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—উভয়েরই শ্রীচরণে অপরাধ হয়। )

আবার কুঞ্জবাবুর আর একটি চাল হইতেছে—গৌড়ীয়-মঠে 'রিসিভার' নিয়োগ করার চেষ্টা ! অপদার্থাদ্ধ হইয়া মানুষ না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের ইহা একটি সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত বটে ! জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত সেবা-প্রতিষ্ঠান-টিকে এই প্রকার হীনমর্য্যাদ করিবার চেষ্টা গুরুদ্রোহের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন সন্দেহ নাই !

এই রিসিভার নিয়োগ-অস্ত হাইকোর্টে গত ১৩।৮।৩৭ তারিখের সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে ১ দফাতে কুঞ্জবাবু শপথপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে,—"The deceased who was during his life time and at the time of his

death a Hindu governed by the Bengal School of law and a kayastha (sudra) by caste."

—"মৃত ব্যক্তি তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালে বঙ্গদেশীয় আইনে পরিচালিত হিন্দু ছিলেন এবং জাতিতে কায়স্থ (শূদ্র) ছিলেন। বন্ধনীর ভিতর শূদ্র-শব্দগুলি কু—বাবুর।

ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কুণ্ডবাবু পুনরায় ২৩।৮।৩৭ তারিখে হাইকোর্টের এফিডেবিটের ৩৩ ধারাতে বলিয়াছেন "I reiterate that the deceased was a kayastha governed by Bengal School of Hindu law and was a sudra who became Vaisnab ascetic."

—"আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে মৃতব্যক্তি হিন্দু আইনের বঙ্গীয় স্কুল দ্বারা শাসিত কায়স্থ ছিলেন এবং তিনি শূদ্র ছিলেন ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।"

কুণ্ডবাবু অধুনা "আমার বক্তব্য" নামক পুস্তিকা ছাপাইয়া চারিদিকে ছড়াইতেছেন। এই পুস্তিকাতে কুণ্ডবাবু প্রকাশ করিয়াছেন, "আমি ধর্ম্মাধিকরণে আমার এফিডেবিটে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে, "He is Vaisnava God incarnate to whom absolute submission is due" অর্থাৎ তিনি-আশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্‌বিগ্রহ, যাঁহার পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগতি বিধেয়। কুণ্ডবাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি তাঁহার হাইকোর্টের কোনও দরখাস্তে বা এফিডেবিটে ঐরূপ উক্তি করেন নাই। ২৩।৮।৩৭ তারিখের এফিডেবিট যাহা তাঁহার সর্ব্বশেষ উক্তি, তাহা দেখিলেই প্রকৃত বিষয়টি বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।

সাধারণের নিকট সত্যের অপলাপ করিয়া ভাল মানুষ সাজিতে গেলে প্রথম মুখে যাহারা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহা যেন সেই সত্য অপলাপকারীর মনে থাকে—"গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।" সত্যের চাপ আপনি বাজে। ময়ূরপুচ্ছাবৃত বায়স ময়ূর-সমাজে কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বলিয়াছিলেন,—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো," তখন কি তাঁহার শিষ্যগণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন? কিন্তু এখানে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যাভিমানগণ কত বড় পাষণ্ডতা করিয়াছে—যাহা বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাসে কোন দিন হয় নাই। কু—বাবুর দলের যারা আইনের বিধান-মত গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রমের কুলমাত্র উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু যে গুরুদেব প্রাকৃত সহজিয়া ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সমাজের গুরু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপনোদনের জন্য গগন গগন চিৎরক্ত জল করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত প্রচারিত সিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সেই অপ্রাকৃত জগদ্‌গুরুকে—পরমগুরুকে—পরাৎপরগুরুকে 'শূদ্র' বলা ঠিক হয় নাই, ইহা বলিলে কু—বাবু ও তাহার দল আবার প্রতিবাদ করিবার সুযোগ চরম পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছে!!! ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নজির দেখাইয়া ঢাকা যাইবে না। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ঠাকুর হরিদাস যবন বলেন,—ইহার প্রতিবাদ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, বরং 'যবন হরিদাস' এই বহির্ম্মুখ লৌকিক কথাটি প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন,—

এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ।
**যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।**
**জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি' মরে॥**
প্রহ্লাদ বেহেন দৈত্য, কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচজাতি নাম॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১০১, ১০২, ১১১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই সিদ্ধান্তকে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসদেবের বাক্যদ্বারা গৌড়ীয়-ভাষ্যে সমর্থন করিয়াছেন,—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
**বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥**

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

উপরি-উক্ত শাস্ত্র-বাক্যে 'শূদ্র' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা জাতিসামান্যবাদ নিষেধ করা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্র যবন-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবে—যবন-বুদ্ধি, প্রহ্লাদে—দৈত্য-বুদ্ধি,

হনুমানে—বানর-বুদ্ধি, চরণামৃতে বা গঙ্গায়—জলবুদ্ধি, তুলসীতে—বৃক্ষবুদ্ধি প্রভৃতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু কু-বাবু ও তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণ অমুক-কুলোদ্ভূত বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, গুরুতে পুনঃ পুনঃ মনুষ্যবুদ্ধি ও তৎসঙ্গে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বিচার ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার স্বতন্ত্র। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার নিরাস করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের অবতার। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বিদ্ধ-স্মার্ত্ত-বিচার-সম্পন্ন। তাঁহারা বৈষ্ণব গুরুনামধারিগণের নিকট দীক্ষিত হইবার পরেও পূর্ব্বের নাম ও গোত্রেই পরিচিত থাকেন, যথা অমুক সাহা, অমুক গুহ, অমুক দত্ত, অমুক সেন, অমুক ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি। তাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষার যথাবিহিত সংস্কারাদিও গ্রহণ করেন না; কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর গুরু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপনোদনের জন্য যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পর শাস্ত্রোক্ত সংস্কার প্রদান করেন। তখন আর অমুক সাহা, অমুক দত্ত, অমুক ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি নাম থাকে না; তখন তাঁহার কৃষ্ণদাস-সূচক নাম বা তৃতীয় সংস্কার লাভ হয়। গায়ত্রী মাতা ও আচার্য্য পিতা হন। মন্ত্রবীর্য্যে দীক্ষিত ব্যক্তির জন্ম হয়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এই বিচার জানেন না, কাজেই তাঁহারা মনে করেন, গুরুকে শূদ্র মনে করিলে গুরুতে জাতিবুদ্ধি হয় না, "কেবল আমি উচ্চ জাতি, তিনি নীচজাতি"—ইহা বলিলেই জাতিবুদ্ধি হয়! আমাদের শ্রীগুরুদেব বলেন,—"যিনি **বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি** করেন, তিনি **নরকে আছেন**। গোস্বামি-মতে বৈষ্ণবের যোষিৎসঙ্গজ জাতির মাহাত্ম্য কিছুমাত্র নাই। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় অসভ্য।

—( প্রতীপ-গ্রিজনাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৯ পৃষ্ঠা )

• • নন্দী উচ্চতর বংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দে জাতিবুদ্ধি করিয়াছিল। কলিকাতার ডাক্তার • • মিত্র ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত না হইয়াও মহাপ্রভুকে জাতিবুদ্ধি ও মর্ত্যবুদ্ধি করিয়াছিল। অভিবাড়ী রূপ কবিরাজ শিষ্যকুল হইয়াও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে জাতিবুদ্ধি করিয়াছিল। অনেক নিম্নোত্তমকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বা কাথস্থকুলোদ্ভূত ব্যক্তি কেহ কেহ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুকে তাঁহাদের স্বজাতির গৌরব মনে করিয়া থাকেন, সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভূত কেহ কেহ উদ্ধারণ ঠাকুরকে স্বজাতি মনে করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়কে ইহা বুঝাইবার জন্যই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বৈষ বর্ণাশ্রম-সংস্থাপনের চেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখকের ৬ষ্ঠ প্রশ্নের জন্যও তাঁহার কোন দোষ নাই, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অজ্ঞতাই অপরাধী। শ্রীল প্রভুপাদ, "ত্রিকালজ্ঞ ও দিব্যদর্শী হইয়াও" কিরূপে নিরর্থক উপাধি-সমূহ প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহার প্রশ্ন। উপাধি- ও গৌরাশীর্ব্বাদ দুইটী পৃথক্ বস্তু। কোন মহাপুরুষ যদি কাহাকেও "তুমি কৃষ্ণদাস, তোমার কৃষ্ণে মতি হউক"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, আর স্বতন্ত্র জীব যদি তাহার অপব্যবহার করে, তবে সেই দোষ কি মহাপুরুষের মহা-বদান্যতার,—না জীবের স্বতন্ত্রতার? যাঁহার সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিলেন,—

> কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
> যারে সঙ্গে লইয়া বৈসে দক্ষিণ গমন॥
>
> —( চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৪৫ )

আবার যাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন,—

> বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি অধিকারী।
> মথুরা গমনে প্রভুর যেহ ব্রহ্মচারী॥
>
> —( চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৪৬ )

তাঁহাদের উপাধি কি কম? সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর সঙ্গী ও সেবক—ইহা অপেক্ষা আর বড় উপাধি কি?—কৃষ্ণদাস অপেক্ষা আর বড় উপাধি কি আছে? "কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।"—( চৈঃ চঃ মঃ ১২। ৮২ )। মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে তাঁহার সঙ্গী বলিয়া "সমান গৌরবের আবেষ্টনীতে জড়াইয়া" রাখা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইলেন! বলভদ্র "ভক্তি অধিকারী" হইয়াও মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবা ছাড়িয়া কালীয়দহে গণবাসের কল্পিত কৃষ্ণ দেখিবার অভিলাষে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ দেখাইলেন। প্রেমকল্পতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কি ত্রিকালজ্ঞ দিব্যদর্শী ছিলেন না যে, তিনি রামচন্দ্রপুরীকে সন্ন্যাস, দণ্ড,

যন্ত্র ও 'পুরী' নামে ("উপাধিতে") বিভূষিত করিলেন? যে ব্যক্তি গুরুদ্রোহ, গুরুর অপ্রকটকালে গুরুর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গুরুদ্বারা পরিত্যক্ত হইবে, মহাপ্রভুর নিন্দা করিবে, তাহাকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ দিব্যদর্শী আচার্য্য কেনই বা শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন? কেনই বা পবিত্রতম পুরী উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন? "মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসের যদি পতন হইতে পারে, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দ্বারা 'পুরী' উপাধি ও সন্ন্যাস-প্রাপ্ত রামচন্দ্রপুরীর যদি গুরুদ্রোহ, মহাপ্রভু-বিদ্বেষ ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, তবে মহাপ্রভুর অন্যান্য সঙ্গী যথা স্বরূপ-দামোদরাদি বা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর পুরী-উপাধি-বিশিষ্ট অন্যান্য শিষ্য যথা ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির যে পতন হইবে না, ইহার প্রমাণ কি আছে?"—এরূপ প্রশ্ন আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে সেবোন্মুখতারই নিত্য আদর। যাহারা সর্ব্বদা অন্যাভিলাষরহিত হইয়া ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সেবোন্মুখ থাকিবেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের নিত্যাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। জীবমাত্রেরই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের যোগ্যতা আছে দেখিয়া বৈষ্ণব-মাত্রকে পতনোন্মুখ মনে করিলে নিজের কোন্ দিন মঙ্গল হইবে না। যাহাতে যখন পতনোন্মুখতা দৃষ্ট হইবে, প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যখন ঐরূপ পতিত ও স্বতন্ত্র ব্যক্তির সঙ্গ আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে বলিবেন, তখনই আমরা আত্মমঙ্গলার্থ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিব।

প্রশ্নকারীর ৮ম প্রশ্ন এই যে, কেবল এক গুরুর কাছে সকলকে দীক্ষা-শিক্ষা নিতে হইবে,—এমন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত আছে কি? যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশ্নকারী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য মহাগুরুবাদই স্বীকার করেন না; তাঁহারা সিমাইটস্ বা এক শ্রেণীর শোভিয়েটগণের ন্যায় সদ্‌গুরু বা বৈষ্ণব-আচার্য্যও পদিনসীন মহান্ত—ইহা মনে করেন এবং পারমার্থিক নিয়ামক বা আচার্য্য ব্যতীতও ভক্তির প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে—এরূপ কল্পনা করেন, বা লোক ভোগা দিবার জন্য মনে মনে পুরোহিত-শ্রেণীর আচার্য্য-নামধারী লোকবঞ্চক বা 'সোবট্‌স্' থাকিতে পারে—এরূপ মতবাদ, মনে হয়, স্বীকার করেন। প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজেও ঐরূপ "যার যার গুরু, তার তার কাছে" বিচারে বহু লোক-বঞ্চক-গুরুবাদ প্রচলিত আছে; অর্থাৎ "চুপ্ চাম্‌ড়ি চুপ্" নীতি হইতে এই "যার যার গুরু, তার তার কাছে" নীতিরূপ এক প্রাকৃত-সহজিয়া বহুগুরুবাদ প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল বহুগুরু সকলেই অযোগ্য লৌকিক, লৌকিক বা সামাজিক গুরুবিশেষ, কিংবা অন্যাভিলাষি-গুরু, কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানি-গুরু, যোগি-গুরু, আউল-গুরু, বাউল গুরু, কর্ত্তাভজা-গুরু, নেড়া-গুরু, দরবেশ-গুরু, সাঁই-গুরু, সখীভেকী-গুরু, স্মার্ত্ত-গুরু, লৌকিক গোঁসাই-গুরু ইত্যাদি।

তবে যে গোস্বামিগণের সময় বা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময় ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বিচার ও সিদ্ধান্ত একই তাৎপর্য্যে ঐকতানে গ্রথিত। যেখানে একজন গুরুদেবকে 'মূঢ়' বলা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তবিরোধ বা অপরাধ মনে করেন না, আর একজন উহাকে ভীষণতম অমার্জ্জনীয় পাষণ্ডতা বলেন; যেখানে একজন দীক্ষার পরে সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ একান্ত আবশ্যক, আর একজন উহা অনাবশ্যক বা ভক্তির বিরোধী বিচার করেন, সেখানে উভয়েরই সিদ্ধান্ত একই সূত্রে গ্রথিত কিরূপে বলা যাইবে? বিরোচন ও ইন্দ্রের সিদ্ধান্ত যখন এক নহে, তখন ব্রহ্মার শিষ্যাভিমান নিবন্ধন উভয়ের আচার্য্যত্ব ও গুরুত্ব একই তাৎপর্য্যপর কিরূপে বলা যাইবে? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অন্যান্য বহু শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ গুরুর কার্য্যও করিতেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের আচার্য্যত্ব স্বীকার করেন নাই কেন? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্ত যাঁহারা প্রকৃতভাবে গ্রহণ করেন নাই, অথচ মুখে যাঁহারা আপনাদিগকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শিষ্য' বলিয়াছেন—'সঙ্গী' বলিয়াছেন—'সেবক' বলিয়াছেন, তাঁহারা কি করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলাকালে শ্রীযুক্ত ভারতী, নেমি প্রভৃতি কতিপয় শিষ্যক্রব কোন কোন মঠস্থ ও গৃহস্থ ব্যক্তিকে হরিনাম (?) দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐরূপ যে-সকল ব্যক্তির কথা প্রভুপাদের গোচরীভূত হইয়াছে ও যাহারা প্রকৃত সত্যানুরাগী, তাহাদিগকে পুনরায় হরিনাম প্রদান, এমন কি, ঐ সকল শিষ্যক্রবের জপা তুলসী মালিকা জলে ভাসাইয়া দিয়া অন্য তুলসীর মালায় শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং পুনরায় শ্রীনাম জপ করিয়া তাহাদিগকে দিয়াছেন।*

* ইহার আধিক্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।

উপসংহারে প্রবন্ধকর্ত্তা পারমার্থিক ভ্রাতৃবিরোধের ফলে হিন্দুজাতির গৌরবের প্রতিষ্ঠানটী ধ্বংস না করিবার জন্য বেরূপে নরমে গরমে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সাধু বটে; তবে ছুঁৎমার্গ বর্জ্জন কথাটি বিরোধ বা ঝগড়া নহে। "তুম্‌ভি চুপ্ হাম্‌ভি চুপ্"—নীতি সম্বল করিয়া ভক্তি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভক্তির আগাছাগুলিকে অন্তরে অন্তরে পল্লবিত করিতে দিলে প্রতিষ্ঠানের বাহ্য বপুর ধ্বংস অনিবার্য্য। আর যদি প্রকৃত সত্য, অপ্রাতিলাষধীনতা, নিষ্কপটতা, নির্ম্মৎসরতা, সুনির্ম্মলতা ও কৃষ্ণৈকশরণতা প্রতিষ্ঠানের একটি লোকের মধ্যেও থাকে, তবেই প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব হইবে কতকগুলি দালান কোঠা থাকিল, বাহিরে বহ্বাড়ম্বর থাকিল, কিন্তু প্রকৃত প্রাণবন্ত মহাপুরুষ নাই, আদর্শ নিয়ামক নাই, বা আদর্শ নিয়ামককে প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠায় প্রলুব্ধ জীববিশেষ জ্ঞান—এই উভয় মতবাদই নাস্তিকতা। যাঁহারা বাহির হইতে উপদেশক সাজিতে চাহেন, বা যাঁহারা কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত সাহজিক আধারে স্থাপন করিয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহারা গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের অসৎসঙ্গ বর্জ্জনকে ভুলচক্ষে দেখিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন কোন শিষ্যব্রুবের সম্প্রদায়ের সহিত সিদ্ধান্তে ও আচার-বিচারে এক মত হইতে না পারায় ঐরূপ আপাত পারমার্থিক-ভ্রাতৃবিরোধ করিয়াও অনেক সত্যাগ্রহীকে বাস্তবসত্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমতগণ।
পাছে দুই মত হইল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈবপরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার॥

(চৈঃ চঃ আ ১২।৮-১০)

—প্রভৃতি বাক্যে আপাত পারমার্থিক-ভ্রাতৃ-বিরোধের কথা বলিয়া জীবকে ছুঁৎমার্গ-বর্জ্জন ও আচার্য্যানুগত্য শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যসম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডগণকে অদ্বৈত প্রভুর নিত্য ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা অদ্বৈতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতাবশে অদ্বৈত-প্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈত প্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যাভ্রবগণকে নিজ-ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত মঃ ২৪শ অঃ ১৮ সংখ্যার গৌড়ীয়ভাষ্য)

---

# কলিকাতায় শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বিরাট্ সম্বর্দ্ধনা

গত ৬ই অক্টোবর (১৯৩৭) বুধবার প্রাতে মাদ্রাজ-মেলে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধত্বে আকৃষ্ট হিঃ ভক্তিষ্ট এইচ বার্ক্লেট নামক অনেক সম্ভ্রান্ত অষ্ট্রেলিয়াবাসী সজ্জন-সমভিব্যাহারে লণ্ডনে স্বয়মাবির্ভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-সহ লণ্ডন হইতে কলম্বো, মাদ্রাজ, কম্বুর, পুরী, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর ও কটক হইয়া প্রায় একবৎসর পরে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় শুভপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ-সহ গোস্বামি-প্রভুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিরাট্ আয়োজন হয়। হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মে একটি অভ্যর্থনা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত-সজ্জন ষ্টেসনে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নাটোরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ রায় মহোদয় (মহারাজের ভক্তিমতী জননী দেবী মহারাণী মহোদয়া ও মহারাজকুমার শ্রীমান্ জয়ন্তকুমার রায় মহোদয়ও শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ ও গোস্বামিপাদের দর্শন-লাভার্থী হইয়া কৃপাপূর্ব্বক ষ্টেসনে গিয়াছিলেন), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সকলনারায়ণ শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

জমিদার শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ও শিবপ্রসন্ন ঘোষ (বীডন্‌ষ্ট্রীট), শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বৃন্দাবন পাল লেন), মিঃ বি, এম দাস সলিসিটর, জমিদার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র নাথ বসু ( কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ), ডাঃ কে কে হাজারী, ব্যাঙ্কভোকেট মিঃ এস্ এন রায় চৌধুরী (হেষ্টান রোড), মিঃ এন সি রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর এ, টি ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক ব্যাঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক (পাথুরিয়া ঘাটা), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সরোজমোহন বসু (দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, সেক্রেটারী নারীমঙ্গল সমিতি). মিঃ এম্ কে রায় জমিদার (বীডনষ্ট্রীট) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি নাম উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠাধ্বী শ্রীপাদ সচীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় এবং প্রবীণ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দিব্যসূরি ভট্টাচার্য্য, শ্রীপাদ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য বহু মঠবাসী ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দসহ স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া ষ্টেসন প্লাটফর্ম (৭নং) পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতার বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দু সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণে পরিপূরিত ছিল। প্লাটফর্ম্মের পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ী থাকিবার রাস্তা (cab road) সুসজ্জিত মোটরকারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবামাত্র মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ ঘণ্টা ও পাশ্চাত্য ঐকতান বাদ্যসহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের জয়-জয়ধ্বনিতে সমস্ত ষ্টেসন মুখরিত হইয়া উঠে। ট্রেণ থামিলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে পণ্ডিত সকলনারায়ণ শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীবিগ্রহকে এবং মাটোরের ভূম্যধিকারীগণোজ্জ্বলকারী মহারাজ বাহাদুর প্রমুখ সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ গোস্বামিপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া ষ্টেসন-প্লাটফর্ম্মস্থিত সভাস্থলে লইয়া আসেন। কুরুরবুদগৌরব শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিমৈরেয় ভক্তিপ্রাপ্তী প্রভু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক স্বহস্তে প্রদত্ত গোবর্দ্ধন, গোমতী ও গণ্ডকী শিলা-সহ শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহের সিংহাসন ক্রোড়ে করিয়া রাখেন। গোস্বামিপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেব, মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও অন্যান্য সেবকবৃন্দ এবং সমবেত সজ্জনবৃন্দের প্রতি সদৈন্যে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রত্যভিবন্দন জ্ঞাপন করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব সচন্দনগন্ধপুষ্পতুলসী ও মাল্যাদি-দ্বারা শ্রীবিগ্রহসাদপদ্মের যথাবিধি পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক অনেক স্তবস্তুতি করিয়া গোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গীয় অষ্ট্রেলিয়াবাসী সজ্জন মহোদয়কে ভগবৎপ্রসাদী পুষ্প-চন্দনাদি-দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মঠের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ-সহ সমস্বরে আম্নায়-পারম্পর্য্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণের বন্দনা-গীতি গান করিয়া শ্রীভগবান্ ও তাঁহার সেবক-প্রবরকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। পণ্ডিত সকল-নারায়ণ শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীবিগ্রহকে পুষ্পমালা-দ্বারা পূজা করিয়া বহু স্তবস্তুতি করেন এবং শ্রীবিগ্রহ-বাহক গোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গীকেও পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। মাটোরের মহারাজ বাহাদুরও শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার সেবক-প্রবরের প্রতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সমবেত সজ্জনবৃন্দও পুষ্পমাল্যাদি সহ শ্রীবিগ্রহ, তৎসেবক ও নবাগত অষ্ট্রেলিয়াবাসী ভদ্রমহোদয়ের প্রতি যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে একটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়। গোস্বামী প্রভু সমবেত সুধীসজ্জনবৃন্দকে প্রত্যভিবাদন-জ্ঞাপন-মুখে সাদর-সম্ভাষণাদি করেন এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসী সজ্জন মহোদয়কে সকলের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা পরিচালনের ব্যবস্থা হইল। শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীবিগ্রহ বক্ষে ধারণ করিয়া কার্ রোডে আসিলেন। এই সময় শ্রীবিগ্রহ-সহ গোস্বামীজীর আর একটি আলোকচিত্র

সওয়া হয়। কএকখানি লরী উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মিঃ পি পালুলী মহোদয়ের নিউথোয়ুদারে মেসার্স কালী ফিল্ম কোম্পানীর সৌজন্যে যে লরীখানি শ্রীবিগ্রহের বাহক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, সেই লরীখানি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। উহার উপরে অতিসুন্দর কারুকার্য-খচিত শ্রীমন্দির এবং তন্মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সিংহাসন রচিত হইয়াছিল। এই সিংহাসনোপরি শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন সংস্থাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহকে পত্র-পুষ্প-বস্ত্র-গন্ধ-মালা পতাকাদি-দ্বারা ভূষিত করা হইল। চামরব্যজন ও ধূপধূনার গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহ হরিধ্বনি দিগ্বিদিক পূর্ণ হইয়া এক গোলোক-মহিমার উদয় হইল। শ্রীবিগ্রহ ও তৎসেবক-প্রবরের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে প্রথমে শঙ্খ, ঘণ্টা, জয়ঢাক, ব্যাণ্ড ও ব্যাগ-পাইপের লরী সকল, তৎপশ্চাৎ শ্রীভাগবদ্ভাগবত-জয়সঙ্কীর্ত্তনকারি ভক্ত-বৃন্দের লরী, তৎপশ্চাৎ শ্রীবিগ্রহের রথ (তদুপরি লরী, সম্মুখ-ভাগে ঘণ্টা, শঙ্খ, কাঁসর প্রভৃতি), তৎপশ্চাৎ শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মল্লিক মহোদয়ের Rolls Royce মোটরে গোস্বামিপ্রভু-সহ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ও আষ্ট্রেলিয়াবাসী অতিথি এবং তৎপশ্চাৎ অন্যান্য শত শত মোটর ছিল। সমস্ত মোটরেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিজয়বৈজয়ন্তী সুশোভিত ছিল। শোভাযাত্রা পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯টার সময় হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করেন। হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া প্রায় ১১টায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করেন। ষ্টেশনের রেলওয়ে ষ্টাফ্, পুলিশের সাহায্যে বিপুল জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সমস্ত পথেই বিশেষতঃ বড়বাজারে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থিগণের আগ্রহাতিশয্য অতীব আনন্দপ্রদ। মাড়োয়ারী ও অন্যান্য হিন্দুগণ বিবিধ উপায়ন দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজা বিধান করেন। দর্শনার্থী জনতার আগ্রহে এক এক স্থানে অনেকক্ষণ ধরিয়া শোভাযাত্রা থামাইতে হইয়াছিল। এত বড় ও এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাত্রা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ গৃহ হইতে শ্রীবিগ্রহের বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়ের পরে আর হয় নাই। সমস্ত পথেই অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিয়াছে। কীর্ত্তনকারি ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে নীলাচল হইতে সুদূরাচল বা কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার লীলাস্মরণ-মুখে তদুচিত আখর-সংযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলেন। শ্রীবিগ্রহের রথ গৌড়ীয়মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন বক্ষে ধারণপূর্ব্বক বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে লইয়া গিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মাশ্রিতবরের সিংহাসনোপরি সংস্থাপন করেন। শ্রীবিগ্রহের ষোড়শোপচারে পূজা হইতে থাকিল। এদিকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে একটি সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন এবং যাঁহারা শোভাযাত্রার সাফল্য সম্পাদনে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, এবং গোস্বামি-জীকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ষ্টেশনে ও মঠে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সন্ধ্যায় বিশেষ অধিবেশনের সংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করিয়া গোস্বামীজীর সহিত আলাপাদি করিতে থাকেন।

শ্রীযুক্ত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সম্বর্দ্ধনার্থ কলিকাতা নগরীর বহু সজ্জন তাঁহাদের মোটরযান প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে কএকজন সজ্জনের নাম উদ্ধৃত হইল। তাঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

সার ইষ্ট, এন, ব্রহ্মচারী; শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক; পলিসিটার মিঃ এম, এন, মিত্র; ডাঃ কে, কে, হাজারী; শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ সাঁথালিয়া; মিঃ রাধাকিষণ চামারিয়া; মিঃ বি, এম, দাস; নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়; মিঃ কিতীশচন্দ্র ঘোষ; রায় বাহাদুর কে, সি, সেন; রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ; মিঃ এম, আর, সরকার; মিঃ আর, এন, সরকার; মিঃ আর, টি, চৌধুরি; মেসার্স বাইরন এণ্ড কোম্পানি; মিঃ তপেন্দ্র মিত্র; মিঃ এস, সি, রায় ইত্যাদি।

সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে একটি বিদ্বজ্জনসমিতা মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনবর্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ শ্রীসত্যকুমার দাস, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস

সিদ্ধান্ত-বাগীশ, এ্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত পতিতপাবন চট্টোপাধ্যায়; ডাঃ রেবুপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-বি; পলিসিটার গিরিন্দ্রনাথ মিত্র; রাজা বাহাদুর রাজেশ্বর নাথ নাথনি.; টি, পি, ঘোষ জমিদার; রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া-রাজ); পণ্ডিত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী; কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক; পলিসিটার ভুবনমোহন দাস; অধ্যাপক জয়গোপাল বাগচি; অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু; পলিসিটার মথুরানাথ মিত্র; রায় বাহাদুর মন্তোরাম তাপুরিয়া; রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনাথ দাস ডাক্তার; শ্রীযুক্ত সুধাংশু গুহ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুহ; শ্রীযুক্ত রমণক ঘোষ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র গোস্বামী; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি উকিলদ্বয়; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস; শ্রীযুক্ত গৌরহরি দত্ত; শ্রীযুক্ত বিহারি লাল মজুমদার; শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চাটার্জ্জি; শ্রীযুক্ত কিশোরিমোহন বাগচি; শ্রীযুক্ত গোপালগোবিন্দ দাস; শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ শীল; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ গাঙ্গুলী; শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গুহ; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সুধর্ম্মবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ ইত্যাদি।

সদ্রান্ত জমিদার মিঃ টি, পি, ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বাঁশবেড়িয়া রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সমর্থনে স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ বেদান্তরত্ন মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ল আচার্য্যদেবের আসনও মঞ্চোপরি সভাপতি মহোদয়ের পার্শ্বেই সংরক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতি মহোদয়কে সভাপতির আসনে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সন্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভু সভাপতির এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালা ভূষিত করেন। অতঃপর সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার স্তোত্রপাঠকর্ত্তা সম্পাদনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্তুতি-আশীর্ব্বাদ-সূচক শ্লোক পাঠ-দ্বারা শ্রীবিগ্রহপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি নিবেদন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু মিঃ ডব্লিউ, এইচ, বার্কেট মহোদয়কে পুষ্পমালা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব ভগবৎ-প্রসাদীচন্দন ও নির্ম্মালা দ্বারা শ্রীল গোস্বামিপ্রভু ও মিঃ বার্কেট মহোদয়কে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি ভবিস্তদ্বাণী কীর্ত্তনমুখে গোস্বামি-প্রভু ও মিঃ বার্কেট মহোদয়কে সাদর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ইংরাজী অভিনন্দন পত্র, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ঐ বাংলা, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ তীর্থ ঐ সংস্কৃত এবং ঘাটশিলা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র মহোদয় কলিকাতা নগরবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত বাংলা অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় সংস্কৃত ভাষায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বঙ্গ-ভাষায় বক্তৃতা-মুখে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও মিঃ বার্কেট ইংরাজী ভাষায় প্রত্যভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় গয়া হইতে তার-যোগে প্রাপ্ত একটি অভিনন্দন পাঠ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ-মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে লৌকিক সংশয়াদি খণ্ডনপূর্ব্বক শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট গোপালজীর প্রাকট্য-সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ-প্রভুর অলৌকিকভাবে শ্রীমূর্ত্তিপ্রাপ্তি-সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেরিত সাইমনাইণ্ডিস্ নামক একজন এসিরিয়-লজিষ্টের এসিরিয়ার একটি দেবমূর্ত্তি-প্রাপ্তি-সম্বন্ধীয় সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির অলৌকিকভাবে আবির্ভাবের বিষয়ে শ্রদ্ধা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেন।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণের পক্ষ হইতে এবং

শ্রীপাদ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী ( বেদ আর্ট পেপার্স লিমিটেড ) শ্রীগৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভারম্ভে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী 'জয়হ যে ঘন' এই গীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে এবং সভা-শেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ 'নিতাই গুণমণি' এই গীতিটি উপসংহার-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন।

সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে পরম সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হওয়ায় সভান্তে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

---

## প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২৫শে ও ২৬শে সেপ্টেম্বর দিবসদ্বয় কলিকাতা ১৭।এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র এটর্ণি মহোদয়ের বাসভবনে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরাধার পরিত-প্রেম ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅজামিল উপাখ্যান পাঠ করেন। স্বামীজী মহারাজ উক্ত দিবসদ্বয়ে বহু সুবিচারপূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ উক্ত শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন এবং পুনঃ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। উক্ত দিবসদ্বয়ে উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,

রায় বাহাদুর শ্রীতড়িৎ ভূষণ রায় এটর্ণি; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন এম-এ; মিঃ বি. কে মজুমদার; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেয়ারিষ্টার এম এ, পি-আর-এস্; শ্রীরবীন্দ্র নাথ সরকার ( জমিদার ); শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় ( জমিদার ), শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু ব্যারিষ্টার; কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ( ব্যাঙ্কার ও জমিদার—ডগাকুল; শ্রীশিবপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ ( ব্যাঙ্কার ও জমিদার ); শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু এটর্ণি ( জমিদার ) ইত্যাদি।

---

## গৌড়ীয়েক্স শারদীয়োৎসব

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব সমাগত। গৌড়ীয়গণ শুদ্ধ শাক্ত। তাঁহারা মূল-আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য পক্ষপাতী সেবক। মধুরারসাশ্রিত অপ্রাকৃত সেবকগণ শ্রীরূপমঞ্জরীর কিঙ্করীগণের অনুগতে শ্রীরাধার প্রাণধন শ্রীগোবিন্দের সেবক বিজয়াদশমী তিথিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। কপট ত্রিদণ্ডীর অভিনয়কারী রিরংসার প্রমত্ত কৃষ্ণশক্তিভোগকামী পাষণ্ড রাবণকে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত সম্প্রদায় বিনষ্ট করিয়া লঙ্কা বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই লীলা লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরুষোত্তমে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর 'নিবাসস্থলে' পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়স্থান শ্রীগোবর্দ্ধনে এবৎসর গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। চাকা-শ্রীরাধাগৌড়ীয়মঠেও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শ্রীবলদেবজন্মতিথি হইতে কাত্যায়নীপূজা, শ্রীরাসযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে " গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" মুদ্রাযন্ত্রালয় বন্ধ থাকায় "গৌড়ীয়" আগামী সপ্তাহে অপ্রকাশিত থাকিবেন। অর্থাৎ গৌড়ীয়ের ১২শ সংখ্যা আগামী ১৩ই অক্টোবরের পরিবর্ত্তে ২৩শে অক্টোবর শনিবার প্রকাশিত হইবেন।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-বর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৫৪, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৭ | ১২-১৩শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর-পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা অদ্বৈত-পাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতা-মূলে অদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈত-প্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজ-ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত ম: ২৪ অ: ১৮ সংখ্যার গৌড়ীয় ভাষ্য)

"প্রাকৃত-সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলিতে ভালবাসেন; শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"

—('শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৪র্থসংখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদ রচিত "প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে" শীর্ষক প্রবন্ধ)

"যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ার অসম্ভাব্য।"

—('প্রভুপাদ-শ্রীঅমৃতনাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৯ পৃষ্ঠা)

# শ্রীনিয়মসেবা

শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে "নিয়মাগ্রহ"কে ভক্তিবিনাশক বলিয়াছেন। 'নিয়মাগ্রহ' শব্দের দ্বারা নিয়মের প্রতি অতি অনুরাগ ও নিয়মের প্রতি উদাসীনতা, উভয়কেই বুঝায়। সাধনকালে কতকগুলি নিয়ম বা শাসনের অনুগত হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু সেই নিয়মকেই মুখ্য করিয়া বৈষ্ণবসেবা বা হরিকথায় অনুরাগকে লঘু বা গৌণ করিয়া ফেলিলে সেরূপ "নিয়মাগ্রহে"র দ্বারা ভক্তি বিনষ্ট হয়। আবার প্রেমোন্মাদী হইয়া 'কোন নিয়ম বা শাসনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইব না, উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিব', নিয়মের প্রতি এইরূপ হতাদর হইলেও ভক্তি বিনষ্ট হয়।

বৈধ ও রাগানুগ—উভয়প্রকার সাধকগণ নিয়মানুবর্ত্তিতাকে স্বীকার করেন। যেখানে নিয়ম কেবল শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেখানে বৈধভাবেরই প্রাবল্য; কিন্তু যেখানে হৃদয়ের স্বাভাবিক রুচি নিয়মের সেবা করে, সেখানেই রুচি-মার্গ বা রাগানুগ বিচার প্রকাশিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক—

"গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন।
সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৯৫-৯৬

হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখের জন্য যে 'নিয়ম', তাহাই 'সেবা সে নিয়ম'। এজন্যই বৈষ্ণব-পরিভাষায় 'নিয়ম-সেবা' শব্দটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'নিয়ম-ভোগ' ও 'নিয়ম-সেবা'র পার্থক্য আছে। যেখানে নিজের ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-লাভের জন্য নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা যায়, তাহা নিয়ম-ভোগ। পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য অনেকে গঙ্গাস্নান, তীর্থভ্রমণ, গীতাপাঠ, দান, ধ্যান, তপস্যা, তীর্থবাসে বাস, ভগবৎ-মূর্ত্তির দর্শন প্রভৃতি নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকলকে প্রকৃত নিয়ম-সেবা বলা যায় না। কারণ উহাতে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যাভিলাষ নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে যখন জীবমোহিনী মায়া বলিলেন,—

"তিন দিন বহিলা আমা করি' আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম-সম্খ্যান॥"

তখন—

হরিদাস ঠাকুর কহেন,—"আমি কি করিমু?
'নিয়ম' করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িমু?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৪৬-৭

শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য শ্রীনামাচার্য্যের যে ঐকান্তিকী নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইহারই নাম প্রকৃত 'নিয়ম-সেবা'। "শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের প্রীত্যৈষণা ব্যতীত অন্যাভিলাষ পোষণ করিব না"—এইরূপ প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত নিয়ম-সেবা। আশ্রয়-বিগ্রহের সেবায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই 'নিয়ম-সেবা'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

রঘুনাথের নিয়ম যেন—পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি' সেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনার করে নির্ব্বেদন॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ ৩১০-৩১৩

যে নিয়ম বা বৈরাগ্য সাময়িক বা তাৎকালিক নহে, তাহাই "যেন পাষাণের রেখা"। কৃত্রিম বৈরাগ্য বা কৃত্রিম নিয়মানুবর্ত্তিতা জলের উপরে রেখা-পাতের ন্যায় পরমুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু যাহা আত্মস্বভাব হইতে উত্থিত, তাহাই পাষাণের রেখার ন্যায় নিয়ম। শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যটি অসমোর্দ্ধ চিদ্‌বিলাস। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যেরূপ একদিকে চিদ্‌বিলাসী, আবার শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ—ইহারা অপ্রাকৃত বৈরাগী। ইহাদের সকলেরই আশ্রয়-বিগ্রহ-সম্বন্ধিত বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিয়ম—"যেন পাষাণের রেখা"। শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য বা অকৃত্রিম বিপ্রলম্ভের অনুকরণ করিয়া কৃত্রিম বৈরাগী সাজিলে নিয়মাগ্রহী অভিবাড়ী হইয়া পড়িতে হইবে। কাজেই কেবল আচারের অনুকরণ না করিয়া

তাঁহাদের আশ্রয়-বিগ্রহের প্রতি সেবালৌল্যের আদর্শ-স্বরূপের জন্য তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি হইবার অকপট আশাবন্ধই প্রকৃত নিয়ম। সেই নিয়মের সেবা করিলেই প্রকৃত নিয়মসেবা-ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার "স্বনিয়মদশকে" আশ্রয়-বিগ্রহ-সেবায় একান্ত পক্ষপাতিত্বরূপ নিয়মকেই "স্বনিয়ম" বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার স্বনিয়ম-দশকের প্রথম শ্লোকটি এই—

> গুরৌ মরে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজগণে
> স্বরূপে শ্রীরূপে সগণযুতি-তদীয়-প্রথময়ে।
> গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা-সরসি মধুপূর্ব্যাং ব্রজবনে
> ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাপ্তাং মম রতিঃ॥

—শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীনাম-পদ্ম, শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভু, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীব্রজভূমি, ভক্তজন এবং শ্রীগোষ্ঠবাসিগণের প্রতি আমার নিয়তিলক্ষ রতি অবস্থান করুক।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্‌রচিত **স্বনিয়মদশকম্** নামক গ্রন্থেও আশ্রয়বিগ্রহের সেবৈকান্তিকতা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ষোড়শবিলাসে কর্ম্ম-মিশ্র-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে শুদ্ধভক্তিপথে আকর্ষণের জন্য প্রাচীন শাস্ত্র হইতে **'কার্ত্তিককৃত্যে'**র মধ্যে নিয়ম-পালনের নানাপ্রকার ফলশ্রুতি আহরণ করিয়াছেন।

> নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
> কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য ধর্ম্মার্থৌ হরতঃ ক্ষণাৎ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১৬ বিঃ ১০ শ্লোকধৃত পাদ্মবাক্য

—হে দ্বিজগণ, যে ব্যক্তি নিয়ম ব্যতীত কার্ত্তিকমাস ক্ষেপণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি বিমুখ হন; যেহেতু কার্ত্তিকমাস শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়।

যাহাদের কর্ম্মমিশ্র-ধাতু প্রবল অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মার্থ-কামের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা কার্ত্তিকমাসে নিয়ম করিয়া প্রাতঃস্নান, শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শ্রবণের অভিনয়কে নিয়মসেবা মনে করেন; কারণ ইহাদের জন্য এই সকল ফলশ্রুতি আছে,—

> নিয়মেন কথাং বিষ্ণোর্যে শৃণ্বন্তি চ ভাবিতাঃ।
> শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা কার্ত্তিকে গোব্রতং ফলম্॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১৬ বিঃ ৩৪ শ্লোক

– যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া বিষ্ণু কথা শ্রবণ করেন, তাহাতে যদি শ্লোকের অর্দ্ধ বা শ্লোকের একপাদও হয়, তাহাতেই শত গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

এই সকল ফলশ্রুতিগত বাক্য বিষ্ণু-কথা-শ্রবণে লোকের রুচি উৎপাদনের জন্য। যেমন পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, —এই সময়ে এক খণ্ড মিছরী মুখে রাখিলেও তোমার অমৃত-সেবনের ফল হইবে, তাহা হইলে সে যেরূপ অমৃতাস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া মিছরী খণ্ড জিহ্বায় গ্রহণ করে এবং ক্রমে মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া মিছরীর স্বাদ আর পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তদ্রূপ পুণ্যাধির লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মার্থকামকামিব্যক্তিগণকে আত্মমঙ্গলের পথে আকর্ষণের কৌশল শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু এই নিয়ম অনেক সময় কেবলমাত্র অনুরাগহীন "নিয়মরক্ষায়" পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। বিষ্ণুকথা-শ্রবণের পিপাসার পরিবর্ত্তে ভাগবতের শ্লোকের অর্দ্ধ বা একপাদ শ্রবণ করিয়া কাকতালে পুণ্যসঞ্চয়-পূর্ব্বক কিরূপে বিষয়কার্য্যে রুচির সহিত অভি-নিবিষ্ট থাকিব এবং লোকের নিকট 'ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা কুড়াইব— ইহাই ঐসকল নিয়মরক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহা নিয়ম-সেবা নহে। ইহা কোনপ্রকারে নিয়ম-রক্ষার অভিনয় বা নিয়ম-ভোগ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে সকল ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভক্ত্যঙ্গ-পঞ্চক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—

(১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ।
(৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ ১২৪-২৬

নিয়মপূর্ব্বক এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চাঙ্গের সেবা নিত্যকাল করিতে হইবে। কেবল কার্ত্তিকমাসে কোনপ্রকারে নিয়ম রক্ষা করিয়া অন্য মাসে অন্য কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ম-সেবার ফল নহে। নিয়ম-সেবার ফলে উত্তরোত্তর প্রকৃত সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, শ্রীহরিনাম-

কীর্ত্তনে রুচি উত্তরোত্তর আস্বাদ প্রকাশিত হইবে, নিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ সজাতীয়াশয় বৈষ্ণবের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ ভাগবত-বাণী-শ্রবণের জন্য চিত্ত অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িবে, গৃহব্রত-ধর্ম্মের নিয়মাগ্রহ হইতে অব্যাহতি অর্থাৎ সাধুসঙ্গে বাসের জন্য চিত্ত প্রধাবিত হইবে এবং শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃত অনুভূতি ক্রমশঃ হৃদয়ে প্রকটিত হইতে থাকিবে। তৎফলে কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ-সমন্বিত বিষয়-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য চিত্ত ঐকান্তিকভাবে তন্ময় হইয়া পড়িবে। এই কৃষ্ণপ্রেম-লাভই নিয়ম-সেবার ফল।

---

# শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে 'কানারা' জিলা। 'দক্ষিণ কানারা' জিলার প্রধান নগর—'ম্যাঙ্গেলোর', তদুত্তরে 'উদুপী' (উডিপী)।

উদুপী হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে পাপ-নাশিনী নদীর তীরে "বিমানগিরি" নামক একটি উচ্চ পর্ব্বত আছে। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরামের স্থাপিত ধনুস্তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। এই পাজকাক্ষেত্রে বেদবেদাঙ্গকুশল, সদাচাররত, অনেক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মধ্বগোত্র-বংশোৎপন্ন সেই ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট'। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পরশুরাম-পীঠস্থ বকুল-দেবতা সেবাপরী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমর-পুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধমাত্র পান করিয়া সতীব্র কঠোর তপস্যা করেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তমীয় ত্রেতাযুগে কেসরী-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর বজ্রাঙ্গজী শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে পাণ্ডুপত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশ কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুমধ্ব-চরিতে শ্রীহৃষীকেশ তীর্থ বলেন, ৪৩০৯ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে **আশ্বিনমাসের শুক্লাদশমী তিথিতে (বিজয়াদশমীতে) বুধবার মধ্যাহ্নকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হন।**

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টম বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্য পাজকাক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমভাগে অবস্থিত 'দণ্ডতীর্থ'-নামক স্থানে পূগ-বনসমূলোৎপন্ন অনেক বিপ্রের নিকট বেদাধ্যয়নার্থ উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদির অভ্যাসে তাঁহার কোন প্রকার মনোযোগ আদৌ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্ব্বসময়েই ক্রীড়াদিতে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষরূপে ভৎর্সনা করেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক-সমীপে অধীত অনধীত সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণ ভট্ট বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ন্যায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তস্থিত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।"

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম-

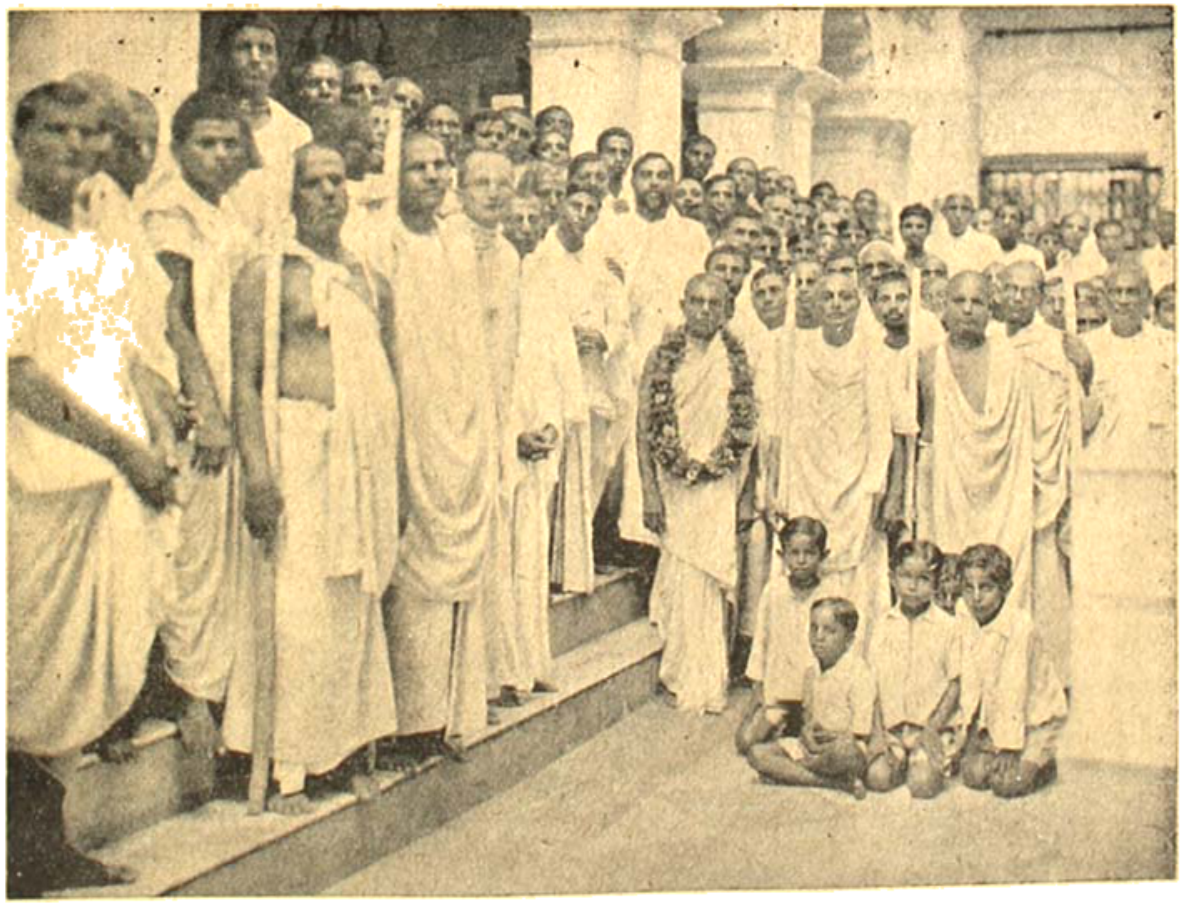

২৫শে ভাদ্র ( ১৩৪৪ ) তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে বৈষ্ণবসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রকটমহামহোৎসবে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল
অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় কাঙ্গালগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ

প্রচার ও পরমত-খণ্ডনে অদম্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্তিকালে গৃহধর্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধন দ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান্ বাসুদেব কিন্তু মাতাপিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাসুদেব মাতাপিতা, স্বজন বন্ধু, কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাঁহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়া ষোলো বৎসর বয়সে শ্রীরজতপীঠপুরে শ্রীমচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। রজতপীঠপুরস্থ মাধ্বগণের মতে হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্বাসা, দুর্বাসা হইতে পরতীর্থ যতি, পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণুপাদনাম দীক্ষিত হন।

বাসুদেব 'আনন্দতীর্থ' বা তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে 'মধ্ব' শব্দের ব্যাখ্যা একটি শ্লোক এইরূপ গ্রথিত আছে—

মধ্বিত্যানন্দ উদ্দিষ্টো বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থাখ্যস্তৃতীয়ো মারুতোত্তনুঃ।

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ আনন্দ-তীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতী তনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদান কালে এইরূপ বলিয়া থাকেন—

"যতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-ষোড়শানেকগুণগণালঙ্কৃতপদবাক্যপ্রমাণ পারাবার-পারঙ্গত সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র -শ্রীমন্মধ্বমতী - সত্যভাষা- সমেত - শ্রীগোপালকৃষ্ণ-পাদপদ্মারাধক - শ্রীমদ্বৈত-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত- প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দ-তীর্থাপরনামক-শ্রীমধ্বাচার্য্যাঃ।"

উডুপীর অষ্টমঠে ও মধ্বাচার্য্যানুগত সমস্ত মঠে আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব-গৌরব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

শ্রীমধ্ব বাসুদেব-নামক জনৈক তার্কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুকূল বিচারে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধি-সাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুটতার্কিকগণের অপ-সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাধুজনগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর-দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্ত-শয়ন পদ্মনাভ-ক্ষেত্রে (Trivandram) আগমন করিলেন। অনন্তশয়ন দেবালয়ে বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যা-কালে তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্যকে বিচারে জয় করিলেন। ক্রমে রামেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গাদি প্রসিদ্ধক্ষেত্রে পরপক্ষের মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক পয়স্বিনী-নদীতটে সাধ্ব-বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী শাঙ্করমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া "সর্ব্বজ্ঞ পদবী"—এই খ্যাতি লাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিষ্যগণের নিকট স্বকৃত-গীতাভাষ্য উপদেশ করিতে থাকিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট বদরিকাশ্রমের কোন একটি সন্নিহিত প্রদেশে গীতাভাষ্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, আকাশমার্গে একটি অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ বিচরণ করিতে করিতে শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্যের মুখজ্যোতির সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য, বেদব্যাসের দ্বারা মহাবদরীতে আহূত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া একাকী শ্রীবেদব্যাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবেদব্যাসের চরণ-কমল হইতে নিখিল বেদ-বেদান্ত-সূত্র-ভারত-ভাগবত-শাস্ত্রের শ্রীব্যাসাভিমতানুযায়ী শ্রৌত-তাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন। শিষ্যগণ-সহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থসমূহে বিচরণ করিতে করিতে তত্রত্য পণ্ডিত-সভামধ্যে কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্যের সূত্রভাষ্য-রচনা শেষ হয়; তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া লেন। শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য তাঁহার অনুভাষ্যে একবিংশতি 'দুর্ভাষ্য' খণ্ডনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। শ্রীমদ্মধ্বা-চার্য্য বদরী হইতে গঙ্গামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত সোভন ভট্ট ও স্বামীশাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। তাঁহারাই শ্রীমধ্বপরম্পরায়

শ্রীপদ্মনাভতীর্থ ও শ্রীনরহরিতীর্থ নাম লাভ করেন। উড্ডীশে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্র-স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করিলেন। সাগর-বৈকতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে; নাবিক তাহার বহু চেষ্টায়ও দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা সঞ্চালনের জন্য হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা প্রদর্শন মাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল, নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ও পরম উপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য দ্বারকায় গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড-মাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড পথে আনিতে আনিতে 'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড অপর হস্তে মন্থনরজ্জু। কৃষ্ণমূর্ত্তিলাভ হইলে শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য 'দ্বাদশ-স্তোত্রের' অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় রচনা করেন। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান্, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণমূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত বালকৃষ্ণপূজা প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচারকাম হইয়া স্বীয় আট জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন। অনন্তর অনেক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'পদ্মনাভ-তীর্থ' নাম প্রদান করিলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণসেবাকার্য্য দুইমাস করিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বাকী সময় শাস্ত্র-প্রচারাদির জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্যের আট জন শিষ্যের নাম এই —( ১ ) শ্রীহৃষীকেশ তীর্থ, ( ২ ) শ্রীনরহরি তীর্থ, ( ৩ ) শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ, ( ৪ ) শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ, ( ৫ ) শ্রীবামন তীর্থ, ( ৬ ) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, ( ৭ ) শ্রীরাম তীর্থ, ( ৮ ) শ্রী-অধোক্ষজ তীর্থ। শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য উড্ডীশক্ষেত্র হইতে প্রায় পশ্চিম ক্রোশ দক্ষিণে ষটত্রিংশ ক্ষেত্রে নিজকৃত সমুদয় গ্রন্থ তাম্র-পত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সেইস্থানে প্রোথিত করেন এবং তদুপরি নবনীতবর্ণ তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটি ব্যাসতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠের উপরি কৃষ্ণসর্প বাস করিয়া অদ্যাপি মৃত্তিকা-প্রোথিত আচার্য্য-গ্রন্থাবলীকে সংরক্ষণ করিতেছে, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরিমঠাধিপ তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে দেখিয়া মল্ল-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্ব-মতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার বিপুল ষড়যন্ত্র হইল।

শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লানবমী তিথিতে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য ৭৯-বৎসর লোকলোচনের নিকট প্রকট ছিলেন।

শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য জগতে বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারের জন্য বহু-বিধ-গ্রন্থ নির্ম্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থকৃত 'গ্রন্থ মালিকা-স্তোত্রে' আমরা শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থাবলীর নাম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) গীতা-ভাষ্যম্, (২) সূত্র-ভাষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অণুভাষ্যম্, (৫) গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ, ( ৬ ) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, ( ৭ ) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, ( ৯ ) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠকভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডুক্য-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্য-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্‌প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্‌ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্ব-সংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোদ্যোতঃ (২০) মায়াবাদ-খণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনম্, ( ২২ ) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কর্ম্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) ন্যায়বিবরণম্,

(২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) তত্ত্বসারঃ, (৩০) সদাচারস্মৃতিঃ, (৩১) ষাদশস্তোত্রম্, (৩২) নরসিংহ-নখ-স্তুতিঃ, (৩৩) জয়ন্তী-নির্ণয়ঃ, (৩৪) শ্রীকৃষ্ণক্রমম্, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়, (৩৭) যমক-ভারতম্, (৩৮) যতিপ্রণবকল্পঃ।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-কার শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী এবং শ্রীগোবিন্দভাষ্য-কার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অমদ্গুরুপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থকে শ্রীমধ্বানন্দ-তীর্থপাদের শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমৎ পদ্মনাভ তীর্থ উদুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রৌতপথ ও আম্নায়-ধারার নিতান্ত জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম; জগৎ সত্য; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্ব্বদা নিত্য; জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর; জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা-তারতম্য বর্ত্তমান; জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি'; নির্ম্মলা, শুদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণ; শ্রীহরি এক মাত্র অখিল-আম্নায়-বেদ্য।

মাধ্ব-গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বরচিত "প্রমেয়রত্নাবলী" গ্রন্থে প্রমেয়সমূহের উদ্দেশ-মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রথিত করিয়াছেন—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-সুসেবারতমাংশ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণুপ্রিলাভং তমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ-হরিচরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই—জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর শুদ্ধভজন—জীব-মুক্তির কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। মধ্ব-কথিত এই নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরিউক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তৎ-প্রতিষ্ঠিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা-মঠরূপে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তথায় প্রতিবৎসর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জন্মতিথি বিজয়া-দশমী হইতে মাসাধিককালব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় সম্প্রতি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'অনুভাষ্য' নামক বেদান্তভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

# শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

[ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ] •

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

সুদূর হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গাবস্থিত কাশ্মীর হইতে ভারত-সাগরের তটদেশ পর্য্যন্ত এই বৃহৎ ভারতবর্ষে ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে কে না চিনেন? তিনি গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি, কিন্তু সম্পাদক হইলেও তিনি সাধারণ বেতনভোগী ভৃতক নহেন। তিনি বদান্যবর এবং শ্রীনিত্যানন্দান্বয় অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণোত্তম। শ্রীনিত্যানন্দের বিভিন্ন শাখায় যেরূপ শূদ্রের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সামাজিক বিপ্রস্তরের ভাব বিজড়িত, শ্রীভক্তিসারঙ্গের বংশে সেরূপ অকৌলীন্য বা আভিজাত্য-বিগর্হিত কোন ক্রিয়া-কলাপই অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাই বলিয়া তিনি কেবল ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্ত-সমাজের অধিনায়কবিশেষরূপে আত্মমর্য্যাদা-স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হন নাই। তাঁহার আভিজাত্য ও বংশমর্য্যাদা তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া উদর-পূজক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তমধ্যে পরিণত করে নাই। কাশীর * * * * সম্মেলনে যোগদান করা তিনি পরমার্থ-বিদ্বেষ-ব্যতীত অপর কিছুই নহে মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত সমস্বরে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভুর আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের অযথা নিন্দাবাদ এবং মৎসরতা-মূলে প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীচৈতন্যের প্রতি কুভাব-পোষক * * নিবাসী জনৈক পণ্ডিতের হৃদ্‌গত মলিনতা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার যে অহৈতুকী চেষ্টা, তাহা গৌড়ীয়ের পাঠক-বর্গের অবিদিত নাই। শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ধারায় সর্ব্বোত্তম উচ্ছ্বল রত্ন। তাঁহার বৈরাগ্য—শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিত পথের পূর্ণ প্রকাশ। তিনি শাস্ত্রোচিত গৃহস্থধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃত গোস্বামী এবং কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্বভাবতঃই বিরক্ত। শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রমুখ অষ্টাবিংশ মঠের † তাঁহার গুণগ্রাহী সকল সেবকই তাঁহার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবন্ত। শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ

* দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ১৩৩৪ সনের ২৪শে মাঘ (ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত।

† এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হয়, তখন ২৮টী মঠ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধিকারসম্পন্ন, তাহা সকলেই গৌড়ীয়ের পাঠকসূত্রে অবগত আছেন। ত্রিদণ্ডিপ্রচারকগণের পৃষ্ঠপোষক-সূত্রে তাঁহার বাগ্মিতা আ-সমুদ্রহিমাচল আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেকেই অবগত আছেন।

তাঁহার পবিত্র চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ভাব ও কৃষ্ণে ঐকান্তিকতা, শ্রীগৌরসুন্দরে অগাধ প্রেম, ভাগ্যবন্ত গৌড়বাসিগণ সকলেই ন্যূনাধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যমশীলতা, অরুণোদয় হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণের জন্য, কৃষ্ণ-কার্ষ্যের সেবা-প্রবৃত্তি অতুলনীয়া বলিয়াই তিনি 'অতুল' নামের সার্থকতা সাধন করিতেছেন।

তিনি চন্দ্রের দোষাকরত্ব মুছাইয়া দিয়া ঋষিনীতির একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহার হার্দ্দী চেষ্টাই শ্রীচৈতন্যমঠের পরবিদ্যাপীঠ-শাখার সঞ্জীবনী শক্তি। তিনি গোস্বামি-কুলধুরন্ধর ও স্বয়ং প্রকৃত গোস্বামী। তিনি ভক্তিসারঙ্গগামকারী ও পরমপারদর্শী বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার স্বরূপের ভক্তিসারঙ্গ-নির্ঘোষ প্রবণ করিয়াছেন। এই পারমার্থিক-প্রবরের শ্রীচরণকমল-শোভা-দর্শনে শুদ্ধবৈষ্ণবজগৎ মুগ্ধ। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক। তিনি গৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতর। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-জগতের আদর্শগণের অন্যতম ও শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবগণের অনুগত, সুতরাং জগদ্বরেণ্য। *

---

*[ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের শিষ্যত্রুব মাৎসর্য্যপরায়ণ কতিপয় ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার প্রচারে মাৎসর্য্যানলে জর্জ্জরিত হইয়া কএকটী গ্রাম্যবার্ত্তা ও পুস্তিকাদির সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীল ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী একজন অখ্যাতনামা সাধারণ ব্যক্তি! এমন কি, কু-বাবুর দলের কেহ কেহ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু যেদিন কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতা-বাসী জনসাধারণ ও বৈষ্ণববৃন্দের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এবং যেদিন তাঁহার অভিনন্দন-সভার অধিবেশন হয়, ঠিক সেই সময় উক্ত সভায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুকে ৮ বৎসর পূর্ব্বেও কিরূপ সেবা-কীর্ত্তি-সম্পন্ন বলিয়া স্বলিখিত প্রবন্ধে প্রচার করিয়াছেন এবং অপ্রকটের দুইমাস পূর্ব্বে স্বহস্তে নিজের গলার মালা এবং গণ্ডকী, গোমতী ও গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়া সমগ্র পাশ্চাত্য-প্রদেশে ও আমেরিকায় ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-প্রচারের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের সুধী পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় এরূপ মহদ্ ব্যক্তিও যে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিয়ামকত্ব ও আচার্য্যত্বে সম্পূর্ণ ঐকান্তিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবর্য্যের মহত্ত্ব নির্ণয়ের ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই সময় শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুর সম্বন্ধেও দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে প্রচারের জন্য স্বয়ং একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর এই ঐকান্তিক রূপানুগত্ব, গুরুগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠত্ব, যুক্ত-বৈরাগ্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বি-সার্ব্বভৌম আচার্য্যত্ব, নিষ্কলঙ্ক সুনির্ম্মল আদর্শ চরিত্র, ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিতীয় স্বাভাবিক পারদর্শিতা প্রভৃতি বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ লিপিবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর হস্তে একবার প্রদান করায় লোকশিক্ষক শ্রীল বাসুদেবপ্রভু উহা কিছুতেই নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন—শ্রীল প্রভুপাদের সার্টিফিকেট দেখাইয়া বা লোকের কাছে প্রচার করিয়া যদি আমি নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করি, তবে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আমার সেবা করাইয়া নিলাম, শ্রীল প্রভুপাদের অনুকৃতা হইতে পারিলাম না। অনুকৃতা একমাত্র গুরু-সেবা-ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষেই ধাবিত হন না।

বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীল বাসুদেবপ্রভু যে আচার্য্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী মৎসরস্বভাব ব্যক্তিগণ নিজেরা গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়া ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসানলে তিলে তিলে দগ্ধ হইতেছেন!!

গুরুদেবের আসন গ্রহণের ন্যায় ভীষণতম অপরাধ ও পাষণ্ডতা আর কিছুই নাই। আচার্য্যধারার সংরক্ষণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা। মৎসর লোক "কামুকাঃ পঙ্কজি কাদিনীমধ্যং জগৎ" ন্যায়ানুসারে এই সর্ব্বোত্তম গুরুসেবাকে বিকৃতরূপে দর্শন করিতেছে! সেদিন শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রকট-তিথিতে গুরুপূজার ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি মৎসর ব্যক্তিগণের পেচকধর্ম্ম বিদূরিত হইতেছে না!! মৎসর ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অপরাধের ফল নিজেরাই ভোগ করিবেন। তবে আমরা শ্রীরূপানুগগণের এই বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা কিছুতেই ছাড়িব না—

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা"

* * *

"আমার পূজা হৈতে আমার ভক্তের পূজা বড়"

শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীগুরুর সহিত বৈষ্ণবকে অভিন্ন-জ্ঞানে পূজা করিবার কথা তাঁহার উপদেশে মঠস্থ ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। মৎসর ব্যক্তিগণের চক্ষু শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গপ্রভু উন্মীলিত করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা—গৌঃ সঃ ]

---

# শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ-সম্বর্দ্ধনা

শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য সরস্বতী বরপুত্র। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তিনি ব্রহ্মদেশেও প্রভু-প্রদত্ত অর্চ্চার অর্চ্চনে সিদ্ধি লাভ করায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেব গোস্বামিপ্রভুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

গত "World Congress of Faiths" বা নিখিল ধর্ম্মের বিশ্ব-মহাসভায় সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধি-রূপে গোস্বামিজী বৃত হইয়াছিলেন। যদিও প্রথমে উত্তর ভারতের প্রতিনিধিরূপে শ্রীগোস্বামিজীকে এবং দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিরূপে তাঁর সর্ব্বপত্নী রাধারুক্মিণীকে উক্ত মহাসভা বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর রাধারুক্মিণী অনুপস্থিত থাকায় অক্সফোর্ডের নিখিল ধর্ম্মের বিশ্বমহাসভায় 'অক্সফোর্ড অব্ বেঙ্গল' নবদ্বীপ গৌড়পুরের প্রতিনিধি গোস্বামীজীই শ্রৌত সনাতনধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে তথায় উপস্থিত থাকিয়া হরিনাম-মহামন্ত্রের কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা দ্বারা Hindu Service (হিন্দু উপাসনা) পরিচালনা করিয়াছেন এবং ২রশে জুলাই অক্সফোর্ড টাউন হলে লর্ড স্যামুয়েলের সভা-পতিত্বে "World's Need of Religion" বা 'বিশ্বে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে এক বিরাট্ সভায় বীর্য্যবতী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অক্সফোর্ড Examination Hallএ তিনি শ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্যাখ্যা-মুখে হিন্দু-উপাসনা-পরি-চালনা ও দুইটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। লণ্ডনে "World Fellowship of Faiths" নামক মহাসভায়ও সনাতনধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে তিনি লণ্ডনের City Temple ও Whitfield's Institute এ দুইটি অভূত-পূর্ব্ব অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। লণ্ডন Caxton Hallএ প্রথমে মাননীয় স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে 'Divine Love' ও ভারতসচিব মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে "Devotion to God" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শেষোক্ত বক্তৃতাটি লণ্ডনের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রায় সওয়া-ঘণ্টা-ব্যাপী ধর্ম্মবিদায়িনী বক্তৃতা ইংলণ্ডের ইতিহাসে কেবল সাধারণের ধৈর্য্য-পরীক্ষা নহে, গোস্বামীজীর অতিমর্ত্ত্য আকর্ষণী শক্তির পরিচয়।

শ্রীল গোস্বামীজী গত ২২শে জুন (১৯৩৭) বাকিংহাম্ রাজপ্রাসাদে সম্রাট্ দম্পতি ও সম্রাট্ জননী মহামান্যা মেরী মহোদয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল গোস্বামিপ্রভু তদীয় গুণমুগ্ধ লণ্ডনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা লণ্ডন শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয়মঠে বিদায়-অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-প্রদত্ত গোবর্দ্ধন, গোমতী ও গণ্ডকী অর্চ্চা এবং স্বয়ং শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তির সহিত গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে অবতরণ করিলে রাও বাহাদুর এম্ নরসিংহম্ পান্তুলুগারু প্রমুখ মদ্রদেশবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী মহামান্য মিঃ

সি রাঘবোপাল আচারিয়ার মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রদেশবাসিগণের দ্বারা অভিনন্দিত হন। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ কে, শ্রীরামুলু নাইডু গাড়ু সাধারণের অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দও গোস্বামীজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীমদ্ ভক্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজীর বৈষ্ণব-সেবা-চেষ্টা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ।

২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীগৌর-রায়-রামানন্দের মিলন-ক্ষেত্র কড়ুরে গোস্বামীজী অবতরণ করেন এবং পশ্চিম গোদাবরীর মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. S. Venkateswaran I. C. S. মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় অধিবাসিগণ গোস্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন। কড়ুরের পূর্ব্ব ষ্টেসন নিভাতালুতে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত পুষ্পমালা উপায়নাদি দ্বারা গোস্বামীজীর সম্বর্দ্ধনা করেন। বহরমপুর ষ্টেসনেও (গঞ্জাম) সভাধিক ভক্ত পুষ্পমাল্য ও ফলমূল উপায়নাদির সহিত গোস্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গোস্বামীজী পুরীতে শ্রীবাসুদেব

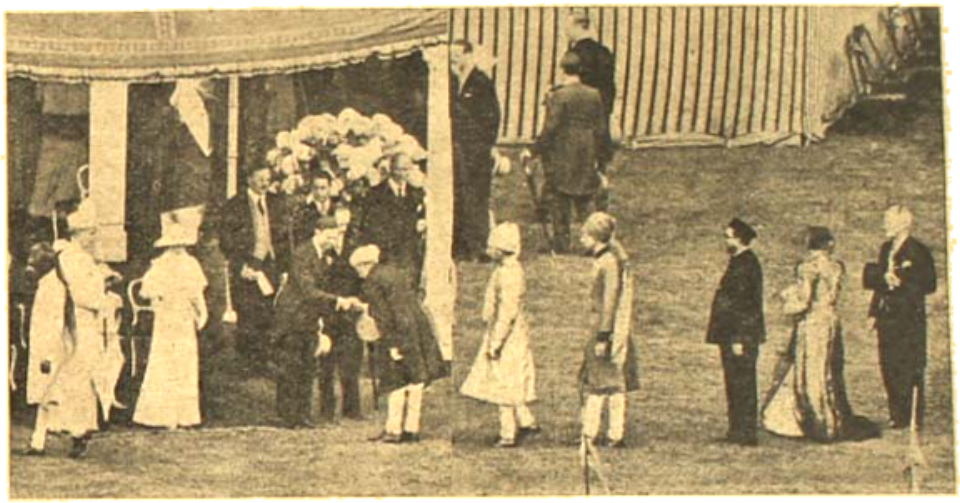

২২শে জুন বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতসম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর সমীপে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

২৬শে এপ্রিল ষ্যাক্সটন হলে ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে "ওগবদ্ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা

পত্তনে স্বপ্রকাশিত শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহ

বিগ্রহসহ অবতরণ করেন। ১লা অক্টোবর পুরীর সুপ্রসিদ্ধ ক্লার্ক হলে এমার মঠের মাননীয় মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ গদাধর রামানুজ দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুরীর সত্যানুরাগী অধিবাসিবৃন্দ ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ গোস্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীরাধাকান্ত মঠের সান (ছোট) মহান্ত মহারাজ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীগোস্বামীজী শ্রীবাসুদেব বিগ্রহসহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কপূত বিধৌত বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীআলালনাথে গমন করেন এবং তথায় শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ-দ্বারা অভিনন্দিত হন।

৩রা অক্টোবর গোস্বামীজী কটক টাউন হলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রহররাজ সাহিত্যবিশারদ কাইসার-ই-হিন্দ্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে কটকের জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ সচ্চিদানন্দ মঠের পক্ষ হইতে প্রস্রাবলি প্রদান করেন এবং বাবু কাশীনাথ দাস ব্যাড্‌মিন্টন ক্লাবের পক্ষ হইতে গোস্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন।

৪ই অক্টোবর গোস্বামীজী শ্রীবাসুদেববিগ্রহসহ ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও ভুবনেশ্বর দর্শন এবং বিন্দু সরোবরের জলে শ্রীবিগ্রহের মহাস্নান পূজার অনুষ্ঠান করেন এবং ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হন।

৬ই অক্টোবর প্রাতে গোস্বামীজী মাদ্রাজ মেলে কলিকাতায় অবতরণ করিয়া বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় ঃ যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে গোস্বামীজীর গুণমুগ্ধ কলিকাতাবাসী জনসাধারণের ও গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হন।

[ স্থানান্তরে অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয়ের প্রদত্ত অভিনন্দনটি প্রকাশিত হইল। ]

কলিকাতা হইতে গোস্বামীজী ১৬ই অক্টোবর প্রাতে প্রথমে ভক্তিবিনোদ-ভজনস্থলী কীর্ত্তনাধ্য-ভক্তাদ্ধ্বজন-দ্বীপ শ্রীগোদ্রুম-স্থানন্দসুখদকুঞ্জে অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিক ভাবে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলিদ্বারা অভ্যর্থিত হন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর প্রেরিত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া গোস্বামীজী শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, অদ্ভুত-কৃষ্ণানুশীলনাগার ও শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থান দর্শন করেন। সমাধিস্থান আচার্য্য-বিরহগীতির সহিত বিরহব্যাকুল হৃদয়ে পরিক্রমা করেন।

১৭ই অক্টোবর অপরাহ্নে প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের সভাপতিত্বে গোস্বামীজী অভিনন্দিত হন। শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী সংস্কৃতে, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বঙ্গভাষায়, শ্রীপাদ সত্যব্রত অধিকারী বি-এ ইংরাজী ভাষায় ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শ্রীযুক্ত

শ্রীধাম মণ্ডল বি-এ স্কুলের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর, শ্রীযুক্ত প্রবলকুমার প্রামাণিক বি-এল, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রমুখ অনেকে বক্তৃতার দ্বারা গোস্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। গৌড়ীয় মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু গোস্বামীজীর সহিত নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় করাইয়া দেন। গোস্বামীজী সকলের নিকটই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১। শ্রীযুক্ত প্রবলকুমার প্রামাণিক বি-এল, ২। শ্রীযুক্ত শ্রীধাম মণ্ডল বি-এ, ৩। মহম্মদ সাজ্জাদ্ হোসেন, জমিদার, ৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পশুপতি পাল, ৫। শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার, ৬। ডাক্তার আবদুল রহিম, ৭। পোষ্টমাষ্টার, শ্রীধামাপুর, ৮। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি।

---

# শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ-অভ্যর্থনা-সভার সভাপতির অভিভাষণ

[ সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ বি-এল, পি-আর-এস, বেদান্তরত্ন ]

সভ্য মহোদয়গণ! আজ যাঁরা আমাদের বিশেষ অতিথি অর্থাৎ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয় এবং তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত ভট্টিউ, এইচ বার্চ্চেট—তাঁহাদের অভিনন্দিত করা হ'বে। আপনারা জানেন যে, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় এই সুদূর পশ্চিম প্রান্ত থেকে শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তি সঙ্গে ক'রে আমাদের এই মঠে উপস্থিত হ'য়েছেন। এই ব্যাপারে আমার প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হ'চ্ছে। তখন আমরা যুবাপুরুষ। আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি ও আমার কএকজন বন্ধুবান্ধব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য City College Hallএ সমবেত হ'য়েছিলাম। সভায় ভক্তির ব্যাখ্যান হ'চ্ছিল। তখন মুক্তি-ফৌজ (Salvation Army) সবে তাঁদের কার্য্য আরম্ভ ক'রেছেন। তা'তে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ব'লেছিলেন—এখন সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে, মুক্তি-ফৌজরা খোল-করতাল নিয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করেছেন। আমাদের এমন দিন আস্‌বে, যেদিন দেখ্‌ব লণ্ডনেও খোল-করতাল-সংযোগে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির জয়গান হ'চ্ছে।

আজ দেখ্‌ছি সেই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হ'চ্ছে। তিনি অদূর ভবিষ্যতে যাঁর উদ্দেশে খোল-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন হ'বার কথা ব'লেছিলেন, তিনি আজ স্বয়ং লণ্ডনে উপস্থিত হ'য়ে সেই মহাপুরুষের বাণীর সার্থকতা সম্পাদন ক'চ্ছেন। আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা আজ সফল হ'তে চলেছে, ভক্তিসারঙ্গ মহাশয় বাসুদেবমূর্ত্তি সঙ্গে ক'রে আজ এখানে উপস্থিত হ'লেন। আজ আমি সংক্ষেপেই কিছু বল্‌বার চেষ্টা ক'রব, তথাপি এই কএক মুহূর্ত্তের জন্য আপনাদের যথেষ্ট ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হ'বে। পাশ্চাত্যেরা যখন পুণ্যভূমি ভারতে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁ'রা আমাদের বার্চ্চেট্ সাহেবের মত মনোভাব নিয়ে আসেন নাই। তাঁ'রা শুনেছিলেন, ভারতে অনেক ধনসম্পদ্ আছে, অনেক মোহরের গাছ—Pagoda Tree আছে। সেই গাছকে আলোড়ন ক'রে অনেক অর্থ-ফল পাওয়া যায়।

সে আজ দু'শ আড়াইশ বৎসরের কথা। তাঁরা হিন্দুদের নাম রেখেছিলেন—'জেণ্ট', উহা বোধ হয় 'জন্তু' শব্দেরই অপভ্রংশ! ক্রমশঃ দেখ্‌লেন—'জেণ্ট' ত' জন্তু নয়! পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে বেদ-বেদান্তের আলোচনা বিশেষভাবে হ'য়েছে; এদেশের রণাঙ্গনে পার্থ-সারথির পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হ'য়েছে, তখন এদেশের লোকের প্রতি তাঁদের ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে সম্ভ্রম ও সম্মানের ভাব আস্‌তে আরম্ভ ক'রল।

কিন্তু তাঁরা "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী

ভবতি", "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা ৽ ৽ আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" ( বৃহদা: ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১ম অঃ ৮ম মন্ত্র ) প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রের উদ্ধিষ্ট 'সংবধাম ( সর্ব্বমঙ্গলনিলয় ), বামনী (সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মফলপ্রদ), ভামনী ( সর্ব্বলোকপ্রকাশক ) ( ছান্দোগ্য ৪র্থ অঃ ১৫শ খণ্ড ২-৪ ), মধুময়, প্রেমময় পুরুষোত্তম বস্তুর উপাসনার কথা বুঝ্‌তে পারেন নাই। সেই রসময় বস্তুর প্রতি প্রেমই যে পঞ্চম পুরুষার্থ—যাহা শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার ক'রলেন, তা পাশ্চাত্যদেশ এতদিন শুনে নাই। গোস্বামি-প্রভুর মত যাঁরা আজ পাশ্চাত্যের-চুম্বিত মরুতে প্রেমের বন্যা আনয়ন ক'রেছেন, তাঁরা আমাদের কতই না ধন্যবাদের পাত্র। সেইজন্য আমরা আজ তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রছি।

তাঁকে অভিনন্দিত করার আরও একটি বিশেষ কারণ এই যে, তিনি আজ নিজে শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তির বাহক হ'য়ে কলিকাতায় আগমন ক'রেছেন। সেই সুদূর কেন্‌সিংটন পল্লীতে (লণ্ডনে) বাসুদেব-মূর্ত্তির আবির্ভাবের কথা যাঁরা পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত, যাঁদের চিত্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষাদীক্ষায় ভারাক্রান্ত, তাঁরা এই প্রকার অদ্ভুতভাবে লণ্ডনের মত স্থানে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের আবির্ভাব কখনও বিশ্বাস ক'রবেন না, সেইজন্য শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব-সম্বন্ধে আমি কএকটি কথা ব'লতে চাই।

যাঁরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন ক'রেছেন, তাঁরা জানেন, শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুর (গুরুলীলাভিনয়কারীর) গুরু শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্রের সহিত এইরূপ একটি ঘটনা জড়িত। আমার মত যাঁরা ওকালতি ক'রে বৃদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁরা কোন একটা ঘটনা পেলেই তা'র নজির precedent খুঁজে বেড়ান। আমিও যখন শুন্‌লাম, ভক্তিসায়র গোস্বামী মহাশয় লণ্ডনে অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত এক অপূর্ব্ব ভগবন্মূর্ত্তি সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তখনই তার নজির খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এক প্রকাণ্ড নজির র'য়েছে। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালপ্রাপ্তির সংবাদ বিস্তৃত ক'রে লিখে রেখেছেন; আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদে লিখ্‌ছেন,—

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর॥
ঈশ্বর পুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু আম্নায়ধারা অঙ্কুর রাখার জন্য শ্রীমাধব-পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমে বশীভূত গোপাল-প্রাকট্য-সংবাদ বিবৃত হ'য়েছে। পূর্ব্বে একসময়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা ক'রে গোবিন্দ কুণ্ড-তটে এক বৃক্ষতলে ব'সে হরিনাম ক'র্‌ছিলেন। পুরীপাদের অযাচক বৃত্তি ছিল। ভক্তবৎসল ভগবান্ এক গোপবালক বেশ ধারণ ক'রে একটি দুগ্ধভাণ্ড নিয়ে পুরীর কাছে এসে ব'ল্‌লেন, 'পুরী, তুমি উপবাসী আছ, এই দুগ্ধ পান কর।' পুরীপাদ বালকের অযাচিত স্নেহ ও মধুর বাক্যে মুগ্ধ হ'য়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে বালক কৌশলপূর্ণ বাক্যে আত্মগোপন ক'রে অন্তর্হিত হ'লেন। পুরী প্রেমাবেশে দুগ্ধ পান ক'রে ভজনানন্দে রাত্রি যাপন ক'রছেন—নিদ্রা নাই। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এলে স্বপ্ন-সমাধিতে দেখেন—সেই বালক এসে তাঁর হাত ধ'রে একটি কূপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কূপ দেখিয়ে ব'ল্‌লেন—'আমি এই কূপে থাকি, শীত-বৃষ্টি-বাতাপিতে মহা দুঃখ পাই, তুমি আমাকে এই কূপ থেকে নিয়ে পর্ব্বতের উপর একটি মঠ ক'রে আমার সেবা প্রকাশ কর। আমি বহুদিন হ'তে তোমার পথ চেয়ে আছি—'কবে আমার মাধব আসি করিবে সেবন'।

শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
ব্রজের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥"

প্রভাসতীর্থে ভগবান্ তাঁর লীলা সংগোপন কর্‌বার পর পাণ্ডবগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অর্থাৎ অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে দ্বারকা হ'তে এনে মথুরার সিংহাসনে বসান; কৃষ্ণপৌত্র বজ্রই ঐ গোপালবিগ্রহ স্থাপন করেন। সমাধি ভঙ্গ হ'লে পুরী বিচার ক'রলেন,—এ বালক ত' সাধারণ গোপবালক নয়—এ যে সেই গোপবধূটী-দুকূলচৌর চৌরাগ্রগণ্য। তখন পুরী সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত গ্রামবাসীদের ব'লে তাঁদের সাহায্যে অত্যন্ত নিবিড় কূপমধ্যে প্রবেশ ক'রে ঠাকুরকে দেখ্‌তে পেলেন। সেই ঠাকুর নিয়ে

এসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর তাঁর দেবা প্রকাশ ক'রলেন।

এত বড় নজির যেখানে আমাদের র'য়েছে, তখন এই ঘটনা আপনারা কেহই অসম্ভব ব'লে মনে ক'রবেন না। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে কৃপা ক'রে যেমন গোপাল প্রকটিত হ'য়েছিলেন, সেই রকম আজ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিও শ্রীবাসুদেব ভগবানের কৃপা হ'য়েছে। অবশ্য অনেকেই আছেন, যাঁরা কোন ঘটনাকেই প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেন না। সাড়ে চা'র শত বৎসর আগে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে যে ঘটনাটি ব'লে গিয়েছেন, সে ঘটনাটি অবিশ্বাস করবারই বা আমাদের কি হেতু আছে? এই প্রসঙ্গে আমার একটা য়ুরোপীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমেরিকার Yale বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এসিরীয়ার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির বিষয়ে expedition করবার জন্য অধ্যাপক সাইমনাইডিস্ নামক একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রেরিত হন। দেড় বৎসর ধ'রে expedition চ'ল্‌ল, অনেক পুরাতন জিনিষ পাওয়া গেল। সে সকলের একটা বিবরণী লিখ্‌তে হ'লো। অধ্যাপক সাইমনাইডিস্ তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে ব'সে একদিন সেই বিবরণীর একটা Final proof দেখ্‌ছেন; এই সময় একটা জিনিষের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা উপস্থিত হলো, সেইটি ঐ খননকার্য্যে প্রাপ্ত এসিরীয়ার এক প্রাচীন দেবমূর্ত্তি "Baal" সম্বন্ধে। মূর্ত্তিটির দুইকর্ণের দুইটি দুল বহুমূল্য প্রস্তরের; তা'র উপর প্রাচীন এসিরীয়াতে কিছু লেখা ছিল। অধ্যাপক সেই দুইটি একত্র ক'রেও কিছু অর্থ ক'রতে পার্‌লেন না। আরও যেন কি লেখা ছিল, তা' বুঝ্‌তে পারলেন না। লাইব্রেরীতে ব'সে চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখ্‌লেন,—এসিরীয়ান্ পুরোহিত বেশধারী একব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন ক'রে ব'ল্‌ছেন, "তুমি যে দুইটি দুল পেয়েছ, কিন্তু তার অর্থ মিলাতে পার নাই—এর অর্থ কি, তা' আমি তোমায় ব'ল্‌ছি;—অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্ট (Budapest) মিউজিয়ামে অমুক নম্বরের কেসে এই দুইটি দুলের অবশিষ্টাংশ আছে। সেটিকে নিয়ে এলো, তা'হলে কোন্ রাজা কি উদ্দেশ্যে Cup offer ক'রেছেন, তা' জান্‌তে পার্‌বে।" বুদাপেষ্ট মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ উক্ত অধ্যাপকের পরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক প্রভাতে উঠেই তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রলেন—অমুক নম্বরের Case-এ ঐ দুইটি দুলের অবশিষ্টাংশ আছে কি না? যদি থাকে, পাঠাবেন —এই মর্ম্মে। মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ উত্তর দিলেন—হাঁ, সেই নম্বরের Case-এ উহা আছে, যথাকালে রেজিষ্ট্রি ক'রে পাঠাচ্ছি।' যথাকালে তা' এলো। অধ্যাপক লিখ্‌ছেন, যখন তিনি সেই অবশিষ্টাংশ সংযুক্ত ক'রলেন, তখন অর্থ পরিষ্কার হ'য়ে গেল—অমুক দেবতার উদ্দেশ্যে অমুক সম্রাট্ ইহা উৎসর্গ ক'রেছেন। অধ্যাপক মায়ার্সের দুই হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী monumental workএ এই ঘটনাটির সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। এই ঘটনা সত্য হ'লে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর কথায় কেন সন্দেহ হ'বে? আর ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শ্রীবিগ্রহপ্রাপ্তিতেই বা কেন অবিশ্বাস হ'বে?

এই মূর্ত্তি কি মনুষ্যনির্ম্মিত; না অলৌকিক—এই কথা নিয়ে বিবাদ উঠ্‌তে পারে। তার বিচার এই যে, ভগবান্ যখন ইচ্ছাময়, তখন তাঁর ইচ্ছা হ'লে তিনি কি ঐরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রতে পারেন না? মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত, আকার-নিরাকার, সরূপ-অরূপ—এই সব নিয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতিদেব ভগবান্‌কে 'অরূপায় উরুরূপায় নমঃ' ব'লে স্তব ক'রেছেন। এত বড় কঠোর অদ্বৈতী শঙ্কর, তিনিও তাঁর বেদান্তভাষ্যে "পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন", ইহা স্বীকার ক'রেছেন। সুতরাং নিরুপম ইচ্ছাময় ভগবদিচ্ছায় সকলই সম্ভব হ'তে পারে। আমরা শ্রীমদ্‌ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় ও মিঃ বার্জেট মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রীবাসুদেব বিষ্ণু ভগবানের পাদপদ্মে সভক্তি প্রণাম জ্ঞাপন ক'রছি। তাঁর করুণা অজস্রধারে বর্ষিত হউক।

———

# শ্রীভক্তিসারঙ্গ-প্রশস্তি

শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর কলিকাতায় অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-সভা সম্বন্ধে ১০ই অক্টোবর (১৯৩৭) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা এইরূপ লিখিয়াছেন—

## Vishnu Image from London

### CALCUTTA ARRIVAL

### Reception to Mr. A. B. Goswami.

Mr. A. B. Goswami, missionary-in charge of the Gaudiya Mission for the West, with the self-appeared Sree Vishnu Vigraha, arrived in Calcutta from London on Wednesday, accompanied by Mr. W. H. Burchett, a new recruit of the Mission.

There was a big crowd at the Howrah Station long before the arrival of the Down Madras Mail. A number of decorated lorries containing musical bands and "Kirtan" parties were waiting. A big chariot of artistic design prepared by the courtesy of Messrs. Kali Film Co. under the direction of Mr. P. Ganguli, was brought in for the Sri Vigraha. Music was played as the train steamed in and amidst ovations the Sree Vigraha was received by Mahamahopadhayya Pandit Shakal Narain Sastri and Mr. Goswami was received by the Maharaja of Natore followed by a large number of elite of the city.

The procession then started with a pilot car in front containing conches, bells and trumpets etc. followed by musical bands, Sankirtan parties and a number of motor cars decorated with flags and festoons. The chariot moved on followed by the car of Mr. Goswami, who along with the Acharyya-Deva of the Mission was taken in big car of Mr. Pradyumna Mullick, himself sitting in front. Throughout the route of the procession, big crowds assembled to have a 'darshan' of the imposing procession. The party reached the Temple of the Gaudiya Math, Baghbazar, at 11 A. M.

A crowded meeting which included a large number of people of the City was held at 6-30 in the evening in the Gaudiya Math, under the Presidentship of Sj. Hirendra Nath Dutta, P. R. S. Vedantaratna, to pay on behalf of the citizens of Calcutta homage to the Deity and to accord a reception to Mr. Goswami and Mr. W. H. Burchett. Addresses in various languages were presented by the members of the public and fitting speeches were delivered by M. M. Haridas Siddhantabagish, Prof. Manmatha Mohan Bose, Mr. M. N. Mitra, Principal Joy Gopal Banerjee, Mr. T. P. Ghosh and Raja Rahitindra Deb Rai Mahasay, highly eulogising the missionary activities of Mr. Goswami in his attempt to plant the banner of India's great religion of love as propounded by Sri Chaitanya in the West.

Fitting replies were given by Mr. Goswami and Mr. Burchett. The former related how the West is being impressed with the spiritual Message of Love and Harmony from India, and said that a real understanding of the East and the West is only possible by means of preaching this Message. Mr. Goswami asserted that it was the only way to world-peace, which is now greatly endangered.

The President, citing a number of instances, including that of Madhabendra Puri Goswami as recorded in the Chaitanya Charitamrita, said that the Godhead in many cases foreshowed His appearance in dreams, as in the case of the Goswamiji. The Supreme Lord being all powerful may at any time appear in any place, baffling the rationalistic scrutiny of human beings.

The President, in conclusion, admired the missionary activities of the Mission in bringing a religious regeneration and most cordially welcomed and greeted Mr. Goswami on behalf of the citizens of Calcutta. At about 9 in the night the meeting came to a close.

অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট শ্রীযুক্ত বন মহারাজের পত্রদ্বয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Berlin W. 30
Eisenacher. Strasse 29 I
6th Dec. 36.

My dear Prof. Dube,

Kindly accept my humble dandubats at your feet. I have received your blessings and the article on our return here on the 5th, yesterday.

Of all the lectures, article on Māyā was best appreciated at Leipzig University. I am sure that Srila Prabhupad will be happy to hear that the first series of lectures written by your spiritually able self have gone a great way in informing the scholars and commons of these great nations in the Continent & for the first time about the Supreme Message of Mahaprabhu.

Though You are not physically in the West, it is really You who is now carrying the Message of H.D.G. to the people of the Continent You will have to do much more, in order to help them to be accepted by H.D.G.

If possible, I shall try to publish these lectures in German language in a book-form, so that people may read again and again.

Praying ever more for your blessings,
Yours Affly, Bon.

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক কটক রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভুকে শ্রীযুক্ত বন মহারাজ স্বহস্তে নিম্নলিখিত পত্রটী লিখিয়াছেন। এই পত্র হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, শ্রীযুক্ত বন মহারাজের 'বিলাতের প্রচারের' কৃতিত্বের মূলে গুরুসেবায় সর্ব্বস্বসমর্পিতাত্মা অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভু। তিনি যে সকল প্রবন্ধ যে পরিমাণে লিখিয়া দিতেন, শ্রীযুক্ত বন কেবল তাহা অবিকল আবৃত্তি করিয়া পাশ্চাত্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠা কুড়াইতেন! বস্তুতঃ সেই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার একজন প্রাণক শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা তদভিন্ন শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু। সাধারণ লোকে ইহা অবগত নহেন বলিয়াই শ্রীযুক্ত বন মহারাজের স্বহস্ত লিখিত পত্রটী অবিকল প্রকাশিত হইল। এইরূপ পত্র আরও বহু আছে।

[illegible]

[illegible]

# کارنامہ اسلام

تحریر: ابن صفی

پہلی اشاعت - الٰہ آباد - ماہنامہ جاسوسی ڈائجسٹ - دسمبر ۱۹۶۲ء

ہمارے ساتھ ہی ایک اور مسلمان سائنسداں ہرمن شلز Herman Schulze بھی تھا۔ اس کا تعلق جرمنی سے تھا۔ وہ بھی ہماری طرح ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ہرمن شلز کا تعلق نازی پارٹی سے تھا۔ وہ ہٹلر کا بڑا حامی تھا۔ ہٹلر کی نسل پرستی کا بھی وہ قائل تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جرمن قوم دنیا کی سب سے برتر قوم ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہودیوں سے بھی بہت نفرت کرتا تھا۔ ہرمن شلز کا ایک بھائی ہٹلر کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہرمن شلز کا ایک بھائی ہٹلر کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہرمن شلز کا ایک بھائی ہٹلر کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔

ہرمن شلز کا ایک بھائی ہٹلر کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔

New Delhi
The 29th November.

My dear Kapoor-Ji,

Please accept my dandabats. I have received your letter and read its contents.

What shall I tell you, dear Kapoor-Ji ? Everything is so different from what it appears on the surface - so long one continues to accept anything to be unquestionable, more particularly every action is given a sweet quoting so long money can be given ! But if one should like to know the real truth at the back of all that is going on, one is immediately cast to the dust-pin, saying that he has turned out to be an atheist !

You will be surprised to hear that H.D.G. has already written to Tripura against me, saying that I have nothing to do with the Gaudiya Mission and that the Mission has not entrusted me with the London-project of the Temple and Ashram ! Who will lose and whose honesty will be proved ?

You will be further ashtonished to hear that H.D.G. writes letters to the local Swamiji at the care of another gentleman and not at the Math-address, and unfortunately that gentleman deliverd the letter to my hand !

On the other hand, H.D.G. has written me a letter with a little changed and milder tone. What shall I believe ?

On hearing that H.D.G. has written to Tripura in that way, I thought it would not be proper to go just now to see His Highness, as previously fixed, because in that case it might have been necessary to mention to His Highness so many things about the Mission, and that will be not nice at this early stage.

What have I done during the last 13 years - and what have been the results ? I am at the last verge of disappointment. Perhaps Krishna will help me.

Yours affectionately,

Bon.

# পাষণ্ড-দলন

[ পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ]

## 'মাপারাণীর মহারাজের' বাউলিয়া ব্যাখ্যা

জগদ্‌গুরু লোক-শাসক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোন এক সন্ন্যাসিক্রবকে "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধে 'মাপারাণীর মহারাজ' বলিয়াছিলেন। গত ইংরাজী ১৯৩৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ যখন পুরীর সমুদ্রোপকূলে 'অনাথবন্ধু' নামক ভবনে বাস করিতেছিলেন, তখন ১৪ই মে তারিখে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সহিত উক্ত সন্ন্যাসিক্রব কতকগুলি বেদানা, কমলা ও সন্দেশাদি ভেট লইয়া পুরীতে যান। পুরী ষ্টেশনে নামিয়াই উক্ত সন্ন্যাসিক্রব ঐ সকল ভেট-সহ কোন এক • • •র আলয়ে মোটরে চড়িয়া গমন করেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন,—"অমুক মহারাজ আপনার সঙ্গে আসেন নাই?" যখন শ্রীল প্রভুপাদ শুনিলেন যে, তিনি কোন • • আলয়ে ভেট-সহ গমন করিয়াছেন এবং স্বয়ং দেখিলেন যে, কএক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও তিনি তথা হইতে ফিরিতেছেন না, তখন শ্রীল প্রভুপাদ অতি দুঃখের সহিত রক্তিমাভ গম্ভীর বদনে বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ পুরীতে আসিলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে পরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। মাপা • • কি গুরুদেব, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভু হইতেও বড় হইয়া গেলেন যে, উনি শ্রীগুরুদেবের দর্শন, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না করিয়া বাউলিয়া হইয়া অন্যত্র গেলেন।" তখন হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সন্ন্যাসিক্রবকে "মাপারাণীর মহারাজ" আখ্যা দিয়াছিলেন। "গৌড়ীয়ে"র ১৪শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ যে, "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রভুপাদ ঐ সন্ন্যাসিক্রবকে "মাপারাণীর মহারাজ" বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রভুপাদের কথিত শব্দের উপর যে মোক্তারী হইয়াছে, তাহাতেও সরস্বতী স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। মোক্তার মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মাপারাণীর মহারাজ অর্থে মহামায়ার পতি।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"মায়াধীশ, মায়াবশ, ইশ্বরে জীবে ভেদ। সেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। সেইত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম।" জীবকে 'মহামায়ার পতি' বলাই বাউলিয়া মত। এবার আউলিয়ার বাউল নিজ-মুখে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

## "আমমোক্তার" শব্দের মোক্তারী ব্যাখ্যা

গত ৫ই আগষ্ট কলিকাতার প্রেসিডেন্সীম্যাজিষ্ট্রেট্ কু—বাবুর সম্বন্ধে যে রায় দিয়াছেন, তাহা ঢাকিবার জন্য মোক্তারী ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে! রায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"It is also clearly established that Kunja Bidyabhusan is the • • • manager and the administrator of the firm of the widow Kshiroda Sundari who is within his cluches."

সুতরাং কু—বাবু যে বণিক্-কোম্পানীর আমমোক্তার, ইহার সম্বন্ধে আর কোন মোক্তারী ব্যাখ্যা চলিবে না। একটী কথা বলি,—১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে দিয়া কু—বাবুর নিকট একখানা পত্র লেখাইতে ছিলেন। উহাতে এক-স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগবন্ধু বাবুর কনিষ্ঠা পত্নীর সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সম্মুখে উপবিষ্ট প—দাসাধিকারী শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে 'জগবন্ধু বাবুর কনিষ্ঠা পত্নী' না লিখিয়া 'ছোট গিন্নি' শব্দটী ব্যবহার করিতে বলেন। ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া প—কে বলেন,—"আমি কি কু—বাবুর মত কাহারও অর্থের দাস ও মুখাপেক্ষী যে, 'গিন্নি' বলিয়া অভিহিত করিব? আমি বিষয়ীদের সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া কু—বাবু ও তোমাদের মত লোক—যাহারা বিষয়-পিপাসু, তাহাদিগকে তাহা দিতেছি।"

## ভাড়াটিয়া লেখক

"বণিক্-কোম্পানীর আমমোক্তার" ও "মাপারাণীর মহারাজের" মোক্তার মহাশয় স্বয়ং ভাড়াটিয়া হইয়া 'ঐ চোর' নীতি-অবলম্বনে অপরকে "ভাড়াটিয়া" বলিলে গৌড়ীয়-মিশনের কোন লোককেই তাহা বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শেষ-বাণীতেও যাহার

উপর সমস্ত 'লেখালেখি'র ভার অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ-সেবার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যাহার উপর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 'মঠরক্ষা'-সম্পাদনের ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ( বাস্তুভরা প্রবিণাদিদ্বারা যাঁহার সহিত পন্থা-নীতি অবলম্বন করেন নাই ), যাঁহাকে বর্ত্তমান শ্রীল আচার্যদেবের সহিত শ্রীরূপের অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার বা ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউটের রক্ষক করিয়া গিয়াছেন, মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত ব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণে যাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয়-সম্পাদকের দ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সংরক্ষিত হইয়াছে, আকাশে বিলীন হইতে পারে নাই, যাঁহার কৃপায় আজ শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী ও বাণীসমূহ আমরা পাইয়াছি ও পাইতেছি, যাঁহাকে স্বয়ং কু—বাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি 'নারদত-লীলার ব্যাস' ও "শ্রীল প্রভুপাদের পার্ষদ" বলিয়াছেন, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহাকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণার্থ শত শত অনু-রোধ করিলেও তিনি 'হরিসেবার বিনিময়ে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না' বলিয়া উহা গ্রহণ করেন নাই—শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা-লীলায় কু-বাবুর ন্যায় মুগ্ধ হন নাই—প্রভুপাদের নিকট হইতে শালটা, কাপড়টা, ব্র্যাণ্ডীলৌন ব্যাগটা দানদক্ষিণাটা, ছেলে ও ভাইকে মঠে রাখিয়া বিলাত পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষা দিবার খরচ আদায়ের বেনেগিরি করেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাসহারা গ্রহণের জঘন্যতম মিথ্যা কল্পনা মৎসর ব্যক্তিগণের পক্ষেই শোভনীয়। মাপারাণীর মহারাজ কিছু বাড়ী হইতে টাকা লইয়া আসেন নাই। তিনি মিশনের নামে ভিক্ষা করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের বার্থ রিজার্ভ করিয়া ( শ্রীল প্রভুপাদের অজ্ঞাতসারে ) বিভিন্নস্থানে যাতায়াত, প্রত্যহ বাদাম, পেস্তা; বেদানা, বহুমূল্যের বিলাতী টনিক ঔষধ নিত্য-ব্যবহার, উত্তম যানে আরোহণ, কথায় কথায় টেলিগ্রাম, পৃথগ্‌ভাবে নিজের জন্য ছানায় ডাল্না, লুচি, পরোটা, মাখন-বাখরখানি, সন্দেশ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া কতটা ভাড়া খাটিয়াছেন, আগে উহার হিসাব নিকাশ হউক। তাঁহার কি সাধ্য যে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় শ্রীরূপা-নুগজনকে কোনপ্রকারে আর্থিক সাহায্য করিতে পারেন? যাঁহারা সামান্য কেরাণীর কার্য্যের পরিবর্ত্তে মিশনে মহা-রাজের মত থাকিয়া ভাড়াটিয়া হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে যে কোন কথা শোভা পায়! ঐরূপ কতিপয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা 'গৌড়ীয়' ১৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। "যাহারা তাহার পাঠ ও বক্তৃতা শুনিবে, তাহাদের নরক-গমন হইবে, উহাকে মিশনের 'শো-বয়্‌' রাখা হইয়াছে"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ উডকামণ্ডে বহু লোক-সমক্ষে বলিয়াছিলেন।

কুঞ্জবাবু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে কিরূপ বিচার করিতেন, তাহা তাঁহার স্ব-লিখিত বহু পত্রের মধ্য হইতে মাত্র দুইটী পত্রের দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীযুক্তগৌরাঙ্গী জয়তঃ

"GAUDIYA" Calcutta.

ACHARYATRIKA PANDIT
**KUNJABEHARI VIDYABHUSAN**
BHAGABATRATNA, BHAKTIRAGTRI
Secy: Sri Vishwa-Vaishnava-Raj-Sabha

SHREE GAUDIYA MATH,
14, KALIPROSAD CHAKRAVARTY ST.
P. O. BAGHBAZAR. CALCUTTA

Dated 4. 8 1932.

শ্রীশ্রীযুক্ত গুরুপাদপদ্ম (সেবা: দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন:-
শ্রীমঠ-রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে আপনি
আমাকে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে আদেশ

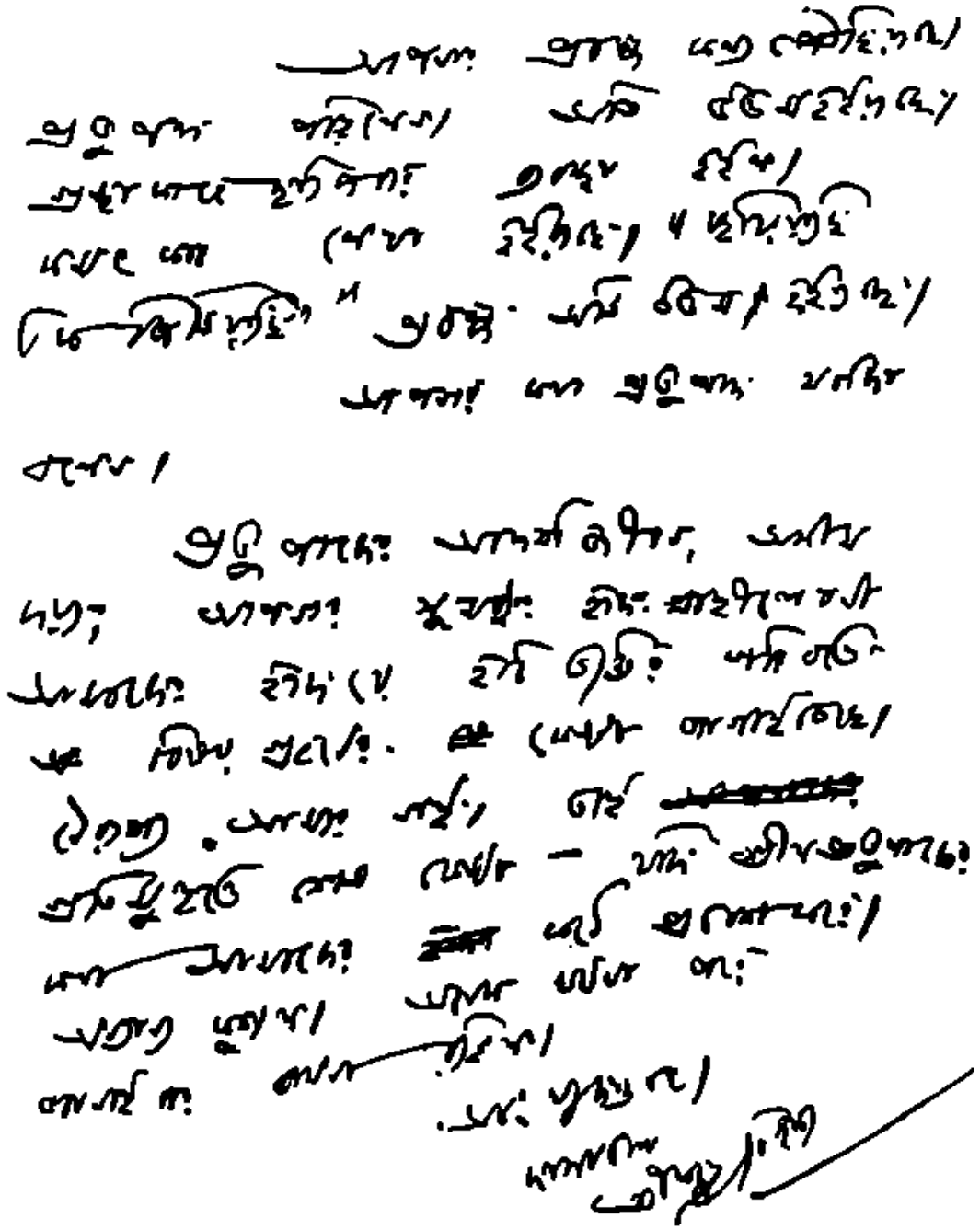

গৌড়ীয়মিশনের কতিপয় ব্যক্তির (যাহারা বর্ত্তমানে কু—বাবুর দলভুক্ত হইয়াছেন) প্রভুপাদ-কথিত শুদ্ধ-আচার-প্রচারবিরুদ্ধ আচরণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভু প্রয়াগে গমন করিলে কুঞ্জবাবু পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রটি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন—

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

3491 B.

ACHARYATRIKA PANDIT
**Kunjabehari Vidyabhusan**
BHAGABATRATNA, BHAKTISASTRI,
Secy: Sri Vishwa-Vaishnava-Raj-Sabha.

SHREE GAUDIYA MATH,
1, Ultadingi Junction Road,
P.O. SHYAMBAZAR, Calcutta.

Date ৯ই ... 12 1928.

শ্রীযুক্ত ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহাশয় শ্রীচরণেষু—

ভক্তিসুহৃৎ, আমাদের ভিতরে
মুক্তকচ্ছতা থাকিলে, আমরা হরি/গুরু/বৈষ্ণব সেবার
সুযোগ পাই না। আমরা যে কোন ভক্তিবিরোধী
ব্যক্তিকেই সমর্থন করিতে পারি, আমরা যে কোন অভক্তের
পদধূলি লইতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের অন্ন
ভোজন করিতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের
সহিত সখ্য করিতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, আমরা যে কোন
অবৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিনাম শুনিতে পারি, আমরা
যে কোন অবৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিকথা শুনিতে পারি,
আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিনাম
করিতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের নিকট হইতে
হরিনাম করিতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের
নিকট হইতে হরিনাম করিতে পারি, আমরা যে কোন
অবৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিনাম করিতে পারি, আমরা
যে কোন অবৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিনাম করিতে পারি,
আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিনাম
করিতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের নিকট হইতে
হরিনাম করিতে পারি, আমরা যে কোন অবৈষ্ণবের
নিকট হইতে হরিনাম করিতে পারি, আমরা যে কোন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত ভারতী শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে কিরূপ চক্ষে দর্শন করিতেন, তাহা তাঁহার স্ব-লিখিত বহু পত্রের মধ্যে মাত্র একটি পত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Tele :—'Gaudiya' Cal.

TRIDANDI
SWAMI BHAKTI VIVEK BHARATI
SHREE GAUDIYA MATH
CALCUTTA.

Phone :—B.B. 4115

"শ্রীগুরুদেব ভিলা"
Darjeeling

Dated 23. 5. 1931

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অশেষ দণ্ডবৎপ্রতিপূর্ব্বিকোয়ং

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভো আপনাকে পত্র লিখিব অভিপ্রেতছিলাম। এমন সময়ে আপনার কৃপাপত্রী পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

দার্জ্জিলিং কেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা আসন যে স্থানেই হউক না কেন সব; তাঁহার দ্বারাই হউক বা কেন; — তাহার প্রতি সুদৃষ্টি - আপনি। আপনাকে কলিকাতায় বা গৌড়দেশে আনায় অভিপ্রেতছিলাম; — শ্রীমঠ সম্বন্ধীয় ভক্তবৃন্দের শ্রীগুরু-বৈষ্ণবাভিমুখে শ্রীহরিকথাপ্রসঙ্গে — চেতনবাণী-এবং মন্ত্রজপাদি করিয়া অত্যন্ত কৃপালহরীতে আপনিই স্নানকরাইবেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস যে নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণের মূলে সুধাসমান সেই মঠে একদিন বা একদিন স্নানকরাইয়া ইষ্টকের স্থাপন করিয়া- মূল মূলে বিগ্রহ-মন্দির — গোশালা - আম্রকানন - আরতী- সুরোদ্যান আপনি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব কলহে যে যেমন বাণীমন্দির নির্ম্মাণ করিতেন তাহা নিত্যকালই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিত্যনিত্যমূর্ত্তিতে থাকিবে। একথাখানি অতিস্তুতি নহে; — অতিশয়োক্তি নহে; - পরম সত্য।

আমার ত্রুটি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার ত্রুটি
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আপনি শ্রীগুরুসেবকে নিত্য-
আমার অপরাধক্ষমা, নিষ্কপটতা ও দণ্ডবিধান পরম সদয়
লোকদিগকে ইষ্ট হয়।

সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক। সাক্ষাতে আরও কথা হইবার
ইচ্ছা রহিল। আজ, এই দার্জ্জিলিং সহরে আমি
কাহাকে অন্তরঙ্গ বলিয়াছি যে, আপনি যেমনই কাজ
করুন না কেন,—যে কার্য্যই করেন না কেন,—আপনি
পরম বৈষ্ণবোত্তম। জানি না এজন্য আমার শ্রীগুরু
যে সকল অপরাধ করিয়াছি আমায় ক্ষমা করিবেন।

আবার বলি, আপনি আমাদের আপনার
অন্তরঙ্গ করিয়া কৃপা করিবেন। সঙ্গেও যেন আপনার
শিষ্য-কুলাঙ্গারে ভক্তিবিরোধী জ্ঞান অপরাধী না হই।
যে অকপটে আপনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা আপনার
প্রাতঃস্মরণীয় ভজনের প্রতিকূলে হয়,—আপনি করিবেন।

আপনার আমায় কৃপাপ্রার্থিনী
শ্রীবিমলাসরস্বতী

**আত্মবৎ-সত্যে মিথ্যার আভাসও নাই**

রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় আমাদের বহু লোকের সম্মুখে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে পুনঃ পুনঃ 'প্রভুপাদ' বলিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রাজ্ঞ বাহাদুর অনেকবার শুনিয়াছেন যে, শ্রীল বাসুদেব প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের কথা ও সিদ্ধান্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন;—এই সকল কথা কুমার বাহাদুর শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সর্ব্বদক্ষিণদিকের ঘরে একটা ঘাটের উপরে বসিয়া ১০ই ভাদ্র (১৩৪৪) সন্ধ্যার পরে রাত্রি প্রায় ৯। ঘটিকা; কি ১০ ঘটিকায় আমাদের বহু লোকের সম্মুখে বলিয়াছেন। একথা মাননীয় প্রাজ্ঞ বাহাদুরও অস্বীকার করিতে পারেন না। ঐদিন প্রাজ্ঞ বাহাদুর ইহাও বলিয়াছেন,—'বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ ভালরূপে চলিতেছে না, কু—বাবু প্রাজ্ঞ বাহাদুরকে এই মর্ম্মে এফিডেবিট্ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে প্রাজ্ঞ বাহাদুর কু—বাবুকে বলিয়াছিলেন,—"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ভাল চলিতেছে, কেন আমি ঐরূপ বলিব? বরং শ্রীল প্রভুপাদের

সময় হইতেও বর্ত্তমান শ্রীল প্রভুপাদের সময় আরও অধিক ঘড়ি-ঘণ্টা ধরিয়া সেবা-কার্য্য হইতেছে। তবে আমি তাঁহাদের পক্ষেও কিছু বলিব না, আপনাদের পক্ষেও কিছু বলিব না, আমি কোন দলের লোক নই।"

এই কথা অর্থাৎ প্রাজ্ঞ মাহাত্মর যে, কোন দলের লোক নহেন,—এই কথা 'গৌড়ীয়ে' লিখিয়া দিতে বলিলে অধ্যাপক সান্যালমহোদয় কুমারবাহাদুরকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি কোন দলের লোক নহেন, আপনি মহাপ্রভুর দলের, ইহা আমরা চিরকাল লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" 'গৌড়ীয়' ২য় সংখ্যায় সাময়িক প্রসঙ্গে সেই মর্ম্মটী প্রকাশিত হইয়াছে।

---

# মৎসরতা ও সেবা

## [ জনৈক "অধ্যাত্মনামা" ]

গ্রাম্য সংবাদপত্রে ও ছাপার অক্ষরে অনেক সময় অনেক কথা প্রচারিত হয়, যাহার মূলে সত্য খুব কম, এমন কি, আদৌ থাকে না। যাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা বাস্তব সত্য কোন্‌টী, তাহা একান্ত যত্নের সহিত আলোচনা করেন। নিম্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠত্যাগী ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠসেবকগণের আচরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে প্রকাশিত হইল—

১। কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল সকলেই শত শত ব্যক্তির নিকট শ্রীমায়াপুরে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে **Spiritual Head of the Gaudiya Mission** ও "শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য" বলিয়া মুখে ও লেখনীতে স্বীকার করিয়া পরে এক মুখে দুই কথা বলিয়াছেন—এক হাতে দুই লেখা লিখিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের কথার সত্যতা সংরক্ষণ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালের অভিসন্ধিকে সমর্থন করিবার জন্য নিত্যনূতন অযথা নির্লজ্জ মিথ্যা-কথা প্রচার করিতেছেন।

২। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্য-কারী গৌড়ীয় মিশনের সকলেই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আদেশানুসারে ও কুঞ্জবাবুর দলেরও পূর্ব্ব ঘোষণা অনুসারে এক আচার্য্য বা **Spiritual Head** এর আনুগত্য স্বীকার করিয়াই হরিভজন করিতেছেন; পূর্ব্বে এক কথা বলিয়া পরে আর এক কথা বলেন নাই এবং মিথ্যাকথা ঢাকিবার জন্য নিত্যনূতন মিথ্যাকথা প্রচার করেন নাই। সত্যবিষয়ে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া বৈষ্ণবানুগত্যে সদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন।

৩। কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দলের এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছানুসারে ১০ই জানুয়ারী তারিখে যে গভর্ণিংবডি বা মিশনের পরিচালক-সমিতি স্থাপিত এবং নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হয়, উহার অধিকাংশ সভ্য কুঞ্জ বাবুর দলে না যাওয়ায়, এবং পরে কুঞ্জবাবু গভর্ণিংবডির নিয়মকানুনগুলি তাঁহার অপস্বার্থ-বিরোধী মনে করায় কুঞ্জবাবুর দল বর্ত্তমানে গভর্ণিংবডির সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতেছেন।

৪। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুগত ব্যক্তিগণ সকলেই গভর্ণিংবডির প্রত্যেক সভায় যোগদান ও উহার সিদ্ধান্ত অনুসারে আচার্য্যের নিয়ামকত্বে মিশনের সকল সেবা করিতেছেন অর্থাৎ গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন।

৫। কুঞ্জবাবুর দল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহের শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজাদি পরিত্যাগ করিয়া ও সকল মঠ ছাড়িয়া কলিকাতায় একটি নূতন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন এবং কুঞ্জবাবু গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের ও শ্রীল প্রভুপাদের সেবার দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

৬। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যকারিব্যক্তিগণের কোন অপরাধ বা পাপ না থাকায় তাঁহারা মঠ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই। পরন্তু গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্নমঠে অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা ও নিত্যনৈমিত্তিক বার্ষিক উৎসব ও গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে প্রচারাদি কার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালের ন্যায়ই সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সেবকবৃন্দ আবার নূতন করিয়া শ্রীবিগ্রহের মৃদঙ্গাদির উপকরণ ভিক্ষা করিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত সমস্ত সেবা-কার্য্য করিতেছেন।

কুঞ্জবাবুর "হাতের মুঠার" মধ্যস্থিত বিধবা কীরদা সুন্দরী শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহের সেবার মাসিক সাহায্য, এমন কি, সেবার জন্য নলকূপের জল, মঠসংলগ্ন বাগানের তুলসী ও পুষ্প আহরণে পর্য্যন্ত বাধা দিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহসেবার গাভীগুলিকে অবৈধভাবে আটক রাখিয়া কিছুদিন পরে (গত ভাদ্রমাসে) গোশালা হইতে অন্যত্র তাড়াইয়া দিয়াছেন।

৪। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুগত ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান হইতে ফলমূলাদি সংগ্রহ এবং পুনরায় গোশালা নির্ম্মাণ ও গো-সেবার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

৫। কুঞ্জ বাবুর দল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপায়ে টাকা ও দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত মঠ-সমূহের ও শ্রীবিগ্রহাদির সেবায় এক পয়সাও ব্যয় না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদির সহিত সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ১১৪।এ ল্যান্সডাউন রোড্‌স্থিত বাড়ী প্রকৃতপ্রস্তাবে বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা হইলে কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থাদির কিয়দংশও বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বা অন্যান্য মঠের এবং শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় ব্যয় করিতে পারিতেন, অন্ততঃ কাহার নিকট কত ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও জানাইতেন। শাখামঠ-সম্বন্ধে এই নিয়ম শ্রীল প্রভুপাদের আমল হইতে প্রচলিত আছে। তবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শ্রীগৌড়ীয় মঠেরই দোহাই দিয়া অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পৃথগ্‌ভাবে আছেন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাইবে না—ইহা প্রকাশ করিলে ভিক্ষাদাতৃগণ আদৌ ভিক্ষা দিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

৫। শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর আনুগত্যকারিগণ ভিক্ষাদি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদন, হরিনাম প্রচার, গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্রিকাদি প্রচার, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারক প্রেরণ ও বিলাত পর্য্যন্ত যাবতীয় মঠ, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, পরবিদ্যাপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট প্রভৃতির সুপরিচালন ও সেবা সংরক্ষণ করিতেছেন।

৬। কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল গ্রাম্যপুস্তিকা, নানাবিধ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও বটতলার কতকগুলি কাগজে অযথা অশ্লীল কুৎসিত মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া সাধারণের চক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মিশনকে হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৭। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'অনুভাষ্য' নামক বেদান্তগ্রন্থ, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চরিতগ্রন্থ, আসামভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থ, ইংরেজি ভাষায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরিতগ্রন্থ, শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুর চরিতগ্রন্থ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত চরিতগ্রন্থ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিতগ্রন্থ—'জয়শ্রী' ('শ্রী'পর্ব্ব), সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, পাক্ষিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, ইংরাজীভাষায় নূতন পর্য্যায়ে পাক্ষিক "হার-মণিষ্ট" বা সজ্জনতোষণী পত্রিকা, উৎকল ভাষায় পাক্ষিক "পরমার্থী" পত্র, হিন্দি ভাষায় "ভাগবত" পত্র প্রভৃতি বহু পারমার্থিক সাহিত্য প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মহাজন ও প্রাচীন গ্রন্থসমূহ প্রকাশে তাঁহারা যত্ন করিতেছেন।

৮। কুঞ্জবাবু পশ্চাতে থাকিয়া যে বি বস্তু কোম্পানীর বর্ত্তমান ম্যানেজার কৃষ্ণহরি মিত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিষ্কপট নিত্য সেবকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করিয়াছেন অথচ লোকের নিকট মিথ্যা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, অপরপক্ষ মামলা মোকদ্দমা করিয়া সাধারণের অর্থ অপ-ব্যয় করিতেছেন! গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখো-পাধ্যায়ের নামে যে মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কুঞ্জবাবুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পক্ষীয় ব্যক্তিগণ এতটা নিরাশ্রয় যে, কুঞ্জবাবু বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠ হইতে বহু দ্রব্য অপসারিত করিলেও তাঁহারা তদ্বিষয়ে বৃথা অর্থব্যয়াদি ও নানা ফেলেকারীর ভয়ে কোন মামলা মোকদ্দমা করেন নাই। এমন কি, বহু সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধসত্ত্বেও পুলিশে এজাহার পর্য্যন্ত দেন নাই।

১০। কুঞ্জবাবুর দলের 'পর্ব্বত' নামক জনৈক ভূতপূর্ব্ব রান্নাশী, গৌড়ীয় মঠের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি যথা

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু, গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মিশনের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তি-বিজয় প্রমুখ বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে মানহানির অজুহাতে **ফৌজদারী মোকদ্দমা** এবং মঠে দুই দুইবার পুলিস, সার্চ্চের ওয়ারেণ্ট সোপর্দ্দ করিয়াছেন এবং ঐ সকল বৈষ্ণবকে জেলে পাঠাইয়া আনন্দ অনুভব করিবেন, এজন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন।

৮। শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যকারি-ব্যক্তিগণ নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পদাঙ্কানুসরণে ঐসকল নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন। কুঞ্জবাবু গৌড়ীয়মঠ হইতে দ্রব্য সরাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণ সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট বাহির করেন নাই। তাঁহারা কেবল আত্মরক্ষার ( defence এর ) জন্য বাধ্য হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। অপর পক্ষকে জব্দ করিবার জন্য কোন প্রকার পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করেন নাই। সাধারণ সংবাদ-পত্রে পর্য্যন্ত গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে অপরপক্ষের নামে একটিও মিথ্যা দোষারোপ প্রচার করেন নাই।

৯। কলিকাতার এলবার্ট হলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদকের 'শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে যে বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে কুঞ্জবাবু, ভারতী, বন প্রভৃতি তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে নানা-প্রকারে বাধা প্রদান করিয়া ঐ সভার সভাপতিত্ব করিতে দেন নাই।

১। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্য-কারি-ব্যক্তিগণ কখনও এইরূপভাবে মৎসর চিত্তবৃত্তি প্রদর্শন করেন নাই; তাঁহারা কুঞ্জবাবুর দলের কোন সভা-সমিতিতে বিন্দুমাত্রও বাধা দেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচার-কার্য্যে বাধা দেওয়া বা শ্রীবিগ্রহের সেবার দ্রব্যাদি স্থানা-ন্তরিত করা বা তাঁহার সেবার কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া সরিয়া পড়া প্রভৃতি কার্য্য বৈষ্ণব দূরে থাকুক, হিন্দুনামধারী কোনও নীতিবিদ্‌ও করেন না।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর অভ্যর্থনার জন্য সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার ও সভায় যাহাতে বিঘ্ন হয়, তজ্জন্য কুঞ্জবাবুর দল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠিক সভার সময় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, বিদেশ হইতে আগত গুরুদেবকে অপমানিত ও তাঁহার অভিনন্দন-সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১০। পক্ষান্তরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কুঞ্জবাবুর দলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং উহাদের অপচেষ্টা কমাইয়া শান্তি-স্থাপনের জন্য প্রকৃত চেষ্টা করিতেছেন।

১। কুঞ্জবাবুর দলের কেহ কেহ জগবন্ধু বাবুর বিধবা পত্নীদ্বয়ের নামে 'মঠে তাঁহাদিগের প্রবেশ নিষেধ, এমন কি চরণামৃতাদি পর্য্যন্ত গ্রহণ নিষেধ' এইরূপ এক নির্জ্জলা মিথ্যা কথা পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছেন।

১২। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীবাসুদেব-শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য জগবন্ধু বাবুর পত্নীদ্বয়কে আহ্বান করিলে তাঁহারা আসেন নাই। তাঁহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলে তাহাও তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু স্বয়ং উক্ত জগবন্ধু বাবুর পত্নীদ্বয়ের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে মঠে পূর্ব্বের ন্যায় আসিতে বলিলে তাঁহারা অসম্মতি প্রকাশ করেন। বলিতে কি, কোনও দিন তাঁহাদিগকে মঠে আসিতে কোনপ্রকার নিষেধ করা হয় নাই। যে দিন হইতে কুঞ্জবাবুর দল মঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে জগবন্ধু বাবুর পত্নীদ্বয়ও মঠে আসা বন্ধ করিয়াছেন।

১। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে কলিকাতার সংবাদপত্রে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য কুঞ্জবাবু মিথ্যাকথা প্রচার করিতেছেন।

১৪। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু কুঞ্জবাবু অপেক্ষা কি সামাজিক, কি পারমার্থিক সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও উহার প্রতিবাদ করিতেছেন না। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বহু প্রশংসাপত্র থাকিলেও তিনি তাহা দেখাইয়া "গুরুগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ"ত্বের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন না।

৯। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ব্যক্তিগত কতিপয় স্বর্ণালঙ্কার, বহুমূল্য হীরক ও অনেকগুলি টাকা কৃষ্ণবাবুর নকট বিলাত যাইবার পূর্ব্বে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার ব্যক্তিগত প্রায় তিন সহস্র টাকা কৃষ্ণবাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণবাবু উহা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি পূর্ব্বে দিয়াও এখন অন্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণবাবু লণ্ডনে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সচ্চিদ্ দাসের ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে মিশনের গচ্ছিত টাকা প্রেরণ করিতেছেন; কিন্তু কৃষ্ণবাবু গত মে মাস হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ প্রভুর নিকট মিশনের প্রচার-কার্য্যের জন্য ও বিলাতের মঠ চালাইবার জন্য মিশনের গচ্ছিত টাকা হইতে এক পয়সাও পাঠান নাই।

১০। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু নিষ্কিঞ্চন। তিনি কোন দিন কাহারও কোন দ্রব্য নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহার-জন্য গ্রহণ করেন নাই ও করেন না। তিনি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের জন্য স্বয়ং ভিক্ষা ক'রয়া এযাবৎ যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেছেন।

১১। কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট নানা মিথ্যাকথা-পূর্ণ অনেক আবেদন করিয়াছেন।

১২। শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটকে বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে সংরক্ষণ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিতে-ছেন ও সাধারণকে পারমার্থিক শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

১৩। কৃষ্ণবাবু গৌড়ীয় মিশনের সেবাপূজা ও প্রচারাদির ভার রিসিভারের হস্তে সমর্পণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং কতকগুলি লোককে ধরিয়া [redacted] এফিডেভিট্ করাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের কার্য্য আদৌ ভালভাবে চলিতেছে না।

১৪। কৃষ্ণবাবুর এই গুরুদ্রোহী চেষ্টার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের বহু প্রতিষ্ঠিতনামা ব্যক্তি এবং শ্রীগৌড়ীয়সঙ্ঘের বহু শিষ্য এফিডেভিট্ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও গভর্ণিং বডির পরিচালনায় সমস্ত মঠের যাবতীয় সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও করিতে পারেন।

১৫। শুনা যায়, কৃষ্ণবাবু সাধারণের উপাসনা-স্থান কলিকাতা-বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাঁহার ও তাঁহার দলের অধিকারে নাই বলিয়া উহার ট্যাক্স বসাইবার জন্য কর্পোরেশনে আবেদন করিয়াছেন!

১৬। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পক্ষীয় ব্যক্তিগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাদি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত সাধারণের হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের স্থানকে সংরক্ষণ করিতেছেন। তথায় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান, অহরহ শ্রবণকীর্ত্তন, শাস্ত্র অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা অক্লান্তভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন।

১৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদের শোকে মুহ্যমান বলিয়া বাহিরে প্রচার করিতেছেন, অথচ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কএকদিনের মধ্যেই নিজের স্ত্রীর নামে একটি বিরাট্ জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন! শুষ্ক-দত্ত অর্থের দ্বারা ভোগ্য বিষয়-বর্দ্ধন—শুষ্ক-বিরহের উপযুক্ত লক্ষণই বটে!

১৮। শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর আনুগত্য-কারী ব্যক্তিগণের অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে নিজ নিজ সংসার ও সমস্ত বৈষয়িক কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর উৎসাহে সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা করিতেছেন।

১৯। কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদের সেবাবাণী বলিয়া যে সকল কথা স্বহস্তে লিখিয়া গৌড়ীয় অফিসে নকল রাখিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ সকল কথা মুছিয়া ফেলিয়া কতকগুলি বিকৃত ও ভাবান্তরিত কেবল নিজ প্রশংসাসূচক কথা শ্রীল প্রভুপাদের সেব-বাণী বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

২০। গৌড়ীয়ের সহকারী সম্পাদক ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যা-

লক্ষ্যে, সমগ্র গৌড়ীয়-মিশনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজ, "অজাতশত্রু" চৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া ও সেইস্থানে বসিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা তদনুসারে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকেই গৌড়ীয় মিশনের নিয়ামক ও আচার্য্য-রূপে বরণ করিয়াছেন।

৯। কুঞ্জবাবু "গুরুশ্রেষ্ঠ" পুস্তক শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে বহুল প্রচার করিয়াও একজন অকৃত্রিম হরিভজনকারী ব্যক্তিকেও তাঁহার দলে প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার দলের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠাকামী এবং প্রত্যেকেই গুরু সাজিবার জন্য ব্যস্ত। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ইঁহাদের প্রত্যেকের সহিতই কুঞ্জবাবুর নানা কারণে মনোমালিন্য ছিল ও এখনও অন্তরে আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

১০। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কুঞ্জবাবুর ন্যায় কোন 'গুরুশ্রেষ্ঠ' নামক পুস্তক প্রচার ও নানাভাবে Canvass না করিলেও গৌড়ীয় মিশনের শতকরা নিরানব্বই জনেরও অধিক ব্যক্তি প্রাণের আকর্ষণ ও তাঁহার আদর্শ চরিত্র, আচার, প্রচার, মঙ্গলময় শাসন, আত্যন্তিক লোকহিতচেষ্টার স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তদানুগত্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন, কাহাকেও অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সৌন্দর্য্য বা কপট ক্রন্দনাদির দ্বারা মুগ্ধ করেন নাই।

১১। কুঞ্জবাবু 'জাগতিক জনমত, জাগতিক বিদ্বান, বিদ্বৎ, ধনবল, শারীরিক বল, লোকরঞ্জন কার্য্য প্রভৃতি তাঁহাকে জয়ী করাইবে'—এই আশাবন্ধে বিশ্বাসী ও উৎসাহী এবং সতত তদনুরূপ চেষ্টা বিশিষ্ট।

১২। শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তদনুগত গুরুসেবকবৃন্দ হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিকেই একমাত্র বল মনে করেন। তাঁহারা জানেন, জীব—যন্ত্র, গুরু ও কৃষ্ণ—যন্ত্রী। যাঁহার গুরু-কৃষ্ণে যতটা শরণাগতি আছে, তাঁহারই ততটা মহত্ত্ব। দুর্য্যোধনের পক্ষে অর্থবল ও জাগতিক জনবল থাকিলেও জনার্দ্দনে শরণাগত পাণ্ডবগণ শত শত নির্য্যাতনের পরেও জয়ী হইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা পাইয়াছিলেন। আচার্য্যানুগতগণ সতত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় চেষ্টা-বিশিষ্ট।

১৩। কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দলস্থ কতক ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ "শূদ্র" বলিয়া বর্ণাধিকরণে সভ্যপাঠ করিয়াছেন। জগদ্গুরুকে 'শূদ্র' বা মর্ত্ত্যজীব বলিয়া পরে ঐ পাষণ্ডতা ঢাকিবার অভিসন্ধি-মূলে মৌখিকভাবে "আশ্রয়বিগ্রহাবতার" বলিবার অভিনয় যেন "খড় ও জাঠিয়া বেটা'র মত এক হাত গলদেশে, আর একহাত পদদেশে দিবার ন্যায় চেষ্টা। কুঞ্জবাবুর দল 'তুম্‌ভি চুপ্ হাম্‌ভি চুপ' নীতি অনুসরণে "শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিষয় সম্পত্তিতে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধিকার নাই" এইরূপ এক বিকৃত কথা শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুও বলিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

২১। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা তথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং সমগ্র বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে গুরুবৈষ্ণবে 'শূদ্র' বুদ্ধি রূপ পাষণ্ডতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের বিচার অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—"I say that the various properties including the Gaudiya Math at Calcutta were completely dedicated for religious purposes for preaching of Vaishnavism." শ্রীল প্রভুপাদের উহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদকে ঐ সকল সম্পত্তির জন্য ইন্‌কামট্যাক্স দিতে হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গগণের ন্যায় কোন বস্তু নিজে আত্মসাৎ করেন নাই। উহা আশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিয়া সেবকসূত্রে সকল শিষ্যকে লইয়া সেবা করিয়াছেন।

১৪। কুঞ্জবাবু নিজেকে গৌড়ীয় মঠের সেবায়েৎ সেক্রেটারী প্রভৃতি কত কি বলিয়া প্রচার করিতেছেন! কিন্তু তিনি গৌড়ীয় মঠ পরিত্যাগ করিবার কালে

গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহের পূজারী ব্রহ্মচারীটিকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কে পূজা করিবেন, কে ভোগ দিবেন বা কি ভোগ লাগিবে, কি উপায়ে ঠাকুর-সেবার জন্য ভিক্ষা সংগৃহীত হইবে, তাহার কোন বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে মুকুবাবুর নিকট গচ্ছিত মিশনের ঠাকুর-সেবার টাকা চাওয়া সত্ত্বেও তিনি এক কপর্দ্দকও দেন নাই এবং সেবাপূজার অকথ্য উপায়ে অসংখ্য বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন।

২২। শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুর নিয়ামকত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও সমস্ত মঠের শ্রীবিগ্রহের ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধির সেবা সুষ্ঠুভাবে হইতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর নিয়ামকত্বে গৌড়ীয় মিশনের শত শত ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র নির্ম্মল সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের ধারা সংরক্ষণ ও সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু চিরজীবনই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার তীব্র ও দৃঢ়তম বিরোধী। মুকুবাবুর ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পত্নী-পুত্রাদি নাই। অন্য কোন স্বার্থ নাই।

---

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

নিম্নলিখিত পত্রটি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ মুকুবাবুকে তাঁহার দেশে প্রেরণ করেন। এই পত্রের অবিকল নকল মুকুবাবুর দলের শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ স্বহস্তে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের ডায়েরীতে ৫।৬।২৯ তারিখে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। উহা 'গৌড়ীয়'-কার্য্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাবেন। সাধারণের হিতার্থ শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও শিক্ষাপূর্ণ ঐ পত্রটী প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

মুকুবাবু,　　৫।৬।২৯

আপনার ১লা জুন তারিখের একখানি পত্র পাইয়া আপনার কথা জানিতে পারিলাম। আপনি লিখিয়াছেন, "শুনিলাম আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটী এবার বেশ প্রবলভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।" কোথায়, কাহার দ্বারা, কিরূপভাবে, কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে, আমাকে বিস্তারিত জানাইলে আমি তাহা নিরাকরণের যত্ন করিব। ইতঃপূর্ব্বে একমাস হইল আপনি আমাকে কোনও কথা জানান নাই এবং তিনখানা পত্র ব্যতীত অন্য কোন পত্র লেখেন নাই। প্রত্যেক পত্রেই প্রকৃত কোন কথা না লেখায় আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। আপনার শেষ পত্রখানি পাইয়া জানিতে পারিলাম যে, আপনি ৫০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রেতশ্রাদ্ধ করিবার বিচার করিয়াছেন। এই পত্র পাইয়া আমাদের সম্প্রদায়ের ভাবী মঙ্গল চিন্তা করিয়া আপনাকে কোনও গতিকে ষড়যন্ত্রকারি-গণের মধ্য হইতে একটু অন্তত্র আনিবার প্রযত্ন করিয়াছিলাম। অপরের কোন ষড়যন্ত্রের কথা আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে আপনি ব্যতীত অন্য কএক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আপনাকে সাক্ষাতে বলিব। অপ্রাকৃত প্রভুর হস্তে এক খানি পত্র প্রদান করিয়া কেবল আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একবার আপনি আসেন ইচ্ছা করিয়া-ছিলাম, তাহা হইলে সকল কথা ও misunderstanding মিটিয়া যাইত। শ্রীমান্ কীর্ত্তন অত্যন্ত নির্ব্বোধ। একথা আপনাকে আর বুঝাইতে হইবে না। সে এক বুঝিতে অন্য বুঝে।

প্রথম দিন সে আমাদের Bath-roomএ যাইবার পথে মেয়ে ছেলেদের থাকিবার স্থান দেয়। উহা ঠিক হয় নাই, উহাকে বলা হয়, উহাতে সে অসন্তুষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ সে কতকগুলি স্ত্রীলোক সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট সাক্ষ্য দেওয়াইতে চায়। তাহাদের সকলকে শ্রীমায়াপুরে শিখান হইয়াছিল যে, মুকুবাবুর বিরুদ্ধে ** নানা প্রকারে গালাগালি দেয়, ইহা প্রমাণ করিবে। এই ঘটনাটী একটী ষড়যন্ত্র মাত্র মনে হয়। ** কেবল আমাকে রাগাইয়া

দিবার জন্য শ্রীমায়াপুর হইতে ষড়যন্ত্রটি আসিতেছিল। আমি ঐ কথার কর্ণপাত না করায় এবং কতকগুলি কারণবশতঃ যাহা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলিব ও আপনার নিকট শুনিব, তাহা অপেক্ষা করিয়া ঐ সকল কথা অধিক সম্প্রসারণ করিতে চাই নাই, তাহাতে কীর্ত্তনের ক্রোধের উদয় হইয়াছে।

বিগত বর্ষে যে সকল লোক তাহার মঙ্গলবিধানের জন্য তাহাকে সাবধান করিতে গিয়াছিল, সেই সকল লোকের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার বর্ত্তমান বর্ষে কিছু চেষ্টা দেখা যায়। সে কোনও কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একরোখা। সে আপনি আর ত্রিদণ্ডীর মধ্যে আটক থাকিতে চায়। কিন্তু উহা সিদ্ধ করিতে হইলে কোন্ রাস্তায় যাইতে হইবে, তাহার জ্ঞান নাই। তাহার বিশ্বাস, আপনি তাহার শুভানুধ্যায়ী, জগতে সকল লোক তাহার শত্রু এবং আপনারও তাহার প্রতি অটল বিশ্বাস, কিন্তু আপনার জানা উচিত, সে নির্ব্বোধ। এক বুদ্ধিতে অন্য বুঝে। • • • কীর্ত্তনের কথায় ষড়যন্ত্রের আভাস আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিতে প্রবল বিক্রম প্রকাশ করা উচিত নহে।

শ্রীমান্ অপ্রাকৃত প্রভু সরল প্রকৃতির লোক, তিনি আপনার অন্তত কোনও বিনই প্রার্থনা করেন না, কিন্তু কীর্ত্তনের অপ্রিয় হওয়ায় আপনাকে তাঁহার সম্বন্ধে যে দোষারোপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন, কীর্ত্তন অপেক্ষা তিনি আপনার মঙ্গলপ্রার্থী। • • • অপ্রাকৃত প্রভুর বিশ্বাস ছিল যে, আপনি বুদ্ধিমান্। আপনি সকল কথা বুঝিয়া নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চলিয়া আসিলে বৃথা খরচ হইবে না। এই বিচারে আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় • • স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলেন। আপনার নিকট আমি যে পত্র দিয়াছিলাম, তাহার দুই লাইন জবাবও আপনি দিতে পারিতেন। বাড়ী যাইবার দিন আমাকে লিখিয়াছিলেন, আপনি সোম-মঙ্গলবার নাগাত পুরী আসিবেন। কর্ম্ম বিপাকে পড়িয়া আমাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়ায় এবং আমাদের চিন্তাস্রোতঃ হইতে অপর চিন্তা-স্রোতে ধাবিত হওয়ার কথা আমি জানিতে পারিলাম ২০।২১ দিন পরে। পরমাত্মজ আপনার অহিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও প্রকাশ্যভাবে কোনও দিন বিরুদ্ধ হইতে পারে না এবং সে কোনও ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি জানিতে পারিলেই তাহাকে বাধা দিব। একথা আপনি কেন বিশ্বাস করেন না, বুঝিতে পারি না।

ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে আপনার নিকট কএকবার পত্র লিখিয়াও তৎসম্বন্ধে কোনও প্রত্যুত্তর পাইলাম না। অথচ তাঁহারা যে কোনও কারণেই হউক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেছেন। তাহার প্রতিকারকল্পে আমি কিছু কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। ইহাতে যে আমার দোষ হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারি নাই। ইহাতে আমাদের সকলের অপযশ হইবে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঐ সকল কথা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। তাহার প্রতিকার স্বরূপ সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধি, ইন্দ্র-নারায়ণ ও হরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা কিছু কিছু করিয়া সম্ভবমত হস্তক্ষেপ করা, আরও অন্যান্য ১০।১৫টী কথা আছে, যাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আপনি গৌড়ীয় মঠের সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন জানিয়া আপনার তরল বিচারের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আপনি জে, বি, দত্তের ব্যবহারে যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তন্মধ্যে আপনার পুরীর ষড়যন্ত্রকারিগণের কেহ আছে কিনা এবিষয়ে কি প্রমাণ পাইয়াছেন?

আপনি দেশে বসিয়া আমার নিকট কোনও কথাই শুনিতে ইচ্ছা করেন না, বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ নাই যাহাতে আপনাকে টানিয়া আনিতে পারি, কিন্তু পুতুলিয়াতে আবদ্ধ রাখিতে পারে সেখানকার বৈষয়িক বিচার।

১৫ / Siddhanta Saraswati

# বিবিধ সংবাদ

**বিজয়ার সম্ভাষণ**—বিজয়াদশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিন। এই দিবসে পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণের প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত। কেবল লৌকিকতা বা মৌখিকতায় এই সম্ভাষণ পর্য্যবসিত না হইয়া অধোক্ষজকপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যম অধিকারে যে পরমেশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অভক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা, তাহাই যথার্থ আত্মমঙ্গলময় প্রীতি সম্ভাষণ। আমরা আচার্য্যানুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এইরূপ যথাযোগ্য সম্ভাষণ যথাযোগ্য পাত্রে জ্ঞাপন করিয়া আমাদের নিত্য আত্মমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। সদ্গুরু ও সদ্বৈষ্ণবের চরণে আমাদের অকৃত্রিম অনুরাগ বর্দ্ধিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

**শ্রীবৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত**—গত বৎসর পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-ব্রত উদ্‌যাপনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-স্মৃতি মস্তকভূষণ করিয়া তৎপদাঙ্কানুসরণে এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় গত ৩১শে আশ্বিন দ্বাদশী-তিথি হইতে ঊর্জ্জব্রত-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের আনুগত্যে ধাম বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবত-সংকীর্ত্তনোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

**শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত**—স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত-ব্যাখ্যা-মুখে ঊর্জ্জেশ্বরীর সেবা-পরাকাষ্ঠার অনুসরণে ঊর্জ্জব্রতোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা ব্যাখ্যা ও প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত-ব্যাখ্যার আদেশ দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আজ্ঞানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক গত একাদশীদিবস শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচি-মালা প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

**শ্রীচৈতন্যমঠে ঊর্জ্জব্রত**—শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণবাগতীর্থ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বাধিকারানন্দ, শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ও 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহোদয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীরাধাকুণ্ড ও সমগ্র শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা মুখে ঊর্জ্জব্রতনিয়মসেবার শুভারম্ভ করেন। বৈষ্ণববৃন্দের আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও শ্রীধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দের সহিত গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ও ঐক্যত্রীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের করুণার কথা কীর্ত্তন করেন।

**শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব**—শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ-ভক্তিমৈরেয়, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী, উপদেশক শ্রীমরিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ প্রচারকগণ এবং ব্রহ্মচারী ও মঠসেবকগণ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক ভাগবতোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করিতেছেন। প্রত্যহ বিভিন্ন পল্লীতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে নাম-প্রচার, ইষ্টগোষ্ঠী ও রাত্রে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের অনর্থবিনাশক সুললিত শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা বহু সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রোতাকে আকর্ষণ করিতেছে।

**তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টি-ভেদ**—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাবুর আত্মীয় ও গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহা মহাশয়ের শ্বশুরবাড়ীর দেশবাসী ও উক্ত সাহা মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীর

কুমার রায় চৌধুরী ডি, এস্ সি মহাশয়ের নামে কুড়বার্ড ও তাঁহার দলের প্রশংসাপূর্ণ ও নানামিথ্যাবাদ পরিপূর্ণ "শ্রীগৌড়ীয়মঠের গণ্ডগোল—তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে" নামক একটি পুস্তিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সুধীরবাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠে কখনও আসেন নাই; গত সেপ্টেম্বর মাসে ইঁহা ধামনামাপুরে সেবকগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বর্ত্তমান শ্রীআচার্য্যদেবের সম্বন্ধে যাহা স্বহস্তে নিজ-নাম স্বাক্ষরিত করিয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। উক্ত পুস্তিকার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে :—

The Acharyya of this Chaitanya Math has thus succeeded in becoming one of the most influential expounders of positivism and secular endeavours. In this synthesis of the transcendental and the positive, he is but a chip of the **real 'Vaishnava' block, coming down from the domain of Sree Krishna.** And it is on the strength of this synthesis again that his followers ( Sadananda Brahmachary, Benode Behari kritiratna, Bhaktisudhakarprabhu & others) **thundured a young India into being, the** India of religious 'energism' as well as of spiritual creativeness, of material science and technocracy as well as self-control and social service **The excellence of internal management and administration of several Maths have filled my mind with satisfaction to its entire extent.** All the inmates strive after one high aim and are **directed by one Acharyya. Their doings and sayings are free from any discrepancy.**

**I offer my sincere thanks to the present Acharyya of the Gaudiya Mission and the mission members for their whole enterprise in paving the way to true form of religion without the instinct** of which men, with all their powers capacities potentialities, become dead mass without fire and enthusiasm.

---

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

আগামী ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪ (ইং ৩রা নভেম্বর, ১৯৩৭) বুধবার প্রতিবর্ষের ন্যায় কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণকে তথা শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন-সেবায় শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন মাত্রকেই গোবর্দ্ধন-পূজার বিবিধ উপচার ও উপায়ন সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইবার সুযোগ না পাইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সংগৃহীত পূজোপকরণ যথাসময়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিবে। স্থানবিশেষের ভগবৎ-সেবোপযোগী কোন নৈবেদ্য-বৈচিত্র্য থাকিলে তাহা বিশেষ আদরে ও ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

---

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

"ওঁ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধটি যাহা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ প্রবন্ধের মধ্যে ২০৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১ম পংক্তির পর নিম্নলিখিত বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাগুলির কপি ছাড় হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক এই কথাগুলি যোগ করিয়া পাঠ করিবেন। ইহা শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের স্বলিখিত উক্তি।

"তিনি (শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু) চন্দ্রের দোষাকরত্ব মুছাইয়া দিয়া শশকলঙ্কের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্কিনীর একায়নপদ্ধতিতে মহাসমৃদ্ধ। এজন্য স্নিগ্ধচন্দ্রিকা বিতরণকারী শশধরেরও যে কলঙ্কারোপ, তাহা গৌরচন্দ্রের একান্ত অনুগত অতুলচন্দ্রের চন্দ্রত্বের সার্থকতা হইয়াছে। তিনি বাবতীয় বন্দ্য বৈষ্ণবগণের উপাধ্যায়।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ২০শে কার্ত্তিক, ১০৪৩; ৬ই নভেম্বর, ১৯৩৬ | ১৪শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর-পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা অদ্বৈত-পাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতা-মূলে অদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈত-প্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যাক্রবগণকে নিজ-ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত ম: ২৪ অ: ১৮ সংখ্যার গৌড়ীয় ভাষ্য)

"প্রাকৃত-সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলিতে ভালবাসেন; শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"

—('শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৪র্থসংখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত "প্রাকৃত: শূদ্র বৈষ্ণব নহে" শীর্ষক প্রবন্ধ)

"যিনি বৈষ্ণবে যৌষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় অলঙ্ঘ্য।"

—(প্রতীপ-প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৯ পৃষ্ঠা)

# শ্রুতিসার

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ]

অপৌরুষেয় বেদসকলে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যথা মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা; তাহাতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াসকল, সৎকর্মানুষ্ঠানের বিধি-নিষেধ প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণভাগে স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, আত্মবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। তাহারই অপর নাম উপনিষৎ বা শ্রুতি। উপনিষৎ শব্দের অর্থ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি' শ্লোকের অনুভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—"উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য ষদ্ ধাতোঃ কিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং তত্র উপ উপসর্গস্য গুরুপদেশাদ্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতস্যাৎ ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তদ্বিচিন্তয়া যে দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি।"

মুক্তিকোপনিষদের মধ্যে ১০৮ শ্রুতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তদপেক্ষা অধিক আরও কতিপয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর মাত্র দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অনুগতাভিমানী ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ঐ কয়টি উপনিষৎই গ্রাহ্য, অপরগুলি অগ্রাহ্য। যাহা হউক, এস্থলে আমরা একাদশখানি শ্রুতির সারমর্ম্ম সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব।

---

**ঈশোপনিষৎ**—শুক্লযজুর্ব্বেদীয়। ইহাতে মাত্র ১৮টি মন্ত্র বা শ্লোক আছে। চরাচর জগৎ ঈশ্বরের শক্তিতে পরিব্যাপ্ত। তাঁহাকে বাদ দিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব কাহারও নাই। অতএব জাগতিক যাবতীয় বস্তু তাঁহারই। তাহাতে 'কর্ত্তাহং' অভিমান না করিয়া তাঁহার দ্রব্য তদ্গতচিত্তেই বা ভগবৎকৃপায় প্রাপ্তজ্ঞানে জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্গুণানুরাগি কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। যাহারা আত্মার যথার্থস্বরূপ অবগতির নিমিত্ত তাদৃশ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা পরকালে অন্ধতমে আবৃত অসুরপ্রাপ্য লোকে গমন করে।

ব্রহ্মবস্তু এক ও নিশ্চল অথচ মনের অপেক্ষাও অধিক বেগবান্। এজন্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য। তিনিই জগতের যাবতীয় ক্রিয়াদি করাইয়া থাকেন। তিনি অঙ্গের নিকট হইতে বহুদূরে আর আত্মজের অতি সমীপে। তিনি দৃশ্যাদৃশ্য বস্তুমাত্রেরই অন্তর্বাহ্যে বর্ত্তমান। যিনি সর্ব্ববস্তুতে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মকে ও ব্রহ্মে সকল বস্তুকে শক্তিপরিণতরূপে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহার সমদর্শনহেতু আর কাহারও প্রতি ঘৃণা হয় না। তাঁহার শোকমোহাদির কারণও থাকে না।

ব্রহ্মবস্তু শুদ্ধ, অক্ষত, উপাধিশূন্য, সর্ব্বদর্শী, নির্ম্মল, ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান। তিনি প্রজাপতিগণকে যথাযোগ্য কর্ত্তব্যবিষয়সকল অর্পণ করিয়াছেন।

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে, আর যাহারা বিদ্যার (নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের) উপাসনা করে, তাহারা তদপেক্ষা অধিক অন্ধতমে গমন করে। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই ত্যাগ করত যাহারা পরবিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহারা অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ অন্ধতমে গমন করেন। যাঁহারা এসমুদয়ই ত্যাগ করত এক ব্রহ্মবস্তুর উপাসনা করেন, তাঁহারাই পরম শান্তি লাভ করেন। সেই ব্রহ্মবস্তু জ্যোতির্ম্ময় আবরণে নিজস্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অনুগ্রহ করিলে আমরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে পারি।

---

**কেনোপনিষৎ**—সামবেদীয়। ইহা চারিটি খণ্ড,—১ম খণ্ডে ৮টি, ২য় খণ্ডে ৫টি, ৩য় খণ্ডে ১২টি ও ৪র্থ খণ্ডে ৯টি, —মোট ৩৪টি মন্ত্রে সম্পূর্ণ। ব্রহ্মবস্তুর শক্তিতেই সর্ব্বজীবের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সকল দেবতাদির ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি সকলকেই দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। যদি কেহ মনে করেন, আমি তাঁহাকে জানিয়া ফেলিয়াছি, তিনি তাঁহাকে আদৌ

জানিতে পারেন না। যেহেতু তিনি অনন্ত। কিন্তু যিনি অভিমান করেন যে, আমি সেই অনন্তবস্তুকে জানিতে অক্ষম, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন। যদি মনুষ্যগণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তবেই তাঁহার পরমার্থ লাভ হয়, নচেৎ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত আহারও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, একসময় ব্রহ্ম দেবগণে নিজশক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অসুর বিনাশ করিলে দেবতাগণ নিজদিগকে বিজয়ী ও গৌরবান্বিত মনে করেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের সেই অজ্ঞতা বুঝাইয়া দিবার জন্য এক যক্ষ মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। দেবগণ তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া অগ্নিকে যক্ষের পরিচয় গ্রহণার্থ তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। অগ্নি যক্ষের নিকটস্থ হইলে যক্ষ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে দগ্ধ করার সামর্থ্য আছে বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করেন। যক্ষ তাঁহাকে একটি তৃণ দগ্ধ করিতে আদেশ করিলে অগ্নি তাহাতে অসমর্থ হইয়া দেবগণসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন বায়ু প্রেরিত হন। বায়ুকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বায়ু নিজ পরিচয় ও কার্য্যক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি জাগতিক সমস্ত বস্তুই গ্রহণ করিতে পারেন—একথা জানান। তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত তৃণটি গ্রহণ করিতে বলায় পবন তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন ফিরিয়া গিয়া দেবগণসমীপে কহিলেন যে, আমি ঐ বরণীয় যক্ষপুরুষটীকে বুঝিতে পারিলাম না। তখন দেবতাগণ ইন্দ্রকে যক্ষপুরুষের পরিচয় গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলে ইন্দ্র যক্ষের নিকট গমন করিলেন। যক্ষও ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেইস্থানেই হিমালয়-দুহিতা উমাকে আবির্ভূতা দেখিয়া ইন্দ্র উমার নিকট ঐ যক্ষপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উমা কহিলেন যে, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহার শক্তিতে দেবগণ বিজয়ী অভিমান করিয়া গৌরবানুভব করিতেছেন।

সেই ব্রহ্মবস্তুই 'তদ্বন' অর্থাৎ পরমাত্মাই শুদ্ধজীবাত্মার উপাস্যবস্তু। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, শ্রীবৃন্দাবনাধীশ দ্বাদশবনরূপ নিত্য রসদ্বাদশদ্বারা বনাধীশের নিত্যসেবা করাই অধ্যাত্ম। ভোগী কর্ম্মিগণ ও ত্যাগী জ্ঞানিগণ আধ্যক্ষিক হইয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় ব্রহ্ম সকলেরই ভজনীয় বলিয়া বুঝিতে পারেন না। সুতরাং বৃন্দাবনাধীশই উপাসিতব্য।

'তপঃ' শব্দে কামত্যাগ; 'দম' শব্দে অন্তেন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া স্বরূপে বিলাস, কর্ম্ম অর্থাৎ অখিলচেষ্টা কৃষ্ণসেবোদ্দেশে নিয়োগ, বেদ অর্থাৎ ভাগবত চতুঃশ্লোকীর উদ্দিষ্ট ভগবদ্‌জ্ঞান আশ্রয়দহ বিষয়ের লীলারূপ বিজ্ঞানসমন্বিত অনুষ্ঠাচিত রহস্য বৃন্দাবনলীলাই উপাসিতব্য বোধ এবং বেদান্ত বা তদনুবিচারে অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরিকরবৈশিষ্ট্য। চিন্ময়রস ভজনব্যতীত আধ্যক্ষিকের বিচারে যে ঔপনিষদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞান,' তাহা জড়ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত হওয়ায় ঐ শ্রেণীর পাঠকের ভাগ্যহীনতা ও বেদজ্ঞানের দুর্ব্বলতাই প্রকাশিত হয়। 'সত্য' শব্দে শ্রীমদ্‌ভাগবত কথিত মুখ্যলক্ষণাত্মক পরমেশ্বর বস্তুর জ্ঞেয় ব্রজেন্দ্রনন্দনই লক্ষ্য। (এইপ্রকার তপঃ, দম, কর্ম্ম, বেদ, ও বেদান্ত—ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় এবং সত্যই উহার আশ্রয়)।

---

**কঠোপনিষৎ**—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া। ইহা দুইটি অধ্যায়ে ছয়টি বল্লীতে—১ম অঃ ১ম বল্লীতে ২৯, ২য় বল্লী ২৫, ৩য় বল্লী ১৯, ২য় অঃ ১ম বল্লী ১৫, ২য় বল্লী ১৫ ও ৩য় বল্লীতে ১৮—সর্জ্জনমেত ১১৮টি মন্ত্রে সম্পূর্ণ।

ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—বাজশ্রবার প্রপৌত্র ঔদ্দালকি স্বর্গার্থী হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি যখন ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-স্বরূপ কতকগুলি জরাগ্রস্ত গাভী দান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার বালক পুত্র নচিকেতা তথায় উপস্থিত হইয়া পিতাকে বৃদ্ধা গাভীসকল দান করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই প্রকার জরদ্গব দান করিলে নিরানন্দ লোকে গমন করিতে হয়। তখন তিনি পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি নচিকেতাকে কাহাকে অর্পণ করিবেন? পুনঃ পুনঃ ঐ কথা জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে যমের নিকট সমর্পণ করিবেন। তাহা ক্রোধবশে উক্ত হইলেও নচিকেতা পিতৃবাক্য সত্য করিবার ইচ্ছায় পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যমপুরীতে গমন

করেন এবং তথায় দিবসত্রয় অপেক্ষা করিবার পর যমরাজের দর্শন পান। যমরাজ গৃহে অনুপস্থিত থাকায় তিন দিবস যাবৎ নচিকেতার কোনরূপ আতিথ্য সৎকারাদি করা হয় নাই, তজ্জন্য যমরাজ নচিকেতার নিকট ত্রুটী স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ অপরাধ ক্ষালনার্থ তিনটি বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার প্রসন্নতালাভ, দ্বিতীয় বরে জরামৃত্যুশোকাদি-রহিত স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ অগ্নির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন। যমরাজ নচিকেতাকে প্রথম বরে পিতৃ-প্রসাদলাভ ও দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক অগ্নির সাধনোপায় বর্ণন করেন এবং সেই অগ্নির নাম নচিকেতার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে—এরূপ বর প্রদান করেন। তৎপরে তৃতীয় বরে নচিকেতা মরণের পর আত্মার কোথায় গমন হয়, একথা জিজ্ঞাসা করেন। নচিকেতা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতই শ্রদ্ধাবান্ কিনা ইহা বুঝিবার জন্য যমরাজ তাঁহাকে বিচিত্র প্রলোভন দেখাইয়া ঐ বর ত্যাগ করিয়া তদ্বিনিময়ে অপর বর গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু নচিকেতা ইহলোকে পিতৃ-প্রসাদ-প্রাপ্তি বা পরলোকে স্বর্গাদি সুখভোগ এতদুভয়েই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার্থ বৈকল্পরাজ যমের শরণাপন্ন হইলে যমরাজ তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐহিক পারত্রিক সুখকামী ব্যক্তিগণ আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করে না, নচিকেতা তদুভয়েই নির্ব্বেদভাব প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ হইলে বৈকল্পশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। বৈকল্প ব্যতীত অপর কেহ আত্ম-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন না বলিয়া নচিকেতা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ভোগ্যপদার্থসকল অচিরস্থায়ী। আর তাহা অনায়াসেই লভ্য হয়; এমন কি, যমরাজের অনুগ্রহে দীর্ঘজীবনও নচিকেতা লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু উৎকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট উৎকৃষ্ট বস্তুই প্রার্থনা করা উচিত। সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই একমাত্র সার বলিয়া উহাই নচিকেতার প্রার্থনীয় বিষয় অবধারিত হইলে যমরাজ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলেন—জগতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ দুইটী বস্তু আছে; যাহারা শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মঙ্গল হয় আর প্রেয়োগ্রাহিব্যক্তিগণ পরমপুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হন। এজন্য পণ্ডিতগণ এতদুভয়ের বিচার পূর্ব্বক শ্রেয়োবস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করেন আর মূর্খব্যক্তিগণ প্রেয়ো যোগক্ষেমকেই শ্রেয়ো বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রেয়ঃই বিদ্যা, আর প্রেয়ঃ অবিদ্যা। অবিদ্যার দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে এবং সমধীন অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পরামর্শচালিত হইয়া অন্ধব্যক্তির গর্ত্ত-কণ্টকাদিতে পতিত হওয়ার ন্যায় জরামরণাদি দুঃখ-পঙ্কেই পতিত হইয়া থাকে। বিবেকহীন পুত্রাদিমোহে আসক্ত ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রীয় চিন্তা স্থান পায় না। তাহারা ইহলোক ব্যতীত আর কিছু আছে, তাহাও সুতরাং স্বীকার করে না। এইপ্রকার ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

শ্রেয়ঃপ্রার্থী আত্মজ্ঞলোক অতি অল্প। কারণ অনেকেই পরলোকের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না। অনেকে শুনিয়াও অনুভব করিতে পারে না। আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টাও অতি দুর্লভ; আবার তাদৃশ আচার্য্য পাওয়া গেলেও উপযুক্ত শিষ্যপ্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

প্রত্যক্ষ, অনুমান বা তর্কের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় না। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিও আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন না। কর্ম্মফল অনিত্য; তাহাতেও নিত্যপদার্থ আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয় ও অবাক্। তিনি সর্ব্বভূতগুহাশায়ী। কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-যোগেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। সেইসকল বেদবেদ্য 'প্রাপ্তব্য' বিষয়-প্রাপ্তির উপায় 'ওঁকার' অর্থাৎ ভগবানের নাম।

আত্মার জন্মমৃত্যু নাই; ইহা অজ, নিত্য, নির্ব্বিকার ও পুরাণ। দেহের বিনাশে তাহার নাশ হয় না। আত্মবস্তু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, আবার মহৎ হইতেও মহান্। নিখিল-জীবহৃদয়ে অবস্থিত সেই আত্মাকে জানিলে শোকবিহীন হওয়া যায়। আত্মা নিশ্চল হইলেও বহুদূরে গমন করিতে পারেন। নিদ্রিত থাকিলেও সর্ব্বত্র গমনাগমনে সমর্থ হন। অনিত্য শরীরে তিনি অশরীরী অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর-রহিত। তাঁহাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা-দ্বারা, মেধাদ্বারা বা বহু শ্রবণাদি-দ্বারাও জানিতে পারা যায় না। শাস্ত্রজ্ঞান-বিরোধী, অসংযতেন্দ্রিয়, অসমাহিতচিত্ত ও নিরন্তর বিষয়লোলুপ ব্যক্তিও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। জগতের সমস্তই তাঁহার ভোগ্য। সর্ব্বসংহারক যমও

তাহার অধীন। তাঁহাকে কেহই বিশেষরূপে জানিতে পারে না।

শরীরটি রথস্বরূপ, আত্মা তাহাতে রথী, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্বস্বরূপ। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মা সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া কথিত হন। যিনি সংযতচিত্ত ও বিবেকী, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় বশীকৃত থাকে; আর যিনি অসংযতচিত্ত ও অবিবেকী, তাঁহার মন অবিশুদ্ধ। তিনি পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সকল স্থূলপদার্থ, শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ; তাঁহার তুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই জীবের চরম ও পরম গতি। তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত থাকিলেও অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্রতাযুক্ত বুদ্ধি-দ্বারা তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন।

জীবের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যদর্শিরূপে সৃষ্ট বলিয়া জীব বাহ্য-বস্তুই দর্শন করে, আত্মাকে দেখিতে পায় না। জ্ঞানিগণ বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া লইয়া পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বাহ্য ভোগাদির অনুসরণ করে বলিয়া চিরকাল অবিদ্যাকৃত জন্মমরণাদির ক্লেশ অনুভব করে। আর বিবেকী ব্যক্তিগণ মুক্তির বিষয় অবগত হইয়া অনিত্য বিষয়াদি পরিত্যাগ করেন। লোক যাঁহার দ্বারা রূপরসাদি বিষয় অনুভব করে, তিনিই আত্মা, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সর্ব্বকাল সর্ব্ববিষয়ের প্রেরক। সেই আত্মা হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রকাশিত হন। তিনিই সর্ব্বদেবময়ী অদিতি। তাঁহা হইতেই সূর্য্যের প্রকাশ এবং তাঁহাতেই সূর্য্য অস্ত যান। যিনি তাঁহাকে পৃথগ্‌রূপে দর্শন করেন, তিনি বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ করেন। সেই পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ, জীব-হৃদয়ে ভূতভবিষ্যতাদির নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করেন। তিনি নিত্য। তিনি একাদশ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহে অন্তররূপে অবস্থিত। ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজিত। তাঁহারই প্রেরণায় দেবগণ অথবা ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে; তিনি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে প্রাণাপানাদি বায়ুদ্বারা দেহ জীবিত থাকিতে পারে না। এই ব্রহ্মকে না জানিতে পারায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণ মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনিই জীবের ভোগ্যবিষয়সকল সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর সকলেই তাঁহার আশ্রিত, কিন্তু তিনি কাহারও আশ্রিত নহেন এবং কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

যেরূপ একমাত্র অগ্নি বিভিন্ন কাষ্ঠাদিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ সর্ব্বান্তরাত্মা এক হইয়াও দেহভেদে বিভিন্ন বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি অবিকারী। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ তিনিও সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াও বাহ্যতঃ অবিকৃত থাকেন। সূর্য্য যেরূপ সকল লোকের চক্ষু-স্বরূপ হইয়াও চক্ষুর দোষে বা বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়াও লোক-দুঃখে দুঃখিত হন না। তিনি নিত্য ও অনুচেতন বস্তু-সকলের মধ্যে পূর্ণচেতনরূপে নিত্য অবস্থান করেন। তাঁহাকে যাঁহারা আত্মস্থ হইয়া দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তিলাভের অধিকারী, অপরে নহে। সেই আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারই অনুসরণ করিয়াই সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রকাশ ও তাঁহারই তেজে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত।

এই সংসারটী অশ্বত্থবৃক্ষ-সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্য অনিত্য। ইহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই ইহার মূল কারণ, আর নিম্নদেশে ১৪ ভুবনে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত। এ জগতে যাহা কিছু দৃশ্যবস্তু, সবই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ও যমরাজ প্রভৃতি দেবতাগণ আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করার সাধ্য কাহারও নাই।

প্রাকৃত চক্ষু তাঁহার রূপ দর্শন করিতে পারে না। কেবল স্থির বুদ্ধিতে মনের সাহায্যে সম্যক্ প্রকাশিত হন। যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ মন বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখনই তাহা সম্ভব। প্রাকৃত বাক্য, মন ও চক্ষুর্দ্বারা কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না; কেবল আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরুর দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। জীবের হৃদ্‌গত কাম-সকল দূরীভূত হইলে অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া অমরত্ব লাভ হয়।

# শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীভক্তিবিজয়

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত। ইনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের একজন সুপ্রবীণ ও আদি পৃষ্ঠপোষক। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহাদের মনোঽভীষ্টপ্রপূরক বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু—গৌড়ীয়-সমাজের মুকুটমণি আচার্য্যচতুষ্টয়ের পদনখ-শোভা দর্শন ও তাঁহাদের সেবাসৌভাগ্য শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু লাভ করিয়া জগতে ভক্তির বিজয়কেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগুরু ও গৌরাঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাঁরই অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত শ্রীচৈতন্যমঠের 'ভক্তিবিজয়'-ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক নিত্য অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন ও স্ব-ভজন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় যে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুই করিয়াছেন। ইঁহার সেবা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বাভাসরূপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবিত অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি উক্ত মন্দিরের ভিত্তিখননকালে ইংরেজি ১৯৩৪ সালের ১৭ই জুন মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে স্বপ্রকাশিত হইয়াছেন। যে স্থান শ্রীল জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুৎ সখীচরণ ভক্তিবিজয়

**"আপনি শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য অনেক করিয়াছেন, আপনি ধন্য"—শ্রীল প্রভুপাদের বাণী।**

গৌরকিশোরের নৃত্যকীর্ত্তনস্থল, যে স্থান শ্রীশচীনন্দনের ও ভক্তগণের পদরেণুতে অভিষিক্ত, সেই স্থানে ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগৌর ও গৌরপার্ষদগণের সেবা করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের দিবস অপরাহ্নে শ্রীপাদ ভক্তিবিজয়প্রভুকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য অনেক করিয়াছেন; আপনি ধন্য।" এই শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকালে (১৯০৫, ১৫ই জানুয়ারী) বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর সার্ জন্ এণ্ডারসন্ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া এই বিরাট্ শ্রীমন্দির ও শ্রীমন্দির নির্ম্মাতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯০৫, ২০শে মার্চ্চ মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর ধর্ম্মধুরন্ধর ন্যায় পরাক্রম বীরবিক্রম কিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর উক্ত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি বিশেষ মনোঽভীষ্ট ছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় একটি উচ্চ স্তম্ভে উজ্জ্বল আলোক নিত্য প্রকাশিত থাকে। শ্রীল প্রভুপাদের অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীযোগপীঠের অত্যুচ্চ শ্রীমন্দির ও যোগপীঠের বিভিন্ন স্থানকে শত শত তড়িদালোক উদ্ভাসিত করিয়া সেই ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীধাম-মাহাত্ম্যগ্রন্থে যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, তাহা শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় প্রভুর দ্বারা সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে। ঠাকুরের বাণীটি এই—

অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥
(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত নবপর্য্যায়ের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ,—যাহা গৌড়ীয়-ভাষায় অদ্বিতীয় পারমার্থিক সাহিত্য, সেই গ্রন্থরাজের চতুর্থ সংস্করণের সম্পূর্ণ আনুকূল্যও শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় মহোদয় প্রদান করিয়াছিলেন। গগনে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের আনুকূল্যও তিনি করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু যে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় হরিনাম প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্যও শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে স্বপ্রকাশিত শ্রীঅধোক্ষজবিগ্রহ যেরূপ শ্রীভক্তিবিজয়-রচিত শত শত তড়িদালোকে উদ্ভাসিত মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন, গগনে স্বয়ং প্রকাশিত শ্রীবাসুদেব বিষ্ণুমূর্ত্তিও সেইরূপ মন্দিরে বিরাজিত থাকিয়া নিত্য পূজিত হউন এবং একযোগে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক,—এইরূপ শুভদিনের আশাও বৈষ্ণবগণ পোষণ করিতেছেন।

বৃহদ্ব বৈষ্ণবের পক্ষে নিজমঠল এবং গোষ্ঠবর্গের কদর্য্যশীলতা ও বিক্ষেপ বিদূরণের জন্য "গিরিধারীর" অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। নতুবা ব্যভিচার অনাচার প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল প্রভুপাদ এই আদর্শ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর দ্বারা প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় মহোদয়কে নিত্য অর্চ্চনের জন্য "গিরিধারী" প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর সহধর্ম্মিণী মহোদয়া ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় প্রভৃতি পালাবর্গও ভক্তিবিজয় প্রভুর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার বিশেষ সহায়ক। ভক্তিবিনোদধারার সহিত শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর সম্বন্ধ নিত্যকাল আছে,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের প্রস্তরফলকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু ভক্তিবিনোদ-ধারার নিজজনগণের সহিত বহুপূর্ব্ব হইতেই পরিচিত বলিয়া ভক্তিবিনোদধারায় প্রকাশিত ও তাহার রক্ষক বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আচার্য্যত্বকে বরণ করিয়া মৎসর পাষণ্ডগুলের দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ও তাহাদের দ্বারা নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হওয়াকেই আত্মগৌরব বলিয়া বিচার করিয়াছেন।

ভক্তিবিজয় প্রভু জয়যুক্ত হউন। প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে তাঁহার গুরুসেবার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক। শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ সেবায় তিনি উৎসাহকোটি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধাক্ষের অকপট বৈকর্য্যে নিযুক্ত করুন। শ্রীভক্তিসারঙ্গের ভক্তিসার-গানে ভক্তিবিজয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উচ্চ হইতে উচ্চতর, ব্যাপ্ত হইতে ব্যাপ্ততর রাজ্যে বিস্তৃত হউক।

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর বুধবার যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয় ইতিহাসের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীল ভক্তিবিনোদগৌর-সরস্বতীর সঙ্কীর্ত্তনসেবাবৈচিত্র্যধাধাক্ষ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গুরু-গৌরাঙ্গ-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-ব্রজানুগভক্তবৃন্দবন্দনা ও বৈষ্ণব-বন্দনাদিতি কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার বিষয় পাঠ করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীলভক্তিবিনোদপ্রভুর কৃষ্ণসংহিতা ও শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত-প্রদর্শিত গোবর্দ্ধনধারণ-শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। "শ্রীল রঘুনাথের 'নিজনিকটনিবাসং' বাক্যের 'নিকট' শব্দের অর্থ শ্রীরাধাকুণ্ডতট। গোবর্দ্ধন হরিদাসবর্য্য আশ্রয়বিগ্রহ হইলেও উপাসকগণ তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহরূপে দর্শন করেন। গোবর্দ্ধনধারী ও গোবর্দ্ধন—একই বস্তু। কৃষ্ণকাম অসমোর্দ্ধরূপে যেস্থানে নিরন্তর বর্দ্ধিত, তাহাই গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনই সকল ভোগ্য উপকরণ গ্রহণের একমাত্র অধিকারী। আধিকারিক দেবতা ইন্দ্রের দম্ভ বিনাশ করিয়া গোবর্দ্ধন ব্রজবাসিগণের প্রেমবাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা মাধুর্য্যময়ী লীলা, উহা ঐশ্বর্য্যলীলা নহে"—এই সকল কথা শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া "যথা দুষ্টং মে হৃদয়ম্"—( শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ৮ ) ও 'সমং শ্রীরূপেণ' ( ঐ ১১ ) শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা-মুখে শ্রবণামৃত, কীর্ত্তনামৃত, স্মরণামৃত, অর্চ্চনামৃত ও বন্দনামৃত—এই পঞ্চামৃত নিত্য পান করিয়া গোবর্দ্ধন-ভজনের কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুযায়ী শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতাবলী হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণনাম, শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর শতনাম ও যশোমতী-নন্দন গীতিত্রয় কীর্ত্তন করেন। মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত শ্রীরূপ-রঘুনাথের মন্ত্রচতুষ্টয়বার্ত্তা গিরিধারীর অর্চ্চন, ১৪শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের গোবর্দ্ধন-পূজাপদ্ধতি এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথের গোবর্দ্ধনাষ্টকত্রয় পাঠ করেন। শ্রীপাদ বসুবর প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব পাঠ করেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে শ্রীল প্রণবানন্দ গোপূজা করেন। শ্রীপ্রণবানন্দ ও শ্রীপাদ বসুবর প্রভু অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিকের সমুদয় কার্য্য ও আরাত্রিক-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য শ্রীসারস্বতপ্রবণসদনে অন্নকূটো-পরিস্থ শ্রীগিরিধারী ও তাঁহার সহস্র সহস্র ভোগোপকরণ সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত হয়। বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। এবৎসর দর্শনার্থীর সংখ্যা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক হইয়াছিল। এই সেবাকার্য্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত পরমনিষ্ঠ ভক্তবর শ্রীপাদ ত্রিগুণানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ বি-এল, শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ভূদেব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ যশোদা কুমার গঙ্গোপাধ্যায়; ভক্ত শ্রীরক্ষিত, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্বাধবেন্দ্র-পুরীপাদের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীগৌরবাসুদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধনের ভূরিপূজোপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ জগদ্গুরুচরণ ভক্তিবান্ধব প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

## বালিগঞ্জে বক্তৃতা

গত ৩রা নভেম্বর ( ১৯৩৭ ) বুধবার সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ 'জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউট্' হলে ত্রিপুরা ষ্টেটের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র দাস এম্-বি-ই বার-এ্যাট্-ল

মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজও 'পরোপকার' সম্বন্ধে একটী অতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় সুপ্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলীর উচ্চপ্রশংসা এবং একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবাণীপ্রচার দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের নিভাশান্তি সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না, —ইহা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। বালিগঞ্জবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে ব্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ও অতি প্রাঞ্জলভাবে এরূপ দুরূহ বিষয় সাধারণের বোধগম্য করিবার কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষট্‌তীর্থ মুদ্দর্শনবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত শচীনন্দন শীল এম্ এ বি-টি, শ্রীযুক্তগৌরীপদ সাহা, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর হাজরা, শ্রীযুক্ত হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচরণ দাসগুপ্ত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ বি-এল্ প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বালিগঞ্জপ্রবাসিনী মহিলাবৃন্দও সভায় শ্রোত্রী-রূপে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ কীর্ত্তন করেন।

### শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠে উৎসব

ঢাকা-শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব প্রত্যহ বিভিন্ন পল্লীতে নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীমঠে ও সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা-ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। গত ৪ঠা কার্ত্তিক ঢাকা শক্তি-আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত গোপীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ মহোদয়-দ্বয়, ৬ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্নে বেতিলা-নিবাসী অনেক গোস্বামী, অপরাহ্নে রেঙ্গুন-প্রবাসী মিঃ কে, এম্ বসু, পরিপ্লুতমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। ৭ই কার্ত্তিক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট মহোৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যায় একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভাভঙ্গের পর প্রায় ৮শত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস অপরাহ্নে নারায়ণগঞ্জ-প্রবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৯ই কার্ত্তিক অপরাহ্নে নারায়ণ-গঞ্জের কতিপয় সজ্জনসমীপে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ হরি-কথা বলেন। ১০ই কার্ত্তিক অপরাহ্নে রায়সাহেব যোগেন্দ্র-মোহন দত্ত (রিটায়ার্ড্ হেড্ মাষ্টার কলেজিয়েট স্কুল) ও অপর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট মহোপদেষ্টক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন। ১লা কার্ত্তিক ঢাকা শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন। ৭ই ও ৮ই কার্ত্তিক যথাক্রমে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাহিরপুরের রাজকুমার কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়; ডাঃ পি, কে বিশ্বাস; শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ (রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর); রায় সাহেব জানেন্দ্র মোহন সিংহ; অধ্যাপক সুখেন্দ্র চন্দ্র বসু; বাবু অমৃতলাল চৌধুরী জমিদার ইত্যাদি বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। ৮ই হইতে ১০ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ঢাকা, রায়সাহেব বাজারের মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী মহোদয়ের গদীতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা পাঠ হয়। ১২ই ও ১৩ই কার্ত্তিক শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ অবসরপ্রাপ্ত দাবজজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী মহোদয়ের বকশীবাজার হোস্টেলস্থিত রোড্ স্থভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

(তারযোগে প্রাপ্ত)—গত ৩রা নভেম্বর ঢাকা শ্রীমায়া গৌড়ীয় মঠের সুবিস্তৃত নাটামন্দিরে সহস্র উপকরণ-বৈচিত্র্যাদহ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর সমাগম হইয়াছিল। সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, যাযাবর মহারাজ ও ভক্তিমৈত্রের প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন।

---

গত ২০শে অক্টোবর (১৯৩৭) বুধবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের

বিশেষ আহ্বানে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব, শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মঃ মঃ আচার্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু সমভিব্যাহারে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস প্রভুর গৃহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ গমন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর কথা কীর্তন করেন।

---

## প্রচার-প্রসঙ্গ

**আসামে**—৬ই কার্তিক শনিবার শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী প্রভু এবং শ্রীপাদ হরিতোষণ দাসাধিকারী প্রভু সরভোগে শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দে মহাশয়ের বাসায় "মহান্ত গুরু" সম্বন্ধে সমাগত ভক্তগণের নিকট সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ৭ই কার্তিক পানবাড়ীতে "বাণী ও বপু" সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে "শ্রীমঠের সেবা ও বর্তমান সমস্যা" বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। তথাকার ভক্তগণ শ্রীমঠের বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত হইয়া শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অমৃতনিষ্যন্দী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ৮ই সোমবার চক্রচকায় শ্রীযুক্ত রসরাজ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার বাসায় মঠাশ্রিত ভক্ত ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট "মঙ্গলজীবনের কর্তব্য", "গুরু-করণ" ও "মহান্তগুরু" সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। ৯ই মঙ্গলবার কএকজন ভক্তসহ সরভোগ পৌঁছিয়া শ্রীপাদ বেণীমোহন দে মহাশয়ের বাসায় রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১০ই বুধবার সরভোগে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ হইতে "নিমি ও নবযোগেন্দ্র সংবাদ" পাঠ করেন। পাঠের পূর্বে ও পরে কীর্তন হয়। কীর্তনান্তে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১১ই তারিখ বৃহস্পতিবার হরিকিশোর প্রভু ও শ্রীপাদ হরিতোষণ প্রভু প্রচারার্থ ধুবড়ী যাত্রা করিয়াছেন।

**বিহার ও যুক্তপ্রদেশে**—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দদাস ব্রহ্মচারীজী (হের আর্থ ইজ্ গ্রেট্ সুলদ্) মঠসেবক শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারীসহ গত ২১শে অক্টোবর (১৯৩৭) কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়া ২২শে ও ২৩শে গয়ামঠে অবস্থানপূর্বক গয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। তথা হইতে ২৪শে অক্টোবর পাটনা পৌঁছান। তথায় ২৬শে অক্টোবর গেট্‌লাইব্রেরীতে "Divine Love" (ভগবৎপ্রেম), ৩০শে অক্টোবর হিন্দুস্থানী লাইব্রেরীতে "Beauties of Hindu culture & religion" (হিন্দুর আচারব্যবহার ও ধর্মের সৌন্দর্য), ১লা নভেম্বর বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে "Science and Religion" (বিজ্ঞান ও ধর্ম) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতাতেই বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃ-সমাগম হইয়াছিল। ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩১শে অক্টোবর ব্রহ্মচারীজী পাটনাকলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গোবিন্দভাষ্যানুগতো ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করেন। ৩১শে অক্টোবর প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুক্ত কামাখ্যা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে Religion & Reason (ধর্ম ও যুক্তি) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তথায় ৩০জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীজী ২রা নভেম্বর পাটনা হইতে কাশী যাত্রা করিয়াছেন।

**কলিকাতায়**—গত ৪ঠা অক্টোবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা বালিগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ করেন। ডাঃ পি বাক্‌চি এম-এ, ডি-লিট, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী এম্-এ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন।

গত ১৮ই অক্টোবর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র সলিসিটর মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীমৎ ভগবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ করেন। প্রথমদিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ বহু বিশিষ্ট শ্রোতা আগমন করিয়া শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণানন্তর আচার্য-পাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে বাণীশ্রবণের সৌভাগ্য লাভ

করিতেছেন। শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি দর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ বহু সজ্জন-সমাগম হইতেছে।

**শ্রাদ্ধ-শ্রাদ্ধ**—ধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী মহোদয় গত ২৫শে আশ্বিন ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে তদীয় পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকার্য্য মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কুঞ্জবাবু,

শ্রীল গোস্বামী প্রভু আপনাদের ওখানে যাইতেছেন। আপনার হইয়া শ্রাদ্ধের সকল ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। তাঁহার বাচনিক সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া যাহা ভাল হয় করিবেন।

ললিত সাহার আত্মীয়গণ * আপনি শূদ্র-শ্রাদ্ধ করিতেছেন জানিয়া আপনার পথ অনুসরণপূর্ব্বক আমাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তাহা হইলে **এখন হইতে আমাদের ব্রাহ্মণ-অভিমানী গৃহস্থগণও নিজ-নিজ বর্ণের অভিমান গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন। এই মর্ম্মে কার্য্য হওয়ায় আমার নিজের কথা বাতিল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ ১০ দিনে, ক্ষত্রিয়গণ ১২ দিনে, শূদ্রগণ ৩০ দিনে, বৈশ্যগণ ১৫ দিনে কাচাবড়া লইয়া শ্রাদ্ধ করাই সঙ্গত জানিল। সুতরাং বৈষ্ণবের দ্বিজ-সাম্য-বিচারে ব্যাঘাত ঘটিল।** বৈষ্ণবের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমরা যে বিচার জগতে বলিলাম, তাহার প্রতিকূলে কার্য্য করাটা ব্যক্তিগত বিপদের উপর নির্ভর করে না, একথা আপনি বিস্মৃত হন কেন? **ঐ প্রকার শ্রাদ্ধের সহিত আপনার ব্যক্তিগত সংস্রব রাখিতে গেলেই আপনি পরমার্থ-কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহাই জগতে প্রচারিত হইবে।** লৌকিকী শ্রদ্ধা ও পারমার্থিকী শ্রদ্ধা ভিন্ন। উভয় শ্রদ্ধাই 'শ্রদ্ধা' নামে পরিচিত। **লোকরঞ্জনের জন্য পরমার্থ নষ্ট করিতে হইবে না, ইহাই মহাপ্রভুর মত।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Sree Purushottam Math, Puri.
14-5-29.

My dear Kunja Babu,

I hope you are passing your days in the company of your villagers. From Gaurgunananda's letter I come to know that you have invited Pranabananda, Gaurgunananda and Kirtan to join the **smarta ceremony** you are going to perform in your village **at the instruction of your present friends. This is in other words neglecting the rising of Gaudiya Math** You could have managed the smarta sradh at your house after attending Gaudiya-Math-affairs, but **almost all your attention is now engaged in a different direction.** I am far off Bengal. So you have thought of attending to duties at home. As **progress of our Mission could attract you little at your present crisis, I need not disturb you with** detailed news that are for.hcoming to me. Aprakrita Prabhu

---

* ইং ২১.৪.২৯ সম্বৎসর অতিক্রম (বাং ৭ই বৈশাখ, ১৩৩৬) বর্ষাবসর ললিত সাহা মহাশয়ের আত্মীয়বর্গ বৈকালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসেন। অপ্রাকৃত প্রভুর সহিত শ্রীল প্রভুপাদ পোড়াদহীয় ব্যক্তিদের উপরে কুঞ্জবাবুর নামে অনেক কথা বলেন। শ্রীমৎ প্রণবানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির পরে তথায় উপস্থিত হন। রাত্রে সমুদ্রের উপকূলে ১২টা পর্য্যন্ত এ সকল কথার আলোচনা হয়।

২২।৪।২৯ তারিখ শ্রীবুদ্ধির-চতুর্দ্দশী দিবস প্রাতে ৭টার শ্রীল প্রভুপাদ পোড়াদহীয় ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করিয়া 'অপ্রাকৃত-প্রণালী' শ্রোতৃগণী ব্যাখ্যা করিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে ও হৃদিতাস্ত বলেন যজ্ঞেশ্বর অপরাধকারী ব্যক্তিদের পরম এবং কুঞ্জবাবুর আত্মীয়দের নিন্দা করিয়া অনেক কথা বলেন। তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন—ঊর্দ্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রভু, শ্রীযুক্ত বন, শ্রীঅমলাল বিদ্যাবিনোদ, ঈশান বাবু, শ্রীঅমলাল, পরমানন্দ, রাধাবিনোদ, সতীশবাবু আমরা ও পুত্র প্রভৃতি অনেকে।

intends to go to Jheria-side on some urgent piece of business. What God imposes on us, however unpleasant, we must submit to it.

• • •

Affly yours,
Siddhanta Saraswati.

আশীর্ব্বাদানুরোধক।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১৪।৫।২৯

প্রিয় কুঞ্জবাবু,

আশা করি, আপনি আপনার অপ্রাকৃতবাণীদিগের সহিত সময় ক্ষেপণ করিতেছেন। গৌরভানন্দের পত্রে জানিতে পারিলাম, আপনি আপনার বর্ত্তমান বন্ধুবর্গের উপদেশানুসারী যে শ্রাদ্ধবাসর সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য প্রণবানন্দ, গৌরগুণানন্দ ও কীর্ত্তনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অন্য কথায় ইহা গৌড়ীয়মঠের উন্নতির অবহেলা করাই বুঝায়। আপনি গৌড়ীয়মঠে থাকিয়াই এবং তথাকার কার্য্যাদিতে মনোযোগ দিয়াও আপনার বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসরের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু আপনার প্রায় সমগ্র মনোযোগই এখন একটী ভিন্নপথে নিয়োজিত হইতেছে। আমি বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে আছি, কাযেই আপনি আপনার বাড়ীর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যেহেতু আপনার বর্ত্তমান সঙ্কটে আমাদের মিশনের উন্নতির বিষয় আপনার মনোযোগ অল্পই আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমার নিকট যে সমুদয় সংবাদ পৌঁছিতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আপনাকে জানাইয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। অপ্রাকৃত প্রভু বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য ঝরিয়া অঞ্চলে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ভগবান্ আমাদিগকে যতই অসুবিধার মধ্যে ফেলুন না কেন, তাহাই আমাদের স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

• • •

(স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

[ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীল প্রভুপাদের শেষ পত্র ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
২১।১২।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। বোধ করি আগামী মেল হইতে আপনার কার্য্যের কথা জানিতে পারিব।

ভগবদিচ্ছায় আমার শরীর এখনও আরোগ্যের পথে চলে নাই। • • • শয্যা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু অপ্রাকৃত dramatist, তাঁহার রচিত ৩।৪ খানা drama আছে। তিনি Transcendental Literateur. তিনি ভক্তি-Science-এর লেখক ও প্রচারক। তিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পরিপূরক। তিনি মধুর রসের রসপর্য্যায়ের পরমোত্তমা শ্রীরূপমঞ্জরী। সাধারণ লোক যাহারা ঈশ্বর-সান্নিধ্যের কথা বুঝিতে পারে না, তাহারা প্রেম-বিরোধী ও জাগতিক বৈষম্যের অধিনায়ক মাত্র। তৎফলে কেহ বা নির্ব্বিশেষবাদী (Impersonalist), কেহ বা Idealist, আবার কেহ বা Altruist কর্ম্মবাদী ফলভোগকামী। জাগতিক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হয় Impersonalists, না হয় pleasure-seekers. নিজস্বার্থান্বেষী ব্যক্তিসকল নিজ-মঙ্গলের সমস্যা পূরণ করিতে পারে না। বহু জন্মের সুকৃতি থাকিলে শ্রীরূপানুগত্য বুঝিতে পারা যায়। ভগবৎপ্রকাশবৈশিষ্ট্যের সহিত জাগতিক বিশিষ্টতার বরাবরত্ব সংমিশ্রণে ধর্ম্মপথে কতিপয় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সেগুলি আমাদের আরাধ্য নহে। তবে ঐগুলির হস্ত হইতে ও অভাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই প্রয়োজন। সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহে সেবকের চিত্তবৃত্তি অনুসারে গুরুত্ব বা লঘুত্ব-রূপ নিশ্চল ধর্ম্মের অন্তর্ধান ভজন-প্রভাবে করিয়া যায়। মায়ুর্য্যের উপলব্ধি ঐশ্বর্য্য থাকা-কালে সম্ভবপর নহে। সাবধানে থাকিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

# আলোচনা

## আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীব্যাসপূজা

গুরুদ্রোহী সম্প্রদায় বাকি এক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীব্যাসপূজা "আষাঢ়ী পূর্ণিমায় হইয়াছে বলিয়া কোথায়ও উল্লেখ নাই।"

ঔল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম ও দশম সংখ্যায় গৌড়ীয়ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"মায়াবাদী সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা দিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়।" ইহার কিছু পরেই ঔল প্রভুপাদ বলিয়াছেন "শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমাধবসম্প্রদায়ের অনুগতলীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি যতির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় কৌরবিধানান্তর যতিকৃত্যবিচারে ব্যাসপূজার দিন আগত হইয়াছে জানিতে পারিলেন।"

মায়াবাদিসম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাদিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান আছে বলিয়া মায়াবাদান্ধকারবিনাশক শ্রীমাধবসম্প্রদায়ের অনুগতলীলাভিনয়কারী ব্রহ্মচারীর লীলাপ্রদর্শক ঔল নিত্যানন্দ প্রভুকেও 'মায়াবাদী ব্রহ্মচারী' এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' এবং 'মায়াবাদের অনুশাসনে কবলিত' করিতেই হইবে, এরূপ অপসিদ্ধান্ত নিত্য মহাগুরুর পাদপদ্মের অস্তিত্ব-অস্বীকারকারী ও শ্রীব্যাসচরণে অপরাধী অপসম্প্রদায়ের মুখেই শোভা পায়।

তাঁহারা কি খবর রাখেন যে, পরমারাধ্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে "সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা-পদ্ধতি" নামক একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের গ্রন্থাগার হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন? এবং ঔল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ প্রাচীন পুঁথিটির যে নকল করাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ঔল গৌড়ীয়াচার্য্য অচিরেই লোকলোচনে প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থের কথাই শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ৪র্থ অধ্যায়ের ২৪শ সংখ্যায় "পদ্ধতি-পুস্তক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে:—

"অথ ব্যাসপূজা লিখ্যতে। আষাঢ্যাং পূর্ণমাস্যাং কৌরং কৃত্বা স্নাত্বা আচম্য পূজাদ্রব্যাণি সংপাদ্য চ ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থিতঃ" ইত্যাদি।

এখানে "আষাঢ্যাং পূর্ণমাস্যাং" বলিতে কোন্ পূর্ণিমা বুঝায়? এই সকল গূঢ় সাম্প্রদায়িক রহস্য জানিতে হইলে নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণের ও শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তবিৎ আচার-প্রচার-পরায়ণ মহাপুরুষগণের সঙ্গ প্রয়োজন। কেবল গৃহব্রত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানমানিতায় বা মৎসরতার দ্বারা সৎসাম্প্রদায়িক রহস্য অবগত হওয়া যায় না।

শুনা যায়—উক্ত পণ্ডিতম্মন্য সম্পাদক ও তাঁহার চেলা চামুণ্ডার দল, 'শ্রীনামতত্ত্ব' প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া "জিহ্বারূপে তুমি মাতা নামের জননী—এই কথাটি আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই"—এইরূপ লিখিয়াছেন! শ্রীব্যাসের চরণে অপরাধ করিলে "শ্রীব্যাসদেব গণিত জানিতেন না, তাঁহার গ্রন্থে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতির বিচারে নানাপ্রকার ভ্রম প্রমাদ আছে", —এইরূপ নাস্তিক্যবিচার উদ্গীরণ করিতে হয়। "জিহ্বারূপে তুমি মাতা" (চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২৮শ অধ্যায় ৪৮শ সংখ্যা) কথাটি—শ্রীচৈতন্যভাগবতের, ইহা যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতের কতটা খবর রাখেন, সহজেই অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত (প্রথম সংস্করণ) শ্রীচৈতন্যভাগবতের "ব্যাখ্যা ও বক্তব্যে"র ২১ পৃষ্ঠায় 'পৌর্ণমাসী' শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"আষাঢ়ী পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমাতেই সন্ন্যাসিগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন।" গুরুদ্রোহিদল অপরাধফলে সাধারণ লোক হইতেও সাম্প্রদায়িক রহস্যে অধিকতর অজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

---

**শ্রীসায়ণভাষ্য।** গদ্যাব ও পদ্যাব—দুই প্রকার বিচারই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাকৃত গণিতের মতভেদ লইয়া পণ্ডিতম্মন্য গৃহব্রত ব্যক্তি যে কুতর্ক উঠাইয়াছেন, তাহা মাৎসর্য্যমূলক। এক সময়ে টাকির স্বনামধন্য স্বধামগত জমিদার যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল মহাশয় ঔল প্রভুপাদকে শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল গণিত-জ্যোতিষগত ভ্রম (?) আছে, উহা সংশোধন করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ঔল প্রভুপাদ যতীন্দ্র বাবুকে জানাইয়া-

ছিলেন যে, "শ্রীব্যাসদেব আধুনিক ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্যই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন।"

যেখানে আগতিক বিষয়ে দুই প্রকারেরই মত দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে দুইটিই গ্রাহ্য। প্রাকৃত গণিতের মতান্তর জিনিষটি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধের সহিত সম-আসনে গণ্য নহে। আচার্য্যগণের ভক্তিসিদ্ধান্তে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা থাকে না। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থে একই ধাতুর শ্রীনিমাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক আত্মনেপদ-প্রয়োগে আপত্তি ও শ্রীঈশ্বরপুরীর আত্মনেপদ-প্রয়োগ সমর্থন প্রভৃতি মতভেদের দ্বারা গুরু ও শিক্ষা-লীলাভিনয়কারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

---

**প্রতিধ্বনি**—শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ-কারী গুরুদ্রোহিসম্প্রদায়ের বিচার এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত বিদ্যায় মনোনিবেশ না করিয়া ভক্তিগ্রন্থাদি অতাধিক আলোচনা করায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাতে প্রতিধ্বনি কম ছিল! ইহারা প্রতিধ্বনি বলিতে বুঝিয়াছেন, —অবিদ্যায় অভিনিবেশ!

---

## শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী

কুঞ্জবাবুর দলের লোক নাকি লিখিয়াছেন,—'শ্রীল প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছার প্রতিবাদ ১০ই জানুয়ারীর গভর্ণিং বডির মিটিংএ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কুঞ্জবাবুর নিকট করেন নাই।' ইহা কি কুঞ্জবাবু শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিতে পারেন? অথবা তাঁহারা 'শ্রীল প্রভুপাদ নাই, তিনি ত' আর সাক্ষ্য দিতে আসিবেন না,'—এই নাস্তিক বিচারে ধাবিত হইয়া এতবড় অসত্য কথা বলিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না! যাঁহারা শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের সম্মুখে আচার্য্য স্বীকার করিয়া—এমন কি, লেখনীতে লিখিয়া সমস্ত কথা উল্টাইয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই! কিন্তু আমরা জানি, কৃষ্ণ আছেন, প্রভুপাদ নিত্য আছেন এবং প্রভুপাদের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া অবিকুণ্ঠিত হৃদয়ে বলিতে পারি যে, "কুঞ্জবাবু যে, তাঁহার কথাগুলিকে বিকৃত, ভাষান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া কতকগুলি কথা শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ প্রভুর লেখনীতে নিজে dictate করিয়া লিখাইয়া আনিয়াছিলেন, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।" তাঁহাদের মায়ার কান্নায় মুগ্ধ হইয়া দু'একজন লোক শুনেন নাই বলিলেই বহু বৈষ্ণব যাহা শুনিয়াছেন, এবং প্রকৃত ঘটনা যাহা হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণের নিকট কেহ ফাঁকি দিতে পারিবেন না। কৃষ্ণ কল ঘুরাইবেনই, গুরুদ্রোহী গুরুদ্রোহী নাস্তিকগণ তাহা বিশ্বাস না করিতে পারেন।

কুঞ্জবাবুর সহিত পারমার্থিক কালিকলমের সম্বন্ধ খুব কমই, ইহা শ্রীল প্রভুপাদও বহুবার বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে—কুঞ্জবাবুর আদৌ 'literary taste' নাই কেবল 'commercial interest' আছে; বিশেষতঃ কুঞ্জবাবুকে সকালে জে-বি-দত্ত কোম্পানীর ম্যানেজারী, ১০টা হইতে রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত পোষ্ট-আফিসের চাকুরীর খাটুনী, আবার রাত্রেও নিজের বৈষয়িক কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু গুরুবিত্ত অর্জ্জনকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক ও গৌড়ীয়ের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রবিজ্ঞা-লঙ্কার মহোদয়ের বিত্ত-বর্দ্ধন-পিপাসা না থাকায় তাঁহাকে বৈষয়িক কার্য্যে অতটা অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয় না। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট কালের কএকদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ কোথাওও বাহির হন নাই। সুতরাং শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী (ওরফে শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়) শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে কাগজাদি লইয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণই উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের কথা ও বাণী চিরদিনই বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভু, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীই লিখিয়াছেন। কুঞ্জবাবু কোনদিনই কোন কথা লেখেন নাই। বিশেষতঃ প্রভুপাদের কোন পারমার্থিক উপদেশ শুনিবার তিনি সময়ই পাইতেন না। বরং দেখা গিয়াছে, কুঞ্জবাবু প্রভুপাদের ঘরে আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা থামাইয়া তাঁহার সহিত বৈষয়িক কথা বলিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেন। গৌড়ীয়মঠের বহু সেবক ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী-কীর্ত্তন-কালে উপস্থিত ছিলেন না বা তাহা note করেন

নাই, এরূপ কথা যাহারা বলিতে পারে, তাহারা গুর্ব্বজ্ঞা-বৈষ্ণবাপরাধফলে সত্যের অপলাপে কি প্রকার সিদ্ধহস্ত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, ঘৃণার উদয় হয়। এরূপ 'হয়কে নয়' করিয়া লোক-বঞ্চনার চেষ্টা কি কৃষ্ণকেও কীর্ত্তি দিতে পারিবে?

প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী নামক জনৈক যুবক শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কএকদিন পূর্ব্বে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ শনিবার অপরাহ্ণে) Dr. J. C. Guha মহোদয়ের ৫০০০৲ মূল্যের Electro cardiograph যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং উহা তাহার পায়ের উপর পতিত হওয়ায় পা'ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। ঐ যন্ত্রটি শ্রীল প্রভুপাদের হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আনা হইয়াছিল। যখন প্যারীমোহনের দ্বারা ঐ যন্ত্রটি ভাঙ্গিয়া গেল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আমার হৃদয় যে ভাঙ্গিয়াগিয়াছে, আজ ইহাই প্রমাণিত হইল!" এই ঘটনার প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে দিল্লীমঠে থাকা কালে শ্রীযুক্ত বনের সঙ্গে উক্ত প্যারীমোহনের অত্যন্ত মিত্রতা হওয়ায় প্যারীমোহনেও অপরাধ সঞ্চারিত হইয়াছিল। এমন কি, শ্রীযুক্ত বনের সঙ্গ করিয়া সে শ্রীল প্রভুপাদকে লিখিয়াছিল—"বন মহারাজকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া অপ্রাকৃত প্রভুকে কেন পাশ্চাত্যদেশে পাঠান হইল? যিনি একদিন মস্তকের মণি ছিলেন, তিনি পুনরায় কিরূপে অনাদৃত ফণি হইলেন?" শ্রীল প্রভুপাদ ৩১।১০।৩৬ তারিখে পুরী হইতে বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ অধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারীজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে যুবক প্যারীমোহনের আস্পর্দ্ধা ও পাষণ্ডতার কথাও শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে উহা ব্লক করিয়া সর্ব্ব সাধারণে প্রকাশিত হইবে। এই জাতীয় ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে কখনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) শ্রীল প্রভুপাদ পুরী হইতে কলিকাতা মঠে আসিবার পর প্যারীমোহন শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধদুষ্ট হৃদয় লইয়া কএকদিন প্রভুপাদের সম্মুখীন হইতেও সাহসী হয় নাই। যখনই সে প্রভুপাদের ঘরের দিকে গিয়াছে, তখনই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুপাদ অসৎসঙ্গ-প্রভাব-জন্য অসুবিধার কথা ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিয়াছেন। এই কথা প্যারীমোহন তৎকালে শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট বহুবার বলিয়াছে যে—'প্রভুপাদের সম্মুখে আর যাইবার উপায় নাই।' শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে কএকটি নিতান্ত অপরাধ-মূলক কথা বলায় প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী যেদিন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, ঠিক তাহার পরেই Cardiographic photo লইবার জন্য আনীত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা মূল্যের উক্ত যন্ত্রটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্যারীমোহনের মুখে প্রভুপাদ ও তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়ের অপরাধপূর্ণ সমালোচনা একটু কমে এবং সে খুব বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়ে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-কালাবধি এই শ্রেণীর লোকগুলি অসংখ্যবার কুঞ্জবাবুর প্রত্যেক ভক্তিবিরোধী আচার-ব্যবহারের অবিরত তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছে, আর আজ তাহারাই কুঞ্জবাবুর পরমবন্ধু হইয়া উঠিল! 'ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে আউর হাসি!'

শ্রীল প্রভুপাদের সার্টিফিকেট কেবল কু-বাবুর বেলায়ই প্রযোজ্য, প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছা কেবল কু-বাবুরই প্রশংসামূলক আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য নহে ও আর কাহারও প্রতি আশীর্ব্বাদসূচকও নহে! শ্রীসুন্দরা-নন্দ প্রভুর মন্ত্রণা edit করিবার স্পষ্ট ও প্রথম আদেশ, শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে সকলের পারমার্থিক নিয়ামক হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের আদেশ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর অলৌকিক সেবার ফলে তাঁর অপরিশোধ্য ঋণ-স্বীকারের কথা, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর অজাতশত্রুত্ব ও তাঁহার আদর্শ-চরিত্র সকলকে অনুসরণ করিবার কথা, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ও শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভুর কথা, রামবাগান ভক্তিভবনের পরম পূজনীয়া শ্রীল মাতাঠাকুরাণীর কথা, রামবাগানের ভক্তি ভবনের অনেকের কথা এবং অন্যান্য মনোদুষ্টীষ্ট পরিপূরণের কথা—সকলই চুলায় গেল!! শ্রীল প্রভুপাদকে খাঁটি সাহেব করিণ ইংরাজিতে কেবলমাত্র কুঞ্জবাবুর প্রশংসা-মূলক উক্তিগুলি প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছারূপে পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র সরলপ্রাণ বৈষ্ণববন্ধু কেহই পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। শুনা যায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কএক দিবস পূর্ব্ব হইতে

কৃষ্ণবাবু এটর্নির বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। ইহার মূলেই বা কি রহস্য আছে? গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকে কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের এক সপ্তাহকাল পূর্ব্বেই তাঁহার ভাবী অপ্রকটের সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিতে বলেন এবং টেলিগ্রাম প্রেরণ করাইয়া ঢাকা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির ফটোসমূহ আনয়ন করান। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কৃষ্ণবাবুকে বলেন—'আমার হৃদয় এখনও এরূপ শুষ্ক ও কৃত্রিম হয় নাই যে, শ্রীল প্রভুপাদের ভাবী অপ্রকটের চিত্র এখন হইতেই লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারি।' কৃষ্ণবাবুর এই সকল বিচারের মূলেই বা কি রহস্য আছে?

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা ১২শ ও ১৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—**"অরুণোদয় হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণের জন্য, কৃষ্ণ ও কার্য্যের সেবাপ্রবৃত্তি অনুকরণীয় বলিয়াই তিনি 'অতুল' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রের দোষাকরত্ব ঘুচাইয়া দিয়া শশকলঙ্কের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণপ্রেমকলঙ্কিনীর একায়ন-পদ্ধতিতে মহামণ্ডিত।"** কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল আশীর্ব্বাদ কৃষ্ণবাবুর দলের গৃহব্রত সম্পাদকের মতে কিছুই নহে। তাই তাঁহারা নাকি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে হেয় করিবার জন্য কি কি প্রচার করিয়াছেন। এজন্যই বলিতেছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদের যত সার্টিফিকেট কেবল কৃষ্ণবাবুর পক্ষেই সার্থকতাযুক্ত। গৌড়ীয়মিশন যে অট্টালিকার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা সম্বর্দ্ধিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর দ্বারাই হইয়াছে—ইহা গৌড়ীয় মিশনের প্রত্যেক সত্যপ্রিয় ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা দানের কথা কেন, পঁয়ষট্টি কোটি টাকা দানের কথা বলিলেও অতি কম, তুচ্ছ বা সামান্যই বলা হয়। Commercial interest-এ অভিনিবিষ্ট কৃষ্ণবাবু ও পরমানন্দ ব্রহ্মচারীকে একদিন এজন্য স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-সম্পাদকের লিখিত 'মায়াবাদের চক্ষে ভক্তির স্বরূপ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সুন্দরানন্দ এই প্রবন্ধে আমার দশ লক্ষ টাকার সেবা করিয়া দিয়াছে। গৌড়ীয়ের এক একটি প্রবন্ধে লক্ষ লক্ষ টাকার কার্য্য হইতেছে।" সুতরাং গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের কল্যাণের জন্য যে চেষ্টা, তাহার সহিত কোটি কোটি টাকা দানও অতি তুচ্ছ। তবে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু 'ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি' প্রবন্ধের বিচারানুসারে গৌড়ীয়মিশনে আসিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অকিঞ্চন হইয়াছেন। অবশেষে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যে সকল অলঙ্কারাদি ও তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভিডেন্ট্ ফণ্ডের যে সকল অর্থাদি ছিল, তাহাও আজ হস্তান্তরিত! তিনি গৌড়ীয়মিশনে আসিয়া বাড়ীঘরের উপর, জমিদারী, কিম্বা ব্যাঙ্কে বহু টাকা কিছুই করিতে পারেন নাই; সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়াছেন। কাজেই সেই কোতো লোকের মূল্য গুরুভোগিগণের চক্ষে কম!!

কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদ কোন্ কুলোদ্ভূত কেবল তাহা বলিয়াছেন, পরন্তু শ্রীল প্রভুপাদকে জাতি-সামান্যে দর্শন করেন নাই বলিয়া যে মিথ্যাকথা রটনা করিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য' নামক পুস্তকে কৃষ্ণবাবুকে সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া ইহা প্রচার করিতে বলিয়াছেন যে—"কৃষ্ণবাবু প্রচার করুন যে, তিনি বা তাঁহার খাতক হরিবিনোদ দাসাধিকারী ও তাঁহার পক্ষীয় পরমানন্দ দাসাধিকারী শ্রীল প্রভুপাদকে ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শূদ্র বা শূদ্রজাতি বলেন নাই। তাঁহাদিগকে দ্বিজ কায়স্থকুলোদ্ভূত বলিয়াছেন এবং অসংখ্য দ্বিজকুলের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ যে ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি পরমহংস অর্থাৎ তাঁহারা কোনরূপেই শূদ্র বা কোন জাতির অন্তর্গত নহেন—ইহা নিজ নামে স্বাক্ষরিত করিয়া প্রচার করুন। নতুবা দুই চারিটী লোকভুলান প্রহেলিকাবৃত কথায়, মিষ্টিবুলি, মায়াকান্না ও মেতো হাসিতে সত্যানুরাগী শ্রীপাদ-কিঙ্কর ভুলিতে পারেন না।" কিন্তু কৃষ্ণবাবু বা তাঁহার দলের কেহ উহা করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করেন নাই। অতএব নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে জাতিবুদ্ধি বা শূদ্রবুদ্ধি করিয়া শ্রীযাদনিকশিত নরক ও পাষণ্ডতার চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। এই নরক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই—অপরাধী দলের পক্ষে ত' দূরের কথা।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৮৫, শনিবার, ২৭শে কার্ত্তিক, ১০৪৪, ১০ই নভেম্বর, ১৯৩৭ | ১৪শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর-পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা অদ্বৈত-পাদপদ্মে অপরাধী হওয়ার কপটতা-মূলে অদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈত-প্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যদ্রুবগণকে নিজ-ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত মঃ ২৪ অঃ ১৮ সংখ্যার গৌড়ীয় ভাষ্য)

"প্রাকৃত-সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলিতে ভালবাসেন; শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"

—('শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৪র্থসংখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত "প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে" শীর্ষক প্রবন্ধ)

"যিনি বৈষ্ণবে গোবিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় অসম্ভাব্য।"

—(প্রতীচ্য-প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৯ পৃষ্ঠা)

# শ্রুতিসার

[ শ্রিমদভিনবাগী ঈশ্বরভিক্ষুদেব স্রৌতী মহারাজ ]

প্রশ্ন-উপনিষৎ—অথর্ববেদীয়। ইহা ৬টি প্রশ্নে—১ম প্রশ্নে ১০ মন্ত্র, দ্বিতীয়ে ১৩, তৃতীয়ে ১২, চতুর্থে ১১, পঞ্চমে ৭ ও ষষ্ঠে ৮টি মন্ত্র—সর্ব্বসমেত ৬১টি মন্ত্রে সম্পূর্ণ। ভরদ্বাজ-বংশীয় সুকেশা, শিবিকুলের সত্যকাম, গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী, অশ্বলপুত্র কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ও কত্যায়নের কবন্ধী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিপ্পলাদের নিকট সমিৎপাণি হইয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা একবৎসর গুরু-গৃহে বাস করিবার পর কবন্ধী পিপ্পলাদের নিকট প্রশ্ন করেন যে, ( ১ম প্রশ্ন—) কোথা হইতে প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়াছে ? পিপ্পলাদ তদুত্তরে বলেন,—কল্পারম্ভে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেন ; সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দশদিকে বিস্তার করিয়া সমগ্র প্রাণিগণকে প্রকাশমান করিয়া থাকেন। তাঁহাকেই বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ, সর্ব্ববিৎ, অদিতীয়, তেজোময়, তাপপ্রদ, প্রাণিভেদে বহুরূপে অবস্থিত এবং সমস্ত প্রজার প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। সেই আদিত্যের পাঁচটি কতুরূপ পর্ব ( হেমন্ত ও শীত ঋতুর একত্ব বিচারে ), দ্বাদশ মাসই ইহার দেহ। ইনি পুরীষী অর্থাৎ প্রাণিগণের উষ্ণাবস্তু গ্রহণান্তে পুরীষত্যাগের ন্যায় ইনি পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিরূপে উহা ত্যাগ করেন। ইনি অন্তরীক্ষ লোকেরও ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। ইঁহার ষড়-ঋতুযুক্ত ও সপ্তাশ্বরূপ গমনশীল চক্রে শলাকার ন্যায় সমগ্র জগৎ অবস্থিত।

চন্দ্র অন্নস্বরূপ। চন্দ্রসূর্য্যাত্মক প্রজাপতিই সংবৎসর। তাহার দুইটি অয়ন—উত্তর ও দক্ষিণ ; যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্ত করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কিছু কাল পরে পুনরাবৃত্ত হন। উহার অপর নাম ধূমযান বা পিতৃযান। আর যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা পরমাত্মাকে জানিয়া উত্তরায়নে অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তাঁহারা আদিত্য-লোকে গমন করেন, উহা ভয়-রহিত, তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক প্রজাপতিই অহোরাত্র স্বরূপ। দিন তাঁহার প্রাণ ও রাত্রি অন্নস্বরূপ। প্রজাপতিই অন্নস্বরূপ, অন্ন হইতেই শুক্র উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে সকল প্রাণী উৎপত্তি লাভ করে। অতএব যাঁহারা প্রজাপতির উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন।

উপরিউক্ত প্রজাপতি বা সূর্য্য প্রভৃতি শব্দসকল ব্রহ্মেই উক্তিই ; কারণ তিনিই অদ্বিতীয়, বিশ্বরূপ এবং নিখিল প্রাণিময়রূপে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। তিনিই সকলের প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ।

২য় প্রশ্ন—ভার্গব পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতা প্রজা পালন করেন, ইঁহাদের মধ্যে কাহারা শরীরকে প্রকাশিত করেন এবং তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে ? পিপ্পলাদ বলিলেন,—আকাশাদিপঞ্চকৃত কার্য্যস্বরূপ এবং বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল—প্রসিদ্ধ দেবতা। একদা কার্য্যকারণ-স্বরূপ দেবগণ প্রত্যেকেই "আমিই শরীর রক্ষক" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। সেই প্রাণ অপর ইন্দ্রিয়-গণকে বলিলেন, আমিই শরীরকে রক্ষা করিতেছি, তোমাদের স্পর্দ্ধা বৃথা। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ তাহা বিশ্বাস না করায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে অপর ইন্দ্রিয়গণও অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রাণ পুনর্ব্বার দেহে স্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণও সুস্থির হইল এবং প্রাণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকিল।

৩য় প্রশ্ন—কৌসল্য মুনি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে, কিরূপে শরীরে আগমন করে, কিরূপে পঞ্চ অংশে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে, কিরূপে দেহ হইতে চলিয়া যায় এবং কিরূপেই বা বাহ্য ও অধ্যাত্মবিষয়সকল ধারণ করে ? পিপ্পলাদ উত্তর করিলেন,—এই প্রাণ পরমাত্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অধীন থাকেন এবং মনঃসঙ্কল্পিত কর্ম্ম-দ্বারা স্থূল শরীরে আগমন করেন। সম্রাট্ কর্ত্তৃক অধীন রাজগণের কার্য্যে নিয়োগের ন্যায়

প্রাণই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্বস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রাণ স্বয়ং বায়ুরূপে পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে, সমানবায়ুরূপে নাভিদেশে বিরাজিত থাকিয়া ভুক্ত অন্নাদির সঞ্চালনকার্য্য করেন। তদ্দ্বারাই জ্ঞানেন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ ইঁহার দ্বারাই রূপরসাদি বিষয়ের প্রকাশ ও শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জীবাত্মা হৃদয়ে বাস করেন। জীবদেহে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীতে শত শত শাখা নাড়ী আছে। সর্ব্বসমেত ৭২০০০ নাড়ী শরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ব্যান বায়ু এই সকল নাড়ীতে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ঊর্দ্ধগামিনী। উদান বায়ু সাহায্যে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পুণ্যকর্ম্মী জীবকে পুণ্যলোকে, পাপকর্ম্মী জীবকে নরকে এবং পাপপুণ্য সমকর্ম্মী জীবকে মনুষ্যলোকে লইয়া যায়।

৪র্থ প্রশ্ন—সৌর্য্যায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীরের মধ্যে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায়, কে কে জাগিয়া থাকে, কে স্বপ্ন দর্শন করে, কে কে সুখানুভব করে, কাহার উপরই বা উহাদের অবস্থান? তদুত্তরে পিপ্পলাদ বলিলেন,—সুষুপ্তিকালে সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরত থাকে। বাগিন্দ্রিয়াদি জাগ্রত মনে মিলিত হয়। নিদ্রাবস্থায় প্রাণরূপী অগ্নিত্রয় সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। তন্মধ্যে অপান বায়ু লৌকিক গৃহীর দক্ষাগ্নিস্থানীয় (গার্হপত্য)। ব্যানবায়ু দক্ষিণাগ্নি, তদ্দ্বারা আহার্য্যাদি পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। নিদ্রাকালে প্রাণবায়ু অপান হইতে পৃথক্ হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্র দ্বারা সঞ্চরণ করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু আহবনীয়-স্থানীয়। জাগ্রৎ সময়ে পঞ্চেন্দ্রিয় যাহা অনুভব করিয়াছে, মন তাহাই স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে। এমন কি, এ জীবনে যাহা অদৃষ্ট অশ্রুত বা অননুভূত, তাহাও দর্শন করে। মন সৌরতেজো দ্বারা অভিভূত হইলে আর স্বপ্ন দর্শন করে না। তখন সুষুপ্তিকাল। তখন এই শরীরেই সুষুপ্তি-জনিত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়-সকলেরই পক্ষিগণের বৃক্ষাভিমুখে ধাবমানের ন্যায় পরিণামে পরমাত্মার দিকেই প্রধাবিত হইয়া থাকে। তাঁহার দ্বারা সকলই বিধৃত। ইনিই বিভিন্নাংশ জীবরূপে সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থান লাভ করেন।

৫ম প্রশ্ন—সত্যকাম জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরণ ওঁকারের উপাসক কোন্ লোক লাভ করেন? পিপ্পলাদ বলিলেন,—ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম। যিনি ওঁকারের সকল মাত্রা বিভাগজ্ঞ না হইয়া কেবল এক মাত্রারূপ অকারের উপাসনা করেন, তিনি ঋগ্বেদ-দ্বারা মনুষ্যলোকে নীত হন অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন এবং ঐজন্মে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া বিভূতি অনুভব করেন। যিনি অকার ও উকাররূপ দ্বিমাত্রা-বিশিষ্ট ওঁকারের চিন্তা করেন, তিনি যজুর্ব্বেদ-দ্বারা সোমলোকে নীত হন; তথায় সুখানুভব করিয়া পুনশ্চ মনুষ্যলোকে আগমন করেন। আর যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত, পরমেশ্বরের প্রতীকস্বরূপ ওঁকারের দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি সামবেদ দ্বারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরব্যোমে গমন করেন। এই ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকারই ভগবানের অসম্প্রদায়িত নাম। এই নাম দ্বারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অপর দুইটি সাধনা অসম্যক্ উপাসনা বলিয়া পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন—সুকেশা ষোড়শকল-বিশিষ্ট পুরুষের পরিচয় ও স্থিতি-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পিপ্পলাদ বলেন,—সেই ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ শরীরেই অবস্থিত। তিনিই প্রথমে প্রাণকে সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের হেতুভূতা শ্রদ্ধা, পরে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা ঋগাদি মন্ত্র, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি লোক এবং লোকের মধ্যে সংজ্ঞা (নাম) এই ষোড়শ সংখ্যক কলা সৃষ্টি করেন। গতিশীল নদীসকলের সমুদ্রে বিলীন হওয়ার ন্যায় এই ষোড়শকলা পুরুষকে আশ্রয় করে ও তাহাদের নামরূপ বিলুপ্ত হইয়া পুরুষ নামে কথিত হয়। রথ-নাভিতে অরবৎ সমস্তকলা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বেদ্য পুরুষকে অবগত হইলে আর দুঃখ থাকে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পাশ্চাত্যদেশে গৌড়ীয়-বাণী-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত সেবকবর গৌড়ীয়-মিশনের সহকারী সভাপতি, গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর পাশ্চাত্যদেশ হইতে বঙ্গদেশে প্রথম প্রত্যাগমনোপলক্ষে

# অভিনন্দন-আরতি

হে শ্রীচৈতন্যবাণীর অপ্রাকৃত দূত! জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিহারের পূর্ব্বে আপনাকে সমগ্র পাশ্চাত্যপ্রদেশে গৌড়ীয়মিশনের বাণীপ্রচারের ভার-প্রদানের নিদর্শনরূপে 'আপন গলার মালা' এবং গোবর্দ্ধন, গণ্ডকী ও গোমতী চক্রত্রয় স্বহস্তে আপনাকে প্রদান করিয়া নিজসঙ্গে আপনাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠস্থান উৎকলপুরুষোত্তম পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া, আপনাকে লণ্ডনের পথে পৌঁছাইয়া দিয়া আপনি যে "হাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই ব্যাস-বাণীর সেবক ও শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী-বাহক প্রভু-শক্তিসঞ্চারিত শ্রীরূপানুগ নিজ-জন, তাহা সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

হে রূপানুগ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ! আপনি গত বৎসর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব-গুরু ত্রিদণ্ডিস্বামাচার্য্য শ্রীল আনন্দ তীর্থ মধ্বমুনির আবির্ভাব-তিথি-পূজার প্রাক্কালে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্যবর্য্যের অনুজ্ঞা করিয়া গত ১লা নভেম্বর অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিহারের ঠিক দুইমাস পূর্ব্বে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাবির্ভাবের প্রাক্কালেই পাশ্চাত্যদেশে শ্রীভক্তি-বিনোদ-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৌড়ীয়-মিশনের যিনি জীবাতুস্বরূপ, আমাদের সকলের সেই জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ-ভোগ-লোলুপ জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া আজ যেজন্য প্রকট-লীলা সংগোপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিহারের কএকদিবস পূর্ব্বে (২১।১২।৭৬ তারিখে) সন্ন্যাসাশ্রমী লীলার অভিনয় করিয়া যে শেষ পত্রটি আপনার নিকট লিখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিভিন্ন অভিন্ন অভাভিলাষময়ী 'শ্রীরূপানুগবিরোধি-চিত্তবৃত্তি ও এষণা-পন্থী স্বরূপ-নিজ-জনগণের বিচারের কথা জানাইয়াছিলেন। আপনি শ্রীরূপানুগ-পথে আরূঢ় বলিয়া আপনার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে আপনি তখন অতি দূরদেশে অবস্থান করিলেও শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের সহিত আপনার হৃদয়ের যোগ-সূত্র সংযুক্ত ছিল। আপনি তাঁহার শেষ চরমবাণী শ্রবণ করিয়াছেন।

হে গৌরাঙ্গিবর! আপনার অপ্রাকৃত গুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-সেবার তত্ত্বসঙ্গে ব্রহ্মদেশেও অচিন্ত্য অলৌকিকভাবে শ্রীবাসুদেব-বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোবর্দ্ধনধারী গোপালের মত পূর্ব্বাহ্নে স্বপ্নপ্রদান ও আপনার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে অপ্রাকৃত শ্রীনামের নৃত্য করাইয়া লণ্ডন-নগরের ওয়েষ্ট্ কেন্সিংটন্ পল্লীতে গত ৮ই আষাঢ় বুধবার প্রকট হইয়াছেন। আর একটি অলৌকিক বিষয় এই যে, সেইদিন কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের তত্ত্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত ও নিষ্ঠাবান বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকবর প্রভুকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। ঠিক সেইদিন আত্মার ও বিগ্রহবিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আত্মপ্রকাশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে।

হে নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিতপাবন প্রভো! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে নিত্যানন্দের অন্বয় অর্থাৎ বংশধর এবং ভক্তিসারগানকারী গোস্বামী বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৪র্থ বিলাসোক্ত বিচারানুসারে ব্রহ্মদেশেও গোমতী-গোবর্দ্ধন-গণ্ডকী-বিলার একনিষ্ঠাময় অর্চ্চন-সেবা-প্রচার, স্বয়ং শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুর প্রাকট্যের দ্বারা "বিরাত-হুনাড়ু-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ…শুধ্যন্তি

তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ"- এই ভাগবতীয় দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত বাক্যের সার্থকতা ও আপনার পতিতপাবন নাম ঘোষণার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আপনার প্রতি ঐ সকল কৃপার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই আপনি শ্রীল প্রভুপাদের "বাসুদেবানন্তরাগে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"— এই প্রভুপাদের পালনের আদর্শ প্রকাশ করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন ও লণ্ডন-বাসুদেব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পরিকল্পিত বিষ্ণু-মন্দিরনির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আপনি এই অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জাগতিক সহায়,সম্পদ্ ও সহকারিবিহীন হইয়া একাকী কেবলমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপা সম্বল করিয়া তদ্দেশীয় বহুলোক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকেও শ্রীচৈতন্য-বাণীর মন্দিরস্তরে প্রকাশিত করিয়াছেন। আপনার কৃপোদ্ভাসিত তদ্দেশীয় এক সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিও আজ আপনার অনুগমনে এই সারস্বত-প্রবণ-সদনে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হে অপ্রাকৃত বান্ধিবর! আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে লণ্ডনে শ্রীচৈতন্য-বাণীর যে সেবা-কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অবিতীয় ও অভূতপূর্ব্ব। গত ১২শে জুন বর্ত্তমান মহামান্য ভারত-সম্রাট্-সম্পতি ও সম্রাট্-জননী মহামান্যা মেরী মহোদয়ার নিকট বাকিংহাম-রাজ প্রাসাদে পর্য্যন্ত আপনি শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৬শে এপ্রিল লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন্‌হলে ভারত-সচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে আপনি 'ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব অভিভাষণ এবং ৭ই জুলাই 'International Assembly of World Fellowship of Faiths' নামক সঙ্ঘের আগ্রহাতিশয্যে, লণ্ডনের City Templeএ "Fellowship of Worship" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করিয়া কেবল সমগ্র ভারতের গৌরববৃদ্ধি নহে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মহামিলনের এক ঘাতপ্রতিঘাত-সূত্র রচনা করিয়াছেন। তৎফলে ২৪শে জুলাই বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভার ( World Congress of Faiths ) অক্সফোর্ড টাউনহলে "World's need of Religion" সম্বন্ধে এক গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অক্সফোর্ড কংগ্রেসে কলিকালের তারক ও পারক মহামন্ত্রের অপূর্ব্ব শ্রৌত-যৌক্তিক ব্যাখ্যা-প্রচার তৎপ্রদেশে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের চিন্তাজগতে এক যুগান্তরের সূচনা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু সাধারণস্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আপনি বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। লণ্ডন-বাসুদেব-গৌড়ীয়-মঠও আপনার প্রাণস্পর্শিনী হরিকথা-কীর্ত্তনে, বহু সত্যানুসন্ধিৎসুর সহিত আলাপ-আলোচনায় ও শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-কীর্ত্তনে অনুক্ষণ মুখরিত হইয়াছে।

হে ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-সেবকবর! পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর বর্ত্তমান মিশনের পূর্ব্ব-ভক্তি-শুদ্ধি-সংরক্ষণার্থ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষয়-গণের কবল হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত ও জগতে লোক-চক্ষে রক্ষিত গৌড়ীয়মিশনের অতিষ্ঠা নিত্য-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে জীবন্মৃত সেবকগণকে আশা-ভরসা ও উৎসাহের আলোক প্রদানের জন্য, অতিষ্ঠা শ্রীবাসুদেব-দাসের আদর্শ ও স্বরূপপ্রাকট্যের জন্য, গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সঙ্ঘের সহকারী সভাপতিরূপে আপনি আজ অল্প সময়ের জন্য ভারতে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। আপনি পাশ্চাত্য-প্রদেশের বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির হৃদয় আকর্ষণ করায় আপনার ভারতে প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে তদ্দেশীয় বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে বিদায়-অভিনন্দন-প্রদানমুখে পুনরায় আপনার বাণীশ্রবণের জন্য অত্যুৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভারতে আপনাকে আমরা খুব বেশীদিন পাইবার আশা করিতে পারি না। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং আপনাকে যখন 'মিশনারি-ইন্‌চার্জ্জ অব্ য়ুরোপ এণ্ড আমেরিকা'রূপে অভিহিত করিয়া তদ্দেশে শ্রীচৈতন্য-বাণীর একমাত্র মুখরূপে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমরা "মার্কিণদেশেও যেন গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে"—শ্রীল প্রভুপাদের এই মনোঽভীষ্ট আপনার দ্বারা সার্থকতামণ্ডিত হইবে,— এই আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি। সিমাইটগণের চিন্তা-স্রোতের ঘূর্ণিত উচ্ছ্বাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর বিরোধি-পাষণ্ড-মতবাদ নিত্যানন্দবাদের বৈকণ্ঠঠাকুরের উরুকৃপায় অচিরেই বিনষ্ট হইবে। "ভক্তিবিনোদ-বাণী কখনই রুদ্ধ হইবে না।" সমগ্র পৃথিবীতে অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকল্পে

"বাসুদেবানন্তদাতে" থাকিয়া অচিরেই পঞ্চাশ সহস্র সত্তানুরাগী ব্যক্তি গৌরনামের ভজা লইয়া ধরিত্রীপৃষ্ঠের যাবতীয় সংস্থাপন করিবে—জগতে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দানন্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা আজ এই আশা ভরসা লইয়া আপনার অপ্রাকৃত-পাদপদ্মকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি গ্রহণ করুন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
২০শে আশ্বিন, ১৩৪৪
ইং ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৭

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীগৌড়ীয়মঠের
সেবকবৃন্দ

---

# শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থার ইতিহাস

[ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, বি-এল ]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের গণ্ডগোলের কথা কতকটা এক পক্ষের লেখা হইতে সংবাদপত্রের মারফৎ ও বিভিন্ন পুস্তিকায় প্রচারিত হইতেছে। গোলোকগত প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা। প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মে যে সকল মূঢ়তা ও অনাচার বা ব্যভিচাররূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি বিদূরিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের পুনঃপ্রচার করিয়াছেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষরাত্রে তাঁহার মহাপ্রয়াণ হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বে ২৪শে অক্টোবর ১৯৩৬, তিনি নিত্যানন্দাত্মজ শ্রীল অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতিকে শালগ্রামমূর্ত্তিসহ লণ্ডনে প্রেরণ করিয়া তাঁহার উপর য়ুরোপে ও আমেরিকায় প্রচারের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর ও ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) অর্থাৎ তাঁহার তিরোধানের কএকদিন পূর্ব্বে ও শেষদিনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টী ও শ্রীল প্রভুপাদের চিরসঙ্গী অশেষশাস্ত্রপারঙ্গত আচারপ্রচারপরায়ণ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামীজিকে বহু ভক্তের সম্মুখে সমগ্র গৌড়ীয়মিশনের সভাপতি, আচার্য্য বা একমাত্র পারমার্থিক নিয়ামকরূপে (Spiritual Head of the Mission) নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন এবং ১০।১২ জন শিষ্যের দ্বারা গঠিত একটি গভর্ণিংবডি বা পরিচালক-সমিতির সাহায্যে মিশনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্যমণ্ডলী-কর্ত্তৃক একটি গভর্ণিংবডি গঠিত হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন সন্ন্যাসিশিষ্য ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের দীক্ষিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে উক্ত গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ করিয়া সেই গভর্ণিংবডি কর্ত্তৃক মিশনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শেষ ইচ্ছাতেও শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামীজিকে মিশনের নিয়ামক আচার্য্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। গত ২রা মার্চ্চ, ১৯৩৭ তারিখে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানতিথিতে ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজার সভায় এবং বিশেষভাবে বহু সভাসমিতি ও গবেষণার পর গত ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন (২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৭) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র জন্মবাসরে ও পুণ্যজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে একবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের 'কীর্ত্তনসৌধে' ও পুনর্ব্বার অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠে (শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে) শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে শত শত ভক্ত, বৈষ্ণব, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির সম্মুখে শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভু "শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য" ও "গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি" ("Acharyya or Spiritual Head of the Mission in Succession to His Divine Grace Paramahamsa Sree Sreemad BhaktiSiddhanta Sara-

swati Goswami Maharaj entered into Nityalila") বলিয়া বিঘোষিত হন। ষ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ সর্ব্বত্র এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। (২৮ মার্চ্চ ১৯৩৭, দৈঃ বসুমতী দ্রষ্টব্য) ইহার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যকে এই বৈশাখ (১৩৪৪), ১৮ই এপ্রিল (১৯৩৭) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠের তদানীন্তন-সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিহারী বিদ্যাভূষণ ১৫ই এপ্রিল (১৯৩৭) তারিখযুক্ত, মিজ-নাম-স্বাক্ষরিত, সাধারণ্যে বিতরিত নিমন্ত্রণ-পত্রে "শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ১০ই এপ্রিল (১৯৩৭) তারিখে পুলিশ কমিশনার, শিয়ালদহ-ষ্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ই, বি, আর-এর ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নিজনাম স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্রেও শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকে "শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন অতিরিক্ত আচার্য্য" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পুনরায় তিনি ১৫ই এপ্রিল (১৯৩৭) তারিখেও গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের নিকট নিজনাম-স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্রে এবং ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ঐ তারিখযুক্ত আবেদন-পত্রেও শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পরে হঠাৎ অভিসন্ধিমূলে মত পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণবাবু টেলিগ্রাম ও পত্রের দ্বারা শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কলিকাতায় আগমন স্থগিত করেন এবং ঐ তারিখেই বর্ত্তমান সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশি-কান্ত সান্যাল মহাশয়কে ও ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের মঠ-রক্ষকদেরও অভ্যর্থনা-সভা স্থগিতের বিষয় অবগত করেন।

এই সময় কৃষ্ণবাবুর নিকট হিসাবাদি লইবার সম্বন্ধে গভর্ণিংবডির কএকজন সভ্য আলোচনা করিতে থাকেন। পরে দেখা যায়, কৃষ্ণবাবু 'বাড়ী যাইতেছি' এই অজুহাতে গৌড়ীয়মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্র ও তাঁহার দলভুক্ত অন্যান্য লোক মঠে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের দলভুক্ত যাঁহারা নহেন বা হইতে চান নাই, তাঁহাদের উপর নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকেন।

শুনা যায়, শ্রীযুক্ত ভারতী, ঘন, নেমি প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিতেই গুরু সাজিবার আশা পোষণ ও চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীধামাপুরে গৌড়ীয়-মিশনের একচ্ছত্র গুরু স্বীকার করায় নিজেরা লঘু হইয়া পড়িলেন,—এইরূপ আশঙ্কা করেন এবং কৃষ্ণবাবুর অন্তরঙ্গ আর একজন কৃষ্ণবাবুকে "আচার্য্য"রূপে স্থাপন করিবার জন্য যত্নবান হন। তবে বর্ত্তমান আচার্য্যকে অস্বীকার না করিলে উভয় পক্ষেরই স্বার্থসিদ্ধি হইবে না জানিয়া উপরি উক্ত সন্ন্যাসিব্রুব ব্যক্তিগণ ও কৃষ্ণবাবুর অন্তরঙ্গ মিত্র বা সুহৃৎ কীর্ত্তনানন্দ (ওরফে ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ) প্রমুখ সকলে একত্রে মিলিত হইয়া বর্ত্তমান আচার্য্যের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ব্যাপার সৃষ্টি করেন। শুনা যায়, স্বধামগত শ্রীজগবন্ধু বাবুর কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীযুক্তা সুন্দরীও এই ব্যাপারে তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। জগবন্ধুবাবুর প্রৌঢ়া জ্যেষ্ঠা পত্নী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি বৈষয়িক ব্যাপার কিছুই দেখা শুনা করেন না। উপরি উক্তা শ্রীযুক্তা সুন্দরীই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বময়কর্ত্রী; কৃষ্ণবাবু এই বিধবা স্ত্রীলোকদ্বয়ের আম-মোক্তার এবং তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি ও কারবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ৫।৮।৩৭ তারিখের রায়ে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্তা সুন্দরী সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণবাবুর 'করতলগত'। এই সমস্ত ব্যক্তি এবং তাঁহাদের পার্শ্বচরগণ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে বাধা দিবার প্রবল চেষ্টা করেন এবং গত ১২ই মে তারিখ হইতে সাধারণ সংবাদপত্রে "আচার্য্য স্বীকার করেন নাই" বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন।

অপরদিকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যান্য যাবতীয় শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা, বিচার, সাক্ষাৎ আদেশ ও শ্রীধামাপুরের ঘোষণা অনুসারে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অনির্ব্ব আচার্য্য-প্রচার-পরায়ণ, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পারঙ্গত শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুরই (যিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকাল হইতে তদাজ্ঞায় সন্ন্যাসিগণেরও নিয়ামকরূপে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন) পক্ষ সমর্থন করেন। গৌড়ীয়-মিশনের পাঁচটি মুখপত্র, বিলাত ও রেঙ্গুণের ভার-প্রাপ্ত প্রচারকগণ, আকুমারিকা হিমাচল পর্য্যন্ত যাবতীয় গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষকগণ, সেবক, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দ, গৃহস্থ ও মঠস্থ যাবতীয় ভক্ত শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুকেই সানন্দে আচার্য্যরূপে বরণ

করিয়া লইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বহু উপযুক্ত সন্ন্যাস শিক্ষিত শিষ্য এবং স্বয়ং আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভু—সকলে একত্র সমবেত হইয়া বিরোধিগণকে তাঁহাদের ঐরূপ বিরুদ্ধ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের দলে কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার পক্ষীয় কএকব্যক্তি যাহারা পূর্ব্ব হইতেই গুরু • সাজিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পার্ষদগণ কিছুতেই মিলিত হইলেন না এবং নানা অজুহাত দেখাইতে থাকিলেন। এজন্য গৌড়ীয়মঠের গুণমুগ্ধ কলিকাতাবাসী কএকজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভু স্বয়ংই সকল বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গণ্ডগোল মিটাইবার জন্য গত ৩১শে মে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন এবং তিনি আসিতেছেন,—ইহা পূর্ব্বাহ্নেই কৃষ্ণবাবুকে ময়মনসিংহ হইতে পত্র দ্বারা জানান। শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বদিবস শেষরাত্রে ও কএকদিন পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণবাবুর পার্ষদ শ্রীযুক্ত ভারতী, বন, সেমি, সিদ্ধস্বরূপ, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক ৪১নং থিয়েটার রোডে শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী দোকান-বাড়ীতে চলিয়া যান। কৃষ্ণবাবুও পূর্ব্ব হইতেই তথায় ছিলেন। শুনা যায়,—কৃষ্ণবাবু গৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অধিকৃত কুঠরিতে থাকিতেন এবং সেই কুঠরিতে কীর্ত্তনানন্দ ভিন্ন কৃষ্ণবাবুর বিনা অনুমতিতে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। শুনা যায়, ঐ ঘরে শ্রীল প্রভুপাদের টাকা প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্যাদি একটী স্যুটকেসে রক্ষিত ছিল। কৃষ্ণবাবু ২৮।৪।৩৭ তারিখে চলিয়া যাইবার পর এক কীর্ত্তনানন্দ ভিন্ন অন্য কাহারও সেই কুঠরীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। কৃষ্ণবাবুর দল ৩১।৫।৩৭ তারিখে গৌড়ীয়মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর দেখা গেল যে, কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার দলস্থ লোক শ্রীল প্রভুপাদের সুটকেস, তৎসহ টাকা ও অন্যান্য, শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার ইত্যাদি বহু মূল্যবান্ দ্রব্য এবং হিসাবের বহি ও দলিলাদি সমস্তই সরাইয়া ফেলিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া গভর্ণিংবডির মেম্বরগণ একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সমস্তই সভ্যগণকে নোটিশ দেন। কিন্তু যে সমস্ত সভ্য কৃষ্ণবাবুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত গভর্ণিংবডিকে অস্বীকার করিয়া উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। এই অধিবেশনে কৃষ্ণবাবুকে সেক্রেটারীপদ হইতে সস্পেণ্ড করিয়া শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়কে সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্রই আচার্য্যদেবের অভ্যর্থনার্থ সমুপস্থিত কলিকাতাবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনসাধারণের নিকট কৃষ্ণবাবুর লোকেরা কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার দলের কতিপয় ব্যক্তির নাম-সম্বলিত বিদ্বেষপূর্ণ হ্যাণ্ডবিল ছড়াইতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য কলিকাতায় আসিবার কএকদিবস পরে কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার দলভুক্তগণ ১১৪-এ ল্যান্সডাউন্ রোডে বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং তথা হইতে বিরুদ্ধ প্রচার চালাইতেছেন। ইহার পরেও গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার দলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবাবু নানা কৌশলে তাহা এড়াইবার চেষ্টা করেন। অবশেষে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় দেওয়ানসাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, মহাশয় তাঁহার নিজ গৃহে কৃষ্ণবাবু ও শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুকে একত্র মিলিত করান এবং কৃষ্ণবাবুকে গ্রাম্যবার্ত্তাবহসকলে অবৈধ-ভাবে প্রকাশিত incriminating articleগুলি প্রকাশ্যভাবে সাধারণের নিকট denounce করিয়া এবং নিজে সেই সকল হইতে সম্পূর্ণ dissociated থাকিবার ঘোষণা করিয়া মিটমাট করিবার জন্য যে প্রস্তাব করেন, তাহা কৃষ্ণবাবু মৌখিক স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ দূর হইতে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর বিরুদ্ধে পূর্ব্ববৎ propaganda করিতে থাকেন। শ্রদ্ধাস্পদ দেওয়ান বাহাদুরের প্রস্তাবে শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর কোন অসম্মতি ছিল না। কিন্তু দেওয়ান বাহাদুরের গৃহে শ্রীযুক্ত বন কৃষ্ণবাবুকে বাধা দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বন

• শ্রীযুক্ত ভারতী, সেমি প্রভৃতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে কতিপয় ব্যক্তিকে হরিনাম (?) প্রদান ও শিষ্যেরও ভিড় বৃদ্ধি করায় শ্রীল প্রভুপাদ ইহা জানিতে পারিয়া ঐসকল ব্যক্তিদের শ্রীযুক্ত ভারতী, সেমি প্রভৃতির প্রদত্ত মালা পরিত্যাগ করাইয়া পুনরায় তত্ত্ব হরিনাম প্রদান করেন ও শ্রীযুক্ত ভারতী, প্রভৃতির ভিড় অপসারিত করান।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আচার-প্রচার হইতে যেরূপ স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছিলেন, তাহাতে গৌড়ীয়মিশনের সহিত শ্রীযুক্ত বনের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা জানাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র কিছুদিন পূর্ব্বে পুরী হইতে লেখায় শ্রীযুক্ত বন মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, সকলের শ্রদ্ধাস্পদ দেওয়ান বাহাদুরের প্রস্তাবগুলি স্বীকার করিলে তাঁহার পক্ষে বোধ হয় অসুবিধার হইয়া পড়িবে, এজন্যই শ্রীযুক্ত বন কুঞ্জবাবুকে দেওয়ান বাহাদুরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে দেন নাই। ঐ সময় হইতে কুঞ্জবাবুর দল মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের কথা অবজ্ঞা করিয়া গ্রাম্য সংবাদপত্রে প্রমাণ-হীন মৎসরতাপূর্ণ নিছক মিথ্যা কথা প্রচার করিতে থাকেন এবং নানাপ্রকার বিরোধজনক, অশ্লীল বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকাদি দেশ বিদেশে বহু অর্থব্যয় করিয়া ছড়াইতে থাকেন। সাধারণ সংবাদপত্রসমূহে জে, বি, ডি, কোম্পানীর সর্ব্বে-সর্ব্বা কুঞ্জবাবু বা তাঁহার দলের অসত্য প্রচারের বিরুদ্ধে কোন সত্যকথা প্রচার করা অধিকন গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল তাঁহাদের এই সমস্ত মৎসরতাপূর্ণ কথা প্রচার করিবার জন্য "পাক্ষিক গৌড়ীয়" (?) নামক একটী আত্মকরণিক প্রাব্যবার্ত্তাবহ বাহির করিয়া তাহাতে ২৯।৮।৩৭ হইতে ধারাবাহিকরূপে প্রতি ১৫ দিন অন্তর এই মঠের আচার্য্যদেব-প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে নানা-প্রকার মিথ্যা কথা প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু উঁহাদের আত্মকরণিক পাক্ষিক গৌড়ীয় (?) বাহির হইবার পূর্ব্বে ২৪শে জুন (১৯০৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুখপত্র শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রের পাক্ষিক সংস্করণের declaration দেওয়া হয় এবং উক্ত পত্রের ১ম সংখ্যা ১২শে জুন (১৯০৭) প্রকাশিত হইয়া প্রতি একাদশীতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জনৈক দরিদ্র শিষ্য শ্রীযুক্ত জিতপানাথ মুখোপাধ্যায়,—যিনি জে, বি, ডি, কোম্পানীতে ম্যানেজারের কর্ম্ম করিতেন, তিনি আচার্য্যদেবের বিরুদ্ধে কুঞ্জবাবুর অবৈধ প্রস্তাব সমর্থন না করায় তাঁহাকে জেলে পুরিয়া জব্দ করিবার জন্য কুঞ্জবাবু আড়ালে থাকিয়া তাঁহার "হাতের পুতুল"-সমূহের দ্বারা মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা করান। গত ৫।৮।৩৭ তারিখে মাননীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার রায়ে কুঞ্জবাবুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

কুঞ্জবাবু এই মঠের বা আচার্য্যদেবের বা মঠবাসিগণের ক্ষতি করিতে সর্ব্বপ্রকারে অকৃতকার্য্য হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও অন্যান্য সমস্ত মঠগুলিকে তৃতীয় পক্ষ রিসিভারের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ১৩।৮।৩৭ তারিখে মহামান্য হাই-কোর্টে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের বিধবা পত্নীদ্বয়ও ঐ তারিখে সেবাপূজাদি ও মঠমন্দিরাদি তৃতীয়পক্ষের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত—এই মর্ম্মে এফি-ডেভিট্ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে মিশনের প্রচারকার্য্য এবং বিভিন্নমঠের পরিচালন ও সেবাপূজাদি কুঞ্জবাবুর আমল অপেক্ষা অতি সুচারুরূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে; সুতরাং কোন তৃতীয়পক্ষের হস্তে এসকলের ভার নাস্ত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং তৃতীয় পক্ষের হস্তে মঠ-মন্দিরাদি ও সেবাপূজাদির ভার ন্যস্ত হইলে নানা প্রকার অনাচার প্রবেশ করিবে এবং প্রচারকার্য্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইবে বুঝিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যদেব আপত্তি দিয়াছেন। ইহার অল্পদিন পরেই জগবন্ধু দত্তের বিধবা পত্নীদ্বয়ের নামযুক্ত মিথ্যাকথা-পূর্ণ একটী পুস্তিকা চতুর্দ্দিকে বিতরিত হয়। তাহাতে তাঁহারা প্রকাশ করেন যে, মঠ-মন্দিরাদিতে তাঁহাদের প্রবেশ নিষেধ হইয়াছে এবং স্বয়ং আচার্য্যদেব ও আরও কএকজন গভর্ণিংবডির সদস্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত দুর্দ্ধর্ষ লোকদ্বারা তাঁহারা অপমানিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। দুঃখের বিষয়, এই কথাগুলি নির্জ্জলা মিথ্যা কথা। তাঁহারা ১৩।৮।৩৭ তারিখের এফিডেভিটে প্রকাশ করিয়াছেন,—"তাঁহারা জানেন, শ্রীবিগ্রহাদির সেবাদি ঠিক মত চলিতেছে না এবং তাঁহাদের প্রতিবাদসত্ত্বেও শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং ও তাঁহার লোক প্রতিদিন মঠের আসবাব পত্র ও বাসনাদি সরাইতেছেন।" এই মিথ্যা উক্তিটি কিন্তু মঠে "প্রবেশ-নিষেধ" উক্তির সহিত মিলে না। প্রকৃতকথা এই যে, উক্ত কুঞ্জবাবুর দল মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পরে উক্ত বিধবা দুইজন কোনও দিনই মঠে আসেন নাই।

পুস্তিকার আরও এক স্থানে তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন

যে, মঠের ব্যক্তিগণ সর্ব্বত্র তাঁহাদের নামে কুৎসা ও হীন ইঙ্গিত প্রচার করিতেছেন। এইরূপ কদর্য্য বিষয় যে, কোনও স্ত্রীলোক জ্ঞানতঃ প্রচার করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে না পারায় তাঁহাদিগকে বিষয়টী রেজিষ্টার্ড পত্রদ্বারা জানান হয়; কিন্তু এই পত্রের কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি উক্ত পুস্তিকার বিষয়টী আবার দৈনিক বসুমতীতেও প্রকাশিত হইয়াছে! এই হীন লজ্জাজনক উক্তিসম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল। গৌড়ীয়-মঠের কেহ কখনও কোনও দিন কোনও স্থানে এই সমস্ত কথা প্রচার করেন নাই। কিছুদিন এই পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর কুঞ্জবাবু যখন দেখিলেন যে, ইহাতেও জন-সাধারণ বিচলিত হইতেছে না এবং শ্রীল আচার্যদেবের পক্ষ ও গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে কোনও পাল্টা জবাব আসিতেছে না, তখন কুঞ্জবাবু স্বয়ং "শ্রীগৌড়ীয়মঠ—আমার বক্তব্য"-শীর্ষক নিজনামযুক্ত একখানি পুস্তিকায় বহু গবেষণার পর প্রচার করিয়াছেন,—"আমি ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী মহারাজগণের সহিত প্রভু-বাণী প্রচারের সহায়তাকল্পে উঁহাকেও * (বাসুদেব প্রভুকেও) একটী 'আচার্য্য'-উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম। ইনি ব্রহ্মচারী হওয়ায় সন্ন্যাসিগণের ন্যায় ইহার কোন 'আচার্য্য' উপাধি ছিল না, বা কোন 'আচার্য্য' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতেও কোন 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই উঁহাকে (বাসুদেব প্রভুকে) শ্রীল প্রভুপাদের সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম।"

বস্তুতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই শ্রীল বাসুদেব প্রভু 'আচার্য্য'-পরীক্ষায় ও অন্যান্য পরীক্ষায় প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক। ইহা যাঁহারা জানেন না, কুঞ্জবাবু তাঁহাদিগকে ঐ ওকালতি দ্বারা ধোঁকা দিতে পারেন বটে। কিন্তু যাঁহারা ঐবিষয় জানেন, তাঁহারা বলিবেন—"শ্রীল প্রভুপাদ ত' ঐরূপ সামান্য একটা আচার্য্য-পরীক্ষায়ও পাশ করেন নাই, তাহা হইলে তিনি কি 'আচার্য্য' নহেন? ডক্টর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, সুতরাং 'ডক্টর' উপাধি তিনি পাইতে পারেন না! অথবা ডক্টর রবীন্দ্রনাথের ছাত্রের তৃতীয় শ্রেণীর অধস্তনগণ যাঁহারা মুক্তন এম, এ, বা ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি দিতে পারেন!" প্রকৃতপক্ষে এরূপ যুক্তি হাত বাড়াইয়া সূর্য্যকে ঢাকিবার চেষ্টা-সদৃশ। কুঞ্জবাবুর ঐরূপ কৈতবপূর্ণ যুক্তি অবিমিশ্র মূর্খতা ও মিথ্যাবাদিতাকেই লোকচক্ষে ধরাইয়া দিয়াছে।

প্রথমতঃ, 'আচার্য্য' উপাধি দেওয়ার অধিকার কুঞ্জবাবু কাহার নিকট হইতে পাইলেন? বরং শ্রীল বাসুদেব প্রভুর হাত হইতে পারিলে কুঞ্জবাবুর উপাধি-লভ্য আচার্য্যত্ব সংরক্ষিত হইতে পারিত। কুঞ্জবাবু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয়ের নিকট যে পত্রখানা লিখিয়াছিলেন, উহার সর্ব্বপ্রথমেই "শ্রী শ্রীমদ্ভাগবতচরণে" বলিয়া যে পাঠ লিখিয়াছেন, উহা হইতেই তাঁহার আচার্য্য-ত্বের দৌড় কতদূর, তাহা বেশ বুঝা যায়। তারপর তিনি সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ও আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যেদিন অদৈববর্ণাশ্রম-বিধানে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে অনাচার প্রকাশ হওয়ায় 'আচার্য্য' উপাধি বহন করা তাঁহার পক্ষে নিরর্থক হইয়াছে। তাঁহার 'আচার্য্য' উপাধি যাহাতে সংরক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পতিতপাবন আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে ও শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুকে কুঞ্জবাবুর দেশে প্রেরণ করিয়া কুঞ্জবাবুকে পাণ্ডিত্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত-দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীঅনন্তবাসুদেব প্রভুকে ও শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি এবং কুঞ্জবাবুরও পারমার্থিক নিয়ামক

* সত্য সংবাদে প্রকাশিত শিষ্টাচারপূর্ণ ভাষাটুকু পত্রের এখানে ব্যবহৃত হয় নাই। বিতীয়তঃ গৌড়ীয়দিগের অধিকাংশ প্রকৃত সন্ন্যাসী, প্রতীপত্তম ও প্রবীণতম সন্ন্যাসিগণ সকলেই শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকে একবাক্যে পরীক্ষান্তে 'আচার্য্য' বলিয়া বরণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে কএকজন ত্রিদণ্ডিস্বামী ও ত্রিদণ্ডিস্বামীর শীর্ষ শিক্ষা করিয়েন, কেবল ঐরূপ কএকজন সন্ন্যাসিগণই পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া পরে এইরূপ হাস্যাস্পদ যুক্তি দিতেছেন। ইহার সত্য আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহা মহাশয় যখন শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা ও শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবাবুকে পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, "তিনি পরমার্থ-কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন।" সুতরাং কুঞ্জবাবুর পক্ষে বাহ্যের মধুরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় আচারহীন 'আচার্য্য' উপাধিমাত্র ধারণ সম্পূর্ণ নিরর্থক, অবৈধ ও লজ্জাজনক।

কুঞ্জবাবুর দল বলে—'আচার্য্যত্রিক' উপাধিটি কুঞ্জবাবুর একচেটিয়া। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের আরও অনেকেই ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য; পঞ্চরাত্রাচার্য্য ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনটি বিষয়ে 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা কোনদিন সদাচার হইতে চ্যুত হন নাই, শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বহির্ম্মুখ সমাজ-শাসনের কবলে কবলিত হন নাই, তাঁহাদেরই 'আচার্য্য' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সার্থক হইয়াছে। আচারভ্রষ্ট শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহা মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে বা বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যকে 'আচার্য্য' উপাধি প্রদানে সমর্থ—এইরূপ হাস্যকর আস্ফালন কুঞ্জবাবুর পক্ষে লজ্জাকর না হইলেও যে কোন আত্মমর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অযথাতম লজ্জাজনক।

মিথ্যা যুক্তির স্রোতে ভাসমান কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল এই সকল বাস্তব যুক্তিতে নিরস্ত হইয়া পুনরায় অন্য এক যুক্তি-তৃণ ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! যখন সকলে বলিতে লাগিলেন যে—তিনি কেবল ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্ব স্বীকার করেন নাই; পরন্তু "His Holiness Mahamahopadeshaka Sreela Ananta Vasudeva Vidyabhusan Prabhu has been declared this morning as Acharyya or Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace Paramahamsa Sree Srecmad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj entered into Nityalila"—এই সকল কথা স্বয়ং লিখাইয়া তাহাতে স্বহস্তে দস্তখত করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার (কুঞ্জবিহারী সাহার) গ্রামবাসী ও আত্মীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহার এক বন্ধুর নাম কোনপ্রকারে সংগ্রহ করিয়া ঐ ব্যক্তির নামে "শ্রীগৌড়ীয়মঠের গতগোল তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে" নামক একটি পুস্তিকা প্রচারপূর্ব্বক তাহাতে বলিলেন—"সেক্রেটারী-হিসাবে কতকগুলি সাদা কাগজ কুঞ্জবাবু দস্তখত করিয়া আসিলে অনেক সময় রাখিয়া দিতেন। কুঞ্জবাবুর ঐ প্রকার অগাধ বিশ্বাসের অবৈধ সুযোগ লইয়া তাঁহার দস্তখতযুক্ত একখানি সাদা কাগজে ঐ প্রকার প্রেস্ মেমোর্‌ টাইপ করা হইয়াছে।" ইহা আর একটী অযথাতম লজ্জাজনক মিথ্যা কথা।

কুঞ্জবাবু যখন গুরুদেবকে "ভূত" বলিতে পারেন, তখন মনে হয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া এইরূপ নিছক নির্লজ্জ অযথাতম চরম মিথ্যাকথা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না! কিন্তু যে সকল লোকের সম্মুখে কুঞ্জবাবু প্রেস্‌মেমোতে তারিখ-সম্বলিত নিজনাম স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে দস্তখত করিয়া ঐ টেলিগ্রামটী কৃষ্ণনগরের এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদ-দাতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উপস্থিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ ও কুঞ্জবাবুর কথামত টাইপকারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ও অপর সকলকে তিনি কেমন করিয়া প্রতারিত করিবেন? কুঞ্জবাবুর যদি প্রকৃত সৎসাহস থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত সত্য কথাই প্রচার করুন। "আমার হাতে অন্যে ঐরূপ তামাক খাইয়া গিয়াছে"—বলিলে চলিবে কেন?

Spiritual Head of the Mission সম্বন্ধে তাঁহার উক্ত যুক্তিটি যদি সত্যই হইবে, তবে তাঁহারা এতদিন উহা প্রকাশ করেন নাই কেন? কুঞ্জবাবুই বা তৎসম্বন্ধে তাঁহার 'আমার বক্তব্য' পুস্তকে নীরব ছিলেন কেন? এইরূপ মিথ্যাকথা যে বালকেও ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ!

'তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে'—পুস্তিকার লেখক ডাঃ (?) সুধীরবাবু কখনও কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসেন নাই। আসিলেও সাধারণ অপরিচিত দর্শকের ন্যায়। আফিসঘরে কোথায় কোন্ দস্তখতকরা কাগজ কুঞ্জবাবু রাখেন, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুকের খবর রাখা অসম্ভব। কুঞ্জবাবুর গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগ করিবার পরে মাত্র দুই মাস যাবৎ উক্ত সুধীরবাবুর মঠের লোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। তিনি শ্রীমায়াপুরে কএকদিন ছিলেন, তাহাতে তিনি বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-

মঠাচার্য্যের বিরুদ্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট ও মিশনের পরিচালনা সম্বন্ধে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ( ১৯০৭ ) তারিখে যে বিস্তৃত প্রশংসাপত্র স্বহস্তে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ এই—

He is but a chip of the real 'Vaishnava' block, coming down from the domain of Sree Krishna. And it is on the strength of this synthesis again that his followers ( Sadananda Brahmachary, Benode Behari Kritiratna, Bhaktisudhakar Prabhu and others ) thundered a young India into being, the India of religious 'energism' as well as of spiritual creativeness. The excellence of internal management and adiministration of several Maths has filled my mind with satisfaction to its entire extent. All the inmates strive after one high aim and are directed by one Acharyya. Their doings and sayings are free from any discrepancy.

I offer my sincere thanks to the present Acharyya of the Gaudiya Mission and the mission-members for their whole enterprise in paving the way to true form of religion.

অধিক কি—গৌড়ীয়-আফিসে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে ঐ পুস্তিকাখানি সম্বন্ধে সুধীর বাবুর কতটা আন্তরিক অভিজ্ঞান আছে, তদ্বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। নিম্নলিখিত কএকটি কথা যাহা সুধীরবাবু স্বেচ্ছায় স্বহস্তে নিজনাম স্বাক্ষরিত করিয়া গত ২৩শে অক্টোবর (১২০৭) তারিখে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

"All on a sudden I took one Gaudiya from one of my friends and in course of my studies I have found a few days back, that there is a respectful comment on one of the booklets, ( Gaudiya Mather Gandagol, তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে ) which was said to have been written by me. Really speaking I am known to and distinctly acquainted with Panchanan Saha, a relation to Kunja Babu. The only text I know about the booklet is that one day Sasi Babu ( Sasibhusan Majumder ) the adviser and only support of Kunja Babu, came to me with a letter from Krishnakanti Brahmachari who requested me to give my consent and to fill up a form making an adequate and systematic statement to abide by the contents of the booklet and to declare publicly the offensive conduct of the Gandiya-Misson-member, Baghbazar, Calcutta, in the presence of some of the gentle persons, assembled in the house of late O. N. Mukherjee, Calcutta. I strongly protested * * * Babu Sasibhusan Majumder and one zeminder of Baliati, Dacca, went to see me with one Kanai Brahmachari at Garden Reach and requested me earnestly to conform to their instructions. * * *"

বঙ্গানুবাদ—কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন আমার কোন বন্ধু হইতে হঠাৎ একখানি 'গৌড়ীয়' টানিয়া লইলাম এবং পড়িতে গিয়া দেখিলাম,—আমার দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশিত "গৌড়ীয়মঠের গণ্ডগোল—তৃতীয়-পক্ষের দৃষ্টিতে" নামক এক পুস্তিকার শিষ্টাচারযুক্ত সমালোচনা রহিয়াছে। সত্যকথা বলিতে কি—কুঞ্জবাবুর অন্যতম আত্মীয় পঞ্চানন সাহাকে আমি জানি এবং তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। উক্ত পুস্তিকা সম্বন্ধে আমি এইমাত্র জানি যে, কুঞ্জবাবুর উপদেষ্টা ও একমাত্র সমর্থক শশীবাবু ( শশিভূষণ মজুমদার ) কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী হইতে এক পত্র লইয়া আমার নিকট আসেন। ঐ পত্রে কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আমি যেন সম্মত হইয়া পুস্তিকায় লিখিত বিষয় সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত ও রীতিমতভাবে উল্লেখ করিয়া একটা ফরম্ ( form ) পূরণ করিয়া দিই এবং কলিকাতায় বধায়গত ও, এন্, মুখার্জ্জির বাড়ীতে উপস্থিত কতিপয়

ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের লোকের জঘন্য আচরণের কথা ঘোষণা করি। আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ... শশিভূষণ বসুমল্লার এবং ঢাকা বালিয়াটীর এক জমিদার কানাই-ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া গার্ডেন-রীচ-এ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহাদের কথায় সম্মত হইবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ...।

এ বিষয়ের অন্যান্য বহু পাঠকগণ ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন।

কুঞ্জবাবুর দলের আর একটি হাস্যাস্পদ যুক্তি এই যে—"শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য স্বীকার করিলে কুঞ্জবাবু নিশ্চয়ই শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি লিখিতেন।" কিন্তু কুঞ্জবাবু যাহা যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা formal নহে,—উহাতে বন্ধুভাবে প্রাইভেট letter লিখিয়াছেন; কিন্তু যখন সাধারণ্যে বা সংবাদপত্রে কুঞ্জবাবু প্রচার করিয়াছেন, তখনই "Spiritual Head of the Mission" বলিয়াই জানাইয়াছেন। ঐ পত্রখানি বা যাহার নিরোনামা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে জানিলে পূর্ব্বের অবস্থায় কুঞ্জবাবু 'ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাবধূজীবনপ্রভু' বলিয়াই লিখিতেন।" শ্রীল প্রভুপাদের লেখনীতে, গ্রন্থে, বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের title page-এ ও সজ্জনতোষণী পত্রিকার বহুস্থানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকে কোথায়ও "শ্রীভক্তিবিনোদ" বা "শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ", বা "শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর," এমন কি "শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ" প্রভৃতিও লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে "গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য" বা গুরু স্বীকার করেন নাই? শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়, এমন কি শ্রীপাদ ভক্তিপ্রবীণ তীর্থ মহারাজের অনেক পত্রে শ্রীল প্রভুপাদকে 'শ্রীপাদ' বা 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' এই মাত্র লেখা আছে বলিয়া কি প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে "গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য" বা গুরু স্বীকার করেন নাই? এই সকল যুক্তি দেখাইয়া প্রকৃত সত্য-কথাকে ঢাকিবার প্রয়াস খুব বালকোচিত ও হাস্যাস্পদ।

ঐরূপ পত্র লিখিবার পরও কুঞ্জবাবু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'আচার্য্যের' অন্তর্ধানার জন্য ১০ই এপ্রিল (১৯৩৭) পুলিশ কমিশনার, শিয়ালদহ-ষ্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ই-বি-আর এর ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। পুনঃ ১৪ই এপ্রিল তারিখেও গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ ও ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য' স্বীকার করিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু কলিকাতা জনসাধারণের নিকট 'আচার্য্য' অন্তর্ধানার জন্য যে নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও তাঁহার দলের অভিসন্ধিমূলক নির্লজ্জ জঘন্য মিথ্যাকথা প্রমাণিত হয়। বাস্তব সত্যকে ঢাকিতে গেলে মিথ্যাকথার বহুরূপী মুখোসগুলি সত্যকে আরও নগ্ন করিয়া প্রকাশ করে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাশ্রিত সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকট মুখে ও লেখনীতে কুঞ্জবাবু যে কথা বলিয়াছিলেন (অর্থাৎ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে কুঞ্জবাবুর যে "সম্পূর্ণ আনুগত্য" আছে এবং শ্রীল বাসুদেব প্রভুই যে গৌড়ীয়মিশনের "Spiritual Head" অর্থাৎ পাত্ররাজ, সভাপতি ও একচ্ছত্র নিয়ামক), তাহা কতিপয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরে নানাভাবে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করায় তিনি মিশনের সহস্র সহস্র সেবক ও শিষ্যগণকে লইয়া মিশনের এই আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল মিটাইবার চেষ্টার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইহাই আসল কথা। কারণ মিশনের অধিকাংশ লোক কুঞ্জবাবুর ও তাঁহার দলের সকল লোকেরই নাড়ীনক্ষত্র ও স্বভাব জানিয়া ফেলিয়াছে, এজন্য কুঞ্জবাবুর দল বাহিরে লোকদেখান নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া কলিকাতার কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গোলযোগ মিটাইবার এক প্রতিমধুর প্রস্তাবের বাহ্য প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছেন। কারণ কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল খুব ভালরূপেই জানেন যে,—শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই কোন পরমার্থবিষয় গণমতের যূপকাষ্ঠের নিকট উপস্থাপিত করেন নাই; অতএব আচার্য্যনির্ণয়-ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের ঐকান্তিক সেবকগণ কিছুতেই "যথান্ত

শ্রীভাগবতপুরাণ" এই গুরুবাণী লঙ্ঘন করিয়া অন্য বিচারে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না।

ঐল প্রকৃপালের এই সিদ্ধান্তের অবৈধ সুযোগ লইয়া হুজুরাবু ও তাঁহার দল গুরুদেবের বিচারের সম্পূর্ণ দ্রোহাচরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বা জনগণমানসকগণকে ক্ষেপাইবার জন্য কলিকাতার কএকজন বিশিষ্ট লোকের নামোল্লেখপূর্ব্বক—তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ 'বিচারক' বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না— এইরূপ ভয় হুল উঠাইয়াছেন ও উঠাইতেছেন! এমন কি, ডাঃ (?) সুধীর বাবুর নামে যে পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে, উহার ২২ পৃষ্ঠায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের তথা বাঙ্গালার সকলের পরমশ্রদ্ধাভাজন বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী প্রবিতগণ্য, আগতিক সুবিচারপারঙ্গত মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণকে লক্ষ্য করিয়া নির্লজ্জভাবে—"হায় স্যার মন্মথ। হায় দ্বারকার মিত্র। তোমরা গভর্ণমেণ্টের টাকাগুলি নেহাতই ফাঁকি দিয়া লইয়াছ, দেশের লোককেও বোকা বুঝাইয়াছ। আজ ভাগ্যে শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীর আনুগত্যে শ্রীযুক্ত যে মহাশয় এই ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। তোমাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করিয়া দিলেন।"—ইত্যাদি কথা অভিসন্ধিমূলে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ও প্রকারান্তরে কুঞ্জবাবুর দল ঐ সকল শ্রদ্ধাস্পদ জাগতিক সুবিচারপারঙ্গত মাননীয় বিচারকগণকে 'বোকা' বলিবার নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখাইয়া উহা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ঘাড়ে চাপাইবার অভিসন্ধি-দ্বারা ঐ সকল মহোদয়গণ ও তাঁহাদের গুণমুগ্ধ সমগ্র বঙ্গদেশের জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাননীয় স্যার মন্মথ, মাননীয় ডক্টর মিত্র, মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি তীক্ষ্ণধীগণ সেই অভিসন্ধি ধরিতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা বিচক্ষণ সুবিচারক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহার আত্মীয় ও অগ্রামবাসী পঞ্চানন সাহার শ্বশুরবাড়ীর ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীরডাঃ (?) সুধীর বাবুকে অবৈধভাবে তৃতীয়পক্ষ সাজাইয়া তাঁহার নামে পূর্ব্বোক্ত প্রবীণতম শ্রেষ্ঠ সুবিচক্ষণ বিচারকগণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দলে আনিবার যে জঘন্য চেষ্টা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বঙ্গের মহামান্য সুলতানগণের প্রতি নির্লজ্জ অপরাধ হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে অপমানিত করিবারই চেষ্টা হইয়াছে। এই বাগ্বাজী যে কোন সুধী ব্যক্তি ধরিয়া ফেলিবেন এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কাহারও ইহা বুঝিতে বাকী নাই। সম্প্রতি কুঞ্জবাবুর দলের কেহ কেহ নিত্যনূতনভাবে ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং নানাভাবে সত্যবাণী-প্রচারকগণকে নির্য্যাতিত করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন। অমানী বৈষ্ণবগণ ঐল ঠাকুর হরিদাসের পদাঙ্কানুসরণে সমস্ত সহ্য করিয়া অহরহ শ্রীহরিসেবা করিতেছেন।

---

# মিঃ বার্চ্চেটের পত্র

[ অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মিঃ উইলটন্ এইচ্ বার্চ্চেট্ মহোদয় 'গৌড়ীয় সম্পাদকের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয়মঠের প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণ অবগত হইতে পারিবেন। নিম্নে পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত হইল। ].

Calcutta.
5th November 1937.

The Editor, Gaudiya.
Dear Sir,

On the eve of my departure for Australia after spending two most enlightening months in India, I would be failing in gratitude if I did not express my deepest appreciation to the authorities of the Gaudiya Mission, in whose institutions I have been a guest in Madras, Puri, Cuttack and Calcutta.

I have been deeply impressed by the high spiritual ideals of the Mission, and the manner in which these ideals are exemplified in the lives of the disciples. Essentially the message of the Gaudiya Mission is one of the Universal Love which is more powerful than any distinction of race, colour, class, caste or creed, and my reception in the mission-institutions and impression gained as an impartial observer—whose criticism has been freely invited and whose often ignorant questions have been patiently answered,—is that this Creed of Love is no empty one, but the living ideal of all genuine devotees.

During my prolonged stay at the Calcutta Math in Baghbazar I took advantage of the opportunity to throughly investigate the methods and rules by which the institution is governed or rather by which it governs itself. I am greatly impressed by the simplicity and efficiency of the management, and the harmonious family relationship existing between all members. I had the privilege of being included within the family.

I should like specially to tender my thanks to the following great souls who were more immediately responsible for my wonderful reception and for the new feeling for India I carry away with me:—The President-Acharyya His Divine Grace Sri Anantavasudeva Vidyabhusan; the Vice President Mahamahopadeshaka Pandit A. B. Goswami (Missionary-in-charge of the West and Far East); the Chairman of the Governing Body of the Gaudiya Mission His Holiness Tridandi Swami Sri Bhakti Pradip Tirtha; the Secretary Prof. N K. Sanyal, M. A. Bhakti Sudhakar; the Matha-Rakshaka Sj. Sakhi Charan Roy Bhaktivijoy and the Editor of the 'Gaudiya' (the excellent Weekly organ of the Gaudiya Mission) Mahamahopadeshaka Pandit Sreejut Sundaranauda Vidya-vinode B. A.; also Mahopadeshaka Pandit Pranabananda Vidyalankar (Editor of the Daily Nadia Prakasha—theDaily organ of the Mission).

I will be grateful if you will publish this acknowledgement of sincere appreciation.

Yours Etc.
Sd/ Winston H. Burchett.

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়"সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—　　৪ই নভেম্বর, ১৯৩১।

গৌড়ীয়মিশনের বিভিন্ন মঠে মাদ্রাজ, পুরী, কটক ও কলিকাতায় তাঁহাদের অভ্যাগতরূপে অবস্থানপূর্ব্বক আমি ভারতবর্ষে দুই মাস কাল যাপন করিয়া প্রচুর শিক্ষা লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি আমার অষ্ট্রেলিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে গৌড়ীয়মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার গভীর উপলব্ধির বিষয় প্রকাশ না করিলে আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ত্রুটী হইবে।

এই মিশনের যে উচ্চ পারমার্থিক আদর্শ এবং উহা শিষ্যবর্গের জীবনে যেরূপভাবে আচরিত—তাহা আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। বিশ্বপ্রেমই গৌড়ীয়মিশনের ঐকান্তিক প্রচার্য্য বিষয় এবং উহা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের বৈষম্যের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং মিশনের বিভিন্ন মঠে আমার প্রতি প্রদর্শিত সমাদর অপেক্ষাও অনেক বড় জিনিষ। নিরপেক্ষ দর্শকরূপে আমারি এই ধারণা হইয়াছে যে—এই নিরপেক্ষ দর্শকের নিকট হইতে তাঁহারা অকপট সমালোচনা আহ্বান করিয়াছেন এবং আমার প্রায়শঃ অজ্ঞোচিত প্রশ্নসমূহের ধৈর্য্যভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছেন—এই প্রেমধর্ম্ম কিছু শূন্যগর্ভ নয়, ইহা ঐকান্তিক সেবকগণের জীবন্ত আদর্শ।

যে সকল বিধি ও প্রণালীর দ্বারা এই মঠ পরিচালিত হয় অথবা মঠ নিজকে পরিচালিত করে, তৎসমস্ত খুঁটীভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ সুবিধা আমি বাগবাজারস্থিত কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আমার সুদীর্ঘ অবস্থানকালে লাভ করিয়াছিলাম। সরল অনাড়ম্বর পরিচালন-কৌশল এবং সকল মঠবাসিগণের মধ্যে পারিবারিক ঐকতান-সম্বন্ধ দর্শনে আমি অতীব মুগ্ধ হইয়াছি। আমি ইঁহাদের পরিবারান্তর্গত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

সাক্ষাৎভাবে যাঁহাদের সকল আমি পরম সমাদর লাভ করিয়াছি এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক অভিনব আন্তরিক ভাব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি, নিম্নলিখিত সেই সকল মহাত্মগণের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য

মনে করি। সভাপতি ও আচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মুখ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক সহকারী সভাপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, সম্পাদকবর অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর, মঠরক্ষক শ্রীযুৎ সখীচরণ রায় ভক্তিবিদ্যা, গৌড়ীয়মিশনের অতি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক মুখপত্র "গৌড়ীয়ে"র সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এবং দিনের দৈনিকপত্রিকা "নদীয়া প্রকাশের" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপ্রণবানন্দ বিদ্যালঙ্কার। আপনি আমার এই অকপট শ্রদ্ধা-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি

ভবদীয়

—·—

( স্বা: ) টাইপিষ্ট এইচ, মার্ক্কেট্

## বিবিধ সংবাদ

আগামী কল্য ২৮শে কার্ত্তিক, রবিবার আমাদের পরম গুরুদেব অপ্রাকৃত অবধূতকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বাবিংশতিতম বিরহ-তিথি। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-সমাধি-স্থলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় তিথিপালনোৎসব, ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন-মহোৎসব, শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, শ্রীগৌরকিশোরচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা এবং তৎপরদিবস সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠেও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে বিশেষ সমারোহে শ্রীগৌরকিশোর বিরহতিথি-পূজার অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, আলোচনা এবং তৎপরদিবস মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর বিরহতিথি-পূজার অর্ঘ্যরূপে শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'পরম গুরুদেব শ্রীগৌর-কিশোর' নামক একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ শ্রীগৌরকিশোর বিরহতিথিতেই প্রকাশ লাভ করিবেন। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্য আদর্শ চরিত্র, তাঁহার সরল ও সহজ মৌলিক শিক্ষাসমূহ এবং অন্যাভিলাষশূন্য শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু দ্রষ্টব্য চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ অত্যুৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে পাইকা টাইপে বিশেষ সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ও শুদ্ধ হরিজনেচ্ছুর সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

### সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্ বি মহোদয় গত ২৫শে কার্ত্তিক শ্রীগোপাষ্টমী তিথিতে একাদশাহে পরলোকগত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদির দ্বারা সম্পন্ন ও তদুপলক্ষে বৈষ্ণবমহোৎসব-প্রদান করিয়াছেন।

## ভ্রম-সংশোধন

গৌড়ীয় ১৬শ খণ্ড ১২শ—১৩শ সংখ্যার ২২৫ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৩৪ পঙ্‌ক্তিতে "ধরিয়া" শব্দের পরে "দিয়া" শব্দটি হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়াব্দ ৪৩, শনিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪। ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৭ | ১৬শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটিই কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। শত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইতেন সত্য; কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক।"

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত "আমার প্রভুর কথা" প্রবন্ধ )

"প্রাকৃত-সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলিতে ভালবাসেন; শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"

—('শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৪র্থসংখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত "প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে" শীর্ষক প্রবন্ধ।

"যিনি বৈষ্ণবে বোধিৎসজন্ম জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ার অসম্ভাব্য।"

—( প্রতীপ-গিরিনাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৯ পৃষ্ঠা )

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ ইং

[ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাবের অধিবাস-বাসর ]

মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জাতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে ভাষার প্রচলন আছে; তাহারা ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, আর পশুরা তাহা পারে না। ভাষা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। প্রত্যেক ৪ যোজন অন্তর প্রাদেশিক ভাষার পার্থক্য লক্ষিত হয়। দেশ-ভেদে ভাব ও ভাষার পার্থক্য হইয়াছে। নিরন্তর সৃষ্ট প্রাণীতে ভাষা ক্রমশঃ ন্যূনতা লাভ করিয়াছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী-ভেদে মানবের মধ্যে প্রচুর, মধ্যম ও অল্প পরিমাণে ভাষার আলোচনা হইয়া থাকে। উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী-ভেদে মানুষের বুদ্ধিরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে 'ইতিহাস' শাস্ত্র প্রচলিত আছে; কিন্তু পশুদের মধ্যে উহা নাই। মানুষ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ কথাবার্ত্তা ব্যতীতও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফল লাভ করে। ভাষার সাহায্যে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত, বর্ত্তমান ও পূর্ব্বকালের কথা আমরা ভাষার সাহায্যে জানিতে পারি। গ্রন্থ, ভাষা ও ইতিহাস মানব-জাতির জ্ঞান ও পরমার্থ-চর্চ্চার ভাণ্ডার-নির্ম্মাণে প্রায় পরিপূর্ণরূপে সাহায্য করিয়াছে। কালে-কালে ভাষার পরিবর্ত্তন হয়। আমরা এখন একপ্রকার ভাষার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছি, আমাদের পরে ভাষা অন্যপ্রকার হইবে। আমাদের পূর্ব্বের ভাষা যেমন বর্ত্তমানে অপ্রচলিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তেমন বর্ত্তমান কালের ভাষাও পরবর্ত্তিকালে অপ্রচলিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে। আমাদের পূর্ব্বে, বর্ত্তমানে ও পরে মানুষ কিরকম শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাহাদের অবস্থা ও চরিত্র কি প্রকার, তাহা আমরা ভাষার সাহায্যে ইতিহাসের মধ্য দিয়া জানিতে পারি। ভারতীয় আলোচনার মূলে কিপ্রকার হইয়াছে, তাহা ইতিহাস হইতে ভাষার সাহায্যে লাভ করিতে পারি। আমরা মানবিক ভূমিকায় থাকাকালে অন্যস্থানের পরিচয়ে পরিচিত হই এবং সেই স্থানের ভাষা শিক্ষা করি।

ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মীলেখ-প্রণালী প্রচলিত হইলেও উত্তর ও দক্ষিণদেশের ভাষা ভিন্ন। উড়িষ্যাদেশের কতকাংশ ও মধ্যদেশের উত্তরাংশকে আন্ধ্রদেশ বলে। তথায় তেলেগু ভাষার প্রচলন আছে। গঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তেলেগু ভাষার এবং মাদ্রাজ সহর হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত তামিল ভাষার প্রচলন। মালাবার (কেরল) প্রদেশে মালয়ালম্ ও উত্তর-দক্ষিণ ক্যানেরায় ক্যানেরিজ ভাষা প্রচলিত আছে। তেলেগু ভাষায় বর্ণমালাতে ৪৪টি বর্ণ আছে। ঐ ভাষায় তিনটি 'ন' আছে। 'বর্গীয়ন্ত' ২টি আছে। পার্শী ভাষাতে 'জ' অনেক আছে, যেমন—জিন্, জে ইত্যাদি। তামিল ভাষায় বর্গের প্রথম অক্ষর লিখিলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অক্ষর—এই চারিটিকেই বুঝায়। অবশ্য উচ্চারণের ভেদেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষর বুঝায়।

এখন উত্তর ভারতের ভাষার বিষয় বলিতেছি। উত্তর ভারতে বা আর্য্যাবর্ত্তে প্রধানতঃ আসামী, বাঙ্গালা, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাতী, মারাঠী ও গুরুমুখী প্রভৃতি অনেক ভাষা আছে। উত্তর-ভারতের ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। Nile নদীর ধারের মিশর দেশের ভাষার সহিত দক্ষিণ দেশের ভাষার কিছু সাদৃশ্য আছে। নরসিংহ মেহ্‌তা নামক এক খাঁটি গুজরাতী ভাষায় এবং জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায় লেখক। রেলওয়ে লাইন ও ভাষার সাহায্যে ভাব-বিনিময়ের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। আমাদের বঙ্গদেশের উপন্যাসাদির অনুকরণে বহুতর প্রদেশসমূহে হিন্দী-সাহিত্যের উন্নতি দেখা দিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় রীতি ও পৌঁছা পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনীতে অনূদিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে গণিত-শাস্ত্রের হিন্দী অনুবাদও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিদেশের সাহিত্য বিদেশী ভাষায় এই দেশে আলোচিত হইতেছে এবং এই দেশের সাহিত্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে আলোচিত হইতেছে। ইটালীতে

ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। ফ্রান্সে French ভাষায় ব্যুসিয়েবার্ণফ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ হইয়াছে; যদিও অনুবাদটি বিকৃত ও অসম্পূর্ণ। ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে দক্ষিণ দেশের কথা ইংরাজী সাহিত্যে অন্তর্নিত হইয়াছে। কৌটিল্য শাস্ত্র বা চাণক্য-নীতি মহীশূর রাজ্যে ও বাঙ্গালাদেশে আদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান Political Philosophy হইতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কোন অংশে কম ছিল না। কএক শতাব্দী যাবৎ ভারতের পারমার্থিক দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা পাশ্চাত্যদেশেও আরম্ভ হইয়াছে। France ও Germanyতে ভারতীয় পারমার্থিক দর্শনের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে গত ১০০ বৎসর যাবৎ। ভারতীয় দর্শন আলোচনা করিবার জন্য France ও Germanyতে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইয়াছে। আমাদের দেশে ইংরাজী ভাষা Court Language (আদালতের ভাষা) হইয়াছে বলিয়া ভারতীয়দের সকলকেই ইংরাজী শিক্ষা করিতে হয় এবং তাহাতে পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের সুবিধা হয়।

ভারতবর্ষের বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী-যুগীয় ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বলা হয়। প্রাচীন যুগের ভাষার নাম—দেবভাষা। সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা হইতে কিছু পার্থক্য লাভ করিয়াছে। প্রাচীন দেবভাষা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সাধারণ লোকের সংহিতা ও উপনিষদের ভাব ও ভাষা বুঝিতে অসুবিধা হয়। আমরা বৈদিক ভাষা ও মধ্যযুগীয় ভাষার মধ্য দিয়া পূর্ব্বকালের ভাবধারা জানিতে পারি।

Maxmuller প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা আমরা উপনিষদ্‌গুলির ও অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের অনুবাদ পাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্য অনেকটা ধর্ম্ম-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র ও শ্রৌতসূত্র সকলই বর্ত্তমানে ধর্ম্মসাহিত্য বলিয়া পরিগণিত।

খ্রীষ্টদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের পূর্ব্বে যে-সকল কথা ছিল, তাহাতে পশুর মুখনির্গত বা ভূতের মুখনির্গত কথা বর্ত্তমানযুগে Mythical Language বলিয়া পরিগণিত। Myth শব্দে রূপক অলঙ্কার বা পুরা কাহিনী বুঝাইয়া থাকে। Myths ব্যতীত ভারতবর্ষে Historyর অনেক কথা আছে। পুরাণগুলি Waste-paper basketএ পড়িয়াছিল বলিয়া এখনও ভারতের ঠিক ইতিহাস নির্ণীত হয় নাই। প্রাগ্‌বৈদিক ভাগবত, শ্রৌত সূত্র, সংহিতা, পৌরাণিক ও পাকরাত্রিক Periodএর পুস্তক-গুলি লোকের বুদ্ধিবার অভাবে অনেকটা লোপ হইয়া গিয়াছে। মনু, অত্রি, হারীত প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণেতৃ-গণের অনুকরণে পরবর্ত্তিসময়ে অনেক প্রকার স্মৃতির কথা প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতে ইতিহাস ও ভূগোলের অনেক কথা আছে। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের ধর্ম্মের কথা অনেকটা লোপ পাইয়া গিয়াছে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক 'Orion' নামক পুস্তকে ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্যের কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে অষ্টাদশ বিদ্যা ও তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র ছিল।

পূর্ব্বকালে গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়-ক্রমে বিদ্যার আদান-প্রদান হইত বলিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীয়দের নিকট ভারতবাসীরা সাম্প্রদায়িক রহস্যের কথা কেহ প্রকাশ করেন নাই। পুঁথি-পুস্তক সাধারণে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া সাপের মন্ত্র ও ভূতের মন্ত্র প্রভৃতি তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। কলিকাতা High Courtএর ভূতপূর্ব্ব জজ্ সাহেব Sir John Woodroff তন্ত্রশাস্ত্র প্রচুর আলোচনা ও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণালীকে ইংরাজী ভাষায় Mysticism বলে। বিদেশীয়েরা 'ভারতীয় সাধু' বলিতে সাধারণতঃ তান্ত্রিক সাধুকেই বুঝিয়া থাকে। বিদেশীয়গণ শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের রহস্য ভাষার মধ্য দিয়া জানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে বিকৃত বা অসম্পূর্ণ ধারণা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া-ছেন। শাস্ত্র ভগবান্ হইতে অভিন্ন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত সাধু শাস্ত্রের রহস্য অবগত হওয়া যায় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।"
"তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

বর্ত্তমান যুগে যে, বিশাল গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রকট হইয়াছে—তাহা ভাব ও ভাষায় সর্ব্বতোভাবে সাধারণ সাহিত্য হইতে নিজের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতেছে। গৌড়ীয়-সাহিত্যকে সংস্কৃত সাহিত্য বলা চলে। বাঙ্গালাদেশে

পূর্ব্বে শূন্যপুরাণ, যোগিপাল ও ময়নাপালের গীত, "রাই কাহুর গীত", পাচালী প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীতে বাঙ্গালার আদি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ব নাম ছিল 'পাচালী'। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি কাব্য-গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" শ্রীমালাধর বসু বা গুণরাজ খান কর্ত্তৃক প্রণীত। উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। উহা পয়ার ছন্দে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভাগবতাচার্য্য নামক বৈষ্ণব পণ্ডিতও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' একটি মহাকাব্য সাহিত্য এবং 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' একটি পাচালী গ্রন্থ। আধুনিক জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও পাচালী সাহিত্য। বিদ্যাপতি মৈথিল-ভাষার, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গভাষার মহাকবি ছিলেন। গত শতাব্দীতে পরলোকগত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রধানতঃ সামাজিকচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পাচালী প্রভৃতি সাহিত্য সাধারণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপভোগ্য ও বোধগম্য হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে বিপুল গৌড়ীয় সাহিত্য প্রকটিত হইয়াছে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের সম্যক্-বোধ্য নহে। গৌড়ীয়-সাহিত্যে উপনিষদ্ ও বৈদিক ভাষার প্রয়োগ হইয়াছে। বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়িয়া আজ-কাল অধ্যাপকগণ যেরূপ তাহার অর্থ বোঝেন না, আমাদের 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' পড়িয়াও সেরূপ অর্থ করিতে পারেন না।

আমাদের 'গৌড়ীয়' সাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইয়াছে। যেমন—'অনুচানমানী' শব্দটি 'গৌড়ীয়ে' আছে; কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা পাওয়া যায় না। 'অপ্রাকৃত', 'অধোক্ষজ' প্রভৃতি শব্দ সাধারণ লোকে জানে না।

'গৌড়ীয়' পত্র ও 'গৌড়ীয়'-সাহিত্য যে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহা কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি হইতে বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার পরলোকগত স্যার দেব-প্রসাদের নিকট 'গৌড়ীয়'-পত্র পাঠান হইলে তিনি আমাদের নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আপনাদের গৌড়ীয় পত্রের সঙ্গে একখানি 'গৌড়ীয় অভিধান' পাঠাইবেন।" যশোহরের নলদীয় পরলোকগত হীরালাল গোস্বামী বলিতেন,—"সজ্জন-তোষণী"র সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারি না।" ভাগবতের ভাব ও ভাষাই গৌড়ীয়-সাহিত্যের প্রাণ। ভাগবতের ভাষা এখনও কোনও পণ্ডিত বুঝিতে পারিতেছেন না। সেই ভাগবতের ভাষায় কি কি বস্তুর অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহা ইংলণ্ডের পণ্ডিতগণও জানেন না। 'গৌড়ীয়'-সাহিত্যের প্রতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর বর্দ্ধনের জন্য লণ্ডনে প্রচারক পাঠান হইয়াছে। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী দেশের অধ্যাপকগণের পক্ষেও 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' সাহিত্যের মধ্যে অনেক নূতন জিনিষ জানিবার রহিয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মনের অনেক কথা প্রচার করিয়াছেন। Mr. Rhys Davis ও Mrs. Rhys Davis—এঁরা বৌদ্ধ সাহিত্যের ও ধর্ম্মনের আলোচক।

'গৌড়ীয়' সাহিত্যের সাহায্যে শ্রোতা ও পাঠক সাধারণ লোকের অজ্ঞাত অনেক কথা জানেন। যাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সংস্রবে আছেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' সাহিত্যের আলোচনা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকেও বাঙ্গালা সাহিত্য পড়াইতে পারিবেন এই গৌড়ীয় পত্রে ইতিহাস ও ধর্ম্ম জগতের কথা প্রচুর পরিমাণে আছে। ইংরাজী ভাষায় আলোচনাকারিগণ কেবল অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহারা ধর্ম্ম ও পরমার্থ সাহিত্যের কোন সন্ধানই রাখেন না। Cuttack Ravenshaw Collegeএর প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় "Sree Krishna Chaitanya" নামক যে গ্রন্থখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারেন—জনসাধারণের মধ্যে এমন লোক আমি এখনও পাই নাই। ইহাও জানি যে, সে রকম লোক বড় বেশী পাইব না। সদ্য-সামাজিক জগতের এত ভাগ্যবান্ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। "Sree Krishna Chaitanya" গ্রন্থ পড়িয়া অনেক পণ্ডিতম্মন্য উহার সাধারণ অর্থও বুঝেন না। আধুনিক শিক্ষিতাভিমানীরা প্রাচীন শিক্ষার ধারার কথা আলোচনা করেন না। সম্প্রতি শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ Mr. Schulzeএর সহিত

কথাবার্ত্তা বলিয়া অনেক শিক্ষা পাইতেছেন। যাঁহারা অর্থের জন্য পড়েন ও পড়ান, সেইসকল পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আমাদের কথা বলিতে ভয় হয়, পাছে এক বুঝিতে আর বুঝেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৺ মহাশয়কে গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকে বলিয়াছিলেন—"ইঁহারা গৌড়ীয়-সাহিত্য আলোচনা করিয়া এত বড় একটা কি বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন যে, আমাদের কথাও ইঁহারা শুনিতে চান না!" মাঝিপয়েশেও আমাদের গৌড়ীয়-মঠ-সেবকগণের বহু মঠ হইবে এবং 'ইয়াঙ্কি' ভাষার সাহায্যেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হইবে। Czechoslovakia দেশের Prof. Bower আমাদের প্রচার্য্য বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যার পরিমাণ দেখা গেল যে, তিনি সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম পর্য্যন্ত আলোচনা করেন নাই।

আগামী কল্য যাঁহার আবির্ভাবতিথি, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তিনি পরবিদ্যা বা ভক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহিতা বৈধপত্নী-মহালক্ষ্মী। শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নাগর' বলিলে তাঁহাদের উভয়ের চরণে মহা অপরাধ হয়। গৌরনাগরী-নামক অপসম্প্রদায় বিষ্ণুতেই সেই অপরাধ হইতে সতর্ক হইতেছেন না। গৌরনাগরীবাদীর সাহিত্য অনভিজ্ঞের জন্য। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আলোচিত "বিদ্যাবধূজীবনম্" শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন আমাদের নিত্য আলোচ্য হউক। শ্রুতি বলেন—"যে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা অপরা চ।" ভক্তিরই অপর নাম পরবিদ্যা, University education কে অপরা বিদ্যা বলা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনই বিদ্যাবধূ অর্থাৎ ওঙ্কার সরস্বতীর জীবন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যথা—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিজয় হইলে আমাদের হৃদয়ে যত প্রকার মলিনতা স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই অপসারিত হইবে—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপক। আমরা পরবিদ্যার উপাসক, শুষ্কতর্কের দাসানুদাস, ভক্তিই আমাদের জীবাতু।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং দাসদাসাবলম্বকাঃ॥

ভগবদ্ভক্তের কৃপা আমাদের মাথার মুকুটরূপে আছে এবং চিরকাল থাকিবে। আপনারা প্রচুর পরিমাণে 'গৌড়ীয় সাহিত্য' আলোচনা করুন এবং শুদ্ধভক্তের আনুগত্য করুন।। যত কর্ম্মী, জ্ঞানী (Gnostic) সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা কোন দিনই আমাদের কথার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না। Gnostic বা জ্ঞানী 'জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র করিতেছেন; কিন্তু জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিরা—Gnostic liberationists আর জৈমিনী কুমারিল ভট্টের অনুগতগণ elevationists.

'গৌড়ীয় মঠের' কথা শুনিবার পূর্ব্বে ডাক্তার বাগচী শ্রীকৃষ্ণকে অনেক আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন নিরস্ত হইয়াছেন। ডাক্তার সার ছেনিসন্ রস্ সাহেব একজন মহা-শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে Londonএ সাধারণ সভায় উচ্চকণ্ঠে গৌড়ীয় মিশনের কথার প্রশংসা করিয়াছিলেন। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"—এইজন্য ভক্তির কথা সকলপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ নূতন ও চমৎকারিতা প্রদায়িনী যে Missionকে আমরা floatation দিতেছি, তাহা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—"বিদ্যাবধূজীবন"। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারিগণ আধাক্ষিক নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজের সেবক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারিগণের সকল প্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হয়। শ্রীহরিনাম পরবিদ্যাবধূর জীবন, কিন্তু আধাক্ষিক বিদ্যাই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা—বিমুখ-বঞ্চনাময়ী। একমাত্র হরিসংকীর্ত্তনেই জীবের মঙ্গল নিহিত—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলা-কথা-রস-নিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

মানবের আধাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ সর্ব্বদাই আছে। মানবজাতি হরিভক্তির কথা বাদ দিয়া মূর্খতা অবলম্বন করিয়া দারুণ কষ্টে পতিত হইয়াছে। সমস্ত দুঃখ নষ্ট হইবে শ্রীকৃষ্ণ-

সংকীর্ত্তন করিলে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-দ্বারা কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলেরই নিত্য মঙ্গল এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বক্ষণ পরম-শ্রেয়োলাভ হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত এই পবিত্র গ্রহণ করিলে বড়ই লাভবান্ হইতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই চেতোদর্পণ মার্জ্জিত হইবে। ইহা less intelligent ব্যক্তির কথা নহে; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই কথা—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র কৃত্য। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিলে জাগতিক সকল বিদ্যা তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

আগামী কল্য বিষ্ণুবল্লভরূপিণী বা প্রেমভক্তিস্বরূপিণী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব-বাসর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশের পর এস্থানে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মুক্তীয় বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রেম-ভক্তিই মানবের একমাত্র প্রাপ্য বস্তু। তিনি সাধারণ নারায়ণী নহেন, তিনি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রীগৌরবাসুদেবের শক্তি, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী—শ্রীশক্তি এবং শ্রীরাম—তাঁহার লীলা শক্তির প্রকাশ। খোকটাচলের তিরুপতি-মন্দিরে যে শ্রীনারায়ণ শ্রীমূর্ত্তি আছেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা। ঐ মন্দিরটির আর্থিক আয় সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৈকুণ্ঠে যে দুর্গা বা যোগমায়া আছেন, তিনি এজগতের উপাস্যা মহামায়া নহেন। মহামায়া দুর্গা হইলেন—ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখৈকময় পরম বনভ্রমণ-কালে বাধা-প্রাপ্ত হন জানিয়া সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী রাধিকাদেবী ও ব্রজরামাগণ বড়ই উদ্বিগ্না হইয়া এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

এস্থলে ব্রজলক্ষ্মীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'ব্রজ-বিলাস স্তবে' সেবাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় শ্রীমতী রাধিকাদেবীর যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মধুর-রতিতে সেবার পরমোন্নতাবস্থা। তিনি সেবাময়ীর স্তবে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

যদা শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধৈষা নিজমুখরুচা সন্নয়ন্তী দুরাগ্রে।
তীতাপ্যাস্যারথ নহি দধাত্যন্য কার্কশ্যদোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা সেবয়া বিশ্বিতং নঃ॥

মধুররতিতে এত গূঢ়রসাস্বাদনের কথা কেবল সেব্য-সেবায়ীর লীলা-বিচারে আছে। সেবায়ী নারায়ণ ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি; কিন্তু বৃন্দাবনে তাঁহার অবস্থান কেন? ব্রজজনের চরম উৎকর্ষ সেব্যসেবায়ীর সেবনে শ্রীমতী রাধিকাদেবীর সেবাচমৎকারিতায় বর্ত্তমান। সেবায়ীতে আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতমা প্রীতি প্রবর্ষিত হউক। ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের কোন্ কোন্ নাম আছে এবং কোন্ কোন্ লক্ষণান্বিত শ্রীশালগ্রামমূর্ত্তিকে কি বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে—তাহা পুরাণ হইতে জানিতে হইবে। অগ্নিবেদে ২৪ মূর্ত্তি শালগ্রামবিগ্রহের ২৪টি নাম আছে। ২৪টি নারায়ণমূর্ত্তি ও তাঁহাদের লক্ষণ শ্রীবাস-অঙ্গনের নাট-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে লিখিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' পত্র পাঠ করিলে এ সকল কথা প্রচুর পরিমাণে জানিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিলে শ্রীরাম-নৃসিংহাদি দশাবতার, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্যূহ প্রভৃতি সকলের কথা জানিতে পারা যাইবে।

বহুদিন যাবৎ আমি একটি অতীষ্ট ঘোষণ করিতেছি যে, হরিভক্তির কথার একটা survey হউক। পরব্যোমের—চিজ্জগতের—বৈকুণ্ঠরাজ্যের কথার Survey হউক। সুরেন বাবুর বাড়ীতে শীঘ্র Thakur Bhaktivinode Research Institute (অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার) স্থাপন করা যাইতেছে। তথায় শ্রীহরিকথা আলোচনার এবং পরমার্থ-শিক্ষার ও অনুসন্ধানের সুযোগ হইবে, হাসখালী বা হংসক্ষেত্রে হংস ও পরমহংসদের কথা আলোচিত হউক। এখানে ২৪ঘণ্টা কাল হরিভজনকারী অনেকে বাস করেন, তাঁহারা পরমার্থরাজ্যের এসকল কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করিতে পারিবেন। শুদ্ধভক্তিকথার আলোচনার জন্য Research Institute প্রতিষ্ঠিত হউক। উহার নাম হইবে Thakur Bhaktivinode Research Institute বা 'অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার'। এই গ্রামের

উদ্ভত আদর্শগুলি গোবর্দ্ধনোদ্ভিত জানিবেন। মূল শ্রীমায়াপুর (শ্রীচৈতন্যমঠ) ও ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীমায়াপুরের সেবায় যথাযথ বৈশিষ্ট্য জানিবেন।

ভগবদ্ভক্তিকথার অনুশীলনের জন্য Research Institute হইবে। উহাতে কোথায় কি হরিভক্তির কথা আছে, তাহা আলোচিত হউক। এস্থানের উপাধিই নাম, ঐ Institute৩ Theological Study৩ প্রচুর পরিমাণে করিতে পারিবেন। বিদ্যাবধূজীবনের কথা আলোচিত হইলে সর্ব্বমঙ্গলালোময় হইবে। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই যেন আমাদের সর্ব্বক্ষণ আরাধ্য হন।

---

# শ্রুতিসার

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ]

মুণ্ডক-উপনিষৎ—অথর্ব্ববেদীয়। ইহাতে ৩টি মুণ্ডক; প্রতি মুণ্ডকে দুইটি করিয়া খণ্ড এবং ১ম মুঃ ১ম খণ্ডে ৯, ২য় খণ্ডে ১৩; ২য় মুঃ ১ম খণ্ডে ১০, ২য় খণ্ডে ১১ এবং তৃতীয় মুঃ ১ম খণ্ডে ১০ ও ২য় খণ্ডে ১১—সর্ব্ব-সমেত ৬৩টি মন্ত্র আছে।

ব্রহ্মা সকল দেবতার অগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠারূপা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। অথর্ব্ব তাহা অঙ্গিরাকে, অঙ্গিরা সত্যবাহকে ও তিনি নিজশিষ্য অঙ্গিরকে উহা উপদেশ করেন। মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—কি জানিলে সমস্ত বিশ্বের বিষয় জানা যায়? তদুত্তরে অঙ্গির বলেন—বেদিতব্যা বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদচতুষ্টয়, উচ্চারণাদিবোধক শিক্ষা, বৈদিকক্রিয়াকলাপ-বোধক কল্প, সন্ধ্যাদিবোধক ব্যাকরণ, বেদব্যাখ্যা-প্রকারবোধক নিরুক্ত, বিরামাদিবোধক ছন্দঃ ও কাল-নির্ণায়ক জ্যোতিষ—ইহাদের নাম 'অপরা বিদ্যা'; আর যাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহারই নাম 'পরা বিদ্যা'। সেই ব্রহ্মবস্তু প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ও অব্যয়। তিনি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া অচিন্ত্যশক্তিবলে জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন।

তিনিই সত্যবস্তু। সত্যযুগে যে-সকল কর্ম্ম কেবল পরব্রহ্মবিষয়ক ছিল, তাহাই ত্রেতাযুগে নানাদেবতাবিষয়ক হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম সাধারণবিচারে জ্ঞান-বিভক্তির নিমিত্ত উপদিষ্ট হয়। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে যে, কালী-করালী প্রভৃতি সপ্তার্চি অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলদেবতাধিপতির নিকট নীত হওয়া যায় এবং আহুতিসকলও তাদৃশ পুণ্যকর্ম্মের ফল-প্রাচুর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ় অর্থাৎ তদ্দ্বারা ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না। তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকারীও অবিদ্যাগ্রস্ত মূর্খ। তাদৃশ ব্যক্তিগণ নিজেদের পাণ্ডিত্যহীনতাকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া—ইষ্টাপূর্ত্তকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিয়া—আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় হীনতর লোকে প্রবেশপূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। আর যতিধর্ম্মাবলম্বনকারী শান্ত ব্যক্তিগণ সূর্য্য-পথে ব্রহ্মলোকে নীত হন। তজ্জন্যই কর্ম্মোপার্জ্জিত লোকসকলের অনিত্যত্ব ও দুঃখপ্রদত্ব বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদসহকারে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট নিত্যপদার্থ বিদিত হইবার জন্য গমন করিলে গুরু তাদৃশ শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন।

দীপ্তিমান্ অগ্নি হইতে অগ্নিকণাসমূহ নির্গমনের ন্যায় অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ বিভিন্নাংশ জীবসকল উৎপন্ন হয় এবং পুনর্ব্বার তাঁহাতেই প্রবেশ করে। তিনি অপ্রাকৃত মূর্ত্তিমান্, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ, প্রাকৃত মনঃ-প্রাণাদিরহিত, শুদ্ধ এবং অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেই সর্ব্ববস্তুর উৎপত্তি। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। দ্যুলোক তাঁহা হইতেই প্রকাশিত, দ্যুলোক হইতে পর্জ্জন্য,

তাহা হইতে ওষধির উৎপত্তি। ওষধিসকল পুরুষরূপ অগ্নিতে হুত হইলে তাহা হইতে রেতঃ স্ত্রীরূপ অগ্নিতে সিঞ্চিত হয়। এইরূপে বহু প্রাণীর উৎপত্তি হয়। তিনি স্বতঃপ্রকাশমান, কার্য্যকারণস্বরূপ, পূজনীয়, শ্রেষ্ঠতম ও প্রাণিগণের বিজ্ঞানের অগোচর। তিনি অণু হইতেও অণু, তাঁহাতে সকল লোক অবস্থান করিতেছে। তিনি ব্রহ্মপুরে এবং হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং জীবের কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়। তিনি আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কর পদার্থসকলেরও প্রকাশক, তাঁহাকে সূর্য্যচন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারই প্রকাশে সমুদয় বস্তু অনুপ্রকাশিত; তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান্। তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

দুইটি সহযোগী সখ্যভাবাপন্ন জীবাত্মপরমাত্মস্বরূপ পক্ষী একই দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বাস করেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী স্বাদু কর্ম্মফল ভক্ষণ করেন আর অপর পরমাত্মরূপ পক্ষী অনশনে থাকিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলের ভোক্তা না হইয়া কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। জীব একই শরীররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া শক্তিহীনতাবশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোক করিতে থাকেন; কিন্তু তিনি যখন সাধকগণসেবিত পরমেশ্বরের মহিমা দর্শন করেন, তখন শোকরহিত হন। যখন জীব জগদ্বর্ণ কর্ত্তা, ঈশ্বর এবং ব্রহ্মারও উৎপত্তি-স্থানস্বরূপ পুরুষকে (শ্রীগৌরসুন্দরকে) দর্শন করেন, তখন পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সাম্যতা লাভ করেন। সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হন। তিনি ব্রহ্মবিত্তম। তিনি অজ্ঞের নিকট হইতে বহুদূরে আর তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়গুহায় অবস্থিত অতি নিকটে। সত্যবাদীরই জয়, অসত্যবাদীর জয় নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না, তপস্যা বা কর্ম্মদ্বারাও তিনি প্রাপ্য নন। কিন্তু সত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তে চিন্তাদ্বারা তিনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি বিকৃতি-দুষ্কৃতবর্জ্জিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি শৌক্রজন্ম অতিক্রম করেন। আর যিনি কাম্যবস্তুর কামনা করেন, তিনি কামোপভোগের উপযোগী লোকে জন্ম গ্রহণ করেন। আত্মকামিস্বরূপ ব্যক্তির সকল কামনা ইহলোকেই বিনষ্ট হয়।

সেই আত্মস্বরূপ অবাঙ্মন, মেধা বা শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা লভ্য হন না; কিন্তু তিনি যাঁহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহার নিকট নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বলহীন (বলদেবের কৃপাশক্তিহীন) ব্যক্তির দ্বারা লভ্য নন, অথবা প্রমাদবশতঃ বা অশাস্ত্রবিহিত লিঙ্গাদি ধারণ কিম্বা তপস্যাদি-দ্বারাও লভ্য হন না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদি-দ্বারা সাক্ষাৎকারার্থ চেষ্টাশীল, তাঁহারাই ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন।

---

**মাণ্ডুক্য উপনিষৎ**—অথর্ব্ববেদীয়। ইহাতে ১২টি মন্ত্র আছে। ওঁকারই 'সর্ব্ব'—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং ত্রিকালাতীত যাহা কিছু, সবই ওঁকার; তাহাই ব্রহ্ম, তাহা চতুষ্পাৎ।

জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গাদি সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট, ঊনবিংশতি ইন্দ্রিয়রূপ মুখযুক্ত (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত), শব্দাদি স্থূল বিষয়সকলের ভোক্তা বৈশ্বানর পুরুষই প্রথম পাদ।

স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠান, অন্তঃপ্রজ্ঞ, মনোলীনসপ্তাঙ্গাদি সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট, মনোলীন চক্ষুরাদি ঊনবিংশতি, সূক্ষ্মবিষয়সকলের ভোক্তা তৈজস পুরুষই দ্বিতীয় পাদ।

সুষুপ্তির অধিষ্ঠান, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ ও চেতোমুখ প্রাজ্ঞই তৃতীয়পাদ।

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সর্ব্বকারণ, সকলের উৎপত্তি ও লয়স্থান, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে বিলক্ষণ, প্রাকৃতেন্দ্রিয়-দ্বারা অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অগম্য ও অচিন্ত্য; কেবলমাত্র শব্দগম্য, শান্তির আশ্রয়, মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় বস্তুই চতুর্থপাদ। তিনিই বিজ্ঞেয়। তিনি ওঁকারকে অধিকার করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ ওঁকারই তাঁহার প্রতীকস্বরূপ।

---

**তৈত্তিরীয় উপনিষৎ**—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়। ইহা তিন বল্লীতে—১ম বল্লীতে ১০, ২য় বল্লীতে ৯ ও ৩য় বল্লীতে ১০ —মোট ২৯ অনুবাকে সম্পূর্ণা। অকারাদি বর্ণ, উদাত্তাদি স্বর, হ্রস্বাদি মাত্রা, বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রযত্নরূপ বল, উচ্চারণ-বিশেষ রূপ সাম ও বর্ণমালা-রূপ সন্তান—ইহাই

শিক্ষিতব্য বিষয়। বর্ণাদি শিক্ষার পর বেদের পঞ্চজ্ঞান-বিশেষরূপ অধিকরণে উপনিষদ্‌রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম—এই পঞ্চ অধিকরণ। ইহারা মহাসংহিতা নামে কথিত হয়। যাহা লোক আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, তাহা অধিলোক। পৃথিবী ইহার পূর্ব্বরূপ, স্বর্গ উত্তররূপ, আকাশ তদুভয়ের সন্ধি, বায়ু তাহার সন্ধান অর্থাৎ সাধন। অগ্নি অধিজ্যোতিষের পূর্ব্বরূপ, আদিত্য উত্তররূপ, অপ্ সন্ধি ও বিদ্যুৎ সন্ধান। আচার্য্য অধিবিদ্যের পূর্ব্বরূপ, শিষ্য উত্তর-রূপ, বিদ্যা সন্ধি ও অধ্যয়ন সন্ধান। মাতা অধিপ্রজের পূর্ব্বরূপ, পিতা উত্তররূপ, প্রজা সন্ধি ও প্রজোৎপত্তি সন্ধান। অধরা হনু অধ্যাত্মের পূর্ব্বরূপ, উত্তরা হনু উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি ও জিহ্বা সন্ধান।

ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—তিনটি ব্যাহৃতি। ব্রহ্মের বিশেষভাবে ব্যাহরণ-হেতু ব্যাহৃতি। মাণ্ডুক্যমন্ত্র ঋষির মতে মহঃ চতুর্থ ব্যাহৃতি। এই ব্যাহৃতি-চতুষ্টয় ব্রহ্মের বাচক। ব্যাপকতা-বশতঃ উহাকে আত্মা বলা হয়। অন্য দেবতাসকল উহার অঙ্গ। এই চারিটি ব্যাহৃতি যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্ম বিদিত হন। হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশে মনোময় অমর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অবস্থান করেন।

ওঁকার—ব্রহ্ম, উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য নামক উদ্গান-কর্ত্তারা ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক সাম গান করিয়া থাকেন। হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তোতা—এই হোতৃ চতুষ্টয় ওঁকার উচ্চারণ করতঃ শস্ত্রসকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক ওঁ উচ্চারণ সহকারে হোমের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। ওঁকার উচ্চারণ-দ্বারাই ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্ম হইতে এই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব-শরীর উৎপত্তি লাভ করেন। ঐ শরীরাভিমানী আত্মাই পুরুষ। অন্ন-ময় দেহ-রূপ উপাধি ও তদবচ্ছিন্ন আত্মা উভয়ের একীভাবকে পুরুষ বলা হয়।

অন্ন হইতে প্রজাগণের উৎপত্তি, অন্নে জীবন-ধারণ এবং অন্তে অন্নেই লীন হইয়া থাকে। অন্নই প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ অগ্রে উৎপন্ন এবং তাহাদের ঔষধ রোগের ঔষধ। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত অন্ন লাভ করেন। অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন, তদ্দ্বারা বর্দ্ধিত এবং ভূতগণ কর্ত্তৃক তাহা ভক্ষিত হয়, আবার অন্নই ভূতগণকে ভক্ষণ করে। তজ্জন্যই 'অন্ন' নাম। অন্নময় কোষ হইতে পৃথক্ প্রাণময় কোষ, তদ্দ্বারা অন্নময় কোষ পূর্ণ। প্রাণই বায়ু বলিয়া খ্যাত। প্রাণময় কোষ হইতে পৃথক্ মনোময় কোষ, তদ্দ্বারা প্রাণময় কোষ পূর্ণ। এই কোষগুলিকে পুরুষ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। মনোময় কোষ হইতে পৃথক্ চৈতন্য-প্রচুর বিজ্ঞানময় কোষ। তাহাই জীবাত্মা। তদ্দ্বারা মনোময় কোষ পূর্ণ। তাহা হইতে ভিন্ন আনন্দময় কোষ। তাহা দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ পূর্ণ। আনন্দময় কোষের অন্তর্যামী পুরুষই পরমাত্মা। তিনিই আনন্দময়। উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বুঝাইবার জন্য এই সকল নামে উক্ত হইয়াছে।

ঐ ব্রহ্মবস্তু বহু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তপস্যা-দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি করেন এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ জাত। ব্রহ্ম নিজকে পুরুষরূপে আবির্ভাবিত করেন। এজন্য ঐ পুরুষের নাম সুকৃত। ঐ সুকৃতস্বরূপ ব্রহ্মই রস স্বরূপ। এই রসকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দযুক্ত হন। সেই ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ না হইলে কেহ বা জীবন ধারণে সমর্থ হইত। ইনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। জীব প্রাকৃত-শরীর-রহিত হইয়া অকৃত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে অর্থাৎ নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভয় রহিত হন। তাঁহার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু প্রভৃতি নিজ নিজ অধিকারানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। অতীন্দ্রিয়, ক্রিয়াকারী, ইন্দ্রিয়-পটুতা-যুক্ত বলিয়া বুধ এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে তাহার যে আনন্দ, তাহাকে মানুষ-আনন্দ বলা হয়। ঐরূপ শত মানুষানন্দ-তুল্য একটি গান্ধর্ব্বানন্দ অর্থাৎ এক গন্ধর্ব্বের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের আনন্দ। শত পিতৃ লোকের আনন্দ স্মার্ত্তকর্ম্ম-দ্বারা জাত দেবত্ব-প্রাপ্ত দেবতার ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ; এইরূপ শত দেবতার আনন্দ একটি কর্ম্মদেবের বা বৈদিক কর্ম্ম-দ্বারা নিষ্কাম দেবত্বপ্রাপ্ত দেবতার ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের

আনন্দ ; শত আধিকারিক দেবতার আনন্দ দেবরাজ ইন্দ্রের এবং নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত ইন্দ্রের আনন্দ দেবাচার্য্য বৃহস্পতি ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের এক আনন্দ তুল্য। শত বৃহস্পতির আনন্দ প্রজাপতি ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ ; শত প্রজাপতির আনন্দ ব্রহ্মের ও মুক্ত জীবের একটি আনন্দ তুল্য। যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ বিদ্বান্ হইলে আর গর্ভবাসাদি দুঃখে ভীত হইতে হয় না। [illegible]-তনয় ভৃগু পিতৃসমীপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিলে বরুণ তাঁহাকে বলেন যে, যাহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দ্বারা জীবিত থাকে এবং কালক্রমে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, মনোময় ও বাগ্ময় প্রবণাদি সাধন-দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ভৃগু তপস্যা-দ্বারা ক্রমে ক্রমে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইতে চেষ্টা করিয়া তৃপ্ত হইলেন না, পরে আনন্দ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে অবগত হইলেন। অর্থাৎ স্বরূপশক্তিসহ শক্তিমান্ পুরুষকে জ্ঞাত হইলেন এবং জানিলেন যে, তাঁহা হইতেই ভূতগণ জাত, তাঁহাতে জীবিত এবং প্রলয়ে তাঁহাতেই লীন হয়। এই বিদ্যা পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিতা। ব্রহ্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত, ইহা জানিয়া তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য।

---

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Purusottam Math, Puri.
14-5-29.

My dear Gaurgunananda Brahmachary,

Yours of the 13th instant is to hand. • • I am very glad to receive Madhwamunidas, which I wish to go through and will hand you over for safe custody.

• • • •

**I am really astonished to find that Kunja Babu is now busy to perform Smarta Sraddha** for the benefit of his villagers • • •. Probably you understand that **I have not given Kunja Babu this sort of advice.** His long absence from Gaudiya Math means **a check of the rise of the same** and **he will suffer its sequel afterwards.** • • • I do not agree with you in his keeping aloof from the Math for such a long time. • • •

Affly. yours,
Siddhanta Saraswati

বঙ্গানুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১৪।৫।২৯

প্রিয় গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী,

আপনার ১৩ই তারিখের পত্র পাইলাম। •• "মধ্বমুনিদাস" গ্রন্থখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি ইহা দেখা শেষ করিয়া নিরাপদে আপনার জিম্মায় রাখিবার জন্য আপনাকে ফেরৎ দিব। • • •

আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, কুঞ্জবাবু এখন তাঁহার স্বগ্রামবাসীদিগের উপকারার্থ স্মার্ত্তশ্রাদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। • • সম্ভবতঃ আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি কুঞ্জবাবুকে এই প্রকার পরামর্শ প্রদান করি নাই। গৌড়ীয়মঠে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অনুপস্থিতির অর্থে ইহার উন্নতির বাধাই বুঝায় এবং ইহার ফল তিনি পরে ভোগ করিবেন। • • তাঁহার এত দীর্ঘকাল মঠ হইতে দূরে থাকা সমর্থনযোগ্য নহে এবং এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। ইতি

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Sri Purusottam Math
Puri
21. 5. 29.

My dear Kunja Babu,

Your favour of the 18th is just received along with S**'s letter. You have written that by your স্বকর্ম্মফল you have to undergo great troubles of all varieties and you are compelled to submit to them, but I think you could have avoided those things if you had a mind to do so. To some extent, you preferred to elongate your head in the guillotine. Of course, whatever happens that should be classed as Holy Providential wishes. As you donot want to be disturbed with these I must stop here now.

Affly. yours
Siddhanta Saraswati.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
২১।৫।২৯

প্রিয় কুঞ্জবাবু,

স—র পত্রের সহিত আপনার ১৮ই তারিখের লিখিত পত্র এই মাত্র পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনার স্বকর্ম্মফলে আপনি নানাপ্রকার বিপাকে পড়িয়াছেন এবং বাধ্য হইয়া আপনাকে ঐ সকল স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি ইচ্ছা করিলেই এই সকল অসুবিধার হস্তে নিপতিত না হইতেও পারিতেন। আপনি স্বেচ্ছায় আপনার মস্তক যূপকাষ্ঠে প্রলম্বিত করিয়াছেন (বাড়াইয়া দিয়াছেন)। অবশ্য যাহা সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা সকলই ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা-প্রসূত বলিয়া বলা যাইবে। আপনি এই সকল কথা যারা বিরক্ত হইতে চাহেন না, সেজন্য অত্র এখানেই থামিলাম। ইতি

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Sri Purusottam Math
Puri
29. 5. 29,

My dear Aprakrita Prabhu,

Gaurgunananda's note of yesterday disclosed your unsuccessful attempt of prosely. tising Kunja Babu in his present movement. Your letter of the 27th reached me to-day which corroborates the same fact. However, you have done your duty to save a drowning friend who does not demand such uncalled for advice from you. The interpretations and explanations offered by him have no value i. e., your interruption was necessary before he launched into a wrong direction. Had that been the case, he might have consulted me, but he cared little to hold any counsel with us during his stay at 'সারঙ্গ'. I predicted the same, long before, to you before you attempted for it. He had already reported his case to be compared to that of one 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'. He has preferred to run into an ordinary cause instead of saving himself from the inglorious acts.

Affly. yours
Siddhanta Saraswati.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
২৯।৫।২৯

প্রিয় অপ্রাকৃত প্রভু,

গত কল্য গৌরগুণানন্দের পত্রে কু——বাবুর মত পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আপনাদের ব্যর্থচেষ্টার কথা জানিলাম। আপনার ২৭শে তারিখের লিখিত পত্রও অদ্য পাইলাম। তাহাতেও ঐ একই কথা আছে। যাহা হউক, আপনারা একজন নিমজ্জমান বন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন; যদিও তিনি আপনাদের নিকট হইতে ঐ প্রকার অযাচিত উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করেন না। "বিপথগামী হইবার পূর্ব্বেই

তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন ছিল"—তাঁহার এই প্রকার বৈকিয়ৎ-এর কোন মূল্য নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার "সারং" (শ্বশুর-মন্দিরে) থাকাকালীন এই সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই প্রকার, হইবে ইহা আমি আপনাদের এই চেষ্টার বহু পূর্বেই আপনাদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম। তাঁহার অবস্থা "স্বকর্ম্মফল-ভুক্ পুমান্" এই শ্লোকানুরূপ হইয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। এই প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তিনি একটি সাধারণ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ইতি *

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

* এ সম্বন্ধে অন্যান্য পত্রগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

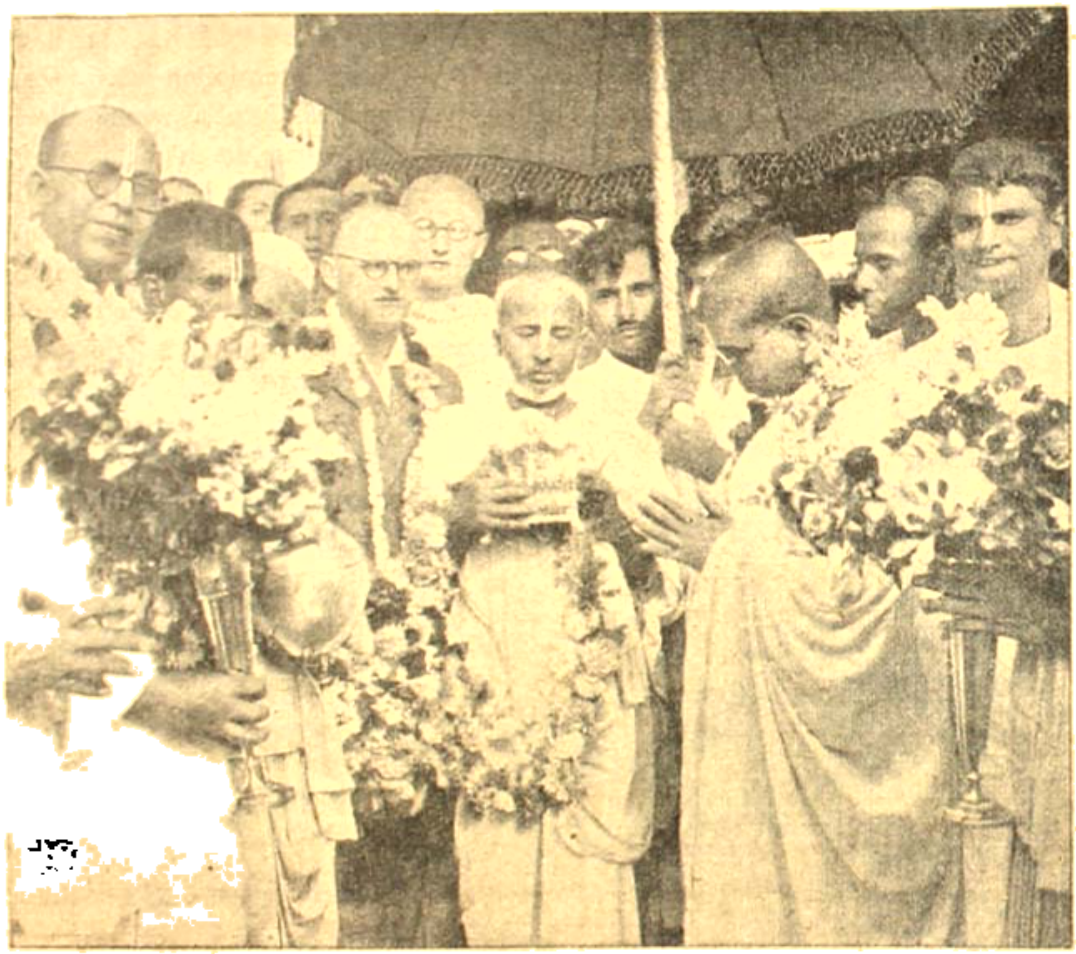

গত ৬ই অক্টোবর (১৯৩৭) বুধবার প্রাতে মাদ্রাজ মেল হইতে হাওড়া ষ্টেসনে শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নগরে স্বয়ংপ্রকটিত শ্রীবাসুদেব বিগ্রহের সহিত অবতরণ-কালে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান, সঙ্ঘ তথা জনসাধারণ-কর্ত্তৃক অভ্যর্থনার দৃশ্য

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব**

**শ্রীগৌড়ীয়মঠে**—গত ২৮শে কার্ত্তিক (১৩৪৩) ইং ১৪।১১।৩৭ রবিবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ট্রাষ্টী শ্রীশ্রীরূপমাধব-গৌড়ীয়ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথি শ্রীউত্থান একাদশী বাসরে কলিকাতা (বাগবাজারস্থ) শ্রীগৌড়ীয় মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় যথাক্রমে ১ পাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুটক, শ্রীযুৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী পরমগুরুকুটক, পুনরায় শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারীজী 'কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ' ইত্যাদি গুরুপরম্পরা), পঞ্চতত্ত্ব ও 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি গীতাবলী প্রভাতী সুরে কীর্ত্তন করিলে আচার্য্যদেব 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অদ্যকার মঙ্গলময় বাসরে প্রথম প্রকাশিত 'পরমগুরুদেব শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থের উপোদ্ঘাত, প্রথম ও শেষ অধ্যায় পাঠ করেন। পাঠের পর আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' কীর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতাদির 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থরাজের আদিলীলা প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বস্তু-নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কারাত্মক ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণরূপে লিখিত শ্লোক ও পয়ারসমূহ পাঠ-মুখে বিবৃতি-সহ ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহারই বৈভবস্বরূপ বৈষ্ণবকুলের পাদপদ্মে সর্ব্ববিধ অহঙ্কার-নিবৃত্তিমূলক নিষ্কপট নমস্কার বিহিত না হইলে জীব মায়িক গুণত্রয়-প্রভাব বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারেন না, শুদ্ধ সত্ত্ব ব্যতীত বাস্তব সত্যের প্রাকট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। বস্তু-নির্দ্দেশে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। "হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ", "সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ডুবুক নিতাই-চাঁদের।" প্রভৃতি পয়ারে গ্রন্থকার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। "আছে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়গোষ্ঠীর চরণে। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে, তবে বর্ণো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর। নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর।" ইত্যাদি পয়ারে গ্রন্থকার নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া আমাদিগকে বন্দনার ক্রমপন্থা শিক্ষা দিয়াছেন।

'সংসার' বলিতে অজ্ঞাভিনিবেশ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাবলেই এই তিনটি পার হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন-যোগ্যতা লাভ হয়।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহই স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দ। তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ মহাসঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ ক্ষুদ্রাংশী অনন্ত; তিনি ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনকাদি ভক্তমুখের নিকট সর্ব্বক্ষণ গৌরকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও ভক্তস্বরূপে সর্ব্বক্ষণ অনন্যভাবে গৌর-সেবাভিমানী হইয়া আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীসেবাবিগ্রহই কৃষ্ণধনের ভাণ্ডার সংরক্ষিত। শ্রীগৌরকৃষ্ণমহিমাকীর্ত্তনরত —কীর্ত্তনকারী বিগ্রহ শ্রীগৌর-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ব্যতীত গৌরকৃষ্ণ-চরিতকীর্ত্তনে অধিকার হয় না। ভক্তপ্রসাদ-ক্রমেই ভগবৎ প্রসাদ-লাভ। এজন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আশ্রয়বিগ্রহের যশোগানে অপূর্ব্বানুরাগের আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।

বেদগুহ্য শ্রীচৈতন্যচরিতকীর্ত্তনে গ্রন্থকার শ্রৌত-পন্থানুসরণের আদর্শ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের নামে তিনি কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত কথার অবতারণা করেন নাই। শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বেদে অতিগূঢ়; শ্রীভগবানের একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত-গণের নিকটই সেই পরমগূঢ় সম্পদ্‌ভাণ্ডার সযত্নে সংরক্ষিত। এজন্য ব্যাসাবতার গ্রন্থকার "তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে", "চৈতন্যচরিত আদি-অন্ত নাহি দেখি। যেন মত যেন শক্তি, সেই মত লিখি।", "কাষ্ঠের পুতুলী যেন কুহকে নাচায়। এই মত গৌরচন্দ্র মোরে সে বোলায়।" ইত্যাদি পয়ারে আত্মবৈশদ্য-প্রকাশ-মুখে শ্রৌতপন্থানুসরণ

শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। "শ্রীভগবান্ বা তদাশ্রিতের অলৌকিক অতিমর্ত্য চরিত আমি বুঝিয়া ফেলিয়াছি"—এইরূপ বিচার কেবল দাম্ভিকতাপূর্ণ হওয়ায় নিরয়-প্রাপক। 'ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ। আমি ত' বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।" ইত্যাদি মহাজনবাক্য সর্ব্বদা অনুসরণীয়। যদিও গৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের ইচ্ছা একই প্রকার তথাপি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস আমাদিগকে 'পরতত্ত্ব গৌরচন্দ্র যাহা বলাইতেছেন, তাহাই বলিতেছি' এইরূপ প্রৌতপন্থা শিক্ষা দিতেছেন। আবার শ্রীগৌরচরিত বর্ণনা করিতে গিয়া পাছে কোন ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসের কার্য্য উপস্থিত হয়,এজন্য গ্রন্থকার পুনরায় বিষ্ণুপরতত্ত্বগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তবৃন্দের পাদপদ্ম বন্দন করিয়া বলিতেছেন—

"সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥"

গৌরবিমুখ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অজ্ঞজীবের কল্যাণ-জন্য গ্রন্থকার যে মৈত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ-ক্রমেই জীব রজস্তমোমিশ্রসত্ত্ব-ভূমিকা হইতে শুদ্ধসত্ত্বভূমিকায় আরূঢ় হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া অপ্রাকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণবতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইতে পারেন। বৈষ্ণব নিত্যানন্দ প্রভুর বৈভব, সেই বৈষ্ণবচরণে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার হইলেই শুভসব লাভ হয়, নতুবা গর্ব্ব, অবিচার, ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ আসিয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটায়, নানাপ্রকার অপরাধ আসিয়া সর্ব্বনাশ সংঘটিত করে।

শ্রীল আচার্য্যদেব উপরি উক্ত প্রকারে আরও অনেক আত্মমঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগরাত্রিক পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও তৎপর সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থরাজ পারায়ণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নানন্দ উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১ম অধ্যায় ও শ্রীগৌরকিশোর গ্রন্থের সমগ্র ব্যাখ্যা-মুখে পারায়ণ করেন। শ্রীগৌরকিশোর গ্রন্থ পারায়ণের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'ও পারায়ণ হইয়াছিল। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিককীর্ত্তনান্তে শ্রীনারদভ-শ্রবণ-মননে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে সুসজ্জিত উচ্চাসনে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্য সচন্দন-গন্ধ-পুষ্প-মালা-ধূপ-দীপ-দ্বারা সংসেবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রপন্নানন্দ শ্রীগুরুবর্গের আজ্ঞা-মালা শিরে ধারণ করিয়া গুর্ব্বষ্টক ও পরমগুর্ব্বষ্টক এবং 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' ও 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসার' প্রমুখ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-রত্ন গোস্বামিপ্রভু ভাবগদগদকণ্ঠে আবেগময়ী ভাষায় একটি সুমধুর বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর 'যে আনিল প্রেমধন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু কৃতবিদ্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

[ "The Illustrated Weekly of India" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত লণ্ডনে-শ্রীশ্রীগৌরবাহুদেব বিগ্রহ-হস্তে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ]

পরদিবস ( ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩ বাঙ্গালা ) প্রাতেও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা প্রথম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নানন্দ 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাত ব্যাখ্যা-মুখে যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্যের বিষয় কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে 'ঈশাবাস্য'

শ্রুতি এবং শ্রীরূপের 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা' ও 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্' প্রমুখ বিচার এবং শ্রীল আচার্যদেবের 'Negative' বা 'ঋণাত্মক' ও 'Positive বা 'ধনাত্মক' উক্তিদ্বয়েরও বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এই দিবস রাত্রে একটি মহোৎসবের আয়োজন হয়। সমাগত বহু ভক্ত ও সজ্জন মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

---

**শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে**—ত্রিদণ্ডিস্বামী-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রণমাধ্বতনাধ্বয়বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সঙ্কীর্তন-কৈঙ্কর্য্যাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে, নিয়ামকত্বে ও নির্দ্দেশে ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠের বাৎসরিক শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব ও শ্রীগৌরবিশোর-বিরহোৎসব এ বৎসর যেরূপ সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাবধি এরূপ বিরাট্ উৎসব এরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীউত্থান-একাদশী দিবস অহোরাত্র মঠস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, অপরাহ্ণে নাট্যমন্দিরে বিরাট্ জ্যোতির্ম্ময়ওলিমণ্ডিত সভায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের আদর্শ-প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, বেঙ্গুল গৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত-বক্তা ও গৌরবিহিত মহাজনপদাবলীর গায়কবর শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে দুইটি অভি-ভাষণ প্রদান করেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-উৎসবে নব-প্রকাশিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান পাঠমুখে শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই বিপ্রলম্ভময়ী মহাজনগীতি ও গোপীনাথ-বিজপ্তি কত পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া ভক্তির উৎস প্রবাহিত করে। মঠবাসী ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে সমুত্তরাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তন ও পরিবেশে অনুষ্ঠের বিপুল মহামহোৎসবের আয়োজনাদি সেবা করিয়াছিলেন।

সাধারণ মহামহোৎসবের দিবস প্রাতে শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্তন বহির্গত হইয়া ঢাকা নগরীর প্রধান প্রধান পল্লীসমূহ পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া মহামহোৎসবের বার্ত্তা বিঘোষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঢাকা নগরীর সর্ব্বত্র ও তৎপারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহে ভক্তদ্বারা মহামহোৎসবের বার্ত্তা প্রচারিত হয়। শ্রীমঠের, চতুর্দ্দিক নানাবিধ বস্ত্র, কদলীবৃক্ষ, মঙ্গলঘট প্রভৃতি-দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল, নহবতে অহোরাত্র নানাপ্রকার মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইতেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাদ্যসমূহের ঐকতানে সর্ব্বোপরি সঙ্কীর্ত্তনের কোলাহলে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা মুখরিত ছিল। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে প্রসাদ-সম্মানার্থী জনস্রোত বিপুলভাবে আগমন করিতে থাকে, ক্রমে ইহা জন-সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া সুবৃহৎ মঠ-প্রাঙ্গণ, সুবিরাট্ নাট্য-মন্দির, সুদীর্ঘ সেবকখণ্ড ও বিতলস্থ সমস্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। ঢাকা-বাসী আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণ তথা গণিত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অনুরক্ত প্রবাহের মত প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত আগমন করিতে থাকেন। অপরাহ্ণে, এমন কি, রাত্রিকালেও কাঙ্গালীগণকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতেছিল। সকলের মুখে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের জয়ধ্বনি দিঙ্মণ্ডলকে কম্পিত ও পাষণ্ডগণের হৃদয় বিচলিত করিতেছিল। ঢাকার গৌর-প্রতিষ্ঠানের মাননীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার সুর বি-এ মহোদয় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের উৎসবের কাঙ্গালী-ভোজনাদির কার্য্য ও অন্যান্য সেবাকার্য্যের জন্য নানাভাবে সাহায্য ও বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। মাননীয় সেক্রেটারী মহোদয়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, বারদীর প্রবীণ জমিদার শ্রীযুক্ত অমলকান্ত নাগ, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহবলিকা প্রভৃতি সজ্জনগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত এরূপ বিরাট্ উৎসব শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়।

শুনা যায়, মৎসর দলের দু'একজন ভাড়াটিয়া লোক যদিও কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের জন্য ঢাকার সংবাদ-পত্রাদিতে প্রেরণ করিয়াছিল, তথাপি ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ঐকান্তিকতা ও তদানুগত্যকারী মঠ-সেবকবৃন্দের সেবা-চেষ্টার নিষ্কপট কুৎসকগণের জঘন্যতম চাতুরীবুদ্ধি ও ঘৃণ্য ব্যবহারকে বুঝিতে পারিয়াছেন।

শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ, শ্রীপাদ বাধাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু, শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু, শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রভু প্রভৃতি প্রচারকগণের আচার্য্যানুগত্যে হরিকীর্ত্তন-প্রচারে 'পাষণ্ডীর ডুব্ ডুব্ ন'দে ভেসে যায়'—এই প্রসিদ্ধ বাক্যের মত পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণীর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে।

মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু মহোৎসবের সুশৃঙ্খলতা বিধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়। শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুর ন্যায় অক্লান্তিলাভরহিত সেবাব্রত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যময় প্রাণরূপে বিরাজিত থাকায় মহোৎসবটি সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহবাসী, নারায়ণগঞ্জবাসী, চট্টগ্রামবাসী, শ্রীহট্ট-বাসী, আসামবাসী, খুলনাবাসী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করিয়া ও নানাভাবে এই উৎসবের সহায়তা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক সমিতির আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রামায়ণগঞ্জের শ্রীপাদ উদ্ধবদাস প্রভু মহোৎসবের নানা-প্রকার উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠের প্রত্যেক সেবক অকপটে সমস্ত প্রাণ দিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সহজানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সজ্জনদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র দে ভক্তিবোধ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার গুহ, শ্রীপাদ ইন্দ্রপতি দাসাধিকারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিখিলরঞ্জন দাসাধি-কারী, শ্রীপাদ বামনদাস ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত শশীমোহন বণিক, ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ বৈষ্ণব সজ্জনগণ অক্লান্তভাবে এই উৎসবের সেবাকার্য্য করিয়াছেন।

---

## আকাশবাণী লাট-সাহেবের সন্নি-ধানে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু

শ্রীগৌড়ীয়-মিশন হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ভার-প্রাপ্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর লণ্ডন হইতে কলিকাতায় শুভ-প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে গত ১৭ই নভেম্বর বুধবার তারিখে গভর্ণমেণ্ট হাউসে লাট সাহেবের দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গোস্বামি-প্রভু এতদুপলক্ষে গত বুধবার উপরি উক্ত দরবারে উপস্থিত হইয়া বঙ্গের মহামান্য মহারাজা রাজা ও বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বহুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

নাটোরের মহামান্য মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে স্বীয় রাজভবনে শুভাগমন করিয়া কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করি-বার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭ | ১৮শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"অভক্ত, শৌক্রাভিমানী, মাৎসর্য্যক্, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সে ব্যক্তি বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ'—এই সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি-পথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই; তাহারা গুরুদ্রোহী।"—(শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ভাষ্য—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩)

"যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় অসন্তাপ্ত।"

—(প্রতীপ-জিহ্বানাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৭)

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর
কাল—সন্ধ্যা, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

মানুষের মহর্ষি শচীপুত্রস্য শাসনং
বদন্ত তাত্রজমুকুন্দপূজায় মানুষীং মোহবাটীম্।
মায়াসুতং গিরিবরধরো। মাধিকা-মাধবাদায়
প্রাপ্তো যত্র প্রবিত্ত-চপলা শ্রীতত্ত্ব তং সতোঽস্মি।

পশুর কার্য ও মানবের কর্তব্য কি? পশু অপেক্ষা মানবের বিবেচনা ও বুদ্ধি অনেক বেশী আছে। মানুষের ঐ বেশী বিবেচনা ও বুদ্ধিটা ভুল পথে চালিত হইয়া যত [illegible] সৃষ্টি করে। শ্রীভাগবতের মঙ্গলাচরণে 'মন্ত্র' বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া যায়। 'মন্ত্র' (মন্+কর্তৃবাচ্যে ষ্ট্রন) পদে মনকে বুঝায়। মনকে বিশ্বাস হইতে ত্রাণ করে যাহা, তাহাই 'মন্ত্র' বা মন্ত্র। মানুষের মনের গতি সৎপথে ও অসৎপথে—এই দুইদিকের যে কোন একদিকে যাইবে। আমাদের, মানুষের মন্ত্র হইতে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। মনুকে যিনি স্বীকার করেন, তিনিই যথার্থ মানব। মানবের কর্তব্যের কথা শাস্ত্রে আছে। সৌত্র, সাবিত্র, ব্রাহ্মণ—এই ত্রিবিধ জন্ম। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার বেলায়, উপনয়ন গ্রহণ বা দ্বিতীয় লাভ করিবার সময়ে এবং দীক্ষা গ্রহণ করিবার কালে ঐ সকল জন্ম হইয়া থাকে।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥

পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই নিজ-নিজ স্বরূপ-কার্য করে। পশুর ঈশ্বরোপলব্ধি নাই। প্রত্যেক পশুই নিজকে ঈশ্বর বা স্বাধীন মনে করে। তাহাদের ঐ প্রকার ক্ষুদ্র স্বাধীনতা বা ইন্দ্রিয়-পরাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া মানুষও অনেক সময় ঐ পথে চলি। পশু যে ঈশ্বর সেবা করে না এবং অজ্ঞান বিকাশ করে, বিবেকহীন মানুষ তাহা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে। 'আমি অপরের উপকার করিতে পারি বা করিব'—এরূপ বিচার যথেচ্ছাচার-প্রসূত।

আমরা মানুষ হইয়া যদি পশুবৃত্তির কার্য করিলাম এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার না করিলাম, তবে আমাদের জীবনই বৃথা। আমাদের বিপথে গমনের সম্ভাবনা জানিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

যে মানুষ এই তত্ত্ব বিচার করে না, সেই ব্যক্তি মানুষরূপী পশু। যদি আমরা হরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হই, তাহা হইলে আমরা দুরাচার পশু হইয়া পড়ি।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

সে সঙ্গ ছাড়িয়া যায় বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার॥

মানুষের মধ্যে ইতিহাসপূর্ব জনগণ এই বিচার গ্রহণ করিতে পারে না। যাঁহারা এই বিচার উপলব্ধি করিতে পারেন, সেইরূপ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অতি দুর্লভ জানিতে হইবে।

আহারো নিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

পশুর ভিতরেও কাহারও কাহারও কিছু ভাল বিচার আছে। যথা—কুকুর, অশ্ব প্রভৃতি। ইহাদিগেরও পরার্থপরতা, একতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কৃতজ্ঞতা দেখা যায়। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পশুরা মানুষের সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বিচার করা দরকার যে, আমরা মানুষ, আমরা কাহার সেবা করিব? আমরা কি ধনী ও বিষয়ীর সেবা করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া আসিয়াছি? শ্রীভাগবতের বিচার কি আমাদের অবলম্বনীয় হইবে না?

কীদৃগি কিং পথিন দস্যি দিশন্তি কিংবা
সৈবাজি স্ত্রায় নরকীয়া সরিতোঽগুতান্।
কথা তদা কিমবিদোঽর্থতি লোপনয়াম্
কস্যানুভাবি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধাম্।

ঐশ্বরিবিমূঢ় ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐশ্বর্যের—ধনমদের,

তাহারা ধনমদে অন্ধ, পণ্ডিতগণ তর্কের ও বিদ্যার গর্ব্বান্বয়ী দেখাইতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের নিকট হরিভক্তের প্রাপ্য কিছুই নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মানব নিজকে সভ্য ও কুলীন মনে করিয়া বৈষ্ণবের ব্যবহারে দোষ দর্শন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। জাগতিক ভদ্রতার বিচার বৈষ্ণবাচার হইতে কত হীন ও পার্থক্য-যুক্ত, তাহা একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যদেশে ভদ্রতার বিচার হইল—চা খাওয়ান, আর এ দেশে ভদ্রতার বিচার—পান, তামাক খাওয়ান। উৎকল দেশে—পান ও কর্পূরবাস, দক্ষিণ দেশে—কর্পূরের মালিকা-প্রধান এবং উত্তর ও পশ্চিমদেশে আতর-পান-প্রধান ভদ্রতার ও সম্মানের নিদর্শন। এই সকল ভোগ্য-দ্রব্য ভোগ করাকে জাগতিক লোকেরা সম্মান বলিয়া মনে করে। মনুষ্য হইয়া ঈশ্বর-সেবা-রহিত হইলে মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ Altruistic Idea উপস্থিত হয়। ইহ জগতে পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানে যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা নশ্বর। কিন্তু ব্রজে যে কৃষ্ণের ও তৎপরিকরগণের সহিত সখিত্ব, তাহা সচ্চিদানন্দময় ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। মধুর রসে ব্রজসখীগণের শ্রেণী বা সেবা-বৈচিত্র্য পাঁচপ্রকার—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠা। ভজনরাজ্যের উন্নততম স্থানে বন্ধুত্বের সোপান ঐরূপ। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে সেই বন্ধুত্ব কালে কালে বিনষ্ট হয়। মানুষ যে-সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহা নিরসন করিতে হইলে ভজন বা আচার্য্যের নিকট বা আশ্রয় স্বীকার করা দরকার। শ্রীমদ্ভাগবত বাৎসল্য-রসের রসিকগণের জন্য। তাঁহারা সর্ব্বদা বাক্য দ্বারা কৃষ্ণের সুখ বিধান করেন। তাঁহাদের যত গল্প আছে, সকলের দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন। যত শুদ্ধ, ঋষি ও মহাত্মা হন, সকলই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের সখাদিগকে খাওয়ান। ইহাতে তাঁহাদের পুষ্টি সেবা হইয়াছে।

যাহারা সাধুমুখে হরিকথা শুনিবেন না, তাঁহারা চর্ম্মচক্ষে শ্রীমূর্ত্তি ও পুতুল দেখিবেন বা তাদিবেন আর ছাত-পানাদি দ্বারা অর্চ্চা আচরণ করিবেন ছাড়া আর কি করিবেন? তবে কোন কোন সুকৃতিবান্ ব্যক্তি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপাদেশের জন্যও তীর্থে আগমন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সেবা যে ভগবানের সেবা হইতেও বড়, তাহা জানেন না অর্থাৎ বৈষ্ণব-সেবা যে কৃষ্ণসেবা হইতে পৃথক্ নয়—একথা বুঝেন না। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

যিনি দেবতাগণেরও বন্দ্য, সেই মহাদেব প্রচুর-পরিমাণে বিলাস-দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার অসুবিধা হয় না, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বিলয় ও শ্মশানবাসী হইয়াছেন। আজকাল অনেক ব্যক্তিও তাঁহার অনুকরণ করিয়া ছাইভস্ম মাখে ও গঞ্জিকা সেবন করে।

ভক্তবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে নাই। সর্ব্বদাই অনুসরণ করা দরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণ-সকলেও তদ্বুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত অনর্থগ্রস্ত মর্ত্য মানব বুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে। আমি যদি গুরুদেবের ব্যবহৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের ভোগের জন্য দ্রব্য আহরণ করি, তাঁহার খড়ম মার্জ্জনাদি সেবা ও সম্মান না করি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। পরমহংস বাবাজী মহারাজ যে ঘর ব্যবহার করিতেন, সে ঘরকে অতিযত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে, সম্মান করিতে হইবে, নমস্কার করিতে হইবে। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কোন কোন ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহারাজের ঘর ব্যবহার করিয়া অপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক নরকে যাইতেছেন।

আমরা যদি অকৃতভোগের জন্য এই মনুষ্যদেহকে শরীরের উপকরণবিধির জন্য-কৃষ্ণসেবার চিন্তা না করিয়া অতি অধীন ইতর চিন্তা করি এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-দ্বারা উহার রক্ষণ ও পোষণ করি, তাহা হইলে অসৎ হইয়া যাইব। ইহ জগতে অতি অসৎপথ অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইতে পারে। অর্থাৎ জননী-জঠরে রক্ত-পূয়ের মধ্যে অবস্থান, চারিদিক্ কীটসঙ্কুল, দশমাস দশদিন সেই নরক-তুল্য স্থানে অবস্থান এবং তাহার পর পৃথিবীতে আসিয়া যে কিরূপ সুখ হয়, তাহা ত' আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। জীব এ সকল যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? না—কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ হওয়ায়, ইহ জগতে আসিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য।

যিনি সংহারের দ্বারা জীবের ভগবদ্‌বহির্মুখতা দূর করেন এবং যিনি বিষ্ণুর সেবায় সহায়তা করেন, আদি-বিষ্ণুস্বামী সেই শিবকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। তৎপর রুদ্র বা বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ে বিষ্ণুস্বামীর শ্রীবরদ-রাজের সেবক দ্বিতীয়-বিষ্ণুস্বামীর উদয় হয়। তৎপর তৃতীয়-বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় হয়। বল্লভ সম্প্রদায়—এই তৃতীয়-বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। বিষ্ণুস্বামীর ও তদনুগ শ্রীধর-স্বামিপাদের বিচার শ্রীমদ্ভাগবত আদর করেন। রামানুজাচার্য্য তাঁহার বিচার কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। যেহেতু, তিনি প্রতিষ্ঠার আশায় তাড়িত হইয়া শ্রীধরস্বামিপাদের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেব জীবের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদারূপ দুঃখের চিরপুষ্টা বহির্মুখতাকে নাশ করেন। তিনিই আবার ভগবদ্বেষে ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে ভক্তভক্তিগোপন করিয়া ভক্তিবিরুদ্ধ কল্পিত মতবাদের দ্বারা বহির্মুখজীবকে মোহিত করিয়াছেন। তৎফলে ঐ সকল ভগবদ্‌বহির্মুখ অসৎ-প্রকৃতির ব্যক্তিরা সংসারে অধিকতর প্রবল হইয়া আত্ম-বিনাশ লাভ করে। শ্রীশঙ্করের প্রতি ভগবদাদেশ—

মায়য়ৈব কলিত্বৈতং মামাত্মগুপ্ত হর।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(পদ্মপুরাণ)

শঙ্করকে ভগবান্ আদেশ করিলেন—'আমাকে গোপন কর—যেন সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।' সৃষ্টিকার্য্যটি—ব্রহ্মার এবং বিনাশকার্য্যটি—রুদ্রের। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়। সুতরাং যেখানে যেখানে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে, সেখানেই পরে রুদ্রের বিনাশকার্য্য চলিবে। মানুষ এই সৃষ্টি অমিতা ভোগ পাইয়া আত্মহারা হইয়াছে। হরিজনের সুযোগ পাইয়াও হরিজন করিতেছে না। উঁহার নিকটে যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, তাহারাও মানুষ হউক—তাহারাও বৈষ্ণব হউক।

রুদ্র—পাষণ্ড-বিনাশকারী। 'মাঞ্চ গোপয়' অর্থাৎ বহির্মুখ ও পাষণ্ড-জীবের সংসার বৃদ্ধি করাইয়া তাহাদিগের বিষ্ণু-ভক্তিলাভের অভিনয় বন্ধ কর এবং তাহারা বিষ্ণু ও মায়ার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা যেন বুঝিতে না পারে। যে রুদ্র এই বৌদ্ধ-প্লাবিত ভারতকে 'হিন্দু' করিতে নিজে শঙ্করাচার্য্য নাম ধরিয়া জীবের কর্ম্ম-ভোগপ্রবৃত্তিকে কমাইয়া পঞ্চোপাসনাদ্বারা সংসার এবং পরে তাহার তাপ-প্রভৃতি বা বৈরাগ্য জন্মাইয়া নির্ব্বিশেষব্রহ্মে নিষ্ঠা উৎপাদন করান। তুমি শঙ্করাচার্য্যরূপে একটি কল্পিত উপাস্যমূর্ত্তি ঠিক করাইয়া তাহার পূজার ব্যবস্থা কর। কামনা সিদ্ধি হইলে উহাকে (অর্থাৎ ঐ মূর্ত্তিকে) ভাসিবার ব্যবস্থা কর এবং পুনরুকে পূজোর স্থানে বসাও। মূলজীব ব্রহ্ম হইবার প্রতিষ্ঠারূপ lift-এর উপর উঠিলেই ক্রমে এত ভোগী হইয়া পড়ে যে, মৃত্যুর সময় সে অতি দুশ্চিন্তায় হতবুদ্ধি, হতজ্ঞান ও হতবিচার হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। বাস্তবিকই এজন্য বৌদ্ধ মায়াবাদীদের চিন্তাস্রোতঃ জগতে অনেক অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে। হরিভক্তি অতি দুর্ল্লভ বলিয়াই অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও নিরীশ্বর হইতে তাঁহাকে গোপন করিবার জন্য বীর দাস শঙ্করকে ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শ্লোক বলিয়াছেন, কিন্তু—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্তেকো বিশিষ্যতে॥

(গরুড়পুরাণ)

বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সনাতন-ধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য বিষ্ণু-সেবার প্রচার করা দরকার হইল। সেই সময় হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবার অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ যুগের পরে শঙ্করাচার্য্যের বিষ্ণু ধর্ম্মের পুনঃপ্রচলন, আর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধধর্ম্ম মায়াবাদের খণ্ডনের নিমিত্তই চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যের উদয়।

তথাপি হরনারায়ণপ্রভবঃ যোঽহং বরাংঃ শিবঃ
পাপচ্ছেত্তি দ্বিধা মুহুস্তত্তদত্যাগং বৃথা মাকৃথাঃ।
সর্ব্বেষোঽপি দুরাশয়োঽপি কলয়ন্নিত্যং হরিং সত্বতাং
উদ্ধৃত্যোদ্ধৃতপাপপঙ্কনিবহৈঃ যেনাস্মদুদ্ধারতি সঃ॥

ইতরপ্রাণী অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারা আরও ভাল।

আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত পঞ্চোপাসক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ যে রুদ্রের আরাধনা করেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য।

প্রভাস বা প্রভাসতীর্থে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত। পর্তুগীজ ফুলতান মামুদ ঐ মন্দিরের দেবমূর্তি ভঙ্গ করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল। এখনও সেই সোমনাথ মন্দিরের নিকট বহু লক্ষ সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাস-তীর্থে জরা-ব্যাধ কৃষ্ণের পদতলে শরবর্ণ পক্ষী ভ্রমে করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি দেহত্যাগের অভিনয় করিয়াছিলেন —এই সমস্তই ভগবচ্ছক্তি মহামায়ার অদ্বৈত-মোহন বা অন্তরঙ্গ খেলা।

Waves of pure devotion from the East should go to the West to teach pure theism or unalloyed devotion to the Absolute Person. Sri Ramanuja and Sri Ananda Tirtha have strongly refuted Shankara theory. ( ভিন্নবিশেষ-তত্ত্ব ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্যই প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে শুদ্ধভক্তির তরঙ্গ সঞ্চালিত হইত। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য শঙ্করমতবাদকে প্রবল ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।) শ্রীরামানুজমতে শিবপূজা বিধেয় নহে। শ্রীমধ্বমতে বিষ্ণুনৈবেদ্যদ্বারা অন্য দেবতার পূজা বিহিত হইয়াছে। শ্রীমধ্বগণের পূজিত শিবলিঙ্গের উপর শ্রীনারায়ণ-শালগ্রাম অবস্থান করেন। শিবাল্লি-ব্রাহ্মণস্থল—যে স্থলে শ্রীমধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বিষ্ণুস্বামীর বিচার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মাধবোপাসক-গণ এখনও বর্ত্তমান। বিষ্ণুস্বামী ও শিবস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন বিবাদ চলিয়াছিল।

পরলোকগত রামমোহন রায় ও রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথাই জানিতেন না। এমন কি তাহার নিন্দা করিতেও কেহ কেহ পশ্চাৎপদ হন নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মতবাদ প্রবলভাবে নিরাস করা কর্ত্তব্য। আমাদের আচার্য্যগণ তাহা প্রচুর পরিমাণে করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

নামশ্লোকং মহামন্ত্রমিতি ষোড়শকাক্ষরম্।
রূপং তস্যাগ্রজস্যাপি পুরীং মাথুরমণ্ডলম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রবিতরতি শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

---

# ভক্তিসিদ্ধান্ত বনাম Intellectualism

হরিবিমুখজনাত্মাদি মহামায় শাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যাদি আচার্য্যবৃন্দ, কলিমলপাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর, বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-স্রোতঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ—সকলেই একবাক্যে ভক্তিসিদ্ধান্তবেত্তৃত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বকেই ভক্তত্ব বা আচার্য্যত্বের লক্ষণ বলিয়া-ছেন। যজ্ঞ, তপ, পার্থিব জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, ব্যবহারিক পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম, আশ্রম, কর্ম্মতৎপরতা, লোক-রঞ্জন-বিজ্ঞানে নৈপুণ্য—এ সকলের কোনওটিই ভক্তত্ব কিম্বা আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের কারণ নহে।

উপনিষদ্, বেদান্ত, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত অথবা গোস্বামিগণের, মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণের, কিম্বা গোস্বামিগণের পরবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমাদি আচার্য্য-বৃন্দের প্রবন্ধাদি, তৎপরবর্ত্তিযুগীয় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বহু গ্রন্থ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের রচিত গ্রন্থ ও কীর্ত্তিত বাণীসমূহ ভক্তিসিদ্ধান্তেরই খনি। আমাদের পরম গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভু অনুবাদ-বিসর্গের কোন পাণ্ডিত্যে প্রবিষ্ট ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রে কোন-প্রকার কর্ম্মতৎপরতা বা কোন প্রকার 'আশ্রম' ও দেখা যায় না; কিন্তু তিনি যে-সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেন, সর্ব্বদা শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, তাহা সমস্ত বেদ-বেদান্তের সার।

পূর্ব্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একমাত্র সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য জ্ঞান করিতেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের মধ্যে আধুনিক ধরণের ঐতিহাসিকতা লইয়া গবেষণা হয় নাই। কিন্তু সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধেই তাঁহারা যথেষ্ট বিচার চালাইয়াছেন।

এমন কি, একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তারিখ ব্যতীত শ্রীবিদ্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, ষড়্‌গোস্বামী বা কোন পূর্ব্ব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব-তিরোভাবের কোন সঠিক সন-তারিখ পর্য্যন্ত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রাচীনসাহিত্যে পাওয়া যায় না। একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সন-তারিখ থাকিলেও তাঁহার অপ্রকট-লীলার সঠিক তারিখ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহনের ত্রিবিখ্যাত শ্রীবিগ্রহত্রয় কাহার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইল, তাহার ঐতিহাসিকতা লইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যথেষ্ট আলোড়ন করা হইয়াছে, উক্ত মন্দির-নির্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের নাম-ধামপর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে লিখিয়া যান নাই। অধিক কি, স্বয়ং মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমিখণ্ডের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক-সংস্থান-সম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখের যত্ন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকলেই সিদ্ধান্ত বিচার করিয়াছেন, শ্রৌত ভক্তিসিদ্ধান্ত লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, সিদ্ধান্ত লইয়াই ঠাকুরালী করিয়াছেন, সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সিদ্ধান্তই তাঁহাদের প্রাণবস্তু।

শ্রীল সনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থ, শ্রীল শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, স্তবমালা, এমন কি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটকাদি পর্য্যন্ত ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস।

(চৈঃ চঃ অ ৪।৮৬)

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর স্তবসমূহ ভক্তিসিদ্ধান্তপুষ্পের এক একটি গুচ্ছ, উহা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসমাত্র বা আবোল-তাবোল অসংলগ্ন উক্তি নহে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভাদি টীকাসমূহ, সর্ব্বসম্বাদিনী ও গোপালচম্পূ প্রভৃতি ভক্তিসিদ্ধান্তের রত্নখনি। শ্রীল কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ঐতিহাসিক পরিচয়ের গ্রন্থমাত্র নহে, উহাতে প্রত্যেক গৌর-পার্ষদের স্বরূপের পরিচয় ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের পীঠস্বরূপ। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

চৈতন্যচরিতামৃত যিহো কর পান।
যাহা হইতে প্রেমানন্দ, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান।

(চৈঃ চঃ অ ৪।৮৯)

শ্রীচৈতন্যচরিত-শ্রবণের প্রয়োজন—প্রেমানন্দ ও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান।

পরম প্রয়োজন প্রেমরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান ব্যতীত পৃথক্ অবস্থান করিতে পারে না। যে স্থানে তত্ত্বাভাব, সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাব বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ, সেখানে যথার্থ রসোদয় হয় না। এজন্য পারমার্থিক দৃশ্য ও কাব্যসমূহও ভক্তিসিদ্ধান্তহীন হইলে তাহা পারমার্থিকগণ কখনই দর্শন ও শ্রবণ করেন না। সিদ্ধান্তহীন কাব্য-নাটকাদি কোন পারমার্থিকের নিকটই আদরণীয় হয় না। এজন্য গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কাব্য—যাহাই কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইতে আসিতেন, তাহা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু সর্ব্বাগ্রে অনুমোদন করিয়া নিলে তাহা মহাপ্রভু শুনিতেন। কারণ—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
• • •
অতএব কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস, রসাভাস যাঁর লাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।৯৭, ১০২,১০৩)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেই বৈধ ও রাগানুগ সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রবেশের একান্ত আবশ্যকতা জানাইয়াছেন। যে সকল অদূরদর্শী ব্যক্তি মনে করে, "সিদ্ধান্ত কেবল বৈধভক্তের জন্য, আমরা রাগানুগভক্ত, সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ববিচারে আমাদের আবশ্যকতা নাই," তাহারা কোন দিন শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আবার যে সকল ব্যক্তি মনে করে, "সিদ্ধান্ত কেবল অনুমান, বিসর্গ জানা মনের ভ্রান্তি, লেখা পড়া জানা লোকের জন্যই উহা, আমরা মূর্খ, নিজের নামটিও শুদ্ধভাবে লিখিতে জানি না, সুতরাং

সিদ্ধান্ত-বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল সেবা করিব, হরিনাম করিব", তাহাদেরও সেবা ও হরিনাম হয় না।

যদ্যপি অন্য করে যদি প্রবল কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

—প্রভৃতি বাক্য ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে অলস ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। তাই তিনি বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধককেই আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হৈয়া লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে।

( চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭, ১১৮ )

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্যে ও শ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়; কেন না, কৃষ্ণের নামজ্ঞান জানিতে পারিলে তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল।"

—( শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ )

"অনেকে আতুরুচি ভক্তগণের আদর্শ-দর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে স্বভাব-প্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী অভক্তাভাসসমূহকে 'ভক্তি' মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচার-প্রধান মার্গ যদিও অনাতুরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি আতুরুচিমাত্রে যত্নরুচিবিশিষ্টজনের শ্রবণাদি বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচি বৃদ্ধি হয় না। নবধা-ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত-বাক্যের পূর্ব্বে শ্রবণের ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারেই সিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা সমর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যেকালে তাত্ত্বজ্ঞানপ্রয়াস ভক্তগণের অবজ্ঞা বলিয়া ভয় করিলেন, তখনও "সদ্ধ্বনিতাং তদধীনবার্ত্তাং শ্রুতিপ্রিয়াং" বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্য-জ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠনশ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনাভরশিক্ষা-মধ্যেই আমরা শুনি—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার"। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন, আলস্য ত্যাগ করিয়া "উৎসাহান্নিশ্চয়াদৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি।" সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোক চক্ষে বৈষ্ণবপদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত "অশ্রুধারা" শ্লোক লিখিয়াছেন। তাহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—"বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সত্ত্বোরপি বস্তুতঃ ন বিক্রিয়েব অশ্রুধারেতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাম্ এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্রুধারত্বরূপতা নিষেধো।" সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপ প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—নির্ম্মৎসরিভিরেবান্তে অভ্যাসপরেঽপি চ। নবাভ্যাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" মিছাভক্তজন সিদ্ধান্তা-ভাব-প্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার অন্তর্গত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-নিম্বার্ক-বিষ্ণুস্বামী-প্রভৃতি বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অবৈষ্ণবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীব-পাদ ইহাদের সুসিদ্ধান্তগুলিই বহু সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাধম জীব, ভক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূলশ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।"

—( শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ )

মায়াবাদী ও ভগবদ্ভক্ত, প্রাকৃত সহজিয়া ও শুদ্ধভক্ত একমাত্র সিদ্ধান্ত বিচারের দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে—অন্য কোন উপায়ে, নহে। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজাদি তেক্ প্রকার অপসম্প্রদায় বা কলিধর্ম্মে নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত নানা প্রকার শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ-বিরোধী [illegible]

মহাপ্রভু ও আচার্যগণের দোহাই দিয়া থাকেন, বৈষ্ণবের বেষাদিও ধারণ করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবতার ছাপ তিলক কৌটাও ধারণ করেন; কিন্তু একমাত্র সিদ্ধান্ত-বিচারের দ্বারাই আসল ও মেকীর স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে। অন্তর্যোহনাবতার শঙ্করাচার্যও শ্রীব্যাসদেবকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার দোহাই দিয়াছেন, গ্রন্থের প্রারম্ভে নারায়ণের বন্দনা করিয়াছেন; আবার শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাদি সাত্বত আচার্যগণও সেই শ্রীব্যাস ও শ্রীনারায়ণের পূজাই করিয়াছেন। সিদ্ধান্তজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ বলেন,—

"কাকো নিন্দি, কাকো বন্দি দুঁহু পাল্লা ভারী।" অর্থাৎ কাহার মতই বা নিন্দা করি, কাহার মতই বা বন্দনা করি, দুই দিকের লোকই যে ভারী। সিদ্ধান্তজ্ঞানহীনতায় এইরূপ বিচার হইতে ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে একটা আপোষ বা রফা-রফা করিবার চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, তখনই চিন্ময়-সত্য-রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরে ভক্ত ও অভক্ত, সত্য ও অসত্যের প্রকৃত স্বরূপ পরীক্ষিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারই প্রবর্তন-কীর্তন করিতেছিলেন, তখন এক শ্রেণীর পাকা প্রাকৃত-সহজিয়া-দল বলিতেছিলেন যে, "ইনি জ্ঞানমিশ্র বা জ্ঞান-প্রধান ভক্ত, ইঁহার মনে ও প্রেমানন্দে প্রবেশ কর। কিন্তু আমরা রসিক ও প্রেমিক।" প্রাকৃত সহজিয়াগণের এরূপ তরল বিচার কিছু অস্বাভাবিক নহে, কারণ তাহারা —সিদ্ধান্তে অলস, ভক্তিসিদ্ধান্তকে জ্ঞানালোচনা বা পাণ্ডিত্যজাতীয় একটা ব্যাপার মনে করে।

যেরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ক্রুব ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐরূপ চিন্তাধারার উদয় হইয়াছে, তদ্রূপ গৌড়ীয়মঠাশ্রিতক্রুব কতিপয় ব্যক্তিও সিদ্ধান্তকে intellectualism বা বিচার-বুদ্ধির কসরৎ বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাহাদের ধারণা—"পাশ্চাত্যে কতিপয় ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়ামের দ্বারা এক তথ্যকেই নানা ছাঁচে ঢালিয়া ও নানাভাবে পাকাইয়া এমন কতকগুলি মতবাদের প্রবর্তনা উপস্থাপন করিতে পারে, যাহা দ্বারা অজ্ঞজনকে মুগ্ধ করিয়া রাখা যায়; ঐরূপ শাস্ত্র-বিচার-ব্যায়াম বা যুক্তির কসরতই 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। ঐ সকল সিদ্ধান্তকে নানাপ্রকারে ভাষার সজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করিবার যে চেষ্টা, তাহাই সাহিত্যিকতা। অতএব সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তসাহিত্য —উভয়ই intellectualism বা শিল্প-নৈপুণ্য-বিশেষ, উহার সহিত হরিভক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই।"

সিদ্ধান্তে অলস ব্যক্তিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত কিছু আশ্চর্যজনক নহে। যাঁহারা সিদ্ধান্তকে স্বয়ং পরিব্রাজক 'গুরু' বলিয়া জানেন, তাঁহারা অতত্ত্বজগতের ঐকান্তিক মূর্খতা-ব্যঞ্জক কটাক্ষে বিচলিত হন না, কারণ সিদ্ধান্ত-সেবকগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বয়ং শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলই ভক্তিসিদ্ধান্তময়। ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী শ্রীবিগ্রহ ধারণ করিয়া এই তর্কযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা আছে। এইরূপ সনাতনধর্মের মূল প্রমাণের নাম 'মীমাংসা'শাস্ত্র। মীমাংসারই অপরপর্যায়-শব্দ—'সিদ্ধান্ত'। পূর্বমীমাংসাদি যে সকল ফল-ভোগমূলক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়াই উত্তর-মীমাংসা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই উত্তর সিদ্ধান্তই 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্ত'। এই বেদান্তেরই অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। এই শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বিতীয় ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থ। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ আচার্যগণের চরিত্র এই শ্রীমদ্ভাগবতেরই শ্রীবিগ্রহরূপী ও ভাষ্যস্বরূপ। এই শ্রীমদ্ভাগবতই সমস্ত রূপানুগবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র নিত্যসত্য, শাশ্বত ও মূল প্রমাণ। অতএব ভক্তিসিদ্ধান্তই নিত্যসত্য, বৈষ্ণবজগতে কোনদিনই কর্মতৎপরতা বা ভোগ ও ত্যাগের বাহাদুরী নিত্যসত্য বা পরিত্রাণক হইতে পারে নাই। নৈষ্কর্ম্যাবলম্বন অকৈতবভোগপরা সমস্তবাধমান চমৎকারিতাময়ী সোপাধিমানসবর্হিণী শুদ্ধভক্তিই সর্বদা স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তকে কেহ intellectualismই বলুন, আর সেই সিদ্ধান্তের শিল্পনৈপুণ্যকে সাহিত্যিকতাই বলুন, উহাই 'প্রমাণশিরোমণি'। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই অদ্বিতীয় মহাসত্য, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের মধ্যে আর কেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তই স্বতঃপ্রমাণ, সেই স্বতঃ-প্রমাণের আর দ্বিতীয় প্রমাণ থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তই পরাৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সুতরাং তাঁহার আর দ্বিতীয় নিয়ামক কেহই হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, যেমন জাগতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, তদ্রূপ পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অবস্থিত। সিদ্ধান্ত বা Intellectualismএর বিভাগ উক্ত বিভিন্ন বিভাগের অন্যতম। এক একটী বিভাগ প্রতিষ্ঠানের এক একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া একটী পূর্ণ-শরীররূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত। এই পূর্ণ শরীরের কার্য্য-নির্ব্বাহ যিনি করিবেন, তাঁহারই সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বভৌমিক ব্যক্তিত্ব।

আধুনিক তর্কযুগের সহচর অর্থনৈতিকযুগে অনেকের মতে অর্থই যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের মূল রসদ ও নিয়ামক। ভাষায় রসদ বা Vitamin বহু হইয়া গেলে Intellectualismএর যাতব্যাধি-রোগ অবশ্যম্ভাবী, যাতব্যাধি না হউক, পুষ্টির অভাব-জনিত জরুরোগ ত' অনিবার্য্য। অতএব "ভক্তিসিদ্ধান্ত অর্থনৈতিকের হাতের মুঠায় বন্ধ অর্থাৎ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর দাস্য, সখ্য ও সর্ব্বতোভাবে অধীন"—সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকগণের দিক্ হইতে এই বিচারই সমীচীন বটে। কিন্তু হিরণ্যকশিপু, মজুমার্ক বা অমুরহুলের যাবতীয় কল্পনা ও ধারণার অতীত কোন অতিমর্ত্য পুরুষোত্তম যখন নৃসিংহরূপ প্রকটিত করিয়া হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে বেরোয় অবতীর্ণ হন, তখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকগণের ধারণা বিপর্য্যস্ত হয়, তখন ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকটাহভেদকারী মুষ্টীঘাত দ্বারা-দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানাইয়া দেন—তাঁহার ভক্ত প্রহ্লাদ যখনও অসুর হিরণ্যকশিপুর অধীন নহে, ভক্তিসিদ্ধান্তোল্লাসকারী প্রহ্লাদই হিরণ্যকশিপুর নিয়ামক। তখন ভক্তিসিদ্ধান্ত পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা এবম্বিধ বিভাগ বলিয়া প্রমাণিত হয় না, ভক্তিসিদ্ধান্তেরই নিত্যসিদ্ধ সার্ব্বভৌমত্ব, সার্ব্বদৈশিকত্ব, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রত্ব প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তই—শরীরী, প্রতিষ্ঠান—শরীর; ভক্তিসিদ্ধান্তই প্রাণবন্ত, আর প্রতিষ্ঠান—দেহ। প্রাণ যাহাতে আপাত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বহুমূল্য মণিমুক্তাদিখচিত দেহের সজীবতা অধিকক্ষণ থাকে না, প্রাণবন্ত দেহেতে যে সৌন্দর্য্য ও সজীবতার রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা প্রাণবন্তর সহিত কিছু সময়ের মধ্যেই অপসারিত হইলে প্রতিষ্ঠানরূপ দেহ অচিরেই পূতিগন্ধময় ও কীটাদির আবাসস্থান এবং কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতির আনন্দবর্দ্ধক ভোগ্যবস্তু হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিসিদ্ধান্ত-শরীরী সেবাই প্রতিষ্ঠান রক্ষার একমাত্র উপায়। তাই আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দাসানুদাসগণের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছি,—

শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে করুণা করিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিজানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিভাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য-নাম শুনে উদিবে পুলক।
হাহাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক॥
তাদাত্ম্যের সুকাদাম দুর্ব্বাদল এনে।
বৈষ্ণবচরণাব্জের যাচে অকিঞ্চন॥

—কল্যাণ-কল্পতরু—৪৩, ৪৭ পৃঃ

---

# চালিয়াতী ও শরণাগতি

মহাত্মা যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, 'চালাকি দ্বারা স্বর্গরাজ্য লাভ করা যায় না।' সনাতনধর্ম্মে 'স্বর্গ'শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ পুণ্যময় ভোগিগণের কাম্য ত্রিলোকের অন্তর্গত ভোগময় স্থানবিশেষ। কিন্তু সনাতনশাস্ত্রের কোন কোন স্থানে 'স্বর্গ'শব্দের বিশেষ অর্থে বৈকুণ্ঠকেও বুঝায়। সেই বৈকুণ্ঠ প্রচলিত ধারণার স্বর্গ হইতে পৃথক্। যাহা হউক, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের ধারণায় স্বর্গও যখন চালাকি দ্বারা লাভ করা যায় না, তখন যেখান হইতে নরকপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা

ক্রমোন্নতি বাধিকরূপ বিগত হইয়াছে, সেইরূপ বৈকুণ্ঠ বা ভগবৎ, গোলোকে কেহই চালাকি দ্বারা প্রবেশ করিতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—আমরা পতি বন্দনা করিয়া কৃষ্ণভজন করিব, ভটীনা, কুটিনার সঙ্গে চালাকি করিব, চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কপটতা করিব, আমরা এইরূপ উচ্চশ্রেণীর বিভাবিত ব্রজপরিকর। 'সেবায়-বঞ্চিয়ার'-শীর্ষক প্রবন্ধে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এই যুক্তির উত্তর প্রদানের জন্য আমাদিগকে যে সকল বিচার প্রদান করাইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ঐরূপ আত্মবঞ্চনাময়ী যুক্তিও চালাকি দ্বারা স্বর্গরাজ্য জয় করিবার চেষ্টার ন্যায় আর একটী চালাকি। ব্রজের পরিকরগণের মধ্যে গণিত না হইয়া বৈধপতি বন্দনা করিতে গেলে হয় 'ঘুনটা', না হয় প্রচলিত "পতিং পতীনাং" অর্থাৎ সকল পতিগণের একমাত্র পতি কৃষ্ণকে বা গুরুকে বন্দনা করিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিমূলে গুরু ও কৃষ্ণের দ্বারা বঞ্চিত হইতে হইবে।

চালাকি, চালিয়াতী, বাগ্‌বোদ্ধি প্রভৃতি কৌশলের মূলে আছে—যশ-প্রতিষ্ঠা-কামনা অর্থাৎ জগতের লোকের নিকট নিজপরিচিতগণের প্রশংসাভাজন থাকিয়া ভলে ভলে নিজের অপ-স্বার্থ-সাধন বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য। যখন আমরা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে বা সর্ব্বাত্মসমর্পণকারী হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবককে 'বোকা' এবং আমাদিগকে 'অধিকতর বুদ্ধিমান' ও 'চতুর' মনে করি, তখনই বোকাগুলির উপর 'টেক্কা' দিয়া নিজের অপস্বার্থ সাধনের জন্য মুখোসটী ধারণ করিয়া বোকা বৈষ্ণবগণের সাথায় নৃত্য করিতে করিতে নেপথ্যে বাহিরের ন্যায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপরিচালনের চতুরতা প্রদর্শন করি, ইহারই নাম চালাকি বা চালিয়াতী।

এই চালাকি বা চালিয়াতীকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় তাঁহার খেলায় নিযুক্ত রাখিতে পারেন, কিন্তু যখন খেলোয়াড়ের হস্ত হইতে চালাকি নিজ স্বরূপ ব্যক্তির দেখাইতে যায়, তখনই উহার চতুরতা বিচারজ্ঞানী যাদের চাতুর্য্যের সমকক্ষতা লাভ করে। সেই চালিয়াতিই তখন গুরু-বৈষ্ণব-বঞ্চনা ও গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষে পরিণত হয়।

অধিতীয় খেলোয়াড়ের অনুকরণেই চতুরতা দুর্নীতির নিম্নতম প্রদেশে পতিত হয়। আত্মপ্রতারিত হইয়া আত্মপ্রতারিত মনে করিলেও কদাকালে কাহারকে ইপ্সিত ফাঁকি দেওয়ার মত কদাই লাভ হয়। যদি যাহারা সোজাসুজিভাবে ছলনাশ্রিত জীবন যাপন করে, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, দেব-দ্বিজ-গো-হিংসা এমন কি ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতকও করে, তাহাদের হৃদয়ে কোন না কোন দিন গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় নির্বেদ ও অনুতাপ উপস্থিত হইতে পারে, যেমন গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই মাধাইর হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা চালাকি দ্বারা বৈকুণ্ঠরাজ্য জয় করিয়া লইতে চাহে এবং যাহারা একবার অধিতীয় খেলোয়াড়ের হস্তের ক্রীড়নক হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার হস্তচ্যুত হইবার পরও আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত, এমনকি, অধিতীয় খেলোয়াড়কে হস্তের ক্রীড়নক মনে করিবার ও স্পর্দ্ধা রাখে, তাহারা যে-কোন অমানুষী পাপ ও অপরাধজনক কার্য্য করিতে পারে এবং এই সকল কার্য্যের উপর ধর্ম্মের লেবেল লাগাইয়া বন্ধুদের মধ্যে ঐ সকল চালিয়াতীর যুক্তিযুক্ততাও সমর্থন করিতে পারে। সাধারণ ছলৈতিকের অনেক সময় পাপ ও অপরাধজনক কার্য্য করিতে গিয়া কোন দিন ভাগ্যক্রমে হৃদয়ে আসিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকের তাড়না অনুভূত হয়; কিন্তু যাহারা ভক্তিধর্ম্মকে বঞ্চন করিয়া ফেলিয়াছে মনে করে এবং কলির চৈতন্যের "অন্যথিক্তা কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে" বা তিলমাত্রই আলোয়ারের শ্রীরঙ্গনাথের প্রাকারাদি-নির্ম্মাণকল্পে বন্ধুতার আদর্শ কিংবা বীরবাহিরের বনবিষ্ণুপুরে প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে অনুকরণ করিয়া, নিজের মনকে ও বন্ধুকে ফাঁকি দিয়া বৈকুণ্ঠরাজ্য জয় করা যায়, মনে করে, তাহারা যে-কোন পাপ ও অপরাধ করিতে পারেন। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, পাষণ্ডতা হইতে ভণ্ডামী আরও এক ডিগ্রী উপরে। ভাক্ত বা ভণ্ডের নিকট দুর্নীতির কারণগুলি তালতাতের মত নিত্য থাক, কেননা ভাক্ত-শয়তান তাহার যে কোন কার্য্যকে ধর্ম্মশাস্ত্রের দুলি আওড়াইয়া সমর্থন করিতে পারে—'Devil can quote Scriptures'।

এক সময় কোনও একটী পরমপ্রাণ ব্যক্তি একান্তভাবে হরিভজন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন হরিভজনের অত্যন্ত বিরোধী থাকায় তিনি 'হরিসেবা করিতে যাইতেছেন'

৪ বলিলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে কিছুতেই আসিতে দিবেন না বলিয়া কি করিবেন বিচার করিতেছিলেন। একদিকে কাপটিক নৈতিকবিচারের অন্তর্গত সত্যকথা বলিলে তাঁহার হরিভজন হয় না, অপরদিকে সত্যকথা না বলিলেও তাঁহার নীতি লঙ্ঘন হয়, মিথ্যার আশ্রয়ে তখনও ধর্মলাভ হইতে পারে না। তাঁহার এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় তদ্রূপ পাষণ্ডপোষ্টা ঐ হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর গৌড়ের বন্দিশালে অবস্থানকালে কারারক্ষককে ৭০০০ সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান ও—

"তাঁহারে করিহ সেই বান্ধ-ছন্দো গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি তাঁর দিল॥
অনেক দেখিল তাঁর লাগ না পাইল।
দস্তুরা সহিত তুমি তাঁরা ঘরি গেল॥
বিনু তার নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাতে যাইব॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১-১৩)

—প্রভৃতি বাক্যের সন্ধান প্রদান করিলে হরিভজনেচ্ছু তাঁহার সঙ্কটের সমাধান পাইলেন অর্থাৎ হরিভজনের জন্য কাপটিক তথাকথিত নীতি-লঙ্ঘন নিজের ভোগের জন্য দুর্নীতিকরী মিথ্যাকথা বা উৎকোচ-প্রদানাদি-কার্য্যের সহিত সমান নহে—ইহা জানিতে পারিলেন। যখন শ্রীরূপ উদাসীন প্রভু হইতেছিল, তখন তথায় একজন ব্যবহারবিৎ শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্মে খুব সুবিধা আছে। এই মনে করিয়া তিনি তখনই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িলেন এবং তখনই জন্য মিথ্যাকথা বলিতে তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তখন হইতে তাঁহার আর কোন সঙ্কোচই থাকিল না। তিনি বিচার করিতে লাগিলেন—'শিক্ষিত' লোকের সহায়তাই করেন, কাজেই লোকের সেবার জন্য নীতি-লঙ্ঘন, যথা—মিথ্যাকথা বলা, চুরি, ডাকাতি, লোকবঞ্চনা, অপরের দ্রব্য লইয়া তাহা না দেওয়া, অপরের গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা, লোকের সহিত যথেচ্ছ চতুরতা করা, এই সকলই তাঁহার লোকসেবার সহায়ক।" তিনি বিচার করিলেন এবং স্বয়ং নিজ আচরণে প্রদর্শন করিলেন যে, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি, বিষয়ভোগ, বিষয়-বর্দ্ধন, এমন কি সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণবগুলিকে ভোগ্য মনে করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের মতলব সাধন করিয়া লওয়া, স্ত্রীপুত্রাদির পরিচর্য্যা করাইয়া লওয়া, বৈষ্ণবের সহিত কপটতা, এমন কি, ভগবদ্ভক্তের সহিত কপটতা ও মিথ্যা ব্যবহার, তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনেক নিজস্বার্থসাধক কার্য্য করা, যাবতীয় চালাকী, চাতুরী, চালিয়াতী—সবই হরিসেবা।" তাঁহার যুক্তি হইল—'হরিসেবায় সঙ্কোচ বা হরিসেবাকে ঘৃণিত মনে করার ন্যায় অপরাধ আর নাই। হরি যখন নবীচোর, হরি যখন লম্পট, হরি যখন শঠ বা কপট, তখন সেই হরিসেবার নামে চৌর্য্য, লাম্পট্য, শঠতা, কপটতা, ওকালতী, বৈষ্ণবঞ্চনা কোনটীই আপত্তিজনক নহে।"

উক্ত ব্যবহারবিৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতনশিক্ষা হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে আদর্শটি পাইলেন, তাহা এখন হয়ত আরও পূর্ণমাত্রায় পরিচালনা করিতেছেন। তবে শ্রীসনাতন শিক্ষার ও সনাতন প্রভুর আদর্শের সহিত এইস্থানে পার্থক্য হইয়াছে যে, শ্রীসনাতন প্রভু 'ভাবের ঘরে চুরি' করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই অর্থাৎ তিনি আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা আত্মরক্ষার জন্য বা বৈষয়-বিদ্বেষের জন্য কিংবা চুরি-জুয়াচুরি-বৈষ্ণব-বঞ্চনার জন্য কারা-রক্ষককে উৎকোচ প্রদান বা মিথ্যাকথা বলিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীসনাতন প্রভু নিজপ্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী-বর্দ্ধনের আদর্শ প্রকাশের জন্য ঐ সকল কার্য্য করেন নাই. তিনি অর্থলোভীকে অর্থ প্রদান করিয়া নিজে 'ফকির' ও পরমার্থে ধনী হইবার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যখন মিথ্যা, কপটতা, চৌর্য্য, বঞ্চনা প্রভৃতি অবিদ্যাগুলিকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা বৈষয়-বিদ্বেষ-কার্য্যের অঙ্গরূপে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সেইরূপ চতুরতা বা চালিয়াতীর অগ্রসর আরও অধিকতর বেগ আবরণ করিয়া নিজের উপরেই আসিয়া পড়ে।

অবশ্য দুনিয়াদারীর বুদ্ধিমত্তাগণের মতন—চালিয়াতী বাজীবাজী প্রভৃতিও তাহারা মনে করে, ঐ সকলই তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, কারণ পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় তাহারা ঐরূপই নিদর্শন পাইয়াছে। কিন্তু নিষ্কাম অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত মনে করেন—একমাত্র কৃষ্ণে শরণাগতিই তাঁহাকে রক্ষা করিবে। এখানেই দুনিয়াদারীর চতুর ও কৃষ্ণভক্ত চতুরের সহিত পার্থক্য। শরণাগতিই কৃষ্ণভক্তের চাতুরী

ও আত্মম্ভরিতা-মূলক চালিয়াতীই দুনিয়ার বুদ্ধিমত্তগণের চুড়ান্ত। আত্মম্ভরী চালিয়াত মনে করে,—'আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, আর শরণাগত ভক্ত—বোকা ও নির্ব্বোধ।' কামী চাষবাস মনে করে—'কৃষ্ণভক্ত তাহার ছার অশান্ত সহেন বলিয়া ভগবদ্ভক্তের কোনপ্রকার ধন-বুদ্ধি নাই।' চালিয়াত মনে করে—'চালিয়াতী, জালিয়াতী, বিষয়, বিষয়ী, জগতের ভোগবীর, কর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর কাণকাড়ি, দুনিয়ার সামজায়া ভোম্বা-চোম্বা ব্যক্তিগণের স্তুপারিশ-পত্র প্রভৃতিই রক্ষাকর্ত্তা, তাহারা চটিয়া গেলে সর্ব্বনাশ, কৃষ্ণভক্তগণের প্রতি তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিলে, কৃষ্ণভক্তগণের নিন্দায় দুনিয়াদারীর লোকদিগকে পক্ষমুখ করিতে পারিলে ভক্তগণ এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু শরণাগত বৈষ্ণব মনে করেন—হরি-গুরু-বৈষ্ণবই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত বৈষ্ণব প্রাকৃত জগতের লোকের আশ্রয় লয়েন নাই, তিনি কৃষ্ণ-নিজ-জনের কৃপায় নিত্য সঞ্জীবিত থাকিয়াও বিপ্রলম্ভভাবে তাঁহাদের কৃপায় আশ্রয়ই বসিয়া রহিয়াছেন। শরণাগতের যে ষড়্‌বিধ লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে অন্যতম লক্ষণ—কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ—'গোপ্তৃত্বে বরণং তথা'। অপ্রাকৃত গোপীগণ অযোক্ষজ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকেই 'গোপ্তা' জানেন, গণনত জনমতকে গোপ্তা বলিয়া বরণ করেন না। বহির্ম্মুখ-লোকরঞ্জনাভয়ে কৃষ্ণ-সেবা ছাড়েন না। অনুকূল বিষয়ের সঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়ক সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুগণের সঙ্গ, বিজাতীয়াশয় প্রতিকূলাচরণকারিগণের কুসঙ্গ কায়-মনোবাক্যে পরিত্যাগরূপ প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন, 'কৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করিবেন'—এই আশাবন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও অনুকূল বৈষ্ণবসঙ্গ প্রার্থনা—এই ছয়টিই শরণাগতের একমাত্র সম্বল।

শরণাগত—ফলকামী, ফলভোগী-স্মরন; শরণাগত—মহত বা দেবতার বিচারের অপেক্ষা কোনটিই চাহেন না; শরণাগত—ব্রহ্মসেবায় 'সুখ ও মুক্তি' উভয়কেই অবিদ্যা-বিনাশক পত্রবৎ-পরিহারে বরণ করেন; শরণাগতের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত অন্য ইচ্ছা নাই; শরণাগতের পুরুষার্থজ্ঞান নাই; শরণাগত রক্ষিত ও রক্ষকগণের কুসঙ্গকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন; শরণাগত—প্রতীপজনকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করেন, কিছুতেই মনুষ্যে প্রবেশ করিতে দেন না; শরণাগত সৎ ও অসৎএর সহিত আপোষ বা সমন্বয় করিতে পারেন না, শরণাগতের আচার ও বিচার অতিমর্ত্য।

যখন অশরণাগত বহির্ম্মুখ ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রাকৃত ধন, বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ, চাতুরী প্রভৃতিকে অধিক শক্তিশালী ও আপাত-কার্য্যকরী মনে করিয়া বুদ্ধিমান ও তাৎকালিক ফলাফল দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন নিত্যসিদ্ধ শরণাগত মহাপুরুষ নির্জ্জিলায় থাকিয়া আমাদিগকে শরণাগতির রীতি শিক্ষা দেন :—

তোমার সংসারে করিব সেবন, সহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন, হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেওত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম-সম্পদ আমার অবিদ্যা-দুঃখ॥

• • • •

বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
সহিব তোমার ভারে।
প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গণ্ডের পারে॥

• • • •

নয়া ভক্ত সিদ্ধ-কায়, ভকত-বৎসল নাম
ভকতজনের নিত্য স্বামী।
দুর্জ্জিত' রাখিবে যা'রে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছে প্রণিপাত,
ভকতবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে আমি, অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে তাহার এ বিশ্বাস॥

• • • •

শরণাগত কিরূপে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বিঘ্নগণের মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক বিচরণ করেন; তাহা শরণাগতির রীতিতে আমরা শুনিতে পাই—

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ-রক্ষা-বিধান॥
তুয়া বল আমি উহ রাখবি-নাথ।
পালটা গোহন আনি'করি' তুয়া সাথ॥

চলাওবি মাধব যমুনাতীরে।
সখী যাওত তাকবি বীরে॥
জয়, যক্ষ, মারুত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কাম॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি'।
পান করবুঁ হাম যামুন পানি॥
কালীয় দোষ করবি বিনাশ।
গোবধি নদীগণ পাওাওবি আশ॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তুয় হোয়॥
দুরমতি-দুর্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে গিরিবরধারি॥
চতুরানন করয়ব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি॥
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল-বন।
রাখবি কেশব করত যতন॥

পরমাগতজন চালিয়াও ও বক্ষকগণের নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকেন, কখনও তাহাদের কাঁদে পতিত হন না। দূর হইতে তাহাদিগকে দণ্ডবৎ করিয়া একমাত্র ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গে বাস করেন, কেন না ভগবদ্ভক্তের চরণরেণুই জগতের একমাত্র আনুকূল্য। ভগবদ্ভক্তের সেবাই 'পরমসিদ্ধি' ও 'প্রেমলতিকার মূল'। ভক্তজনের সঙ্গে অবস্থান করিয়া গৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও কামের সেবাই ভক্ত-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-ব্রত-উদ্‌যাপন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

তব কোই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত,
পাওই মালাবির কাঁহ।
সো সব বঞ্চন, তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষয় পরমাদ।
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভটসো সব,
নিয়মিল বিবিধ সজায়।
অতএব দূরতঃ, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি' সার॥

তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥

শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরমসিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল॥

বৈষ্ণবজন-সহ গাওবুঁ নাম।
জয় গোকুল জয় গৌর কি ধাম॥

---

# শ্রুতিসার

[ নিত্যস্থিতাধী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ ]

ঋগ্বেদের উপনিষৎ—ঐতরেয়। ইহা ৫টি খণ্ডে—১ম খণ্ডে ৪টি মন্ত্র, ২য় খণ্ডে ৪, অন্য খণ্ডে ১০, ৪র্থ খণ্ডে ৬ ও ৫ম খণ্ডে ৫টি—সর্বসমেত ৩৩টি মন্ত্রে সম্পূর্ণা। সৃষ্টির পূর্বে এই আত্মাই ( পরমাত্মা ) বর্তমান ছিলেন। তিনি সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে সমষ্টি বিরাট্ শরীর নির্মাণ করিলেন। পরে তাহাকে অধ্যাত্মাদি তাপত্রয়ে বিকল্প ভাবনা করিলেন। তখন ঐ সমষ্টি বিরাটের মুখ প্রকাশিত হইল, উহা বাক্ ইন্দ্রিয়, তাহাই অধ্যাত্ম। বাক্ হইতে অগ্নিদেব প্রকাশিত হইলেন, তিনি অধিভূত। বক্তব্য বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বক্তব্য বিষয় ও অধিষ্ঠান মুখ—এতদুভয় অধিভূত। ক্রমে রসনা ও তদধিষ্ঠাতৃবরুণদেবতা, নাসিকা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও আদিত্য, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দিগ্‌দেবতা, ত্বক্, লোম ও ওষধি, মনইন্দ্রিয় ও চন্দ্রদেবতা, পায়ু ইন্দ্রিয় ও মৃত্যু বা মিত্রদেবতা, শিশ্ন ইন্দ্রিয় ও প্রজাপতি দেবতা, হস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রদেবতা, পদ ও উপেন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। ঐ দেবতাসকল সমষ্টিবিরাট্ শরীররূপে মহাসাগরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্ব-স্ব বৃত্তি প্রাপ্তি-ইচ্ছা করিলে সমষ্টিবিরাট্ শরীরকে ক্ষুধা-পিপাসাদি-দ্বারা আক্রান্ত করিলেন। তদনুসারে ধনিজ,

উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজাদিভেদে দেহ-অবয়বি ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইল ; কিন্তু উহা নরকর্ম্মের উপযোগী না হওয়ায় নরকর্ম্মক্ষম নরশরীর নির্ম্মিত হইল। অধিষ্ঠাতৃদেবগণ নিজ নিজ অধিষ্ঠান আশ্রয় করিয়া স্ব-স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তিনি মুখ আশ্রয় করিয়া বক্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ সকল অধিষ্ঠাতৃদেবগণ নিজ নিজ আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তত্তদ্বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে চন্দ্রাদির অন্নরূপ অন্ন সৃষ্ট হইল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ব্বের ঐ অন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া অপান-দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। তদ্দ্বারা ইহা সিদ্ধান্তিত হইল যে, বায়ু ঐ অন্নভোক্তা পুরুষের আয়ুরূপ কারণ। অনন্তর ঐ সকল বিরাট্ নিজ অসমর্থতা বশতঃ শরীর কি প্রকারে অবস্থান করিবে—চিন্তা করিয়া কপালত্রয়ের সন্ধিস্থল বিদীর্ণ করিয়া শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জীব প্রথমতঃ চন্দ্রমণ্ডল হইতে জলরূপে অবতরণপূর্ব্বক অন্নদ্বারা পুরুষদেহে রেতের সহিত অবস্থান করে। পরে স্ত্রীদেহে নিক্ষিপ্ত হয়—ইহাকেই জীবের প্রথম জন্ম বলা যায়। জীব সৃষ্টি হইবার পর পিতা কর্ত্তৃক জাত বালকের সংস্কার করা হয়। তাহাকে জীবের দ্বিতীয় জন্ম বলে। —তৎপরে পিতা পুত্ররূপ আত্মাকে নিজ অনুষ্ঠের পুণ্যকর্ম্ম-সমূহে প্রতিনিধি করেন। পুত্রের ঐরূপ সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া মরণ-প্রাপ্ত এই দেহত্যাগের পরই দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই তৃতীয় জন্ম বলে। প্রজা লোকসকলের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অতএব প্রজাপতিই ব্রহ্ম।

—•—

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়। ইহাতে ছয়টি অধ্যায়—১ম অঃ ১৬, ২য় অঃ ১৭, ৩য় অঃ ২১, ৪র্থ অঃ ২২, ৫ম অঃ ১৪ ও ৬ষ্ঠ অঃ ২০—সর্ব্বসমেত ১১০টি মন্ত্র আছে। ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন—ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের কারণ কে? কাল না ব্রহ্ম? জীবগণ কাহা হইতে জন্মে, কাহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করে এবং প্রলয়ে কোন্ বস্তুতে অবস্থান করে? কেই বা সুখ-দুঃখাদির নিয়ামক? তাঁহারা ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন—এক শক্তিমান্ দেবতা কাল ও জীবের সহিত কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি আত্মভূতা শক্তিসহ বর্ত্তমান।

ব্রহ্মই জীবগণের সৃষ্টি বিধান করেন, অন্তে সকল সংসার তাঁহাতেই প্রবেশ করে। এই ব্রহ্মতত্ত্বে জীব ভ্রমণ করে। জীব ঐ প্রেরক বা নিয়ামক ব্রহ্মকে নিজ হইতে পৃথক্ জানিয়া উপাসনা করিলে অমৃতত্ব লাভ করেন। ব্রহ্ম প্রধানাতীত, বিকারাদিরহিত, পরিণাম-বর্জ্জিত ও ত্রিগুণ। তিনি এই জন্ম ও অজর জগৎকে পোষণ করেন ; অধীন আত্মা ভোক্তৃভাবহেতু বদ্ধ হয় আর ঈশ্বরকে জানিলে মুক্ত হয়। ক্ষর এবং অক্ষর—দুইটি অজ বস্তু,—ঈশ্বর ও জীব ; আর এক অজা ( মায়া ) ভোক্তা জীবের ভোগসাধক বিষয় প্রদান করেন। অজ জীব ও অজা মায়া ঈশ্বরের অধীন ; তিনি বিশ্বরূপ, অনন্ত এবং অকর্ত্তা। এই ত্রিবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে জীব মুক্ত হইতে পারে। প্রধান ক্ষর অর্থাৎ পরিণামযুক্ত আর ঈশ্বর অক্ষর। সেই পরমেশ্বরকে জানিলে সর্ব্বপাশ মুক্ত হইয়া ভাগবত-পদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম হওয়া যায়। ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য, সকলেরই সত্তা তাঁহার আশ্রিত ; তিনি কাহারও সত্তাতে অপেক্ষা করেন না। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর—ত্রিবিধই ব্রহ্ম। অগ্নি যথা নিজ-যোনি কাষ্ঠে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করে, মন্থন করিলেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে স্বদেহরূপ অরণিতে সাধনরূপ মথন-দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। তিল যেমন তৈলময়, দধিতে ঘৃতবৎ, নদীতে জলবৎ ও কাষ্ঠে অগ্নিবৎ অবস্থান, সত্যনিষ্ঠা ও ধ্যানযোগ-দ্বারা অন্বেষণ করিলে পরমাত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

মনঃসংযোগে ভগবদ্ভজনের প্রয়োজন। তিনি নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া আত্মস্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া আছেন। তিনি মহান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সকল ক্রিয়ার নিয়ামক।

জীব বাস্তুর ন্যায় নির্ম্মল, মৃত্তিকাযুক্ত বায়ুর ন্যায় অবিদ্যা-সংযোগে তাহার মলিনতা ঘটে। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে ঐ মলিনতা থাকে না। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জীবের নিজ ক্ষুদ্র-স্বরূপ জ্ঞান হয়। তখন অহঙ্কারাদি থাকে না।

পরমেশ্বর নিজ-শক্তি-দ্বারা সৃষ্টি-পালন-সংহারাদি করিয়া থাকেন। তিনি অধিতীয়, তিনিই সমুদয় ভুবন সৃষ্টি

করিয়া তাহাদের পালন করেন, আবার রুদ্ররূপে সংহার করেন। তিনি সর্ব্বচক্ষু, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বতোবাহু ও সর্ব্বতঃপাদ, তিনি প্রাণীসকলের ইন্দ্রিয়াদি যোজনা করিয়া থাকেন। তিনি দেবতাগণের উৎপত্তিস্থল এবং ঐসকল দেবতার শক্তিরও হেতু। তিনি ব্রহ্মাদি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মারূপে প্রতি শরীরে বর্ত্তমান। তাঁহাকে জানিলে জীব মৃত্যু অতিক্রম করেন। তিনি অবিদ্যাতিমিরের পরপারে ব্রহ্মধামে অবস্থিত। তাঁহা হইতে উত্তম, মহৎ বা অণু কিছুই নাই। তিনিনিত্য ধামে অচল অটলভাবে অবস্থিত। তাঁহার ধামটী সমস্ত পূর্ণ। তিনি জগৎ-কার্য্যের কারণস্বরূপ হইয়াও কারণাতীত। রূপবান্ কিন্তু প্রাকৃত-রূপ-রহিত। তিনিই যজ্ঞপ্রভু ও মুক্তিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জীবের অন্তর পরিমিত হৃদয় প্রদেশে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণে অবস্থিত। তিনিই বিশ্বরূপ। তাঁহার প্রত্যেক অবয়বে সকল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম প্রকাশিত, তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রহিত, সকলের প্রভু, ভর্ত্তা ও আশ্রয়। তিনিই বিভিন্নাংশরূপে সর্ব্বশরীরস্থ পুরে প্রবেশ করিয়া বিষয় ভোগ করেন। তিনি প্রাকৃত পাণিপাদাদি ছাড়া হইয়াও গমনাদি কার্য্য করিতে পারেন। তিনি সকলই জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। তাঁহাকেই আদি ও মহান্ বলা হয়। তিনি প্রাকৃত রূপ রহিত হইয়াও বহুবিধ বর্ণাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন। তিনিই সর্ব্বদেবতা, তিনিই সর্ব্বপ্রাণী, তিনিই সর্ব্ব। যদু প্রধানজনহিতৈষী ভগবন্নারায়ণে এক অন্য জীব ভজন করিয়া তদ্দ্বারা আবদ্ধ হন, কিন্তু অন্য ভগবান্ তাঁহাকে বহিরঙ্গা সেবিকা জ্ঞানে ত্যাগ করেন।

এক বৃক্ষরূপ কৃষ্ণে ২টী সখা তাঁহাদের পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আত্মা ( জীবাত্মা ও পরমাত্মা ) বাস করেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন আর পরমাত্মা কেবল সাক্ষিরূপে অবস্থিত। যেই পরমেশ্বরকে না জানিতে পারিলে অবিদ্যাদ্বারা কোন ফল নাই। যেই বৃক্ষ ব্রহ্মাদি দেবোদ্ভবকর্ম্মসমূহ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। এই বিশ্বে জীব আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করেন।

৬. ব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞান ও অজ্ঞান, অবিদ্যা ও বিদ্যা বর্ত্তমান। জ্ঞান অবিদ্যা আর অজ্ঞান যা অসত্যই বিদ্যা। এতদুভয়ের নিয়ন্তা তিনি, তাহাদিগের হইতে ভিন্ন। তিনি এই ক্ষেত্রে এক একটী ভাব বিস্তার করিয়া সংহার করেন। পুনর্ব্বার প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করেন। আদিত্যের সর্ব্বত্র প্রকাশের ন্যায় তিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত। তিনি যজ্ঞসকলের যজ্ঞাঙ্গকে সম্পাদন এবং সকল ভাবকে বিনিয়োগ করেন। সেই বেদে ও উপনিষদে গূঢ় ব্রহ্মকে তৎকৃপায়ই ব্রহ্মা জানেন।

জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগসদৃশ সূক্ষ্ম ও অনন্ত। উহা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব নহে; কিন্তু উহা যে শরীর পরিগ্রহ করে, তদ্দ্বারা রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। জীব সঙ্কল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি ও মোহের বশে কর্ম্মানুরূপ ফল ও অন্নাদি লাভ করে, আর নিজ কর্ম্ম-দ্বারা স্থূল-সূক্ষ্মাদি বহুরূপ শরীর ধারণ করে। যে জীব উৎপত্তি-প্রলয়ের শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় পুরুষকে জানেন, তিনি প্রাকৃত-শরীর ত্যাগ করেন।

ভ্রমবশতঃ কেহ স্বভাবকে কেহ বা কালকে বিশ্বের আদি কারণ বলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের বশেই এই কালচক্র পরিচালিত হইতেছে। তিনি জ্ঞানী, কালেরও কর্ত্তা, গুণী ও সর্ব্ববিৎ। তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চ পরিণামিত হয়। তিনি ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরমদেবতা, প্রভুদিগেরও প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর জ্ঞাতা ও ভুবনেশ। তাঁহার কার্য্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তৎসম বা অধিক কেহ নাই। তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া (অর্থাৎ চিৎ সৎ ও আনন্দ) শক্তির কথা শ্রুত হয়। তাঁহার কেহ পতি বা ঈশ্বর নাই কিম্বা তাঁহার কোন লিঙ্গ নাই। তিনি কারণ ও করণাধিপগণের অধিপতি। তাঁহার কেহ জনয়িতা বা অধিপতি নাই। ঊর্ণনাভির নিজকে নিজতন্তু-দ্বারা আবৃত করার ন্যায় তিনি নিজ অব্যক্তপ্রকৃতি-বিস্তার-দ্বারা নিজকে আবৃত করেন। তিনি নিত্য চেতন জীবগণের অন্তরে অবস্থিত হইয়া কামফল বিধান করেন। তাঁহাকে জানিলে সর্ব্বপাশমুক্ত হওয়া যায়। তাঁহাতে সূর্য্যচন্দ্রাদি তেজঃসমূহ দীপ্তি পায় না, কিন্তু সকলে তাঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তিমান। তাঁহাকে না জানিলে আহারও অন্য কোন প্রকারে দুঃখের অবসান হইতে পারে না।

যাঁহার পরমেশ্বরে ও গুরুতে পরাভক্তি আছে, তাঁহার নিকটই শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

# বিবিধ প্রসঙ্গ

গত ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'সাধুসঙ্গে আগত' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ইংরাজী অনুবাদকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষ (ইঞ্জিনীয়ার), শ্রীযুক্ত হেমব্রত ঘোষ (এসিষ্টেণ্ট ষ্টেট্ লাইব্রেরীয়ান কোম্পানীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন দাশ প্রভৃতি।

শ্রীমায়াপুর মঠে প্রত্যহ পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যারত্নের প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছেন।

---

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সর্বানন্দ ব্রহ্মচারীজী (আর্যান-বার্লিনের ডক্টর আর্থার্ মেয়র্স মহোদয়ের) বারাণসীর কেলা ও সেলস্ জন শ্রীযুক্ত পরমানন্দপ্রসাদগুপ্তের গৃহে একটি বিবৃতিসভায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম (Gandiya Vaishnavism) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রধান প্রধান গণ্যমান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

---

গত ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭ বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরাদির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনকারী বদান্যপ্রবর বদান্যবর শ্রেষ্ঠাগ্রী ডিল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সপ্তম বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব সংকীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত কল্যও তাঁহার বিষয় আলোচনা হইয়াছে। অদ্যও সন্ধ্যায় বদান্যবর তদ্ভ হরিবল্লভ পাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী বহতী সভার অধিবেশন হইতেছে।

—•

## সাধুত-শ্রাদ্ধ

বিগত ১২ই কার্ত্তিক বিদ্যোদয় নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের মাতৃ-শ্রাদ্ধ ঢাকা-শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ বল্লভ তীর্থশাস্ত্রী প্রভুর অধ্যক্ষতায় শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সাধুত বিধান অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

## নির্য্যাণ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ (১৩৪৪), ইং ২৯শে নভেম্বর (১৯৩৭) সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত আশ্রম বেষীয় দীক্ষিত ভক্ত শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ দাসাধিকারী পরমপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তবর অনেকদিন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীবৃন্দাবনে, হংসক্ষেত্রে (হাঁসখালিতে) ও রাউতারা শ্রীবটকৃষ্ণ গৌড়ীয়মঠে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন।

গত ২৭শে অক্টোবর (১৯৩৭), ১০ই কার্ত্তিক (১৩৪৪) বুধবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মনপাশ কাশারপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয় স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করিতেছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে আমরা বিশেষ ব্যথিত।

---

## মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ

গত ১৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২৭৩ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ১২শ পংক্তিতে 'do so' এর পর কমা (,), তৎপর ছোট হাতের 'i', 'extent'এর পর . fullstop এবং তৎপরের 'Y' বড় হাতের—এইরূপে প্রুফ সংশোধন হইবে অর্থাৎ "if you had a mind to do so, to some extent. You preferred etc". এইরূপ হইবে।

গত ১৭শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২৮৩ পৃষ্ঠায় "শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা"-শীর্ষক প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভে ৪র্থ পংক্তিতে "হরিদাস-কর্ত্তৃক" স্থলে "শচীকর্ত্তৃক হরি-নামে"-পাঠ হইবে।

---

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক,
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পত্রসাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৪৪৪, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭ | ১৯শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"অভক্ত, শৌক্রাভিমানী, মাৎসর্য্যক, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সে ব্যক্তি বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীবাদুমাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবাণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ'—এই সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি-পথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই; তাহারা গুরুদ্রোহী।"—(শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ভাষ্য—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩)

"যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় অসত্তাপ্ত।"

(প্রতীপ-শ্রীরমানাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪১)

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ উৎসবের আগমনী-নিবেদন

দেখিতে দেখিতে কাল বিদ্যুদ্গতিতে গৌড়ীয়গণের সর্ব্বনিধি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটতিথি কালচক্রে আরোহণ করিয়া একটি সৌর বৎসর পূর্ণ করিলেন। এখনও আমরা ভাবিতে পারি না, কল্পনায়ও আনিতে পারি না যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম সঙ্কীর্ত্তন-গোষ্ঠী শূন্য করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। তাঁহার বাণী, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার স্নেহধারা, তাঁহার অদম্য প্রচার-প্রেরণা, হরিকীর্ত্তনে নব-নব ভাবে উৎসাহ দান, বাস্তব সত্যের জন্য সর্ব্বান্তনিয়োগের উপদেশবাণী,—এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

গত বর্ষের (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথির নিশান্তে ঊনপঞ্চাশদ্গুরুবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম যাম-সেবার অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেই তিথি-বিচারে আগামী ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বর্ষপূর্ত্তি অপ্রকটতিথি।

শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় স্থান শ্রীগোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিস্থলে শুদ্ধ হরি-কীর্ত্তনপর গৌড়ীয়গণের সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি।

অপ্রাকৃত আত্মা-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সংকীর্ত্তনময়ী সেবা, গৌরবিহিত বিপ্রলম্ভই আমাদের নিত্য ভজন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-বিলাসকে অনুক্ষণ চেতনবৃত্তিতে জাগরূক রাখাই শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শিক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপ—মূর্ত্তিমান্ গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন। শ্রীল প্রভুপাদ শত-শত বিপদ্, বিঘ্ন, গঞ্জনা, লাঞ্ছনার মধ্যেও গৌরবিহিত-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে গুরুগৌরাঙ্গমনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা-ব্রত উদ্‌যাপনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই;—বরং কোটিগুণে নিজ ভৃত্যগণকে সেবোৎসাহ প্রদান করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিস্তারের পর তাঁহার বিরহসাগরে নিমজ্জমান শুদ্ধসংকীর্ত্তন-ব্রতে দীক্ষিত গৌড়ীয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট কাল অপেক্ষাও অধিকতর বিপদ্-নক্রমকরাদি ও নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাবাত সেবকগণের নিষ্কপটতা, শুশ্রূষাপরতা ও বাস্তব নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে ও আরও অধিকতর ভাবে হইবে। এরূপ কঠোর পরীক্ষার সময়ে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম- বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর বিপ্রলম্ভ-ভাবোদ্দীপক গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটতিথির পূর্ব্বদিবস হইতে অর্থাৎ ৫ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে নানাবিচিত্রতায় সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

এই সপ্তাহব্যাপী বিরহ-সংকীর্ত্তন-উৎসব উপলক্ষে অষ্টোত্তরশত (১০৮) পারমার্থিক বিষয় অবলম্বনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সুযোগ্য প্রচারক ও সেবকগণের বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা, বিভিন্ন-প্রকার পারমার্থিক পরিপ্রশ্নের সমাধান, শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বন্ধে সর্ব্বতোমুখী আলোচনা ও তদবলম্বনে নানাপ্রকার পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ, 'হারমণিষ্ট' 'গৌড়ীয়' 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'পরমার্থী' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রচার, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন আলেখ্য প্রকাশ, সম্ভব হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে একটি

প্রদর্শনী উন্মোচন, শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কলিত অসম্পূর্ণ মনোহ'ঈীশিক্ষা পরিপূরণের উপায় অনুসন্ধান, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির-নির্মাণ-বিষয়ে পরামর্শ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধু ও সজ্জনবৃন্দকে, প্রবন্ধ [illegible] মনীষিবৃন্দকে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার জন্য [illegible], তাঁহাদিগকে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে আহ্বান এবং একটি বিরাট্ ভাগবত-সম্মেলন ও তদুপলক্ষে মহামহোৎসবাদি তদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসবের গুরুত্ব আমাদের পূজনীয় সতীর্থ আত্মবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের সমপ্রধানে আমাদিগকে প্রচুর উৎসাহান্বিত করিবেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীর ঐকতান-মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবগণের পরামর্শ ও সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা লাভ করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। প্রত্যেক নিকপট সতীর্থ আতার নিকটই যুক্ত করে ভূপ-ধারণ-পূর্ব্বক জানাইতেছি,—

"একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', প্রভাসিন্ধু দিয়া, দেহ' কৃষ্ণনাম ধনে॥

যে অপূর্ব্ব সেবা-সুযোগ বর্ত্তমানে উপস্থিত, তাহা মানব-জীবনে খুব কমই উপস্থিত হয় এবং হইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-উৎসবের সেবা-সৌভাগ্য আমাদের সকলেরই প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য ও সর্ব্বাত্মা দ্বারা বরণ করা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। আপনি স্বয়ং এবং আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সকলের নিকট হইতে এই সংকীর্ত্তন-বিরহ-উৎসবের যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে সবান্ধবে উপস্থিত হউন এবং মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নামে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুরের ঠিকানায় সেবার উপাদানসমূহ অচিরেই প্রেরণ করুন। লোকশিক্ষক বিশ্বগুরু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং নীলাচলে শ্রীনামাচার্য্যের বিরহ-উৎসবের জন্য আটচল পাতিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শের অনুগমনে আপনারা সকলে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীধামে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক সংকীর্ত্তন-বিরহোৎসবের জন্য সেরূপ আদর্শ ভিক্ষা পুনরায় প্রকট করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর উৎসাহিত করুন। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসব যাহাতে সকল দিক্ দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনাদের সর্ব্বতোমুখী সেবা-চেষ্টা আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে সতীর্থ আত্মবৃন্দ ও শ্রীল প্রভুপাদের সংস্পর্শ-লাভে কৃতকৃতার্থ সজ্জনমণ্ডলীর নিকট আর একটি সনির্ব্বন্ধ ভিক্ষা এই যে, যদি কাহারও নিকট শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতির উদ্দীপক কোনপ্রকার ছবি, লেখনী বা পুঁথি বহু থাকে, তবে কৃপাপূর্ব্বক তাহা প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। স্মরণ রাখিবেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি অতি সন্নিকট অর্থাৎ ৬ই পৌষ ( ১৩৪৪ ), ২১শে ডিসেম্বর ( ১৯৩৭ ) মঙ্গলবার।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কিঙ্করাভাস
শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

---

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের জন্য যাবতীয় আনুকূল্য বা স্মৃতি-উদ্দীপক দ্রব্যাদি—সকলই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, সেক্রেটারী, গৌড়ীয়-মিশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ-অঃ শ্রীমায়াপুর ( নদীয়া )।

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা

## প্রথম দিবস

গত ১৬ অগ্রহায়ণ (১৩৪৪), ২ ডিসেম্বর (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম শিক্ষা-সমিতির বিশেষ আহ্বানে সৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতা অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল উভয় স্থানের ছাত্র-বৃন্দের নিকটই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম-শিক্ষাসমিতি এই গীতা-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন; প্রথম দিবস "ঢাকা-হলে" শ্রীগীতার অধ্যাপনা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও কএকজন অধ্যাপক, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল এবং শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিবসের গীতা-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

### শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শব্দের তাৎপর্য্য

'গৈ' ধাতুর সহিত ক্ত প্রত্যয়যোগে (ইয়াদ্ আপ্) 'গীতা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'গীতা' শব্দের অর্থ 'গান', 'কীর্ত্তন'। অনেক প্রকার গীতার নাম শুনা যায়, কিন্তু "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গানকেই বুঝায়। যেমন "শ্রীমদ্ভাগবত" নামটি দেবী-ভাগবতাদি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না, একমাত্র বাদশস্কন্ধাত্মক ভারতার্থ-বিনির্ণয়," বেদার্থ-তাৎপর্য্য-সম্পুটিত, ব্রহ্মসূত্রার্থ ও গায়ত্রীভাষ্যস্বরূপ অমল পুরাণ বা পারমহংসী সংহিতাকেই লক্ষ্য করে, "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামটীও তদ্রূপ কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপা উপনিষৎকেই বুঝাইয়া থাকে। শ্রীমৎ শব্দটী একমাত্র পারমহংসী সংহিতা ও কৃষ্ণার্জ্জুন গীতার পূর্বেই ব্যবহৃত হইয়া এই শাস্ত্র-দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।

### গীতা নাম হইল কেন?

'গীত', 'গান' বা 'কীর্ত্তন' একই কথা। জপ-ধ্যান হইতে গীতের বৈশিষ্ট্য আছে। গীত বা কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বহুলোকে শুনিতে পারে অর্থাৎ তদ্দ্বারা বহুলোকের উপকার হয়, কিন্তু জপ বা ধ্যানের দ্বারা কেবল নিজের উপকার হইতে পারে, যদি তাহাতে ভাবের ঘরে কোন চুরি না থাকে। ধ্যানে কেবল নিজের স্বার্থপরতা, কিন্তু গানে (কীর্ত্তনে) নিঃস্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও যথার্থ স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন।

ভারতবর্ষ শ্রুতির দেশ। শ্রুতি বা শব্দই সনাতন ধর্ম্মের মূল প্রমাণ, অন্যান্য প্রমাণ শব্দ প্রমাণের অধীন। গুরু যাহা গান করেন, বিনীত শ্রোতা বা শাসনযোগ্য শিষ্যবৃন্দ তাহা শ্রবণ করেন। এই গানের নামই শ্রুতি, অর্থাৎ যাহা শ্রবণদ্বারা কীর্ত্তিত-হইয়া শিষ্যের দ্বারা শ্রুত হয়। শ্রুতি ও গীতা একই বস্তু। এইজন্য গীতার আর একটি নাম উপনিষৎ। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে'—এইরূপ পুষ্পিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—উপনিষৎ বা শ্রুতি, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা, যোগশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন। 'গীতা, শব্দটীর মধ্যেই গুরু, শিষ্য ও গানের নিত্যত্বের কথা অন্তর্হিত রহিয়াছে। কৃষ্ণের গুরুত্ব নিত্য, অর্জ্জুনের শিষ্যত্ব নিত্য এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যোগস্বরূপ গান বা কীর্ত্তন নিত্য। অতএব কীর্ত্তন, গান বা গীতাই গুরু ও শিষ্যের সহিত—কৃষ্ণ ও জীবের সহিত সম্বন্ধের একমাত্র উপায়। গান বা কীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণের প্রতিনিধি জীবের যোগের অন্য উপায় নাই। এজন্যই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ গীতাকে আরাধনা করেন।

### গীতামাহাত্ম্য

কোনও কার্য্য করিতে হইলে তদ্দ্বারা আমাদের কি ফল লাভ হইবে, ইহা সর্ব্বাগ্রে পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বৃথা সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত হন না। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্গণও বলেন 'time is money' অর্থাৎ সময়ই অর্থ। গীতা পঠন ও কীর্ত্তনে আমাদিগের কি অর্থ আনয়ন করিবে? গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী তাঁহার সুবোধিনী টীকার উপক্রমণিকায় গীতা-মাহাত্ম্যের এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন:—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

অর্থাৎ গীতা সুষ্ঠুভাবে গীত হওয়া কর্ত্তব্য, যে গীতা স্বয় পদ্মনাভ অর্থাৎ সর্ব্বোপরেষ্টা ব্রহ্মার পিতা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে। অন্য শাস্ত্রবিস্তরে প্রয়োজন কি? এখানে "পদ্মনাভ" শব্দটির দ্বারাও ব্রহ্মার নিকট প্রণবগায়ত্রীদাতা শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিতেছে। গীতা-মাহাত্ম্যে আরও শুনিতে পাই—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষৎসমূহ গাভীস্বরূপা, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই গাভীর দোহনকারী, অর্জ্জুন সেই গাভীর বৎসরূপে প্রথমে শ্রুতিরূপা গাভী হইতে দুগ্ধ নির্গত করিয়া দিতেছেন এবং ভক্ত ও ভগবানের কল্যাণে সুধীবৃন্দ শ্রেষ্ঠ গীতামৃত-দুগ্ধ পান করিতে করিতে আত্মপুষ্টি, আত্মতুষ্টি ও আত্মার মুক্তিমুক্তি লাভ করিয়া অমর হইতেছেন।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥

'শাস্ত্র' বলিতে একমাত্র 'অদ্বিতীয়' শাস্ত্র—দেবকীপুত্রের গীত। 'দেবতা' বলিতে একমাত্র দেবতা—দেবকীনন্দন, অন্য কেহ নহে। 'মন্ত্র' বলিতে একমাত্র মন্ত্র—তাঁহার নাম-সমূহ। 'কর্ম্ম' বলিতে একমাত্র কর্ম্ম—সেই কৃষ্ণদেবতার সেবা।

## শাস্ত্র-মাহাত্ম্য, ফলশ্রুতি ও অর্থবাদ

কেহ কেহ ঐ সকল গীতা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মনে করিতে পারেন—ঐ সকল মাহাত্ম্য গীতা-সম্বন্ধে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাদ মাত্র। কারণ অনেক সময় সৎকার্য্যের নানা-প্রকার ফলশ্রুতিও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলশ্রুতি জিনিষটি অজ্ঞাভিলাষী, কামিগণের জন্য; উহাকে শাস্ত্র বালানোন্মত্তপাসনম্ বলিয়াছেন, অর্থাৎ মুক্তমতি বালকগণকে মিষ্টান্নাদির লোভ দেখাইয়া তিক্ত ঔষধপানের প্রয়োগমাত্র তাহা। কিন্তু শাস্ত্র-মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতি এক নহে। কৃষ্ণ-গান শ্রবণে পরমার্থ-লাভ হয়, ভক্তিগান শুনিলে আমাদের সময় নষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥
(ভাঃ ২।৩।১৭)

এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানব-গণের ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন বৃথা আয়ু হরণ করেন। কেবল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কাল ব্যয়িত হয়, তাহারই আয়ু সূর্য্যদেব হরণ করিতে পারেন না।

কৃষ্ণের গানের শ্রবণ ও কীর্ত্তনই,—ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক জিজ্ঞাসাই মানবজীবনের পরমপ্রয়োজন।

## গীতার পূর্ব্বাভাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া ৪২শ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ভীষ্ম পর্ব্বের ১৩শ অধ্যায়কে "শ্রীভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়" বলা হয়। বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়ের নিকট "ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রশ্নের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। সঞ্জয় প্রত্যক্ষদর্শিরূপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের একমাত্র পরম সখার কুশলিতা মহ ভীষ্মের পরলোকগমনের কথা জ্ঞাপন করেন। সঞ্জয় ব্যাসপ্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করায় হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়াই যেন যুদ্ধোদ্যোগ ও কৃষ্ণের উপদেশাদি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—এই ভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে সকল কথা বলেন।

## গীতার সার্ব্বভৌমিকত্ব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। সাধক শাস্ত্রকারগণ মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেন—

ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা॥

অর্থাৎ মহাভারতের অন্তর্গত গীতায় সর্ব্ববেদের এবং মহাভারতের তাৎপর্য্য নিহিত আছে। এইজন্য গীতা সর্ব্ব-শাস্ত্রময়ী।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভারতার্থসংগ্রহং বাসুদেবার্জ্জুনসংবাদরূপং ভারত-পারিজাতমধুভূতং গীতাখ্যমুপনিষদ্বক্ষ্যে।

তাৎপর্য্য এই যে—গীতা সমগ্র মহাভারতের অর্থ সংগ্রহ এবং মহাভারতপারিজাতের মধুকরূপ। কথায় বলে—"যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে"।

গীতায় ষড়্‌দর্শনের প্রত্যেকের কথাই যৌক্তিকভাবে আলোচিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্ব-মীমাংসা, যোগদর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের আলোচনা গীতায় অনুস্যূত আছে। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে সমাতন-ধর্ম্মাবলম্বী একদল হিন্দু এশিয়াখণ্ডে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। ইহা সিরিয়া ও আর্ম্মাণী দেশীয় ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-গণের সন্তান-সন্ততির নিকট মহাত্মা বীশুখৃষ্ট গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—বৌদ্ধ ও জৈনগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা—এই গীতাশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ গীতার অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে গ্রহণ করিয়া-ছেন। বুদ্ধ কৃষ্ণেরই একটি অংশ-অবতার। যাঁহারা বুদ্ধকে বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা 'বৌদ্ধ' হইয়া গেলেন। আর যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তানুসারে বুদ্ধকে কৃষ্ণের অংশ-অবতার বলিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ 'বৈষ্ণব' থাকিলেন।

**গীতার প্রকৃত অর্থ কাহার নিকট প্রকাশিত হয়?**

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ গীতার টীকার উপসংহারে শ্রুতির (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩) এই অংশটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার দেবতা অর্থাৎ কৃষ্ণে পরা ভক্তি, যেমন কৃষ্ণে ভক্তি, সেরূপ ভগবদ্দেবক পরা ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মা-গণের নিকটই শ্রুতির যথার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীগীতা—শ্রুতি, সুতরাং শ্রীভগবানের পরাভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটই ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়।

**গীতা শ্রবণের অধিকারী**

শ্রীগীতা-শ্রবণের অধিকারী কে, তাহা স্বয়ং ভগবানই গীতার উপসংহারে (গী। ১৮।৬৭) নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

অর্থাৎ এই গীতার্থ কদাচ ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, শুশ্রূষা-হীন, এবং যে বা ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে বলিবে না, আর যাহারা আমাকে মনুষ্য-বুদ্ধিতে দোষারোপ করিয়া নিন্দা করে, তাহাদিগকেও বলিবে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই ত' ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, শুশ্রূষাপ্রবণহীন অভক্ত, আর কৃষ্ণকে মনুষ্য মনে করিয়া তৎপ্রতি দোষারোপকারী ব্যক্তির সংখ্যাই ত' অধিক। তাহা হইলে গীতা-শ্রবণের অধিকারী ত' খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ অভক্তকে ভক্ত করিবার জন্যই—নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্যই ত' শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। তেলে মাথায় তেল চালিবার জন্য কি শাস্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে?

এই পূর্ব্বপক্ষদ্বয়ের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, 'শুশ্রূষাবিমুখ' ও 'ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য' ব্যক্তি দুই প্রকার। যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ অশুদ্ধহৃদয়ে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের নিকট গীতার বাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করা গীতার একটি প্রধান কার্য্য। কিন্তু যাহারা দুষ্ট অভিসন্ধিতে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের বিদ্রোহী, সেই সকল অশ্রদ্ধধান (শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য) ব্যক্তির নিকট গীতো-পদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, আর ভক্তের নিকট গীতোপদেশ প্রদানের সার্থকতা এই যে, অন্যেই অন্যত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেক্সপীয়র বা মিল্টনের কাব্য ছাত্রগণ একভাবে বুঝেন, আবার বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ তাহা পাঠ করিয়া আরও অধিক কাব্য-মাধুরী আস্বাদন করেন, কিন্তু পঞ্চবর্ষীয় বালকে ঐ কাব্যের মাধুর্য্য অনুভব করিবার তাৎকালিক যোগ্যতার অভাব আছে, আবার পাষাণাদি অচেতন পদার্থে যোগ্যতার একান্ত অভাব। অধিকারশব্দের অর্থ—যোগ্যতা। আমাদের দেশ-ভেদে সকলেরই গীতা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যোগ্যতা আছে; শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবেই সেই যোগ্যতা প্রকাশিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিমুখতাই যোগ্যতাধিকার-চেষ্টার প্রতি বিদ্রোহ।

**গীতা-কীর্ত্তনকারীর লাভ**

অর্থ, বিত্ত, পুত্র, গৌণ বা পরলোকে স্বর্গসুখাদি লাভ,

প্রতিষ্ঠা—এই সকল গীতাপাঠের প্রকৃত ফল বা লাভ নহে। গীতাশ্রবী ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ধর্ম-অর্থ-কাম বা মুক্তিস্থাপনরূপ অবান্তর ফল প্রদান করেন। গীতা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের একমাত্র ফল—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি, শ্রীভার সেবা-লাভ।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥
(গীঃ ১৮।৬৮,৬৯)

যিনি ঐরূপ দোষ-শূন্য ব্যক্তিকে অর্থাৎ শুদ্ধ-সেবাপর ভক্তকে এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র বলিবেন, তিনি আমাতে পরা ভক্তির অনুশীলন করিয়া নিশ্চিতরূপেই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্যগণ-মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই আমার প্রিয়ানুষ্ঠানকারী নাই, তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর এ জগতে কেহ কখনও হইবে না।

অতএব কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিই গীতা-কীর্ত্তনকারীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ।

## গীতা কি যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ?

একশ্রেণীর লোকের ধারণা—গীতায় কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রযোজনা করাইয়া তাঁহার দ্বারা যুদ্ধ করাইয়াছেন, তখন গীতার উদ্দেশ্য—যুদ্ধে প্রেরণাপ্রদান। এইরূপ স্থূল-বিচারে প্রণোদিত হইয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি গীতাকে সাধারণ রাজনৈতিক গ্রন্থ মনে করেন। বস্তুতঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" (গীঃ ২।১১) অর্থাৎ যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, হে অর্জ্জুন, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ! পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কি জীবিত, কি মৃত কাহারও জন্য শোক করেন না। এই শ্লোক হইতে আরম্ভ শ্রীগীতা-গ্রন্থ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই। কারণ—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥
(গীঃ ১৮।৬০)

—এই শ্লোকে যে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা চালিত ও অবশপ্রায় হইয়া তুমি তাহা করিবেই—এই বাক্যের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ঐরূপ রাশি রাশি পারমার্থিক ও দার্শনিক তত্ত্ব বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্যামি-পুরুষ-প্রেরিত হইয়াই অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। বিশেষতঃ অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পরমার্থ-উপদেশের মধ্যেও শুদ্ধ, শুদ্ধতর ও সর্ব্বশুদ্ধতম উপদেশ শ্রবণ করিবার প্রয়োজনা থাকায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক কৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, প্রমাণিত হয়। অতএব শ্রীগীতা গ্রন্থ যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে,—উহা পরমার্থ-বিধায়ক গ্রন্থ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু এসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিগ্রন্থো ন যুদ্ধাভিধায়কঃ। যতঃ কর্ত্তুমিত্যাদি। ততঃ পরমার্থাভিধায়ক এবায়ং তত্রাপি শুদ্ধতমং সর্ব্বশুদ্ধতমঞ্চ শৃণু ইত্যাহ। ঈশ্বর ইত্যাদি।"

বস্তুতঃ অর্জ্জুনের প্রশ্ন—'যুদ্ধ করিব কি না'—ইহাই নহে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। কুলধর্ম্মাদি-পালনের প্রশ্নের পর অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার পর 'অতঃ' বাক্যের দ্বারা বেদান্তে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই" অর্জ্জুনের লক্ষিতব্য বিষয়।

## গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়ের লক্ষণ

শাস্ত্র তাৎপর্য্য বা সিদ্ধান্ত ছয়টী লক্ষণের দ্বারা নির্ণীত হয়। বৃহৎ সংহিতা বলেন—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

অর্থাৎ উপক্রম (আরম্ভ), উপসংহার (সমাপ্তি), অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি), অপূর্ব্বতাফল (পূর্ব্ব বা প্রয়োজন) অর্থবাদ (প্রশংসা), উপপত্তি (সঙ্গতি বা অভিপ্রায়)—এই ছয়টী লক্ষণের দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়। গীতার কোন স্থানে মূলধর্ম্ম, কোনস্থানে কর্ম্মযোগ, কোনস্থানে সাঙ্খ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ, কোনস্থানে রাজযোগ, কোনস্থানে ভক্তিযোগের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত ছয়টী লক্ষণদ্বারা গীতার উদ্দেশ্য নির্ণীত হইলেই তাহার তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে।

### আংশিক গীতা শ্রবণ-কীর্ত্তন

গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিয়া গীতা বন্ধ করিয়া রাখিলে বা স্থান ত্যাগ করিলে সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় পাঠ করিয়া গীতা পাঠ হইতে বিরত হইলে, কিংবা গীতার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় পাঠ করিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধান্ত হইবে না। এজন্য অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা সুধীগণ অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সহিত সমগ্রভাবে ও সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, উভয়ে একই সদ্গুরুর নিকট উপবিষ্ট হইয়াও, অসূয়া ও অসহিষ্ণুতা-প্রযুক্ত বিরোচন শ্রদ্ধাপবিষ্ট শ্রুতি প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবধারণ করিতে না পারিয়া অসুরগণের মধ্যে দেহাত্মবাদের প্রচারক হইয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় অসহিষ্ণু না হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা ও ধৈর্য্যের সহিত ব্রহ্মার বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আত্মতত্ত্বে পারঙ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব গীতার সার্ব্বদৈশিক তাৎপর্য্যোপলব্ধি করিতে হইলে গীতার আংশিক উপদেশ শ্রবণ করিয়াই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তোপলব্ধি হইবে না।

### পরিপ্রশ্ন ও কুতর্ক

শ্রুতি বলেন,—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"। যোগীও বলিতেছেন—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (২।১।১১)। তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না; এজন্য শব্দ-প্রমাণই শ্রবণ করা উচিত। আবার মহাভারতেও (১২।১০৬) শ্রবণ করিয়াছি—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

অর্থাৎ যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী (অর্থাৎ যাহা প্রতিকূল নহে) তর্কের দ্বারা ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ জানিবার চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃতধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে পারে না।

বেদ বা শব্দপ্রমাণের অবিরোধী তর্কের নামই পরিপ্রশ্ন, [illegible] যেরূপ ধর্ম্ম, [illegible] যেরূপ ধর্ম্ম, তখন যদি শিষ্য বিকল্পের সহিত অর্থাৎ 'অ' বলিব কেন, ইহাকে আর 'অ' সহ অভিন্ন করিব", তাহা হইলে এরূপ কুতর্ক টবা নিবারণী শিষ্যের কোনরূপে শব্দপ্রমাণে অধিকার লাভ হয় না। 'অ'কে কেন 'অ' বলা হয়, তাহা জানা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির যোগ্যতা হইলে ঐরূপ কুতর্ক সহজেই প্রশমিত হইতে পারে। 'এজন্য গীতাতে পরিপ্রশ্ন বা বিষয় জানিবার জন্য যথাযথ প্রশ্নের পূর্ব্বে 'প্রণিপাত' বলিয়া একটী কথা আছে। ব্রহ্মবিদ্যা বা পরবিদ্যা লাভ করিতে হইলে প্রথমে আচার্য্যে প্রণিপাত, তৎপরে পরিপ্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্ন করিয়া বিষয় মীমাংসিত হইলে উহার সেবা অর্থাৎ অনুশীলনের কথা আছে। কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন বা আচার্য্যকে ঠকাইতে পারা যায় কি না, তজ্জন্য কুতর্ক পরিপ্রশ্ন নহে, উহা দ্বারা কোন ফলও লাভ হয় না। বাস্তব জীবনে অনুশীলন ও আচরণ করিবার জন্যই পরিপ্রশ্নের সার্থকতা আছে।

### গীতার টীকা

অনেক ভাষ্যকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনেক টীকা রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ এই চারিটীর টীকা রচনা না করিলে আচার্য্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না—এইরূপ এক বিচার এক সময় বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল। আবার "নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—তিনি ঋষিই নহেন, যাঁহার একটী স্বতন্ত্র মত নাই। অতএব এক আচার্য্যের ভাষ্য আর এক আচার্য্যের ভাষ্যের সহিত ভিন্ন, এমন কি, অনেক সময় বিপরীতও দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় অনেকে মনে করেন, গীতার কোন টীকা বা ভাষ্যের অনুসরণ না করিয়া মূল হইতে যে সরল তাৎপর্য্য নিজে নিজে উপলব্ধি করা যায়, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানেও একটী মস্ত বিপদ্ আছে, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া নিজের আত্মতত্ত্ববাদ ও মনোধর্ম্মকেই যে 'ভাষ্য' বা 'ভাষ্যকার' করিয়া না ফেলিব, তাহারই বা কি তাৎপর্য্য আছে? ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে দেখিয়া কোন মহাজনেরই অনুসরণ হইবে না, ইহাও একপ্রকার মস্ত মতবাদ। অতএব আচার্য্য নিরূপণ করিতে হইলে যেরূপ যুক্তি ও অভ্রান্তিশূন্যতার সত্যান্বেষিতা আবশ্যক, তদ্রূপ গীতার কোন্ কোন্ ভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণ করিব, তাহা নির্ণয়েরও সেইরূপ যুক্তির

অত্যাবশ্যকতা আছে। আচার্য্য বা গুরুদেবের অনুসরণ না করিলে কখনই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আচার্য্যাদ্ধ্যেব হি বিদ্যা বিদিতা প্রাধিষ্ঠং প্রাপয়তি"। শ্রীবলদেব প্রভু বলিয়াছেন—"বাণী যে যা মানে, তারে বেদ্য মনে গণি"।

## গীতার ঐতিহাসিকতা ও রূপকতা

কেহ কেহ বলেন গীতার কৃষ্ণ-অর্জ্জুন প্রভৃতি পাত্র, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান এবং যুদ্ধের কাল প্রাকৃত ঐতিহাসিক আপাত। ইহাদের ঐতিহাসিকতা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নানাপ্রকার গবেষণার পর বিদ্যমান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আবার কেহ কেহ ইহার ঐতিহাসিকতা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, গীতায় একটি বহুপরিচিত রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই উভয় মতবাদই মনোধর্ম্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পরমার্থতত্ত্ব বা বাস্তব সত্য কেবল ঐতিহাসিক ও রূপক হইলে তাহার কোন বাস্তব স্বরূপ থাকিল না, তাহা হয় 'কাল-কোত্তা', না হয় 'কাল্পনিক' হইয়া পড়িল। এজন্য সাধকগণের অভিমত ও উপলব্ধি এই যে, শ্রীগীতার স্থান, কাল, পাত্র তথাকথিত ঐতিহাসিক নহে, তাহা রূপকও নহে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে যে অবতার-তত্ত্বের আলোচনা আছে, তাহা অতিমর্ত্ত্য পাত্রগণের সম্বন্ধে তথাকথিত ঐতিহাসিকতা ও রূপকতা উভয়কেই নিরাস করিয়াছে। গীতার অধিকারী নির্ণয়ের মধ্যে 'ন চ মাং যো অভ্যসূয়তি' (গীঃ ১৮।৬৭) ইত্যাদি বাক্যও শ্রীকৃষ্ণের ও তত্ত্বের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকতা ও রূপকবাদকে নিরস্ত করিয়াছে।

## গীতা ও চণ্ডী

গীতা ও চণ্ডী উভয় গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত বলিয়া উক্ত হয়। গীতাগ্রন্থ সাতশত শ্লোক বা সাতশত এক শ্লোকে সমাপ্ত, চণ্ডীও সাতশত শ্লোকে সমাপ্ত। চণ্ডীর অপর নাম 'সপ্তশতী'। সুরথ রাজা স্বরাজ্যভ্রষ্ট ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মেধস্ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদিতে সমাধি নামক এক বৈশ্যের সহিত ক্ষত্রিয় সুরথের সাক্ষাৎকার হয়। সুরথ ও সমাধি উভয়েই মেধস্ মুনির নিকট তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ-ফলে এই জগৎ যে মহামায়ার মায়াতে অভিভূত, সেই সংসারকারা-রূপিণী মহামায়ার স্বরূপ, উৎপত্তি, কর্ম্ম, স্বভাব, আকৃতি ও কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। চণ্ডীতে যে মহামায়ার বিভেদ এবং তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী আবরিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, গীতা সেই মহামায়ার বিভেদ হইতে উদ্ধারের অতি সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন—কেবল 'দেহি দেহি' আর্ত্তনাদের দ্বারা জীবের কামনাবন্ধ প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। অতএব—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীঃ ৭।১৪)

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
(গীঃ ৭।২০, ২৩)

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়। যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
(গীঃ ৯।২২-২৪)

গীতা পঞ্চমবেদ মহাভারতের অন্তর্গত 'উপনিষৎ' 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। আর চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবতাগণের উক্তি। স্বয়ং ভগবান্ ও দেবতাগণের উক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। দেবতাগণ অজ্ঞাভিলাষী ও অবতন্ত্র কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ আত্মারাম, পরমপ্রেম ও স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। চণ্ডীর প্রতি অধ্যায়ের শেষে গীতার ন্যায় উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগশাস্ত্র বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। গীতা ও চণ্ডী উভয়েই যুদ্ধ-ব্যাপার থাকিলেও গীতার যুদ্ধ ও চণ্ডীর যুদ্ধের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। চণ্ডীতে দেবী দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবতাগণের ত্রৈলোক্য ও সুখবিধান করিয়াছেন। কিন্তু গীতার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যে সকল অনুশাসনের প্রভু হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণে শরণাগতি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেরই

পরিপূর্ণ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীতে অত্যন্ত সকামগণকে ভত্তজ্ঞানের দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু গীতা কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞানোপদেশে পরিপূর্ণ। শ্রীশঙ্করাদি আচার্য্যগণ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণু স্বামী প্রভৃতি সাম্প্রত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কেহই চণ্ডীর টীকা বা ভাষ্যাদি রচনা করেন নাই, অথচ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য আচার্য্য গীতাকে সম্পূর্ণ পরমার্থ গ্রন্থ বিচার করিয়াই তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার ভাষ্য, বিবৃতি প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যদ্বারা চণ্ডী হইতে গীতার পরমার্থ-বিচারের বৈশিষ্ট্য স্বতঃই প্রমাণিত হয়।

### শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে মাত্র ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে গীতার পরিসমাপ্তি, সেখান হইতে ভাগবতের প্রবৃত্তি বা আরম্ভ। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই মহোপদেশ-বাক্যে যে শরণাগতির কথা আছে, সেই শরণাগতি ভাগবতধর্ম্মের প্রথম সোপান। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৫।২৩ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য, তাহা আসে শরণাগত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতীত আত্মধর্ম্মের বাণী পরম্পরাক্রমে সুরক্ষিতা শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য কোন অভিজ্ঞ আচার্য্য বলিয়াছেন,—'গীতা পারমার্থিক Infant classএর পাঠ্য অর্থাৎ পারমার্থিক শিশুপাঠ আর শ্রীমদ্ভাগবত পারমার্থিক post graduateগণের পাঠ্য অর্থাৎ পরমার্থের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকার হয়। পারমার্থিক graduates না হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না।

---

# শ্রীবিগ্রহোৎসবের বৈষ্ণবসম্মেলনে

## শ্রীল প্রভুপাদের করুণা, দান ও বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত আলোচ্য অষ্টোত্তরশত বিষয়ের তালিকা

সম্বন্ধ-বিষয়ক

১। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ
২। " ও শ্রীল গৌরকিশোর
৩। " ও পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ
৪। ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
৫। ও শ্রীমন্মহাপ্রভু
৬। " ও শ্রীগৌর-গদাধর
৭। " ও শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া
৮। " ও শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস পণ্ডিত
৯। " ও শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি অন্যতম গৌরভক্তবৃন্দ
ও ভক্তিবিনোদধারা
ও লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, মথুরেশ ও গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ
ও কুরুম, ব্রহ্মন, কার্ষ্ণ এবং গৌড়ীয়
১০। ও সৌরবাদ এবং গৌড়মণ্ডল
১১। ও মহাযোগপীঠ
১২। ও শ্রীটোটাগর্ত্ত
১৩। ও অন্তরঙ্গলীলাস্থলীসমাগম
১৪। ও পরবিদ্যাপীঠ
১৫। ও ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট
১৬। ও ব্রহ্ম-ব্যাস-মধ্ব, শ্রী-রামানুজ, রুদ্র-বিষ্ণুস্বামী, চতুঃসন নিম্বার্ক-সম্প্রদায়
১৭। ও বেদ ও প্রকৃতি

২১। শ্রীল প্রভুপাদ ও বেদানুগ শাস্ত্র
২২। ও বেদান্ত
২৩। ও ষোড়শ দর্শন
২৪। ও শাক্ত শাস্ত্র
২৫। ও পঞ্চবিজ্ঞান
২৬। ও অন্তরঙ্গ সেবকমুখ
২৭। ও সেবকব্রজবন্ধু
২৮। ও মধীয়াপ্রকাশ
২৯। ও গৌড়ীয়
৩০। ও সম্বন্ধতোষণী
৩১। ও ভারমণিষ্ঠ
৩২। ও পারমার্থিক প্রবর্তনী
৩৩। ও বিষয়িগণ
৩৪। ও ভক্তসমষ্টি-বিষয়
৩৫। ও মথুরা, দ্বারকা, গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও ব্রজমণ্ডল
৩৬। ও শ্রীধাম-মায়াপুর
৩৭। ও নবদ্বীপের অন্যান্য দ্বীপ
৩৮। ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র
৩৯। ও গৌরপার্ষদীয়
৪০। ও ভাগবত, পঞ্চরাত্র
৪১। ও কর্ম্মজ্ঞাননির্ম্মুক্ত ভক্তভক্ত
৪২। ও প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত
৪৩। ও গৌড়ীয় মঠ
৪৪। ও ত্রিবিধ বৈষ্ণব
৪৫। ও অপসম্প্রদায়
৪৬। ও বিশ্ব
৪৭। ও বাষ্টি-বপুঃ
৪৮। ও ভূত-ভূতবিচার
৪৯। ও গৌরীদাস-রাধাদাস
৫০। ও গৌড়ানন্দী
৫১। ও বিবিক্তানন্দী

## অভিধেয়-বিষয়ক

৫২। শ্রীল প্রভুপাদ ও চিন্ময়বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব
শ্রীল প্রভুপাদ ও বিপ্রলম্ভগত ভজন
ও গৌরকিশোর-ভক্তি-বিনোদ-বিরহ
ও তাঁহার প্রকৃত অনুসরণ
ও পাশ্চাত্যে প্রচার
ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্মেলনের উপায়
৫৮। ও অভাক্ত-ধর্ম্মমত
৫৯। ও জনমত
৬০। ও সাম্প্রদায়িকতা
৬১। ও কৃষ্ণ-শ্রবণ-সংকীর্ত্তন
৬২। ও সেবকবাৎসল্য
৬৩। ও ধ্যান-স্মরণ
৬৪। ও নির্ম্মলতরঙ্গ
৬৫। ও অস্পৃশ্যতা
৬৬। ও স্বাধর্ম্ম
৬৭। ও সেশ্বর-নিরীশ্বর ধর্ম্ম
৬৮। ও যমেশানুরাগ
৬৯। ও অন্ন শিল্প-কৃষি-বিজ্ঞান
৭০। ও সুনীতি
৭১। ও পন্থানীতি
৭২। ও পুনর্জ্জন্মবাদ
৭৩। ও সত্যোপাসনা
৭৪। ও প্রকৃত বয়াজতা
৭৫। ও তাঁহার কৃপা ও যন্ত্রনা
৭৬। ও অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ
৭৭। ও ক্ষুদ্রবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য
৭৮। ও লক্ষণ-নির্ণয়-বিচার
৭৯। ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষজ্ঞানযোগ ও অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-সিদ্ধান্ত
৮০। ও অহিংসা
৮১। ও একায়ন-পথ
৮২। ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব
৮৩। ও পারমহংস ধর্ম্ম

৮৪। শ্রীল প্রভুপাদ ও ত্রৈকিসিদ্ধান্ত
৮৫। " ও ভাষার বৈশিষ্ট্য
৮৬। " ও ছয় বেগ, ছয় দোষ, ছয় গুণ ও ছয় সৎসঙ্গ
" ও লিপিবিদ্যাচার্য, কপট-ধূর্ত-লাট, ধর্ম, লাভ, পূজা, শঠতা ও প্রতিষ্ঠাশাদি
" ও হরিগুরুবৈষ্ণবাপরাধ
" ও তৃণাদপি সুনীচতা-তরোরপি সহিষ্ণুতা
" ও অমানী-মানদধর্ম
" ও বিদ্যা ও তদ্যা ভক্তি
" ও ষড়্‌বিধা শরণাগতি
" ও অবশিষ্ট ষড়্‌বিধা ভক্তি
" ও সৈন্য ও অসত্ত্ব
৯৪। শ্রীল প্রভুপাদ ও নামাপরাধ-সেবাপরাধ
৯৬। " ও জীবে দয়া
৯৭। " ও প্রাকৃতসহজিয়াবাদ
৯৮। " ও আশ্রয়-বিগ্রহ-বিষয়-বিগ্রহানুগত্য
৯৯। " ও ব্রহ্মসঙ্গ
১০০। " ও অনর্থার্তা
১০১। " ও সাধন-ভক্তিক্রম
১০২। " ও রূপানুগ ভজন
১০৩। " ও অন্তর্বিদ্যা
১০৪। " ও শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা
১০৫। " ও শ্রীমন্দিরাদি-স্থাপন

প্রয়োজন বিষয়ক

১০৬। শ্রীল প্রভুপাদ ও ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ
১০৭। " ও কৃষ্ণপ্রেম
১০৮। " ও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রস

# শ্রীভক্তিরঞ্জন-সপ্তম-বার্ষিকী-বিরহ-স্মৃতিসভা

## সভাপতি—স্যর হরিশঙ্কর পাল কে-টি

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত প্রবণ-সদনে গত ৩১ঠা ডিসেম্বর (১৯৩৭) শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় স্বনামধন্য মাননীয় স্যর হরিশঙ্কর পাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সপ্তমবার্ষিকী বিরহস্মৃতি উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে উচ্চাসনে শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধুর আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সংরক্ষণ করা হয়। সামসুল উলামা কাজীমুহম্মদ (L. E. S. অবসর-প্রাপ্ত) সাহেবের প্রস্তাবে ও অন্যান্য মান্যবর-গণের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে স্যর হরিশঙ্কর পাল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভামঞ্চোপরি সভাপতি মহোদয়ের পার্শ্বেই বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকবর্য গোস্বামি-প্রভুপাদের আসন রচিত হইয়াছিল।

দৈনিক নায়ক-প্রকাশের সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভু একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ত্রিতীর্থ মহোদয় সভাপতির এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু আচার্য্যদেবের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আলেখ্যে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতিলেখ্য (১৬শ খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা) হইতে "শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন" প্রবন্ধটি পাঠ করিলে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ ও মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধুর আদর্শভক্ত-সেবা-সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় নিম্ন-

লিখিত মর্মে একটি সারগর্ভ প্রস্তাবনা প্রদান করেন। বক্তৃতার সার মর্ম সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল :—

আচার্যদেব, বৈষ্ণবমণ্ডলী ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া সভাপতি মহোদয় সকলকে অভিবাদন এবং শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সপ্তম বার্ষিকী স্মৃতি-সভার সভাপতিত্ব করিবার অবকাশে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের সুযোগ লাভ করায় নিজেকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সমগ্র বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, এবং সুদূর পাশ্চাত্যেও ভাগবত-বিজ্ঞান-সহজ প্রচার করিয়া যে সকল বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক বহু-তান্ত্রিকতায় বিক্ষিপ্ত মানব-হৃদয়ে শান্তিবারি দানের অক্লান্ত সেবা করিতেছেন, সেই যুগোপযোগী বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম উপাসক শ্রীল ভগবন্ধু মহাপ্রাণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সভাপতি মহোদয় বলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ ভাগবত-প্রেম-ধর্ম-প্রচার উদ্দেশে সর্বসাধারণের হিতার্থে শ্রীভগবদ্ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।" এতৎ-প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় শ্রীল ভগবন্ধুর চরিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা মুখে উপসংহারে বলেন,—"ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের গুরুদেব এই জগতের সাধারণ মনুষ্য বা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বস্তুভাব নহেন। তিনি প্রপঞ্চাতীত ভগবৎ পার্ষদ, কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। শ্রীগুরুদেবের ঐকান্তিক অনুগমনে ভক্তিরঞ্জন যাবতীয় অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন হইলে সর্বাদসুন্দর হয়, ইহা পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র জগতের প্রচলিত অযুক্তি-পূর্ণ মতবাদের বিরুদ্ধে নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিতম অধস্তন বর্তমান গৌড়ীয় আচার্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাচূড়ন গুরুর ঐকান্তিক আনুগত্য দ্বারাই শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সাধিত হইতেছে—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের আচার ও প্রচার-প্রণালীর পরিচয়দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ইহাই অনুভব করিয়া অধমও এই মহদনুষ্ঠানের সেবার আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছি।"

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা-মুখে সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত সভ্যমণ্ডলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় বহু কৃতবিদ্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নামমূল উল্লেখ কাশালুদ্দীন আহম্মদ ( আই-ই-এস্ রিটায়ার্ড ), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু ( জেলা ও সেসন্স জজ রিটায়ার্ড ), শ্রীযুক্ত মধুরানাথ মিত্র ( এটর্নি ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ), শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ ( জমিদার ও ব্যাঙ্কার ), ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ( কাউন্সিলার ), রায় বাহাদুর ইউ. সি চাকলাদার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ, মিঃ এল, এম ব্যানার্জী, মিঃ আর এন্ রায় চৌধুরী বি-এস্সি, বি-এল জমিদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সভাস্থলে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অধিবেশনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

---

## চয়ন

[ 'অমৃতবাজারপত্রিকা' ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ]

### Gaudiya Math

### Celebration in memory of Jagabandhu Dutta

The seventh Anniversary memorial meeting in honour of S). Jagabandhu Datt, donor of the marble temple at Gaudiya Math and other buildings at Baghbazar was held on the 4th Instant at 5 p. m. In the lecture hall (Saraswata Sraban Sadan) of the Math. The meeting which was well-attended by distinguished persons was presided over by Sir Hari Sankar Paul, Kt. whose election to the chair was proposed by

Sams-ul-Ulama Kamaluddin Ahmed and seconded by Mr. S. N. Roy Chowdhury. Being called upon by the chair, Tridandi Swami B. P. Tirtha Maharaj said that the great hall was intended for transcendental discourses by Sadhus who are the very life of all religious functions. Jagabandhu Bhaktiranjan's life was devoted entirely to the service of the Transcendental Name he had heard from his Gurudeva. This is the real significance of his memorable gift. Mahamahopadeshaka Pandit A. B. Goswami exhorted the audience to remember that Sj. Jagabandhu Bhaktiranjan was 'Paramarthic Brahman' by 'Pancharatrika Diksha' although Harinama is efficacious without Diksha and Purascharan. The utility of Diksha is explained in the Shastras as consistent in the fact that the process involves the act of complete self surrender to the guidance of Sat-Guru by means of which alone it is possible to get rid of one's aversion to Harinama. The President in his address expressed his strong conviction that the permanent good of mankind can be effected by propagating the tidings of the religion of divine love promulgated by Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. It was the firm belief of Sj. Jagabandhu Bhaktiranjan that this was being done by the preachers of the Gaudiya Mission under the direction of his Gurudeva. He accordingly made a gift of the temple and buildings of this Math for this purpose. The President was convinced that the purpose of Sj. Jagabandhu was being nicely carried out under the present Acharyya Srimad Ananta Vasudeva Paravidyabhusan and was of opinion that through the missionary activities of the Gaudiya Math greatest good is being rendered to humanity. He thanked the members of the Mission for asking him to preside over the function thus giving him an opportunity of associating himself with their activities.

২৮শে নবেম্বর (১৯৩৭) তারিখের বোম্বাই প্রদেশের ৬খানি পত্রিকা 'চিত্র'য় শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার মঠমন্দির, সাপ্তাহিক পত্র ও ধর্ম্মপ্রচারী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের বিরাট্ আয়োজনাদির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

---

# নিবেদন

এতদ্দ্বারা গৌড়ীয় মিশনের ( শ্রীগৌড়ীয় মঠের ) সমুদয় শিষ্য ও সভ্যবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ১১ই পৌষ ১৩৪৪ সন রবিবার ইংরাজী ২৬।১২।৩৭ তারিখে বেলা নবদ্বীপ, খাসা নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রবণ-সদনে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচিত হইবে। গৌড়ীয় মিশনের সমুদয় শিষ্য ও সভ্যবৃন্দের উক্ত সভায় উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

১। সাধারণ সভার ১২।৩।৩৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ( Proceedings ) পাঠ ও অনুমোদন (Confirmation)।

২। গত ২৪।১০।৩৭ তারিখে স্বধামগত ভগবদ্বস্তু দত্ত মহাশয়ের সম্পাদিত ২৭।৮।২৮ ও ১৬।১০।৩০ তারিখের দলিলের নির্দ্দেশানুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা বাগবাজারের অন্তর্গত ১৩৫ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন।—এই বিষয়ের অনুমোদন ও সমর্থন ( Ratification and Confirmation )।

৩। শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহগণ-পক্ষে সেবাইত ও ট্রাষ্টীগণ সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্বক আবশ্যক বিবেচিত হইলে তাঁহাদের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, সংরক্ষণ, বাসগণাদান

৩। গতবর্ষের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা।

৪। সভ্যগণের কোনও বক্তব্য বিষয় থাকিলে সভাপতির অনুমতিক্রমে তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

৫। বিবিধ

নিবেদক—শ্রীনিবিকান্ত সান্যাল

[ শ্রীনারায়ণদেবে ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্পাদক।

৭।১২।৩৭

---

# সত্য প্রকাশিত হইতেছে !!

[ মন্তব্যপ্রেরক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরপ্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ]

ঢাকা-শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামি-প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে আমি উৎসবের প্রথম হইতে মাসাধিককাল-যাবৎ নিরন্তরবাসী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজের সহিত শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছিলাম। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্ম-শিক্ষা-সমিতি শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে গত ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর শুক্র ও শনিবার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথহল ও লিটনহলে যথাক্রমে "ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" এবং "ধর্ম্ম ও সভ্যতা" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবস-দ্বয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। গত ২৩শে নভেম্বর ( ১৯৩৭ ) ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা-সমিতির সভাপতি এবং জগন্নাথ-হলের প্রোভোষ্ট্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ দর্শনশাস্ত্রী মহোদয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপনার জন্য আহ্বান করেন। তদনুসারে আমি ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত জগন্নাথ-হলের সংলগ্ন অধ্যাপক মহোদয়ের বাসায় ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ করি। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা হইবার পরই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে বলেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের বক্তৃতা ও ক্লাস প্রভৃতি হইবে বলিয়া বোধ হয় কুঞ্জ বিদ্যাভূষণের পক্ষ আমাদের নিকট নানা প্রকার পুস্তিকাদি প্রেরণ করিতেছেন। ঐ সকলে আমাদের আদৌ প্রয়োজন নাই। আপনাদের কাজে লাগিলে উহা লইয়া যাইতে পারেন।" এই বলিয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের নামে রচিত "আমার বক্তব্য" ও শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-টির নামে নূতন ভাবে প্রকাশিত "শ্রীগৌড়ীয়মঠের গণ্ডগোল—তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে" নামক পুস্তিকাদ্বয় আমাদের হস্তে প্রদান করেন এবং তৎসঙ্গে বলেন,—"তৃতীয় পক্ষের ২।১ পাতা উল্টাইয়াই আমাদের বুঝিতে আর বাকী থাকে নাই যে, উহা কোন্ পক্ষের। ভিতরে প্রবেশ না করিলেও পুস্তকের আকার ও কাগজের সাদা দেখিয়াও কোন্ পক্ষ, ইহা বেশ বুঝা যায়।"

"তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে" বলিয়া যে পুস্তিকাখানি ইতা-পূর্ব্বে "ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার রায় চৌধুরী" নামক এক ব্যক্তির নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পুস্তিকা-খানিই এবার শ্রীযামিনীরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-টি নামক এক ব্যক্তির নাম দিয়া প্রচারিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ পুস্তিকার প্রচ্ছদপটে যেখানে "ডাঃ সুধীর কুমার রায় চৌধুরী ডি-এসসি ছিল," সেই স্থানে "শ্রীযামিনীরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-টি" নামটি গ্রথিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর নাম-সংগ্রহের ব্যাপার—যাহা ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহোপ-দেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল মহাশয় ঠিক সুধীর বাবুর স্বলিখিত পত্রের বিবরণে হইতে 'গৌড়ীয়ের' গত ১৫শ সংখ্যায় "শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল কথা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যকে বলিলাম। অধ্যাপক মহোদয় বলিলেন, পুস্তিকার আকার-প্রকার ও লেখা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন,

আর পুনরুক্তি করার আবশ্যকতা নাই। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলিলেন যে, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বন মহারাজ স্বতন্ত্রভাবে কি-একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডক্টর মজুমদারের নাম চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

১৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর পত্র হইতে তাঁহার নাম-সংগ্রহের রহস্য এবং তিনি কতটা তৃতীয় পক্ষ, তাহা 'গৌড়ীয়ের' পাঠকগণ জানিতে পারিয়াছেন। এবার শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন দাস এম্‌-এ, বি-টি মহাশয় কতটা তৃতীয় পক্ষ, তাহাও জানুন। উক্ত যামিনী বাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাবুর দলের শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন গুহকে শ্রীযুক্ত ভুবনদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বাবুর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রণবেশের (চেপুর) গৃহশিক্ষক। সেই সূত্রে নানা ভাবে তিনি কৃষ্ণ বাবুর অনুগৃহীত। শুনিয়াছি, ইনি শ্রীযুক্ত পর্য্যন্ত যে মানহানির মোকদ্দমা করিয়াছেন, সেই পক্ষেরও একজন সাক্ষী হইয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি "তৃতীয় পক্ষই" বটে!

আর একটি বিশেষ রহস্য এই যে, একই পুস্তিকার লেখক একবার সুধীর বাবু আর একবার যামিনী বাবু, ইহা কিরূপে হয়? সুধীর বাবু ঘাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় কি অত এক বিষয় অনুগৃহীত ব্যক্তির নাম একই লেখনীতে প্রদত্ত হইয়াছে? ইহা দ্বারা সুধী নিরপেক্ষ পাঠকগণ ঐ দলের নিরপেক্ষতা ও সততা বুঝিবেন। শুনিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী নিরপেক্ষ ছিলেন, কিন্তু সুধীর বাবুর পত্রে যাহা প্রকাশ, তাহাতে দেখা যায় উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় সুধীরবাবুকে ঐরূপ অবৈধ কার্য্যে টানিয়া আনিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। ল্যান্সডাউন রোডেও মাকি সুধীর বাবু কএকদিবস বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। চাঁদা-মিটিংসি-প্যামিনীর সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীযুক্ত নরীন্দ্রকুমার শূর বি-এ মহাশয়ও ল্যান্সডাউনরোডে গিয়া উক্ত ব্রহ্মচারীজীর যে নিরপেক্ষতার মূল্য দেখিয়াছেন তাহাও আশঙ্কাজনক।

আর একটি রহস্য এই যে, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বাবুর বিধবা পত্নীদ্বয়ের নামে তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, এমন কি শ্রীচরণামৃত গ্রহণেতে পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার নাই—এরূপ এক নিষ্ঠুর নির্লজ্জ মিথ্যা-কথাপরিপূর্ণ যে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও 'বসুমতী' প্রভৃতি কাগজে যাহা উক্ত বিধবাদ্বয়ের নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুস্তিকাখানি উক্ত বিধবাদ্বয়ের উক্তি নহে বলিয়া মাকি ল্যান্সডাউনরোডের কেহ কেহ মাননীয় শ্রীযুক্ত নরীন্দ্রকুমার শূর মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। যদি ঐ পুস্তিকা উক্ত বিধবাদ্বয়ের দ্বারা প্রচারিত না হইয়া থাকে এবং ঐসকল তাঁহাদের উক্তি না হইয়া থাকে, তবে যে বা যে-সকল স্বার্থান্বিতিশূন্য ব্যক্তি উক্ত বিধবাদ্বয়ের নাম দিয়া ঐরূপ মিথ্যাকথা প্রচার করিতেছে, তাহাদের ঐরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ কেন উক্ত বিধবাদ্বয় করিতেছেন না? আর যখন বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষ ঐ পুস্তিকাখানা জগবন্ধু বাবুর পত্নীদ্বয়ের লিখিত কি না, তাহা জানিবার জন্য উক্ত বিধবাদ্বয়ের নিকট রেজিষ্টার্ড পত্র দিয়াছিলেন, উহারও উত্তর তাঁহারা দেন নাই কেন? এই সকল চক্রান্তের পশ্চাতে কাহার বা কাহাদের হস্ত কার্য্য করিতেছে? একটা মিথ্যা দ্বারা কি বাস্তব সত্যকে আবৃত করা যাইবে?

উপসংহারের দ্বারাই গ্রন্থের বা বক্তব্য বিষয়ের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। একবার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় চৌধুরীর নামে ও বিজ্ঞাপনের তাঁহার নাম সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন দাস এম্‌-এ, বি-টি মহাশয়ের নামে "তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে" বলিয়া যে পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপসংহারে কৃষ্ণবাবু ও কৃষ্ণবাবুর দলের মাহাত্ম্য স্থাপনেরই চেষ্টা হইয়াছে। আর একটি রহস্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে এযাবৎকাল শ্রীগৌড়ীয়মিশনে কোনদিন যাহার নাম-গন্ধ শুনা যায় নাই, সেইরূপ একব্যক্তি 'লেখক শরীভূষণ' ও 'খাতনামা অনভিজ্ঞ কাণ্ডী মহাপুরুষ' বলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর যাঁহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌরবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী সেই শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু, অধ্যাপক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ, শ্রোত্রিয় শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিনয়, 'গৌড়ীয়' সাহিত্যে যুগান্তর আনয়নকারী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি প্রভু প্রভৃতি যে কীর্ত্তিশালী ব্যক্তিগণ সকলেই অত্যন্তমান্য

ইহাদের সকলের নিয়ামক গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর কথা না-ই বলিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাই—

"কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ ধন্য কীর্ত্তি।
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"

—ইহাই চিরদিন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ এবং শ্রীরূপানুগ-গণের শিক্ষা ও আদর্শ। কিন্তু আজ যাঁহারা সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার—প্রাচ্য সংবাদপত্রে যাঁহাদের নাম বেশী প্রচারিত, তাঁহারাই কীর্ত্তিমন্ত।

"ডি-এস্‌সি" ও "এম্-এ, বি-টি"র প্রাকৃত উপাধির সুযোগ লইয়া এবং উহাদিগকে 'তৃতীয় পক্ষ' সাজাইয়া গণ-মত আহরণের চেষ্টা ৯০ ভাগই মত হইতে পারে; কিন্তু উহা শ্রীচৈতন্যবাণীর বিচার নহে। আজকালের চাকুরীর বুভুক্ষের বাজারে এম্-এ, বি-টি প্রভৃতি উপাধি দেখিয়া মনুষ্যের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয় না, বরং যাঁহারা যথার্থ মানবাত্মা, তাঁহারা ঐসকল উপাধি গোপন করিয়াই নিজ-নিজ পরিচয় প্রদান করেন। মাদ্রাজীয় ডক্টর পি-সি-রায় ডিগ্রীর মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিগণকে এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন। কাজেই কাহারও অনুগৃহীত এম্-এ, বি-টি যাহা বলিবেন, তাহাতে কতটা সত্য আছে, তাহা সুধী জনসাধারণ সর্ব্বদাই পরীক্ষা করিয়া লন। পূর্ব্বের দিন এখন আর নাই। 'তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধি' ভেদ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল সত্যই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে—বাস্তব সত্যেরই জয় হইতেছে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী (বেদ্ আর্থি গেরর্ড ফুলজে) গত ১৩ই নবেম্বর (১৯৩৭) শনিবার বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভজমুন নিহাল সিং এম্-এস্‌সি, বার-এ্যাট্-ল মহোদয়ের ভবনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনন্যোর্দ্ধ্ব-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শিবধর্ম্মের সহিত উহার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

১৪ই নবেম্বর ব্রহ্মচারীজী বারাণসীর জেলা ও সেসন্স্ জজ শ্রীযুক্ত বজরঙ্গবিহারীজীর ভবনে সমবেত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দেড়-ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার মর্ম্ম "হিতো" পত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৬ই নবেম্বর বারাণসী ডি-বি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর ম্যালকনি ও হ্যান্ড্ টোকেট মিঃ এস্, সি চ্যাটার্জ্জী বি-এল্-এল্, এম্-এস্‌সি মহোদয়দ্বয় কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর নিকট ভাগবত, মুসলিম, শিখ ও হিন্দুধর্ম্মের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করেন। প্রফেসার ম্যালকনি ও তাঁহার পত্নী বহু পরিশ্রমপূর্ব্বে ইংরেজীভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গ্রন্থ অধ্যয়নে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারীজী বলেন—এই গ্রন্থই তাঁহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনন্যোর্দ্ধ্ব উপলব্ধি করাইয়াছে।

১৮ই নবেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টিকায় বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্‌কলেজহলে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তদ্ভক্ত নামকের বিদ্যাভূষণে প্রকৃত সেবা-সম্বন্ধীয় বিচার-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৮০০ বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় সভাপতি মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং শিবধর্ম্মসম্প্রদায়ের সভাপতি অধ্যাপক ভজমুন নিহাল সিং মহোদয় বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা করেন। সভান্তে বহু অধ্যাপক ব্রহ্মচারীজীকে তাঁহাদের গৃহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তনের জন্য সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে গজনভী সাহেব

যুক্তপ্রদেশের বনাবরক ভূম্যধিকারী এবং ভারতীয় আইন পরিষদের সর্ব্বজনপরিচিত সদস্য মাননীয় রাজা আবদুল হামিদ গজনভী কে-টি, এম্-এল-এ মহোদয় বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। তিনি ঐ দিবস শ্রীভক্তিরঞ্জনবিরহস্মৃতি সভায় সাদ্ধ্য অধিবেশনে যোগদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক কোন জরুরি রাজকার্য্যবশতঃ সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিবার সম্ভাবনা না থাকায় অপরাহ্ণকালেই আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সচীনাথ রায়-চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া গজনভী সাহেব প্রায় একঘণ্টাকাল মিশনের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও প্রচারকার্য্যাদি বিষয়ে মান্য পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট অনেক জিজ্ঞাসা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

## [illegible]-সমাধের ভিত্তি-সংস্থাপন

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৯ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয়-আদর্শ-সেবাপরায়ণ গৃহস্থভক্তদ্বয় শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভুর কলিকাতা বেলগাছিয়াস্থিত ভূমিতে হরিভজনপর নবনির্ম্মীয়মাণ গৃহের ভিত্তি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গৌস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পথানুসরণে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একটি আশীর্ব্বাদী অভাব আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর আদর্শ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণতার কথা কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গৃহস্থ ভক্ত-দ্বয়ের মধ্যে একমাত্র অধোক্ষজ প্রভুর গৃহেই বিভিন্ন সময়ে ৮বার শুভ পদার্পণ ও তথায় একযোগে বহুদিন, এমন কি, যাবজ্জীবিকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুকে সপরিবারে বিপ্রলম্ভ-সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া বহুস্থ, শ্রীব্যাস পূজা-প্রদর্শনী, ভাগবত-পত্র প্রচার ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় প্রদেশে প্রচার ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধোক্ষজ প্রভুর সেবার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রীগুরুদেবকে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব সর্ব্বথা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; তদ্বিনিময়ে তিনি কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি গুরুদেবের দ্বারা নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার পরিবর্ত্তন-স্থলে সেবার আশা উদ্দীপন করেন নাই।

তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিসাঙ্গ প্রভু যে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি ও করুণার আবেশে সকলেরই হৃদয় এরূপভাবে আর্দ্র হয় যে, বক্তা ও শ্রোতৃবর্গ সকলেই অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ তৃতীয় প্রভু একটি বক্তব্য ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু বৈদ্যমুখে বৈষ্ণবগণের কৃপা যাচ্ঞা করেন।

সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু বৈষ্ণবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

---

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রাত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্-এ সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, ( নদীয়া )
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই পৌষ ( ১৩৪৪ ), ২১শে ডিসেম্বর ( ১৯৩৭ ) মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে এক সপ্তাহকাল কীর্ত্তনমুখে নানাপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। ৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর বিরহ-তিথির অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব। ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিরহ-তিথি-পূজা এবং আরও ৫ দিবসকাল অর্থাৎ ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে বৈষ্ণবসম্মেলনে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিপ্রশ্ন-সমাধান, সংকীর্ত্তন, শ্রীসমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবা ও মহাপ্রসাদবিতরণাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠান-সকলে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কিঙ্করাভাস

বদান্যবর

শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদতীর্থ
( গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান )

শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ( সেবাবিগ্রহ )
মঠরক্ষক, শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমদ্রাকৃতদাস ভক্তিসারঙ্গ
( সহকারী সভাপতি )

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী ( ভক্তিসুধাকর )
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন

সেবাপদ্ধতির বিবরণ এতৎসহ মুদ্রিত পত্রে দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তাহ-ব্যাপী বিরহ-উৎসবের

# দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী*

৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১১ই
পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত

## প্রত্যহ

প্রাতঃ ৫টা—৭টা—মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরু-বন্দনা, শ্রীসমাধিস্তব, ঊষঃকীর্ত্তন, শ্রীসমাধি-পরিক্রমা, শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা ও পাঠ।

৭টা—৯টা—শ্রীল প্রভুপাদের করুণা ও অবদান সম্বন্ধে বিভিন্নবিষয়ে আলোচনা।

৯টা—১১টা—মিলনসম্পর্কে আলোচনা।

১১টা—১টা—মধ্যাহ্নিক ভোগরাগ, আরতি, কীর্ত্তন, প্রসাদ-সম্মানাদি।

মধ্যাহ্ন ১টা—২॥টা—শ্রীমূর্ত্তির শয়ন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রশ্নোত্তরাদি পারমার্থিক সংলাপ।

২॥টা—৩টা—শ্রীবিগ্রহের উত্থাপন ও ভোগ ইত্যাদি।

৩টা—৫॥টা—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে ১০৮টি নির্দ্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কিত আলোচনা ও আলাপাদি।

৫॥টা—৬॥টা—সন্ধ্যারাত্রিক, কীর্ত্তন।

৬॥টা—৮॥টা—উক্ত অষ্টোত্তরশত বিষয়-সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী ও বাণীসমূহ হইতে পাঠ, বক্তৃতা, সংলাপাদি।

৮॥টা—৯টা—শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক ও শয়ন।

৯টা—১০॥টা—মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

---

# বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১০ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা গৌড়ীয় বিচিত্র প্রবন্ধমালা, আলেখ্য ও চিত্রাদিতে সুশোভিত হইয়া যুগ্মসংখ্যা-গৌড়ীয়রূপে প্রকাশিত হইবেন।

---

* দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে উক্ত প্রস্তাবিত তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

নহে ভোগ-ত্যাগী"—এইরূপ শুদ্ধভক্ত লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন মঠ বা কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিয়াছিলেন।—সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যের অনুগ গৌড়ীয়গণের আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সেবার জন্যই মঠ বা মিশন স্থাপন করিয়াছিলেন। 'মঠ'-শব্দে যুগপৎ আধার-আধেয়রূপে ভগবদ্ধাম ও ভগবদ্ধামবাসী আশ্রয়বিগ্রহকে বুঝায়। যেখানে বহু সেবক গুরুদেব বা আচার্য্যের আনুগত্যে আচার্য্যদয়িত বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই শুদ্ধসেবকমণ্ডলিপরিবৃত বিগ্রহ ও বিগ্রহের বসতিস্থানই 'মঠ'। এইরূপ বহু মঠের সমবায়কে 'সম্প্রদায়' বা পাশ্চাত্যভাষায় 'মিশন' প্রভৃতি বলা হয়।

'মঠ' শব্দের অর্থ—হরিকীর্ত্তনমুখরিত কুঞ্জ। সম্প্রদায় বা 'মিশন' যূথ বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সেখানে আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে পরস্পর গুরুবুদ্ধিতে পরস্পরকে বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য—সেবারত করাইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। প্রপঞ্চে শব্দাকারে অবতীর্ণ বিষয়-বিগ্রহের অনুকূল-কীর্ত্তনমুখে যজনই একমাত্র পরমধর্ম্ম। সেই বাস্তবিকগণই মঠসেবক ও সুমেধা। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সুমেধোগণের শিরস্ত্রাণের মণি-স্বরূপ।

সুমেধোমস্তকমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কি হরিকথা-কীর্ত্তনে, কি গ্রন্থরচনায়, কি পঠন-পাঠনে, কি মঠ-মন্দিরাদির স্থাপনে বা নির্ম্মাণ-কার্য্যাদির দর্শনে কিম্বা আপাত-দৃষ্টিতে বৈষয়িক কার্য্যে অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার কৃষ্ণ-উদ্দীপনে উদ্দীপ্ত ও কৃষ্ণসম্বন্ধযোগে যুক্ত থাকিবার অভূতপূর্ব্ব আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার শব্দের মধ্যে ক্রিয়া ও ক্রিয়ার মধ্যে শব্দ যুগপৎ অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইত। তাঁহার রেখায় রূপ ও রূপের মধ্যে রেখার বৈচিত্র্য নিত্য প্রকাশমান ছিল। এমন কি, শ্রমজীবিকাগণের কার্য্য দর্শনে পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনায় বিভাবিত হইতেন। সাধকের ভজন-ক্রিয়া কিরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে সাধ্যভক্তির উদয়ে কৃষ্ণের একটি সম্পূর্ণ গৃহ, কুঞ্জ বা মঠ প্রকটিত হয়, তাহা তিনি স্থপতিগণের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও সন্দর্শন করিতেন এবং শব্দকীর্ত্তন-মুখে সুমেধা শিষ্যগণকে উপদেশ করিতেন। তাঁহার মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ—কৃষ্ণকীর্ত্তন-কুঞ্জপ্রকাশের উদ্দেশ্যেই সাধিত হইয়াছিল। তিনি বাহিরে একনিষ্ঠ বিষয়ীর মত থাকিয়া—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

এই বাক্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে রূপানুগ কিঙ্করে সতত্তনে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। ইহা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের পার্ষদ ও সুমেধা। শ্রীল প্রভুপাদ কিন্তু ভবিষ্যতে ভোগিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য মঠমন্দিরাদি-নির্ম্মাণে ঐরূপ ব্যস্ততা দেখাইতেন না। তিনি অনেক সময় কাদার গাঁথনী দ্বারা ভজনগৃহ নির্ম্মাণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন,—যাঁহারা হরিভজনপরায়ণ হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভজনোপযোগী গৃহ করিয়া অবস্থান করিতে পারিবেন, তৎপরে উহার সংরক্ষণের আর প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যৎকালে যাঁহারা হরি-বিমুখতা লাভ করিবেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন সংরক্ষিত করিয়া যাওয়া তাঁহার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য ছিল।

তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে কৃষ্ণের ভোগের ও কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সেবোপযোগী শস্যাদির জন্য ক্ষেত্রকর্ষণ-কার্য্য আদরের সহিত দর্শন করিতেন।

কৃষিকার্য্যের মধ্যেও তিনি কৃষ্ণসেবায় উদ্দীপনা অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ বলদেব নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দীপনায় বিভাবিত হইতেন এবং সেই সকল উপদেশ শিষ্য-শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। দার্জ্জিলিং, শিলং, মুসৌরী, উতকামণ্ড প্রভৃতি শৈলে গমন করিয়া তিনি গোবর্দ্ধনের স্মৃতিতেই উদ্দীপ্ত হইয়া অনুক্ষণ আবেগভরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন, সকলকে আত্মমঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতেন, নবনবায়মান সেবা-বিচিত্রতা-পরিকল্পনা ও তাহাতে ভৃত্যগণকে প্রেরণা দান করিতেন। ভোগ-বর্দ্ধনের বিন্দুমাত্র আভাসও কোন নিষ্কপট সেবক তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই।

সুবর্ণবিহারে- তাঁহার গোবর্দ্ধনস্মৃতির ও মধ্যাহ্ন-লীলার উদ্দীপনা হইত, তিনি তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কথা অনেকদিন আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনাভির সুবর্ণবিহারে বৃহৎ কেন্দ্ররূপ মুদ্রাযন্ত্র-সাহায্যে তিনি কৃষ্ণবর্ণ গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি হংসক্ষেত্রে (হাঁসখালিতে) যাহাতে সারগ্রাহী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপাস্য পারমহংস্যধর্ম্মের অনুশীলন হয়, তজ্জন্য তথায় একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার-স্থাপনের বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থরাজিকে তিনি কাগজের স্তূপ বলিয়া দর্শন করিতেন না। গ্রন্থসমূহকে তিনি বহু আচার্য্যরূপে দর্শন করিতেন। বহু বৈষ্ণবাচার্য্যের সঙ্গে অবস্থান করিয়া—তাঁহাদের বাণী প্রচার করিয়া তিনি আচার্য্য-সেবকের গোষ্ঠী বর্দ্ধন করিবেন, এজন্যই তিনি কুটীচক ও বহুদক অবস্থার পর হংস ও পরমহংসগণের প্রাদর্শী একমাত্র আচার্য্যসঙ্গের ও তাঁহাদের বাণী-সংকীর্ত্তন-সেবার দ্বারাই লাভ হয়, ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে যাহাতে চৈতন্য-সঞ্চার হয়, এইজন্য তিনি শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ দর্শনে শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠি-গণের সঙ্গে অচৈতন্য জীব প্রবুদ্ধ হইতে পারিবে, কলিহত সংসার সুমেধা হইয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিতে পারিবে, ইহাই তাঁহার আশাবন্ধ ছিল।

তিনি স্থূলমতিগণের জন্য রেখাকে রূপে প্রকাশ করিয়া পুনরায় রূপকে বাণীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া হরিকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের চেতনবৃত্তি উদ্বোধনের জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। কোন স্থানবিশেষের শিল্পবিদ্যার সৌন্দর্য্য-প্রকাশ ও প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রাকৃত দেশাত্মবোধে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ হয় ত মনে করিতে পারেন, তিনি কোন দেশীয় কুম্ভকারগণের শিল্পবিদ্যা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছিলেন, কিম্বা নদীয়া জেলার উন্নতিকল্পে তথায় স্কুল, ডাকঘর, ভড়িদা-লোক, সৌধমালা প্রভৃতি স্থাপন ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রসার। ঐসমস্ত কার্য্যই তিনি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুকূলরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারবাহিগণ বপু-দর্শনে মুগ্ধ হন। সারগ্রাহী হংস ও পরমহংসগণ বাণী বা কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারেন; কারণ তাঁহারা সুমেধা। এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের Morphology ও Ontology'র বিচার।

'Morphos' বা বপুদর্শনে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রতি একমাত্র লক্ষ ও কোটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকীর্ত্তনকে আবৃতি করিবার অনুরাগ থাকে না। সমস্ত সংসার এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রতি উদাসীন; অতএব সুমেধা ও কলিহত। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন' অর্থে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা অর্থাৎ কামদেব-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামযজ্ঞের সর্ব্বতোমুখী তর্পণ।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানত-পাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ।—(ভাঃ ১২।৩।৪৩)

হে রাজন্! কলিযুগে মানবগণ প্রায়শঃ পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি ত্রিলোকেশ্বরগণকর্ত্তৃক বন্দিতপদকমল, জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
—(ভাঃ ১২।৩।৪৪)

ম্রিয়মাণ আতুর পুরুষ শয্যাশায়ী শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও স্খলিতকণ্ঠস্বরে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মরূপ অর্গলবন্ধনমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে, কলিযুগে মানবগণ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।

আমরা ম্রিয়মাণ, আতুর, শিথিলেন্দ্রিয় ও পশু। আমরা সর্ব্বদোষাকর কলির তাপে তপ্ত, সম্ভোগমদে মত্ত; এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-তিথি-পূজায় বৈষ্ণবানুগত্যে আশ্রয়ানুগত্য আমাদিগকে নানাভাবে শিক্ষা প্রদান করিলেও আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গলবিধাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই মঙ্গলচেষ্টাকে বরণ করিতে পারি নাই, তাই পুনরায় মহাবদান্যশিরোমণি অন্তরূপে কৃপা করিবার জন্য অজ্ঞান অধম আমাদের নিকট তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী সুমেধস্তিথি প্রকট করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে বিষয়বিগ্রহ শব্দাবতারের আরাধনা শিক্ষা দিয়াছেন।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

"হে রাজন্! সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-হেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" (ভাঃ ১২।৩।৫১)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবর্ষপূর্ত্তি-বিরহ-তিথিতে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনকারিবিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর অতিমর্ত্ত্য আচার প্রচার আদর্শের অনুকীর্ত্তন করিতে আমাদের লোভ ও অভিলাষ হইয়াছে। তাঁহার অপার্থিব করুণার কণা অষ্টোত্তরশত গুটিতে মালাকারে রচনা করিয়া সপ্তাহব্যাপী সুমেধ-স্তিথি-মহামহোৎসবে আমরা তাহা অনুশ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন মুখে অনুস্মরণ করিব। যাহাতে আমরা আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনতটে শরণাগত হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে, বৈষ্ণবানুগত্যে যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুপাদের কীর্ত্তনময়ী পূজা করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। বৈষ্ণবের আনুগত্যেই আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়। বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণের চেষ্টা কৃষ্ণের অনুকরণ, তাহা শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ নহে। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন না, বৈষ্ণবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সুখী হ'ন। গুরুদেবের কৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ—কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত শ্রীরূপানুগ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সপ্তজিহ্বাকে পুনরুদ্দীপ্ত করিয়াছেন, সুমেধস্তিথি-পূজায় আমরা সেই অপ্রাকৃত বাস্তিক শ্রীল প্রভুপাদের গোবর্দ্ধনপূজার একটি নগণ্যতম উপায়ন হইবার জন্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপা-কটাক্ষ প্রার্থনা করিতেছি। জয় শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর জয়।

# শ্রীশ্রীদয়িত-দাস-দশকম্

( ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক-শ্রীধর-স্বামিপাদেন রচিতম্ )

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্দ্রবাসাঃ
উচ্চৈরুৎক্রোশতাং কৃষ্ণবিরহতৃষা ধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্।
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হৃতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১॥

গৌরো গৌরস্য শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
গৌড়ে গৌড়ীয়গোষ্ঠ্যাশ্রিতগণগরিমা প্রাবিড়ে গৌরগর্ব্বী।
গান্ধর্ব্বা গৌরগাত্রো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো পরিষ্ঠো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥২॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহতি জগতি প্রেমপীযূষধারা
যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভর্ত্তি।
যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরসিকগণো মোদতে সম্প্রপদ্য
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৩॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃত-জলনিধিনা প্লাবয়ং সর্ব্ববিশ্ব-
মাত্রেজ্ঞাশেষলোকং দ্বিজনৃপবণিজঃ শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টান্।
মূকৈঃ শিষ্টৈরসখ্যং পতিতমপতিতং গৌরকারুণ্যশক্তি-
র্যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৪॥

বাৎসল্যাৎ যচ্চ পিত্রোর্গতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
দাম্পত্যাৎ দয়িতৈব স্বজনগণকৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি।
বৈরূঢ্যেনেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সম্বর্দ্ধিতোঽস্মি
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৫॥

অস্যাশা বর্ত্ততে তং পুরটবরবপুর্লোকিতুং লোকশঙ্কং
দীর্ঘং নীলাব্জনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতার্কেন্দুভালম্।
সৌম্যং শুভ্রাংশুবক্ত্রং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং প্রশান্তং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৬॥

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
কর্ণক্রোড়াঙ্গনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্ত্তিং প্রকাশ্য।
নীলাদ্রীশস্য লগ্না নয়নবিষয়তাং নেত্রতারাভিধেয়া
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৭॥

গৌরাব্দে শূন্যবাণাব্ধিতনিগমযিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
পৌষে মাসে মধায়াময়রগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে।
যাসো যো রাধিকায়া অতিসখহরিতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৮॥

গৌরেন্দোরত্নশৈলে কিমু কনকঘনো হেমরাজদ্যুনদ্ধা
আবির্ভূতঃ প্রবর্ষৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ ধাবদদ্ধম্।
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ মহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৯॥

হাহাকারৈর্জ্জনানাং গুরুচরণযুগং পূরিতা দূর্নভঙ্গ
যাতোঽসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাৎ হন্ত শূন্যান্বিতং মে।
ধর্ম্মজ্ঞো বাসুদেবপ্রভুরতিসখিতস্তৎপদাব্জং প্রপন্ন
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং বিনতকরুণ হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১০॥

---

# শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তৃতা

## দুগ্ধসঙ্ঘ-অর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদ-প্রাব্যা

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৫ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীভক্তি-বিনোদ-বিরহতিথি। শ্রীল প্রভুপাদ গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দিরে নবনির্ম্মিত অলিন্দে আসন পরিগ্রহ করিলেন। মহাভাগবতোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ"—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ( বেলা ৯ ঘটিকার সময় ) শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে "মদীয়াগোদ্রুমে নিত্যানন্দ

মুহাজন পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ” এই গানটি কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রদক্ষিণালঙ্কারের মূল গায়কত্বে সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গোদ্রুমবাসী সঙ্গী স্বধামগত শ্রীপাদ রাধারমণ দাস বাবাজীর সমাধিমন্দির দর্শন এবং তৎপরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিত সুরভিকুঞ্জ দর্শন, বন্দন ও পরিক্রমা করিয়া পুনরায় ভক্তগণ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গোড়ায়ই ভাগবতের এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' জান্‌বার ইচ্ছা হ'বে যাঁর, তাঁর সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন ব'লেছেন—'চৈতন্যবিমুখ নিজজনে জানি পর।' দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ ক'রতে হ'বে। সাধুর সঙ্গ না ক'রলে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ হ'তে পারে না। নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসিগণ মুখে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেছেন, ব'লে থাকেন; কিন্তু সাধুর সঙ্গ না করায় অন্তে মনে তাঁ'দের দুঃসঙ্গই হ'তে থাকে।

এবার প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বিশেষ যোগদান করেন নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। যত dear & near ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে যদি তাঁরা চৈতন্যবিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কিনা, তা' জান্‌বার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কা'র কতটুকু আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্যভক্তের মনোহভীষ্ট-পূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। প্রাকৃত সহজিয়াগণ চৈতন্য-ভক্তের বিদ্বেষ ক'রে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ মনে ক'রে থাকেন। এরূপ লোক যতই আত্মীয় ব'লে পরিচিত থাকুক না কেন, তা'দের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হবে। তা'রা সব কৃমি-জাতীয়; আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা' কিছু গ্রহণ করা যা'বে, তাতে আত্মশরীর পুষ্ট না হ'য়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হ'বে। এজন্য চৈতন্যবিমুখ স্বজনাখ্য দস্যুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

সুলৎসে সাহেব তথাকথিত পরার্থী কর্ম্মিগণের ভ্রম প্রদর্শন ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—একটি লোক জলে ডুবে যাচ্ছে, Altruistic চিন্তাস্রোত হ'চ্ছে সেই drowning manএর জুতা ও জামাকে বাঁচান'। পাশ্চাত্যদেশীয় ধর্ম্মেও মানুষের খোসার উপকার করাটাই বড় কথা। মানুষের উপকার করা মানে অনেকেই বোঝেন—মানুষের খোসার উপকার করা। জীবাত্মার উপর যে দেহ ও মনরূপ স্থূলসূক্ষ্ম দুইটি আবরণ আছে, মানবজাতি সেই দু'টা আবরণ বা খোসার ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বাসঘাতক উপকারকেই উপকার মনে ক'রে থাকেন। এজন্য সুলৎসে সাহেব ব'লেছেন—মানুষটা ডুবে যায় যাক্—মানুষের আত্মবৃত্তি অধঃপতিত হয় হোক, মানুষের দেহ ও মনের ভোগের যোগানদারী ক'রে তা'র জুতো ও জামাটাকে বাঁচান'ই জগতের তথাকথিত পরার্থিসম্প্রদায় মানুষের উপকার ব'লে মনে ক'রেছেন।

যাঁরা নিত্য কৃষ্ণ-কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁরাই সৎ বা সাধু, আর যাঁরা জগদ্‌ভোগের অনিত্য কথা

নিয়ে বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্ব্বিশেষ বিচারের কথা নিয়েই দিন কাটান, তাঁ'রাই হ'লেন অসৎ বা অসাধু। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের ( ১০। ১৪।২২ ) এই সুন্দর শ্লোকটি উদ্ধার ক'রেছেন—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্ ॥
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্গদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥

[ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অনন্তশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে ; তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। ]

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় কর্ম্মকাণ্ড। বিশ্বকে ভগবান্ এরূপ ক্ষমতা দেন নাই যে, বিশ্ব চিরকাল থাকবে। কিন্তু বিশ্বের বৃত্তিগুলি ধ্বংস করবার ক্ষমতা Impersonalist-দের নাই। বিশ্ব—সৎ, কিন্তু—অনিত্য। বিশ্বের অস্তিত্ব আছে। ইহার অস্তিত্বের যে বৃত্তি আছে, তাহা নির্ব্বিশেষবাদিগণ ধ্বংস ক'রতে পারে না।

আমরা যেরূপভাবে বিশ্ব দর্শন ক'রছি, সেটাই হ'চ্ছে অসুবিধার কথা। **আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'র্‌বো—এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্ব দর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ।** বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। This is a befooling agency—মানবের বিবর্ত্ত হ'চ্ছে এই বিশ্ব দেখে'। আবার যদি আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, তা' হ'লে 'বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন'। বন তখন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বন নহে—অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বন। বরণীয় বা ভজনীয় দ্বাদশ বন যাহা অপ্রাকৃত পঞ্চমুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসের আদর্শ, সেই দ্বাদশ অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী বনের উপলব্ধি হয়। অভিধেয়-বিচারে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি, তাহারই পীঠ-স্বরূপ নবদ্বীপ, আর অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের ভোগ্য দ্বাদশরসের পীঠ বৃন্দাবন। অধোক্ষজদেব শ্রীযোগ-মায়াপুরপীঠে অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে তাঁহার চারিটি অস্ত্রের দ্বারা ভ্রম-প্রমাদ করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয় ছেদন ক'রে থাকেন।

* * * *

জগতের কর্ম্মবীরত্বের পরিণাম নৈরাশ্য-জনক। এজন্যই বিদ্যাপতি গেয়েছেন—'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।' যিনি ব'লছেন,—তিনি আপনার শুভাশুভাধ্যায়ী, তিনিই আপনার সমস্ত নাশ ক'রবেন। জগৎটায় কেবল দুঃখের উপর দুঃখ, তা'র উপর দুঃখ।

মায়া হ'তে উদ্ভূত যে বিশ্ব, হে ভগবন্। তাহা তোমাতেই অবস্থিত। জগৎ তোমা ছাড়া নহে, কিন্তু তুমি জগৎ নহ। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। জ্ঞেয় পদার্থ যদি সেব্যবস্তুতে দর্শন হয়, তবে তাহাই গোলোক-দর্শন। যেমন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" জগৎ আমার ভোগ্য, আমি ভোগী —ইহাই জগদ্দর্শন। কিন্তু ইহা জগন্নাথের অবস্থান-ক্ষেত্র—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

যখন আমরা বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধতন প্রদেশ গোলোকে প্রবেশ ক'রতে পারব, তখনই গীতার "ভক্ত্যা মামভি-জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" — শ্লোক কথার সার্থকতা হ'বে। এই বিশ্বে নিত্যতা, চেতনতা ও অবিমিশ্র আনন্দের অভাব আছে, কিন্তু তুমি নিত্যকাল অবস্থিত নিত্যপূর্ণচেতন ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ। তোমার আনন্দের প্রাপ্তি যদি ঘটে, তবে আমার আনন্দের প্রাপ্তি ঘ'টবে না কেন? আমি কি তোমা ছাড়া? জগৎ ভোগ ক'রতে গিয়ে আমি কষ্ট পাব, কিন্তু গোলোক ভোগ ক'রতে গিয়ে তোমায় কষ্ট হ'বে না। জগৎ দর্শন ক'রতে গিয়েই কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ। আমাদের কেবল কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। বিম্ব-দর্শনে ভুল হ'ল কেন? তা'র কারণ হচ্ছে, সেখানে মেপে নেওয়ার কার্য্য আছে—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'; আর গোলোকে 'অনন্যারাধিতঃ'। ভক্তি-বিনোদ-আনুগত্য হ'চ্ছে 'অনন্যারাধিতঃ,' আর অভক্তিবিনোদানুগত্যের কার্য্য হ'চ্ছে 'অনয়া মীয়তে'। যখন গুরুপাদপদ্মকে গদাধর পণ্ডিত ব'লে জ্ঞান হ'বে, তখনই ব্রজে যা'বার রাস্তা হ'ল। আর যখন মনে হ'ল তিনি তা' নন, তখনই মুস্কিল। আজ শ্রীগদাধর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। আজ ব্রজে যাওয়ার তিথি।

বাস্তবিক সুধী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—মহা-জনের অনুগমন ও অনুসরণ। আর নিজেরা মেপে নেবো—এই বিচারটি হ'চ্ছে বিম্বদর্শনের বিচার। এতে সংসার লাভ হ'বে, ব্রজে যাওয়া যাবে না।

* * *

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কৃপায় পণ্ডিত শ্রীবল্লভ ভট্ট কিছু কিশোর-গোপালের উপাসনার কথা শুনেছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁর অনুগতাভিমানী লোকেরা বালগোপালের উপাসকের চিত্তবৃত্তি ও বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন।

* * *

ভারতব্যাপী প্রচার আরম্ভ ক'রে দি'ন। কা'কে রাম বলে, কা'কে সীতা বলে, কা'কে কৃষ্ণ বলে, কা'কে ভক্তি বলে, কা'কে প্রেম বলে—জগতের লোক এ সকল কথা কিছুই জানে না। তারা যা' জেনে রেখেছে, সব ভুল। এজন্য একদিন ঠাকুর মহাশয় গেয়েছিলেন—

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ॥

বাঙ্গালার লোক এখনও শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় ক'রতে পারছে না। নানা মনোধর্ম্মের কথায় মত্ত হ'য়ে র'য়েছে। চেতনের কথা পরিত্যাগ ক'রে চিজ্জড়সমন্বয়বাদের প্রলাপ ব'কছে।

* * *

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট কালও ২২ বৎসর হ'য়ে গেল। এই ২২ বৎসরকালের কার্য্য সমালোচনা করা যা'ক। ২২ বৎসর কে কতটা হরিসেবায় অগ্রসর হ'য়েছেন, তার একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার। এ বৎসর বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার কার্য্যটা বিশেষভাবে আরম্ভ করা আবশ্যক। বিশ্বের সকল লোককে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব করা প্রয়োজন। মিঃ সুলৎসে একটা কথা বুঝ্‌তে পেরেছেন যে, বৈষ্ণব 'হওয়া' বা করা' যায় না। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ

বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে হ'বে। এই স্বরূপোপলব্ধির বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কার্য্য। এ জগতের লোক কেবল মাপ্‌ছে। কেবল জাতীয়তা—প্রাদেশিকতা—অসৎসাম্প্রদায়িকতা। এই মাপা-কাজটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব, বিগতবিশ্ব, বর্ত্তমানবিশ্ব ও ভাবিবিশ্ব—সকলের মঙ্গল ক'রতে হ'বে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা নিয়ে পরিভ্রমণ ক'রতে হ'বে। দরকার হ'লে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্‌টাও ঘুরতে হ'বে। নির্জ্জন-ভজনের নাম ক'রে নিজের ও পরের হিংসা-কার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা দরকার। প্রত্যেক মানুষের দরজায় একবার ক'রে আঘাত করা দরকার। তাঁ'রা যদি নিষ্কপট ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—কি ক'রে প্রকৃত হরি-ভজন হয়, তখন তাঁদের ব'লতে হ'বে—একমাত্র ভক্তিবিনোদধারায় শুদ্ধ হরিভজনের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হবে। সত্য কথার কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদ-ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

---

# শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণীতে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ-সেবার মনোভীষ্ট

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ ]

গত বর্ষের (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী, গৌরবাণী-বিগ্রহ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করেন, সেইদিনই পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যবর্গকে আহ্বান করিয়া নিজ মনোঽভীষ্ট-সমূহ জ্ঞাপন করেন। ইহার কএকদিবস পূর্ব্বে ৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালেও শ্রীল প্রভুপাদ বহুভক্ত-সমক্ষে তাঁহার মনোঽভীষ্টের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণই তাঁহার উদ্দেশ্য ও মনোঽভীষ্টের মধ্যে *esoteric* ( অন্তরঙ্গ ) ও *exoteric* ( বহিরঙ্গ ) এবং *ontology* ( তত্ত্ব-বিজ্ঞান ) ও *morphology* ( বপুর্বিজ্ঞান ) এই কএকটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী বা মনোঽভীষ্টের মধ্যেও তাঁহার ঐ দুইটি উদ্দেশ্য সারগ্রাহিগণের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে।

অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের দিবস প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের রচিত "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ"—এই নিগূঢ় অন্তরঙ্গ-ভজনগীতিটি কীর্ত্তন করিতে বলেন এবং পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত "শিক্ষাষ্টক-সঙ্গীত"টী কীর্ত্তন করিবার আদেশ করেন। এই দুইটি বিশেষ সঙ্গীত শ্রবণ ও তাহার বিশেষ কীর্ত্তনকারিদ্বয় নির্ব্বাচনের মধ্যে শ্রীল

প্রভুপাদের যে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়, উহা আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ বা শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু এই দুইজনের কাহারও সঙ্গীতবিদ্যায় কোন বিশেষ অধিকার, এমন কি সুর-তাল-মান-লয়াদিতেও খুব বেশী অভিজ্ঞান নাই; ইহারা গায়ক নহেন। অথচ এই দুইজনের মুখেই শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ৪ইটি বিশেষ সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন কেন?

যখন শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে "শিক্ষাষ্টক" সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিতে বলেন, তখন সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ কোন দক্ষ গায়ক কুঞ্জবাবুর ইঙ্গিত অনুসারে বিদ্যালঙ্কার প্রভুর হস্ত হইতে 'গীতাবলী' পুস্তকটি গ্রহণ করিয়া ঐ সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—'আমি সুর, মান, লয় চাহি না, বিদ্যালঙ্কার প্রভুই ইহা কীর্ত্তন করিবেন, তিনি কেবল উচ্চৈঃস্বরে গানগুলি বলিয়া যান। ইহা দ্বারাও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন যে, গানের morphology বা বহিরঙ্গ সুর-তাল-মান-লয়াদি যাহা সাধারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ভোগী জীবকে আকর্ষণ করে, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। সঙ্গীতের গূঢ় মর্ম্ম ও উপদেশই তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয়।

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ"—এই সঙ্গীতটিতে রূপানুগগণের ভজনরহস্য নিহিত আছে, অর্থাৎ শ্রীরূপ-মঞ্জরীই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসাত্মক মধুর ভজনের মূল মহাজন ও আশ্রয়-বিগ্রহ। সেই আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই রূপানুগগণের সর্ব্বস্বসার। "সেই মোর ভজন পূজন, সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন" প্রভৃতি বাক্যে আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যই রূপানুগগণের জীবাতু ও যথাসর্ব্বস্ব, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং "কৃষ্ণা অনর্পিত-অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তুয়া নিজ জীবন"—প্রভৃতি বাক্যে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা রূপানুগ ভজনের সর্ব্বোত্তম অবস্থার কথা ব্যক্ত করিতেছে।

আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যময় এই বিপ্রলম্ভরীতি-কীর্ত্তন-শ্রবণের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের "শিক্ষাষ্টক"—যাহা শ্রীভক্তিবিনোদ-মুখ-বিগলিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলেন। শ্রীভক্তি-বিনোদ তাঁহার ভজনরহস্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তনের দ্বারাই অষ্টকাল-লীলার গূঢ়পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশের প্রাক্কালে এইজন্যই শিক্ষাষ্টক এত আদরের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক, যাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা বা প্রথম যামসেবার মন্ত্র বলিয়া ভজনরহস্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রথম যাম-সেবায় প্রবেশের প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রবণ করিলেন। যখন দ্বিতীয় যাম-সেবার শ্লোকটি অর্থাৎ শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকের ("নামামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা") ভক্তিবিনোদ-কৃত—পদ্যানুবাদটিটি শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন :—

"কৃষ্ণা যত্তা ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ মোর, ভাগ্য ছাড়ারা॥"

—এই পদ শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ললাটে করার্পণ-পূর্ব্বক অধিকতর বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত এবং সমবেত শিষ্যবৃন্দকে শ্রীহরিনামে রতিহীন জীবের দুর্ভাগ্যের কথা শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট অন্তরঙ্গকল্প ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবানিপুণকল্প এক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের স্থূল ললাটে ঐরূপ হস্তার্পণের morphology-তে (বাহ্যাকৃতিতে) বলিত হইয়া মনে করিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ বোধ হয়, গান শুনিতে শুনিতে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, তাই অতিশয় দুর্ব্বলতাবশতঃ মুখে কিছু বলিতে না পারিয়া ললাটে হস্তার্পণপূর্ব্বক স্বীয় শারীরিক ক্লেশের কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

প্রেমকল্পলতার প্রথম মুকুল, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের প্রাক্কালে শ্রীল মাধবেন্দ্রকে "অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ"—শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে দেখিয়া

বাহ্য আকৃতি বা morphologyতে বঞ্চিত হওয়ায় রাঘবেন্দ্রপুরী মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব শারীরিক ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তদ্রূপ শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুর মুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের "অতিশয় মন্দ, নাথ, ভাগ্য হামারা" পদ শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ললাটে করার্পণের দৃশ্যে বঞ্চিত হইয়া এক সেবকব্রুব ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের মস্তকপীড়া হইতেছে বিচার পূর্ব্বক অত্যন্ত দরদীর অভিনয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ইপ্সিত শিক্ষাষ্টকের সঙ্গীতকীর্ত্তন-শ্রবণ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন! ইহা অপেক্ষা অধিকতর পাষণ্ডতা এই যে, উক্ত ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদের জন্য যাঁর অসীম দরদ ও অন্যান্য ভক্তগণ যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে ঐ সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রভুপাদের প্রতি অনাদরের কথা অন্তরালে বাহিরে গিয়া কতিপয় মহিলার সম্মুখে প্রচার করিয়া বলিতেছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে এতটা ভাল বাসেন, যে নিজ শিরোদেশে তাঁহার (উক্ত অন্তরঙ্গ ব্রুবের) পদধূলি গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও সেই অন্তরঙ্গব্রুব শ্রীল প্রভুপাদের আচরণের morphologyতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ব্যাপার হইয়াছিল এই—উক্তব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শয্যার যেদিকে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেইদিকে শ্রীল প্রভুপাদের হস্ত প্রসারিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ 'অতিশয় মন্দ, নাথ, ভাগ্য হামারা' অর্থাৎ "হে, শ্রীনাথপ্রভো! তোমার এইরূপ উদার দয়া, কিন্তু আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ"—গানের এই পদগুলি শুনিয়া ললাটে হস্তার্পণপূর্ব্বক বিপ্রলম্ভভরে ভাগ্যের দোষ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অন্তরঙ্গব্রুব তাঁহার নিকট হইতে হাত উঠাইয়া প্রভুপাদ শিরোদেশে হাত দিতেছেন দেখিয়া বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ব্যক্তির পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন! নিজেকে 'শ্রেষ্ঠ' বিচার করিয়া গুরুদেবকে নিজের পদধূলি গ্রহণকারী, উচ্ছিষ্টভোজনকারী, নিজের গ্রামের কুকুর প্রভৃতি অকথ্য চরম পাষণ্ডতার বিচার morphology বা বাহ্যাকৃতিতে মুগ্ধ হইলেই উদিত হয়।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ যখন বৃষভানুপুরে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট পাত্রে ব্রজবাসিগণের প্রদত্ত ঘোল পান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যগণের উচ্ছিষ্ট পাত্রটি পুনরায় ঘোল পান করিবার জন্য চাহিলে জনৈক ভক্ত তাহা দিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন এবং বলেন যে, আর একটি নূতন পাত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে নূতন করিয়া ঘোল আনিয়া দিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাতে অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া বলেন, 'আপনার ব্রজের ঘোল ভোগ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি আবার নূতন করিয়া পাত্রে যে গাড় করিয়া সেটুকরিয়া ঘোল খান, কিন্তু আমি গোপীগণের একটু উচ্ছিষ্ট চাই।' অগত্যা সেই ভক্ত সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রটি শ্রীল প্রভুপাদের হস্তে প্রদান করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ সেই উচ্ছিষ্ট ঘোলই পান করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বা ঐ ভক্ত কিন্তু সেজন্য কখনও বিচার করেন নাই যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী বা তাঁহারা ব্রজগোপী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে ভক্তগণের যে সকল উচ্ছিষ্ট পত্রাদি আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং কুকুরগুলি যাহা ভোজন করিত, সেই সকল কুকুরের মুখস্রাব, আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত প্রসাদের কণিকা আহরণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে তাহা ভোজন করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার বাহ্যাকৃতি বা morphologyতে মুগ্ধ হইয়া যদি আমরা মনে করি, ঐ কুকুরগুলি শ্রীল প্রভুপাদের প্রভু, তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত। মহাভাগবতের সর্ব্বত্র ভক্তদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন বা গোপীদর্শন। তাই বলিয়া কুকুর যদি নিজেকে মহাভাগবতের প্রভু বা মহাভাগবতকে তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী মনে করে, তবে সেই কুকুর অধিকতর অধমা যোনি লাভ করিবে সুনিশ্চিত।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য। গৌড়ীয়াচার্য্য

শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু চিরদিনই শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ ভজনের অনুকূল-সেবা-সমূহ করিতেন। যখনই শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় সঙ্গীত, শ্লোক বা গ্রন্থের কোনস্থান শ্রবণ, নির্দ্দেশ বা অনুসন্ধানের আবশ্যক হইত, তখনই শ্রীল প্রভুপাদ তাহা শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে বলিতেন।—'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু, 'শ্রীরূপ-মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ', 'যশোমতী নন্দন', 'তাহাঁ যে মন শ্রীনন্দনন্দন', 'মন তুমি কিসের বৈষ্ণব', 'আনন্দ দেহ গেহ', 'শুষ্কতরু-চরণরেণু', 'কবে গৌরবনে সুরধুনী তটে,' 'আমি ।ত' আনন্দসুখদ বাসী', 'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা'—প্রভৃতি প্রিয় সঙ্গীতসমূহ কীর্ত্তন করাইতেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর একটি বিশেষ স্বভাব এই যে, তিনি অন্য কোনও লোকের ফরমাইস্ মত কোন গান কোনদিনই কীর্ত্তন করিতেন না। কারণ তিনি বলিতেন, 'আমি বিষয়ী ভোগিগণকে সুর-তাল-মান-লয় ভোগ করাইবার জন্য তাহাদের খিদ্‌মদ্‌গার হইব না। কিন্তু শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ পাইবামাত্র শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকিলেও সর্ব্বথা সেই আদেশ পালনে পালন করিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানলীলাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন জীবজগতের দুর্ভাগ্য বিজ্ঞাপিত করিয়া শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও অন্তর্দ্ধানলীলাভিনয় করিতেছিলেন, কাজেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর একান্ত বিজ্ঞতরুণ-ভাজন ভক্তিবিনোদগণে গণিত নিকপট আদর্শ ত্রিদণ্ডিবর শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুদ্বয়কে শ্রীরূপানুগবর শ্রীনরোত্তম ও শ্রীভক্তিবিনোদের রচিত ভজনের নিগূঢ় সঙ্গীতকীর্ত্তনকারি-রূপে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের মুখে ভজননীতি শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপপ্রভুর অন্তর্লীলায় শ্রীস্বরূপ-রামানন্দই শ্রীগৌর-সুন্দরের ভাবোপযোগী সঙ্গীত ও শ্লোকাদি শ্রবণ করাই-তেন। শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে তাঁহার অন্তর্লীলায় অনুরূপ কৃষ্ণলীলা-গান শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা-বিকাশের দিবস ( ১৩ই পৌষ ১৩৪৩, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার ) পূর্ব্বাহ্নে কতিপয় ভক্তসমীপে তাঁহার যে আর একটি চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোহভীষ্টের কথা ব্যক্ত করি-য়াছেন, তাহাও তাঁহার অন্তরঙ্গ মনোহভীষ্টের প্রকাশক। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সুন্দরানন্দ 'মধুব।' Edit ( সঙ্কলন ) করিবে"। "সরস্বতী-অর্চ্চ"র পাঠকগণ জানেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে বৈষ্ণব-মধুব। সঙ্কলনের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। স্বধামগত নিখিলভূষার ঘোষ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বৈষ্ণবপরিভাষার একটি বিশ্বকোষ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভু-পাদের উপর ঐ ভার প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে বৈষ্ণবমধুব।র নানা উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকেও শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া-ছিলেন যে, বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থের অভাবেই পরিভাষার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও বিষদৃষ্টি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া জগতে নানা-প্রকার মতবাদের সৃষ্টি ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি আক্রমণ, তথা বৈষ্ণব-সমাজের শব্দের কদর্থ করিয়া নানাপ্রকার অনর্থজাল উপস্থিত হইতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'সেবা', 'লীলা', 'অপ্রাকৃত', 'অধোক্ষজ', 'প্রকট-অপ্রকট' প্রভৃতি শব্দের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সেবা ও লৌকিককর্ম্মকে, লীলা ও জীবের ভোগকে, আধ্যাত্মিকতা ও অপ্রাকৃতত্বকে, কর্ম্মফলবাধ্য জন্ম-মৃত্যু ও প্রকটাপ্রকট ব্যাপারকে একাকার করিয়া এবং শব্দ-তাৎপর্য্য-সাম্যের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদ বৈষ্ণবধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে বসিয়াছে! প্রাকৃত নীতিমাত্রবাদী আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের একটিমাত্র পরিভাষার প্রকৃত অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে মায়াসীতা-হরণের আদর্শের ন্যায় আক্রমণের পাত্র মনে করিয়া ফেলিয়াছেন।

সেই সময় প্রভুপাদ অতীব প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন,—'যদি আমি এবার বৈষ্ণবমঞ্জুষা (বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশ্বকোষ) শেষ করিতে না পারি, তাহা হইলে কেবল এইজন্যই আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।' (সারস্বতী-জয়শ্রী ১২শ বৈভব, ৮২পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়,—যে বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সম্পাদন-কার্য্য শেষ করিবার জন্য তিনি প্রণকে পুনরায় অবতার-পর্য্যন্ত অভিলাষ করেন, যে বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সম্পাদনের কথা তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিহারের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই, সেই বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সঙ্কলন-কার্য্যটি তাঁহার একটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবা। এই অন্তরঙ্গ সেবার ভার শ্রীল প্রভুপাদ অতি স্পষ্টভাষায় শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-মনোঽভীষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভাব। শ্রীরূপ-রঘুনাথ বা গোস্বামিদ্বয় শ্রীচৈতন্যের যে-সকল মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন, তাহা সেই সকল অন্তরঙ্গ গৌর-পার্ষদের অন্তরঙ্গ সেবা। ঐ সকল অন্তরঙ্গ-গৌরপার্ষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা জীবকল্যাণের জন্য শস্ত্রমুখে ও শস্ত্রলেখনীতে শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই শ্রীরূপ-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপনের জন্য শ্রীধামমায়াপুরে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার তাঁহার প্রকটকালীয় সর্ব্বশেষ ব্যাসপূজা-বাসরে (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬) সংস্থাপন করেন এবং শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে সেই ভক্তিবিনোদরিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট বা শ্রীরূপের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগারের মুখ্য রক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শ্রীরূপানুগদাস বা শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পদাঙ্কানুসরণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যাবতীয় লেখনীর ন্যায় শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নিয়ামকত্বে ও আনুগত্যে শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ ও শ্রীযুৎ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকরপ্রভুর উপর সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের সেবা, মঞ্জুষার সেবা, গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার-সেবা যে, শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-মনোঽভীষ্ট, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিহার-দিবসের পূর্ব্বাহ্নে হরিকথাকীর্ত্তন-প্রচার, শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার এবং গ্রন্থাদি লিখন ও গ্রন্থাদি প্রচারে শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুকে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুৎ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সাহায্য করিবার আদেশ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট নির্ব্বিশেষ ভক্তগণকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়াছেন। যাঁহারা বহিরঙ্গ স্থূল বস্তুর গ্রাহক, তাঁহারা মনে করিয়াছেন,—শ্রীল প্রভুপাদের ঐ শ্রীরূপধাম ও শ্রীরূপানুগ-মনোঽভীষ্টের মূল্য কিছুই নহে, বরং শ্রীরূপ-ধামটি অর্থবীরত্বের অধীন। শ্রীল প্রভুপাদের পরম আদরের "ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি ?" প্রবন্ধটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে ও মায়া-দ্বারা বঞ্চিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পন্থা-নীতিকে বহুমানন না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট উপলব্ধির বিষয় হয়। ভারবাহী গর্দ্দভ মনে করে, সে যখন চিনির বোঝা বহন করে, তখন চিনির পরিচয় তাহা অপেক্ষা অধিক আর কেহ পায় নাই। বস্তুতঃ সারগ্রাহিগণ গোখরের ঐ বুদ্ধির অধিক মূল্য প্রদান করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিহারের প্রাক্কালে তাঁহার অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট বা শ্রীরূপ-ধাম—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার—বাক্যের দ্বারা ও লেখনীর দ্বারা কীর্ত্তন-প্রচারের আদেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের বহিরঙ্গ স্বরূপ বা বপুর কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য একটি পরিচালক-সঙ্ঘের সাহায্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। হাতা মিটার ও পুণায় পরিবেশন করে, কম্পোজিটার বা অক্ষর-সংযোজক এবং প্রেসম্যান্ অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র-চালক বা মুদ্রাযন্ত্রের ম্যানেজার বা পরিচালক শ্রীমদ্ভাগবত, উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের অক্ষর-সংযোজনা ও মুদ্রণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করে বলিয়া

ধাতা যদি নিজেকে পুণ্যার ও মিষ্টান্নের সৃষ্টিকর্ত্তা কি-বা কার্য্য-নির্ব্বাহক, অক্ষর-সংযোজক প্রভৃতি যদি নিজদিগকে শ্রীব্যাস বা শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃষ্টিকর্ত্তা মনে করে অথবা ঐসকল কল-কব্জাকেই মুখ্য বলিয়া শ্রীব্যাস, শ্রীরূপ প্রভৃতি অপ্রাকৃত শক্তিবর্গকে গৌণ বিচার করে, তাহা হইলে তাহা যেরূপ মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ কোন পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের বাহ্য কাঠামোর পরিচালনকে মুখ্য মনে করিয়া পারমার্থিক-প্রাণবস্তুকে গৌণ মনে করিলে ভারবাহিত্বই প্রমাণিত হয়। এজন্য ভারতের বৈজ্ঞানিক বৈদ-বর্ণাশ্রম-প্রণালীতে ব্রাহ্মণকে সমাজ-দেহের নিয়ামক, শিরোদেশ বা প্রাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞতাই ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও শূদ্রের কর্ম্ম-বীরত্ব ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যের নিয়ামক। যে-প্রতিষ্ঠানে ব্রহ্মজ্ঞতা ও তদূর্দ্ধ বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিয়ামকত্ব নাই, সেই প্রতিষ্ঠানের বল-বীর্য্য, বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি, সমস্তই আত্মবিনাশের হেতু। এজন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে "রূপানুগত্ব" বলিয়া একটি কথা প্রচলিত আছে। "শ্রীরূপপাদকতলবাসী, কেবল সিদ্ধান্ত লইয়াই আলোচনা করেন, পুঁথি-পত্র লেখেন, কীর্ত্তন করেন; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ সেইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করিবেন কেন? তৎপরিবর্ত্তে মহারাজ মানসিংহ যিনি আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীগোবিন্দের মন্দির-রচনায় যাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তির কথা শুনা যায়, তাঁহার দাসের কথা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত নাই কেন?—ষোলপাটী, কেবলমাত্র পুঁথি-পত্র-সর্ব্বস্ব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নিয়ামক বলা হয় কেন?—শ্রীল সনাতন, শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীল গোপাল ভট্ট, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাস, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহারা ত' কেহই মুলোদিনী বা হিইলারের মত ডিক্টেটার হইতে পারেন নাই, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিচালনা করিতে পারেন নাই, কেবল নিজে আচরণ করিয়া কতক-গুলি পুঁথি-পত্র লিখিয়াছেন, গুহ্যসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া-ছেন, ইহারা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নিয়ামক হইলেন কেন? শ্রীধরস্বামী মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি কএকটি গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন, যুক্তিতর্ক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের বাহ্যদেহের পরিচালক বলিয়া কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'জগদ্গুরু' বলিয়া অভিহিত করিলেন কেন? তাঁহার সম্বন্ধেই বা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন কেন—"স্বামী যে না মানে তারে বেশ্যামধ্যে গণি।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শেষ অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার এবং এই প্রচারের ভার শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ৮ই পৌষ (১৩৪৩) বুধবার প্রাতে এবং ১৩ই পৌষ (১৩৪৩) পূর্ব্বাহ্নে বহু ভক্তের সম্মুখে পরমপূজনীয় শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর উপর প্রদান করিয়াছেন। এখনও মনে পড়ে সেই গত বৎসরের ৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালের দৃশ্য। আমি পূর্ব্বদিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া-ছিলাম, ৮ই পৌষ প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি। শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নবহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তিসুহৃৎ প্রভু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকবৃন্দ উপস্থিত, পূজনীয় শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী গ্রন্থবিভাগাধ্যক্ষ, শ্রীপাদ নবীন-কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু ভক্ত উপস্থিত, সেইসময় শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই—'বাসুদেব কই', 'বাসুদেব কই',—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু তদানীন্তন অন্তর্দ্বীপলীলাভিনয়কারী শ্রীল বাসুদেবপ্রভুকে ধরিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে লইয়া আসিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণ পার্শ্বপ্রান্তে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আবেশভরে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে বলিলেন,—'আপনি শ্রীরূপ রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন, এই ভার আপনার উপর থাকিল।'

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপ-রঘুনাথ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হন, সেই রূপ-রঘুনাথের কথা-

প্রচার যদি রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের একমাত্র মুখ্য কার্য্য ও জগতের প্রতি শ্রেষ্ঠকৃপা হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সাক্ষাৎ আদেশ যদি প্রভুভৃত্যগণের নিকট সাক্ষাৎ বেদবাণী বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিশেষভাবে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর উপর শ্রীল প্রভুপাদের এই শেষ অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট-প্রচারের ভারার্পণ-কার্য্যটি প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর অনুধাবনের বিষয়। এই রূপ-রঘুনাথের কথা-প্রচারই গৌড়ীয়াচার্য্যের অন্তরঙ্গ সেবাকার্য্য।

শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার ন্যূনাধিক সকল প্রভু-ভৃত্যেরই কৃত্য বা সকলের প্রতিই এই আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য হইলেও কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর বিশেষভাবে সাক্ষাৎ আদেশের একটি বিশেষ মূল্য আছে। গৌড়ীয়গণ শ্রীগৌরপার্ষদগণকে পরস্পর অভিন্ন বিচার করিলেও রূপানুগত্য শব্দের দ্বারা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর একটি বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করেন এবং সকল গৌড়ীয়ই শ্রীরূপের অনুগ বিচার করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন; এমন কি শ্রীসনাতন, যিনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পারমার্থিক বিচারে শ্রীরূপের গুরুদেব, তিনিও আপনাকে রূপানুগ বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট কালে পুনঃ পুনঃ শ্রীরূপের পাদপদ্মের ধূলির কামনা করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

আয়ুর্নানক্ষুণং নয়ৈষ্যতি বৃথা পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

শ্রীল প্রভুপাদের এই বিরহ-বাসরে—সুমেধোবাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট ভক্তবৃন্দের শ্রীরূপে মনে রূপ ধারণ পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এই বৃদ্ধ অরাতুরকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-যজ্ঞের একটি সমিধ্‌রূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা প্রদান করুন। শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বশেষ অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচারের আদেশ ও স্বলেখনীতে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারের প্রারম্ভে 'অনন্তগোপাল' শব্দের মধ্যে "বাসুদেবানন্তদাস্তে থাকিয়া ত' সদা সহ নাম"—এই শ্রীরূপের গোকুল-মহোৎসব মুক্তকুলের উপাস্যমান শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন, যাহা সুমেধোগণের একমাত্র ধর্ম্ম —প্রচারের উপক্রম-উপসংহারে ব্যক্ত এই দুই বাণীর সঙ্গতির দ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালের অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট শ্রীভক্তিবিনোদধারা-সংরক্ষণের স্পষ্ট আদেশ পাওয়া যায়।

---

# বিরহ-বিলাপ-দশক

যিনি ভক্তিবিনোদ-ভগীরথ-আনীত হরিকথা-ভাগীরথীর নিত্য প্রবাহের মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী পুনরায় কি আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন?

যিনি শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত ভূতলে পুনঃসংস্থাপনের জন্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী নাম ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহরূপে, ভক্তিসিদ্ধান্তজল্পতাণ্ডবে, ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎপরিষৎ-বৈশিষ্ট্যে ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-লীলায় অনুক্ষণ লীলায়িত ছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন?

যাঁহার অনন্যোর্দ্ধ ব্যক্তিত্ব অতীব পামর পাষণ্ডীকেও তাঁহার পদানত করিত, যাঁহাকে দেখিয়াও অনেকে দেখিতে পান নাই, যাঁহার চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়াও অনেকে তাঁহার পাদপদ্ম হইতে কোটি যোজন দূরে ছিলেন, সেই অতুলপূর্ব্ব বক্তৃকুলশিরোমণি শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কি অবতক রূপে পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন?

সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ ও কৈতব বর্জ্জনের জন্য যাঁহার সর্ব্বজয়ী বাণী অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইত, অথচ ধান্যক্ষেত্রে জামাতৃপের আবির্ভাবের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে নানাপ্রকার দুঃসঙ্গ ও বহুরূপী

কৈতব যাঁহার ধারায় রক্ষিত ও সিঞ্চিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, স্বতন্ত্রজন-সুখপ্রদানি সংরক্ষণের জন্য চতুর-শিরোমণির এই বঞ্চনা-বিদ্যার যে তাৎপর্য্য অবধারণে সুরিগণের মেধাও মোহিত হয়, সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?

যিনি নিজদাসগণকে অত্যন্ত আত্মীয় ভাবিয়া শাসন করিতেন, গৃহ-বিত্ত-স্ত্রী-পুত্র—জাগতিক যথাসর্ব্বস্ব হইতে বিমুক্ত করিয়া নিজ শ্রীচরণকমল-সেবা-অকরন্দ অহরহ পান করাইতেন, আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণকে মিষ্টবাক্য, মিষ্ট-দ্রব্য ও জাগতিক দ্রব্যাদি দান করিয়া স্বকার্য্য সাধন করাইয়া লইতেন, সেই নিজজনপালক ও স্বতন্ত্রজন-বঞ্চক শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?

যিনি বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন পূর্ব্বক ভাগবত-পারমহংস্যধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তীর উড্ডয়নার্থ গৌর-শক্তি-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি শ্রীগুরুবর্গে শূদ্রবুদ্ধিকে কোনদিন কোনরূপেই সহ্য করেন নাই, যিনি আম্নায়ধারার নিত্যত্ব, মহাজনগুরুর সার্ব্বকালিকত্ব, বহির্ম্মুখ লোকমতের, কর্ম্মবীরত্বের, পরমার্থবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যস্থতা-বিচারের মূল্য অকর্ম্মণ্যতা হইতেও ন্যূন বলিয়া জানাইয়াছেন, সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সিংহহুঙ্কারে দুঃসঙ্গ-বিরহ-বিলসন শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?

যিনি বহুবিধ সাধনপথ স্বীকার করেন নাই, একমাত্র শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত শ্রীগুরু-সঙ্কীর্ত্তনকেই সাধন ও সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; যিনি বহুবিধ মত স্বীকার করেন নাই, একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিতেই তদধীনরূপে সমস্ত মত ও পথের সমন্বয় করিয়াছেন ; যিনি বহুবিধ উপাস্য স্বীকার করেন নাই, একমাত্র স্বয়ংরূপ শ্রীগুরু ও তাঁহার অভিন্ন পার্ষদতত্ত্বসমূহকেই এক অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন ; যিনি বহুবিধ শাস্ত্র স্বীকার করেন নাই, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুকূল শাস্ত্রকেই শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; যিনি বহু গুরু করেন নাই, একমাত্র শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও তদনুগ ধারাকেই গুরু ও আম্নায়-রূপে বরণ করিয়াছেন ; যিনি বহু নাম স্বীকার করেন নাই, একমাত্র কৃষ্ণনাম ও তদন্তর্ভুক্ত তৎপার্ষদসেবী বৈকুণ্ঠনাম-সমূহকেই নামরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; যিনি অন্য কোন সিদ্ধ করেন নাই, একমাত্র শুদ্ধভক্তির সত্যানুসন্ধিৎসু ও তদনুকূলেই সিদ্ধ করিয়াছেন; যিনি কোন মৎকুণ বা রক্তপায়ী কীটসমূহকে অন্তরঙ্গ বা সেবকরূপে বরণ করেন নাই, একমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী অনুক্ষণ কৃষ্ণানু-শীলনপর ব্যক্তিগণকেই অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অন্য কাহাকেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন নাই, একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসেবী আচার-প্রচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণকেই শ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; যিনি শিষ্যানুবর্ত্তিতায় বদ্ধ হন নাই, সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী শ্রীগুরু-পাদপদ্মের হরিকীর্ত্তনপর বৈভব বিস্তার করিয়াছেন—সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?

অতিনীতিবাদী অরিষ্টাসুর, উলাইচণ্ডীর পূজক-সম্প্রদায়, বুলী-বাউল বা ত্যাগী-বাউল-সম্প্রদায়, অসংখ্য প্রাকৃত-সহজিয়া ও অতিবাড়ী সম্প্রদায় মৎসরতাবশতঃ যাঁহার পাদপদ্মনখশোভাকে মলিন করিবার শতচেষ্টা করিয়াও যাঁহার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই, একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অস্ত্র, একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কৌশল যিনি পাষণ্ডদলন বা স্বজনতোষণে নিয়োগ করেন নাই, যিনি নিজজনগণকে বপুর চাকচিক্যে মুগ্ধ না করিয়া তাঁহার মনোধর্ম্মবিধ্বংসিনী বাণীতে আকৃষ্ট করিয়াছেন, যাঁহার দৃগ্‌দৃশ্য বিচার, আরোহ ও অবরোহবাদের এবং অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজতত্ত্বের সিদ্ধান্ত, অনুকরণ ও অনুসরণের পার্থক্য-নিরূপণ, কর্ম্ম ও সেবার স্বরূপ-নির্দ্দেশ, কৃপা ও বঞ্চনার ভেদনির্ণয়, জগদ্‌গুরু, মহাজনগুরু ও একগুরুবাদ, যুক্তবৈরাগ্য ও যুক্ত-বৈরাগ্য বিচার, নামাপরাধ ও শুদ্ধনামের বিচার, অপ্রাকৃত সাদৃশ্যিক ও প্রাকৃত-সাহসিকের পার্থক্য নির্দ্দেশ, অপসম্প্রদায়-

সমূহের স্বরূপ-নির্ণয়াদি অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে রূপানুগ-গুরুভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন?

যিনি অপ্রকট লীলা আবিষ্কার-কালের অব্যবহিতপূর্ব্বে স্বীয় কৃপাময় ও করুণাময় উজ্জ্বরিত অপ্রাকৃত স্বরূপ যুগপৎ প্রকাশ করিয়া সুমেধোগণকে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহার শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীর প্রচারের পথে আকৃষ্ট রাখিয়াছেন, যিনি 'শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ'—এই স্বভজনগীতি এবং 'গৌড়বন কলিপাবন গোরা'—এই গৌর-ভক্তিবিনোদ-শিক্ষাষ্টক-গীতি নিকপট সেবক-বৃন্দের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-প্রচার-দ্বারা সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসিদ্ধাবধি নিত্যসঙ্গীতে আচার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যিনি শ্রীগোয়ভী, গুরুকী ও গোবর্দ্ধন-শিলার সাত্ত্বিকী সেবা সমর্পণ ও সর্ব্বতোভাবে শক্তিসঞ্চার করিয়া সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে স্বয়ং প্রেরণ করিয়া গিয়াছেন, যিনি নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম চিরাভীপ্সিত 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' সঙ্কলনের জন্য 'গৌড়ীয়' সম্পাদককে শক্তিসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, যিনি শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষকের অজাতশত্রুত্ব ও সেবাদর্শ সকলকে অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, যিনি শ্রীভক্তিবিজয়ের শ্রীধাম-সেবাকে বহুমানন করিয়াছেন, যিনি আচার্য্য কর্ণধারগণের ভাবী বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া উহার যথাযোগ্য লৌকিক সম্মান দান ও প্রবিণাদি দ্বারা কর্ণধারত্ব ও কূটনীতিকে বঞ্চনা করিয়াছেন, অপ্রকটলীলার রহস্যের নেপথ্যে থাকিয়া যিনি নিজজনের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবর্ষণকারিরূপে সর্ব্ববিধ প্রচ্ছন্ন দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়াছেন এবং নানাভাবে গুরুদ্রোহী স্বরূপসমূহকে নগ্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, নিজজনগণের বাস্তুবস্তুতে নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আবার নিজ অচিন্ত্য অত্যাশ্চর্য্যস্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ পরিচালনা করিতেছেন,—সেই অচিন্ত্যস্বরূপ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী কি পুনরায় আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন?

যিনি অপ্রকটলীলা-কালে জানাইয়াছেন,—'ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না', যিনি অনুক্ষণ বলিতেন,—"অচিরেই পঞ্চাশৎসহ সত্যানুসন্ধিৎসু আগমন করিতেছেন,' যিনি শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্যে 'শ্রীবাসুদেবানুবাদে' সুমেধো-গণের একমাত্র কৃত্য ও শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র সাধ্য ও সাধন অনুকূল শ্রীনামানুশীলনের প্রভূপদেশ সকলকে বলিয়াছেন, একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্গণই যাঁহার পরিকর ও লীলাসহচর, সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী পুনরায় কি আমাদের শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইবেন? অথবা তাঁহার বাণীকীর্ত্তনের মধ্যেই তিনি পুনরায় শ্রবণ-নয়ন-পথের পথিক হইতেছেন?

---

## পরমারাধ্যতম অভীষ্টদেবতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
## ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
## শ্রীচরণকমলে স্তুতি

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
দীননাথ, পতিতপাবন।
বিতরিয়া মায়ালোক, তারিতে সকল লোক,
( তুমি ) গুরুভক্তিসিদ্ধান্তভূষণ॥

গৌরার্য্য অভীষ্টধন, করিবারে সম্পূরণ,
পুরোত্তম রূপে আগমন।
কৃষ্ণনাম-প্রেমামৃত, বরষিয়া অবিরত,
নিত্যলীলায় করিলে গমন॥

করুণা-রসের খনি, মূর্ত্তিমতী গৌরবাণী,
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা।
পতিতেও সেবা দিতে, হেন নাই অবনীতে,
তুমি পর করুণা বিধাতা॥
জয় তব, জয় জয়, দীনজন-সমাশ্রয়,
(তব) কৃপাবশে পূরিত অবনী।
যে তোমার নাম লয়, ধন্য সেই মহাশয়,
সেবা-সুখে হয় বড় ধনী॥
রূপানুগ-ভক্তি-শোভা গোবিন্দের মনোলোভা,
গোপ্যনিধি করিয়া প্রচার।
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, উথারিয়া দিলে ভবে,
পাত্রাপাত্র না করি' বিচার॥
যত নগরাদি গ্রাম, বিতরিলে হরিনাম,
বিমুখতা দূর করিবারে।
কত না যতন করি', অশেষ উপায় ধরি',
কৃষ্ণধন বিলালে জীবেরে॥
ধরায় দুর্দ্দশা হেরে, সদা তব মন ঝুরে,
ঝুরে দুই কমল নয়ন।
অকৈতব কৃষ্ণসেবা, তুমি ছাড়া দেয় কেবা,
জয় জয় করুণা-প্লাবন॥
হে রাধা-মাধব-প্রেষ্ঠ! ভাগবতকুল-শ্রেষ্ঠ!
ব্রজসুখে সুখী নিরন্তর।
আবির্ভাব, তিরোভাব, দুই তব নিত্য ভাব,
কবে সত্য জানিবে অন্তর॥
(তব) কৃপাবলে কৃষ্ণ পাই, তোমা বিনে গতি নাই,
তুমি মাত্র পারের কাণ্ডারী।
কেশে করি' আকর্ষণ, উদ্ধারিবে পাপিজন,
কৃপা-আশা জানায় ভিখারী।
লীলাকথা-সঙ্কীর্ত্তন, নতি, প্রীতি, সমর্চ্চন,
যশোগাথা মানসে ভাবন,—
তব নিত্য রাসস্থান, রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন,
সেই ধামে রতি অনুক্ষণ,—
এই ত' পরম আশা, আর যত বুদ্ধিনাশা,
অন্য রতি পলাউক দূরে।
সুশীতল পদাশ্রয়, একান্ত মঙ্গলালয়,
যাচি সদা যোগমায়াপুরে।
জয় জয় গুরুদেব! ভুবন পাবন বর!
তুঁহু নাথ জগতির গতি।
মোরা ত' পতিতজন, আশামাত্র কৃপাকণ,
রাঙ্গাপদে যাচি শুদ্ধা মতি॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

---

# শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে

গত বর্ষের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলে প্রথমেই সেই সংবাদ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব পরিবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নিকট জ্ঞাপিত হয়। শ্রীল পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকালে অত্যন্ত অন্তরঙ্গলীলাভিনয় করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'ওগো শ্রীমতীর কাণে একটু কৃষ্ণনাম শুনাও'—এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভক্তগণের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন ও কোনও কোনও বিশিষ্ট ভক্তের মুখে শ্রীগুরুতত্ত্বসূচক ভজনরীতি-সমূহ শ্রবণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধভাব ও

সহজ আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কেহ কেহ কিছুতেই শ্রীল প্রভুপাদকে হরিকথা বা ভজনরীতি শ্রবণকীর্ত্তনের সুযোগ দিতেন না, কোনও ভক্তকে শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দিতেন না, বলিতেন—'চিকিৎসকগণের নিষেধ'; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গ্রাম্যসংবাদপত্র প্রভৃতি হইতে নানাকথা উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইত, অনেক বৈষয়িক আলাপ, উত্তেজনক অনেক বৈষয়িক কথা আলোচনা করা হইত। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এই—'হরিকথার মধ্যে ধার্ম্মিক ভাব থাকায় মস্তিষ্ক অত্যন্ত পরিচালনা করিতে হয়, এজন্য শ্রীল প্রভুপাদের মনকে হরিকথা হইতে divert (বিক্ষিপ্ত) করিবার জন্য ঐসকল গ্রাম্য সংবাদপত্রের সংবাদ ও বৈষয়িক কথা আলোচিত হয়।'

শ্রীল প্রভুপাদের পক্ষে যাহা সহজধর্ম্ম অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন, তাহা প্রতিরোধ করায় শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেন, এমন কি, একদিন (২৮।১২।৩৬) ঐরূপ প্রতিরোধকারী একব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন,—আপনি আমাকে হরিকথা বলিতে দিতেছেন না বটে, কিন্তু আমি স্বপ্নে বহুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা দিয়াছি।

যাঁহার পক্ষে যাহা সহজ, তাহাই তাঁহার সুখদায়ক, আর যাহা কৃত্রিম ও আগন্তুক, তাহাই কষ্টকর ও উদ্বেগজনক। মৎস্য কি গ্রীষ্ম, কি শীত—সকল সময়েই জলের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে, পক্ষী আকাশে সহজেই বিচরণ করে, কেননা এই সকল তাহাদের সহজধর্ম্ম, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা বেশীক্ষণ সম্ভব নহে, কেননা তাহা তাহাদের পক্ষে কৃত্রিম। শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনের মধ্যেই নিরুদ্বেগ ও আনন্দ প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার সেই অভীষ্টকার্য্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। কএকদিন শ্রীল প্রভুপাদ বক্ষাঞ্জলী হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সকাতরে বলিয়াছেন—'আমার উপর আর অত্যাচার করিবেন না, আমাকে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিতে দিন'; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সেই কথায় কোন কোন ব্যক্তির দৃক্‌পাতও হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঘরের ছলে, শুভানুধ্যানের ছলে তাঁহাকে তাঁহার অভীপ্সিত বিষয় হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। এজন্য একদিন (১৮।২।৩৭) শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—'আপনারা ত' আমার সুখ চাহেন না, আপনাদের সুখ ও শান্তি হইলেই হইল।'

এজন্যই শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছিলেন—'ওগো ভারতীর কর্ণে একটু কৃষ্ণনাম শুনাও'। কিন্তু এই কথা লইয়া পরবর্ত্তিকালে ঐরূপানুগবিচার-বিরোধী কএকব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে,—'যিনি সর্ব্বক্ষণ অন্তরে হরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাকে আবার কে হরিনাম শুনাইবে? ইহা খোদার উপর খোদগিরি।' শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্ব হইতে আদর্শগুরুসেবক শ্রীঈশ্বরপুরী—

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৭)

শ্রীশচীমাতাপ্রভু—যিনি শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের পিতা, যিনি শ্রীরাধাভাবোদ্ভাবিতত্ত্ব, অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণময়,—অন্তর্দ্দশার অবস্থানকালে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গভক্তগণ,—

সবে মিলি উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৮।৭৪)

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী যখন দশমদশায় উপস্থিত হইতেন, তখন সেই কৃষ্ণময়ীর কর্ণে ললিতাদি সখীগণ কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইতেন, কেননা কৃষ্ণনামই কৃষ্ণময়ীর জীবনসর্ব্বস্ব। শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুর জীবনসর্ব্বস্বও কৃষ্ণনাম।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর কোন কোন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে ও শয্যাপার্শ্বে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ বা জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম গীত ও শ্রীহরিনাম অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ও আবেগভরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুর্দ্দিক্ পুনঃ পুনঃ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের তদানীন্তন কার্য্যকারকের পদে অধিষ্ঠিত কোনও একব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে কোথায় সমাহিত করা হইবে ইত্যাদি বিষয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের একটি শেষবৃত্তি সংরক্ষণের জন্য সকলভক্তকে লইয়া কএকটি আলোকচিত্র গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কলিকাতার ফটোগ্রাফার ভি, রতন কোম্পানীর লোক ফটোগ্রাফের যন্ত্র ও বহু প্লেটসহ উপস্থিত আছেন একথা শ্রীল আচার্য্যদেবকে সেই কার্য্য-নির্ব্বাহক মহোদয় জানাইলে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন.—'গুরুবর্গের বা বৈষ্ণবগণের অপ্রকটকালীন দৃশ্য সংরক্ষণ করিলে তাঁহের শুদ্ধ-বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জনিত অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধবৈষ্ণবের অপ্রকটকালীন আলোকচিত্রাদি গ্রহণে ও প্রচারে অভিমত প্রদান করেন নাই। তখন প্রশ্ন হইল—'শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অপ্রকট-কালীন বহু-আলোকচিত্র কেন গৃহীত হইল এবং তাহা ব্লক করিয়া গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইল ?' তদুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন,—'ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদের আদৌ অনুমোদন ছিল না, ঐরূপ চিত্রসমূহ তাহারও কাহারও প্রভাবে ও কোন বৈষয়িক কার্য্যের উদ্দেশ্যে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল।'

শ্রীল আচার্য্যদেবের এই কথাটি আমাদের হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতীত হইল, কারণ যখন চাঁদা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবক বৃন্দস্বভক্তবর শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু অপ্রকট হন, তখন তাঁহার অপ্রকটকালীন কএকটি চিত্র উঠাইয়া উহা গৌড়ীয়ে প্রকাশের জন্য তাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলে উহা শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উহার ব্লক করাইবার কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ একপত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—'বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই। বৈষ্ণবের তিরোভাবের দৃশ্য সাধারণে প্রচার করিলে তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জীবের অমঙ্গল ও বৈষ্ণবে অধিকতর মর্ত্যবুদ্ধির উদয় হইতে পারে, এজন্য শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভুর অপ্রকটকালের দৃশ্যের ব্লক না করিয়া তাঁহার বৈষ্ণব-জীবনের অন্য সময়ের মূর্ত্তির ব্লক করিতে লেখা হউক। তাহা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে'।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সিদ্ধান্তের কথা শ্রীল আচার্য্য-দেব জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু এই কথা যেন কাহারও কাহারও বিশেষ মনঃপূত হইল না, কারণ কেহ কেহ হয়ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সেই সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে এরূপ কতকগুলি চিত্র উঠাইবেন, যাহাদ্বারা তাঁহাদের অন্তরঙ্গ-সেবকত্ব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক অস্বাভাবিক আলোক-চিত্র কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহা অনেক সময় গোপনে ভক্তগণের নিকট বলিতেন ও অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।

যদিও শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া বাধ্য হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র মঠে গ্রহণ করা হয় নাই, তথাপি যখন শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রা পথে বাহির হইয়াছিল, তখন কেহ কেহ সেই শোভাযাত্রাকে পথে দাঁড় করাইয়া উহার আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অনুমতিলীলা প্রকাশ করায় সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অনুগমন সেবদর্য্যন্ত পথব্রজে করিতে পারেন নাই, সেই অবসরেই আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছিল!

সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার বহির্গত হইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে যখন সারস্বত-শ্রবণ-সদনে অবতরণ করাইয়া শ্রীঅঙ্গ পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত করা হইতেছিল, তখন কোনও একব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে —'হা বাসুদেবপ্রভো, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় দিন, আমরা আজ অনাথ'—এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর কে শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারের ধ্বজা উড্ডীয়মান রাখিবেন, কে শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইবেন, কে শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় আত্মমঙ্গলের বাণী, দুঃসঙ্গ-ত্যাগের কঠোর নির্ম্মম নিরপেক্ষ উপদেশ অহরহ প্রদান করিবেন, কে

ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, মায়াবাদ, প্রাকৃতসহজিয়াবাদ প্রভৃতি খণ্ড-বিখণ্ড করিবেন, কে ভাগবতসম্প্রদায়বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তসমূহ দলিত করিয়া ভাগবতসিদ্ধান্ত-সমূহ স্থাপন করিবেন, কে ভক্তিবিনোদধারা সংরক্ষণ করিবেন, কাহার নির্ম্মল চরিত্র, কাহার যুক্ত-বৈরাগ্য, কাহার দুঃসঙ্গত্যাগের দৃষ্টান্ত সকলের আদর্শ হইবে, কে আদর্শচরিত্রগুণে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুত্ব ও অগুরুত্ব সেবকগণের নিয়ামক ও শাসক হইতে পারিবেন?—এই সমস্যা যখন সকলের হৃদয়েই জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন দুই একজন পূর্ব্বচক্রান্তকারী কলঙ্কিতচরিত্র ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেকের দৃষ্টিই বর্ত্তমান শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং গৌড়ীয়মিশনের বহুব্যক্তি ইহা মুখেও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সকলেই বলিতেছিলেন ও আশা করিতেছিলেন—"শ্রীল বাসুদেবপ্রভুই আচার্য্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলে আমরা পুনরায় আশ্রয়স্থল পাইতে পারি।" এই স্বাভাবিক আশাবন্ধ সকলের হৃদয়কে কেন অধিকার করিয়াছিল, কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, ইহার একমাত্র কারণ শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর আদর্শ আচরণ ও শ্রীল প্রভুপাদের সদৃশ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতা।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে দিল্লী হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া স্নায়বিক মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া সময় সময় বলিতেন, 'আমরা অমুক কার্য্যনির্ব্বাহককে প্রধান হইতে দিব না, সর্ব্বতোভাবে তাহার বিঘ্ন করিব।' কেহ বা বলিতে লাগিলেন, 'এবার দেখা যাইবে, এতদিন সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবার তাহাকে হাতের কব্জার মধ্যে আনিব।' আবার এক সন্ন্যাসী নামধারী এক পত্র লিখিলেন—'শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রাদ্ধ একাদশ দিবসেই ত' হইবে? শ্রাদ্ধোৎসবের সময় যোগদান করিব।' আর এক ব্যক্তি একাদশ দিবসে অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারী মস্তক মুণ্ডন করিয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইলেন! কিন্তু ইহাদের সকলেরই ভক্তিবিরুদ্ধ বিচার শ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত ভক্তি-সিদ্ধান্তের দ্বারা নিরস্ত হইল। ১০ই জানুয়ারী শ্রীল প্রভু-পাদের আদেশানুসারে দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলোচনার পর একটি গভর্ণিংবডি বা পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম হইতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ডিসিদ্ধগণের অগ্রণী, সর্ব্বপূজ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির চেয়ারম্যান হইলেন। গভর্ণিংবডির সিদ্ধান্তানুসারে ব্যাসপূজার সময় ও বিশেষভাবে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবকালে সাধারণ সভায় শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সংরক্ষক আচার্য্য বিঘোষিত হইলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-বিস্তারের অন্তরঙ্গ মনোহভীষ্টসমূহ ভূতলে সংস্থাপন ও পরিপূরণ করিতে উদ্যত হইলে প্রত্যেক আচার্য্যের আত্ম-প্রকাশ-লীলায় যেরূপ সুমেধা ও সৎসরগণের ভূনাট্য-উপস্থিত হয় এবং সুমেধোনির্ম্মৎসর ভাগবতগণের হৃদয়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বৃত্তির উদ্রেক হয়, সেইরূপ দৃষ্টই প্রকটিত হইল। কিন্তু—

"পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দরায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাশ পাষণ্ডী পলায়॥"

—এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। ঔলুক্যধর্ম্মিগণ আচার্য্য-ভাস্করের প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাস্তবসত্যের ঔজ্জ্বল্য ও আচার্য্যলীলা পুষ্টিসাধনের জন্য যে সকল অরিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভক্তগণের সেবোল্লাস আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহারা দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পা ও অপূর্ব্ব সুযোগ-প্রদানের আদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিমুখবঞ্চনা-লীলার সৌষ্ঠব আরও অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। এখনও মহাত্মা যীশুখৃষ্টের মত সত্যের প্রচারকগণকে ক্রুশে বিদ্ধ হইতে হয় নাই, শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশের মত এখনও তাঁহা-দের চক্ষু উৎপাটিত হইতে পারে নাই, বরং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মত কলসীর কাণার আঘাত হইতে হয় নাই, শ্রীল রামাচার্য্যের মত যবন বাজারে প্রহৃত হইতে হয় নাই, বরং শ্রীগৌরসুন্দরের মত নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র গমন

করিতে হয় নাই, ঈশ প্রভুপাদের মত ভূলিয়ার শ্রোতা মায়াজলাঃ সমুখে মৎসরগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিষ্ণুতার আদর্শসমূহ অনুসরণ করিবার জন্য শুদ্ধভক্তীর্ত্তনকারীদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দুর্য্যোধন-পক্ষীয়গণের চক্রান্তে কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণের অনুজবধূ সাধারণসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা, নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা-প্রদান, স্বয়ং কৃষ্ণের মাতাপিতা বসুদেব-দেবকীর এবং নন্দ-যশোদার প্রতি কংস-পক্ষীয়গণের নানাপ্রকার কল্পনাতীত দৌরাত্ম্য, প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্য-কশিপুর অকথ্য নির্য্যাতন, প্রত্যেক আচার্য্যের চরিত্রে সহিষ্ণুতার আদর্শ-দৃষ্টান্ত-সমূহ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু প্রভুপাদের পরমবদান্যতার সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে। যদিও ইতোমধ্যেই কালাপাহাড়ের চিত্তবৃত্তি, কলিসহচর দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, জাতরূপ প্রভৃতির অন্তর্ভা, রামচন্দ্র খাঁ ও তার নামাচার্য্যের প্রতি মৎসরতা-প্রকাশের নানাপ্রকার চিত্র, নামাচার্য্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য বিধর্ম্মিগণের আপ্রাণচেষ্টা, নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার নানাপ্রকার ফুনাটা, সর্ব্বোপরি জগদ্গুরুতে শূদ্র-বুদ্ধি, দুঃসঙ্গ ও অনর্থের কবলে নিষ্পেষিত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদর্শকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে, তথাপি বাস্তবসত্য রাজ্যের জন্য আরও অনেক নির্য্যাতন সহ করিবার বাকী আছে। যদি আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সেবা নিষ্কপটে চাই, তবে সেজন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আজ তাঁহার প্রথমবর্ষপূর্ত্তি অপ্রকট তিথিতে তাঁহার পাদপদ্মে গলদশ্রীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে কোটি কোটি বার প্রণত হইয়া এই ভিক্ষা করিতেছি—'হে পরমকারুণিক গুরুদেব! মুহূর্ত্তের জন্যও যেন কোন প্রকার দুঃসঙ্গের প্রলোভন, আমাদিগকে তাহাদের প্রতিযোগী মনে না করায়, আপনার বাণীর সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কার্য্য যেন আমাদের কার্য্য না হয়। আপনি যাহা বিধান করেন, তাঁহাকেই যেন আপনার পরম করুণা বলিয়া মস্তকে বরণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে আপনাতে শরণাগত থাকিয়া কেবল আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারি। সচ্চিদবিগ্রহ শ্রীগৌর-কিশোরের সহিত অভিন্নবিগ্রহ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীরূপে আপনি প্রয়োজন-বিগ্রহ ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মের সংসর্গ ধূলিরূপে আমাদের স্বরূপকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিন। আপনার যাহা অভীষ্ট, তাহাই পরিপূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক এবং তাহাতে আমাদের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নমিত হউক।

---

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত কতিপয় পত্র

( ১ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা
১৬।১২।৩৬

কল্যাণীয়াবরাসু—

নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মফলে আমরা দোষ-গুণ ভোগ করি। এই বিষয় হইতে উদ্ধারের জন্য পরচর্চ্চা না করিয়া ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকিলে আমাদের মঙ্গল হয়। এইজন্য আত্মারামগণই ব্রজবাসীর অনুসরণে অগ্রসর হইতে পারেন। জগতের বিচার, আর জগন্নাথের বিচার পরস্পর পৃথক্। 'গৌড়ীয়' ও 'সজ্জনতোষণী' বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন—পরের দোষ দেখিতে হয় না, বরং নিজের যে মন পরদোষ অনুসন্ধান করে, তাহাকে শোধন করিতে হয়। আমি মনকে শোধন করিতে না পারায় পরের দোষ অনুসন্ধান করি। সুতরাং আপনি নিরপেক্ষ হইয়া নির্জ্জনে হরিনাম করিবেন।

পুনশ্চ অপ্রাকৃত প্রভু সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়া তথায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

---

( ২ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৮।১২।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৮ই কেশব ৪৫০ তারিখের একখানি পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। • • •

শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই সকল সুবিধা হয়—এই কথা স্মরণ রাখিবেন। সুতরাং অনেক সময়েই শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতি গীতগ্রন্থ আলোচনা করিবেন। বোধ করি, 'গৌড়ীয়' সাময়িক পত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। ভক্তিবৃদ্ধিকল্পে প্রথমে শ্রীবিগ্রহসেবা মন্ত্রমুখে ও উপায়ন-দ্বারা করাই সঙ্গত। তাহাতে পার্থিব দ্রব্যের প্রতি ঈশ্বর সেবা-সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়। পার্থিব দ্রব্যগুলি যে, কেবল মানবভোগের জন্য কল্পিত হইয়াছে, এই সাধারণ বিচারটি পরিবর্ত্তিত হয়। গায়ত্রীগুলিতে 'প্রচোদয়াৎ' শব্দে ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে কথিত হইয়াছে। 'বিদ্মহে' শব্দে —সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ জানিতে হইবে। 'ধীমহি' শব্দে অভিধেয়-বিচার অর্থাৎ সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে আনুষ্ঠানিক ভাবসমূহ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইবে। সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন গায়ত্রীগুলিতে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত আছে। মন্ত্রমধ্যেও ঐ ভাব প্রদীপ্ত। ক্রমশঃ সংসঙ্গ-প্রভাবে ভজন করিতে করিতে অনর্থের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রয়োজন-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ হয়।

শ্রীযুক্ত •• প্রভু সম্প্রতি ঢাকায় আছেন। তিনি ঐ সকল বিষয় আপনাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। সংসার অনিত্য—ইহা সত্য; তবে এই অনিত্যে থাকা-কালে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সন্ধান, সেবোন্মুখতা প্রভৃতি আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

( ৩ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১২।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

• • • আপনার ১৬।১২।৩৬ তারিখের পত্র পাইলাম। তথাকার বার্ষিক উৎসব করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, • • • চলিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আপনার একার দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইবে কি না, আমি দূর হইতে বলিতে পারিতেছি না। শ্রীব্রজমণ্ডলে কার্য্য করা আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীরের অবস্থা, বার্দ্ধক্য ও ঘরোয়া মনোমালিন্য প্রভৃতি চিন্তা করিলে সে আশায় ছাই পড়িয়া যাইতেছে। ভগবদ্-ইচ্ছায় গোলোক-বৈকুণ্ঠের কোন কথাই এদেশে কাহারও ভাল লাগিবে না। তাহারা এদেশের রাংতা লইয়াই তাহাকে স্বর্ণ বোধ করিবে। "যখনে যেমন করি' ধন উপার্জ্জিনু"—এই বাক্যের ধ্বজা হইবে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের জমির সম্বন্ধে একটু যাচাই গোছের ভদ্রলোক পাঠাইলেই ভাল হয়। অতিরিক্ত বড়লোক, যাঁহারা সাহেবসুবার সহিত হরদম-মহরমে ব্যস্ত আছেন, তাঁহারা কি কাঙাল গরীবদের কথা শুনিতে চাহিবেন? এইজন্যই "সর্ব্বনুং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ" শ্লোক বিষয়কে বিষময় বলিয়া সতর্কিত করিয়াছেন। যাহাতে মঠের কার্য্যকারকগণ প্রাকৃত অহঙ্কারের মত্ত না হন ও অনুগত হইয়া কার্য্য করেন, এবিষয়ে আমার উপদেশ তাঁহাদিগকে জানাইবেন। বিষয়কার্য্য করিবার

অহন্তাবে স্থীত হইবার অনেক ক্ষেত্রই পড়িয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া যখন আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির সহিত তাঁহারা বন্ধুত্ব করিয়াছেন, তখন তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যের বিরোধী যাহাতে না হয়, আপনি সেরূপ যত্ন করিবেন।

অপ্রাকৃত প্রভু ইলতের তত্ত্বদোকরের নিকট একখানি পত্রও পান নাই, যদি হাতে সেখানে গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ-চরিত্র ও তত্ত্বিকল আমরা কেবল আশা করিতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

---

## শ্রীরূপানুগ-ভজনের সম্পদ

[ ও বিষ্ণুপাদ ১৯ গৌরাব্দের মাঘ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখোদগীর্ণ যে সঙ্গীতটির শ্রবণ-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ গোদ্রুমে শ্রীমানবন্দ্বপ্রভুতে নিজপ্রভুর সর্ব্বপ্রথম দর্শন লাভ করেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বহস্তলিখিত ও মহামূল্য ভজনসম্পৎস্বরূপে সযত্নে সুরক্ষিত সেই সঙ্গীতটি তাঁহার নিজ ভজনসম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিসূত্রে তদীয় প্রিয়তম শিষ্যপ্রবর শ্রীল অবধূতবাবুদেব পরিব্রাজকাচার্য গোস্বামিপ্রভুকে দিয়া গিয়াছেন। আমরা শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় তাহা পাইয়া নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের অবিকল শ্রীহস্তলিপিসহ যথাযথ প্রকাশ করিলাম। ]

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত নীল-বসনা প্রার্থনিকা।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কারণে তোমায় ডাকে রাধে রাধে ॥
রাধে বৃন্দাবন বিনোদিনি রাধে রাধে।
রাধে কানু প্রাণো মোহিনি রাধে রাধে ॥
রাধে অষ্ট সখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানু নন্দিনি রাধে রাধে ॥
(গোপাক্ষী) নিয়মকরে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোপাক্ষী) একবার ডাকে কেশীঘাটে আবার ডাকে বংশীবটে রাধেরাধে,
(গোপাক্ষী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুসুমবনে রাধে রাধে ॥
(গোপাক্ষী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।
(গোপাক্ষী) একবার ডাকে রাসমঞ্চে আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধেরাধে।
(গোপাক্ষী) একবার ডাকে তালবনে আবার ডাকে তমালবনে রাধেরাধে।
(গোপাক্ষী) যমুনাবরুণ নিধুবনে ধূলায় ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে ॥
(গোপাক্ষী) মাধব রাধা রাধাবলে ভেসে নয়নের জলে রাধে রাধে।
(গোপাক্ষী) ধূলাবালে কুলিকুলি কেঁদে বেড়ায় রাধাবলি রাধেরাধে।
(গোপাক্ষী) দুখপাত্র দত্ত রাধাদিলে, জয় জয় রাধা গোবিন্দবিনে রাধেরাধে।
এরূপে হেরিতে মূর্ত্তি যাকে স্বরূপে রাধা গোবিন্দ সেবা রাধে রাধে ॥

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

## শ্রীগ্রাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

ওঁবিষ্ণুপাদ-শ্রীমদ-সচ্চোপাত্ত-পরিব্রাজিতেষু—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস, শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
১০ই পৌষ, ১৩৪৪, শনিবার।

শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতজনাং
সেবকবৃন্দস্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আচার্য্য-আরতির সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা বা শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট,
চাকদহ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৪ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) বুধবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশপণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি। এতদুপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে চাকদহে (নদীয়া) শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটবাটীতে ঐ বিষয়-গভীর বিরহ-তিথির অধিবাস এবং ১৫ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশিষ্ট প্রচারকগণ এই উৎসবে শ্রীপাটে উষঃকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, নগর-সংকীর্ত্তন, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে উক্ত দুই দিবস উৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

১০ই পৌষ, ১৩৪৪
শনিবার

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ
কার্য্যসচিব, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন,
শ্রীনিশিকান্ত ভেষজশর্ম্মা সাঙ্খ্যতীর্থ
সম্পাদক, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন,
শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী—মঠরক্ষক

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বরূপপাদ্মগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৪৪ ; ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৮ | ২২শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"অভক্ত, গৌরাভিমানী, মাৎসর্য্যকৃ, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সে ব্যক্তি বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভাগবতাঃ'—এই সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি-পথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই ; তাহারা গুরুদ্রোহী।"—( শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়ভাষ্য—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩ )

"যিনি বৈষ্ণবে ঘোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি মরকসামী ওরার অসভ্য।"

—( প্রতীচ-প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৭ )

# শ্রীশ্রীবিরহোৎসবে
# শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রথম অভিভাষণ

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণ

কাল—২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, প্রাতঃকাল

আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসর। আমরা শুনেছি যে, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিরহের তীব্র ব্যথা যত উপলব্ধির বিষয় হ'বে, ততই আমরা ব্রজের পথে অগ্রসর হ'তে থাকব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অসমোর্দ্ধ দান। তিনিবিপ্রলম্ভগত ভজনই একমাত্র সাধন-সাধ্য নিরূপণ ক'রে মহাবদান্যতা প্রচার ক'রেছেন। ভক্তের বিরহ-ব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে যাঁর যতটা উপলব্ধি হ'বে, তিনি কৃষ্ণের ও তদাশ্রিতগণের সাক্ষাৎ সেবা ততটা উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। এই বিরহ যাঁতে তীব্রভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন। মহামন্ত্রে সম্বোধন—বিরহোদ্দীপক। দূরস্থিত বস্তুকে সম্বোধনপূর্ব্বক আবেগভরে আহ্বান করা বিরহ-বিচ্ছেদ-বিজ্ঞাপক। যাঁর যত বিচ্ছেদভাব, তাঁর শ্রীগৌর-সুন্দর ও তাঁর আশ্রিতবর্গের বিচ্ছেদ তত উপলব্ধির বিষয় হয়। তিনি তত বেশী আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহকে আহ্বান করেন। শ্রীগুরুদেবের এবং তাঁর কিঙ্করগণের সেবা ক'রলে গৌরসুন্দর আনন্দিত হন ও কৃপা করেন। আশ্রয়বিগ্রহের সেবাদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি যে আসক্তি, সেটা ধ্বংস হয়। বিষয়বিগ্রহের সেবাদ্বারা প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ভোগপ্রবৃত্তি ধ্বংস হয়। এজন্য "শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" শব্দের উচ্চারণ বা প্রতিকার্য্যে উহা ব্যবহার হ'য়ে থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌরসুন্দরের বিলাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। তাঁর সেবা যাঁরা করেন, তাঁদের প্রচ্ছন্ন, ব্যক্ত বা অব্যক্ত মায়াবাদ চিরতরে হৃদয় হ'তে বিতাড়িত হয়। গৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের প্রেম-বাধ্য। শ্রীগুরুদেবই গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনারির পরম ঋত্বিক—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। তিনি অহৈতুক করুণাবশে বাণীর আকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিতরণ করেন। যাঁদের সংসার-বাসনা ক্ষয় হ'য়েছে, তাঁরাই তাঁর বাণী সম্যক্ গ্রহণ ক'রতে পারেন। তাঁর বিপ্রলম্ভগত অনুশীলনই অনুকূলভাবে হউক, তাঁর অনুশীলন। তাঁর বিপ্রলম্ভগত সেবা হ'লে আর ভোগবাঞ্ছা, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ প্রভৃতির প্রতি রুচি বা আসক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না। গুরুদেবই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই। ধন, জন বা কবিতা সুন্দরী প্রভৃতির প্রার্থনা কিম্বা আশ্রয়বিগ্রহাভিমান ক'রে তাঁর আসন গ্রহণ করা রূপ অহংগ্রহোপাসনা যেন কখনো না হয়। তাঁর সর্ব্বোত্তমা প্রীতি কৃষ্ণানুশীলন যাঁতে অনুকূলভাবে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি—তাঁর জন-স্ফূর্ত্তি ও ধামস্ফূর্ত্তি যাঁর যতটা হ'বে, তিনি তত অবাধায় কৃপালাভ ক'রেছেন। যদি কেউ বলেন যে, ইনি গুরুকৃষ্ণের অধিক কৃপাভাজন, কিন্তু যদি কার্য্যতঃ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি না হয়, তবে জান্‌তে হ'বে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা হয় নাই। কৃষ্ণজনের ভজনপ্রবৃত্তি যাঁর যতটা, কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন তাঁর হৃদয়ে ততটা প্রতিষ্ঠিত।

আমরা যেন কখনও না ভুলি, যে, গৌরসুন্দর অধোক্ষজেরও উচ্চস্তরের বস্তু। তিনি মায়িক কোন বস্তু ন'ন। যখনই কোন বস্তু মেপে নেবার চেষ্টা হয়—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি বা মনের আয়ত্ত করার বুদ্ধি হয়, তখনই জান্‌তে হ'বে যে সেটা মায়া, কৈতব—ছলনা। অধোক্ষজেরও উচ্চস্তরে অবস্থিত যে অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা কখনও প্রকৃতি-সৃষ্ট বা মেয় হন না। তিনি প্রকৃতির প্রমেয় বা তাঁর আয়ত্ত হ'তে পারেন না, ইহাই তাঁর ধর্ম্ম।

শুদ্ধা ভক্তির ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যায়, যাঁরা মাপ্‌তে গিয়েছে, তাঁরা চিরকালই ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়েছে। তাঁরা জগতের প্রশংসাভাজন হ'লেও অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ ক'রতে পারে নাই। যখন সেইরূপ চেষ্টা হয়, তখনই তিনি নিজকে লুক্কায়িত রাখেন, মায়া দ্বারা আচ্ছাদন করেন। তাঁরা প্রাকৃত বস্তু লাভ ক'রে মনে করে যে, অধোক্ষজবস্তু লাভ ক'রলাম।

আমরা নিত্যকাল যা'তে মহাপ্রভু ও তদীয় প্রিয়তম দাস-গণের—শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ - কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ- বলদেব-উদ্ধব - মধুসূদন - জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা লাভ ক'রে অনুসরণ করবার জন্য তাঁ'দের আচরিত ও প্রচারিত ভজনে সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত হ'য়ে জগতের যাবতীয় ধন, জন, প্রতিষ্ঠাদি সমস্তই আশ্রয়বিগ্রহগণের চরণে সমর্পণ ক'রে নিজকে আশ্রয়-ভেদাংশ বলাকাবম, অনুগত দাসানুদাস জ্ঞান ক'রে তাঁ'দের অনুসরণ—বিজ্ঞেসগত অনুশীলন ক'রতে পারি, সর্ব্বক্ষণ বিজ্ঞেসভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বিষয়বিগ্রহের সেবা ক'রতে পারি—এ'টিই সকল গুরুভক্তের চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

---

# শ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বিতীয় অভিভাষণ

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণ

কাল—২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, প্রাতঃকাল

সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হ'য়ে—শ্রবণ-গুরু, দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর নিকট তাঁ'দের বাণীর সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগসূত্রে অবস্থিত হ'য়ে অর্থাৎ ভক্তি বা সেবার সূত্রে অবস্থিত হ'য়ে—শ্রীল প্রভুপাদ যা'কে ইংরাজীতে ব'লতেন—properly adjusted হ'য়ে—গুরুবাণী-কীর্ত্তনকারী জিহ্বার সহিত শ্রবণকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু যোগাযোগ ক'রে উপাস্য-বস্তুর অনুশীলন করা দরকার। নচেৎ অন্যরকম অনর্থ এসে জুটবে—ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এ'সে অভিধেয়কে আঘাত ক'রবে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার অধিকার লাভ ক'রবার পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁ'র নিত্যজনের নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া আবশ্যক। নিবৃত্ত-অনর্থ না হ'লে শ্রবণ সুষ্ঠু হয় না। শ্রবণকারীর একমাত্র নিত্যবান্ধব—শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম; তাঁ'র কৃপা ব্যতীত সুষ্ঠু জ্ঞান হয় না। এজন্য ঠাকুর নরোত্তম অনর্থযুক্ত জনগণকে সাবধান করার জন্য প্রথম গানটি গেয়েছেন,—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥"

'বুঝি নাই'—এ বুদ্ধি ভাল।

"না শুনিলে মূঢ়জন　　সাধুমুখে সংকীর্ত্তন
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি　　টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্ট জন করিলে অর্জ্জন॥"

অপকাবস্থায় বেশী রাধাগোবিন্দের (?) কথা আলোচনার পাকামী দেখা'লে প্রাকৃত-সহজিয়া হ'য়ে যেতে হ'বে। এজন্য শ্রীগুরুদেব-নিত্যানন্দের কৃপাই একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমেই পুরুষ অভিমান—দ্রষ্টৃ অভিমান—ভোক্তৃ-অভিমান—অবিদ্যা দ্বারা আবদ্ধ হ'য়ে বিষয়ী, ভোক্তা, দ্রষ্টা, পরিণামকারিরূপে, প্রতিষ্ঠাদির আস্বাদ প্রাকৃত অহঙ্কারে মর্ম্মে মর্ম্মে গর্ব্বিত হ'য়ে নিত্য অকল্যাণ বরণ করা হ'চ্ছে। এ শাস্তি যা যত হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের ঐ গানটির কথা—'কবে তুচ্ছ হ'বে' এই আকাঙ্ক্ষা বিরহ—অভাবভোতক। আমার বিষয়-বাসনা ছাড়াবার জন্য সর্ব্বক্ষণ মনকে শতমুখী প্রহার ক'রতে হ'বে। তারপর ঠাকুর মহাশয় ব'লেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

"আমাকে দেখ্‌লে লোকের পুণ্যোদয় হয়"—এই বুদ্ধি সর্ব্বদা মনে থাকা দরকার। আমি বিষয়ী হওয়াতে আমাকে দর্শন ক'রলে লোকের বিষয়ভোগ থেকেও অসুবিধা হ'বে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে যত বিষয় হ'তে স্বতন্ত্র হ'বে—আহার শুদ্ধ হ'বে—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ যতটা কম হ'বে, ততই সত্ত্বশুদ্ধি হ'বে। "আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্ব-গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" আহার অর্থাৎ আহরণ—

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সংগ্রহ। নিত্যানন্দের কৃপায় অনাবৃত-চেতনের বৃত্তি জাগরূক হ'য়ে ভগবদ্ধাম-রূপ প্রকটিত হ'বে। এটি ব্রহ্মপথের দিকে যাত্রা। আহার শুদ্ধ হ'লে তখন "আমের হৃদয় মম, আমার মন বৃন্দাবন" অবস্থাটী আস্‌বে। তখন শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-বিলাসের কথায় অধিকার হ'বে। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দের কৃপায় অন্যাভিলাষবর্জ্জিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি আবরণবিমুক্ত হ'য়ে অনুকূল-সেবাকারীর সেবা প্রকটিত হ'লে তখন রাগানুগমার্গে রুচি হ'বে। তাই কি ক'রে নিত্যানন্দকৃপা পা'ব, এজন্য উৎকণ্ঠা হওয়া দরকার।

সংসারের পার হওয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

সংশয়-নাস্তিকা-জীব-নির্ত্তণ—এ গুলিই সংসার—কৃষ্ণবিস্মৃতির অবস্থা। এ থেকে মোচন ক'র্‌তে পারেন শ্রীল নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁর অসমোর্দ্ধ শোভা উপলব্ধির বিষয় হ'লে রুচিপরায়ণ হওয়া যায়, তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিচারপ্রধানমার্গে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপাব্যতীত অন্য উপায় নাই। অপকাবস্থায় রাধাগোবিন্দের বিলাসতত্ত্ব আলোচনা ক'র্‌তে গেলে বহুহেয় হ'য়ে অসুবিধা হ'য়ে প'ড়বে, এটা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে। নচেৎ অপসম্প্রদায়ে প'ড়তে হবে। অনর্থনিবৃত্ত না হ'লে অপ্রাকৃত রসে প্রাকৃত ও প্রাকৃত রসে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হ'য়ে গোলমালে প'ড়তে হ'বে। সকলেরই যে মধুররতিতে অধিকার বা আগ্রহ হ'বে, তার কোন কথা নাই। বাৎসল্য-রসে নন্দযশোদার কথা—সখ্যরসে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদির কথা—দাস্যরসে চিত্রকপত্রকাদির কথা—শান্তরসে গো-বেত্র-বেণু বিষাণ, কদম্বতরু, যমুনা-পুলিনাদির কথা আলোচনা না ক'রে, তাঁরা কি সেবা ক'র্‌ছেন না জেনে মধুর রতির কথা জানা হয় না। এটি অতি দুর্লভ—কেশশেষাদ্যগম্য বস্তু। অনর্থ নিবৃত্ত হ'লে—সংসারবাসনা ক্ষয় হ'লে নির্ম্মলহৃদয়ে রসের অনুশীলনে প্রেমফল লাভ' হ'বে। তৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের কৃপাযাচ্ঞা পুনঃ পুনঃ ক'র্‌তে হ'বে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভীয় ক্রমপন্থা আলোচ্য—

"প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদ্দর্শনযোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং ভবতীতি প্রেক্ষাবতাং সাধনক্রমো লিখিতঃ।"

---

# শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের তৃতীয় অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির

কাল—২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, সন্ধ্যারাত্রিকের পর

নামশ্রেষ্ঠং যদুপি শচীপুত্রমন্ত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাপ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডযহো গিরিবরং রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।
যাহাকল্পতরুশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পরম পূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণববৃন্দ, সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলি, আজ সপ্তদিবসব্যাপী এই যে পরমার্থসম্মিলনী—এই যে সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন ও ব্যবস্থা, সেই হরিকথা-সঙ্কীর্ত্তনের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এবং সঙ্কীর্ত্তনকারী তাঁর প্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপ-রায় রামানন্দ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-রঘুনাথভট্ট-কৃষ্ণদাসকবিরাজ-ঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদঠাকুর-গৌরকিশোর ও শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু। এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির সাতটি জিহ্বার কথা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শিক্ষাষ্টকে বর্ণন ক'রেছেন। সেই সপ্তজিহ্ব সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনরাসক্ষেত্রে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বগোষ্ঠী-স্বপরিকর-স্বপার্ষদ-সহ অবতীর্ণ হ'য়ে—যেখানে স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হ'য়ে বিপ্রলম্ভলীলা প্রকট ক'রে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিজেকে কখনও আশ্রয়, কখনও আশ্রয়ভেদাংশজ্ঞানে কৃষ্ণভজনাদর্শ প্রকট ক'রেছেন, সেই গৌরবদ্যোতক শ্রীচৈতন্যমঠে, সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নি প্রকট করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জীবন—বিশেষভাবে ২৫ বৎসর যাবৎ চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'র বিরহতিথির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপূজা ক'রবার ইচ্ছা যদি আমাদের হয়, তাঁ'র সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবাকার্য্য অনুষ্ঠান কর্‌বার নিষ্কপট বাসনা যদি আমাদের হয়, তা'হ'লে সকলে একত্রে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নির সমিধ্য সমিধরূপে আমাদিগকে আহুতি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রভুপাদ ছিলেন—সংকীর্ত্তনযজ্ঞের মহা-ঋত্বিক্। ঋগ্বেদ যা'কে 'হোতা', সামবেদ যা'কে 'উদ্গাতা', যজুর্ব্বেদ যা'কে 'অধ্বর্য্যু' ও অথর্ব্ববেদ যা'কে 'ব্রহ্মা' বলেন, সেই সকল ঋত্বিকের যুগপৎ কৃত্য যে যজ্ঞেশ্বরের তর্পণকার্য্য, তাহা শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের মহাঋত্বিক শ্রীল প্রভুপাদে পরিপূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। সেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির লেলিহান জিহ্বা সমস্ত জগৎকে আলোক দান—চেতনরাজ্যের আলোক বিতরণ ক'রে সকল জীবের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বসতি-স্থান প্রকট করুন। সকল জীব আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সেবা প্রকট করুন। তা'তেই বিষয়বিগ্রহের সুখ ও আশ্রয়বিগ্রহের আনন্দ। এজন্য প্রথম বার্ষিক বিরহ উৎসব অনুষ্ঠান ক'রবার যখন প্রস্তাব হ'ল, তখন নির্ব্বালীক সেবকগণের অনুসরণে তাঁদের কীর্ত্তিত শ্রীল প্রভুপাদসম্বন্ধীয় ১০৮টি বিষয়রূপ কুসুম মালাকারে গ্রথিত হ'ল অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের বৈষ্ণব-প্রকাশগণের মুখে প্রভুপাদের বাণীর অনুকীর্ত্তন শ্রবণ কর্‌বার সৌভাগ্য লাভের জন্য এবং তাঁ'দের মুখামৃতস্রবণদ্রুত কীর্ত্তনের একজন অযোগ্যতম ভৃত্য যাহকসূত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেই সকল কুসুমাঞ্জলি প্রদানের কীণতম প্রয়াস করা হ'য়েছে।

যাঁ'র কৃপায় এই শ্রবণসৌভাগ্য লাভ হ'য়েছে, সেই মূল হরিকীর্ত্তনকারিবিগ্রহ ও তাঁ'র পরিকরগণ সপ্তদিবস-ব্যাপী পরীক্ষিৎপারায়ণক্ষেত্রের ন্যায় যে হরিকথা-ভাগীরথী আনয়ন ক'রেছেন, সেই বাণীগঙ্গা তাঁ'দেরই পান ক'রে পরিতৃপ্ত হ'য়েছেন। আমি একবিন্দু মস্তকে ধারণ ক'রে পূত হ'বার চেষ্টা ক'রেছি। পূত হ'য়েছি কিনা, তা' শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানেন।

সবলে মিলে শ্রীহরির সংকীর্ত্তন ক'রব, ইহাই সনাতন আত্মার অবিচ্ছেদ্য সহধর্ম্ম বা বৃত্তি। এই সংকীর্ত্তনের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই। সংকীর্ত্তন-কারীর অস্মিতা দ্রষ্টৃ-ভোক্তৃ-পরিণামক-রূপে বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। সংকীর্ত্তনকারী যখন নিজেকে আশ্রয়ভেদাংশরূপে ভোগ্য-সেবক-দৃশ্য-দাস-জ্ঞানে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মত্ত, প্রকৃত অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত হ'য়ে—অমানী মানদ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করেন,—যাহা (জীবাস্তিত্বরক্ষার একমাত্র ধর্ম্ম,) তখনই বিরহভোতক সম্বোধনপদে আশ্রয়বিগ্রহসমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহকে আহ্বান করেন। দূরস্থিত বন্ধুকে আহ্বান বিরহকাতর ব্যক্তিরই সহজাত ধর্ম্ম। বিরহ-বিধুর ব্যক্তি বিরহাস্পদকে অনুক্ষণ আহ্বান না ক'রে এক মুহূর্ত্তও অন্যমনস্ক বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। এই বিরহ-ব্যথা যাঁ'র হৃদয়ে যতটা স্বাভাবিকভাবে প্রকটিত হ'য়েছে, তিনি ততটা ব্রজের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ক'রেছি। যে বিরহ-দ্যোতক শ্লোকে শ্রীল রাধাবেত্রপুরী ঠাকুরকে আহ্বান ক'রে-ছিলেন, উহাই কৃপানুগ সম্প্রদায়ে নিত্য আবৃত্তির বিষয় হ'য়েছে। এই বিরহদ্যোতক শ্লোক আছে ব'লেই শ্রীমন্-মহাপ্রভু কৃষ্ণকর্ণামৃতকে আদর ক'রেছেন। গুরুপাদ-পদ্মের বিরহ তাঁর পাদপদ্ম-সেবার সহিত নিত্য সংযোগের পুষ্টিবিধানের সহায়তা করে।

আমার নিষ্কপট গুরুভ্রাতৃবৃন্দ আমার হৃদয়কে সেই বিরহবহ্নিতে সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপ্ত রাখ্‌বার জন্য এই সাতদিন-ব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুকীর্ত্তন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তাহা শ্রবণজন্য নিত্য স্মরণের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন।

যাঁ'রা শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে এই সকল অপ্রাকৃতরস-পূর্ণ বিষয় কীর্ত্তন ক'রেছেন, তাঁ'দের মধ্যে পরমপূজনীয় শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ,

শ্রীপাদ মুক্তানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব, শ্রীপাদ বিদ্যাসাগর প্রভু এবং ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে শ্রীপাদ নিতাই দাস শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু, শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভু, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের বিশ্লেষণসমন্বিত বক্তৃতা এবং আপাতবিরোধী উক্তি-সমন্বিত শ্রীপাদ অধিকারানন্দ প্রভুর বক্তৃতা, শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভু এবং ইদানীন্তন গিরি মহারাজের বক্তৃতা প্রাণকে খুব স্পর্শ ক'রেছে। শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভুর বক্তৃতায় Transparent Sincerity ( যাকে স্বচ্ছ সরলতা বলা যায় ) যে ফুটে বেরিয়েছে, তা' অস্বীকার ক'রবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত সুপতি বাবু ও সৌরীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা বৈষ্ণবী পরিভাষার বাহুল্য বাতীত নিষেধের দিক্ দ'তে বেশ বাক্ত হ'য়েছে। রহস্যের মধ্য দিয়ে সত্যে আকৃষ্ট ক'রবার ক্ষমতা আমাদের পূজ্য প্রধান-শিক্ষক ভক্তি-বান্ধব প্রভুতে বিশেষ লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভুর বক্তৃতাতেও খুব আনন্দ লাভ ক'রেছি। শ্রীপ্রণবানন্দ ও নিতাই দাস প্রভুর বক্তৃতার মধ্যে মার্চ্চ দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি। মনে হচ্ছিল, প্রভুপাদ এইরূপ মার্চ্চই ভালবাসেন। সকলের বক্তৃতা আমার শুন্‌বার অবসর হয় নাই। সকলেই অন্তরের সহিত প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়েছেন। যাঁরা সরলতা ও নিষ্কপটতার সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁ'র বাণীর অনুকীর্ত্তনদ্বারা আরতি ক'রেছেন, তাঁরা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধান ক'রেছেন। আমার প্রার্থনা—এইসকল বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে কেহ যেন পুনরায় মৃদ্রেত ও অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ না করেন।

এই সম্মেলন—পরমার্থ-সম্মেলন। যাঁ'রা পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরাই জানেন,—সময় পরমার্থ, জগতের বিচারে Time is money. জাগতিক অর্থ ইন্দ্রিয়সুখসাধক ব'লে জাগতিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ সময়কে 'অর্থ' মনে করেন। বস্তুতঃ আমাদের সর্ব্বক্ষণ একমাত্র লক্ষ্য থাকা উচিত—Time is unalloyed devotion. প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা ব্যয়িত না হ'য়ে আশ্রয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁদের সেবায় ব্যয়িত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্কতা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বিষয় বিগ্রহের সেবা লাভ ক'রবার সৌভাগ্য হ'বে। বিরহই মিলনকে পুষ্ট করায়। সর্ব্বরূপে অবতীর্ণ আশ্রয়জাতীয় বিষয়বিগ্রহের নাম অনুক্ষণ অবিরাম সংকীর্ত্তনেই শ্রীচৈতন্যদেবের রাজ্যের সকল ব্যাপার প্রকটিত হ'বে। সকল চিদ্‌ব্যাপারই শ্রীহরিনামের মধ্যে অবস্থিত। নিত্যস্বরূপের পরিচয়, নিত্যবান্ধব আশ্রয়-বিগ্রহ ও তৎপরিকরগণের পরিচয় শ্রীহরিনামের কৃপায়ই প্রকটিত। যে রূপ দেখে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপ প্রভু সন্তুষ্ট হ'বেন, সেই রূপ শ্রীহরিনামের কৃপায় প্রকটিত হয়। যদি শ্রীরূপের পাদপদ্ম-নখচন্দ্রিকা-সিন্ধুর প্রতি এক কণাও লোলুপ জাগে, তবে কদর্য্যের সঙ্গে—বীভৎস বিশ্বদর্শনের সঙ্গে সহজেই বিরাগ উপস্থিত হয়। নিখিল সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ যাঁর পাদপদ্ম, সেই শ্রীরূপ প্রভুর প্রাণসর্ব্বস্ব গোপীচন্দ্র বৃন্দাবনেন্দ্র রাধাবল্লিতের সঙ্গে কদর্য্যের—ভূতপ্রেতের অর্থাৎ মায়ার কোনই সম্বন্ধ নাই। মায়াই—কদর্য্য আর বিপ্রলম্ভই সৌন্দর্য্য। সেই বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হ'য়ে কি ক'রে অনুক্ষণ রাধাবল্লিতের সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকা যায়, তজ্জন্যই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই রূপানুগ ভজন বা বিপ্রলম্ভ ভজন। শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র চরিত্র ইহারই আদর্শ।

এই সম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের বিষয় আলোচনার মধ্যে কেহ কেহ প্রসঙ্গক্রমে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণের কথা আলোচনা ক'রেছেন। আমি সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের সম্মুখে অকপটে নিবেদন জানাচ্ছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হ'তে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার প্রতি কা'রও কা'রও ব্যক্তিগত বিরোধ, বিদ্বেষ—যতই থাকুক না কেন, আমার উপর ব্যক্তিগতভাবে যতই মিথ্যাবাদ পরীবাদ বর্ষিত হউক না কেন, আমি যেন উহার প্রতিহিংসা গ্রহণের বিন্দুমাত্র চেষ্টায় উত্তেজিত হ'য়ে ক্রোধ-অসহিষ্ণুতার দ্বারা আক্রান্ত না হই—কা'রও শত শত মিথ্যাবাদ ও পরীবাদে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হই। ইহাই আপনাদের নিকট ও আপনাদিগের প্রিয়তম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পদ্মে প্রার্থনা। হরিগুরুবৈষ্ণব যদি সত্যসত্যই কাহারও সেবা গ্রহণ করেন, তাঁরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষ ক'রলেও আমি যেন

তাঁ'দিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও কোনভাবে বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না করি। যেখানেই থাকি নির্জ্জলীক হ'য়ে যেন আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য আশ্রিত থাকতে পারি। মূলভাবে তাহা বৃক্ষতলই হউক আর অমরতেদী শ্বেত সৌধবিহারী রাজপ্রাসাদই হউক, তাহাই শ্রীধাম নবদ্বীপাভিন্ন শ্রীব্রজধাম, যেখানে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল বিষয়বিগ্রহের সেবার বিচার প্রবল। যাঁরা 'গোপ' (গুপ্ ধাতু হ'তে 'গোপ' শব্দ নিষ্পন্ন) অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পালন করেন, কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করেন—এইরূপ শতকরা শত পরিমাণ সহজাত বিশ্বাসে যা'রা নিত্য অধিষ্ঠিত, যাঁ'দের গোপরাজ-মন্দলের প্রতি রুচিময়ী সেবার উদয় হ'য়েছে, তাঁ'দের নিত্য আনুগত্যে যদি নিষ্কপটে অহৈতুকী সেবা ক'রবার লোভ উপস্থিত হয়, তবেই বৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বীপে অবস্থান হ'য়ে থাকে।

বৈষয়িক যে সকল ব্যাপার, যে সকল তাণ্ডব সংঘটিত হ'চ্ছে, এ সকলের মধ্যেও অলক্ষ্যে আমাদের মনোবৃত্তির অগোচরে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁর প্রিয়তম গুরুদেবের কৃপায় শ্রীহস্ত হ'য়েছেন,—এই কথা বিশ্বাস ক'রবেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম—'সুবিস্তাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশি' অর্থাৎ যিনি আশ্রিত জনের আর্ত্তি বিনাশ করেন, সেই শ্রীনাম প্রভু 'প্রণত-করুণ'। যদি বপুর দর্শনে—ইন্দ্রিয়-ভোগ্য দর্শনে—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মানসে আমরা ইটপাটকেলের দর্শনকেই মঠদর্শন ব'লে মনে করি, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুকূল কর্ণের দ্বারা দর্শন না করি, তবে নির্ব্বিশেষবাদী এসে গোবিন্দের মন্দিরের চূড়ায় বাহ্য ধ্বংস দর্শনের মত আমাদিগকে অরূপের রাজ্যে—নির্ব্বিশেষের রাজ্যে নেবার চেষ্টা ক'রবে। যেন আমরা ঐরূপ চিন্তাস্রোত হ'তে খুব সতর্ক থাকি। ঐপ্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর দর্শনে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার উপকরণকে দর্শন না করি। আমরা যেন শ্রীমন্দিরের চূড়ায় সুদর্শনের আশ্রয়ে—উত্তরমীমাংসার আশ্রয়ে অন্যান্য আধ্যক্ষিক দর্শনের কবল হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ ক'রতে পারি।

যখনই সেবার চোখ থাকবে না, যখনই আধ্যক্ষিক বুদ্ধি প্রবল হ'বে, তখনই নির্ব্বিশেষবাদী অরূপের ত্যাগের অ তনয়ে চিদ্রূপ হ'তেও বঞ্চিত হ'বে। ইহা ভক্তিপথের সর্ব্বাপেক্ষা পরিপন্থী।

আর একটি কথা, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁর বক্তৃতায় ব'লেছেন, বাস্তব সত্যের সেবকগণের আর একটি বাহাই হ'বে। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেন এরূপ কেহ না থাকেন।

সুবিধাবাদ বা স্বার্থসিদ্ধির কামনা-মূলেযে বিচার, তাহা আত্মমঙ্গলকামীর বিচার নহে। বস্তুতঃ আত্মমঙ্গলকামীর বিচার এই যে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ'য়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব যখন যে অবস্থায় রেখে সুখ পান, তজ্জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত ক'রে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'য়ে, সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের সেবায় (অচৈতন্যের সেবায় নহে) এই জীবনকে আহুতি প্রদান ক'রব। এইরূপ নিষ্ঠা বা নৈরন্তর্য্য থাকলেই মুখে বিরহভোতক আশ্রয়-বিগ্রহসমাশ্রিত বিষয়বিগ্রহের নাম বা গোকুল-মহোৎসব প্রকটিত হন।

শ্রীচৈতন্যের ধাম পরিমেয় নহে। অনন্তকোটি বিশ্ব—যেখানে সকলমঙ্গলবিধ্বংসী সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির লেলিহান জিহ্বা বিস্তারিত হ'য়ে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রকট করেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যের ধাম। পিতাই পুত্রের সম্বোধ-বিধানে সমর্থ। গৌরসুন্দর পিতা, সংকীর্ত্তন তৎপুত্র। অবিদ্যাদহন নাট্যমন্দিরে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ প্রকটিত হউন। শ্রীল প্রভুপাদ ব'লতেন—অবিদ্যাহরণ-স্মরণ-মননের চারটি কোণে চারটি আগুন জ্বালা হউক—মূলভাবে নয়; আমার শ্রীগুরুদেবের যে দয়িত কৃষ্ণ, তাঁর কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হউক। অনুকূলা হরিদয়িতার কৃষ্ণের কীর্ত্তনই—কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। সেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নিই আমাদের অনর্থ অবিদ্যা ধ্বংস ক'রতে সমর্থ। পরবিদ্যাবধূর সতীত্বে বাধ্য শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ সংকীর্ত্তন-পুত্রের প্রকাশ ও বিস্তার দর্শনে নিত্যানন্দ লাভ করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হ'লে তাঁরই যে রাধাগোবিন্দ দুই রূপ, তা' তিনিই প্রদর্শন ক'রবেন। সেই দুর্লভতম সৌভাগ্য সকলের হউক—এই আশা ও প্রার্থনা ক'রে শ্রীল প্রভুপাদের কোটিসুখশীতল শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপট দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছি।

# সভাপতি মঃ মঃ পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের অভিভাষণ

**পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যদেব!**

আমার অনেকদিন ধ'রে হৃদয়ে একটা আশা জেগেছিল যে, একবার শ্রীধাম মায়াপুরে আস্তে হ'বে। শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ও কএকবার ব'লেছিলেন,—'আপনি একবার শ্রীধাম মায়াপুর চলুন, সেখানে ব'সে আপনার সঙ্গে একটু নিভৃত আলাপ ক'র্বো। আমি তাঁ'কে কএকবার ব'লে পাঠিয়েছিলাম—আমি মায়াপুরে গিয়ে আপনার সহিত আলাপ ক'র্বো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এতদিন তা' ঘ'টে উঠে নাই।

আমি বুড়ো মানুষ, বৃদ্ধ হ'লে যেমন সঙ্কোচ থাকে না, কথা আসুগা হ'য়ে যায়, সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা ক'র্বেন। তাঁর প্রচার-কার্য্য, সম্প্রদায়-গঠন-কার্য্য এবং সর্ব্বোপরি অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক ব্যক্তিত্ব যখন থেকেই আমার চোখে প'ড়েছে, তখন থেকেই আমি বেশ সাবধানতার সঙ্গেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য ক'র্ছি। তাঁর সঙ্গে আমার যে কয়বার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, সে কয়বারই তাঁর নিকট কত সুন্দর হরিকথা শুনেছি। উঠে আস্বার সময় ব'লেছি, আমার সব কথা বলা হ'ল না। তিনি আমাকে কতবার মায়াপুরে আস্বার কথা ব'লেছেন। আজ সেই মায়াপুরে আমার ভাগ্যও হ'য়েছে বটে, কিন্তু সেই মায়াপুরের প্রাণকে আর দেখ্তে পেলাম না—কি দুঃখ! তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লক্ষ্য ক'র্বারই বিষয় বটে। পাণ্ডিত্য অনেকের থাক্তে পারে; কিন্তু পৃথিবীর সকল গুণের চেয়েও সকলের শিরোপরি বিরাজিত যে ব্যক্তিত্ব, তাহাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সেই আচার্য্যশেখরের এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল যে, যেদিন থেকে তাঁ'কে দে'খেছি, সেদিন থেকেই তাঁর প্রতি আপনা-থেকেই গৌরববোধ হয়েছে—সেদিন থেকেই তাঁ'কে শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রেছি।

আমরা বৈষ্ণবধর্ম্ম অনুশীলন ক'রে থাকি। বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে পাই—

যং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪১)

যে বৈষ্ণব বহ্নি, সমুদ্র, আকাশ, বায়ু—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জেনে যিনি প্রত্যেক বস্তুতে অবনত হ'য়ে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করেন, তিনিই বৈষ্ণব। তা'ছাড়া তাঁর (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের) যে-সকল বিভূতি, লীলামাধুরী, অলৌকিকী লোকাকর্ষণী শক্তি, তা' দেখে তাঁ'কে আরও যদি ভগবদবতার বল্তে সঙ্কোচ হয়, তিনি তা' না বলুন, কিন্তু—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

(গীতা)

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতি তেজোংশসম্ভূত।—এই উক্তির তিনি মূর্ত্ত আদর্শস্বরূপ ছিলেন। একথা বল্তে আমি অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করি না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃতের যে কবিতা আমি অনেক সময় আবৃত্তি ক'রে থাকি—যা' আজ আপনারা অভিনন্দনপত্রের মধ্যেও উল্লেখ ক'রেছেন, সেই কবিতাটি যিনি নিজে আচরণ ক'রে প্রচার ক'রেছিলেন, এমন একজন মহাপুরুষ আমি দেখ্বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম, সেই মহাপুরুষটি আর কেহ নন, তিনিই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

চৈতন্যাবতারে যহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হইল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪২)

এই কবিতাটি কখন থেকে আবৃত্তি ক'র্তে আরম্ভ ক'রেছি জানেন? যে দিন থেকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী মহাশয়কে দেখেছি, সেদিন থেকেই আমার এই কবিতার আবৃত্তি। যেদিন আমি

প্রথমে তাঁ'কে দেখ্‌লাম, তার পরদিনই একটি সভায় আমি এই কবিতা আবৃত্তি ক'রেছিলাম। বাঙ্গালীর পক্ষে এতবড় বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে। আজ আমাদের জীবনযাত্রা সংগ্রামময় হ'লেও বাঙ্গালীর যেন মনে থাকে—আমাদের দেশে আমাদেরই মধ্যে অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি বিলা'তে এক প্রেমের ঠাকুর স্বয়ং এসে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, এ জ্ঞান যেন তাঁরা না হারান। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা (শ্রীযুক্ত বটুক নাথ ভট্টাচার্য্য) যুগো মতের (Communism & Secularism) কথা ব'লেছেন। সনাতন-ধর্ম্মই বল, খৃষ্ট ধর্ম্মই বল, মহম্মদীয় ধর্ম্মই বল, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, কোন ধর্ম্মমতই উচ্চনীচ-বৈষম্য দূর ক'র্‌তে পারে নি। একদল ক্ষেপেছে সব ধন এক ক'র্‌বো। এ মতবাদের দ্বারাও যে পৃথিবী নিষ্কৃতি লাভ ক'র্‌বে, তার সম্ভাবনা নাই। এই মতবাদ যাঁরা প্রচার করেন, তাঁদের এটা জানা দরকার যে, সকল অনর্থের মূল দেহাত্মাভিমান। এই অভিমান কিছুতেই দূর হয় না। এই অভিমানকে বজায় রেখে যতপ্রকার মতবাদই প্রচার হউক না কেন, তা'তে বৈষম্য কখনই মিট্‌বে না। এই দেহাত্মাভিমানকে সহজে ও সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত কর্‌তে পারে একমাত্র অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কএকটি কথা ব'লেছি, তা' পুস্তকাকারে লিখিত হ'য়ে প্রকাশ হ'লে আপনারা আমার অনেক কথা জান্‌তে পার্‌বেন। ভাগবত, গীতা, মহাভারত, ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার উপনিষৎ—সমুদয় শাস্ত্রই এই কথা বলেন যে, যতদিন দেহাত্মবাদ থাক্‌বে, ততদিন Heavenly Kingdom (স্বর্গরাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হ'বে না। একমাত্র প্রেমভক্তিতেই আমাদের অভিমান দূর হ'তে পারে, জ্ঞানে হয় না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারার্থই তিনি এসেছিলেন, এরূপ ধারণায় বোধ হয় বহুস্থানে গেয়েছেন। সেই ভাগবতের মূল প্রধান কথাই হ'চ্ছে—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"

তবে জ্ঞান ছেড়ে দে। শ্রবণ—মনন—নিদিধ্যাসনাদি কত জ্ঞানের প্রয়াস ক'রে গেছে এই ভারতে, তার ঠিক নাই, তথাপি দেহাত্মাভিমান যা'বার নয়। জ্ঞানের বন্যায় ডুবে গিয়ে দেহাত্মবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই। তাই শ্রীচৈতন্যদেব ব'ল্‌লেন,—'নত হও, তৃণের চেয়েও সুনীচ হও, যিনি আমার ভেতরে সর্ব্বদা দিবারাত্র বাস ক'র্‌ছেন, তাঁর ইচ্ছা-ব্যতীত একটুকুও চল্‌বার সাধ্য কা'রও নাই।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
(গীতা ১৩।২২)

আমি যা' করি, স্বপ্নেও যা' দেখি, তা'রই পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি যখন কাজ করি, তিনি দেখেন, তিনি অনুমোদন করেন। যেমন আপনারা সভায় একজন প্রস্তাব করেন, আর একজন তা'র অনুমোদন করেন, সেইরূপ তিনি নিজেই প্রস্তাব ও অনুমোদন ক'রে থাকেন। তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপে দেখেন, অনুমোদন করেন, তারপর কাজ করান, আবার নিজেই তা'র ফলের ভোক্তা হন। আবার সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা হ'য়ে নিজে দেখেন ছাড়া করেন না। যাঁরা একটু কার্য্য-কারণ বিচার করেন, তাঁ'রাই বুঝ্‌তে পারেন,—তিনি ছাড়া আর কেউ নাই। এমন একজন সকলের মধ্যেই বাস ক'র্‌ছেন, তাঁকে জান্‌বার জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি জ্ঞানের প্রয়াস ক'র্‌তে গেলে তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমানই বাড়্‌তে থাক্‌বে, সুতরাং ঐ প্রকার জ্ঞানের প্রয়াসের কোন দরকার নাই।

আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা এই ক'রে কর্ত্তৃত্বাভিমান বাড়িও না। জ্ঞানে প্রয়াস বাড়িয়ে শ্রবণাদি ক'র্‌তে গেলে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানই বে'ড়ে যা'বে, সুতরাং তাঁ'কে ধর্‌বার জন্যে বেদান্ত-দর্শন প'ড়বার আবশ্যক হয় না। যাও সেখানে—যেখানে 'আমি তোমার হ'লাম, ব'লে যাঁ'রা ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত, তাঁ'দের

কাছে যাও, তাঁরা যা' বলেন, তা' ধৈর্য্য ধারণ ক'রে শোন, শুন্তে শুন্তে ভক্তির উদয় হ'বে—ভক্তি আস্‌বে। ভক্তি না এলে হাজার জ্ঞানেও নিষ্কৃতি নাই।

পৃথিবীতে যে সভ্যতার যুগে আমরা বাস কর্‌ছি, একে মানুষের সভ্যতা বলা যায় না। কিসে অপরের অর্থ শোষণ কর্‌বো, অপরের সুখে বাধা দিয়ে নিজে সুখী হ'ব, অপরকে ঠকিয়ে রাখ্‌ব, অপরকে হত্যা ক'রে রক্তের স্রোতে পৃথিবীকে প্লাবিত কর্‌বো, অন্যের দুঃখ কষ্ট হয় হোক্ আমি সুখী হই, ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে ভাসমান হ'য়ে পৃথিবীর বড় বড় সভ্য জাতি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র, দূষিত গ্যাস, লোকবঞ্চনার বিভিন্ন কৌশলাদি কত কিই না সংগ্রহ ক'রছে—ইহাই যদি সভ্যতার পরিণাম হয়, তা' হ'লে এই প্রকার সভ্যতা যত শীঘ্র ধরাপৃষ্ঠ হ'তে অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গল।

ওরে এসব ত' অনেক হ'য়েছে, আর কেন? মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস জরাসন্ধাদি এ দেশেই জন্মেছে, সুতরাং মানবজাতির ঐ সকল অকল্যাণকর ধন-জন-পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-বল-বীর্য্য-লোকবঞ্চনা-কৌশলাদির নূতনত্ব কিছুই নাই। যাঁরা বড় বড় বৈজ্ঞানিক, তাঁরা দু'হাজার, তিন হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার, না হয় বিশ হাজার বছর পূর্ব্বের কথা লিখাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা মানবের সম্বন্ধে কি প্রমাণ জানা'তে পার্‌ছেন? মানুষের মধ্যে কেমন ক'রে এই ব্যবহার ঢুকেছে, তাঁরা তা'র সম্বন্ধে কি ব'লতে পারেন? মানুষের দেহের সহিত অন্যের অভিমান, এ কথা ত' সকলেই বুঝে থাকে। এতে জ্ঞানীর বাহাদুরীর আর কি পরিচয় আছে। কিন্তু এই অভিমানই (দেহের সহিত অন্যের অভিমান) নানা অনর্থের মূল। এই অভিমান দূর ক'রতে না পার্‌লে পরম মঙ্গলের, পরা শান্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। ভক্তি ছাড়া উপায়ান্তর নাই। নিজে ভক্ত হ'য়ে ও ভক্তির কথা ব'লেই মানুষকে ভালবাস্‌তে হ'বে। ভগবান্ আমাদিগকে এ সংসারে কেন পাঠি'য়েছেন? তাঁর সৃষ্ট বাছা বাছা ফুলগুলি তুলে তাঁর চরণে দেবার জন্যই মানুষের এ জগতে জন্মগ্রহণ। এ সিদ্ধান্তজ্ঞান না থাক্‌লে হাজার দর্শন, বিজ্ঞানশাস্ত্র পড়, কিছুই হ'বে না, কেবল পরিশ্রমই সার হ'বে।

আমি আর বেশী ব'লবো না। অদ্যকার বক্তা শ্রীযুক্ত সুখরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি বড় ভাল কথা ব'লেছেন—তিনি অনেকগুলিই ভাল কথা ব'লেছেন—এই যে শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ, এই বিরহের ভিত্তির উপরই বৈষ্ণবের সাধনা। এই কথাটি ভাল ক'রে অনুধাবন ক'রতে হ'বে। যা'র বিরহানুভূতি নাই, তা'কে বৈষ্ণবই বলা যেতে পারে না।

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

(বিদগ্ধমাধব, ২য়ঃ ১৮শ শ্লোক)

কৃষ্ণ-বিরহের প্রত্যক্ষমূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীস্বরূপরামানন্দ সঙ্গে এই সকল কথা রাত্রিদিন আলোচনা কর্‌তেন—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দসনে
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে তাঁর বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

(চৈঃ চঃ ম ৫০-৫১)

এই কৃষ্ণকে যে ভাল বেসেছে, কৃষ্ণপ্রেম যার হ'য়েছে, তার এত জ্বালা, এত পীড়া যে, কালকূটের গর্ব্বও তার কাছে কিছুই নয়। সে বিরহ কার বিরহ? সে ত' সচ্চিদানন্দ বস্তু। সে যে সকল সৌন্দর্য্যের সার, সকল লাবণ্যের পার, তার বিরহ; তা'তে যে আনন্দের অনুভূতি, তা' স্বর্গের সকল সুধা নিয়ে দুঃ ক'রে তা'তে ঘাল ক'রলেও একবিন্দু তৃপ্তি হয় না। নন্দনন্দনের ভালবাসা যা'র জেগেছে, সেই বুঝ্‌বে, নতুবা কৃষ্ণপ্রেমের পরাক্রম আর কে বুঝ্‌তে পারে?

আপনারা আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। আমি বুদ্ধে

মানুষ। বৃন্দাবনে ও এই নবদ্বীপে কোন ভেদ আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। বৃন্দাবনে বিষ্ণু-যুবনীধরের যে সাধ পূরে নাই—

"এই তিন সাধ মোর ব্রজে নাহি পূরণ"—

সেই সাধ পূরাবার জন্যই সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের নবদ্বীপে আগমন। বৃন্দাবন-লীলায় যে অপূর্ত্তি ছিল, তা'র উপসংহার—'সংহার' অর্থে সমাধান করার জন্য —ভগবান্ গৌরাঙ্গরূপে এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। নবদ্বীপ-লীলা বৃন্দাবন-লীলারই পরিশিষ্ট।

শ্রীরূপের একটী শ্লোকের কথাটা বলি। কৃষ্ণপ্রেম কি?—ভগবান্‌কে ভালবাসা। এই ভালবাসার স্বরূপ কিরূপ? তাই বলা হ'য়েছে—

ভাবের মূর্ত্তি রাধা ঠাকুরাণী, তাই বংশীধারীকে দেখ্‌বার জন্য কোন না কোন ছল ক'রে যমুনাতীরে আস্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন। তাঁর এ সকল ভাব দেখে বিশাখা ব'ল্‌লেন, সখি! এত ব্যাকুল কেন? যমুনাপুলিনে যাবার পূর্ব্বে একবার শোন—"ধারা বাহিকী" অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভালবাস্‌বো—এরকম ভালবাস্‌তে যে আরম্ভ করেছে, তা'র নয়ন হ'তে বাহিকী ধারার বিরতি নাই। যে লোক কৃষ্ণপ্রেম পেতে চায়, তাঁর চোখের ধারা দূর হয় না। ভগবান্‌কে যদি ভালবাস্‌তে চাও, একটা কথা মনে রেখো। কৃষ্ণকে সেবা ক'রে, তাঁকে ভালবেসে তাঁর থেকে কিছু আদায় ক'র্‌বো, এ বিচার থাক্‌লে হ'বে না যদি নিজেকে তাঁর সেবায় আহুতি দিতে না পার, তা' হ'লে হ'বে না। এ যে আদায়ের ধর্ম্ম নয়, কেবল দেবার ধর্ম্ম। 'আমার প্রাণনাথের প্রীতি'—এ ব্যতীত আর কিছু লক্ষ্য থাক্‌লে হ'বে না। শুধু প্রচার চ'ল্‌বে না, আচার চাই; আচার মানে প্রেরিত হওয়া—কৃষ্ণ যা' চান, তা'র জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তাঁর সেবা ক'র্‌তে হ'বে। এ প্রকার একজনও আদর্শ কৃষ্ণসেবক হ'য়ে যদি কেউ দণ্ডায়মান হন, তা'হলে দেখ্‌বেন—লক্ষ-লক্ষ লোক তাঁ'র অনুগত হবে—পৃথিবীর সকল সভ্যতা তাঁ'র পদানত হবে।

আজ যাঁর বিরহোৎসবে যোগ দিতে এসেছে, তিনি এই কৃষ্ণপ্রেমের রীতি বুঝেছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গের অবতার বা পার্ষদ ছিলেন কিনা, এ বিচারে দরকার নাই। কিন্তু গৌরপ্রেম ব্যতীত পৃথিবীর কা'রও যে নিষ্কৃতি নাই, এ কথা সেই আচার্য্য-ভাস্কর মানব-জাতিকে শিখিয়ে গিয়েছেন।

বৈষ্ণবের বিরহে কোন শোক কর্‌বার কথা নাই। তিনি যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথ অনুসরণ ক'রে, সেই প্রেমময় পুরুষের দিকে লক্ষ্য রেখে, আপনারা অগ্রসর হউন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হ'বে। ইহা অপেক্ষা অধিক বল্‌বার আমার কিছুই নাই।

---

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসব

## অভিধেয়াস্য

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১২ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত অষ্ট দিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অষ্টোত্তরশত পারমহংস্যশ্রীর অনুকীর্ত্তনমুখে এই বিরহ-উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই পৌষ সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পরিক্রমা-বন্দন-প্রণতি ও নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলা-কীর্ত্তনমুখে অধিবাসোৎসবের উদ্বোধন করিয়াছেন।

## শুভাবস্তিথি-পূজা

৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভারত ও ভারতের বহির্ভূত বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত বৈষ্ণবসঙ্ঘ ও সজ্জনমণ্ডলী শ্রীশ্রীসমাধি-স্তব-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পরম গুরুদেবের শ্রীসমাধি-পরিক্রমা

ও অন্তর্দীপ পরিক্রমা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব প্রেষ্ঠ-কীর্ত্তনকারী স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল আচার্যদেব করুণকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণনয়নে 'শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় ভজন-রীতি "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" সঙ্গীতটি শ্রীসমাধিস্থলে কীর্ত্তন করেন তাহাতে অকপট বৈষ্ণববৃন্দের বিরহ-সিন্ধু অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রবাহিত হয়।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দৈন্য-মুখে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের নিতান্তিক আচার্যত্ব ও অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের অভীষ্টানুসারে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থের প্রথম প্রসঙ্গটি পাঠ এবং শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ ও শ্রীল তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের নিষ্কপট করুণ কীর্ত্তনে সকলের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন স্মৃতির উদ্দীপন হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। তথায় প্রত্যহ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে শ্রীল আচার্যদেব-প্রথিত শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধীয় ১০৮টি বিষয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বিভিন্ন সেবক ও ভক্ত কীর্ত্তন করেন। শ্রীল যাযাবর মহারাজের সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তিত প্রভুপাদ-বিহিত সঙ্কীর্ত্তন-রীতি, তথাভীত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ, মহোপদেশক শ্রীমৎ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবৃন্দের কীর্ত্তিত গীতাবলি প্রত্যহই শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেবও মধ্যে মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় গীতাবলী কীর্ত্তন করিয়া সকলের হৃদয়ে প্রভুপাদের বিরহ-বহ্নির উদ্দীপন করিয়াছেন।

### অষ্টোত্তরশত বিষয়ের আলোচনার উদ্বোধন

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের বিরহ-সংখ্যা-পাঠ, শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে তাঁহার উপদেশাবলী ও শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা বৈষ্ণবসভার অন্যতম অঙ্গ ছিল। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ" এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর" সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে অষ্টোত্তরশত বিষয়ের আলোচনার উদ্বোধন করেন। শ্রীপাদ ভৌতী মহারাজ প্রত্যহই শ্রীল আচার্যদেবের আজ্ঞানুসারে ও নির্দ্দেশে সভার কার্য্যাবলীর পরিচালনা করিয়াছেন।

### শ্রীসমাধিমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিতে প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সখী-চরণ ভক্তিবিজয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দের প্রার্থনায় আচার্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের এই সমাধিমন্দিরের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিবেন। ইহা ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বরের গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভায় বিরাট্ জনমণ্ডলীর সমক্ষে বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর ইচ্ছানুসারে বিঘোষিত হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল আচার্য-দেবের অনুকম্পিত রায় বাহাদুর শ্রীযুত ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন (বিহার ও উড়িষ্যার অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার) ও শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীপাদ অযোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু আচার্যদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের একটি সুন্দর পরিকল্পনা করিয়া-ছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দিরের পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, সেই ইঙ্গিতের অনুসরণে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীসহিত দাস প্রভুর গোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠে সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইবে।

### শ্রীধামের রাজপথ

হুলোরঘাট হইতে শ্রীসমাধিমন্দির পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত পথ অচিরেই নির্ম্মিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

### অভূতপূর্ব্ব গুরুমহিমা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদদয়ার অষ্টোত্তরশত সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের অভিনবে অনেকের হৃদয়ের সংশয়, অনর্থ প্রভৃতি দূর হইয়াছে। এই অষ্টদিবসকাল অহরহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের

চরিতবৈশিষ্ট্য-মুগ্ধাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত ও সজ্জনগণ এক নূতন জীবন ও নূতন রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ প্রাকট্য অনুভব করিয়াছেন। অনুক্ষণ শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনজনিত স্মরণে সকলেই শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে শ্রীল প্রভুপাদের প্রাকট্য অনুভব করিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন—শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও এইরূপ সর্ব্বাতীয়াশয়স্থিত সমূহের মধ্যে এরূপ ঐকতানময় অন্যাভিলাষরহিত গুরুপাদপদ্ম-বৈশিষ্ট্য এরূপ ব্যাপকভাবে আলোচনার আদর্শ প্রকটিত হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলায় তাঁহার নিজজনগণের দ্বারা তাহাই প্রকট করাইয়াছেন।

### ম: ম: তর্কভূষণের সভাপতিত্ব

২৪শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে বিরাট সভামণ্ডপে উচ্চ সিংহাসনোপরি বিবিধ পুষ্পস্তবক, পুষ্পমালা, বস্ত্র, বনরাজি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপিত হন এবং তৎসম্মুখে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পরিচালক সদ্য প্রতিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট ও রিপন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করেন। শ্রীপাদ জগদ্গুরুবরণ ভক্তিবান্ধব বি এ মহোদয় মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয়কে কলিকাতা হইতে শ্রীধামে লইয়া আসেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ও গৌড়ীয় মিশনের সহকারী সভাপতিপ্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তর্কভূষণ মহাশয় আচার্য্যদেবের সহিত সংলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল কথা আরও বিপুলভাবে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি এল মহোদয়ের প্রস্তাবে ও বক্তৃতায় ঐতিহ্যেই যুক্ত গৌরীশ্র মোহন সরকার এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীযুত সভাপতি মহোদয়ের আসন একটি পৃথক্ উচ্চ বেদীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার আসনের নিম্নে রচিত হইয়াছিল। পরিষদ্-পীঠের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় ও শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে বঙ্গভাষায় যে দুইটি অভিনন্দন-পত্র তর্কভূষণ মহাশয়কে প্রদত্ত হয়, তাহা যথাক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণতীর্থ ও শ্রীযুত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল মহোদয় পাঠ করেন। সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার বৈশিষ্ট্যে বিপ্রলম্ভগত ভজনের রহস্য" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে তর্কভূষণ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরের অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের আলোকমালা দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়াস্থিত আলোক-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ার কথা এবং মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের সেবায় ঔজ্জ্বল্য দর্শনে হর্ষান্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তালোক পুনরুজ্জীবিত করিবার কথা আবেগময়ী ভাষায় আবেদন করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু একটি নাতিদীর্ঘ অতি সুন্দর অভিভাষণ প্রদান-মুখে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয়, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহোদয়, ও সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

### গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভা

গত ১০ই পৌষ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত তালিকা (agenda) অনুযায়ী কার্য্যসমূহ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সভাপতিত্বে গৌড়ীয় মিশনের বহু শিষ্য ও সভ্যবৃন্দের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় আলোচিত মন্তব্য-সমূহ পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত হইবে।

### বিরহোৎসবের পূর্ণাহুতি

১২ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর, সোমবার অধিবাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে বিরহোৎসবের উপসংহারে গৌড়ীয়-সম্পাদক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব একটি অভিভাষণ মুখে শ্রীল প্রভুপাদের সাত দিবসব্যাপী বিরহ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের বহুত বিভিন্ন ভক্তের মুখে অষ্টোত্তরশত অভিভাষণের প্রসঙ্গ আলোচনা এবং জগতের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

### মহাপ্রসাদ বিতরণ

প্রত্যহই সমাগত সহস্র-সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। ১০ই পৌষ শনিবার শ্রীধামের পারিপার্শ্বিক দ্বাদশটি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আহূত, অনাহূত নিমন্ত্রিত বাক্তিগণকে এবং বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ সকলকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিবিবুধ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু, শ্রীধামবাসী সেবকবৃন্দ এবং বিভিন্ন মঠ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রাণপণে দিবারাত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের সেবা আচার্য্যানুগত্যে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। অধিবেশনের সময় বাতীতও শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং এবং তদানুগত্যে শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীপাদ গিরিমহারাজ, শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ বাচক মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌধের প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবৃন্দ সর্ব্বক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী ও সমাগত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

### সমাগত বিশিষ্ট জনসাধারণ

কলিকাতা হইতে শ্রীধামমায়াপুরে আগত বিশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ বিজনকুমার মুখার্জ্জি, এ্যাডভোকেট্ মিঃ পি, বি, চক্রবর্ত্তী, সলিসিটার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, বি, এল, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, গয়ার ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীযুত রাধাশ্যাম সিংহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শত শত সজ্জন ও মহিলা ভক্ত এই বিরহোৎসবে যোগদান ও নানাভাবে সেবার আনুকূল্য করিয়াছেন। অন্যান্য শাখা মঠেও বিরহোৎসব হইয়াছে।

---

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহারাজ গায়কোয়ার বাহাদুর

গত ৩০ই পৌষ (১৩৪৪), ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় বরদাধিপতি মহারাজ সর সয়াজী রাও গায়কোয়ার বাহাদুর, জি, সি, এস, আই; জি, সি, আই, ই; তাঁহার পারিষদবর্গসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির পরিদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারে গৌড়ীয় মিশনের সহকারী সভাপতিপ্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং গৌড়ীয় মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকরপ্রভু গায়কোয়ার বাহাদুরকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তথায় শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস, মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণকে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক ভট্টাচার্য্য শ্রীপাদ সচীচরণ রায় ভক্তিবিবুধ, গৌড়ীয়মিশনের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী (জমিদার, অলোরা), গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, (ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি-

ষ্টেটিং ইঞ্জিনিয়ার, বিহার ও ওড়িষ্যা ), গৌড়ীয় মিশনের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গভূষণ সরকার, বি, এল, বক্তৃতার এডভোকেট্ ও জমিদার শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ, এম্, এ, বি, এল্, ( জমিদার, বারণী ), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুবিহারী কপুর এম্, এ, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, প্রভৃতি গৌড়ীয় মিশনের উপস্থিত সেবকবৃন্দকে শ্রীমঠের দ্বারে মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীমঠের দ্বার হইতে শ্রীমন্দির ও সারস্বতশ্রবণসদন বিচিত্র মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার, উৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ ও পুষ্পস্তবকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। মহারাজ গায়কোয়ার বাহাদুর শ্রীমন্দিরের দ্বারে অবতরণ করিবামাত্রই শ্রীবিগ্রহের পূজক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী উচ্চ মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনি করেন। শ্রীসারস্বতশ্রবণসদনে সপার্ষদ মহারাজ উপনীত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর সহিত গায়কোয়ার বাহাদুরের পরিচয় করাইয়া দেন। মহারাজ বাহাদুর শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অভিবন্দন করেন।

সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই সারস্বত-শ্রবণ-সদন বহু আভিজাত্যসম্পন্ন বিদ্বজ্জনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভামণ্ডপে একটি সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত বেদীর উপর একটি সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব মহারাজ বাহাদুরকে সেই বেদীর উপর অভ্যর্থনা করেন। মহারাজের পার্শ্বেই শ্রীল আচার্য্যদেব, মহারাজ ডাঃ প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, স্যার হরিশঙ্কর পাল, লেঃ টেম্পারলি কর্ণেল স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি, ও স্যার আবদুল হালিম গজনবী মহোদয়গণ উপবেশন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবকে, শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ গায়কোয়ার বাহাদুরকে এবং শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী মহারাজ ডাঃ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে সুন্দর পুষ্পমালা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব মহারাজ গায়কোয়ার বাহাদুরের প্রতি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করেন—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমন্তো বরদেশ্বরা নিখিলসদ্-ধর্ম্মশ্রিতঃ সংসদঃ
স্বামিন্বঙ্ক সনাতনাস্পদমহো, ধর্ম্মং সমং সংশ্রিতাঃ।
পূর্ণৈশ্বর্য্যময়ীং পুরীং ভগবতো, দ্বারাবতীং বল্গতো
রক্ষন্তঃ পরমেশ্বরে পরতরে, কৃষ্ণে লভন্তাং মতিম্ ॥১॥
শ্রীবৃন্দাবননাথ এব ভগবান্, শ্রীদ্বারকেশাধিক-
স্তদ্ধং পূর্ণতমং তদাশ্রয়যুতা ধীনা বয়ং গৌড়ীয়াঃ।
শ্রীরূপাদিমহাজনানুসরণাৎ, শ্রীগৌরবাক্সেবকা
লভ্যো যো মহতঃ পরং ন হি তদ্ধং, সর্ব্বদমং প্রাপ্নুমঃ ॥২॥

এই আশীর্ব্বচনের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, বরদাধিপতি নিখিল সদ্ধর্মাশ্রিত ও সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময়ী পুরী দ্বারাবতীকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, মথুরেশ পূর্ণতর এবং বৃন্দাবনেশ পূর্ণতম। গৌড়ীয়গণ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত সেই ব্রজবিলাসেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত কায়মনঃ সেবক। তাঁহারা শ্রীরূপাদি মহাজনের অনুসরণে চৈতন্য-সরস্বতীর অকিঞ্চন সেবক। তাঁহাদের পূর্ণৈশ্বর্য্যময়ী দ্বারাবতীর সংরক্ষকের সম্বর্দ্ধনার উপযোগী কোনই সম্বল নাই। "বৃন্দাবনেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক"—শ্রীরূপানুগগণের এই উচ্চারণ ব্যতীত তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দেয় আর কিছুই নাই। এই আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব গায়কোয়ার বাহাদুরের ললাটপ্রদেশ ভগবৎপ্রসাদচন্দনে অভিষিক্ত করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু একটি নাতিদীর্ঘ ও সুসারগর্ভ অভিভাষণের দ্বারা গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে সপার্ষদ মহারাজ বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা করেন। গৌড়ীয় মঠের সেবক-বৃন্দের পক্ষ হইতে একটি সংস্কৃত ভাষায় ও আর একটি ইংরাজী ভাষায় অভিনন্দন প্রদান করা হয়। তাহা যথাক্রমে সভাস্থলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাঠ করেন। একটি সুরম্য রৌপ্যাধারে ঐ অভিনন্দনদ্বয় শ্রীল আচার্য্যদেব মহারাজ বাহাদুরকে প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থরাজি ও সাময়িক পত্রসমূহ গায়কোয়ার বাহাদুরকে উপহার প্রদানমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লিখিত ও পূর্ব্ববর্ত্তি-আচার্য্যগণের রচিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তসার এক একটি করিয়া মহারাজ বাহাদুরের নিকট বর্ণন করেন।

মহারাজ গায়কোয়ার বাহাদুর অতি সুললিত ও সুমার্জ্জিত ইংরাজী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান-

মুখে অভিনন্দনে উল্লিখিত বিষয়সমূহের সুগভীর বিচার ও উচ্চতম দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, মানবজাতির মধ্যে অসংখ্য জাতি, বর্ণ, আশ্রম রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, সংস্কার গত অসংখ্য ভেদ-সত্ত্বেও যে স্থানে সকলেই সম্মিলিত হইতে পারেন, তাহাই ধর্ম্মের ভূমিকা। সেই ধর্ম্ম এক অদ্বিতীয়। উহা বহু হইতে পারে না। সেই প্রেমধর্ম্ম যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য আমাদের যাবতীয় কুসংস্কার, লোকাচার, দেশাচার, প্রভৃতির বেষ্টনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। প্রচারক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আচারবান হইতে হইবে। তিনি তাঁহার রাজ্যে এরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কয়েকটী বিশিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই ধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারিবেন না। বস্তুতঃ ধর্ম্ম এক অদ্বিতীয়। তাহাই সার্ব্বভৌমিক প্রেমধর্ম্ম। উপসংহারে মহারাজ বাহাদুর গৌড়ীয় মিশনের সুগভীর দার্শনিক বিচার ও উচ্চতম সিদ্ধান্তরাজি তাঁহার ধারণার অতীত বলিয়া সরল মৈত্রের মধ্যে স্বীকার করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ও মিশনের সভ্যগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মহারাজ বাহাদুর সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইলেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পুনঃ-পুনঃ বলেন যে, তিনি সময় করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিচারবৈশিষ্ট্য ও সিদ্ধান্তরাজি শ্রবণ করিবেন। গৌড়ীয়দর্শনের সুগভীর সিদ্ধান্তে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সপার্ষদ মহারাজ বাহাদুর ও উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুবিস্তৃত সারস্বত শ্রবণ-সদন বিদ্বজ্জন-সমূহে প্লাবিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ও আভিজাত্য সম্পন্ন ব্যক্তি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। নিম্নে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম উদ্ধৃত হইল—

মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, স্যর হরিশঙ্কর পাল, স্যর আবদুল হালিম গজনবী, স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি, মিঃ কে, সি, নাগ, বার-এ্যাট-ল, (অবসর প্রাপ্ত জজ, কলিকাতা হাইকোর্ট ও প্রধান বিচারপতি, স্বাধীন ত্রিপুরা ষ্টেট), মিসেস্ কে, সি, নাগ, বাঁশবেড়িয়ার রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সমুদ্দল, উলামা কামালুদ্দীন আহম্মদ, অবসর প্রাপ্ত আই, ই, এস্, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পণ্ডিতপ্রবর সুদর্শনবাচস্পতি শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-ষড়্দর্শনতীর্থ, রায় দিগীন্দ্রনাথ দেব-বাহাদুর (শোভাবাজার রাজবাড়ী), অধ্যাপক মিঃ ও বি, এল, কপূর (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়); ব্যারভাঙ্গা মহারাজের কাইনান্সিয়াল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমধুরানাথ মিত্র (এটর্ণি), শ্রীভুবনমোহন দাস (এটর্ণি); মিঃ এস্, সি, দেব (এটর্ণি), মিঃ আর, এম, সেন (এটর্ণি); শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ (জমীদার); রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্যাপ্টেন্ দে, এম্, ব্যানার্জ্জী, অনাদিরঞ্জন বসু, (পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শিয়ালদহ), অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ ললিতমোহন বসু, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (জমীদার); অধ্যাপক সুপতিরঞ্জন নাগ, এম, এ, বি, এল্, রায় বাহাদুর কে, সি, সেন, মণীন্দ্রকুমার সূর, বি, এ, (সেক্রেটারী, ঢাকা মিউনিসিপালিটি); কিতীশচন্দ্র বসু, (মার্চ্চেণ্ট), শচীন্দ্রনাথ রুদ্র, (বার-এ্যাট-ল), ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য, কণীভূষণ চক্রবর্ত্তী (এ্যাডভোকেট), ডাঃ মাখনলাল দে, ডাঃ কে, হাজারী, মহা-মহা-অধ্যাপক কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত, কবিরাজ লোচনানন্দ ঠাকুর কামিনীমোহন রায় চৌধুরী (জমীদার, বালিয়াটি), রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি, এল্, সি, বি, এল্, (জমীদার), রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট) ইত্যাদি।

মহারাজ গায়কোয়ার বাহাদুর, সভাসদ্বৃন্দ এবং উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীমঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। মহারাজ বাহাদুরের সুযোগ্য প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়ের সৌজন্য, বুদ্ধিমত্তা এবং ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার পরও তিনি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে অনেক আলাপ করেন।

## শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে উৎসব

গত ১৪ই ও ১৫ই পৌষ, ইংরাজী ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীল-আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ও শ্রীপাদ অনাদিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য প্রমুখ সেবকবৃন্দের সেবাচেষ্টায় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ, বক্তৃতা, পাঠ, সংকীর্ত্তন ও দেড় সহস্রের অধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও আচার্য্যদেবের কৃপাশক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রীযুত রূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শখণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৪শে পৌষ, ১৩৪৪ ; ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ | ২৩শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"অভক্ত, পৌরাভিমানী, মাৎসর্য্যক, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সে ব্যক্তি বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ'—এই সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ যাহারা অমান্য করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি-পথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই ; তাহারা গুরুদ্রোহী।"—( শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়ভাষ্য—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩ )

"যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ার অসম্ভাব্য।"

—( প্রতীপ-শ্রীরমাধের|প্রশ্নের:প্রত্যুত্তর ৪১ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদাষ্টকম্

আনন্দচিদ্‌ঘনসেবমূর্তি-
ব্রহ্মাণ্ড-সম্বিত্তত্তকীর্তিঃ।
সগৌরসিদ্ধান্তরসৈকপোতঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

শ্রীগুরুচারীকরগৌরকৃপঃ
সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারভূপঃ।
শ্রীবৈষ্ণবাচার্যসমাজরাজঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

গৌড়ীয়গোষ্ঠীগণপ্রাণবন্ধুঃ
প্রপন্নদুঃখার্ত্তপ্রণাশসিন্ধুঃ।
বিত্তাদিপাষণ্ডিপ্রচণ্ডদণ্ডঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

শ্রীরাধিকাপ্রেমতড়াগহংসো
হংসদ্বিজপ্রাজ্ঞকুলাবতংসঃ।
সংকীর্ত্তনপ্রেমমধু প্রমত্তঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

চতুঃসনূত্রাধমতক্তিশস্ত্রঃ
বন্ধুক্ষরাবন্ধ্যপদারবিন্দঃ।
প্রেমাব্ধিচন্দ্রো ভজনক্রকল্পঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ

চন্দ্রবাণবেদবিমিতে গৌরাব্দে
সৌরপৌষস্য ষষ্ঠবাসরে।

গৌরাঙ্গগোবিন্দবরেণ্যভক্তঃ
বিশুদ্ধসদ্ধর্মপ্রচারয়ক্তঃ।
রাধাযশোগানসহস্রযক্তঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

বেদান্তবেদ্যাগমপুরাণদক্ষো
বিখণ্ডিতপ্রাজ্ঞকুতর্কপক্ষঃ।
শাস্ত্রপ্রশাস্তোপরতাত্মনিষ্ঠঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

হরেঃ কথাঘাতসমস্তবাধো
রোমাঞ্চকম্পাশ্রুমুখাভিরামঃ।
শ্রীধামমায়াপুরবাসবরঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

হা কাসি যৎপ্রাণপ্রভো! ক তেঽসৌ
গৌরাখ্য-দাসস্তব দুঃখতপ্তঃ।
প্রপন্নতত্ত্বারিহরত্বমেব
ব্রহ্যামি কিং চন্দ্রমুখং সকৃৎ তং॥

হে দীনবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
কৃষ্ণ প্রসাদং ময়ি মন্দদৃষ্টে।
লক্ষাপরাধে বহুপাপগাঢ়ে
তৎপাদপদ্মেঽস্তু মতিশ্চ রুক্ষে॥

---

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত

[ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা ]

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে॥

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব, পরম পূজনীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী ও প্রেমের জোড়হস্তগুলি! আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও জনমত" সম্বন্ধে বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'মনে সামাজিকতা' প্রবন্ধ হইতে বিভিন্ন মতবাদ ও শ্রীল প্রভুপাদের খণ্ডন ও সমালোচনার আলোচনা করিয়াছেন। 'বাদ' শব্দটি 'সিদ্ধান্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ। যাহা তর্কের দ্বারা কিম্বা প্রমাণান্তরের দ্বারা খণ্ডিত হইবার যোগ্য, তাহাই 'বাদ'; আর যাহাকে কোন প্রকার দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন করিতে পারে না—যাহা নিত্যসিদ্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণরূপে

প্রতিষ্ঠিত, তাহাই 'সিদ্ধান্ত'। 'বাদ' অসীমাংসিত ব্যাপার —আর 'সিদ্ধান্ত' নিত্য মীমাংসিত সত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিকে আধ্যক্ষিক-মতবাদিসম্প্রদায়ের ন্যায় কোনদিনই বাদের অন্তর্গত বিচার করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই "ভক্তিবাদ" এই শব্দটি ব্যবহার করিতে দেন নাই। তিনি "ভক্তিসিদ্ধান্ত" এই শব্দ-ব্যতীত অন্য কোন শব্দই শুনিতে পারিতেন না। প্রায় সতের বৎসর পূর্ব্বের কথা বলি, একবার শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা শুনিয়া আমাকে বলিলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদ-"বাদ" না বলিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-"সিদ্ধান্ত" বলাই ভাল। কারণ উহাই বেদান্তের নিত্যপ্রতিষ্ঠিত ও নিত্যসিদ্ধ অখণ্ডনযোগ্য একমাত্র সত্য ও মীমাংসা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নাম শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী। তাঁহার 'নাম' ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'রূপ' ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী—শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'গুণ'—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'পরিকরবৈশিষ্ট্য'—ভক্তিসিদ্ধান্ত; তাঁহার নিজজনগণকে চিনিবার একমাত্র কষ্টিপাথর—তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে কতটা উপলব্ধি তাহা শুনিয়া —তাঁহার 'লীলা'—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার। এই যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ, মন্দির, প্রমর্শনী, ইহাদের মূল উদ্দেশ্য কেবল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার ও প্রচার। 'তিনি কতটা অনুস্বার বিসর্গে পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটা উচ্চ-তম উপাধিধারী, কতটা জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তিনি ব্রহ্মচারী না সন্ন্যাসী', ইহা দেখিয়া তাঁহার কোন আত্মমঙ্গলকামী সত্যানুসন্ধিৎসু দাস, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হন নাই। অনেক অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে পারেন, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে অনেক বৃহদ্ব্রতী ও কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী থাকিতে পারেন, হিট্‌লার, মুসোলিনী, ডি ভ্যালেরা প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক বা ভারতবর্ষীয় অনেক জননায়ক থাকিতে পারেন; কিন্তু সেইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যেও আমরা দেহাত্মবাদ বা নানাপ্রকার অভক্তিমতবাদই লক্ষ্য করি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদে ভক্তিসিদ্ধান্তই তাঁহার নিত্য-সিদ্ধ ব্যক্তিত্বরূপে প্রকাশিত। ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পৃথক্ করিলে আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে পাই না। সেখানে আমাদের প্রভু 'বাদ' অর্থাৎ বিযুক্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিযুক্ত প্রভুপাদ বা প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব মায়া বা তাঁহার কল্পনা।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপেক্ষা শ্রীব্যাসের চরণ-কমলে প্রণামাদির অভিনয় কিছু কম করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব-প্রতিভা কোনটাই কম নহে। মায়াবাদিসম্প্রদায়ও নিজদিগকে ব্যাসানুগ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারাই তাঁহাদের সেই ব্যাসানুগত্যের অভিনয়, গুরুভক্তি-বন্দনা সকলই যে মায়াবাদ, তাহা প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর চক্ষে যাঁহারা অজ্ঞাত অসমোর্দ্ধ বা অদ্বিতীয় ধার্ম্মিকতার ব্যক্তিত্ব বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত-অস্ত্রের দ্বারা তাহা খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়াছেন। 'যদ্বে সাম্যবাদিকর্তা গ্রন্থে বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন মনীষীর সহিত সংলাপমুখে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের যে সকল মনোধর্ম্ম বা মতবাদ নিরাস ও খণ্ডন করিয়া অকৈতব বাস্তবসত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার একমাত্র সুদর্শন-অস্ত্র—ভক্তিসিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীগৌর-সুন্দর-কর্ত্তৃক নানা-মতবাদ-গ্রাহ্য-গ্রস্ত পাশ্চিমাত্য-জনমণ্ডলীকে উদ্ধারের যে একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"যাহারা হরিসেবা-বিমুখ হইয়া কুসিদ্ধান্তকে ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করে, তাহাদের সঙ্গ হইতে জীবকুলকে সেবোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চে লীলা-প্রকটন। শ্রীচৈতন্য-কৃপা-বঞ্চিত জনগণের দুঃসঙ্গফল কুসিদ্ধান্তের হস্ত হইতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণই মুক্ত হইতে সমর্থ। শ্রীচৈতন্য-কৃপা-বঞ্চিত জনগণ কুসিদ্ধান্ত-গর্ত্তে কূপমণ্ডূকবিচারে প্রাপঞ্চিক দর্শনে আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহারা কোনকালেই অধোক্ষজসেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার পাইবেন না।"

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যে-সকল বাদের কথা উল্লেখ

করিয়া ঐগুলিকে জগতের মঙ্গলের পথের প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, ঐ সকল মতবাদ পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জনকেই নৈষ্ঠিক বা পৌনঃপুনিক সংখ্যক লোক ভুলিয়া লইয়াছে। যে চিজ্জড়-সমন্বয় বাদকে একমাত্র গৌড়ীয় মঠ নিন্দা করিতেছেন, তাহা পৃথিবীর প্রায় সকল লোকই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান বা শেষ কথা বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং 'এই মতবাদ প্রচারের দ্বারা বর্ত্তমান যুগ চলন্ত বৎসর অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছেন' এরূপ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর শতকরা প্রায় শতজন লোকের এইরূপ বিচার বা মতবাদকে কে খুব জোরে ধাক্কা দিতে পারিয়াছেন?—চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিরাট্‌রূপকে কে ম্লান করিতে পারিয়াছেন? যিনি শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত অন্ধকারের বিনাশক—ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, একমাত্র সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি চিজ্জড়সমন্বয়বাদের অধিনায়কের ন্যায় বিশ্বপূজিত বলিয়া গৃহীত না হইতে পারেন, সাধারণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার নাম অধিক প্রকাশিত হইতে না পারে, কিন্তু একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারাই তিনি বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় পাত্ররাজ বা শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের অভিন্ন-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

তাই শ্রীল প্রভুপাদের পরিকর-বৈশিষ্ট্য কোথায়, শ্রীল প্রভুপাদের মর্ম্মজ্ঞ অন্তরঙ্গ কে, তাঁহার অন্যতম কে, ভক্তি-বিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-ধারার সংরক্ষক কে, যখন অনুসন্ধান করা যায়, তখন ভক্তিসিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরেই তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ প্রকাশিত হয়। একথা শ্রীল প্রভুপাদ কোটি-কোটিবার বলিয়াছেন এবং গৌড়ীয়-মিশনের প্রত্যেক ব্যক্তি চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া-ছেন যে, শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত আর কেহই সম্যগ্‌রূপে বা সুষ্ঠুভাবে ধারণ করিতে পারেন নাই। রজস্তমোগুণতাড়িত হইয়া গায়ের জোরে বা গলাবাজির দ্বারা অথবা কাপট্য-কুটিনাটি-মূলে ভক্তিসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞান বা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করা যায় না। প্রতিযোগিতা ও অনুকরণ-মূলে, গায়ের জোরে ও টাকার গরমে প্রাদ্যবার্ত্তাবহকে রূপানুগ বার্ত্তাবহ বলিয়া প্রচার করিলেই তাহা শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দুই একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলি।

একবার দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের একজন লেখকম্মন্য ব্যক্তি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত Intellectualism বা বুদ্ধির কসরৎ বিশেষ! সেইরূপ প্রজ্ঞা লইয়া সেই ব্যক্তি নদীয়া-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-রূপ লীলাকে কল্পনা-বলে ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আধ্যাত্মিকতার বিচারে সিদ্ধান্ত হইল—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে বিরাট্ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিয়া যখন ইন্দ্রের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, তখন গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলাটি নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা। নদীয়া-প্রকাশে ইহা মুদ্রিত হইয়া গেল! তখন শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট ছিলেন। সকলেই ন্যূনাধিক ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট ঐ প্রবন্ধ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এক জনের দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই 'শ্রীমদ্ভাগবত', শ্রীল রঘুনাথের 'স্তবাবলী', শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "মাধুর্য্যকাদম্বিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়া আমার নিকট একপত্রে ঐ প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত বিরোধি-মতবাদ কিরূপে সংশোধিত করিতে হইবে, তাহা জানাই-লেন। "গৌড়ীয়ে" লোক-মঙ্গলের জন্য দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের উক্ত লেখকের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধি-মতকে শাস্ত্র-যুক্তিমূলে প্রদর্শিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি নদীয়া-প্রকাশের প্রবন্ধ তত ভাল করিয়া দেখি নাই, কিন্তু বাসুদেবের দৃষ্টি সর্ব্বত্র আছে। সে কখনও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধ সহ্য করিতে পারে না। এই খণ্ডন খুব ঠিক হইয়াছে।

আর একবার 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র সম্পাদক অভি-মানী অর্থাৎ কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক Show bottleস্বরূপ নামমাত্র সম্পাদক (প্রকৃত জ্ঞেয় ভক্তিসিদ্ধান্তের লেখক নহেন) একব্যক্তিকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রচ্ছদপটের একটি ব্লকের পরিকল্পনা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সুধীসমাজে গবেষণা ও পরিকল্পনার পর বহু অর্থব্যয়ে 'গৌড়ীয়ে'র দুইটি ব্লক করাইয়া, ব্লক দুইটি লইয়া গৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত করিলে,

শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা দেখিয়া বলিলেন—এরূপ ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ চিত্র 'গৌড়ীয়ে' কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। যতই অর্থ এজন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে হউক, কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না। তাহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট শ্রীশ্রীরূপ-রূপ-রঘুনাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর চরণে অপরাধ ও তাঁহাদের অসন্তোষ হইবে। ঐ ব্লক দুইটি এখনও অব্যবহৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ ব্লকটিতে 'গৌড়ীয়' অক্ষর ছিল এবং 'গৌড়ীয়' শব্দের দুইপার্শ্বে গরুড় দুষ্করে গৌড়ীয়কে বহন করিতেছেন এইরূপ চিত্র ছিল। ইহা দেখিয়াই শ্রীল আচার্য্যদেব (শ্রীল বাসুদেব প্রভু) ঐ চিত্রের ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ভাব জানাইয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়' শব্দের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব, আবার শ্রীগরুড়ও বৈকুণ্ঠের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। কিন্তু এক বৈষ্ণবকে দিয়া আর এক বৈষ্ণবের বহন করাইবার চিত্র প্রকাশ ও প্রচার—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য্য। শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়-বিগ্রহ হইলেও তৎপাদপদ্মে কোন অর্চকই তুলসীদেবীকে অর্পণ করিতে পারেন না—ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। কোন গুরুসেবক বৈষ্ণবকে যদি কেহ নিজপাদমূলে উপবেশন করাইয়া ঐরূপ আলেখ্য প্রচার করেন, তবে তদ্দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের আসনে আরোহণ করিবার পাপতত্ত্বা হয়। বৈষ্ণবকে স্বীয় পাদমূলে সংরক্ষণ করিয়া অন্তরে গৌরববোধ কখনও কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্মত নহে—ইহা শ্রীল প্রভুপাদও 'আলেখ্য'-প্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্তু অসামান্য অন্তর্দৃষ্ট-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীকে প্রতিষ্ঠা-দ্বারা চিরবঞ্চনা করিয়া প্রভুপাদ আত্মমঙ্গলকামিগণকে চিরদিন ভক্তিসিদ্ধান্তই শিক্ষা দিয়াছেন। অতিমর্ত্যজ্ঞানী শ্রীল প্রভুপাদের অভিসন্ধি-বঞ্চনকার্য্যের আনুকূল্য করিবার জন্যই কেহ কেহ "গৌড়ীয়ে" ঐরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর আগ্রহে ঐরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আলেখ্যাদি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অবরুদ্ধ-স্বরূপ আমরা তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধান্তের মধ্যেই পাই। এরূপও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি চোরকে আরও অধিক চুরি করিবার সুযোগ দানের জন্য চোরের হস্তে বহুমূল্য বস্তাদি নিজহস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা মহাপুরুষগণের একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল বংশীদাস প্রভৃতি অতিমর্ত্য পরমহংস-শিরোমণিগণের চরিত্রেও এইরূপ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর নিকট লোকে যে সকল অর্থ দিতেন, শাল দোশাল উপহার দিতেন, তিনি ঐসকল দ্রব্য চোর, বহ্বা, ব্যভিচারী, প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে দিয়া দিতেন—যাহাদের মস্তালাকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহাদিগকে মায়ুকরীতিকার শুষ্ক তণ্ডুলমাত্র খাওয়াইয়া নিষ্কপট হরি-ভজনের উপদেশ দিতেন। একবার শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অনেকগুলি টাকা জমাইয়া রাখা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গচ্ছিত রাখেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া দেন। অকস্মাৎ একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সমস্ত টাকা চাহিয়া বসিলেন। সেদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। সকল কথা বলা হইলেও শ্রীগৌরকিশোর কিছুতেই তাহা শুনিলেন না বা মানিলেন না। অবশেষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে সমস্ত টাকা দিয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সহজিয়াগণের জন্য ঐ টাকা সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এক অধিনায়কের নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার চুরি করাইবার প্রলোভন উৎপাদন করিয়া বস্ত্রাবকনা করেন। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু হইয়াও চোর, বহ্বা, কালাপাহাড় প্রভৃতির চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চৌর্য্য-কার্য্যের সহায়তাকল্পে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া অসমর্থের ন্যায় প্রতিভাত হন। শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি অনেক অসদ্ব্যক্তিকে নানা-প্রকার পার্থিবোচিত প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেন, তখন সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বঞ্চনা থাকিত না। এজন্যই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনকারিরূপেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব অবরুদ্ধ-স্বরূপ প্রাপ্ত হই।

এক সময়ে কলিকাতায় মুজুমদারে যখন শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভুসহ এ অধোগ্য পতিতাধম অবস্থান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল (বহু দিনের সময়), তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট একটি সংবাদ আসিল যে, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠাভিমানী জনৈক ব্যক্তির প্রিয়তমপাত্র মদন-মনোমোহন-মূলপ্রতীপ একটী

বিশেষ অবৈধ কার্য্য করিয়াছে। কতিপয় অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তীব্রতমভিরস্কারের পরিবর্ত্তে নানা দ্রব্য সম্ভার পুরস্কার তাহার ভাগ্যে ঘটিল। সেই ব্যক্তি তখন মনে করিল—শ্রীল প্রভুপাদ তাহার অবৈধ আচার ধরিতে পারেন নাই, প্রভুপাদ অন্তর্যামী নহেন, প্রভুপাদকে ভোগা দিয়া যে-কোন অন্যায় কার্য্য করা যায় এবং 'নির্দ্দোষ' বলিয়া অন্তর্হাপন করা যায়! শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রেষ্ঠাভিমানীর নিকট ইহার একরূপ কৈফিয়ৎ দিলেন। আবার ইহাও কঠোর সত্য যে, "গোপনেতে অত্যাচার গোরা ঘরে চুরি", তাই যাঁহারা একমাত্র সত্যের অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগের বাস্তব নিত্যমঙ্গললাভ ইচ্ছা করিয়া বলিলেন,—"আপনারা যে জন্য আসিয়াছেন, ইহারা সেজন্য আমার নিকট আসে নাই—ইহা জানিয়া আপনারা অতঃপর বিচার করুন।

দম্ভ ও মাৎসর্য্যবশে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া অবৈধ যোষিৎসঙ্গী কৈতবান্বিত প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাঁহার বা সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নিরয়যাত্রী হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে—বাস্তবিকপক্ষে ভগবৎপার্ষদ মহাপুরুষগণের ক্রিয়া-মুদ্রা তাঁহাদের কৃপায় উন্মীলিত শ্রৌত-প্রজ্ঞা-চক্ষুর্দ্বারা —শরণাগত নেত্রে দর্শন করিলেই তবে তাঁহাদের মহিমা-রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিন্দুমাত্রও দোষ থাকিতে পারে না, আচার-প্রচারে অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, শ্রীব্যাসদেব—অভ্রান্ত,—"বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রাকৃত সদা নির্দ্দোষ আনন্দময়। কৃষ্ণনামে প্রীত, অঙ্গে উদাসীন, জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।"—প্রভৃতি মহাজন-বাক্যের সত্যতার উপলব্ধি বহু সৌভাগ্যফলে জীবের সংসারক্ষয়োন্মুখ হইলেই তবে উপলব্ধির বিষয় হয়। মায়াবাদাচার্য্য শঙ্করের বা বুদ্ধের নিজের অনুরমোহন-লীলার পর্য্যন্ত যখন কোন দোষ নাই, তখন ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য জগদ্গুরুর সম্বন্ধে বা কথা। মায়াবাদাচার্য্যের বা ভগবান্ বুদ্ধের দোষ না থাকিলেও সাধু-শাস্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মায়াবাদাচার্য্যের ও বুদ্ধদেবের অসুর-মোহন-লীলাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"তিনি (আমার গুরুদেব) আমাকে বহুবার বলিয়াছেন, লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরি-ভজন করুন। আমাদের এরকম মহান্ গুরুদেবের পাদ-পদ্মের নিকট বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের অনুখোক্তি—"এম্ হিম্", শিলং; ৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।)

এই ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত সংযোগ না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্যাবলী ও আচার-প্রচার-কার্য্য অসামঞ্জস্যকর এবং একদেশদর্শী বলিয়া মনে হইবে, যাহা মনে করিয়া অনেক কৈতবগ্রস্ত অবৈধ যোষিৎসঙ্গী মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এসকলই বলিতেছিলাম,—শ্রীল প্রভুপাদের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। ভক্তিসিদ্ধান্তকে ছাড়িয়া তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—কোনটিই বুঝা যাইবে না।

---

# ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা

## [ প্রথম দিবসের উত্তরার্দ্ধ ]

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গীতা অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহার সেই গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রথমার্দ্ধ গত ১৩শ সংখ্যা' গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম দিবসের বক্তৃতার শেষার্দ্ধের কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

### প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়-বইক

আমি এখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাৎপর্য্য প্রদান করিব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই ১৮টি অধ্যায়কে আবার ৩ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান-

যোগের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পুস্তকের দুই দিকে দুইটি কঠিন আবরণ থাকে, সেইরূপ ভক্তি-যোগের দুইদিকে দুইটি আবরণ বা প্রচ্ছদপট রহিয়াছে। ভক্তিযোগ বিশেষ গুপ্তনিধি বলিয়া উহা যথা হয় অধ্যায়ে অবস্থিত। অবশ্য এরূপ বিচার নহে যে, প্রথম ছয় অধ্যায়ে বা তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগের কোন কথা নাই। গীতার সর্ব্বত্র ভক্তিযোগের উদ্দেশ ও অভিসন্ধি পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আমরা প্রত্যেক অধ্যায় বিচার-কালে এবং উপক্রম-উপসংহারাদি লক্ষণের দ্বারা গীতার তাৎপর্য্য-নির্ণয়কালে অবধারণ করিতে পারিব।

### খণ্ড ও অখণ্ড যোগ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একটি যোগ। সমগ্র গীতা একটি অখণ্ড যোগশাস্ত্র। বর্ত্তমান যুগের গীতার এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন,—

"যোগ এক বই দুই নয়। যোগ একটি সোপানময় মার্গবিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। এই সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ড যোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহা-দের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতিক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক উপরিস্থ ক্রম-গমনের জন্য পূর্ব্ব ক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না।"
—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বিজয়রঞ্জন-ভাষ্য)

### ১ম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদ যোগ। দেহাত্মবোধে এই বিষাদ-যোগের জন্ম। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ বা দেহধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতিকে "সনাতনধর্ম্ম" বিচার দেহাত্মবোধ-মূলে জীবের হৃদয় অধিকার করে। তখনই দ্বিতীয় অভিনিবেশ-জনিত শোক, ভয়, মোহ প্রভৃতির উদয় হয় এবং সে। শোকাভিভূত হৃদয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারকেই "মনোধর্ম্ম" বলা হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই দেহাত্মবাদ-মূলক মনোধর্ম্ম, যাহার অপর নাম্ কুলধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম বা তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে সনাতন-ধর্ম্ম নহে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্জ্জুন নৈষ্ক ধর্ম্ম করিয়া তাহার মধ্যে লৌকিক ভয়, পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, সম্বন্ধী প্রভৃতি দেহ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণে আত্মীয় বুদ্ধি (দেহকে 'আত্মা' মনে করিয়া—দেহীকে আত্মা নহে) করিয়া শোকগ্রস্ত হইবার অভিনয় করিয়াছেন এবং সেইরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশে অভিভূত হইবার অভিনয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ করিতেছেন—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম অবশিষ্ট কুলকে অভিভূত করে। হে কৃষ্ণ, কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। বর্ণসঙ্করগণ কুল ও কুল-নাশকদিগকে নরকে লইয়া যায়। ইহাদের পিতৃগণ পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয়ই পতিত হন। কুল-ঘাতকগণের বর্ণসঙ্করকারক এই সকল দোষ-দ্বারা সনাতন বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হয়।

### ২য় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য—সাংখ্যযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়োক্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম বা দেহাত্মবোধ-জাত তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে নিরস্ত করিয়া আত্মধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। দেহাত্মবাদ —আর্য্যধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম নহে। শোকধর্ম্ম শাশ্বত-ধর্ম্ম

নহে। হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থজাত ধর্ম্ম পরমার্থ নহে। বিষাদযোগ—সাংখ্যযোগ বা 'যোগ'পদবাচ্যই নহে। তাই শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!
( গীতা ২।২-৩ )

হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কটকালে কি জন্য আর্য্যগণের অনুচিত, অধর্ম্মকর ও অপযশকর তোমার এই মোহ উপস্থিত হইল? হে পার্থ! তুমি কাপুরুষতা প্রাপ্ত হইও না। কেন না, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন মনোধর্ম্মে অভিভূত ব্যক্তিগণের আদর্শের অভিনেতৃরূপে লৌকিক যুক্তির দ্বারা দেহধর্ম্ম সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন, দেহাত্মবাদে অভিভূত থাকিলে কৃপণতা বা শূদ্রধর্ম্ম উপস্থিত হয়, দেহাসক্ত ব্যক্তি কোন্‌টি প্রকৃত ধর্ম্ম, কোন্‌টি প্রকৃত অধর্ম্ম, তাহা স্থির করিতে পারে না, তখনই অর্জ্জুন তাঁহার পূর্ব্বের ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্বস্তুর শরণাগত হওয়ার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন,—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥
( গীতা ২।৭ )

যখন অর্জ্জুন এইরূপ প্রপন্ন শাসনযোগ্য শিষ্য বা তদ্রূপ হইবার আদর্শ দেখাইলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ দেহধর্ম্ম নিরাস করিয়া আত্মধর্ম্ম বা নিত্য বৈষধর্ম্ম বা সাংখ্যযোগ শিক্ষা দিলেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
( গীতা ২।২২-২৪ )

এই আত্মাই সনাতন বস্তু; অতএব আত্মার ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামিপাদ এইরূপ করিয়াছেন—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বম্ অনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্-জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যম্।" এই সাংখ্যযোগ বা আত্মধর্ম্মের আরম্ভের নিষ্ফলতা নাই এবং প্রত্যবায়ও ( পাপও ) নাই। এই আত্মধর্ম্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও সংসাররূপ মহাভয় হইতে জীবকে ত্রাণ করিয়া থাকে,—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥
( গীতা ২।৪০ )

এই আত্মধর্ম্মই এক-পরমেশ্বরভক্তিলক্ষণযুক্ত একায়ন পথ। তাহা বহুয়ন-শাখা নহে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!
বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥
( গীতা ২।৪১ )

'ব্যবসায়াত্মিকা' শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামিপাদ এইরূপ করিয়াছেন—"পরমেশ্বরভক্ত্যা এব ধ্রুবং তরিষ্যামি, ইতি নিশ্চয়াত্মিকা।" অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারাই আমি নিশ্চয়ই ত্রাণ পাইব, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। এই একায়ন পথ বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে কোন বস্তু বা তত্ত্বেরই অভাব নাই—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥
( গীতা ২।৪৬ )

উদপানে ( সরোবর কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি-দিতে) যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সমস্তই যেমন সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ( মহাহ্রদে ) সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ সমগ্র বেদে যে সকল ফল আছে, সেই সমস্তই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনায়াসেই লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
( ভাঃ ৪।৩১।১৪ )

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে উহার স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে ( অর্থাৎ ভোজন করিলে ) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিলদেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

আত্মধর্ম্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা কর্ম্মফলের অর্থাৎ কর্ম্মফল বা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন ফলের অপেক্ষায় পরমেশ্বরের আরাধনা করেন না। যাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষফলের জন্য পরমেশ্বরের আরাধনার অভিনয় করেন, তাঁহারা বণিক্, ভৃত্য নহেন। এজন্যই ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিলেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
( গীতা ২।৪৭ )

আরও বলিলেন,—কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ( গীতা ২।৪৯ )

তোমার কর্ম্মেই অধিকার। বন্ধের হেতুভূত কর্ম্মফলে তোমার ইচ্ছা না হউক। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না অর্থাৎ কর্ম্মফলের জন্য কর্ম্ম করিও না। অকর্ম্মেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম—উভয়ের অতীত যে আমার সেবা বা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাহাতে তোমার নিষ্ঠা হউক।

আত্মধর্ম্মাবলম্বি-ব্যক্তিগণ কৃত্রিম পন্থার আদর করেন না। তাঁহারা কর্ম্মফলত্যাগ বা কর্ম্মফলভোগ কোনটিরই ভোগী নহেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
( গীতা ২।৫৯ )

দেহাভিমানী উপবাসিগণের বিষয় নিবৃত্তপ্রায় মনে হইলেও ভোগতৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহার বীজ নিবৃত্ত হয় না। তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের সেবাদ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পারে।

আত্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির বিচার-আচার বিপ্রবাস্তব অর্থাৎ জগতের সকলের বিপরীত—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
( গীতা ২।৬৯ )

যে আত্মধর্ম্ম জগতের সর্ব্বসাধারণের নিকট নিশাস্বরূপ, সংযমী সেই আত্মধর্ম্মেই প্রবুদ্ধ থাকেন; যে দেহ ও মনোধর্ম্মে জগতের সকল প্রাণী জাগরিত থাকে, তাহাই আত্মতত্ত্বদর্শী মুনিগণের রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিচার ও আচার দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে অভিভূত ব্যক্তিগণের আচার ও প্রচারের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিপ্রবাস্তব।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপতঃ দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে অভিভূত ব্যক্তিগণের শোকধর্ম্ম বিনাশ করিয়া আত্মধর্ম্মরূপ সাংখ্যযোগ—যাহা কেবলা ভক্তির প্রস্রবণস্বরূপ, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

## ৩য় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়—কর্ম্মযোগ। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা,—এইরূপ সন্দেহজনক বাক্য-দ্বারা বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতেছে; অতএব কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোন্‌টির দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কৃষ্ণ নিশ্চয় করিয়া বলুন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মে অনাসক্তিযোগ বা নিষ্কাম-কর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। কারণ, কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ অসম্ভব। কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া যাহারা ভগবানের ধ্যান করিবার ছলে মনে মনে বিষয়সমূহকেই ধ্যান করে, তাহারা কপটাচারী মাত্র। শরীরযাত্রা পর্য্যন্ত কর্ম্মব্যতীত নির্ব্বাহ হইতে পারে না,—এরূপ অবস্থায় কর্ম্মের কর্ম্মত্ব-মলকে বিনাশ করিবার জন্য একটিমাত্র কৌশল আছে। সেই কৌশল বা বিজ্ঞান আত্মার সহজধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইলেই জীব কৃতকৃতার্থ হয়, সেই কৌশলটি এই—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
( গীঃ ৩।৯ )

যজ্ঞের অঙ্গ ( শ্রুতি 'যজ্ঞ' শব্দে 'বিষ্ণু' বলিয়াছেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থাৎ"—শ্রীধরস্বামী) অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার জন্য কর্ম ভিন্ন অন্য কর্মের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কর্মের সম্যক্ আচরণ কর।

যে কর্মের দ্বারা বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহারই নাম সেবা বা হরিতোষণ, তখন আর তাহাকে 'কর্ম' বলা যায় না। যেখানে জীব ফলভোক্তা, সেখানেই কর্মের কর্মত্ব, আর যেখানে যজ্ঞেশ্বর একমাত্র ভোক্তা, তাহারই নাম বিষ্ণুসেবা।

বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল কর্মসকল বিরজে ভক্তি ও প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তাহার অতি বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ শ্রীচৈতন্যদেব প্রদান করিয়াছেন। লৌকিক ও বৈদিক উভয় ক্রিয়াই বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল হইলে তাহা প্রেমের রাজ্যের দিকে অভিসার করে,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৩ শ্লোকধৃত
নারদপঞ্চরাত্রবচন )

হে মুনে, মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপ করিবেন।

স্মৃতের্বিহিতা শাস্ত্রে হরিভুক্তিকরী যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ
পরা ভবেৎ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত
পঞ্চরাত্রবাক্যম্ )

হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন, সেই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সকল অবস্থায় যাঁহার দেহ, মন ও বাক্যের যাবতীয় ক্রিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিযুক্ত হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। মুক্ত পুরুষের চারি হস্ত, চারিপদ, কিংবা একাধিক মস্তিষ্ক গজায় না, তাঁহার কায়মনোবাক্যের সমস্ত কার্য্য অনুক্ষণ কৃষ্ণের তোষণপর হয়; এখানেই সাধারণ জীবের সহিত [illegible] বিশিষ্ট। কর্মগুলি যেখানে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর, সেখানেই বদ্ধাবস্থা, আর যেখানে সম্পূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর, সেখানেই মুক্তাবস্থা—

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮৩ )

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট বা অবশেষ ব্যতীত যাহা আমরা গ্রহণ করি, তাহাতেই আমাদের পাপ-ভোজন হয় এবং সেখানে আমরা "চোর" বলিয়া গৃহীত হই ও তজ্জন্য যমের কারাগারে নানাপ্রকার সুদারুণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই, ইহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে—

ভৌর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

( গীঃ ৩।১২,১৩ )

দেবদত্ত বস্তু নিবেদন না করিয়া যে ভোগ করে, তাহাকে "চোর" বলিয়া জানিবে। যজ্ঞের অবশেষ গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু যাহারা নিজের ভোগের জন্যই পাক করে, সেই সকল ব্যক্তি পাপই ভোজন করিয়া থাকে।

ঈশোপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন,—এই নিখিল বিশ্ব পরমেশ্বরের সেবোপকরণে পরিপূর্ণ, অতএব বিশ্বস্থের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টরূপেই সকল বস্তু স্বীকার করিবে। কোন বস্তুর বাহ্য আবরণে মুগ্ধ হইয়া তাহার ভোক্তা সাজিবে না। আমাদের আচার্য্যের ভাষায় বলিতে গেলে ভগবৎ-প্রসাদের দ্রষ্টা হইবে না, ভুক্ত হইবে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

নিজেকে ভোক্তৃজ্ঞানই বন্ধনের হেতু, আর আপনাকে সেবক-উপলব্ধিতেই পরমা মুক্তি,—ইহাই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

( গীতা ৩।২৭ )

প্রকৃতির গুণের দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা সর্ব্ব-প্রকারের কর্ম্মসকল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়মতি হইয়া পুরুষ 'আমি কর্ত্তা'—এরূপ মনে করে।

এইরূপ মূঢ় অজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ নিরর্থক বিচলিত করিবেন না, তাহাদিগকে কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ক্রমশঃ হৃষীকেশ্রিয়তর্পণময় কর্ম্ম শিক্ষা দিতে দিতে অধিকারী করিয়া উচ্চ অধিকারের বিচার অর্থাৎ একান্ত শরণাগতিমূলক ভগবৎপ্রেমার কথা শিক্ষা দিবেন,—

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥
(গীঃ ৩।২৯)

এজন্য জনকাদি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণও লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহারা বিষ্ণুসেবাময় কর্ম্মাচরণের দ্বারা কর্ম্মের কর্ম্মত্বমল কিরূপে বিনষ্ট ও সেবাসিদ্ধি লাভ হয়, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অশ্রেষ্ঠ সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

অতএব কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মান উচিত নহে, বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া বিষ্ণুর সেবাময় কর্ম্মের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া অন্যদিগকে সেরূপ সেবাময় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন,—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ (গীঃ ৩।২৬)

কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-বিচারে কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত হইলেও স্বধর্ম্মই অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত ধর্ম্মই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতেও ভাল। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মৃত্যু হয়, তাহাও মঙ্গলজনক :—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ (গীঃ ৩।৩৫)

তবে নির্গুণ ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্মত্যাগের জন্য বিচারান্তরের অপেক্ষা থাকে না; যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার সহজ-বৃত্তি স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়, ঔপাধিক স্বধর্ম্ম তখন 'পরধর্ম্ম' হইয়া পড়ে। 'স্ব'শব্দের প্রকৃত অর্থ—'আত্মা'র আত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ সহজধর্ম্ম তত্ত্বভক্তি বা কৃষ্ণের ঐন্দ্রিয়-তর্পণ। মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় 'স্ব' বলিতে আমরা দেহকে মনে করি। দেহকে আত্মা-বোধে যে স্বধর্ম্মের আচরণ, তাহা প্রকৃত স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে "পরধর্ম্ম" হইয়া পড়ে; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তখন ঔপাধিক ধর্ম্ম বা দেহ ও মন—এই বিজাতীয় বস্তুর ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি হয়। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতার এই চরম শ্লোকে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে এই আত্মধর্ম্মে জীবকে পরিচালনা করিবার জন্য এই শ্লোকত্রয় উপদিষ্ট হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্॥
(গীঃ ৩।৪২,৪৩)

জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে 'আত্মা' মনে করা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। স্থূল দেহাদি হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (সূক্ষ্ম ও প্রকাশক বলিয়া) শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সঙ্কল্পাত্মক মন (ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্ত্তক বলিয়া) শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি (মনের কার্য্য সঙ্কল্প নিশ্চয়পূর্ব্বক সাধিত হয় বলিয়া) শ্রেষ্ঠ। যাহা বুদ্ধিরও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তাহাই জীবাত্মা। এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবাত্মা ও তাহার নিত্যারাধ্য পুরুষোত্তমকে জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে শান্ত করিয়া কামরূপ দুরধিগম্য শত্রুকে জয় কর অর্থাৎ কামকে দেহ-মনের ধর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় বা কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত কর, তবেই তোমার স্বধর্ম্ম যে কৃষ্ণপ্রেমা, তাহা উদিত হইবে।

মহারাজ অম্বরীষ কিরূপে এই কামকে জয় করিয়াছিলেন, তাহার একটি বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। তিনি সমস্ত কার্য্যকে হৃষীকেশ্রিয়তর্পণে অর্থাৎ কৃষ্ণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার এক সর্ব্বজনপ্রিয় মহাকবি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। তাঁহার সরল গীতি-ছন্দে গাহিয়াছেন,—

"কাম—কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক-কয়টি বলিতেছি—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

অম্বরীষ-রাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতি-কার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের টীকার উপসংহারে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ এই সিদ্ধান্ত-শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥

---

# গৌড়ীয়ের গৌরব

## বিশ্বধর্ম্মমহাসম্মেলনে শ্রীগৌরবিনোদ-বাণীবন্দনা

বিগত ইংরাজী ১৯০৭ সালে ২৩শে জুলাই হইতে ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র অক্সফোর্ড নগরে এইবার যে বিশ্বধর্ম্মের মহাসম্মেলন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিগণের যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া একখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। Sir Francis Younghusband K. C. S. I. মহোদয় উক্ত বক্তৃতাবলী ও বক্তৃগণের বক্তৃতার পর যে সকল বিচার (discussion) হইয়াছিল, তাহা সুন্দর বিলাতী বাঁধাই একটি গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।

বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মিপ্রবর 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী) মহোদয় উক্ত মহাসম্মিলনীতে বিগত ২৩শে জুলাই (১৯০৭) প্রাতে Oxford Examination Hallএ মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তনমুখে উক্ত সভার নির্দ্দিষ্ট Hindu service conduct করিয়া মহামন্ত্রের মৌলিক অর্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতের চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া ঐ সভার শুভারম্ভ করেন এবং ঐ তারিখে সায়াহ্নে The Rt. Hon. Viscount Samuel মহাশয়ের সভাপতিত্বে Oxford Town Hall এ "The World' Need of Religion" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটি বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য, তাহা স্থাপন করেন। এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি-সমন্বিত চেয়ারম্যান্ মহোদয় বক্তৃমহোদয়ের বাগ্মিতা ও সিদ্ধান্তের বহু প্রশংসা করেন।

প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন কৃষ্ণগাথা সব।

বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের সম্পাদক মহাশয় মহামন্ত্রের 'গৌড়ীয় ব্যাখ্যা'-সম্বলিত "Hindu Service Conducted by Pandit A. B. Goswami" শীর্ষক একটি pamphlet বহু সহস্র মুদ্রিত করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত সভায় পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট

বিতরণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত আমরা যে গ্রন্থখানি পাইয়াছি, তাহাতে গোস্বামী প্রভুর "The World's Need of Religion" সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিয়া সমগ্র জগতে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর শুভাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া সত্যসঙ্ঘ অপ্রাকৃত প্রভু প্রাকৃতধর্ম্মের মহাদুর্গের অন্তরালে প্রবেশ পূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে প্রচার করিয়াছেন :—

"পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মই যে একমাত্র জৈবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম, তাহা সমগ্র জগৎ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের পূর্ণকৃপাশক্তিতে শক্তি-মান্ বাসুদেবাত্মা শ্রীপাদ অপ্রাকৃতপ্রভু এই মহাসম্মিলনীতে যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা অতিশীঘ্রই বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র বিশ্বে নবযুগ আনয়ন করিবে। ইহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া মৎসরতা-বশে কলি-চরগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

"পলায় ঘুরত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে!"

সূর্য্যকে হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" কিন্তু উলূকে সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায় না। অধার্ম্মিক গুরুদ্রোহী গণ্ডমূর্খ প্রতারকগণের মিথ্যাবাক্য অচিরে ইতরব্যোমে বিলীন হইয়া তাহাদের নরকগমনের রাস্তা পরিষ্কার করিবে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। হৃদয়ে বিন্দুমাত্র হরিভক্তির গন্ধ থাকিলে অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা-বলে বলীয়ান্ অপ্রাকৃতপ্রভুর গুণগান করিয়া গুরুদ্রোহী দল নামাপরাধের মুখ্যতম অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু হায়! নরকই যাহাদের গন্তব্যস্থল—যাহাদের কর্ণবেধ পর্য্যন্ত হয় নাই, তাহাদের কর্ণে অপ্রাকৃত বাণী প্রবেশ করিবে কিরূপে? অশুচি জীব সচ্চিদানন্দ হইলেও কৃষ্ণভোগ্যবস্তুর হরণ-ফলে পতিত হইলে তাহার সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। নতুবা তাদৃশ দুঃসঙ্গ-প্রভাবে দুর্ব্বুদ্ধি উদয় করাইয়া মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বারা স্বরূপের সচ্চিদানন্দ-অনুভূতি লুপ্ত হইয়া গুরুকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উদয় হয় এবং সদ্বিগ্রহের চরণে অপরাধ হয়। ক্রমে সম্বিৎ-শূন্য হইয়া নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অবিদ্যার প্রভাব এই নরকগমনে সহায়তা করিবে।

পরবিদ্যাবিরোধী দল অবিদ্যাকবলে কবলিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে অপরাধ-ফলে কিরূপ শ্রীহীন কদাকার রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা অন্ধেও দেখিতে পাইতেছে। অসৎসঙ্গের ইহাই ফল।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটকালে বহু সভায় যাঁহার গুণকীর্ত্তনে শতমুখ হইয়াছেন এবং শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে বাঙ্গালার লাটসাহেবের অভ্যর্থনাকালে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর ইংরাজী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া "অপ্রাকৃত প্রভু আজ ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন" বলিয়া যাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের দিগ্‌দর্শন করিয়াছিলেন—যিনি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর পরমপ্রীতি বিধান করিয়াছেন—প্রয়াগধামে পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-কালে যে অপ্রাকৃত বাণী শ্রীরূপপাদপদ্মের সৌষম্য প্রকাশ করিয়া শ্রীগুরুদেবের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে কোনও রক্ষিত ভক্তকুলের প্রতিষ্ঠাশা খর্ব্ব করিয়া "অপ্রাকৃত প্রভু নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাইবেন" বলিয়া যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—শ্রীল প্রভুপাদের অনুক্ষণ উচ্চারিত 'নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন কং'—এই বাণীর যিনি একজন প্রধান সেবক, যাঁহার অপ্রাকৃত বাণী ইতরব্যোম ভেদ করিয়া পরব্যোমের অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ—সেই অপ্রাকৃতবাণীতে অরুচির পরিচয় পাইয়া আমরা এই ইংরাজী নববর্ষে অপ্রাকৃতবিরোধী প্রাকৃত-সহজিয়াদলের মঙ্গলবিধানের জন্য শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু আমেরিকার World Fellowship of Faithsএর পক্ষ হইতে Londonএ City Templeএ ও Whitefield Instituteএ যে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, "World peace through

Divine Love" তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা আমেরিকা হইতে সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহার এই বক্তৃতাটিও আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার বিলাতের সকল বক্তৃতা-সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমরা শীঘ্রই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের তথা সন্দর্ভপিপাসু-গণের আনন্দ বর্দ্ধনের আশা পোষণ করিতেছি। বক্তৃতাগুলির বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদও আরম্ভ হইয়াছে।

বিলাত যাত্রারও বহু পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভক্তি-সারঙ্গ প্রভুকে কে না চিনে?" তাঁহারই অনুসরণে আজ আমরাও উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি—"সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে কে না চিনে?

প্রতিষ্ঠার অভাব এই জগতে বিদিত।
যে না যাচে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত।

নারকী পাষণ্ডগণ মৎসরতার বহ্নিতে পুড়িয়া মরে মরুক, কিন্তু আমরা বলিব—ইহাই গৌড়ীয়ের গৌরব।

---

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভায় বক্তৃতার তালিকা

[ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত সমাধি-প্রাঙ্গণে তাঁহার সপ্তাহব্যাপী প্রথম বার্ষিক অপ্রকটমহামহোৎসববাসরে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত সেবকবৃন্দ গত ২১।১২।৩৭ তারিখ হইতে ২৭।১২।৩৭ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অষ্টোত্তরশত বিষয়াবলম্বনে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল। বক্তৃগণের বক্তৃতার মর্ম্ম দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ-পত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ]

| তারিখ ও সময় | বিষয়সমূহ | বক্তৃগণ |
|---|---|---|
| ২১।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ |
| ঐ | ও শ্রীল গৌরকিশোর | শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী |
| ঐ | ও শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া | ঐ |
| ২৪।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও সেবক-বাৎসল্য | ঐ |
| ২১।১২।৩৭ অপরাহ্ণ | ও পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব জৌতী মহারাজ |
| ২৭।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও একায়ন পথ | ঐ |
| ঐ | ও পারমহংস্যধর্ম্ম | ঐ |
| ঐ | ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস | ঐ |
| ২১।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি অন্তরঙ্গ গৌরভক্তবৃন্দ | ঐ |
| ঐ | ও শ্রীমন্মহাপ্রভু | শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর |
| ঐ | ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু | ঐ |
| ঐ | ও শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস | ঐ |
| ঐ | ও শ্রীগৌর-গদাধর | ঐ |
| ২২।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা | শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিসুহৃৎ |
| ২৭।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও শ্রীগৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-বিরহ | ঐ |
| ২২।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম, রাধাকেশব, মথুরেশ ও গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ | শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব |

| তারিখ ও সময় | বিষয়সমূহ | বক্তৃগণ |
|---|---|---|
| ২২।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভূভূর, ভুবন, স্বর্গ এবং গৌড়ীয় | শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় |
| ২৩।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও পারমার্থিক প্রদর্শনী | ঐ |
| ঐ | ও গৌরধাম এবং গৌড়মণ্ডল | পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও মহাযোগপীঠ | ঐ |
| ঐ | ও শ্রীচৈতন্যমঠ | ঐ |
| ঐ | ও অন্নকূটকৃষ্ণবলদেবমন্দির | ঐ |
| ঐ | ও পরবিদ্যাপীঠ | ঐ |
| ঐ | ও ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট | ঐ |
| ঐ | ও গৌড়ীয়মঠ | ঐ |
| ২৪।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও অন্যান্য ধর্ম্মমত | ঐ |
| ঐ | ও জনমত | ঐ |
| ঐ | ও সাম্প্রদায়িকতা | ঐ |
| ২২।১২।৩৭ অপরাহ্ণ | ও অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দ | শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্র নাথ সরকার |
| ঐ | ও সেবকত্রয়বৃন্দ | ঐ |
| ঐ | ও ছয় বেগ, ছয় দোষ, ছয় গুণ ও ছয় সংসঙ্গ | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ |
| ২২।১২।৩৭ রাত্রি | ও ভাগবত-পঞ্চরাত্র | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ |
| ঐ | ও তাঁহার কৃপা ও করুণা | শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী |
| ২৩।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ | ঐ |
| ঐ | ও সাধন-ভক্তিক্রম | ঐ |
| ২৪।১২।৩৭ রাত্রি | ও অন্তর্বিদ্যা | ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস |
| ঐ | ও অহিংসা | শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও প্রকৃত বদান্যতা | ঐ |
| ঐ | ও জীবে দয়া | ঐ |
| ঐ | ও কৃষ্ণসম্বন্ধি-বিষয় | শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী |
| ঐ | ও বিষয়িগণ | ঐ |
| ঐ | ও সগুণ নির্গুণ বিচার | শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন |
| ২৩।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও পুরশ্চরণবাদ | ঐ |
| ঐ | ও সপ্তোপাসনা | ঐ |
| ২৩।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও নবীনা-প্রকাশ | শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও হারমণিষ্ট্ | ঐ |
| ঐ | ও গৌড়ীয় | ঐ |
| ঐ | ও সজ্জনতোষণী | ঐ |
| ঐ | ও নির্জ্জন ভজন | শ্রীপাদ যাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য | ঐ |
| ঐ | ও বিবিক্তানন্দী | ঐ |
| ঐ | ও গোষ্ঠ্যানন্দী | ঐ |
| ঐ | ও আশ্রয়-বিগ্রহ-বিষয়-বিগ্রহানুগত্য | শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী |
| ঐ | ও চিন্ময় বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব | শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী |

| তারিখ ও সময় | বিষয়সমূহ | বক্তৃগণ |
|---|---|---|
| ২৩।১২।৩৭ অপরাহ্ণ | শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার গ্রন্থত অনুসরণ | শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী |
| ঐ | ও অপসম্প্রদায় | শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী |
| ঐ | ও হরিভক্তবৈষ্ণবাপরাধ | শ্রীপাদ হরানন্দ দাসাধিকারী |
| ঐ | ও নামাপরাধ-সেবাপরাধ | ঐ |
| ঐ | ও অস্পৃশ্যতা | শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ |
| ঐ | ও পন্থানীতি | শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায় |
| ২৩।১২।৩৭ রাত্রি | ও ষড়্‌বিধা শরণাগতি | শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী |
| ২৪।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও ত্রিবিধ বৈষ্ণব | শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস |
| ঐ | ও ব্রহ্ম-ব্যাস-মধ্ব, শ্রী-রামানুজ, রুদ্র-বিষ্ণুস্বামী, চতুঃসন-নিম্বার্ক-সম্প্রদায় | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ |
| ২৬।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও স্মার্ত্তধর্ম্ম | ঐ |
| ২৭।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা | শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও শ্রীমন্দিরাদি স্থাপন | ঐ |
| ঐ | ও মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও ব্রজমণ্ডল | শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ |
| ২৭।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও গোপীভাব-রাধাদাস্য | ঐ |
| ঐ | ও রূপানুগভজন | ঐ |
| ঐ | ও বিপ্রলম্ভভজন | ঐ |
| ঐ | ও বেদ বা শ্রুতি | ঐ |
| ঐ | ও ষোড়শ দর্শন | ঐ |
| ঐ | ও বেদানুগ শাস্ত্র | ঐ |
| ঐ | ও বেদান্ত | ঐ |
| ২৭।১২।৩৭ রাত্রি | ও বাণী-বপুঃ | ঐ |
| ঐ | ও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রস | ঐ |
| ২৪।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও শ্রীধাম-মায়াপুর | ঐ |
| ঐ | ও নবদ্বীপের অন্যান্য দ্বীপ | ঐ |
| ঐ | ও পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র | ঐ |
| ঐ | ও গৌরপার্ষদীঠ | ঐ |
| ঐ | ও যুগধর্ম্ম বিচার | ঐ |
| ঐ | ও ভক্তিসিদ্ধান্ত | ঐ |
| ২৪।১২।৩৭ রাত্রি | ও নিষিদ্ধাচার, কপটকুটী-নাটী, দম্ভ, লাভ, পূজা, শঠতা ও প্রতিষ্ঠাদি | শ্রীপাদ ভবমর্দ্দন দাসাধিকারী |
| ঐ | ও দৈন্য ও আর্ত্ত | ঐ |
| ঐ | ও বিদ্যা ও শুষ্কাভক্তি | ঐ |
| ঐ | ও বিত্ত | শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও তৃণাদপি সুনীচতা-তরোরপি সহিষ্ণুতা | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাম বাচক মহারাজ |
| ঐ | ও অমানি-মানদধর্ম্ম | ঐ |
| ঐ | ও ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ |

| তারিখ ও সময় | বিষয়সমূহ | বক্তৃগণ |
|---|---|---|
| ২৫।১২।৩৭ রাত্রি | শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও কৃষ্ণপ্রেম | ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ |
| ঐ | ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত | শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও শাশ্বত-শাস্ত্র | শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি-এ |
| ঐ | ও শব্দ-বিজ্ঞান | ঐ |
| ২৬।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও অপবার্ত্তা | শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ | শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস |
| ঐ | ও কর্ম্মজ্ঞান-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধভক্ত | ঐ |
| ঐ | ও প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত | ঐ |
| ঐ | ও দুঃসঙ্গ | শ্রীপাদ রসবিলাস ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও সেবন-নিরীহর ধর্ম্ম | শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও ধ্যান-স্মরণ | শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী |
| ঐ | ও অবশিষ্ট ষড়্‌বিধা ভক্তি | ঐ |
| ঐ | ও কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন | শ্রীপাদ মধুমঙ্গল দাসাধিকারী |
| ২৭।১২।৩৭ অপরাহ্ণ | ও স্বদেশানুরাগ | শ্রীপাদ সজ্জনবন্ধু দাসাধিকারী |
| ঐ | ও জড় শিল্প-কৃষি-বিজ্ঞান | ঐ |
| ঐ | ও নীতি | ঐ |
| ঐ | ও পাশ্চাত্যে প্রচার | ঐ |
| ঐ | ও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলনের উপায় | ঐ |
| ২৪।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্ণ | ও ভাষার বৈশিষ্ট্য | ঐ |

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

### মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের সৌজন্য

ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তা মহামান্য ভাইস্‌রয় ও গভর্ণর জেনারেল হিজ্ এক্সেলেন্সী দি রাইট অনারেব্‌ল লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো পি, সি; কে-টি; পি, এস্, এস্, আই; সি, এস্, আই, ই বাহাদুরের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার এ-ডি-ক্যম (Aide-de-camp) মহোদয় 'গৌড়ীয়' মিশনের পক্ষ হইতে উক্ত মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, জেনারেল সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ, ব্যারিষ্টার্-এট্-ল সেক্রেটারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক জ্যেষ্ঠাগ্র শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়কে গত ৩রা জানুয়ারী বেলা ৩-৪৫ মিঃ এর সময় তাঁহার (ভাইস্‌রয় বাহাদুরের) কলিকাতা বেলভেডিয়ারস্থ গার্ডেন-পার্টিতে শুভাগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে গৌড়ীয়-মিশনের পক্ষ হইতে উক্ত মহাত্মগণ গত ৩রা জানুয়ারী (১৯৩৮) সোমবার যথাসময়ে বেলভেডিয়ারে গমন করিয়া রাজ-সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে রাজমুকুট ও রাজপ্রতিনিধিবর্গের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন।

---

**ইংরাজী নববর্ষের শুভসম্ভাষণ ও বিজ্ঞপ্তি**

নিম্নলিখিত মনীষিবর্গ গৌড়ীয়-মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট্ মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট তাঁহাদের শুভসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

( ১ ) হিজ এক্সেলেন্সী দি রাইট্ অনারেবল লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো পি, সি ; কে-টি, জি, এম্, এস্, আই; জি, এম্, আই, ই—ভারতবর্ষের ভাইস্‌রয় এবং গভর্ণর জেনারেল।

( ২ ) মহারাজা লেডি লিন্‌লিথ্‌গো।

( ৩ ) ভাইস্‌রয় বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মাননীয় জে, জি, লেথওয়েট সি, এস্, আই, সি, আই, ই।

( ৪ ) হিজ্ এক্সেলেন্সী দি রাইট্ অনারেবল লর্ড ব্রাবোর্ণ ও লেডী ব্রাবোর্ণ।

( ৫ ) স্যি এস্, জি, পিনেল সি, আই, ই ; আই, সি, এস্।

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বহু খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলা শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বহু বিজ্ঞপ্তিপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সমাগত রাজপ্রতিনিধিবর্গ ও সমস্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের নিকট তজ্জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল কামনা করিতেছি।

**নদীয়া-প্রকাশ—বিরহসংখ্যা**—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবোপলক্ষে একদিকে যেমন ভক্তগণের মুখে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে অষ্টোত্তরশত বিষয়ের আলোচনা শব্দরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, অপরদিকে বিচিত্র ভক্তিসাহিত্যও অক্ষরাকারে প্রকটিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়ে'র বিরহ-সংখ্যা ব্যতীত 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র বিরহ-সংখ্যাও ভক্ত এবং সজ্জনগণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-জ্ঞাপক "ওঁবিষ্ণুপাদ" সংস্কৃত পদ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের সহিত প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে লিখিত "শ্রীল প্রভুপাদের রূপাগ্রহণ-বিচার-বৈশিষ্ট্য", সম্পাদকীয় স্তম্ভে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব," পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ লিখিত "শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ", "প্রভু-চরিতামৃতকণে" শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত চরিত, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈখরের প্রভুর লিখিত "বিরহ-বিলাপ" পদ্য, শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী লিখিত "প্রভু-বিরহে" প্রবন্ধ, "শ্রীল প্রভুপাদের বাণী", "শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ" প্রভৃতি বহু বিষয় উক্ত বিরহ-সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। তিনি সকল শিষ্যকে ও সর্ব্বসাধারণকে 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' পাঠের উপদেশ সর্ব্বদা করিতেন। নদীয়া প্রকাশকে শ্রীল প্রভুপাদ মূর্ত্তিমৎ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিগ্রহরূপে বর্ণন করিতেন। নদীয়াতে প্রকাশিত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌর-সুন্দর এবং নদীয়ার মূর্ত্ত মহাত্মা যিনি পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন বা নদীয়াতে যিনি প্রকাশিত ( আবির্ভূত ) হইয়াছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে নদীয়া-প্রকাশ-বিচারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপের মুখপত্র বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা-বহের 'নদীয়া-প্রকাশ' নাম রাখিয়াছিলেন। অতএব 'নদীয়া প্রকাশ' শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতির উদ্দীপক যোগসূত্র। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক "বিরহ-সংখ্যা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ বিশেষ অনুভব করিয়াছি।

**অষ্টোত্তরশত গুরুমহিমা**—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে যে অষ্টোত্তরশত বিষয় লইয়া এবার শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রাণ এরূপ স্পর্শ করিয়াছে যে, তাঁহারা ঐ সকল বিষয় স্থায়ী ভাবে অক্ষরাকারে সংরক্ষণ অর্থাৎ একটি পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আমাদিগকে পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমরা এ বিষয়ে কতটা কৃতকার্য্য হইব, জানি না। তবে অন্ততঃ 'গৌড়ীয়ে' ঐ সকল বিষয়ের কিয়দংশ প্রবন্ধাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের আছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

"শ্রীশ্রীসরস্বতী-সন্দোপ"—প্রথম খণ্ড—শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ নানা মতবাদগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণের—মায়াবাদী-বৌদ্ধ-অহিন্দু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের যাবতীয় মনোধর্ম নিরাস করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকের, সকল সম্প্রদায়ের নানা মতবাদগ্রস্ত মনীষী, পণ্ডিত, সম্প্রদায়-প্রবর্তক, নেতৃমণ্ডলীর বিভিন্ন প্রশ্নের যে-সকল মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই "সরস্বতী-সন্দোপ" গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরাকারে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ডবল-ক্রাউন বোল পেজি সাইজে ১৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কাগজ ও ছাপা অত্যুত্তম। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবর্ণের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে।

---

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে বরদাধিপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ

[ গত ৩০।১২।৩৭ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নারায়ণপ্রবণসদনস্থ সভামণ্ডপে উচ্চবেদীর উপর উপবিষ্ট বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু, তদ্দক্ষিণে বরদাধিপতি মহারাজ স্যার সয়াজী রাও গায়কোয়াড় বাহাদুর, তদ্দক্ষিণে মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, তদ্দক্ষিণে স্যর হাসান্ সুরাবর্দ্দী, তদ্দক্ষিণে স্যর আবদুল হালিম গজ্‌নভি সাহেব ; শ্রীল আচার্যদেবের বামপার্শ্বে স্যর হরিশঙ্কর পাল। বেদীর নিম্নে দণ্ডায়মান বরদাধিপতি ও মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমারের মধ্যস্থলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু এবং বরদাধিপতি ও শ্রীল আচার্যদেবের মধ্যস্থলে অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী। এই ব্লকটি ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। ]

# চয়ন

[ "অমৃতবাজার পত্রিকা"—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ তারিখের সংখ্যা ]

## GAEKWAR OF BARODA

### Visits Gaudiya Math Temple

The Gaekwar paid a visit to the beautiful marble Temple of the Gaudia Math, Raghbazar, where His Highness was accorded a very cordial reception by the members of the Gaudiya Math. He was received by Pandit A. B. Goswami, Vice-President of the Gaudiya Mission, and Prof. N. K. Sanyal, General Secretary. Prominent members of the Mission, including the Tridandi Sanyasins, were presented to His Highness, who was glad to greet them all.

On the dias His Highness was received by His Divine Grace Paramahansa Srila Ananta Vasudev Goswami, the President-Acharyya of the Mission who uttered benedictions and pasted the forehead of His Highness with Sandal paste. In a neat speech Pandit Goswami accorded a hearty welcome to His Highness on behalf of the Mission and two addresses—one in Sanskrit and the other in English were read and presented in a nice silver casket. Copies of about one hundred publications, including six Journals of the Mission in different languages dealing with the Transcendental religion of universal love preached by Sri Chaitanya Mahaprabhu were presented by the Acharyyadeva, explaining in short the contents of each book and the aims and objects of the Mission.

In reply, His Highness dwelt on the necessity of religion in the life of humanity and its special urgency at the present moment of world-condition. His Highness specially stressed on the duty of India to contribute in this sphere. He was deeply impressed with the high culture and noble standard of religious life of the members of the Gaudiya Mission.

The spacious lecture Hall of the Gaudiya Math was packed to suffocation with a very representative gathering in which were seen Maharaja Sir P. C. Tagore, Sir A. H. Ghuznavi, Sir Hassan Shuhrawardy, Sir H. S. Paul, Mr. K. C. Nag (ex-Judge, Calcutta High Court) and Mrs. Nag, Raja Kshitindra Deb Roy Mahasay, Mahamahopadhyaya Hari Das Siddhanta Bagis, Shamsul-Ul-Ulama Kamaluddin Ahmed, Kumar Munindra Deb Ray Mahasay, Kumar Pradyumna Kumar Mullick, Rai bahadur Digindra nath Deb, J. N. Bose (Finance Minister of Darbhanga), M. N. Mitra, B. M. Das, B. M. Sen, S. C. Deb, Prof. S. R. Nag, N. K. Sur, Rai Bahadur K. C. Sen, A. R. Bose (police Magistrate), Prof. M. M. Bose, L. M. Bose (Dist. and Sessions Judge, retired) and others.

---

গৌড়ীয়াচার্য্যবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামিপ্রভু গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাত্রা করেন। তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তাহকালব্যাপী প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়া গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯০৭) রাত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শখণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১লা মাঘ, ১৩৪৪ ; ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ | ২৪শ সংখ্যা

## ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"অভক্ত, শৌক্রাভিমানী, মাৎসর্য্যক, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সে ব্যক্তি বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ'—এই সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি-পথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই ; তাহারা গুরুদ্রোহী।"—( শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়ভাষ্য—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩ )

"যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ার অপেক্ষায় আছেন।"

—( প্রতীপ-গ্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪২ )

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমলকান্তপদাবলীং, শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।

অনেকে মনে করেন যে, শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথার শ্রবণ সংসার-সুখের বিঘ্নকারী, কিন্তু তাহা নহে। সংসারে ত' সুখ নাই—উহা কেবল দুঃখ-কষ্টে ভরা। সংসারে ত্রিতাপ আছে, কিন্তু কৃষ্ণলোকে যে বিলাস, তাহাতে ক্লেশ বলিয়া কোনও কথা নাই। তথায় কেন, বৈকুণ্ঠ বা ঐশ্বর্য্যময় ধামেও ত্রিতাপ নাই। গুণত্রয় হইতে জীবের ত্রিতাপ ভোগ হয়। সত্ত্বরজস্তমঃপূর্ণ জগতে যে নশ্বরধর্ম্ম আছে, তাহা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে না। কৃষ্ণলীলার স্থান দ্বারকা বা মথুরায়ও কোন ক্লেশ নাই। প্রাকৃত বিচারে দ্বারকা মথুরার স্বরূপ দেখিতে না পাইয়া জীবের যাবতীয় অসুবিধা উপস্থিত হয়। এই জগৎ বৈকুণ্ঠজগতের বিকৃত প্রতিফলন বা ছায়া; বস্তু নহে। ছায়া আলোর অভাবের জন্য হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের প্রতিফলনের প্রতি যেন প্রকৃত মন্দিরের ভ্রান্তি না ঘটে। যে বস্তু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আকারের represent ঘটায়, তাহাকে প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে। যাহা অন্য আধারে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব বস্তুটি কোন তরল পদার্থে বিম্বের প্রতিফলন। প্রতিবিম্ব দুই প্রকার—আকাশের প্রতিবিম্ব ও প্রকাশের প্রতিবিম্ব। এই প্রসঙ্গে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার আলোচ্য।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু নিজেকে "পদ্মাবতী-চরণচারণ চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল রামানন্দ রায় যেমন দেবদাসীর সেবা করিয়াছিলেন, জয়দেব গোস্বামী সেইরূপ পদ্মাবতীর সেবা করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে বলে পদ্মাবতী জয়দেবের স্ত্রী; কিন্তু জয়দেব কখনও তাঁহাকে স্ত্রীবুদ্ধি করেন নাই। পদ্মাবতী ভক্ত ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু গীতগোবিন্দে আনন্দ পাইয়াছেন। জয়দেব কখনও প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় পদ্মাবতীকে ভোগ্যা স্ত্রীবুদ্ধি করেন নাই।

শ ০ ০ বাবু কালীঘাটে থাকিতেন; প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ দ্বারা ভক্তিগ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে এক সময়ে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমার ভাবী স্ত্রী আমাদের ঘরে ঠাকুরের পূজা করিবেন কি না?' শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"হাঁ, তিনিই ত' পূজা করিবেন। আপনি ভোগ রন্ধনই করিয়া দিবেন। ঠাকুরকে ভোগ দিয়া পরে তাঁহাকে খাওয়াইয়া আপনি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিবেন।"

শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ ০ ০ বাবুকে ঐ প্রকার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই বিচার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বিচার হইয়াছিল—'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভোগের মধ্য দিয়া এবং বাবাজী মহারাজ ত্যাগের মধ্য দিয়া হরিভজন করিতেন।' আমি তাঁহার ঐ মত সমর্থন করি নাই। আমি বলিলাম—"শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য ও রায়রামানন্দ, পুণ্ডরীক, শিবানন্দ সেনের বা শ্রীবাস পণ্ডিতের বৈরাগ্য পৃথক্ নহে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যুক্ত-বৈরাগ্যের পথ ও বাবাজী মহারাজের যুক্তবৈরাগ্যের পথ পৃথক্ নহে। শ্রীবাস পণ্ডিতের সেবাধিষ্ঠিত পুত্র বা শিবানন্দ সেনের গৌর-সেবক পুত্র—সকলেই কৃষ্ণের পুত্র অর্থাৎ সচ্চিদানন্দপ্রকটিত কৃষ্ণজন। তাঁহাদিগকে প্রাকৃতজ্ঞানে দেখিলে অপরাধ হইবে।" শ্রীবাসপণ্ডিত বা শ্রীশিবানন্দ সেনের আদর্শ গৃহস্থগণের অনুসরণীয়। ভগবৎপ্রসঙ্গযুক্ত সংসার ও ভগবৎপ্রসঙ্গরহিত সংসার এক নহে।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমলকান্তপদাবলীং, শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।

৬ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। আমি যখন জিপুরায় ছিলাম, তখন পরলোকগত রাধারমণ ঘোষ মহাশয় পরলোকগত

ত্রিপুরাধীশ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের Private Secretary ছিলেন। তখন পরলোকগত ৺ কৃষ্ণনাথ ভায়রত্ন ও সিদ্ধিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় ত্রিপুরা ষ্টেটের Secretariatএ রাজপরিবারের বংশগৌরব বা রাজবংশমালা লিখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। Secretariatএর অধ্যক্ষতার ভার আমার উপর ছিল। ত্রিপুরা-রাজ্যের তদানীন্তন অন্যতম উচ্চ কর্ম্মচারী মায়াবাদী ছিলেন। তিনি জয়দেবের গ্রন্থের ( গীতগোবিন্দের ) উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণবগণকে তীব্র ও প্রচুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছিলাম।

যদি সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার বাসনা থাকে, যদি হরিস্মরণ দ্বারা মন সরস করিতে হয়, যদি ভগবানের চিদ্‌বিলাসকলাতে আকৃষ্ট হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শ্রীজয়দেবের কোমলকান্ত-পদাবলী গুরুবৈষ্ণবমুখপদ্মে আলোচ্যবিষয় হয়। সংসার উত্তীর্ণ হইতে হইলে শ্রীহরি-স্মরণ হওয়া আবশ্যক। রূপমোহে মোহিত হওয়া নরকের রাস্তা। জয়দেবের ঐ শ্লোকটি বেদ-বেদান্তের চরম কথা। এই শ্লোকটিতে 'বিলাস' বলিয়া একটি কথা আছে। নিজেন্দ্রিয়ের পরিচালন-হেতু যে আনন্দ, তাহাই 'বিলাস'। আর 'বিরাগ' অর্থে—ত্যাগ-রহিত হওয়া, ইন্দ্রিয়চালনা বন্ধ করা, উদর-উপস্থ বেগ রোধ করা ও চিত্তনিরোধ-কার্য্যকে বুঝায়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন —

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারীসঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন ( থুৎকার ) হইয়াছে।

জড়বিলাসী ব্যক্তিগণ সমাবর্ত্তনের অভিলাষ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন, যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণকথা আমার স্মরণে উদিত হয়, যে কৃষ্ণ নব নব রসের আলয়, সে কৃষ্ণের রমণের উপকরণ বলিয়া বিহিত হইবার সেবালালসা হৃদয়ে জাগে, তখন নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ করিলে মুখে থুৎকার আসিয়া যায়। নারীসঙ্গমাদি অচিৎএর বিলাস অত্যন্ত ঘৃণ্য। আবার, অচিতের বিরাগের জন্য কত ব্যক্তি যোগাদি কৃত্রিম পন্থায় মনকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহারা যদি হরিভক্তির কথা জানিত এবং যদি শুনিত ও জানিত—'যদি হরিস্মরণে' ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহাদের সুবিধা হইত। যে ক্রিয়াকলাপ নিজানন্দ-লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করায় তাহাকে বিলাস কহে। ইন্দ্রিয়-পরিচালনা বন্ধ করা বিরাগের কার্য্য। কৃত্রিমভাবে বিরাগ অভ্যাস করিলে ফল্গুনদীর ন্যায় বিলাসে পরিণত হইবে। কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিতে গেলে চরিত্রহীনতা উপস্থিত হইবে। জড়বিলাসে অসম্বিত হইলে স্ত্রীপুত্রাদির কথা ভাল বলিয়া মনে হয়।

ইং ১৮৯২ সালে রামজীবনপুরের সহজিয়া ভজনানন্দিগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ভক্তবৃন্দকে তথায় আহ্বান করিয়াছিল। উহারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে রামজীবন-পুর হইতে ৪ মাইল দূরে বাদস্থান দিবার জন্য লইয়া গেল। তখন রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা। ঐ সকল প্রাকৃত সহজিয়ারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহাকে উহাদের সজ্জিত বাসরগৃহের কথা জানাইল। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর উহাদের প্রাকৃতসহজিয়াব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিলেন। যেমন শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শান্তিপুর যাইবার পথে ললিতপুরের নারীগ্রামীর অবৈধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেমন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রিতে আরও দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া একটি বাড়ীতে থাকিলেন।

কৃষ্ণের বিলাস-কলা জানিবার জন্য যদি কাহারও উৎকট প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে কোনও খারাপ চিন্তা আসিতে পারে না। কৃষ্ণের বিলাসের জন্য যদি কাহারও চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মত কোন কথা থাকে না।

"বিলাসকলায় কুতূহলম্"—কৃষ্ণের ৬৪ কলা; নারায়ণের ৬০টি কলা। যাঁহার কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণের বিলাসের মাধুর্য্য অবগত আছেন। শ্রীল রায় রামানন্দ কৃষ্ণের লীলাবিলাসের পুষ্টির

জন্য 'জগন্নাথ-বল্লভ নাটক' করিয়া দেবদাসীগণকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের লীলাবিলাস সেবী কৃষ্ণ-প্রেমিকের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামী 'বিদগ্ধ-মাধব'এ লিখিয়াছেন—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

হে সুন্দরি, নন্দনন্দনসম্বন্ধী প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাববিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্প-বিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে।

এসকল কথা সাধারণের জন্য নহে। অবুঝ লোক এসকল শুনিলে বুদ্ধিমান্‌কেও অবুঝ বলিবে। অচিদ্‌বিলাস স্বীকার না করিয়া চিদ্‌বিলাসের সেবা করিলে জীব ভক্ত হয়। আর চিদ্‌বিলাস স্বীকার না করিলে জীব অভক্ত হয়। অচিদের বিরাগের সঙ্গে সঙ্গে চিদ্বিলাসের বিরাগ উপস্থিত হইলে লোক মায়াবাদী হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের বিলাসকে প্রাকৃত-সহজিয়ার কার্য্যের সমান মনে করিলে ঐ প্রকার অসুবিধা ঘটিবে।

তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিহ ছলে কুযোগিবৈভব।
প্রভু সনাতনে পরম যতনে
শিক্ষা দিল যাহা, চিত্ত সেই সব॥

এই পদ্যের 'কুযোগিবৈভব' অর্থে বৈষ্ণবতার নামে চরিত্রহীনতা।

আমি এসকল কথা মহাপ্রভুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া বলিতেছি। আমি অন্য কোথাও বসি নাই। এখন কি বর্ত্তমান-দুষ্ট রাধাকুণ্ডেও এসকল কথা পাওয়া যায় না। এসকল কথা কত বড়, তাহা আমাদিগের বুঝিবার অনেক দেরী আছে। বর্ত্তমানে রাধাকুণ্ডের প্রাকৃত-সহজিয়ারা আমাকে তাহাদের সমধর্ম্মী ব্যক্তিরূপে দেখিতে না পাইয়া তথায় যাহাতে আমাদের স্থান না হয়, তজ্জন্য খুব ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কৃষ্ণের লীলাবিলাসের আলোচনা যথায় তথায় যেন না হয়—ইহাতে সাবধান, খুব সাবধান। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য কখনও সহজিয়ার পাঠ শুনিতে যাইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া হরি-ভক্তির কথা কি বলিতে পারে? কোন ভাল লোক যেন 'ওপারের' পাঠ শুনিতে না যান। তথায় কেবল চরিত্র-হীনতার বর্ণনা, হরিকথার কোন গন্ধ নাই। আমি অভ্র-বিলাস নিরসনপূর্ব্বক চিদ্বিলাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অনেক তথাকথিত গৃহস্থ এসকল কথা শুনিয়া খুব ক্রুদ্ধ হইবেন, কিন্তু সেজন্য আমার কোনও ভয় নাই। তবে, সব চেয়ে বড় কথা শুনা থাকিলে আর অন্য কোনও কথা শুনিতে শুনাইতে এবং বলিতে বলাইতে মোটেই ইচ্ছা হয় না বলিয়াই অতি জোরের সহিত বলিতেছি। কেবলমাত্র এই কথাই সর্ব্বক্ষণ শুনিবার ও বলিবার জিনিষ। আপনারা শুনুন শুনুন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শুনুন, নিত্যকাল শুনুন। গৃহস্থ বৈষ্ণব-দের ও গৃহব্রতীদের কথা এক নহে। স্ত্রীর ভৃত্য কখনও গৃহস্থ নহে। অচিৎ ও চিদ্বিলাসের পার্থক্য জানা দরকার। প্রাকৃত সহজিয়ার কথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা জানিবার কুতূহল হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইলে গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিল, যোগী-সকল যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্য-লীলার কথায় মত্ত হইয়াছিল—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্দ্রুতক্রিয়মযং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং সৈবাস্ত আসীজ্জনঃ॥

কৃষ্ণেতর কথা হইতে অবসর পাওয়া দরকার। 'মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীং শৃণু'—মধুরা কোমলা অর্থাৎ শ্রীমতী, তাঁহার কান্ত কৃষ্ণ, তাঁহার পদাবলী অর্থাৎ 'রাইকানু'র গান, 'জয়দেব-সরস্বতী'—অর্থাৎ জয়দেবের বাণী। জয়দেব গোস্বামী বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে শ্রীনাথপুরে (পরে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর ভিটায়) বাস করিতেন। ঐস্থানে কৃষ্ণলীলার নাটকাভিনয় হইত। অক্ষয় সরকার নামক একজন লেখক জয়দেবের

পদাবলী প্রকাশ করিতে যাইয়া এসকল উল্লেখ করিয়াছেন।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।

যদি হরিভজন করিতে কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে জয়দেবের পদাবলী আলোচনা করা উচিত। স্ত্রী-পুত্রাদির বাজে কথা আলোচনা বন্ধ করিয়া "জয়দেব-সরস্বতী" আলোচিত হউক। শ্রীল রায় রামানন্দ, শুকদেব গোস্বামী প্রভৃতি পরমহংসকুলচূড়ামণিগণ নিরন্তর কৃষ্ণ-লীলা-রস পান করিয়াছেন।

মহাজনের যেই পথ,　　তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা,　　ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার॥

---

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও দৃগ্‌দৃশ্য-বিচার

[ শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-সভায় প্রদত্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা ]

যিনি কোন বস্তু দর্শন করেন, তাঁহাকে বস্তুর 'দ্রষ্টা' বলে, আর দ্রষ্টা যে বস্তুকে দর্শন করেন, সেই বস্তুকে 'দৃশ্য' বলে। আর যাহা দ্বারা দর্শন করেন, তাহাকে 'দৃষ্টি' বলে। অনেক সময় দর্শনেন্দ্রিয়কেও 'দ্রষ্টা' বলিয়া ভ্রম হয়। যাহাকে আমরা এই চক্ষুর্দ্বারা বা যে-কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি, তাহাই দৃশ্যবস্তু, আর যাহা মাপিতে পারে, তাহা 'দ্রষ্টা'।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দৃগ্‌দৃশ্য-বিচার-সম্বন্ধে যে বিপ্লবময়ী বাণী জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা, অন্ততঃ আমি, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতেই সর্ব্বপ্রথম শুনিয়াছি।

যখন এই অযোগ্যতম পতিতাধম ভৃত্যাভাস শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্য-লিপি লিখিতেছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এত লোকের নিকট দৃগ্‌দৃশ্যের কথা বলিলাম, কিন্তু ইহা কাহারও কাণেই গেল না—কেহই ধরিতে পারিল না, একমাত্র বাসুদেবই এই কথাটি ধরিতে পারিয়াছে! আমার সকল কথা এই কথাটির উপর নির্ভর করিতেছে।"

যখন শ্রীল প্রভুপাদ, সম্ভবতঃ বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সনের গ্রীষ্মের সময়, দৌলতপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সময় একটি সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিলাম। 'জীবের আপনাকে কৃষ্ণভোগ্য দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ অভিমানে জগৎকে ভোগ্য-জ্ঞান বা ভোক্তৃ অভিমানে অহঙ্কার-ফলে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্যদৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যে দূর করিয়া সেব্যে বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণের সংসার ও গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ।' এই সিদ্ধান্তটি শুনিয়া মনে হইল, ইহা জগতের নিকট একটি সম্পূর্ণ বিপ্লবের বাণী। 'আমি দ্রষ্টা নহি,—কৃষ্ণ-দৃশ্য', 'আমি ভোক্তা নহি,—কৃষ্ণ-ভোগ্য'—এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্লাবিত। জগতের ভোগি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে উহার প্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষ-ভাবই চরম মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রভুপাদের কাছে শুনিলাম,—আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ-ভাবের গলায় ফাঁসীর দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা অতোধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই পরম মঙ্গল। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ হিরণ্যকশিপুর কথা বলিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপু আপনাকে তাহার সত্তা-তত্ত্বের দ্রষ্টা জ্ঞান করিয়া তথায় ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন অর্থাৎ বিষ্ণুকে মানিয়া নিতে চাহিয়াছিল, আর প্রহ্লাদকে পুত্ররূপে ভোগ্য জ্ঞান করিয়া নিজেকে তাঁহার ভোক্তা বলিয়া বিচার করিয়াছিল। কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তি-ভগবান্ কশিপুর চিন্তার অতীত নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া দ্রষ্টৃ-অভিমানী হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ ও বিষ্ণুর দৃশ্য-অভিমানী প্রহ্লাদকে প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন।"

শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদের দৃগ্‌দৃশ্য বিচারের ঐ শিক্ষা-ব্যতীত আর একটি প্রসঙ্গও শুনিয়াছিলাম, সেও ১৩২৪ সনেরই কথা। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ আচার্যদেবকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন এবং স্বয়ং গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন,—'শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া আত্মবিগ্রহের অন্তর্ধান করিয়াই আমাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন করা কর্ত্তব্য।' সেই সময়ও প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ—দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেম-নেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন। যতক্ষণ আমরা মনে করি, আমরা জগন্নাথকে দেখিয়া লইব, ততক্ষণ আমরা জগন্নাথ না দেখিয়া কাঠ, পাথর, বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের চৈত্য-ভোগ্য-মূর্ত্তিবিশেষরূপে দেখিয়া থাকি। মাৎসদৃক্ কখনও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে মানিয়া লইতে পারে না, শ্রৌতদৃক্ বা নামদৃক্ হইলেই আপনাকে দৃশ্য উপলব্ধিতে সচ্চিদানন্দবস্তুর দর্শন হয়।"

আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদকে মুখে "বৈকুণ্ঠ-বস্তু", "মুকুন্দ-পরিষদ" বা "মহাপ্রভুর পার্ষদ" বলিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি, তিনি আমার ধামের ভূতুর ( !!! ), আমাকে বা আমাদিগকে তিনি সিদ্ধ-প্রণালী দিয়াছেন, প্রভুপাদকে আমরা ইচ্ছামত উঠাইয়াছি, বসাইয়াছি, প্রভুপাদের সহিত নিভৃতে অবস্থান করিয়াছি ইত্যাদি বিচার করি, তখন নিজেকে দ্রষ্টা বিচার করিয়া প্রভুপাদকেই দৃশ্য বিচার করিয়া ফেলি! নিজেই প্রভুপাদের আসন অধিকার করিবার চরম পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়া প্রভুপাদকে শিষ্য করিতে যাই! আপনাকে দৃশ্য-বিচারই —শিষ্য-বিচার।

সম্ভবতঃ যখন 'গৌড়ীয়ে'র ৩য় বর্ষ চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডের বাড়ীতে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে জনৈক স্বনামখ্যাত সুপ্রবীণ অধ্যাপক শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে বসিয়া আমাদের নিকট হরিকথা বলিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে সেই অধ্যাপক মহোদয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কোন সন্তানের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। ইহা শুনিবামাত্র শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অধ্যাপককে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি কোন দিনই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখেন নাই, তাঁহার নিকট যান নাই।" এই কথা শুনিয়া উক্ত অধ্যাপক আশ্চর্য্যান্বিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—"আমি অমুক সন হইতে অমুক সন পর্য্যন্ত রামবাগানে ভক্তিভবনে ঠাকুরের নিকট গিয়া গীতা পাঠ করিয়াছি, আর আপনি ইহা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছেন। আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমুক অমুক পুত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আচার্য্য-কেশরীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পড়া দূরে থাকুক, কোন দিনই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোন আধ্যক্ষিক লোক দেখিতে পারে না। আমাদের বিচার—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন ছেলেপিলে হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জড়জগতের কোন বস্তু ছিলেন না। যাঁহারা আপনাদিগকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্রষ্টা মনে করেন, তাঁহাদের নিকট ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আত্মগোপন করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদের দৃশ্য জ্ঞান হইলে ভক্তিবিনোদ আত্মপ্রকাশ করেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার শুনিয়া সুপ্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের

কথা ধরিতে পারিলেন না। স্থান ত্যাগ করিবার সময় একটুকু অসন্তোষের সহিতই শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়া গেলেন,—"আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কখনও গমন করি নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিতে পর্য্যন্ত পাই নাই, আপনার এইরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ উক্তির সহিত আমার মতভেদ আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে কত স্নেহ করিতেন, তাঁহার নিকট গেলে আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না, অনেক গোপনীয় কথা বলিতেন, আপনিও তাহা সময় সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথচ আপনার ন্যায় সাধুপুরুষের মুখে এরূপ অশোভন উক্তি শুনিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।"

এত বড় অনাদৃত শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তি চটিয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সত্যকথা বলিতে একটুকুও সংকোচ বোধ করিলেন না, আবার বলিলেন,—"যতক্ষণ আপনার আধ্যক্ষিকতা আছে, ততক্ষণ আপনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার দৃক-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হউন।"

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের এই সকল উপদেশ ও আদর্শ প্রতিনিয়তই জানাইয়াছেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দৃক-উপলব্ধিই তাঁহার শিক্ষত্ব। শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি। স্বধামগত পণ্ডিত ০ ০.০ শাস্ত্রী এক সময় ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোড্স্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে কোন মহোৎসবোপলক্ষে প্রসাদ সম্মান করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি কিছু উত্তম-ভোজন-প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি মহাপুণ [( মালপো ) ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে আচার্য্যদেব বলিলেন,—"শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি মালপো খাইতেছেন, না মালপো আপনাকে খাইতেছেন, ইহা বিচার করিবেন। 'পণ্ডিত হইয়া কেন না কর বিচার।' প্রসাদ-প্রাপ্তির সময় এই বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্যই বৈষ্ণবগণ 'সাধু সাবধান' বলিয়া ভক্তিবিনোদ-গীতি গান করিয়া থাকেন।" শ্রীল আচার্য্যদেবের এই কথা শুনিয়া ও ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং দেশে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন,—"আমি গৌড়ীয়মঠে মহোৎসবে গিয়াছিলাম, কিন্তু প্রসাদ-সেবনের সময় আমি হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি। আমি অভাবগ্রস্ত লোক নহি, আমি গভর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পাইয়া থাকি, আমার দুই পুত্র অনেক অর্থ অর্জ্জন করে, আমার গৃহিণী নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য নির্ম্মাণে পরম নিপুণা, আমি মালপো অনেক খাইয়াছি, মঠে মালপো খাইতে যাই নাই। কিন্তু আপনার নিম্ন অনধিকারীর বিদ্যাভূষণ আমাকে বলিয়াছেন,—'মালপোকে আপনি খাইতেছেন না মালপো আপনাকে খাইতেছেন?'—এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। আমি কি এত লোভী যে, আমাকে মালপো খাইয়া ফেলিবে?"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন এই পত্রটি পাঠ করিয়া রহস্যের সহিত আমাদের নিকট এই প্রসঙ্গ বলিতেছিলেন, তখন আমরা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কিরূপে পণ্ডিতেও বুঝিতে পারেন না, তাহা অনুভব করিতেছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছিলেন,—"বাসুদেবের বিচার-কি জগতের পণ্ডিত বুঝিতে পারিবে? আমাদের মধ্যেই বা কয়জন লোক আছে যে, এ সকল কথা ধরিতে পারে। মানবজাতির সাধ্য নাই এসকল কথা বুঝিতে পারে। কৃষ্ণ-কৃপা হইলেই এসকল কথা বুঝা যায়।"

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝাইয়া একখানি পত্র লেখা হইল। ভগবৎপ্রসাদকে তুচ্ছ করা যায় না, মাপা যায় না; ভগবৎপ্রসাদ যদি আমাদিগকে ভক্ষণ করেন, গ্রাস করেন, আত্মসাৎ করেন, তবেই আমাদের প্রণক্ষয় হয়—মরণ হয়। 'প্রসাদ' অর্থে—'অনুগ্রহ', 'কৃপা'। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট—মহা-মহাপ্রসাদ। শ্রীমদ্ভাগবত ( ১১।৬।৪৬ ) বলিয়াছেন,—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।

নিজেকে ভগবৎপ্রসাদ বা বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টের ভৃত্য বা ভোগ্য জ্ঞান করিতে হইবে, দ্রষ্টা বা ভোক্তৃবুদ্ধি হইলে আরও অধিকতর মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। "ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ"।

শাস্ত্রী মহাশয়কে এই সকল কথা লেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি বিষয়টি সুষ্ঠুরূপে অবধারণ করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। শ্রীল প্রভুপাদের বিচার এইরূপ বিস্ময়ময়। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এত বড়! তাঁহার

ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুসরণীয়। তিনি বলিতেন,—"শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বাসের অভিনয় করিয়াও আমরা শ্রীধামে বাস করিতে পারি না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট গমন ও দীক্ষা শিক্ষার অভিনয় করিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন ও তাঁহার দর্শন করিতে পারি না। মংকুণ, ছারপোকা, মশক প্রভৃতির ন্যায় সাধু-মহাপুরুষের শ্রীঅঙ্গের সংলগ্ন প্রদেশে থাকিয়াও সেই অপ্রাকৃত বস্তুর স্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শন করিতে পারি না, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র অভিদর্শী সিদ্ধান্তেই আমরা পাই।

শ্রীল প্রভুপাদ রাবণের মায়াসীতা-হরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"—এই বাক্যের দ্বারাও আমাদিগকে দৃগ্-দৃশ্য-বিচারের কথা পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা 'আধ্যক্ষিক', 'আধ্যক্ষিকতা' প্রভৃতি শব্দের নিরাসবাচক বাক্য এবং 'অধোক্ষজ' 'অপ্রাকৃত' প্রভৃতি শব্দের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করাইবার আদর্শ দেখা যাইত। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের দৃগ্-দৃশ্য-বিচারের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আর একটি উদ্যম ও পরম করুণা।

---

# শ্রুতিসার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত "গৌড়ীয়" ১৮শ সংখ্যার পর ]

( ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ )

[ ১ ]

ছান্দোগ্য উপনিষৎ—ইহাতে ৮টি অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে ১৩ খণ্ড ১০৪টি মন্ত্র, ২য় অধ্যায়ে ২৪ খণ্ড ৮১টি মন্ত্র, ৩য় অধ্যায়ে ১৯খণ্ড ৪৪টি মন্ত্র, ৪র্থ অধ্যায়ে ১৭ খণ্ড ৭৯টি মন্ত্র, ৫ম অধ্যায়ে ২৪ খণ্ড ৮৯টি মন্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৬ খণ্ড ৭০টি মন্ত্র, ৭ম অধ্যায়ে ২৬ খণ্ড ৫১টি মন্ত্র এবং ৮ম অধ্যায়ে ১৫ খণ্ড ৬২টি মন্ত্র—সর্ব্বসমেত ১৩০টি মন্ত্র আছে। এই উপনিষদে "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" (৩।১৭।৬), এবং "জামাদ্গ্নেয় প্রপদ্যে শবলাশ্বায় প্রপদ্যে" (৮।১৩।১)—মন্ত্রদ্বয়ে কৃষ্ণ, শ্যাম প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা সামবেদীয় বলিয়া ইহাতে ওঁকারের বিশেষ পরিচয় আছে। তাহার পাঁচটি অংশ—প্রস্তাব, প্রতিহার, উদ্গীথ, উপদ্রব, ও নিধন। ওঁকারই উদ্গীথ, ইহা পরমাত্মার প্রতীক। ওঁকারের উপাসনায় পরমাত্মা প্রসন্ন হন। ওঁকার উচ্চারণ করিয়াই সকল কর্ম্মারম্ভের বিধি, নতুবা তাহা নিষ্ফল হয়। ওঁকার আরম্ভ করিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয় বলিয়াই ইহার নাম উদ্গীথ। পুরুষ যাবৎ-অবয়বের সার, তাহার সার বাক্, বাক্যের সার ঋক্, ঋক্ সকলের সার সাম এবং সামের সার উদ্গীথ। অতএব ওঁকার সারাৎসার ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। বাক্ই ঋক্ আর প্রাণ সাম। এই বাক্ ও প্রাণ ওঁকারে রহিয়াছে। ওঁকারকে অক্ষরাক্ষর বলা হয়। এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া সকল বিষয়ের অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদিকৃত কর্ম্মসকলও সম্পাদিত হইয়া থাকে। যজ্ঞ-নিষ্পত্তির মূল কারণ ঋত্বিক্ ও যজমানাদির প্রাণ—ওঁকারেরই মহিমা এবং শ্রৌতিযজ্ঞাদির রস—ওঁকারেরই রস। কারণ ওঁ উচ্চারণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হোমাদি দ্বারা আদিত্যের উপাসনা হইতেই অন্ন ও প্রাণাদি উৎপন্ন হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ফল পাওয়া যায়, তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞের কর্ম্মফলে তারতম্য আছে। জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপনিষদুক্ত বিধিক্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আশু ও অধিকতর ফলপ্রদ।

দেবতা ও অসুর উভয়েই প্রজাপতি কশ্যপের পুত্র হইলেও পরস্পর বিরোধী। দেবগণ উদ্গীথোপলক্ষিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিলে অসুরগণ তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ঋক্ সাম যজু প্রভৃতি বেদবিহিত কর্ম্মসকলে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কিন্তু প্রণবরূপ ঋগাদ্য অক্ষরই অমৃত ও অভয়।

ধর্ম্মের ৩টি বিভাগ যথা যজ্ঞ,—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ১ম বিভাগ, ব্রহ্মচারীপ্রভৃতি ব্রতরূপে তপস্যা ২য় বিভাগ, আর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক দেহ-পাতন—৩য় বিভাগ। গৃহী যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠান ও দান দ্বারা সোমলোক, তপস্বী তপো দ্বারা সূর্য্যলোক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম হইতে

মোক্ষ লাভ করেন। গার্হস্থ্য-ধর্ম-দ্বারা ত্রিলোকে গতায়াত, উপনূর্বাণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মহলোক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মলোকে গতি হয় আর জ্ঞানী প্রভৃতির পরমপদে গমন করেন।

প্রাতঃকাল-সাধ্য যজ্ঞ বসুগণের, তদ্দ্বারা ভূর্লোক বশীকৃত হয়। মাধ্যাহ্নিক সবন রুদ্রগণের, তদ্দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক ও অপরাহ্ণকালসাধ্য যজ্ঞ আদিত্য ও বিশ্বেদেবগণের, তদ্দ্বারা স্বর্গলোক বশীকৃত হয়। তত্তৎসম্বন্ধে সামও এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

এই ত্রয়ের অবয়বাদি সবই গায়ত্রী। যাহাই গায়ত্রী, তাহাই ঋক্‌সকলকে গান-দ্বারা ত্রাণ করিয়া থাকে। গায়ত্রীই পুরুষের শরীর। এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম ঋক্, যজু দ্বারা প্রকাশিত হন। সমস্ত প্রাকৃত লোক ব্রহ্মের একটি পাদ, অপর পাদত্রয় অমৃতস্বরূপ ও স্বর্গে ( বৈকুণ্ঠে ) বিরাজিত। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তাঁহাতেই জীবিত ও লীন হয়।

পুরুষই যজ্ঞ। পুরুষের আয়ুর প্রথম ২৪ বৎসরকে প্রাতঃসবন বলা হয়। তৎসম্বন্ধীয় স্তোত্রাদিচ্ছন্দের নাম গায়ত্রী। উহা চতুর্বিংশতি অক্ষর, তাহার দেবতা বসুগণ। প্রাণ সকলই বসু।

আয়ুর (দ্বিতীয়) চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসরকে মাধ্যন্দিনসবন বলে। তাহা চতুশ্চত্বারিংশদক্ষর। তাহার স্তোত্রাদির ছন্দ—ত্রিষ্টুপ্। তাহার দেবতা রুদ্রগণ। প্রাণসকল রুদ্র, রোদন করান বলিয়া রুদ্র নাম।

আয়ুর ( তৃতীয় ) অষ্টচত্বারিংশৎ (অর্থাৎ ষোড়শাধিক শত ) বৎসরকে তৃতীয় সবন বলা হয়। তাহার ছন্দ জগতী। উহা অষ্টচত্বারিংশদক্ষর। তাহার দেবতা আদিত্যগণ। প্রাণসকলই আদিত্য। এই সবনত্রয়ের নাম আয়ুর্যজ্ঞ। আঙ্গিরস ঘোর নামক ঋষি এই যজ্ঞের প্রীতি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন।

রাজা জানশ্রুতি বহু লোককে দান ও ভোজন করাইতেন। দেবর্ষিগণ হংসরূপে রাত্রিকালে রাজার উপরিভাগে আসিয়া তাঁহার দেবের প্রশংসা করিলে একজন তদপেক্ষা শকটী রৈক্বের প্রভাবের প্রশংসা করেন। তাহা শুনিয়া জানশ্রুতি রৈক্বের অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বহু উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইয়া তিনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন ও উপদেশ-প্রার্থী হইলেন। রৈক্ব জানশ্রুতিকে হংসবাক্য বৎসর-স্বভাব-বিশিষ্ট জানিয়া শোককারী শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার উপঢৌকন অগ্রাহ্য করিলেন। ( এই বিষয়টি বেদান্তের অপশূদ্র প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে )।

জবালা-তনয় সত্যকাম বেদ অধ্যয়নার্থ হরিদ্রুমান্ তনয় গৌতমের নিকট গমন করিলে তিনি সত্যকামের গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। সত্যকাম তদুত্তরে কিছু বলিতে না পারিয়া হারিদ্রুমত গৌতমের উপদেশানুসারে মাতার নিকট উহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া মাতার প্রদত্ত উত্তরানুসারে বলিলেন যে, তাঁহার মাতা যৌবনে বহু ব্যক্তিকে পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন, সুতরাং পিতার গোত্র জানেন না। গৌতম তাহা শুনিয়া সত্য হইতে অবিচলিত সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে উপনীত করিলেন। এতদ্দ্বারা গৌতমপথ-গত ব্রাহ্মণত্বের নিরাস করিয়া গুণ-কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইল। সত্যকাম গুরুসমেপে গোচারণার্থ বহির্গত হইয়া গিয়া বায়ু, অগ্নি, আদিত্য ও মদ্‌গু হইতে ষোড়শকল ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন।

সত্যকাম তদীয় শিষ্য উপকোসলকে উপদেশ করেন যে, অক্ষিতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হউক বা না হউক তিনি অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হন। প্রথমে অর্চ্চিরভিমানী দেবতা, পরে ক্রমে দিবসাভিমানী, শুক্লপক্ষাভিমানী, উত্তরায়ণাভিমানী, সংবৎসরাভিমানী, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও পরিশেষে ব্রহ্মলোকে নীত হন। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মপথ। এই ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহা গীতোক্ত ( ৮ম অধ্যায় ) "অগ্নি-র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ" শ্লোকোক্ত মার্গ। বাগাদি ইন্দ্রিয় স্ব স্ব প্রাধান্যের তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে প্রজাপতির নিকট তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ— ইহা প্রশ্ন করিলে প্রজাপতি বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে শরীর শব তুল্য হয়, সেই শ্রেষ্ঠ। প্রথমে বাক্, চক্ষু, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ উৎক্রান্ত হইলেও শরীর শব তুল্য হইল না। পরিশেষে প্রাণের উৎক্রান্তিতে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, প্রাণই শ্রেষ্ঠ।

অরুণতনয় শ্বেতকেতু নিজেকে অধীত-বিদ্য অভিমান করিয়া পঞ্চালদিগের সভায় গমন করিলে রৈবলি প্রবাহণ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে, মনুষ্যগণ মৃত্যুর অন্তে কোথায় যায়? তাহাদের পুনরাগমন কিরূপে হয়? দেবযান পিতৃ-যান কাহাকে বলে? জীবসকল পুরুষ-শব্দবাচ্য কিরূপে হয়? শ্বেতকেতু তাহার উত্তর-দানে অসমর্থ হইয়া পিতৃ-সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তদীয় পিতা স্বয়ং পঞ্চালরাজের নিকট উপস্থ হইলে পঞ্চালরাজ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ গৌতমকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদেশ করেন। যিনি উহা অবগত হন, তিনি অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পঞ্চ বস্তুর মধ্য দিয়া জীব ক্রমিষ্ঠ হইয়া 'পুরুষ' শব্দ বাচ্য হয়।

ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম ও বাপীকূপ-খননাদি স্মার্তকর্ম্ম ও দানাদির অনুষ্ঠাতা মৃত্যুর পর ধূমাভিমানী দেবতা, পরে রাত্রাভিমানী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানী ও দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথা হইতে পিতৃলোক, পরে আকাশ ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ইহাই পিতৃযান। তথায় পতন কাল না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করিয়া আকাশ, বায়ু, ধূম ও মেঘের সাযুজ্য লাভ করেন। পরে বর্ষাধারাসহ পতিত হইয়া ব্রীহিযবাদির আকার ধারণ করিয়া পুরুষের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় বীর্য্যসহ স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে শরীর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমিষ্ঠ হন। ইহাই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। ঐসকল কর্ম্মীর মধ্যে যাঁহারা রমণীয় কর্ম্মী, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি যোনি প্রাপ্ত হন আর অসৎকর্ম্মীসকল শূদ্র বা অন্য-শূকরাদি জুগুপ্সিত যোনি প্রাপ্ত হন। আবার কতকগুলি জীব দেব-পিতৃযান প্রাপ্ত না হইয়া দংশমশকাদিরূপে জন্ম-মৃত্যু লাভ করে, ইহার নাম তৃতীয় স্থান, ইহা অত্যন্ত ক্লেশময়। স্বর্ণহারী সুরা-পায়ী, গুরুপত্নীগামী ও ব্রহ্মহা ব্যক্তিসকল ঐস্থানে পতিত হয়। উহাদের সহিগণও ঐস্থান লাভ করে।

উপমন্যু-তনয় প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লবাক্ষত ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষ তনয় জন ও অশ্বতরাশ্ব পুত্র বুড়িল মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় ছিলেন; তাঁহারা আত্ম-জ্ঞান লাভেচ্ছু হইয়া উদ্দালকের নিকট গমন করিলে উদ্দালক সকলকে সঙ্গে লইয়া অশ্বপতির নিকট গমন করেন। অশ্বপতি তাঁহাদিগকে প্রণত দেখিয়া ও তাঁহাদের উপাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারা অগ্নি আদিত্যাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন। তিনি উহা অসম্যক্ ও অবয়বের উপাসনায় সম্পূর্ণ অবয়বীর উপাসনা হয় না জানাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করেন।

আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যাহা শ্রবণ করিলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, মনন করিলে অমতও মনন করা যায় এবং জানিলে অবিজ্ঞাত বিষয়ও জানা যায়, তাহা কি? পুত্র উত্তর করিতে না পারিয়া পিতার নিকট প্রশ্ন হইলে আরুণি বলেন—কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা যায়—যেমন এক মৃৎপিণ্ড ও এক সুবর্ণপিণ্ড বা লৌহপিণ্ড জানিলে সমগ্র তজ্জাতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়; কারণ জানিলে কার্য্যমাত্রই অবগত হওয়া যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই সর্ব্বকারণ কারণরূপ এক অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্মই ছিলেন। কেহ কেহ ব্রহ্মের নিরূপণে অসমর্থ হইয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, অসৎ বা শূন্যই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু তাহা হইতে সৎস্বরূপ জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া সমস্ত তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। পরে দেহাভিমানী জীবসহ পরমাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের নামরূপে অভিব্যক্ত করেন। জীবিকার্থ অন্ন-জলাদিও সৃষ্টি করেন।

অন্ন উদরস্থ হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়—উহার স্থূলাংশ পুরীষ, মধ্যমাংশ মাংস আর সূক্ষ্মাংশ ঊর্দ্ধগত ও হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া নাড়ীসকলে অনুপ্রবেশানন্তর ইন্দ্রিয়-সমূহের পুষ্টি করত মনে পরিণতি লাভ করে। জল পীত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। স্থূলাংশ মূত্র, মধ্যমাংশ শোণিত, আর সূক্ষ্মাংশ প্রাণ। ঘৃতাদি স্নেহ ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়,—স্থূলাংশ অস্থি, মধ্যমাংশ মজ্জা ও সূক্ষ্মাংশ বাক্। মন অন্নময়, প্রাণ জলময় আর বাক্ তেজোময়।

পুরুষ সুষুপ্তিকালে হৃদয়গত পরমাত্মাতে সঙ্গত হয়। তাঁহার ভোজনেচ্ছা হইলে জলাভিমানী দেবতা ভুক্ত অন্নকে তেজের সংযোগে রসাদিরূপে পরিণত করেন। সমস্ত প্রজার ব্রহ্মবস্তুই কারণ, আশ্রয় ও লয়স্থান। প্রয়াণকালে

বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরদেবতায় সংগত হয়। সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, এতদতিরিক্ত কিছুই নাই। সুতরাং "হে শ্বেতকেতো তুমিও তাহা"। এই প্রাদেশিক বাক্যাবলম্বনে মায়াবাদাচার্য্য "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" বিচার স্থাপন করিয়া জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপনে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর বাক্যসকল আলোচনা করিলে একত্ব স্থাপিত হয় না। নানা পুষ্প হইতে সংগৃহীত মধু একমাত্র চক্রে রক্ষিত হইলে যেমন উহা আর নিজ নিজ সংগৃহীত স্থানের পরিচয়ে পরিচিত হয় না, জীবগণও তদ্রূপ সুষুপ্তিকালে পরমাত্মায় সংগত হইলে তাহাদের ভেদত্ব অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু অধিবেক-নিবন্ধন জাগরণকালে স্ব স্ব বাসনানুসারে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে। সমুদ্র হইতে আকৃষ্ট জল বর্ষাধারারূপে পতিত হইয়া নদাকার ধারণ পূর্ব্বক পুনশ্চ সমুদ্রে মিলিত হইলে যেমন তাহার পৃথকত্ব প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ জীবগণ সংস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আসিয়াও নিজস্বরূপ জানিতে পারে না। বৃক্ষের শাখা ছিন্ন হইলে যেরূপ বৃক্ষটি মরিয়া যায় না, তদ্রূপ জীবের দেহ পতনে জীবের মৃত্যু হয় না, তাহা নিত্য। জলে লবণখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া কিছুকাল পরে তাহার পৃথক্ সত্তা পাওয়া যায় না, সর্ব্বজল লবণাস্বাদযুক্ত হয়, তদ্রূপ সৎ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

কাহারও চক্ষু বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে যেমন নিজে কোথায়ও যাইতে পারে না, কিন্তু কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে নিজ-স্থানে যাইতে পারে, তদ্রূপ আচার্য্যবান্ পুরুষ অর্থাৎ আচার্য্যচরণাশ্রিত ব্যক্তি আচার্য্যকৃপায় দিব্যদৃষ্টি-লাভে পরমাত্মাকে জানিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মার অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি সংসার তাপে তপ্ত হন না।

দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে তিনি নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি জানিয়াছেন? তদুত্তরে নারদ বলেন যে, তিনি চতুর্ব্বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু আত্মজ্ঞ হন নাই। সনৎকুমার বলেন যে, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কেবল শব্দজ্ঞান-মাত্র। কিন্তু শব্দের অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠত্ব বাক্, তদপেক্ষা মন, তাহা হইতে সঙ্কল্প, তাহা হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, তাহা হইতে বিজ্ঞান, তাহা হইতে বল, বল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, তাহা হইতে তেজ, আকাশ তাহা হইতে, আকাশ হইতে স্মরণ, স্মরণ হইতে আশা, তাহা হইতে প্রাণ, তাহা হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। সত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আত্মা। তাহারই বিজ্ঞান প্রয়োজন। মনন না হইলে বিজ্ঞান হয় না, শ্রদ্ধা না করিলে মনন হয় না। আবার গুরু-সেবায় নিষ্ঠিত না হইলে শ্রদ্ধা জন্মে না। যত্নের সহিত সেবাতে নিষ্ঠা জন্মে; গুরুসেবায় সুখ হইলেই যত্ন হয়, অতএব সুখই বিজিজ্ঞাস্য। ভূমা অর্থাৎ মহান্ই সুখ। অল্পে বা স্বল্পে সুখ নাই। যাঁহার বিজ্ঞানে, দর্শনে বা শ্রবণে অন্য বিজ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য থাকে না, তিনিই ভূমা। ভূমা নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত ও অদ্বিতীয়। ইহলোকে মহিমা ও তদন্বিত ব্যক্তি পৃথক্; কিন্তু মহিমা ও ভূমা একই বস্তু। তিনি নিজ স্বরূপভূত মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সমস্ত। অতএব 'অহং' শব্দও তাঁহাকে কথিত হয়। তাঁহাকে দর্শন শ্রবণ মননাদি করিলে আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হন। তাঁহার স্বচ্ছন্দগতি হয়।

আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি ও স্মৃতিদ্বারা অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদিগ্রন্থি মোচন হয়।

শরীরান্তর্গত হৃদয়পদ্মে ব্রহ্মোপলব্ধি হয় বলিয়া শরীরকে 'ব্রহ্মপুর' বলে। ব্রহ্মপুরস্থ ব্রহ্ম জরাগ্রস্ত হন না, শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না। তথায় কামসকলই সমাহিত। তিনি পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। ইহলোকে কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত লোক বা ভোগ ক্ষয় হয়, পুণ্য দ্বারা প্রাপ্ত পরলোকের ভোগাদিও ক্ষয় হয়; কিন্তু তাঁহাকে জানিয়া লোকান্তরিত হইলে স্বচ্ছন্দগতি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সকল কামনার পূর্ত্তি হয়। মুক্তাবস্থায় অভিব্যক্ত ভোগসকল সত্য, বন্ধনাবস্থায় ভোগসকল অসত্য আর অনাদি অজ্ঞানাবৃত। সংসারী পুরুষ সুষুপ্তিদশায় প্রত্যহ ব্রহ্মপুরে গমন করিয়াও ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না। অজ্ঞানই তাহার কারণ। আত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও উপলব্ধ হন না। আত্মার হৃদয়ে সঞ্চরণ-হেতু তাঁহাকে হৃৎপদ্মও বলা যায়। জ্ঞানীপুরুষ সুষুপ্তিকালে সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করেন, আর উৎক্রমণের পর স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করেন।

# ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা

## ( দ্বিতীয় দিবসের প্রথমাংশ )

### ৪র্থ অধ্যায়

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অব্যয় যোগ বা ব্রহ্মবিদ্যা কিরূপে অবরোহপরম্পরায় শ্রীগুরুদেবের মুখ-পদ্ম হইতে শিষ্যের কর্ণ-কুহরে প্রকাশিত হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা—গুরুমুখী এবং শ্রৌত-পরম্পরায় নিত্য-প্রবাহিত। সেই বিদ্যা কালবশে লুপ্ত হইলেও ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তি তাহা পুনরায় প্রকাশ করেন।

এই বিচার শ্রবণ করিয়া অর্জুন আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচারের অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে কৃষ্ণ, সূর্য্যের বহু পরে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি কি করিয়া সূর্য্যদেবকে উপদেশ করিলেন? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ মায়াবশীকৃত জীবের বহু জন্ম এবং মায়াধীশ ভগবানের স্বেচ্ছায় প্রকটলীলার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

( গীঃ ৪র্থ অঃ ৫।৬ )

হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সেই সকলই জানি, কিন্তু তুমি (অবিদ্যায় আবৃত হওয়ায়) তাহা জান না। যদি বল, 'অবিদ্যাবৃত আমার জন্ম-কর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আপনি ত' পরমেশ্বর, অজ বস্তু। অজের কিরূপে জন্ম হয়?' তদুত্তরে বলিতেছি—আমি সর্ব্বশক্তিমান্। আমাতে বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ আছে। আমি জন্মশূন্য ও অবিনাশী ও ব্রহ্মাদি হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য রহিত হইয়াও নিজ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই।

স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ॥

( শ্রীধর )

মায়াবশীকৃত জীবের কর্ম্মফলের দ্বারা বাধ্য হইয়া জন্ম বা উচ্চাবচ যোনি-ভ্রমণ। জীব অপরা প্রকৃতি মায়া দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরমেশ্বর শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতরণ করেন। জীব যোনি-ভ্রমণকালে যে দেহ লাভ করে, তাহা মায়া-কারাগারের দণ্ডগ্রহণোপযোগী মলিন দেহ রূপ অনিত্য পোষাক আর শ্রীভগবান্ যে রূপে অবতীর্ণ হন, তাহা বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি। তাহা অনিত্য দেহ নহে। জীবের ন্যায় তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। পরমেশ্বরের বিষ্ণু মূর্ত্তি কিম্বা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি মূর্ত্তি সকলই নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি। অর্থাৎ মায়াতীত বৈকুণ্ঠে যে শ্রীমূর্ত্তি নিত্যসিদ্ধভাবে বিরাজিত আছেন, তাহা যখন স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখনই তাহা অবতার-নামে কথিত হন।

এই অবতার স্বেচ্ছাকৃত বা অহৈতুক হইলেও জীব ও জগতের প্রতি পরম করুণার অবদান। অর্থাৎ যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন পরমেশ্বর সাধুগণের রক্ষণ ও দুষ্কর্ম্মকারিগণের বিনাশের দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন। এই অবতার যুগে-যুগে সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরমেশ্বরের অবতরণ-লীলা নিত্য ও অপ্রাকৃত বলিয়াই ইহার "লীলা" সংজ্ঞা। জীবের জন্ম ও কর্ম্ম প্রাকৃত। কিন্তু পরমেশ্বরের জন্মকর্ম্মাদি বন্ধন নাই বলিয়া তাঁহার লীলাও "দিব্য" বলিয়া কথিত। যিনি পরমেশ্বরের এই স্বেচ্ছাকৃত জন্মলীলাকে এবং জীবমঙ্গলময় কার্য্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই দেহাভিমান ও পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।

( গীঃ ৪।৯ )

উহার পরের শ্লোকে ( ৪।১০ ) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, মূঢ় লোকেরা তাঁহার জন্ম-কর্ম ও শ্রীমূর্তির সচ্চিদানন্দত্ব ও বিশুদ্ধত্ব বিচার সম্বন্ধে তিন প্রকার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। ( ১ )—ইতর রাগ, ( ২ ) ভয় ও ( ৩ ) ক্রোধ। যাহারা ইতর রাগ অর্থাৎ জড়তত্ত্বে অনুরাগবিশিষ্ট, তাহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া কোন নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহারা স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে।

যাহারা ২য় শ্রেণীর প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, তাহারা আমার স্বরূপ ধ্যান চিন্তার পাছে কোন প্রকার জড় ধর্ম আশ্রয় করে, এই ভয়ে পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধে শূন্য ও নির্বাণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করে। এই প্রকার রাগ, ভয় বা ক্রোধ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত সেবা দ্বারা পবিত্র হন, তাঁহারাই প্রেম লাভ করেন।

জীবের প্রপত্তি বা শরণাগতির পরিমাণ অনুসারে আমি তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকি।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥
( গীঃ ৪।১১ )

অর্থাৎ আমাকে যে যেরূপ ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার ভজনমার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে।

যথা যেন-প্রকারেণ-সকামতয়া-নিষ্কামতয়া বা যে যাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি।

এই শ্লোকটির একটি সাধারণ ও ব্যাপক অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। যিনি যে পরিমাণে ভগবানে শরণাগত, তিনি সেই পরিমাণে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন। সকাম, নিষ্কাম ও সেবাকাম ব্যক্তিগণ একই প্রকারে কৃষ্ণে শরণাগত নহেন। কাজেই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে একই প্রকার ফল প্রদান করেন না। ইহাই এই শ্লোকের মূল তাৎপর্য। তবে কৃষ্ণই একমাত্র মূল পরমেশ্বর বলিয়া সময় ও ব্যক্তিভেদভাবে সকল জীব তাঁহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।

সকলের ভজনপ্রবৃত্তি ও শরণাগতি সমজাতীয় নহে। অতএব ফলও সমজাতীয় নহে। ইহাই পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥
( গীঃ ৪।১২ )

অর্থাৎ পরমেশ্বরে একান্ত শরণাগতি অপেক্ষা যাহারা অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সেই সকল অল্পজ্ঞানী দেবতান্তরের পূজা করিয়া থাকে। যেহেতু কর্মজাত ফল শীঘ্র পাওয়া যায়। এই কর্মফলও পরমেশ্বরই দেবতান্তরের দ্বারা কামিগণকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কপট অনুগ্রহ বা বঞ্চনা করেন। ইহা ৭ম অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
( গীঃ ৭।২০-২৩ )

অতএব পরমেশ্বরের বঞ্চনা বা কপটকৃপা বা ব্যতিরেক অনুগ্রহ এবং অহৈতুকী অকপট কৃপা সমজাতীয় নহে। পরমেশ্বরে শরণাগতির তারতম্যানুসারে পরমেশ্বরের কৃপার তারতম্য। কপট ব্যক্তি বা কপটতাপূর্ণ শরণাগতির অভিনয়কারী ব্যক্তি কপট কৃপা বা বঞ্চনাই ফলরূপে লাভ করিয়া থাকে। আর নিষ্কপট অহৈতুক শরণাগত ব্যক্তি পরমেশ্বরের অকপট কৃপা লাভ করিয়া থাকে।

# চেতনোৎসব

[ প্রাপ্ত ]

সাতদিন ধরিয়া অহর্নিশ সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের আবাহনমুখে সঙ্কীর্ত্তনবিগ্রহ পরমারাধ্যতম নিত্যানন্দাদ্বৈতের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উৎসবে যোগদান করিবার দুর্লভতম সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ইহার অপূর্ব্ব প্রাণময়তা, অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং অসামান্য মৌলিকত্ব হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব আমাদের চিরাচরিত রীতিনীতি, গতানুগতিক চিন্তাধারা এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জড় ধারণাগুলিমূলে কুঠারাঘাত করিয়া একটা বিপ্লবের স্রোত আনিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই উৎসবের প্রত্যেকটি অঙ্গ একটা নূতন আলোক, নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে।

উৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের যে অষ্টোত্তরশত বৈষ্ণব কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাতে ভজনরাজ্যের ক্রমপন্থায় অবস্থিত সকল স্তরের বিষয়েরই আলোচনা আছে। ভজনপথের প্রথম সোপানের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সোপানের কথারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক পদে চেতনরাজ্যের অনন্ত বিচিত্রতার আভাস উপলব্ধি করিবার সুবর্ণ সুযোগ সকলেই পাইয়াছেন। কিন্তু এই সকলের মূলে আছে একটি কথা—"নিজেকে জান"। "স-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও"—এইটিই সর্ব্বপ্রথম কথা। "প্রাকৃত অভিমান, ভোক্তার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। তুমি স্ত্রী নও, পুরুষ নও, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, কুৎসিত, রূপবান্, সুস্থ, রুগ্ন, ধনী, দরিদ্র—জড়জগতের বিচারে যত কিছু সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কোনটাই তোমার স্বরূপের পরিচয় নহে, তুমি জড়-বিলক্ষণ অণু-আত্মা, তুমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবক, দাস। প্রাকৃত অস্মিতার যে ক্ষুদ্রত্ব অথবা মহত্ত্ব আছে তাহা তোমার স্বরূপের ধর্ম্মে নাই, সুতরাং জড় অহঙ্কারে গর্ব্বিত অথবা দুঃখিত, হৃষ্ট অথবা শোকগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন তোমার নাই, তুমি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। কেবলমাত্র প্রাণহীন শ্রবণের অভিনয় নহে—অথবা কেবলমাত্র অনুভূতিহীন আবৃত্তি নহে—সত্য সত্যই তুমি ইহা শুদ্ধ চিত্তে উপলব্ধি কর। তাহা না হইলে সমস্তই বৃথা।"

আমি হয়ত' তর্ক করিয়া বলিব—কেন, আমি যে নিত্য কৃষ্ণদাস, একথা কি আমি কখনও শুনি নাই—না, শুনিয়াও বিশ্বাস করি না? কিন্তু কেবলমাত্র শুনিয়া যাওয়া এক জিনিষ, আর তাহার অনুভূতি অন্য আর একটা জিনিষ। তর্ক আমি করিতে পারি—কিন্তু সত্য সত্যই আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে—একথা নিষ্কপটে বলিতে পারি কি? নিজেকে নিজে যখন দেখিতে যাই, তখন মায়া আসিয়া আমার চক্ষে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে—চক্ষুতে আবরণ টানিয়া দেয়। মত্ত চক্ষুর্দ্বয়ে নিজের অপ্রাকৃত স্বরূপ(?) দেখিয়া ফেলিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠি, মনে করি, আমার জড়ের নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন অহৈতুকী করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমার যথার্থ রূপ, আমার দৈন্যদারিদ্র্যময় মূর্ত্তি আমাকে দেখাইয়া দেন, তখন কি দেখিতে পাই? চির বঞ্চিত আমি জানিয়া শুনিয়াও নিজেকে নিজে বঞ্চনা করি, মায়াও তাহার কৃতদাস আনিয়া নানাভাবে আমাকে বঞ্চনা করে; আমার কপট ভোগপিপাসু জানিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবও আমাকে বঞ্চনা করেন। এতদিন মনে করিয়াছি—অনেক কথা শুনিয়াছি, অনেক কথা জানা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অনেক কথাই আমি বলিতে পারি। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণব বলিলেন, আজ পর্য্যন্ত আমার একটি কথাও জানা বা বোঝা হয় নাই, সুতরাং কোন কথাই আমি প্রকৃতপক্ষে বলিতে পারি না। বর্ত্তমানের আমি ও আমার যথার্থস্বরূপের মধ্যে বিরজার অপার ব্যবধান রহিয়াছে। সেই ব্যবধান দূর না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ দূর করিবার জন্য হৃদয়ে তীব্র ব্যাকুলতা না আসা পর্য্যন্ত আমি যাহা শুনি বা যাহা বলি, সমস্তই ছলনা।

যতক্ষণ চেতনধর্ম্মের—সেবাধর্ম্মের উন্মেষ না হইতেছে, ততক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ, সেবকের প্রকৃত স্বরূপ, সেবাবৃত্তির স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের রহস্য আমার

নিকট প্রহেলিকাময় থাকিয়া যাইবে। চেতনময় চক্ষু-দ্বারাই চেতন রাজ্যের দর্শন লাভ হয়। অতিপ্রতীতি-অভিনিবিষ্ট আমি, ভোগ ও ত্যাগের মানদণ্ডদ্বারা অপ্রমেয়কে মাপিয়া লইতে গিয়া কেবল বহির্মুখতাই সঞ্চয় করি। ভোগ-ত্যাগ ও সেবা, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অক্ষজ ও অধোক্ষজের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা আমি শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কেবল অচিতের ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া সেই পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য যে কোথায়, তাহা আমার উপলব্ধির বিষয় কি করিয়া হইবে? ভোগের পিপাসাকে আমি সেবা মনে করি, জড় অভিজ্ঞতা, অনুভূতিহীন পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে অপ্রাকৃতত্বের অনুশীলন করিতে যাই, খেয়ালী মনের কৌতূহলকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মনে করি, ভোগলোলুপ জড় মনকে আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস বিচার করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা এই যে, যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার নিতান্ত অযোগ্যতা বা আমার অপরাধের কথা জানিয়াও সমস্ত ক্ষমা করিয়া আমাকে অমায়ার কৃপা করিতে উদ্যত হন, তখন আমি নানাপ্রকার কপটতার আবাহন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকি। ভোগলিপ্সা আমি কিছুতেই ছাড়িতে চাই না—আমার মূল গলদ সেইখানে।

কত দূর দূরান্তর হইতে সেবকগণ আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠতলে সমবেত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক। সপ্তদিবসব্যাপী এই যে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল, ইহা সমস্তই চেতনময়। যাঁহার কীর্ত্তন, যিনি কীর্ত্তন করিতেছেন, যে স্থানে যে-কালে এই কীর্ত্তন-যজ্ঞের উদ্বোধন, সমস্তই চেতনময় ভূমিকায় অবস্থিত। জড় অভিমানে আবদ্ধ থাকিয়া আমি ইহার কি উপলব্ধি করিব? জড় কর্ণ চিদ্বস্তুর কথা কি করিয়া শুনিবে? আমি শুনিলাম মাত্র কতকগুলি বিচিত্র শব্দ-ঝঙ্কার, যাহা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুরাশিতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই চেতনোৎসব শুদ্ধ সেবকের হৃদয়ে প্রভুসেবার জন্য নিত্য নব উদ্দীপনার যে অফুরন্ত প্রবাহ আনিয়াছে, যাহার হৃদয়ে যে সংশয়ের, আবর্জ্জনার অথবা জাড্যের লেশটুকু ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ জগদ্গুরুবরের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকূল সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ময়লোন্মুখ ব্যক্তিকে যে চির অমৃতের রাজ্যের সন্ধান দিয়াছে, গুরু-গৌড়ীয়ের গভীর শব্দব্রহ্ম যাহার কর্ণে এপর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই—এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ মহিমায় আকৃষ্ট করিয়া, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বাত্ম নিয়োগ করিবার প্রেরণা দিয়া যে মহা উষার লীলা প্রকাশ করিয়াছে—হতভাগ্য আমি তাহাতে নিতান্তই বঞ্চিত। আমার হৃদয়ে প্রভুর সেবার জন্য একবিন্দু নিষ্কপট আর্ত্তি জাগিল না। যাঁহারা সেবোন্মুখ কর্ণ-দ্বারা শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদের অনুভূতি আমার নিকট অননুভবনীয় রহিল। বিজাতীয়, ভিন্ন তন্ত্রের চিত্তবৃত্তি লইয়া আমি দূর হইতে শ্রবণের অভিনয় করিয়া গেলাম মাত্র।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত চেতনের বাণী সেই-সময়ের জন্য অনাদিকালের অপরাধ-কঠিন হৃদয়ে হয়ত' একটু স্পন্দন জাগাইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—সত্যই ত' আজ পর্য্যন্ত আমি কেবল ছলনাই করিয়া আসিতেছি—প্রকৃত মঙ্গলের পথ সুদূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য এই বোধ আমার মনে হয়ত' উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্য সত্য সরল হৃদয়ের আর্ত্তি নহে, ভাবপ্রবণ মনের সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র, তাহার মূলে আছে কপটতা। তাই সে বোধ প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইয়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিবার প্রেরণা আমাকে দেয় নাই, জল-বুদ্বুদের মত তাহার অস্তিত্ব উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিয়াছি। বিশ্বপ্রাণী ভোগপিপাসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, আত্মমঙ্গল-লাভের ইচ্ছা সেখানে সহজ স্থান পাইবে কেন? জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমি কেবল বঞ্চনা করিয়া ও বঞ্চিত হইয়াই আসিতেছি, সুতরাং বঞ্চনাই আমার ভাল লাগে। তাই এই চেতন-মহা-মহোৎসবে এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিবার ভাগ্য আমার হইল না। আমার অনন্ত দুষ্কৃতি আমাকে গৃহব্রত-ধর্ম্মেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবকবৃন্দ যখন শ্রীগৌরবাণীর ভূরিদান-মহাসিন্ধুতীর্থের প্রকটকারী, গৌড়বাণীসেবাবিগ্রহ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে নিজেকে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের সমিধরূপে সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের

জোর সেবা করিবার জন্য যায়, আমি তখন সেই গোকুল-মহামহোৎসব হইতে সুদূরে আত্মগোপন করিয়া নিজের দূষিত কামপিপাসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিয়াছি। আমার অন্তরের পরিচয়, আমার জঘন্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় আমি আর কি দিব। কবে আমার এই মোহ কাটিবে, কবে আমি শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রবর্ত্তিত নিত্য সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অতি নগণ্য, তুচ্ছ হইতে অতি তুচ্ছ সেবিকরূপে পরিগণিত হইতে পারিব, তাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণই জানেন।

---

# চয়ন

[ বোম্বাই হইতে প্রচারিত "বোম্বে সেন্টিনেল" নামক সংবাদ-পত্রের ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৮ ) সংখ্যায় প্রকাশিত। ]

## LONDON HINDU ASHRAM

From :—N. K. Sanyal, Secretary, Gaudiya Mission.

The scheme for establishing a centre of propaganda or Math of the Gaudiya Mission in London was conceived and carried out by His Divine Grace Paramahamsa Sreela Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad, Founder-President of the Gaudiya Mission. His Divine Grace established the London Gaudiya Math in 1933, and sent a band of preachers including Mr. Bon to propagate the principles of Vaishnava Religion in the West. Mr. Bon, while carrying on the work of the Mission in London exhibited tendencies and inclinations which were disapproved by His Divine Grace. He was accordingly called back and engaged in other works in India and was replaced in the West by Pandit A. B. Goswami who has since been in charge of the London Math. By delivering lectures in various places, by conducting regular religious classes in the Math and representing the Hindu Religion in the World Congress of Faiths, he has been able to arouse deep admiration and interest in the minds of the English people for the ancient religious culture of this country. He has also been able to obtain kind offers of support from some English sympathisers for the acquisition of suitable site and construction of the buildings of the London Math, and with their help and the funds raised in India for the purpose he is expecting soon to be able to take up the work of construction.

The statement in the published appeal "that after the passing away of the Founder-President of the Gaudiya Mission, it does not seem feasible at present that the work which he had entrusted to Swami Bon as his representative can be carried out now through the instrumentality of the Gaudiya Mission" ,on which the appeal is based, is, therefore, wholly unfounded and misleading.

I beg to submit to all sympathisers of the Gaudiya Mission and those interested in its efforts to propagate India's religious culture in foreign lands (1) that the London Gaudiya Math established by the Founder-President of the Gaudiya Mission is carrying on its work as before, (2) **that the aim of the Founder-President of the Gaudiya Mission in establishing the London Math was not to represent the exoteric form of our religion in the west but to reveal its spirit through lives of its true and bonafide followers acting under the guidance of the spiritual Head of the Mission and not through the conduct of an individual or individuals acting on their own emperic initiative** and (3) that Mr. Bon had lost the confidence of His Gurudev the Founder-President Acharyya of the Mission, and after his second return

from England towards the beginning of 1936, was replaced by the Founder-President as Missionary-in-Charge in the West by Paridit A. B. Goswami, and from the middle of 1937 he (Mr. Bon) has been acting against the Gaudiya Mission, cutting of all connection there-from.

The Gaudiya Mission craves the sympathetic support of all in carrying out its propaganda in the West and will be glad to co-operate with all for the purpose.

## SREE CHAITANYA MATH

### Meeting at Mayapur.

[ "অমৃতবাজার পত্রিকা"—২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ মঙ্গলবার সংখ্যা ]

A huge congregation of Sadhus, pilgrims and religious-minded people from all quarters of India assembled at Sreedham Mayapur, Nabadwip at the Samadhi-peeth of Paramahamsa Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ( Founder of Gaudiya Mission and late President-Acharyya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya) to offer their best homage on the occassion of His first ascension Anniversary and for the purpose, great meetings were held in an well-decorated and spacious pandal near the Samadhi-peeth, on 24th and 25th inst. under the Presidency of Mahamahopadhyaya Pandit Pramathanath Tarkabhusan of Hindu University, Benares; and Paramahamsa Srimad Ananta Vasudev Paravidyabhusan Goswami Maharaj Present Acharyya of the Gaudiya Mission respectively.

The meeting continued for 8 hours a day and more than 28 lecturers gave charming lectures the people present listened with attention and and incessant clapping sounds were heard.

More than six thousand people including Goswami Magistrate Zeminders, Pleaders, Doctors, Pandits and many others of prominent position such as Professors, Scholars etc. attended the meeting.

M. M. Pandit Sripad Aprakrita Bhaktitaranga (Missionary-in-charge of the West), Swamiji Maharajas B. P. Tirtha, B. B. Srauti, Prof. N. K. Sanyal, Pandit Sripad Sundarananda Vidyavinode, Editor Gaudiya and others delivered interesting Lectures dwelling upon the gifts, qualities and benedictive deeds of Srila Paramahamsa Maharaj shewn and done by him for upliftment of fallen souls. All were sumptuously treated with varieties of Mahaprasad.

## BARODA RULER

[ "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭ শুক্রবার সংখ্যা ]

His Highness the Gaekwar of Barada visited yesterday the Gaudiya Math at Baghbazar, where he was presented with two addresses—one in Sanskrit and another in English—by the Gaudiya Mission.

---

## পরলোকে

গত ৭ই জানুয়ারী ( ১৯৩৭ ) শুক্রবার রাত্রি ১-৩৫ মিনিটের সময় কলিকাতা ( বাগবাজারস্থিত ) শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অন্যতম সেবক শ্রীমদ্ অনুপম ব্রহ্মচারী নবকোবিদ মহোদয় ( উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ বসু ) মঠবাসী ভক্তবৃন্দের মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর অন্তর্ধান শ্রবণ ও স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার সময় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। গত ৪৪০ গৌরাব্দে গৌরকিশোর-কার্য্যানুষ্ঠানহেতু গৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহাকে 'নবকোবিদ' এই পারমার্থিক আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। ইনি একজন সুবিজ্ঞ ব্যবহারবিৎ ছিলেন। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি বারে ইঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। তাঁহার সরলতা, সত্যানুরাগ ও অসত্যদমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আদর্শ-স্থানীয়। বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যচরণে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ আদর্শস্থানীয়। ৮ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রিকের পর তাঁহার ভাবশান্তে উর্দ্ধপুণ্ড্রশোভিত দেহ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করাইয়া সংকীর্ত্তন-সহযোগে গঙ্গাতটে শেষকৃত্য সম্পাদন করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৮ই মাঘ, ১৩৪৪ ; ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৮ | ২৫শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"অভক্ত, শৌক্রাভিমানী, মাৎসর্য্যক্, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সে ব্যক্তি বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ'—এই সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি-পথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই ; তাহারা গুরুদ্রোহী।"—( শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়ভাষ্য—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩ )

"যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী-হওয়ার অপেক্ষায় আছেন।"

—( প্রতাপ-রুদ্রের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪১ )

# 'গৌড়ীয়ে'র ষোড়শবর্ষার্দ্ধ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ পুরোভাগে বরণ করিয়া আমরা 'গৌড়ীয়ে'র ষোড়শবর্ষ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ষোড়শবর্ষার্দ্ধ নানাভাবে ভগবদিচ্ছায় বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া আচার্য্য-লীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। অক্সফোর্ডের বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইংরাজী বিগতবর্ষে ( ১৯৩৭ ) হিন্দু-ধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে অভিভাষণ প্রদান, ২১শে জুলাই ( ১৯৩৭ ) ভামনগর নিমতলার সন্নিকটে সেবপাণী শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বে লণ্ডনে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট স্বয়ম্ভু শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তির আবির্ভাব ( ৩রা জুন, ১৯৩৭ ), শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অষ্টপ্রহর হরিকীর্ত্তন-ময় মাসাধিকব্যাপী বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব, শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পাদকতায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'অণুভাষ্য' গ্রন্থ-প্রকাশ, বিভিন্ন প্রয়োত্তরচ্ছলে নানাবিধ রূপানুগ-সিদ্ধান্ত-বিরোধী ও আম্নায়-বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন, জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদে মূঢ়বুদ্ধিরূপ অপরাধ সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে বিভিন্ন সাধারণীসভায় ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিপাদপদ্মের অভিভাষণ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত ভক্তভক্তগণের সহিত আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক অভূতপূর্ব্ব শ্রীগুরুপূজার আদর্শ প্রবর্ত্তন, কলিকাতার 'আশুতোষ হলে' শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ( বেদ্ ইণ্টার্-ফুলে, আর্য্যেষ্টী পণ্ডিত ) মহোদয়ের মাননীয় আর্টস্ মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বেদান্তের বাণী প্রচার, কলিকাতার এলবার্ট হলে গত ১১ই সেপ্টেম্বর মাননীয় সংবাদাধিপতি স্যার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে টি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও অনুজ্ঞায় 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামক ভক্তি-বিনোদ-চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বলিত গ্রন্থ-প্রকাশ, 'শ্রীচৈতন্য-লীলামৃতসারম্' নামক তেলেগু ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থ-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতি-বুদ্ধিরূপ অপরাধ-খণ্ডনোদ্দেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভি-ভাষণ, শ্রীরাধাষ্টমী সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ, মাদ্রাজে শ্রীল প্রভুপাদের শক্তি-সঞ্চারিত ও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর স্বয়ম্ভু শ্রীবাসুদেব-শ্রীমূর্ত্তিসহ অবতরণ এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনস্থলে মহাসমারোহে প্রিন্সিপাল রাজগোপাল আচারিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাদ্রাজবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক শ্রীভক্তিসারঙ্গ সম্বর্দ্ধনা, শ্রীগুরুপূজায় আচার্য্যদেবের লিখিত প্রভাতিনন্দন প্রকাশ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টি-টিউট-হলে অধ্যাপক স্যার রাধাকৃষ্ণন্ সর্ব্বপল্লী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পাদকতায় নব-কলেবরে 'নারদীয়' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ, বিশেষ সাফল্যের সহিত শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-প্রকটোৎসব-সম্পাদন, কলিকাতাবাসী-জনসাধারণ কর্ত্তৃক লণ্ডনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বিরাট সম্বর্দ্ধনা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীভক্তিসারঙ্গ অভ্যর্থনার অভিভাষণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহে শ্রীল আচার্য্যানুগত্যে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব, 'আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীব্যাসপূজা হয় নাই,'—এই ভ্রান্তমত-বাদ খণ্ডন, 'গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থার ইতিহাস' সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ ও প্রচার, অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ উইল্‌টন্ বার্চেট মহোদয়ের শ্রীল আচার্য্য-দেব ও তদনুগত সেবকগণের দ্বারা পরিচালিত গৌড়ীয়-মিশনের প্রশস্তি, শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে দ্বাবতীয় মঠসমূহে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-তিথি-উদ্‌যাপন ও তদবসরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের সম্পাদিত 'পরমগুরু

শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ প্রকাশ, শ্রীল আচার্যদেবের আসমগতে বিশেষ সাফল্যের সহিত শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-সম্পাদন, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের অভিভাষণ, শ্রীরাধাকুণ্ডের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীযুগলবিহারী জীউর প্রবেশোৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জব্রত-কালে শ্রীল আচার্যদেব ও ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিত্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম-শিক্ষা-সমিতির আহ্বানে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের গীতা অধ্যাপনা, ভাঃ হরিসত্য পাল বে-টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্যদেবের নিয়ামকত্বে শ্রীভক্তিরঞ্জন-সপ্তম-বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি-সভার অধিবেশন, শ্রীল আচার্যদেবের আসমগতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে সপ্তদিবসব্যাপী নিরন্তর প্রভুপাদ ও বিরহ-সঙ্কীর্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান ও তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সম্বন্ধে অষ্টাদশটি বিষয়ের অভিভাষণ ও বক্তৃতা, এতদুপলক্ষে শ্রীল আচার্যদেবের নিয়ামকত্বে 'গৌড়ীয়ে'র ও দৈনিকনদীয়া-প্রকাশের প্রথম বার্ষিক বিরহ-তিথি-সংখ্যা ও 'সরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থ প্রকাশ এবং আচার্যদেবের অভি-ভাষণ ও হরিকথা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভায় একটি সাধারণ অধিবেশনোপলক্ষে গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয়-ভজন-বৈশিষ্ট্য বিষয়ক-মেধা-বিষয়ে অপূর্ব মৌলিকতা-পূর্ণ বক্তৃতা, আচার্যদেব কর্তৃক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন, শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর শ্রীল আচার্যাসনে শ্রীসমাধি-মন্দিরের বায়ভার-বহনে সম্মতি, হুগলীর ঘাট হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠ পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথের সংস্কারকল্পে আচার্যাসন ভক্তগণের আনুকূল্য প্রদানে সম্মতি, শ্রীগৌড়ীয়মঠে বরোদার মহারাজ গাইকোয়াড় বাহাদুরের শুভাগমন ও শ্রীল আচার্যদেবের বাণী-শ্রবণ, শ্রীহরেন পণ্ডিতের শ্রীপাটে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের বিজয় ও অভূত-পূর্ব সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসব, বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর 'অভিভাষণ' তার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড মহোদয়ের সম্পাদকতায় বিলাত হইতে প্রকাশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও নির্দেশানুসারে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর [illegible] বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটোৎসব ও ব্যাস-পূজার আগমনী-গীতি কীর্তন করিয়া গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষের পূর্বার্দ্ধ সমাপ্ত হইল।

বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার পরম সাধের 'গৌড়ীয়' —যাহাকে শ্রীল প্রভুপাদ "নির্ভয়ের সমালোচক, অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্বমীমাংসক একমাত্র অহৈতুক সমাধান" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেই 'গৌড়ীয়ে'র কণ্ঠ রোধ করিবার প্রচ্ছন্ন কুচেষ্টা ও সুরু হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই এই অন্তর্নিহিত কুচেষ্টার বীজ অঙ্কুরাকারে পরিলক্ষিত হইতেছিল দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "সেবার অন্তরায়" ও "অন্তরঙ্গ" প্রবন্ধের সমালোচকগণকে বজ্রনির্ঘোষস্বরে অনেক কথা বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু সে কথা আমরা কর্ণে তুলিয়া লই নাই, ফেলিয়া দিয়াছি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর চটক পর্বতে নিজ-ভজন-কুটীরে বসিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে প্রচুর আশীর্বাদ করিতে করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন,—

"আপনি খুব উৎসাহের সহিত 'গৌড়ীয়' লিখিবেন —নির্ভীকভাবে। যাহাদের লেজে পা পড়িবে, তাহারা অনেক সময় কোল করিবে—কামড়াইতে আসিবে, আপনি তাহাতে ভয় পাইবেন না; সমস্ত কথা লিখিয়া যাইবেন। কোন-না-কোনদিন মানুষের এই সকল কথা পড়িয়া মঙ্গল হইবে। 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধগুলির মূল্য বাড়িবে লোক কেন, আমাদের লোকের মধ্যেও খুব কম লোকই বুঝিতে পারিবে। সত্যকথার গ্রাহক চিরদিনই খুব কম। 'গৌড়ীয়' খুব ভাল হইতেছে, beyond expecta-tion (আশাতীত) কার্য্য হইতেছে। আমি মঠুয়া'র মধ্যে যে-সকল কার্য্য করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার অনেক কার্য্য 'গৌড়ীয়' করিতেছে—প্রবন্ধাকারে। এই সকল প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক—যাহাতে সকল দেশে প্রচার হয়। এমন সময় আসিবে—যখন এই সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইবে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] গোস্বামি-গ্রন্থের সার তাঁহার লেখনীর

ঘরে হাসিয়া গিয়াছেন। 'গৌড়ীয়' শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথার পরিশিষ্টরূপে আমাদের সকল কথা খুব নিপুণতার সহিত প্রকাশ করিতেছে। আমাদের লোকের মধ্যে কোথায় কোথায় গলদ আছে, সেগুলিও ধরিয়া দিতেছে। 'অন্তরঙ্গ' প্রবন্ধটি খুব কম লোকে বুঝিবে; ইহাতে 'অন্তরঙ্গ' বাহির হইয়া পড়িল। আপনার উপর অনেক আক্রমণ আসিবে; কিন্তু সত্যকথা নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিবেন। আক্রমণের ভয়ে আপনাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঢাকা হইতে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সেগুলির আমাদের চিন্তাস্রোতের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য আছে। ঢাকার নবীনকৃষ্ণ পণ্ডিত মহাশয়কে পাইয়াছেন, তিনি খুব ভাল লোক। দীনেশ বাবুকে বলিয়া ঢাকা হইতে কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করান' আবশ্যক। বাসুদেব আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন। মক্কেলের কার্য্য এখনই আরম্ভ করা আবশ্যক। আমাদের জীবন ত' চলিয়া গেল। আপনারা এইসকল কার্য্য করিবেন, বাসুদেব দেখিয়া দিবেন। বাসুদেবের যথেষ্ট শক্তি আছে। তিনি যখন এই সকল কার্য্য করেন, তখন অতি সুন্দরভাবে করিতে পারেন। তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। আমার কথাগুলি কোন জায়গায় লিখিতে বাধ পড়িয়া গেলে তিনি অতি সুন্দরভাবে গুছাইয়া লিখিতে পারেন; তিনি আমাদের কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধরিতে পারিয়াছেন। 'গৌড়ীয়', 'মধুবা', 'অন্তরঙ্গ' —এই সকলের কার্য্য আপনি করিবেন, বাসুদেব এসব দেখিয়া দিবেন। ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য কিছু হউক, উপনিষদ্‌গুলি ছাপা হউক। * * গৌড়ীয়মঠবাড়ীতে বর্ত্তমানে কেবল Commercial interest, তাই মনে করিয়াছি, দক্ষিণ কলিকাতায় একটি মঠ করিয়া বাসুদেবের উপর সেখানকার ভার দিব; সেখানে ভক্তি বিনোদ-অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের কার্য্য হইবে। বর্ত্তমানে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হইতেছে না। আমার একান্ত ইচ্ছা—শ্রীরূপের সেবা হউক। প্রফেসর বাবু (শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল) 'গৌড়ীয়ে'র কথাগুলি ইংরাজী ভাষায় প্রচার করুন। তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী মধুবা করিতে পারিলে ভাল হয়। আপনার উপর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ আছে।"

"গৌড়ীয়" কোনদিন অপর গৌড়ীয়ের মান হরণ করিতে পারেন না, আর গৌড়ীয়গণের মানও কখনও প্রাকৃত মানীর ন্যায় বিনষ্ট হয় না; অমানী-মানদ বৈষ্ণবই 'গৌড়ীয়'। গভীর দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে,—আজ গৌড়ীয়ের মূল অন্তর্যামী—নীল প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে চিরদিন অত্যন্ত স্নিগ্ধ, নিষ্কপট, নির্ম্মৎসর, সরল, সেবা-প্রাণ জানিতেন, সেই ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-কিঙ্কর ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী সুপ্রাচীন শ্রীপাট তীর্থ মহারাজ, নিত্য ভক্তকুল-শিখামণি অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অধিতীয় সেবক সুপ্রবীণ ভক্তবর শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু, সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ ও অনুকূল কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব, আজ কি কারণে অভিযুক্ত! দীনাতিদীন এই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের কথা বলা বৃথা। তবে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু যখন নির্য্যাতিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাদেরই নিত্যভৃত্যাভাস-সূত্রে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। তথাপি জগতে প্রকৃত সত্যের প্রচার হউক। আমরা যেন বাস্তবসত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হই; কারণ, গৌড়ীয়ের আর্ষ-বাণী—

"সত্যং পরং ধীমহি"

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশ ও বিরহ

[ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে গ৹ ৯ই পৌষ ( ১৩৪৪ ), ২৬শে ডিসেম্বর ( ১৯৩৭ ) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রদত্ত 'গৌড়ীয়-' সম্পাদকের অভিভাষণ। ]

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব, পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ, পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহোদয় ও সজ্জনমণ্ডলি, এক বৎসর পূর্ব্বে পৌষী কৃষ্ণা চতুর্থীর নিশান্তে আমাদের সর্ব্বস্ব-নিধি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে তথা প্রত্যেক সভ্যপিপাসুকে অকূল-বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। মহাপুরুষগণের প্রকট-অপ্রকটলীলা—স্বেচ্ছাময়ী। গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর যখন আমরা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-তিথি-বাসরে শ্রীব্যাসপূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলাম, তখনই অন্তির্য্যামী কালজ্ঞ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলা সংগোপনের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথা একমাত্র শ্রীল আচার্যদেব-ব্যতীত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আর কেহই ধরিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ ৯ই ফাল্গুন ( ১৩৪২ ), ১৯শে ফেব্রুয়ারী ( ১৯৩৬ ) বুধবার অপরাহ্ণে সন্ধ্যার পর যোগপীঠে 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র "যেষামেবংবিধমবরং"—এই প্রথম শ্লোক এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ" —এই প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যাকালে হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে ধানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার, প্রাচী সরস্বতীকে 'খড়্কে' বা সরস্বতী নদী, যোগ-পীঠের কদম্ব বৃক্ষের পাদমূল হইতে যমুনা ও যোগপীঠের পাদদেশ বিধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে প্রাচী সরস্বতীর তীরে ধানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর পদার্পণের ন্যায় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের বিপ্রলম্ভময় হৃদয়-কুটীরে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-লীলা ও শ্রীযোগপীঠ-প্রকাশের প্রেরণা-দানের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে নিজ-প্রকটলীলা ও ভক্তিবিনোদ-ধারা-সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্যদেব ( ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভু ) ঐ দিবসই রাত্রে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ( আচার্যদেবকে ) বলিয়াছেন, —শ্রীল প্রভুপাদের স্বকৃত প্রকটকালের গণনায় দশবৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি যে আরও দশবৎসর প্রকট থাকিবেন বলিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না, দশ বৎসর কমিয়া যাইবে।

এই কথা বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব আমাকে তীব্রস্বরে হরিভজন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত মর্ম্মী শ্রীল আচার্যদেবের কথাও নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তৎফলে হরিভজন হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ-চতুর্থীর নিশান্তে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন,—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীল প্রভু-পাদের এই লীলা-প্রবেশের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা স্বজন-বিজন-প্রয়োজনের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য নিহিত আছে। শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় উহার ইঙ্গিত 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরূপ ও তদনুগ ভজন-রাজ্যের মূল মহাজনগণ দিবারাত্র চব্বিশ প্রহরকে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিচিত্র-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই প্রত্যেক ভাগকে 'যাম' বলে। নিশাকালের ত্রিযাম এবং দিবাভাগের ত্রিযাম উষা ও সন্ধ্যার সহিত সম্মেলনে আট যাম হয়। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থে, অপ্রাকৃত রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে' শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্টযাম-সেবার কথা অনর্থমুক্তগণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহাদের জড়রসে সম্ভোগবাদে ও তৎপ্রতিযোগী নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বিশেষভাবের আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ অহর্নিশ অষ্টযাম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিপ্রলম্ভময়ী স্মরণ-কীর্ত্তন-অনুস্মরণপরা সেবায় অভিনিবিষ্ট। এই অষ্টযাম-সেবা একমাত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ-স্মরণময়ী। তারক ও পারকরূপ শ্রীনামই চিল্লীলাবিষ্ণুর অর্থাৎ আশ্রয়

বিপ্রলম্ভ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ বা অখিলরসামৃতসিন্ধু রাধা-প্রেমোর্ম্মিবিন্দু। শ্রীনামের সেবাই শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনুর বা আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ নামীর যুগপৎ সেবা। শ্রীনামের মধ্যেই যাবতীয় চিদ্ব্যাপার অধিষ্ঠিত। এ জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র শ্রীনামেই সর্ব্বসিদ্ধি এবং শ্রীনামেই সর্ব্বশক্তি নিহিত বলিয়া জানাইয়াছেন।

অভকার সভাপতি ভারত-বিশ্রুত মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয় 'অবতার মুখোপাধ্যায় বক্তৃ'রূপে সে-দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি প্রাচীনতম বেদমন্ত্র—

"ওঁ আহুত জানতো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহতে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" —( ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩ ঋ ঋক্ ) এই সূক্তের শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর সন্দর্ভের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া শ্রীনাম-ভজনের বিচারের সুপ্রাচীনত্ব বা সনাতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥
—( ভাঃ ২।১।১১ )

হে রাজন্, জ্ঞানী, মুমুক্ষু, আত্মারাম যোগী—সকলের পক্ষেই হরিনামের শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন একমাত্র অভয় ফল বলিয়া আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাষণে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—এই ভাগবত-ধর্ম্ম যাহাতে শ্রীনামানুশীলনকেই সকলের পক্ষে একমাত্র সাধ্য ও সাধন নির্ণীত করা হইয়াছে, তাহা বৈদিকযুগে মাত্র নহে, বেদ-মন্ত্র সঙ্কলিত হইবার বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাগ্‌বহ্বযুগেও নিত্যসিদ্ধভাবে প্রকাশিত ছিল। ত্রেতা-যুগে বেদ বিভক্ত হয়, কিন্তু শ্রীনামের ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধিষ্ঠান কোন যুগ বা খণ্ড কালের অন্তর্গত নহে, পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ন্যায় তাঁহার নামও কাল সৃষ্টি হইবার পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে প্রকাশিত। আলোয়ারগণের প্রচার বা বোধায়ন বৃত্তির বহু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিত। আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ ইহা অসংখ্য প্রমাণ, যুক্তি বা শ্রৌতবাক্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীনামী স্বয়ং তাঁহার অকৈতবতার শ্রীনামের প্রচারের জন্য এবং বিষয়-বিগ্রহ আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়ের সেবায় ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য প্রচারের জন্য গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিষয়ের অন্তর আশ্রয়ের ভাবে এতটা বিভাবিত ও তন্ময় হইয়াছে যে, আশ্রয়ের ভাব ও কান্তিকে বিষয় আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ আশ্রয়ের ভাব কালোকে আলো করিয়া ফেলিয়াছে। সেই রাধা-ভাব-দ্যুতিসুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিজয়-রীতি দান করিবার জন্যই শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এবং তাঁহারই অন্য ও নামাবতার শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত, নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস, গদাধর, শ্রীসনাতন-রূপাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীনামচিন্তামণি সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ শ্রীনামচিন্তামণির এরূপ সর্ব্বশক্তিমত্তার কৃপা-সত্ত্বেও—

"দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"—( শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক ) অর্থাৎ আমার এতই দুর্দ্দৈব যে, সেই হরিনামে রুচি হইল না।

এই দুর্দ্দৈব-মোচনের উপায়সমূহ, শ্রীচৈতন্যবাণীর ভক্তিবিনোদ-বাণীশক্তি, বর্ত্তমানযুগে ভক্তিভাগীরথীকে পুনরানয়নের ভগীরথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'হরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে যে-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এরূপ আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ ভাগবত-সন্দর্ভে পদ্মপুরাণ হইতে দশবিধ নামাপরাধের কথা বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি শুদ্ধনাম কীর্ত্তন ও সেই অভিধেয়-যাজনে কোথায় আভাস ও অপরাধ উপস্থিত হয়, উহার পূর্ণ-বিশ্লেষণ-কার্য্য পূর্ব্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যগণ বর্ত্তমান জগতে তত্তদ্ভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের জন্যই অসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন। আর নামসংকীর্ত্তন-শিক্ষা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের অভিন্নীয় দান, শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র দান, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক জীবের দুর্দ্দৈব-মোচনের জন্য মহা করুণা ব্যতীত ব্যর্থ হইত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরি-নামচিন্তামণি'-গ্রন্থে জীবের দুর্দ্দৈব অর্থাৎ নামাপরাধের

কথা বিবৃত করিয়াছেন। সেই নামচিন্তামণির অন্তর্গত ভজন-রহস্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের এক-একটি শ্লোককে এক একটি নামসেবার যত্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" প্রভৃতি শ্লোকে যে (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠাভজন, (৪) রুচি-ভজন, (৫) আসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ ও (৮) প্রেমভজন-সম্ভোগ—এই অষ্টাঙ্গ-ভজন-ক্রিয়া আছে, তাহা অষ্ট যামের সহিত সংযোজন করিয়াছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এই 'হরেকৃষ্ণ' ষোলনামে অষ্টযোগ বা অষ্টশ্লোক অর্থাৎ এখানে আশ্রয়-বিগ্রহের সম্বোধনাত্মক-নাম আটবার এবং বিষয়-বিগ্রহের সম্বোধনাত্মক-নাম আটবার আছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আশ্রয়বিগ্রহ-সম্বন্ধিত বিষয়-বিগ্রহের এই সম্বোধনাত্মক নামের প্রত্যেকটি শ্রীরূপের কথিত আটটি ভজনাঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীরূপের "শ্রীনামাষ্টকেরও" সঙ্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাত্রির শেষ ছয় দণ্ডকে নিশান্ত বলে। এই নিশান্তই প্রথম যাম। নিশান্ত-ভজনে শ্রদ্ধা।

"শ্রদ্ধা-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণকর্ম্ম করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

—এই প্রথম যাম-সাধনে চিত্তদর্পণমার্জ্জনকারী শ্রীনামের অনুশীলন বা সপ্তমিহাবান্ সংকীর্ত্তন-বহ্নির প্রজ্বলন।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

এই গোকুল-মহোৎসব শ্রীকৃষ্ণ-নাম আশ্রিত জনের আপদ্বিনাশকারী—

সুহৃদাশ্রিতজনার্ত্তিনাশনে রম্যচিন্তনগুণস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥

হে নাম, হে কৃষ্ণ, তুমি আশ্রিত জনগণের সকল আপদ্ নাশ কর; তুমি পরম সুন্দর চিন্তন-স্বরূপ এবং গোকুল-বাসিগণের মূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ, পরিপূর্ণ কৃষ্ণবিগ্রহস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এই শ্রীনামের তাৎপর্য্য-প্রবণে বৃন্দা বলে—যিনি পূর্ব্বের শত শত জন্ম শ্রীমাধবদেবের সম্যক্ অর্চ্চন করিয়াছেন। ইহা প্রথম যাম-সাধনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

( ঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ )

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ যে-দিন অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন, সেইদিন প্রাতে তাঁহার সর্ব্বসন্নিধি আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরূপের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণের পর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদ-গীতি শ্রবণ করেন। তখনও আমার তায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি এই গীতি-শ্রবণের মধ্যে যে তাঁহার প্রথম যাম-সেবা বা নিশান্ত-লীলায় প্রবেশের ইঙ্গিত আছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যখন শ্রীল প্রভুপাদ পৌষী কৃষ্ণচতুর্থীর রাত্রির শেষভাগে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখনও কেহ তাঁহার এই অপ্রকটলীলার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবই জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের লীলাপ্রবেশের কালে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের গাঢ় সম্ভোগাবিষ্টাবস্থা এবং সম্ভোগের পর বিপ্রলম্ভের সূচনা।

"গাঢ়শ্লিষ্টনিমেষাঢ্যৌ তদ্বিচ্ছেদাতুরৌ"

—( পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড )

নিশান্তে শ্রীরাধাগোবিন্দের এই গাঢ় সম্ভোগাবস্থাই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত-নিত্যলীলা। শ্রীল জয়দেব-সরস্বতী তাহাই নিম্নশ্লোকে গাহিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

( শ্রীগীতগোবিন্দ ১।১ )

শ্রীচৈতন্যদয়িতা এই শ্লোকের "নক্তং" "গৃহং প্রাপয়" ও "রাধামাধবয়োঃ রহঃ কেলয়ঃ" প্রভৃতি পদের যে সকল ব্যাখ্যা সময় সময় করিতেন, তন্মধ্যেও তিনি তাঁহার প্রভু

শ্রীরাধামাধব-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা ও তাঁহার ( শ্রীল প্রভুপাদের ) স্বজনের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বজনসহিতে নিশান্ত-লীলার এইরূপ গান গাহিয়াছেন,—

নিশান্তে কীর্ত্তনে সুপ্তভঙ্গ করে যান।
ক্রমে ক্রমে চিত্তলয়ে রসের বিধান॥

এসকল কথা আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের ধারণার অতীত, ধারণা করিতে যাওয়াও বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ ও হিতে বৈপরীত্য-জনক। তবে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-সিন্ধুর মধ্যে যে গূঢ় আশ্রয়-সমাশ্রিত বিষয়-বিগ্রহের সেবা-রহস্য ও তাঁহার গৌর-নিজ-জনত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত প্রদানের জন্যই আচার্য্য-বাণী-পন্থার কণ শিরে ধারণ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিপ্রলম্ভগত ভজনই জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই বিপ্রলম্ভ-ভজন বা বিপ্রলম্ভের উপরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণসেবার গাঢ় চমৎকারিতাময়ী অবস্থাই বিপ্রলম্ভাবস্থা। ভক্তবর্গ প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাতেই বিরহময় ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রকট-লীলাও সম্ভোগময় ব্যাপার নহে। কর্ম ও জ্ঞান বাদে সম্ভোগকেই প্রয়োজন বিচার করা হয়। কর্ম্মী স্বর্গাদি ভোগরূপ সম্ভোগ এবং নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী ব্রহ্মানন্দরূপ সম্ভোগের প্রার্থী। কিন্তু গৌড়ীয়গণ কোন অবস্থাতেই সম্ভোগ প্রার্থনা করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

আমি—কৃষ্ণদাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥
—( চৈঃ চঃ অ ২০।৩৯-৪১, ৪৭-৪৮ )

শ্রীরূপ-রঘুনাথের ভজন ও বাণী—বিরহের ভজন বা বিপ্রলম্ভের বাণী। শ্রীল রঘুনাথ নিজেশ্বরীর শ্রীচরণ বিরহ-বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি দ্বারা অষ্টকাল পূজা করিয়াছেন—

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দহ্যমানহৃদয়া কিল ত্বামি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
বদ্ধস্বনেন বিধুরা বিলপামি পশ্যেঃ॥

হে ঈশ্বরি, এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট শ্রীকুণ্ড-সমীপে কোন এক নিকৃষ্টা দাসী আমি তোমার বিরহে পুনঃ পুনঃ দগ্ধীভূতা হইয়া সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রণয়-সহকারে গদগদস্বরের দ্বারা বিলাপ করিতেছি।

গৌড়ীয়গণের বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী মায়াবাদি-গণের ন্যায় সম্ভোগের প্রস্তাবনা নহে, তাহা বিরহেরই বাক্যাবস্থা। মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণবিরহা-নলে সর্ব্বদা প্রেমবৈচিত্যময়ী। তাহাতে যে উভয় বসন-ভূষণ, সখীগণের তৎপ্রতি প্রণয় এবং শ্রীরাধাঠাকুরাণীর তাহা অঙ্গীকার প্রভৃতি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর ও কৃষ্ণ-বিরহের বাক্যাবস্থা। তাই শ্রীরূপ 'ললিতমাধবে' শ্রীললিতার প্রতি বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার উক্তি এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভনো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরসং ক্ষুন্নয়পল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুদ্রৈরপায়ং বলী
মর্ম্মাণান্তি তিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥

গোকুলপতির বিচ্ছেদজনিত জ্বর পুটপাক অর্থাৎ মৃন্ময়-স্ফুটিত স্বর্ণাদি পাক হইতেও অধিকতর উত্তাপ-দায়ক, গরলসমূহ হইতেও ক্ষোভ-জনক, বজ্র হইতেও দুঃসহ, ক্ষুরধারের শল্য অপেক্ষাও বেদনাদায়ক এবং বিসূচিকা রোগ হইতেও অতিশয় তীব্র। হে সহচরি, সেই বিরহ অতিশয় বলবান্ হইয়া আমার মর্ম্ম ভেদ করিতেছে।

শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার স্বনিয়মদশকে গাহিয়াছেন,—

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজনসমুদয়ৈর্বিষয়বদ্বী-
দুরন্তো নীরন্ধ্রং কমনজনযাদো বিপতিতঃ।
তৃণাদ্ যদ্বৈবর্ণ্যং চটুলিমজিষাচেহ্ন কৃপণ
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্।

অর্থাৎ নির্ব্বোধ আমি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রিয়জন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অত্যন্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাদের অপ্রকট লীলার পরও এখন জীবন ধারণ করিয়া মহা দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছি। হস্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক অতিদীন কৈতবশূন্যে নিরন্তর কাতর প্রাণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এখন স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বাদেবী আমাকে তাঁহার চরণ-পদ্মপ্রান্তে লইয়া যাউন।

আমাদের আত্মবিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের সোগন্ধ্য-রাগের তীব্রতা ও নৈরন্তর্য্য-ভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য গুরুবর্গের অপ্রকট লীলাবিস্তার। তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান না করিলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত।

শ্রীল প্রভুপাদের লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাতে একাধারে অপ্রকট-কৃপা ও বঞ্চনা-লীলা যুগপৎ রহিয়াছে। সত্ত্বোদ্গময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া অর্থাৎ তাঁহা হইতে কিছু আদায় করিবার প্রবল চিত্তবৃত্তি লইয়া তাঁহার নিত্যের অভিনয় করিলে অতিমর্ত্যবাদীর সেই শ্রীচরণ-কমল-সেবা আমরা দর্শন করিতে পারিব না, আর বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে অর্থাৎ আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট-বিষয়-বিগ্রহের বিরহময় সম্বোধনাত্মক শব্দত্রয়ের যে শ্রীনামের সেবোন্মুখ হইয়া অর্থাৎ নামমূঢ় হইয়া—যেমমূঢ় হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারিব।

বেদের মন্ত্রে আমরা শুনিতে পাই,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"।

আবার বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শুনিতে পাই,—

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"

একস্থানে 'পশ্যন্তি', আর একস্থানে 'মুহ্যন্তি'—উহার তাৎপর্য্য কি? সত্ত্বোদ্গময় বেদে আচার্য্য দর্শন বা গুরু-দর্শন হয় না, তৎপ্রতি অসূয়া বা মৎসরতা উপস্থিত হয়, আর সেবোন্মুখ বিপ্রলম্ভ চিত্তবৃত্তিতে আচার্য্য-দর্শন বা গুরু-দর্শন হয়। এজন্য সূরিগণও ঐ বিষ্ণুপদ শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'মুহ্যন্তি' আবার বিপ্রলম্ভময় চিত্তবৃত্তিতে "সূরয়ঃ পশ্যন্তি"।

বৈষ্ণবের যে তৃণাদপি সুনীচতা, তাহা তাঁহার বিগ্রহেরই অভিব্যক্তি। কপট শারীরিক বা মানসিক কদাচ তৃণাদপি সুনীচতা বা বিগ্রহময় চিত্তবৃত্তি নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে নাই। কেহ মনে করিয়াছেন,—শ্রীল প্রভুপাদ খুব জাঁক-জমকের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে বৈদ্যুতিক পাখা, উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ পরিধান, মর্ম্মর নির্ম্মিত অট্টালিকায় বাস, উত্তম যান-বাহন প্রভৃতি স্বীকার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরকিশোরের আচার-প্রচার-বিরোধী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবার্ষভানবী যেরূপ কৃষ্ণসেবার সুখের জন্য উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত থাকিয়া ও নানাপ্রকার লোক-বঞ্চনার কপটে কপটতা থাকিয়াও কৃষ্ণসেবার পূর্ণতম বিচারে প্রতিষ্ঠিত ও উৎকট কৃষ্ণ-বিরহসেবা-ভূষণে বিভূষিত, শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রও সেইরূপ। তিনি যে-কোন উপায়ে জীবকুলে কৃষ্ণসেবার সংকল্প করিবার জন্য অনুকূল বিধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহার অবতার। লোক-ধারণার যাহা বিপ্রতিষেধ, তাহা তাঁহার প্রচারের সহজ ধর্ম্মে অতিক্রান্ত হইয়াছে। তিনি 'সমগ্র মানবজাতি' বলায় 'গৌড়ীয়' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া উভয় পক্ষের যে বিচার আদালত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসমোর্দ্ধ আচার্য্য-কেশরী মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। ন্যূনাধিক শতবৎসরের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ধর্ম্মজগতের যে যুগান্তরের সূচনা করিয়া গিয়াছেন—যে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর প্রবাহ পুনরায় মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থ-জগতের সেই নূতন যুগকে নূতন রূপ দিয়াছেন। সেই চেতনবাণী-গঙ্গার প্রবাহকে অসুর খাদার অবিচ্ছিন্ন অনন্তধারের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী—'অচিরেই পরমাদরণীয় লোক ভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণী-গঙ্গায় ত্রিবেণী-স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছেন'—ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

—শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার প্রস্তাবনা করিয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যদেশে শ্রীল ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুকে পালগ্রাম অর্চ্চাবতারসহ প্রেরণ করিয়া ও নিজ অপ্রকট-লীলার পর তথায় স্বয়ং শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহ প্রকট করাইয়া কণ্টকময়-সাম্রাজ্যকে উৎপাটিত এবং তদুপরি শ্রীগুরুদেবের সেবাময়-তত্ত্ব অঙ্কুরিত করিয়াছেন। শ্রীবাসুদেবাশ্রয় ভক্তিসারঙ্গের ভক্তিসার গানে পাশ্চাত্যদেশ মুখরিত হইয়াছে। অচিরেই সমগ্র পৃথিবী হইতে ত্রাণ-কল্পক লোক তাঁহাদিগকে বাণী-গগনে অবগাহন করিবেন, আমরা এই আশাবন্ধ লইয়া জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবের সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিতেছি।

# লণ্ডনে শ্রীচৈতন্যবাণী

পাশ্চাত্য দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবর্গ আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দ্বারা বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মপূজা করিয়া ইতোমধ্যে ১৯৩৮ সালের নববর্ষারম্ভের অভিনন্দন গীতি গান করিয়াছেন। ইহা শ্রীল অপ্রাকৃতপ্রভুর লণ্ডনে ঐই ভগ-বাণী প্রচারের ফল। London, Oxford, Manchester, New York ( America ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে বহু নর নারী শ্রীগৌরবাণী গান করিতেছেন। আমরা এই শুভ বর্ষারম্ভে শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ও শ্রীল আচার্য্যদেবের ব্যবস্থানুসারে London : Sree Vasudev Gaudiya Math এর প্রতি সপ্তাহে দুই একটী করিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ইংরাজী ব্যাখ্যা সমাবেত নাগরাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ইংরাজ মঠসেবকগণের দ্বারা অত্যাশ্চর্য্যভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে Mr. Pollard, Mr. Waterman, Miss Bowtell, Miss Harris, Miss Birt, Mrs Stroude প্রভৃতি ভাগ্যবান্ সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতার বিষয় শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীগুরু ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর নিকট প্রেরিত Air Mail পত্রাদি দ্বারা জ্ঞাপন করাইয়া মীমাংসা করাইয়া লইতেছেন। নিম্নে জনৈক বক্তার পত্রের অবিকল নকল প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আর্ত্তির পরিচয় পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

"My affectionate Master,

No letter from you by this mail which caused my heart to sink with disappointment. Perhaps the former is delayed. I am in receipt of the paper however "Waves of pure devotion from the East should go out to the West to teach pure Theism or unalloyed devotion to the Absolute Person Krishna". I endorse this sentiment from the innermost depths of my being. It will bring about a glorious Consummation—the union of East and West, my heart's desire. Thank you so much for these papers which you so kindly sent me. ...

Miss Harris is the Math's most promising seedling. She has caught Mahaprabhu's Divine Teachings, because she takes the same. I watch her gradual unfoldment."

গৌড়ীয়ের পাঠক পাঠেই শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভুর সহিত Lord Samuel মহোদয়ের সৌহার্দ্দের কথা অবগত আছেন। তিনি England এ স্থান কালেই তাঁহার ভারত-ভ্রমণকালে গৌড়ীয়মঠ দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার লাট রূপে অভিষিক্তরূপে কলিকাতায় আছেন সংবাদ পাইয়া পাঠ অপ্রাকৃত প্রভু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি এলাহাবাদ হইতে পত্র প্রেরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনের সৌভাগ্য না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

"I thank you for the greetings and for the invitation you kindly sent me to visit the Sree Gaudiya Math Temple. I regret that circumstances did not allow me to do so."

With best regards,
Yours Sincerely
Sd, Samuel.

## শুদ্ধি-সংশোধনপত্র

গত ২৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৩১১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২৩শ পংক্তিতে 'প্রতারকগণের' স্থলে 'প্রচারকগণের' পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৪৪ ; ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৮ | ২৬শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয় ; চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল-লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ।

—( অমৃতপ্রবাহভাষ্য আদি লীলা ১২শ পঃ, ৫০ )

বাজে লোকের নিকট মোড়ল হইবার যত্ন যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না, দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন করা কোনক্রমেই উচিত নহে।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৪১পৃঃ )

যাহাদের বিষয়-গ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা ভক্তসাজেও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বর্ণবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া নিজের জড়স্বার্থ-সাধনে সর্ব্ববর্ণগুরু নির্ব্বিংসর বৈষ্ণবকেও লঘু জ্ঞান করে।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৪-৫ পৃঃ )

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ *

[ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে বিগত ৬ই মে, ১৯৫৫ "Silver Jubilee" উপলক্ষে রাত্রিতে প্রদত্ত। ]

বর্ত্তমান সময়ে আমরা পৃথিবীতে বাস করিতেছি। এখানে সুষ্ঠুভাবে বাস করিবার পক্ষে আমাদিগের সম্মুখে যে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, সেই সকল ব্যাঘাত নাশ করিবার জন্য জীবহৃদয়ে ভগবানের যে করুণা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখি, প্রত্যেক গৃহে একজন গৃহপতি থাকেন, আর সেরূপ বহু গৃহপতিযুক্ত গৃহবহুল গ্রামের মধ্যে একজন মণ্ডল থাকেন, আবার বহু গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল বিচারের জন্য একজন মণ্ডলেশ্বর থাকেন। জগজ্জীবের মধ্যে পরস্পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য জীব-হৃদয়ে ভগবানের প্রেরণা আসে। ভগবদিচ্ছায় কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র-বৃত্তির প্রেরণা পাইয়া মানুষের সুখশান্তি বিধানই সকলের উদ্দেশ্য হয়। মনুষ্যসমাজের শান্তিতে বাস করা 'প্রয়োজন' বটে, কিন্তু বাস করিবার পরবর্ত্তী সময়ে অতিরিক্ত মঙ্গল আবাহনের যে সুযোগ, তাহা লাভ করা সকলেরই মুখ্য প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় মনে করি, কতকগুলি বিপৎপাত হইতে উদ্ধার পাইলেই আমরা সুখে থাকিব, আমাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু যদি আমরা বাস্তবিক ভাল থাকা কিরূপ, তাহা বুঝি, প্রকৃত ভাল থাকিতে শিখি, তাহা হইলেই আমাদের প্রকৃত বাস্তব মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর অসুবিধা দূর করার জন্যই যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গলের অনুসন্ধান কম হইয়া যায়। নিজ নিজ গ্রাম, দেশ—গ্রামবাসী দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অনেকেই চেষ্টিত। কিন্তু এরূপ সুখলাভের পর আর আমাদের কার্য্য কি আছে, তাহার অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কার্য্য—রাজনীতির সুষ্ঠুতা-বিধান, বৈশ্যের কার্য্য—কৃষিগোরক্ষা-বাণিজ্যাদির সুষ্ঠুতা-সম্পাদন, শূদ্রের কার্য্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য্যের আনুকূল্য-বিধান। রাজনীতি, বৈশ্যনীতি ও শূদ্রনীতির উদ্দেশ্য—জাগতিক মঙ্গল-লাভ। কিন্তু তাদৃশ মঙ্গল লাভ করার পর আর কি কৃত্য আছে, তাহার অনুসন্ধান না হইলে মানব-জাতির বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ভগবদনুগ্রহ-লাভই মানব-জাতির একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়। ভগবান্ যেদি দয়া করিলে আমরা আমাদের যাবতীয় তাৎকালিক অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। ১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত য়ুরোপে যে মহাপ্রলয়করী সমরাভিযান হইয়াছিল, তাহাতে বহু ব্যক্তির প্রাণ, অর্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়াছে। সাংসারিক সুখ-সুবিধা-লাভই চরম ফল হইলে এক প্রাণহরণ ব্যক্তির উন্নতির চেষ্টা অন্যের অশান্তির কারণ হয় বা কিয়ৎকালের জন্য জাগতিক কিছু শান্তির ছলনা দেখাইয়া পরিণামে অশান্তিরই আবাহন করে। জগতে শান্তি ও অশান্তি এই দুই প্রকার ক্রিয়া লক্ষিত হয়। 'শান্তি' অশান্তির সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার বিষয় বলিয়া মৃগ্য ও বিচার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাকে আমরা 'শান্তি' বলিয়া বরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা অশান্তিরই কারণ হইয়া পড়ে, যদি আমরা বাস্তব শান্তির অনুসন্ধিৎসু না হই।

ইতিহাস-পাঠে আমরা জানিতে পারি, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, তৎকালে ভারতের অনেক সাহিত্য-সম্পৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা ভগবদ্-ভজনানুকূলেই এই শান্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। মানুষ অন্নবস্ত্র বৃত্তিতে আশ্বস্ত না থাকিলেই তাঁহার নিত্য মঙ্গলের বিষয় চিন্তার সময় হয়। ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখি, পূর্ব্বে ধর্ম্মজগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় ভক্ত হইতে বলিয়াছিল, স্বধর্ম্মাচরণে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইত। কেহ কেহ হয়ত' ধর্ম্ম মানেন না, কেহ বা ভ্রান্তধর্ম্ম স্বীকার করিয়া অপরের ধর্ম্মাচরণে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন—এই প্রকারে ধর্ম্মের আচার-প্রচারে নানাপ্রকার বিঘ্ন আসিয়া মানুষকে অস্থির করিয়া তুলিত। কিন্তু বিগত কেরূপত বৎসরের ইতিহাস

আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে ধর্ম্মাচরণের ঐ প্রকার বিঘ্ন ও দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইতে নিঃশঙ্ক হইয়া প্রজাবর্গ কি মহাসাহসে নিজ নিজ মঙ্গলাচরণের সুযোগ পাইয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র, রেলপথ, রাস্তাঘাট, ডাকঘর প্রভৃতি হওয়ায় মানুষ কত শান্তিতে তীর্থগমনাগমন, ভগবদ্ধর্ম্মাচরণাদির সুযোগ পাইয়াছেন।

যদিও কাহারও কাহারও বিচার হইতেছে, এসকল বিষয়ে শান্তি স্বীকার করিলেও শৌর্য্যবীর্য্যহীন হইয়া কেবল সাত্ত্বিক বিচার বরণ করিলে ত' বর্ত্তমানের অমঙ্গল হয়। কিন্তু ঐসকল শৌর্য্য-বীর্য্যাদির কার্য্য যদি ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কত শান্তিতে নিঃশঙ্কচিত্তে শাস্ত্রচর্চ্চায় অধিক মনোনিবেশ করিতে পারেন। যাঁহারা ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্রনীতির মাহাত্ম্যে প্রসুপ্ত হইয়া প্রধাবিত হইবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা তত্তৎকার্য্যে নিজ নিজ যোগ্যতা প্রদর্শন করুন। বাকী লোকেরা শান্তিতে ভগবদ্বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন।

অন্ধকার রাত্রে চোর ডাকাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুতীক্ষ্ণ রাখিতে হয়, অন্যান্য উপদ্রব হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে সে সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া যদি আমরা সুখে বাস করিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে সেই সুযোগের হয় সদ্ব্যবহার, না হয় অপব্যবহার করিতে পারি। নিত্যজীবনের জন্য যাহা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার। তাহাতে অনেক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে; সে সকল মতবাদ রাখিয়া দিয়া বুদ্ধিমান্ মানবজাতি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনায় মনুষ্যজীবনের সাফল্য সম্পাদন করুন। শান্তিতে বাস করিয়া শ্রেয়োলাভের যে পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এবিষয়ে কৃতজ্ঞতার অভাব হইলে কামাদি রিপুকেই বৃদ্ধি করিব। ভগবান্ পরম করুণ, কত দয়া করিয়া তিনি আমাদের মঙ্গল লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবাসী আজ শ্রীভগবানের অপার করুণায় কত উচ্চ বিষয় বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অল্পকালস্থায়ী মঙ্গলের জন্য যে সকল মানব চেষ্টিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বিপৎপাতের সূত্রপাত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

শাস্ত্র বলেন—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।" ভগবানের আরাধনা করাই জীবনের পরম সার্থকতা, সেইটির সুবিধা হইতেছে কিনা ইহাই আমাদের সর্ব্বদা বিচার্য্য। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের Politics আলোচনা করিয়া নানা-প্রকার আশাভরসার আলোর পিছনে পিছনে ছুটিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত হন হউন, সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তির ললাটলেখে যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগ লিখিত আছে, তাঁহারা তাহা ভোগ করুন; কিন্তু নিঃশ্রেয়সের বিচার-প্রণালী গ্রহণ করাই মানুষের পক্ষে পরম লাভের বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানবজাতির পরম মঙ্গলকারক। তিনি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি মনুষ্যজাতিকে কোন ঐহিক ব্যবস্থাবিবাদের মধ্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন নাই—মনুষ্যজাতিকে অমঙ্গলের পথে নিমুক্ত করেন নাই। যে সুব্যবস্থা ইহজগতে শান্তিদায়ক এবং পরজগতেও শান্তিপ্রদ, শ্রীচৈতন্যদেব জীব-মঙ্গলের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। সেই পরমমঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার কিছুদিনের জন্য নানা প্রকারে বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভগবদিচ্ছায় তাহা অধুনা পুনরায় সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্পকলের লাভালাভ অন্বেষণে সঙ্কীর্ণচেতা মানব নিজেন্দ্রিয়তোষণে ব্যস্ত থাকে, নিত্যেন্দ্রিয়তোষণের উদারত্ব হারাইয়া ফেলে। অনেকে স্বার্থপর হইয়া নিজেন্দ্রিয়তোষণে বেশী কি সুবিধা হইবে মনে করিয়া স্বার্থপরতাটিকে পরার্থপরতার আবরণে নিজেন্দ্রিয়তর্পণকে আরও ব্যাপক করিয়া তুলেন ও তাহাকে উদারতা বলেন। বস্তুতঃ উহা সঙ্কীর্ণতারই প্রকারভেদমাত্র। জাগতিক সুবিধা ও অসুবিধাবাদের যাবতীয় প্রস্তাব তৃতীয়মানের বিচারের অন্তর্গত, উহাতে প্রকৃত মঙ্গলের কোন কথা নাই। তুরীয়মানের অতিমর্ত্য বিচারের সহিত ত্রিগুণের বিচার এক নহে। মিশ্রসত্ত্বের বিচারের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের বিচারকে এক করিতে হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্ত্বং সুদুর্ভিদমিদং বহু সম্ভবাপে মাদৃঙ্মনর্থধমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।"—এই শ্লোকটি স্থির ধীর, হইয়া, উত্তমরূপে বিচার করিতে হইবে।]

অনন্তকোটি বহুজীবের অনিত্য প্রস্তাবসমূহও অনন্ত। নিত্য-প্রস্তাব একমাত্র এবং তাহাই জীবমাত্রের পরম মঙ্গলকর। আত্মম্ভরিতা-মূলে নির্ব্বুদ্ধিতা-বশে ভ্রমাদি-দোষযুক্ত মানুষ তাহার স্বকপোলকল্পনাবলে কত যে তন্ত্রাতন্ত্রের প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা হইলে সুবিধা, ইহা না হইলে অসুবিধা—এইরূপ কত যে সুবিধা-অসুবিধার সঙ্কল্প বিকল্পের ফলে ফলে উত্থান-পতন হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

মহাবদান্য শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব মনোধর্ম্মজগতের সকল সমস্যার চরম সমাধান প্রদর্শন পূর্ব্বক মনুষ্যজাতিকে নিত্যমঙ্গল-লাভের যে সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিলেন, মানুষ তাহা গ্রহণ করিতেছে না কেন? শ্রীচৈতন্যের বিচার বরণ করিলেই মানুষের মঙ্গল হইবে।

বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা ইহজগতের বিচারে স্ব স্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরে বেষহিংসারত হইতে পারি, প্রকৃত স্বার্থের বিচার হারাইয়া অপস্বার্থ লইয়া কলির আবাহন করিতে পারি, আবার পরস্পরের নিত্যমঙ্গল চিন্তাও করিতে পারি। মানুষের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্-বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।"—শ্লোকের বিচার উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা লইয়া পরমকরুণ ভগবানের মঙ্গলময় ব্যবস্থার প্রতিকূলে আত্মসন্তোষ হারাইবার অসহিষ্ণুতা থাকে না। "অসন্তোষো বিষো নৃণাং"। Thin-skinned হইয়া পড়িলেই অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তিবিশেষকে ভগবান্ যে যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাঁহারা তত্তৎকার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শন করুন, আমাদিগকে তজ্জন্য অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হইবে না। জগতে আমরা যে বন্ধন-জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছি, যে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, সে বন্ধন, সে স্বাধীনতা-লোপের প্রকৃত অর্থ কি? তাহার প্রকৃত প্রতিকারই বা কি, ইহার বিচার হউক।

শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া কোন শিক্ষা দেন নাই। আমরা অহরহ অধীর হইয়া পড়ি, এজন্য মহাজনেরা বলেন—

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অধিকং ন মতির্দ্দদ্যাদ্ধরিমেব ধিয়া স্মরেৎ।"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫৭)

অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুল-চিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন।

ভগবানের কথা আলোচনা করিলেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার প্রণমিত হইবে। তিনি পরম দয়াময়। ভূত-ভবিষ্যৎ আমরা কিছুই জানিতে পারি না; কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের মঙ্গলামঙ্গল তিনি উত্তমরূপে অভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার বিচার গ্রহণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"। কম-বেশী বিষয় সব জায়গাই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা লইয়া কি হইবে? সমাজের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে—হউক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময় ব্যক্তিগত বিচারে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়; কিন্তু ভগবান্ পূর্ণপুরুষ, তাঁহার বিধানে কোন অপূর্ণতার স্থান নাই। তাঁহার বিধান শিরে ধারণ করিলেই নিজমঙ্গল লাভ হইবে।

মহাপ্রভু যখন যাজপুর যান, তখন তাঁহার সহিত বহু-লোকজন দেখিয়া গৌড়েশ্বরের মনে অশান্তি হইয়াছিল যে, এতলোক তাঁহাদের স্বার্থের কিছু ব্যাঘাত করিতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু কাহারও স্বার্থের কোন ক্ষতি করেন নাই, কাহাকেও অসহিষ্ণু হইবার উপদেশ দেন নাই। আমাদের কপাল খারাপ হইলেই অসুবিধা, কপাল ভাল হইলেই সুবিধা হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে এত লোক লইয়া যাইবেন না বিচার করিয়া সে যাত্রা নীলাচলে ফিরিয়া যান।

উৎকল-সম্রাটের রাজ্যে বাস করিয়াও মহাপ্রভু রাজ-কৃত্যটাই যে পরমার্থ—এরূপ বিচার করেন নাই। পার-মার্থিকের ব্যক্তিগত কৃত্য—religious toleration; সেটি খুব বড় কথা।

রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথের প্রতি রাজদণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়াও মহাপ্রভু সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। অসহিষ্ণু না হইলে আমরা সকলের নিকট হইতেই প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইতে পারি। সমাজের সঙ্গে ঝগড়া করিলেই কি ত্রিতাপ নিবৃত্ত হইবে? ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেই সমস্ত কষ্টের সমাধান। পাড়ীতে উঠিয়া কিছের মধ্যে পরস্পরে মারামারি করিয়া মরি। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে হয়, ঐ প্রকার অসহিষ্ণুতার পরিণাম কি? গন্তব্য পথ সকলেরই মৃত্যু, ইহার মধ্যে অসহিষ্ণু হইয়া কেন অশান্তির সৃষ্টি করি, ইহা প্রত্যেকেরই চিন্তনীয় হওয়া আবশ্যক। সহ্য করিতে পারিলেই মঙ্গল।

"যৈরেষুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥"

(ভাঃ ৭।৯।৪৫)

অর্থাৎ গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয়-সংঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই সৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধীর সুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (আপনার অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃপায়) কোন কোন ধীর ব্যক্তি কণ্ডূতির (চুলকানির) ন্যায় কামকে ধারণ করিতে সমর্থ হন।

চুলকানি হইলে চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে যা করিয়া প্রথম প্রথম সুখবোধ হইলেও পরিণামে তাহা বড়ই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। সেই প্রকার নবীন নবীন প্রস্তাবে প্রথম প্রথম বড়ই সুখবোধ হয়, কিন্তু তাহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। একটু সংযত হইতে পারিলে ইন্দ্রিয়তোষণ-প্রবৃত্তি অনেক কমে। অন্যাভিলাষিতা-কর্ম্ম-জ্ঞানের অভিমান থামিলে ভগবদ্‌বিস্মৃতি কম হয়। মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের বিচার অবলম্বন করা আবশ্যক। তৃণাপেক্ষাও হীন দীন, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া অন্যকে সম্মান দেওয়া দরকার। একে ত' সম্মান নাই, যাহা আছে তাহা না থাকিলেই বা কি? যে টুকু আছে, তাহাও ছাড়িয়া দিলে হয়, জগতের সকলকে মান দান করিয়া সকলের কাছে হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। মানুষের প্রত্যেকেরই কিছু ভাল কথা আছে। মহাপ্রভু এইসকল কথায় অসহিষ্ণু হইতে পরামর্শ দেন নাই। ঐগুলিকে neglect করেন নাই। চারিটি বর্ণাশ্রম লইয়া নানাপ্রকার বিচার আছে। সুবিধার কমবেশী বিচার লইয়া তারতম্য বিষয়ে রজস্তমো-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির বিচার অন্যপ্রকার। ত্রিগুণ-তাড়িত জগতের বিচারে নানাপ্রকার দোষ বর্ত্তমান। ভগবান্ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য করেন। "তত্তেঽনুকম্পাং" বিচার আসিলে সাধারণ মনুষ্যজগতের চিন্তাস্রোতঃ অপেক্ষা অনেক মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ পালন করিলে শ্রেয়ঃপন্থী মনুষ্যজাতির আপাতমঙ্গলকর বিচার থামিয়া যাইবে—মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা লইয়া আর কালাতিপাত করিবে না। শ্রেয়ঃপন্থীর সংখ্যা জগতে খুবই অল্প। মানুষ শ্রেয়ো-লাভের জন্য সহিষ্ণুতার অভাবে আপাতমনোরম বোধে অমঙ্গলকেই মঙ্গল মনে করিয়া বাস্তবিক সুবিধা হারাইয়া ফেলে।

"মহতী দেবতা হ্যেষা নরূপেণ তিষ্ঠতি"। আমরা যাঁহাদের রাজ্যে বাস করি, তাঁহাদের বিচার-প্রণালী লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া আমাদের positive মঙ্গলের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধন-লাভে লোকসান কেন করিব? সেইজন্য ভাগবত বলিতেছেন—

"তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়"

নিত্যমঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। ইহ-জগতের মঙ্গলের কথায় নানাপ্রকার অমঙ্গল বর্ত্তমান।

যাঁহাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পাইতেছি, সেই সকল সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া ভগবদনুশীলনে নিযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। ভগবান্ রাজা-পালনাদিকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য লইয়া চিন্ত উদ্বিগ্ন না করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের প্রতি মঙ্গলময় ভগবানের যে ইঙ্গিত, তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া। ভাগবতধর্ম্মের আচার-প্রচারের সুযোগ দিতে দিল্লীশ্বর কিছু পারেন, জগদীশ্বর সম্পূর্ণরূপে পারেন:—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন যত্তৎ কিতিপেন কিঞ্চিৎ
শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥

শাক নূন কিনিবার খরচ অন্যলোকে দিতে পারেন। কিন্তু মূল প্রয়োজন লাভবিষয়ে আংশিকভাবে কিছু

নিরীহ, পূর্ণভাবে ভগবান্‌ই আমাদিগকে সহায়তা করিতে সমর্থ।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

ভগবৎকৃপা-লাভে নিজজন্ম সার্থক করিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গল বিধান কর, ইহাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। সকলেরই মঙ্গল হউক। কাহারও সহিত কলহ করা উচিত নয়। "পর মেরে জুতা মার" নীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক altruistic হইয়া দুর্ব্বলকে পীড়ন, প্রতিষ্ঠালাভের চিন্তা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং' ও 'তস্যৈবাহমকাশ্যাং' শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা নিজের সহিত সকল লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। (চিজ্জড়) সমন্বয়বাদের শেষকথা—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ। আমি সুবিধা পাইব, অন্যে পাইবে না, ইহা ছাড়া চতুর্ব্বর্গ-কামীর অন্য কোন কথা নাই। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য-দেবের দানের মূল্য বুঝিতে না পারিলে মনুষ্যজাতির উদারতা আসিবে না।

ভগবান্—সর্ব্বজ্ঞ; ক্ষুদ্রদৃষ্টি আমরা, আমাদের মঙ্গল কিসে হয়, কিছুই জানি না; কূপমণ্ডূকরূপে পূর্ব্বাপর জ্ঞান-রহিত হইয়া বর্ত্তমানের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। Heaven এর পরের কথাকে 'to the infinity' বলিয়া ছাড়িয়া দিই—ভূরীয়মান—পঞ্চমমানের কোন সংবাদই রাখি না। আমরা কর্ম্মফলবাধ্য জীব, সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। শাক্যসিংহ, কপিল, বৈশেষিক প্রভৃতির আনুগত্য করিতে গিয়া ত্ব ত্ব কর্ম্মফলভোগ লইয়াই ব্যস্ত। নিরুপাধিক আত্মার কর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম আলো-চনায় সকলেই পরাঙ্মুখ। ভাগবতধর্ম্মানুশীলনই ভগবানের উদ্দিষ্ট বিষয়, জাগতিক বিরোধিভাব বা সৌহার্দ্দ উভয় বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই কর্ত্তব্য।

বিগত বেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ধর্ম্মজগতের চিন্তাস্রোতের মধ্যে একটা religious toleration বলিয়া কথা নাই। বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তাহার নিদর্শন আছে। তবে সাধারণ দর্শকের দর্শনের সহিত অবশ্য ভাগবতীয় দর্শনের প্রচুর ভেদ বর্ত্তমান। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরকে যাহারা ইউপাটকেলের স্তূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই মন্দিরের উপরের অংশ দর্শন করিতে না পারিয়া তৎকারণরূপে অন্যের অবিচার ও অত্যাচারকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। বস্তুতঃ ভাগবতীয় দর্শন শ্রীগোবিন্দজীর চিন্ময় মন্দিরকে ঐরূপ বিধর্ম্মীর অত্যাচার-কবলিতরূপে অসম্যক্ দর্শন করেন না। চেতনকে অচেতনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য—মাটীয় দর্শনকারিগণের দর্শনের ভ্রান্তিপ্রদর্শন জন্য তাহাদের অদূরদর্শনের মাটীয় ঐ প্রকার পরিণাম স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দজীরই ব্যবস্থাপিত। গোবিন্দের চিন্ময় মন্দির নিত্য নবনবায়মান সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া ভক্তহৃদয়ের আনন্দাবৃদ্ধি উদ্বেলিত করেন। অধোক্ষজ-বস্তুকে অক্ষজ-দর্শনের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার দুর্ব্বুদ্ধিই ধ্বংস হয়, "অর্চ্চো বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরু বা নরমতি র্যঃ" বিচার অবধারণের অবকাশ ঘটে।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ-
জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

যিনি প্রকৃত আত্মীয়কে অনাত্মীয় মনে করিয়া এই অনাত্ম শরীরকে 'আমি' মনে করেন, তাঁহাকে কখনও বুদ্ধিমান্ বলা যায় না। আমরা দেবতার শরীরও পাইতে পারি আবার বৃক্ষাদি হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং এই অনিত্য-দেহৈক-সর্ব্বস্ব হইয়া নিত্য জীবনের কৃত্যকে গোলমাল করিয়া নিত্যমঙ্গলের পথে কণ্টক বিস্তার করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? অনেক লোক এসকল চিন্তার বশবর্ত্তী হইতে চাহেন না, তাঁহারা চার্ব্বাকাদির বিচারানুসরণে আহার-বিহার-শয়ন-ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিচারকেই বহুমানন করেন। কিন্তু মানব-জাতিকে এত অধম হইলে চলিবে না, মানব একটু স্থির ধীর হইয়া আত্মমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করুন। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে লাভের কিছুই নাই। "লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং", "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকের বিচারপর হইয়া মানুষ অন্তর্জ্জগতে বিচরণ করিতে শিখুন—নিত্য মঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান্ হউন।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে" বিচারাব-

লঘনে কায়মনোবাক্যে কাহারও অসুবিধা করা উচিত নহে। একমাত্র ভগবৎকথা লইয়া থাকিলেই নিজের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুবিধা হয়, নতুবা যেখানে স্বার্থগতি একমাত্র ভগবৎপ্রয়োজনপরাভিমুখিনী হইবার পরিবর্ত্তে বিভিন্ন মুখিনী হইয়া ছুটিতে থাকে, সেখানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্ব অর্থাৎ আত্মবিচারে ভ্রান্তি আসিলেই 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজন-বিচারেও ভ্রান্তি আসে। কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত প্রয়োজন অন্যরূপ হইলেই কলি-কোলাহলের সৃষ্টি হয়। একজনের rightএর কতকগুলি জিনিষ লইয়া অন্যকে দিতে যাই, আবার অন্যের right আত্মসাৎ করিবার যত্ন করি—এই প্রকারে অপস্বার্থের তাড়নায় Continental Warএর মত জগতে কতঅসুবিধার সৃষ্টি করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে কত বুদ্ধিমান্ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন! এত বুদ্ধিমান্ সত্ত্বা ভ্রান্তি হইয়াও তাঁহারা শেষে কি করিয়া বসিলেন। আমাদেরও ঐ প্রকার চিন্তাস্রোত কেন? অনিত্য পৌর্য্য-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মানুষ আত্মমঙ্গলবিচারে এত উদাসীন হইয়া পড়ে যে, অদ্বৈকসর্ব্বস্ববাদই তাহাদের একমাত্র চরম চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠে, তাহাতে পৌর্য্যবীর্য্যাদি সর্ব্ব-বিষয়েরই অপব্যবহার করিয়া মানুষ জগতে মহা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। মনুষ্যহৃদয়ে ভগবানেরই প্রেরণা-ক্রমে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে মানুষ নিজ নিজ অপস্বার্থানুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেই তাহার বিষময় ফল সমগ্র প্রাণিজাতির অসুবিধার কারণ হইয়া উঠিবে, ভগবৎ প্রেরণায় উদ্ভাবিত বস্তু ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই বিজ্ঞানাদিরও সার্থকতা, জগতেরও সুবিধা।

আমাদিগের নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য ভগবান্ যে সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ জগতের বিচার-চালিত হওয়া অত্যন্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং" বিচারে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকারণকারণ যিনি, তাঁহার সেবা হইলেই সর্ব্বমঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহকসূত্রে আমরা জগতের দ্বারে দ্বারে সেই কথা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি—জগতের সকল বুদ্ধিমান্ মানবকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা আলোচনা করুন। সমগ্র জগৎ শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত গৌড়ীয়ের প্রচার-প্রণালী অনুধাবন করুন। প্রচার শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারপ্রণালী হইতে অতি অল্প পরিমাণেও deviated হইলে তাহার অনুসরণে মঙ্গলো-দয়ের সম্ভাবনা নাই। গৌড়ীয়ের আচার-প্রচার সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরানুগত। অগৌড়ীয়ের বিচারকে শুদ্ধ গৌড়ীয়ের বিচার-সহ এক বলিয়া ভ্রান্তি করিতে হইবে না।

আজ একটি স্মরণীয় দিবস—মাননীয় সম্রাটের 'সিল্‌ভার জুবিলী'। অন্তরঙ্গ সভায় যাঁহাদের আমার কথায় কিছু শ্রদ্ধা আছে, যাঁহারা আমার মুখে কিছু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য এই কএকটি কথা বলা হইল। সকলের মত একরূপ নহে, তাঁহাদের মতে তাঁহারা যেরূপ বিচার অবলম্বন শ্রেয়ঃ মনে করেন, করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিচারেই সমগ্র মানব-জাতির মঙ্গল নিহিত—মানবজাতি শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণ করিয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করুন—"শ্রুতবান্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও রাধাদাস্য

[শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবে শ্রীমায়াপুর-পীঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা]

শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥

বক্তব্যবিষয়টি শুরু হইতেও শুরুতর, শুরুতর হইতেও শুরুতম। অনর্থযুক্ত কামক্রোধাদক্ত বদ্ধজীবের 'ছোট' মুখে' শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যের 'বড়কথা' শুনিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ উপহাস করিবেন, সন্দেহ নাই; তবে শ্রীল প্রভুপাদের বহুদিন পূর্ব্বের একটি আশীর্ব্বাদের কথা এপ্রসঙ্গে মনে হইতেছে, একথাটি স্বয়ং শ্রীল আচার্যদেবও জানেন। একবার ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবস্থানের কালে বার্ষিক উৎসবের সময় শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর তিথিতে শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তাঁহার সভাপতিত্বে প্রদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। সেই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সাক্ষাদ্ভাবে বহুজনসমক্ষে আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—'যতদিন পর্য্যন্ত না আপনি একলক্ষ লোককে এইসকল কথা শুনাইতে পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার মুক্তি নাই। আমার মুক্ত হইয়াও আপনাকে এইসকল কথাই কীর্ত্তন করিতে হইবে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই আপনার নিত্যধর্ম্ম জানিবেন।'

আমি একজন অতি বদ্ধ জীব হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের অপরিসীম আশীর্ব্বাদে ও শ্রীল আচার্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় মুক্তকুলের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া মায়া জয় করিবার জন্য নিত্য সৌভাগ্য পাইয়াছি ও সেই সাহসেই এখানে দাঁড়াইয়াছি।

"উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি"।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রটি শ্রীরাধাদাস্যের পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁহার যাবতীয় স্বেচ্ছাসমূহকে রাধা-দাস্যরূপে অবগত না হইলে তাঁহার চরিত্রে সুরিগণও মোহপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার চরিত্রের কার্য্যাবলী, আচার-প্রচারসমূহ অসামঞ্জস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। নিজেশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর সেবার জন্য—রাধা-মাধবের নিত্যমিলন-সঙ্ঘটন-সেবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গণমতের নিকট এক বিপ্লববাদের প্রচারক সাজিয়াছিলেন, লোকগঞ্জনা ও নানাপ্রকার কলঙ্কের ডালি বরণ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষানবিশগণের নিকটও তাঁহার আচার ও প্রচারকে অসামঞ্জস্যকর ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া ধারণা করাইয়াছিলেন—এই সকলই তাঁহার রাধাদাস্যের উদাহরণ।

তিনি তাঁহার কোনও বিশেষ অন্তরঙ্গাভিমানী শিষ্যের প্রসঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৮ই শ্রাবণ একপত্রে লিখিয়াছিলেন—

"লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবী কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্টত্রয় উলূঢ়চৌলসেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের ক্ষতির কারণ নাই। শ্রীমান্ যদি অভিমন্যুর অনুগমনে অভিমান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব।"

—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই কথার মধ্যে তাঁহার ঐকান্তিক রাধাদাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদগণ-সেবার অভিনয়কারী অন্তরঙ্গাভিমানী ব্যক্তি যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলেন, তখন পৃথিবীর অন্যলোক ইহা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে নানা গঞ্জনায় ভাসী করিবেন। এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্যআচার্য্যত্বে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালীতে সন্দিহান হইবেন। সেই সকল গঞ্জনায়

তবে শ্রীল প্রভুপাদ কি শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিলিত-তনু-শ্রীগৌর সুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গময়ী সেবা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? তিনি কি তাঁহার গৌরানন্দিত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিবিক্তানন্দী বা নির্জ্জনভজনানন্দী হইয়া জগতের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন ও আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য সেবাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? অভিমন্যু যদি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণের অভিনয়ে চিদ্‌বিলাসী বা চিদ্‌বিলাসী শ্রীল প্রভুপাদকেও ভবিলাসী মনে করিয়া শ্রীবার্ষভানবীর ছায়াশক্তির আরাধনা করেন, তবে কি তাহা শ্রীরাধাতিন-বিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদের সেবা হইবে? কাজেই সেইরূপ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে না। শ্রীবার্ষভানবীকে বা শ্রীভক্তিবিনোদকে অভিমন্যু ভোগবুদ্ধি করায় কৃষ্ণ-হস্তেই নিহত হইয়াছিল বা হইবে। স্বরূপ-শক্তিকে কেহ ভোগ করিতে পারে না—গুরুদেবকে কেহ ভোগ করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গশিষ্য অভিমান করিয়াও আমরা "অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান" করিতে পারি, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ আলেখনীতে জানাইয়াছেন। অভিমন্যু শ্রীরাধার পতি বা ভোক্তা বলিয়া নিজেকে অভিমান করে, বস্তুতঃ সে পতি নহে। গোলোকেও এই অভিমান শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণসেবার সৌন্দর্য্যের পুষ্টি বিধান করে। অভিমন্যুর শ্রীরাধার পত্যভিমান তাহাকে একচোটিয়া অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের কামসরোবরের অদ্বিতীয়া কমলিনী কোমলা শ্রীরাধার প্রতি যে জড়কামের উদ্ভব করায়, সেই জড়কাম কখনও স্বরূপ-শক্তিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া কামের বাধাপ্রাপ্তিতে প্রতিনিয়তই অভিমন্যুর অন্তরে ক্রোধের উৎপত্তি করায়। 'মন্যু' শব্দের অর্থ ক্রোধ; 'অভি' উপসর্গের দ্বারা অভিমন্যুকে 'সর্ব্বতোভাবে ক্রোধের মূর্ত্তি' ইহাই বুঝাইতেছে। অভিমন্যু—অতৃপ্ত প্রাকৃত কামুক মর্ত্যজীব, তাই অন্তরে তাহার ক্রোধের আগ্নেয়গিরি অহরহ প্রজ্বলিত। অভিমন্যু বাহিরে অনেক সময় প্রশান্ত মূর্ত্তি, লোকরঞ্জক হাস্য-লাস্য-বিভূষিত থাকিলেও অতৃপ্ত কামের প্রজ্বলিত আগ্নের পর্ব্বত তাহার অন্তরে গুপ্ত রহিয়াছে। অভিমন্যু জটিলার পুত্র। জটিলবুদ্ধি জগতে তীক্ষ্ণধী বা বণিগ্‌বুদ্ধি, চলিত কথায় 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' বলিয়া প্রচারিত, তাহা হইতেই অভিমন্যুর জন্ম। এজন্য অনেক সময়েই বৃন্দাদেবী অভিমন্যু-জননী জটিলা ও চন্দ্রাবলীর প্রবৃত্তি খানিবার জন্য সুবুদ্ধি ও শোভা নাম্নী পরিচারিকাদ্বয়কে নিয়োগ করিতেন।

পতি(?) বঞ্চনা, আরাধন বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই শ্রীরাধারাণীর কৃত্য। শ্রীরাধার সখী ও দাসী ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার সেই পতি(?)-বঞ্চনা-কার্য্যেই সহায়তা করিয়া শ্রীরাধাধাম্ন করেন। অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী শ্রীলপ্রভুপাদের চরিত্রের প্রতি-ছত্রে-ছত্রে এই বঞ্চনালীলা কৃপানুগগণের আনুগত্যময় সেবানেত্রে অনুধাবন করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা মুখে বহুবার বিশেষ বিশেষ স্থলে বলিয়াছেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে আশ্বিন শ্রীল প্রভুপাদ স্বমুখে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত হ'বার পর গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"আমার গুরুদেব আকণ্ঠ বদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বিচার আমাদের মস্তিষ্কে তাঁহার কৃপায় কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে: তিনি সহর নবদ্বীপের বর্ষাপানায় Public Latrineএ (সাধারণের পায়খানায়) যেখানে সকলের পুরীষ পরিত্যক্ত হয়, সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন—'ভোগী মহুষ্যগণ আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক'—এই বিচারে। তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এরকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

(শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ—১২৫ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে এ দীন জনও বলিবার সাহস করে—আমার ন্যায় নরকের কীটেরও এইরূপ মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্ম-ভৃঙ্গগণের পশ্চাতে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমাদের অদ্বিতীয় অভিমন্যু শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবীর ন্যায় পত্যভিমানকারী অর্থাৎ গুরুতে ভোগবুদ্ধিকারী—ভ্রবিণ আদায়কারী—পাটোয়ারীবুদ্ধিবিশিষ্ট—শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে 'commercial Interest' যুক্ত শিষ্যাভিমানী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া হরিভজন অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় নিত্য ব্যাপৃত ছিলেন।

গত বর্ষের ( ১৯৭৭ ) ১৭ই জানুয়ারী একব্যক্তি তীব্র কটাক্ষের সহিত বলিয়াছিলেন—'ইহারা বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ একজন মস্ত ভক্ত ছিলেন, তিনি ঠকামি করিবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। আমাদিগের সহিত বঞ্চনা করিয়াই গিয়াছেন!'

আমরা তাঁহাদিগকে সসম্মানে বলি, শ্রীল প্রভুপাদের বহুযোজনই তাহার প্রমাণ। অন্যাভিলাষীকে কৃষ্ণ বঞ্চনাই করেন, আমিই হই আর যে-ই হউন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তি-ভক্তি দিয়া।
কভু প্রেম না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'অন্যাভিলাষিতা' শীর্ষক একটি স্বরচিত-প্রবন্ধ বহু বৎসর পূর্ব্বে "নিবেদন" পত্রে ( ১১৪ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছিলেন,—"অন্যাভিলাষিতা থাকিলে অপ্রাকৃত পারমার্থিক, কপট অভিলাষীকে নিজস্বরূপ দেখায় না।"

পূর্ব্বাচার্য্যগণেরও বঞ্চনালীলার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের এক মহাত্মা শ্রীল বংশীদাসের অনেক বঞ্চনালীলার উদাহরণ প্রতিনিয়তই কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌর'কিশোরের অতুলনীয় চরিত্র-সম্বন্ধে "আমার প্রভুর কথা"-শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ প্রভুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রলুব্ধ ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটিগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ত্যাগ-বস্তু-ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত 'অমায়ার দয়া' পাইলে বাস্তবিক তাহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিভিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেমলাভ হইত।"

( সজ্জন-তোষণী ১৯শ খণ্ড, ৫ম সং ১৮০ পৃষ্ঠা )

শ্রীল প্রভুপাদ যখন কীর্ত্তনীয় গোক্রম দ্বীপে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোরের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রীরাধাদাস্যময়ী একটি বিপ্রলম্ভ-ময়ী গীতি শ্রবণ করেন এবং সেই গীতিটি শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি উহা স্মৃতিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপায় ঐ গীতিটি আমরা 'শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থে ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

শ্রীল গৌরকিশোর যখন শ্রীল প্রভুপাদকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবার অভিনয় করিতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীল প্রভুপাদ অভিমানভরে শ্রীল গৌরকিশোরকে বলিয়াছিলেন,—"আপনার অতীতের শঠ, কপট ও বঞ্চক, তাঁহার সেবা করিতে আপনাতেও সেই সকল গুণ সঞ্চারিত হইয়াছে।" শ্রীল প্রভুপাদের এই অভিমানপূর্ণ উক্তির মধ্যেও তাঁহার শ্রীরাধাদাস্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর ন্যায় বঞ্চনা-বিদ্যায় পারদর্শী আর কেহই নাই। কেন না, তিনি বঞ্চক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহিনী।

"বড় আমি ও ভাল আমি" ( ১৪শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' ) প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ রাধারাণী ও 'যাদারাণীর পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর দাস্যরূপ স্বজন-বিতরণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অবতার। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার নিকট অন্যাভিলাষ-পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা মহন্মদ ভোগলকের মত নিজকৃত মুদ্রাতেই নিজেরা লাঞ্ছিত অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়া যাদারাণীর—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পিশাচীর দাস দাস হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌরবনে রাধাবন দর্শন করিয়া, আবার রাধাবনে গৌরবন-দর্শন করিয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও ব্রজ-মণ্ডলের সেবায় অসামান্য ব্যাকুলতা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। অন্যাভিলাষী বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ভাবিতেন,—বুঝি শ্রীল প্রভুপাদ নদীয়া জেলার কোন গ্রামবিশেষে বা গ্রামবিশেষে ডাকঘর, স্কুল, পথ-ঘাট, বৈদ্যুতিক আলো, টিউবওয়েল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া পল্লী-উন্নয়নকার্য্য করিতেছেন, বা পিতৃপূজা মাতৃপূজা প্রদর্শন করিতেছেন!

শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন মঠের শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের নামকরণ করিয়াছিলেন,—যথা শ্রীচৈতন্যমঠে—'শ্রীবিনোদগ্রাণ', কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদা-নন্দ', শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদকান্ত', নৈমিষারণ্য

পরমহংসমঠে 'শ্রীবিনোদবিলাস', কটক-সচ্চিদানন্দমঠে— 'শ্রীবিনোদরমণ', পুরুষোত্তম-মঠে— 'শ্রীবিনোদমাধব', কাশী বৈদ্যনাথগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদ-বিনোদ' ইত্যাদি। ইংরাজী ১৯৩০ সালে যখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন কতিপয় আধ্যক্ষিক ব্যক্তি কলিকাতার এক দৈনিক প্রাদ্যবার্ত্তাপত্রে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে লিখিল—"ইনি একজন পিতৃভক্ত পুত্র বটে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের নামকরণ ভক্তিবিনোদের নামের অনুকরণে করিয়াছেন!" এরূপ বিচার বাহিরের লোক কেন, 'মনের ভিতরের লোক' অন্তর্যামীরও অধোঽ ন্যূনাধিক আছে। শ্রীল প্রভুপাদ "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধে তাহার সমাধান করিয়াছেন। যাংসযুক্ত হইয়া বা ভক্তা লাগিয়া শ্রীভক্তিবিনোদকে দর্শন করিলে 'যাবা' বা 'যাধা'-দর্শন, আর নামযুক্ত হইয়া অর্থাৎ শ্রীভক্তিবিনোদের মুক্ত-বিচারে শ্রীভক্তিবিনোদের যে দর্শন, তাহাতে গোলোকোপরি দর্শন। নামযুক্তের মুহেতে 'গোলোক ভাই'। যখন শ্রীরাধাকে গোলোক হইতে অপসারিত করিবার প্রযত্ন করা হয়, তখন 'য' এর নীচে যে গোলক-চিহ্ন (০) অর্থাৎ 'র', তাহা আর থাকে না, গোলক অপসারিত (?) করিলে তাহা 'যাধা' হইয়া যায়; আবার 'ধ'এর বাঁকশিটিও যখন মুছিয়া ফেলা হয়, তখন 'যাবা'র মূলদর্শন আসিয়া যায়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীমদে শ্রীরাধাভাবকান্তির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেন। তাই 'বিনোদপ্রাণ', 'বিনোদানন্দ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তিনি 'রাধার প্রাণনাথ', 'রাধার আনন্দবিধায়ক' অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক সময় কোন এক ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ে'র বিজ্ঞাপনে—যেখানে শ্রীমঠ ও শ্রীবিগ্রহের নামসমূহের তালিকা থাকে, তথায় 'বিনোদপ্রাণ', 'বিনোদানন্দ', 'বিনোদমাধব' প্রভৃতি শব্দসমূহের পূর্ব্বে 'রাধাবিনোদপ্রাণ', 'রাধাবিনোদানন্দ', 'রাধাবিনোদমাধব' প্রভৃতি শব্দ বসাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"ইহা কেন করা হইল?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ ইহার কোন কারণ উল্লেখ করিলেন না। শ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—'বিনোদ-প্রাণ' 'বিনোদানন্দ' প্রভৃতি শব্দে যে 'বিনোদ' আছে, তাহাই শ্রীমতী রাধা, আবার পৃথক্ করিয়া 'রাধা' বসাইবার চেষ্টা সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা।

অতএব শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেকটি কার্য্য—রাধাদাস্য-ময়। পাকরাত্রিক অর্চ্চনীয় শ্রীমূর্ত্তিতেও তিনি তাঁহার নিত্যভাবসেবা বা যুগল ভজনের বিচার ব্যতীত অন্য বিচারের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। কনিষ্ঠাধিকারী বা অন্যাভিলাষীর দৃষ্টি শ্রীল প্রভুপাদের ঐরাধাদাস্যময় বিচার ও আচার ধারণা করিতে পারে নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ দুই চারি মঠ, আশ্রম বা উদ্যানের নাম-করণ কোন কোন বিশেষ নামের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন লোকের এরূপও বিচার হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিবিশেষের বা তাহার গৌরবংশ-জাত অধস্তনগণের নামের সহিত ঐ সকল মঠ ও আশ্রমের নামের সংযোগ করিয়াছেন! ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের লোকবঞ্চনা করিয়া তাঁহার শ্রীরাগ-বাস্তের আদর্শ।

দার্জ্জিলিং, শিলং, মসৌরী, উটকামণ্ড প্রভৃতি শৈলা-বাসে শ্রীল প্রভুপাদ সময় সময় গমন করিয়াছেন। অন্যা-ভিলাষী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এই ও তাহা দেখিয়া মনে করিয়া থাকিবেন—শ্রীল প্রভুপাদ ভোগী ও বিলাসী ব্যক্তিগণের ন্যায় বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ শৈলাবাসে গমন করিয়া থাকেন।

শত চেষ্টা করিয়াও কেহ শ্রীল প্রভুপাদকে যেসকল স্থানের সমীরণ উপভোগ বা তথা হইতে স্বাস্থ্য-সংগ্রহের কোন চেষ্টায় মুহূর্ত্তের জন্য নিযুক্ত করাইতে পারে নাই, সেই সকল স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ অহরহ হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছেন এবং সর্ব্বদা গোবর্দ্ধন-স্থিতিতে বিরাজিত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত অপ্রকট লীলাবিলাসের দুইমাস পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর চটক পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া কেবল অহরহ 'নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন মা' এই কথাই উচ্চারণ করিতেন। একদিন চটক পর্ব্বতে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে বলিলেন,—"এখানে 'নিকট' শব্দের অর্থ বুঝিয়া-ছেন কি? শ্রীল প্রভুপাদ কেন ইহা বলেন? 'নিকট' বলিতে 'শ্রীরাধাকুণ্ড'।"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল আচার্য-দেবকে সঙ্গে লইয়া যখন কুমারিকা অন্তরীপে গমন করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ কুমারিকার অধিষ্ঠাত্রী কুমারী দুর্গাকে দেখিয়া নিজ-রাধা-ধাম-স্মৃতিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত ব্যাসপূজার অভিভাষণে জানাইয়াছেন,—

"গান্ধর্বা-গিরিধরের বিলাস-বৈচিত্র্য দাক্ষিণাত্যের অন্তিম প্রান্তে যে বিপ্রলম্ভরসকান্তরা রত্নাকর-নন্দন দুর্গা, তাঁহাকে কেন অনূঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বিপ্রলম্ভরসের দেবি-রূপাভাসবস্তুরূপে দর্শন না করিয়া ধরির আদর্শ মহাকালের অনূঢ়া বিরহ-কান্তরা কান্তারূপে দেখিতে যাই? ওঃ! পার্থিব রাজ্যে বিকৃত প্রতিফলিত দৃষ্টিতে কি-প্রকার বিবর্ত্তবাদাশ্রয়! এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপীজনবল্লভ অনূঢ়া গোপীর ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই কুমারিকা-অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সপ্তপুণ্ড্রের মধ্যাদাবাদ, কচিপ্রধানপথের রাগানুগচেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যমিলন দেখাইবার জন্য কুমারিকা-অন্তরীপে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্বাগিরি-ধারীর অর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত হইবেন না?"

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার রহস্যের মধ্যেও তাঁহার অদ্ভুত রাধা-ধামের পরিচয় পাওয়া যায়। নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ বা নিশান্ত-লীলার সেবাটি কি? উহা পতি বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধান। রাধানাথ যাবে চন্দ্রাবলীর পরিজনদিগকে, সম্মুখে যোথ-পল্লীর প্রাচীন ব্যক্তিগণকে ও পশ্চাদ্ভাগে অভিমন্যু-জননী জটিলাকে আসিতে দেখিয়া গোপনে গোষ্ঠে গমন করিতে-ছেন। শ্রীরাধাও পশ্চাদ্ভাগে জটিলা আসিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত ভীত-চিত্তে ব্রজে গোপনে পলায়ন করিতেছেন, আর শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরী ভীতা শ্রীবার্ষভানবীর অনুগমন করিতেছেন। এইরূপভাবে বিজাতীয় লোক ও আর্য্যজন বঞ্চনা করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ নিজ-নিজ স্থানে গমন পূর্ব্বক কপট নিদ্রায় অবস্থান করেন। জটিলা প্রভৃতি ইহার রহস্য কিছুই জানিতে পারে না।

কুন্দলতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া যে গণেশ ও শিবের পূজা, পঞ্চদেবতার পূজা, নবগ্রহের পূজা প্রভৃতি করাইয়া থাকেন, তন্মূলে বিজাতীয় লোকবঞ্চনা ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহোৎসব বিধান করিয়া সজাতীয়া-শয় সজ্জনগণের তোষণ হয়। শ্রীবার্ষভানবীর সূর্য্যপূজা ব্যাপারটি গুরুভোগিগণকে বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীল প্রভুপাদ সেইরূপ সূর্য্যপূজা করিয়া রাধা-ধামের পরাকাষ্ঠা ও পাটোয়ারীবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ গুরুভোগী সম্প্রদায়কে বঞ্চনা করিয়াছেন। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ সূর্য্যপূজা করেন। Commercial interest বা বণিক্‌স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে দিয়া সূর্য্যপূজা অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থাৎ অপস্বার্থ সাধন করাইয়া লইতে চাহে, ইহারই নাম—বাণিয়া বুদ্ধি'। কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বদা দুই আঙ্গুল উঁচে থাকেন। কৃষ্ণ ভোগবুদ্ধিকারীকে ভোগা দিয়া অর্থাৎ তাহারই অপস্বার্থ-সাধনের পৌরোহিত্য করিবার বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া লন অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন। শ্রীরাধার সখীগণও শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান।

কৃষ্ণের দ্বারা সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্য করাইবার পর নিজের বণিগ্‌বৃত্ত্যুচিত স্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া অভিমন্যু-জননী জটিলা কৃষ্ণকে ভোজন অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পুরোহিতরূপী কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তিনি গর্গাচার্য্যের শিষ্য ও ব্রাহ্মণ, সুতরাং অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। এদিকে কুন্দলতা জটিলা-বঞ্চনার আর একটি ছল অবলম্বন করিলেন। তিনি যেন জটিলারই পক্ষের উকীল হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—"জটিলা আপনাকে তাঁহার পুত্রবধূর হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পুত্রের পরমায়ু বলিতে অনুরোধ করিতেছেন; কারণ আপনি গর্গাচার্য্যের শিষ্য, সুতরাং অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্।"

এখানে কুন্দলতা শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনের জন্য জটিলবুদ্ধি বা পাটোয়ারীবুদ্ধি জটিলার নিকট যে 'বাণিয়া স্বার্থের' টোপ ফেলিলেন, তাহা জটিলা ধরিতে পারিল না; জটিলা মনে করিল,—কুন্দলতা তাহারই অপস্বার্থের পূজা করিতেছে। সেই ছলে শ্রীকৃষ্ণও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আমি পরস্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করিতে পারি না। তবে তোমাদের অনুরোধ ও সুখের জন্য জটিলার

পুত্রবধূর ভাগ্যরেখা পরীক্ষা করিতেছি।" কুম্বলতার সাধ পূর্ণ হইল, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইল—শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন হইল। জটিলাকে এইরূপ 'কমারসিয়্যাল ইন্‌টারেষ্ট'এর লোভে মুগ্ধ না করিলে কিছুতেই সে রাধাকে কৃষ্ণের সম্মুখে আসিতে দিত না। জটিলার বিচারে—তাহার পুত্রই রাধার ধর্মপতি, কৃষ্ণ একটা বাহিরের লোক, পরপুরুষ!

শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার সমগ্র গবেষণায় 'বাণিজ্য আর্থে'র নানাপ্রকার টোপ ফেলিয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট পরিপূরণ অর্থাৎ সংকীর্তন-যজ্ঞে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত যুগলমিলন করাইয়াছেন। বিলাতে নিজ-ভক্ত গৌরসুন্দরের কথা—ভক্তিবিনোদের কথা প্রচারের কালে শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ 'বাণিজ্য আর্থে'র টোপ ফেলিয়াই তাঁহার নিজ-স্বার্থসিদ্ধি বা রাধাধাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন,—"মতুবা প্রচারে বাধা দিবে, এত অর্থ ব্যয় করিতে দিবে না, যদি সঙ্গে 'বাণিজ্যার্থে' যুক্ত না থাকে।"

শ্রীল প্রভুপাদ অতৃপ্ত-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমাকে কতভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়া, আমাকে সরকারী খেতাবে ভূষিত করিবার জন্য বৈষ্ণবগণের রক্ত-জলকরা অর্থ ব্যয় করিয়া, আমার অভক্তিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের নিকট পর্য্যন্ত স্বয়ং সুপারিশ করিয়া, আমাকে কত শাল, আলোয়ান, কনক ( টাকা ), কপিপু ( লম্বা )—নিম্ন লম্বা পর্য্যন্ত প্রভৃতি কমারসিয়্যাল ইন্‌টারেষ্ট-এ প্রলুব্ধ করিয়া নিজ-রাধা-ধাম করিয়া গিয়াছেন :

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। প্রায় পনেরো বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ। পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবার অনুমতি লাভের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। পণ্ডিত শ্রীগৌরদাসের ইচ্ছা—তিনি হরিনামামৃত ব্যাকরণে পারঙ্গতি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীগৌরদাসকে এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা দূরে থাকুক, বরং হরিভজন করিতে আসিয়া ঐরূপ ব্যাকরণ পড়িতে গেলে নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, এইরূপ উপদেশ দিলেন। কোন একব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট হরিভজনার্থ আসিবার অভিনয় করিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়নে ক'চিবিশিষ্ট হওয়ার পরে তাড়াটিয়া কথক হইয়া হরিভজন হইতে পতিত ও বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন। বরং ব্যাকরণ পড়িবার পরিবর্তে গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে সেবার কার্য্য করিলে অধিক মঙ্গল হইবে, ইহা জানাইলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ উপদেশ ও সিদ্ধান্তে তাঁহার অবৈষ্ণব স্বরূপ ও শিষ্যকে শাসনযোগ্য বিচারে অমায়ায় কৃপা করিবার আদর্শ দেখিতে পাই। আবার সেই শ্রীল প্রভুপাদই যখন তাঁহার বঞ্চনার মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেন, তখন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তির অন্তর্হিতা ও অপ্রতিষ্ঠা সম্প্রহের ইন্ধনও বহুতে যোগাইয়া দিতেন, ইহাও দেখা গিয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে একটি কথা আমি জানি। একবার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্' হইতে শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইণ্টারমিডিয়েট পড়িবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাসস্থান ও দুই-বেলা প্রসাদ প্রার্থনা করে। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—'ভক্তদঙ্গারাম মঠ ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই।' ইহা শুনিয়া অত্যন্ত অভিমান-ভরে শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বলে যে, 'অমুক, অমুক ছেলে এখানে উত্তম ভোজন, উত্তম বাসস্থান, এমন কি তাহাদের গৃহশিক্ষকবর্গের জন্য পর্য্যন্ত বাসস্থান ও আহারাদির সম্মান লাভ করিয়াছে, আর আমার আত্মীয়বর্গ এখানে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া মিশনের জন্য সেবা করিতেছেন, আমি কি দুইবেলা দুই মুঠি প্রসাদও পাইতে পারি না? কত বাহিরের লোকে কত প্রসাদ নিত্য পাইয়া থাকে।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমানের প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন,—'আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার জন্য এখানে আসি নাই, 'যৎকর্ম্ম-ফলমুক্ পুমান্'—অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা চলিব না। শ্রীল প্রভুপাদের ষোলআনা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা কিছু আদায় করিবার বিন্দুমাত্র অনুরোধ ও উপরোধ যাহারা করিবে, তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; তুই চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিলে এমন কি

অবশেষে চলিয়া গেলেও আমি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা—কৃষ্ণের প্রিয়তম বিগ্রহের দ্বারা তোর সেবা করাইব না।'

এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের বক্ষনা-লীলার সেবক ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-সেবকের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ 'তাড়াটিয়া,—ভক্ত নহে' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজস্বকে জড়ের নিকট তাড়া দিলে গৌড়সেবা হয় না। দেহে আত্মজ্ঞান হইলে জড়ের সুখসুবিধা তাড়া আদায় করিতে হয়'। —( সজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা )

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে শুনিতে পাই—

দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।

—( চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৭ )

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাণীতেও শুনিতে পাই—

যস্ত আশিষ এব আশাতে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই 'পন্থানীতি' শব্দটি ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্তে তাঁহার অবজ্ঞা-স্বরূপ প্রকাশিত, অথচ শ্রীল প্রভুপাদই আবার যখন অন্যত্রে পন্থানীতিতে প্রলুব্ধ, পাটোয়ারী-বুদ্ধিতে নিযুক্ত, দ্রবিণাদি-দ্বারা বঞ্চিত করিতেন, তখন তাহা শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনালীলা ব্যতীত আর কি? তবে যে শ্রীল প্রভুপাদ বঞ্চিত ব্যক্তিগণকেও লোক-ব্যবহারে অত্যন্ত আদর, অত্যন্ত সম্মান, অকৃতপূর্ব প্রতিষ্ঠাপ্রদান ও তাঁহাদের প্রশস্তিগানে পঞ্চমুখ হইতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদিগণের মুখ নিরস্ত করিতেন, ইহার মূলে কি রহস্য আছে? এই কথার উত্তর সেই এক কথায়ই দেওয়া যায়, ইহাও তাঁহার রাধাদাস্যেই মহত্ত্ব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

'অচিন্ত্য ভেদাভেদ কথার সান্নিধ্যলাভ ঘটিলে ব্যক্তিবিশেষের আদর বর্দ্ধনের জন্য তাহার শুশ্রূষা করাই আবশ্যক, অন্য কোন কার্য্য আমাদের নাই, কেন না আমরা রাই-কানুর প্রেমবন্ধনে নিত্য শৃঙ্খলবদ্ধ।'

যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যময়ী সিদ্ধান্তবাণী ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক সময় একদেশদর্শী বা একচক্ষু মনে করিয়া বিদ্রূপ ও শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহ ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীবার্ষভানবীর অটিনার প্রতি যে গৌরববুদ্ধি, সম্মান, আদর, পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা এবং বার্ষভানবীর অভিন্নস্বরূপের প্রতি যে গৌরবজ্ঞান, প্রিয়জ্ঞান বা প্রেষ্ঠজ্ঞানের অভিনয়, উহাকে শ্রীবার্ষভানবীর বঞ্চনালীলা জানিয়া শ্রীবার্ষভানবীর অনুকূল পথে চলাই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীবার্ষভানবীর বঞ্চনালীলার প্রতিকূল আচরণ করিলে বার্ষভানবীর সুখ কামনা করা হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যের অনুগমন করাই আমাদের নিত্যধর্ম।

শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—

রাধাদাস্যে রহি', ছাড় ভোগ আহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাকামিগণকে উচ্চতর প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া, অন্যাভিলাষিগণকে জড়ের অভিলাষের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সামগ্রী প্রদান করিয়া যে রাধাদাস্যের পূর্ণতম আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তৎপ্রতি মৎসর হইলে আমাদের দুর্বিষহ ও অন্তর্প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা ভোজন করিতে হইবে; রাধা-নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে না। অপরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আদায় করিয়া "কৃতকৃত্যোঽস্মি" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকুন, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগের প্রতি মৎসরতা অবলম্বন করিব না, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর শ্রীচরণ-নখার্চ্চনের জন্যই বৈষ্ণবগণের নিত্যকৃপা যাচ্ঞা করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সঙ্কীর্ত্তনমুখে বার্ষিকেশ্বরীর যে সেবাধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-তটে শ্রীরূপের যে উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেইসকল রাধাদাস্যের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পুষ্টিমার্গীয়গণের আরাধ্য রাধাদাস্য-বিরোধি বিচারে ধাবিত হইব না। রাগানুগপথ ও পুষ্টিমার্গ দেখিতে ও শুনিতে একই জাতীয় হইলেও সেখানে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তকে ধামাচাপা দিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আহ্বান করিব না। গর্ভোদকশায়ীর সেবা অপেক্ষা অটিনা-বঞ্চনাময় রাধাদাস্যকে অধিকতর জটিল মনে হইলেও তাহা শ্রীরূপানুগগণের অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম। শ্রীল প্রভুপাদ সেই কৃপানুগগণের শিরোমণি।

# সম্পাদকীয়

"গৌড়ীয়ের ১২শ সংখ্যায়" 'সভা প্রকাশিত হইতেছে'—শীর্ষক প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্, পি, আর, এস্ মহাশয়ের সহিত পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীর যে কথা হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীমান্ ভক্তানন্দ ব্রহ্মচারী নামক একব্যক্তি তজ্জন্য অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় সাধারণ আলাপ-ছলে যে কথা বলিয়াছেন, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু তদনুসারে ঐ প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ লিখিয়াছেন, জানা যায়। এবিষয় ছাপান সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়ের কোন অনুমতি লওয়া হয় নাই সত্য বটে এবং সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আর উক্ত প্রবন্ধের "মূল বিভাভূষণ" বলিয়া যে উক্তি আছে, তদ্দ্বারা কুঞ্জবাবুকে কোন প্রকারে অপমান করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় আই, এস্ মুখার্জী মহোদয় তাঁহার ৪।৮।৩৭ তারিখের রায়ে ঐরূপভাবে নামোল্লেখ করিয়া কাহাকেও কিছু অপমানিত করেন নাই। মাননীয় অধ্যাপক মহোদয়েরও তদ্রূপ এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ন ম-ব্যবহার কিছু দোষাবহ হয় নাই। 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর', 'বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি', 'রবি ঠাকুর' ইত্যাদিরূপ সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখে ঐ সকল বিশ্ব-পূজিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে অপমানিত করা হয় না, সাধারণ চলিত ভাষায় উহা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পত্র-লেখক শ্রীমান্ ভক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর কোথায় লাগিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। উক্ত ব্রহ্মচারীর পত্রের উত্তরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু লিখিয়াছেন—

Then I remembered that a few days ago two pamphlets * had been sent to me—I was rather surprised that I should suddenly be the object of attention of a propoganda literature and I naturally connected it with the fact that it was directed against the local party whom I was contemplating to write for lecture. I had also no doubt (nor have I it now that the two pamphlets were manufactured by the same party. †

* (শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু লিখিত "আমার বক্তব্য" ও শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন বাগ লিখিত "তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে" ইত্যাদি পুস্তিকাদ্বয়।

† বাক্যাংশগুলি underline করা কার্য্য প্রকাশকের।

# প্রচার-প্রসঙ্গ

## ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গীতার ক্লাস

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম্ম-শিক্ষা-সমিতির প্রচেষ্টায় ঢাকা-হলের ছাত্রগণের নিকট 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বিদ্যাবিনোদ মহোদয় গীতার ক্লাস লইতেছেন। গত ১৯শে জানুয়ারী বুধবার ঢাকা-হলে গীতার ক্লাসে গীতার ১২শ অধ্যায় অর্থাৎ ভক্তিযোগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা হইয়াছে। ঢাকা-হলে বিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্যাই অধিক। বি-এস্-সি ও এম্-এস্-সি ছাত্রগণের মধ্যেও যেরূপ অনুসন্ধিৎসার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহা বড়ই আনন্দের বিষয়। সে-দিন গীতার ক্লাসে গৌড়ীয় সম্পাদকের 'ভক্তিযোগ' ব্যাখ্যার পর ঢাকা-হলের ছাত্রগণ নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক প্রত্যেকটির যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়া ছাত্রগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। ছাত্রগণের প্রশ্নগুলি এই—

১। ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝায়?
২। ব্রহ্ম ও ভগবানে কি পার্থক্য?
৩। ব্রহ্মকে কি কেহ দেখিয়াছেন?
৪। অবতার কাহাকে বলে?
৫। অবতার কি Personality না Idea?
৬। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাদের কি রক্ত মাংসের শরীর?
৭। বেদকে বিশ্বাস করিব কেন?
৮। বেদ কি কোন মানুষের লিখিত পুস্তক নহে?
৯। প্রত্যেক বস্তুতে সন্দেহ না করিলে কি জ্ঞান লাভ হইয়া যায় না?

১০। বুদ্ধ বেদ মানেন নাই কেন ?

১১। বুদ্ধ ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কি ?

১২। বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য বিমুখ-লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয় কেন ?

১৩। অবতার যা লোকশিক্ষক কি লোকবঞ্চক ?

১৪। দৈব ও আসুর দুইপ্রকার সৃষ্টির সার্থকতা কি ?

১৫। ভগবান্ অসুরের দ্বারা অভিভূত হন কি ?

১৬। ভগবান্ অসুর ও মায়াকে সৃষ্টি না করিলেই ত' পারিতেন, তবে করিলেন কেন ?

১৭। ভগবানের সত্তায় ও আমাদের সত্তায় পার্থক্য কোথায় ?

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি প্রশ্ন প্রবন্ধান্তরে ছাত্রগণ করিয়াছিলেন। উহার স্থানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র যাতীত ঢাকা-অপরাধ-কলেজের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপণ্ডিতরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাস বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত মদন মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

---

## চয়ন

[ "The Orient Illustrated weekly" (Vol. 2, No. 18) ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৮ রবিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ]

### London Hindu Ashram

The Gaudiya Mission in London is doing useful work for the cause of Hinduism. Pandit A. B. Goswami who is in charge of the London Math has been a tireless worker in the matter of propagating Hindu culture in England by delivering religious lectures, conducting regular religious classes in the Math and representing the Hindu religion in the World Congress of Faiths and he has been able to arouse deep admiration and interest in the minds of the English people for the ancient religious culture of this country. He has also been able to obtain kind offers of support from some English sympathisers for the acquisition of suitable site and construction of the buildings of the London Math With such help and funds to be raised in India for the purpose, he is expecting soon to be able to take up the work of construction.

---

উক্ত ৩০।১।৩৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্ট' পত্রেই গৌড়ীয়ের সম্পাদক মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসুন্দর গোস্বামী প্রভু দি রাইট অনারেব্‌ল ভাইকাউণ্ট সামুয়েল মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র অক্সফোর্ড নগরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম্মমহাসভায় ( The world Congress of Faiths ) গত ২৩শে জুলাই, (১৯৩৭) সন্ধ্যায় "The world's need of Religion" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, যাহা স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌বাণ্ড কে-সি-এস্-আই মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর আলেখ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা 'ওরিয়েণ্ট' পত্রের সম্পাদকমহোদয়কে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

---

## শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ১২শে জানুয়ারী বুধবার শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখে কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত ছিলেন—মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিদয়িত গোস্বামিপ্রভু, মঃ মঃ অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীমান্ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ নরসিংহদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীল আচার্য্যদেব দিবসচতুষ্টয় ধামবাসিভক্তবৃন্দকে সংকীর্ত্তনামৃতরসে পরিপ্লুত করিয়া গত ১৩শে জানুয়ারী রবিবার বেলা প্রায় ৯ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় ও তাঁহার নিয়ামকত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ - সর্ব্বকালেই পাঠকীর্ত্তন-ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিক-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৩৪৪ ; ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ | ২৭শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয় ; চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল-লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ।

—( অমৃতপ্রবাহভাষ্য আদি লীলা ১২শ পঃ, ৫০ )

যাহে লোকের নিকট মোড়ল হইবার বড় যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না, দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন করা কোনক্রমেই উচিত নহে।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৪১পৃঃ )

যাহাদের বিষয়-গ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা ভক্তসাজেও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বর্ণবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া নিজের জড়স্বার্থ-সাধনে সর্ব্ববর্ণগুরু নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবকেও লঘু জ্ঞান করে।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৪-৫ পৃঃ )

# শ্রীসরস্বতী-পূজা

অদ্য শ্রীগৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরও এই তিথিতেই মহাবদান্যময়ী আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আজ শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী-উৎসব। জড়বিদ্যার উপাসকগণ অদ্য সরস্বতীর সকাম-উপাসনা করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকরী বিদ্যা-লাভের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট।

শ্রীসরস্বতী দেবী—বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি। তাঁহার অপর নাম বাগীশা অর্থাৎ তিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের বদনকমলে আসীনা।

সেই বাগীশাকে যাঁহারা শব্দময় উপচারের দ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা বাঙ্ময়ীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। সেই শব্দ দুই প্রকার—বৈকুণ্ঠ ও মাত্রিক। বৈকুণ্ঠ-শব্দ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করে, তাহা কৃষ্ণকর্ণামৃত, আর মাত্রিক শব্দ বহির্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়তোষণচ্ছলে পরিকল্পিত হয়, তাহা লোকরঞ্জক শব্দবৈচিত্র্যে জগতে প্রকাশিত। লোকরঞ্জক সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—সমস্তই মাত্রিক শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কৃপার ফল।

বৈকুণ্ঠশব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাধবমদনকমল-বিলাসিনী শুদ্ধা সরস্বতী একমাত্র কৃষ্ণপতি ব্যতীত কখনও বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন না। যাঁহাকে দিয়া আমরা নিজেদের বহির্মুখ ইন্দ্রিয় তোষণ করাইয়া লইতে পারি, যাঁহাকে নানাপ্রকার উপহার, উপঢৌকন দিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগের সুযোগ করিয়া লইতে পারি, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা তাঁহাকে আমাদের সেব্যরূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে সেবকই করিয়া ফেলি। প্রাকৃতজগতে যে সরস্বতী-পূজা হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক সকলেই সরস্বতীকে দিয়া স্ব-স্ব কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-লাভের সুযোগ করিয়া লইতে চাহেন।

জড়বিদ্যার্জ্জনকারী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কি জন্য সরস্বতীর আরাধনা করে, তাহাদের বিদ্যার্জ্জনের ফল কে পাইবেন? প্রাকৃত সাহিত্যিক যে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করেন, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির অনুশীলনকারী ব্যক্তিগণ যে বীণাপাণির অর্চ্চনা করেন, উহা কি উদ্দেশ্যে? বায়বনিতাগণের গৃহেও যে সরস্বতীর বিপুল অর্চ্চনা হয়, উহারই বা উদ্দেশ্য কি? অথবা বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রসমূহে যে সরস্বতী-পূজা জাতীয় উৎসবরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃই লোক-রঞ্জক আমোদ প্রমোদের অন্যতম ব্যাপারে পরিণত হইতেছে, উহার মূলেই বা কি উদ্দেশ্য আছে? এক কথায়ই ইহার উত্তর হইতে পারে,—ঐ সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ।

শ্রীসরস্বতীদেবী বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানই তাঁহার নিত্যসেবা; কিন্তু সেই বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতীর নিকট যখনই আমরা বিদ্যাবধূজীবন অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের ইন্দ্রিয়-উৎসব-বিধানের অভিলাষ-ব্যতীত অন্য অভিলাষ পূরণের প্রার্থী হই, তখনই তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার বঞ্চনাময় স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক কপটকৃপা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ছায়া-সরস্বতী আমাদিগকে জড়জগতের সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রদান করিয়া বা তাহার অপ্রাপ্তি-জনিত অভাবে স্থিতি করিয়া থাকেন। এই সকলই সরস্বতীদেবীর বঞ্চনাময় স্বরূপের কপট কৃপা।

সরস্বতীদেবীর বঞ্চিত স্বরূপের প্রধান পূজক—কবি কালিদাস ও তাঁহাদের অনুগ গ্রাম্য কবি বা সাহিত্যিক সম্প্রদায়, আর কৃষ্ণবল্লভা সরস্বতীর নিত্যভজন—শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়। কবি কালিদাস আপনাকে সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ বরপুত্র অভিমান করিয়াও, 'রঘুবংশে'র মঙ্গলাচরণে পার্ব্বতী ও শিবকে জগতের পিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াও ('জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ') 'কুমারসম্ভবে' মাতা ও পিতার গ্রাম্য বিহার বর্ণন করেন! ইহাতে যে রসাভাসদোষ ও সিদ্ধান্তবিরোধ হয়, তাহাতেই গ্রাম্য কবির মহাকবিত্ব (?), কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বা তদনুগজনগণের এইরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস দোষের লেশ বা গন্ধও নাই। কালিদাসের কাব্য বহির্মুখ জীব বা ভোগী দেবতার

ভোগের জন্য, আর শ্রীরূপের কাব্য পরদেবতা শ্রীরাধানাথের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য।

বর্ত্তমানযুগে এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই, যে মায়ীগুরু পঞ্চমীতে প্রাকৃত ব্যক্তিগণ সরস্বতীর পূজা করেন, তাহার একপক্ষকাল পরে কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। শুক্লা পঞ্চমীতে বিমুখ-বঞ্চনাকারিণী ছায়া-সরস্বতীর পূজা, আর কৃষ্ণা পঞ্চমীতে কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতীর পূজা।

সরস্বতী হইতে "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত"টী বাদ দিলে বিমুখবঞ্চনাকারিণী ছায়া-সরস্বতী আত্মপ্রকাশ করেন, সেই ছায়া সরস্বতী কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ আদায়ের যন্ত্র বলিয়া পূজিত হন। অপ্রাকৃত হরিকীর্ত্তনময়ী সরস্বতীর দ্বারা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা আদায় করাইয়া লইতে চাহিলেই সরস্বতী তাঁহার বঞ্চনাময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঐ সকল প্রাকৃত বস্তু প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সুগোপ্য বৈষ্ণব-মঞ্জুষার ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন-সমূহ সংগোপন করিয়া থাকেন, তখন শ্রীরূপের পাদপদ্ম-ধূলি অপেক্ষা প্রাকৃত কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদাকে মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপের মাহাত্ম্য-সূচক কথাগুলি কেবল মৌখিক অবান্তর ব্যাপারে পরিণত হয়।

শ্রীরূপানুগ সারস্বত সমাজে ভক্তিসিদ্ধান্তই একমাত্র প্রাণ। ভক্তিসিদ্ধান্তকে যাহারা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম মনে করেন, তাঁহারা সরস্বতীর বঞ্চক স্বরূপের বঞ্চনা-লীলায় মুগ্ধ। তাই আমরা অদ্য বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরনারায়ণী দেবীর আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ-বৈভব-স্বরূপিণী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর পূজা-তিথির আগমনী-গীতি নিবেদন করিতেছি। আমরা যেন সত্য সত্যই তাঁহার মহাবদান্যতা-লীলায় পূজার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি। তাঁহার পূজার নাম করিয়া যেন তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রকার অন্যাভিলাষের বিকৃতি প্রার্থনা না করি। আমাদের বিমুখ হৃদয় অন্যাভিলাষের আবাসে পরিপূর্ণ এবং ঐগুলিকেই আমরা বাস্তু মনে করিয়া বিবর্ত্তে পতিত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। এ সঙ্কটে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীরূপের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর অকপট-কৃপা। তাঁহার সেই কৃপা, তাঁহার অকপট সেবোন্মুখতার মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-পূজার অনেক সুযোগই তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া নিয়ত প্রদান করিয়াছেন। আগামী ৭ই ফাল্গুন গোবিন্দ-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-পূজা বা শ্রীব্যাসপূজা। তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার 'গৌড়ীয়', 'বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ', 'সরস্বতী-জয়শ্রী' 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা'র সেবাও সরস্বতী-পূজা বা ব্যাসপূজা বা ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী পূজা। ২৪শে মাঘ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথির একদিবস পরেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-তিথি পূজা, ২৬শে মাঘ শ্রীল মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব-তিথি-পূজা, ২৮শে মাঘ বরাহদ্বাদশী পূজা, ২৯শে মাঘ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজা। ১লা ফাল্গুন বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজা। ২৩শে ফাল্গুন হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা বা ধামপূজা। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অন্তে ২রা চৈত্র ফাল্গুনীপূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-তিথি-পূজা। শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী পূজার অনুগমনে ও আনুগত্যে তাঁহারই পূজার অবিচ্ছেদ্য নিত্য অঙ্গরূপে এই সকল পূজার অধিকার-লাভের জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা আমাদিগের কৃতবুদ্ধি বিধান করুন।

# ভাড়াটিয়া

শ্রীলপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার স্ব-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার বিংশবর্ষের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় 'ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে' শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভাড়াটিয়া'র বহুরূপী স্বরূপের সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভাড়াটিয়ার মূলসূত্র-সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতের অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া জীব ভোক্তৃ-অভিমানে সেই নিত্যদাস্য একবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। পরের গৃহে বাস করিয়া দেহে আত্মজ্ঞানহেতু আবাসস্বামীর হরিদাস্যরূপ চিৎপ্রকাশ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়সুখতৎপরতায় ভোক্তৃবুদ্ধিতে নিত্যধর্ম্মের নামে জড়জগতে ভাড়া খাটিতেছেন। দেহে আত্মজ্ঞান হইলেই অন্যের সুখসুবিধা ভাড়া আদায় করিতে হয়। ইহাকেই বলে জড়ে প্রভুত্ব বা ভাড়া আদায়। জড়াভিমানীর পরিচর্য্যা করিয়া দিয়া মাসিক শুল্ক গ্রহণ বা টীকা কুলুপ ভাড়া লাভের জন্য যাবতীয় চেষ্টা। গৌরসুন্দর বলেন, সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না। কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজস্বকে অন্যের নিকট ভাড়া দিলে গৌর-সেবা হয় না। ... ভাড়াটিয়া ভক্ত নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ী ভাড়াগুলি নিজপ্রতিষ্ঠা, নিজ কনককার্ম্মিনী, নিজ কামিনীভূষণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন, মনে করেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্তবাণী অনুসরণ করিলে জানা যায়, ইন্দ্রিয়মুখ-জীবের যতক্ষণ অভাভিলাষ থাকে, ততক্ষণই তাহার ভাড়া খাটিবার প্রবৃত্তি নৈসর্গিকী। অভাভিলাষীমাত্রই ভাড়াটিয়া। অভাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী, তপস্বী, ব্রতী, পঞ্চোপাসকী, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামী, মিছাভক্ত বা আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, প্রাকৃতসহজিয়া—সকলেই ভাড়াটিয়া, একমাত্র শ্রীরূপের পাদপদ্মের কিঙ্করগণ ব্যতীত আর সকলেই ভাড়াটিয়া।

স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, যাঁহারা কোন কার্য্যের বিনিময়ে মূল অর্থ বা দ্রবিণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই বুঝি "ভাড়াটিয়া", কিন্তু শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, যাহে সর্ব্বস্ব ত্যাগের অভিনয় করিয়াও, 'হরিভক্ত' বলিয়া পৃথিবীবিখ্যাত হইয়াও শ্রীরূপানুগ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন না কোনপ্রকার অভাভিলাষের ভাড়া খাটিতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

'কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসীগিরি ভাড়া দিয়া ভক্ত হন, কেহ বা জড়লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেন। তর্ক-বিতর্ক ভাড়া দেওয়া যায়। অভাভিলাষযুক্ত হইলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না। ভাড়া দিলে শ্রীধামে যাওয়া যায় না, ভাড়া আদায় করিলেও শ্রীধামবাসী হওয়া যায় না'।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের গত বিরহোৎসবের সময় বঙ্গের এক প্রতিষ্ঠিতনামা ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, —'পৃথিবীতে এমন হৃদয়বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পরের হিতের জন্য কোটি-কোটি অর্থের আশা, আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, সামান্য টাকা-পয়সার চাড়াখাটা অতিক্ষুদ্রবুদ্ধির কার্য্য, কিন্তু সকল বড়জীবই প্রতিষ্ঠা ভাড়ার ন্যূনাধিক ভাড়াটিয়া। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার ভাড়া না খাটেন, এরূপ জীব জগতে নাই।'

একার নির্লোভ রাজচক্রবর্ত্তীকে হয়ত' টাকা বা অন্য কোন দ্রবিণের দ্বারা সহজে ভাড়া খাটাইতে না পারা যাইতে পারে, কিন্তু অতি সহজেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার ভাড়াটিয়া করা যায়। কনক-কামিনীর ভাড়াটিয়াকে অতিসহজে চেনা যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশার ভাড়াটিয়াকে সাধারণলোক চিনিতে পারে না। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ, অষ্টাদশোপী, ব্রতী, তপস্বিগণ অনেক সময়েই কনক-কামিনীর ভাড়াটিয়াগিরিকে ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার ভাড়াটিয়াগিরিতে জাত ও অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ।

ভক্তিবাজনের ছল করিয়াও, এমন কি, গুরুগুরুকের সজ্জা ও সংজ্ঞা লইয়াও আমরা এক একটি মঠ ভাড়াটিয়া হইতে পারি। কেবল ভাগবতব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী, ভেট-ব্যবসায়ী, রসকীর্ত্তন-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ ভাড়াটিয়া নহেন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের কৃপায় ঐসকল ভাড়াটিয়াকে ন্যূনাধিক সকলেই চিনিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন; কিন্তু শ্রৌতপন্থ-বিচার-আচারবিরোধী যে প্রচ্ছন্ন ভাড়াটিয়ার দল পৃথিবীতে আছে, তাহা ধরিবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাধারণের ত' নাই-ই, অসাধারণগণেরও অনেকেরই নাই। নিঃস্বার্থপরতার অভিনয় করিয়া, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগের অভিনয় করিয়া, অনুক্ষণ হরিসেবা ও হরিকথা প্রচার করিবার অভিনয় করিয়া, সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবার অভিনয় করিয়াও আমরা ভাড়াটিয়া হইয়া যাইতে পারি। আমরা 'ভাড়াটিয়া' কিনা, ইহা তখনই প্রমাণিত হয়, যখনই গুরু বা বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার বেতন হ্রাস করেন। প্রতিষ্ঠা-ভাড়া কিছু কম হইলেই যদি আমাদের গুরুসেবায় উৎসাহ কমিয়া যায় ও তাহাতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমরা যে এতদিন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় করিয়াছি, উহা কেবল ভাড়াটিয়াগিরি মাত্র। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আনুকূল্য করিবার নামে যে বিষয়ী ও যোষিতের খিদমদ্‌গারী করিয়াছি বা করি, উহাও কেবল আমার ভাড়াটিয়াগিরি। সেবার রঙ্গমঞ্চের মূল অধিকারী হইতে প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী-ভাড়া আদায় করিবার পিপাসাই আমাকে সেবার অভিনেতা ও তৎকার্য্যে উৎসাহী করিয়াছে; ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় "জড়লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেওয়া"।

জড়লাম্পট্য অনেক প্রকার—চক্ষুর লাম্পট্য, কর্ণের লাম্পট্য, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকের লাম্পট্য। সাধারণতঃ লোকে ত্বকের লাম্পট্যকেই 'লাম্পট্য' মনে করে, কিন্তু এইগুলি অতিস্থূল, সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের লাম্পট্যের আর তৃপ্তি নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট, অকর্মণ্য ও শিথিল হইলেও রাজা মনের লাম্পট্য-পিপাসার নিবৃত্তি হয় না।

গৃহব্রত বা ঘরপাগলা ব্যক্তিগণ অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাড়া খাটিয়া থাকে, কবি তুলসীদাসজীর ভাষায় তাহাদের ভাড়া বা মূল্য 'তিন পাওকে সের'। তিন পোয়া বা এক সের চাউল বা আটার ব্যবস্থা হইলেই গৃহব্রত ও ঘরপাগলা ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হন, কিন্তু—

'মনকি তৃষ্ণ অনেক হ্যায় নিগলত্ সের মুহের্'

যাহারা মনোধর্ম্মের খিদমদ্‌গার, তাহাদিগের ভাড়া অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাবাজীর ভাড়া সামান্য মূল্যে পরিতৃপ্ত হয় না। মুখের পর্ব্বত পরিমাণ প্রতিষ্ঠারাশির স্তূপ তাহাদের পুরোভাগে আনয়ন করিলেও তাহাদের ভাড়া খাটার প্রবৃত্তিতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় না। গৃহব্রত বা ঘর পাগলা ভাগবত ব্যবসায়ী ঘণ্টায় ১০৲ টাকা মূল্যে করিয়া ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠের ভাড়াটিয়া বক্তা হন, আর ঘর-বিবাগী বাহির-পাগলা তপস্বীগিরি ভাড়া দিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদচরিতের "যত আশিষ এষ আশাতে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—এই শুকবাক্যের কথা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াও পাঠ ও ব্যাখ্যার পর "কিহে বাপু আজ পাঠ কেমন হ'ল? সব শ্রোতা একেবারে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ, দেখিলে ত'।" ইত্যাদি কথা মুখে বা অন্তরে বলিয়া অতৃপ্ত প্রতিষ্ঠার ভাড়াটিয়া হইয়া পড়েন!

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর মতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, —ধন-শিষ্যাদি-দ্বারা ভক্তি হয় না, কিন্তু আমি হরত' ধনী শিষ্যাদির তোষামোদ করিয়া তাহাদিগকে হাতে রাখিতে পারিলেই আমার আত্মরক্ষা হইবে, এই মনে করিয়া ধন ও শিষ্যাদির নিকট আমাকে ভাড়া দিয়া থাকি। এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সমূহ আমার চরিত্রের ধাপে ধাপে মিলিয়া যায়,—

'ভাড়াটিয়া ভক্ত (?) নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ী ভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ ধনকার্জ্জন, নিজ কামিনীতর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন, মনে করেন।'

শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণববৃন্দের সেবায় অভিনয় করিয়া যদি নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিবার জন্য শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের নিকট প্রতিষ্ঠাদিগুণ আকাঙ্ক্ষা করি, তবে নিশ্চয়ই আমি নিছক ভাড়াটিয়া। শ্রীগুরুদেব কতটা অধিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দান করিয়া আমাকে

কতটা অধিক ভাড়া খাটাইয়াছেন, আমার বেতন অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কত বেশী, এরূপ বিচার ভাড়াটিয়ার বিচার। কর্ম্মজগতে কর্ম্মবীরগণ মনে করিয়া থাকেন—কেরাণীর মাসহারা পঁচিশ ত্রিশ টাকা, কিন্তু উচ্চতম কর্ম্মচারীর মাহিনা হয়ত' মাসে দশ হাজার টাকা বা স্বাধীন ব্যবসায়ী মনে করিতে পারেন যে, আমি নিজের শরীর ভাড়া দিয়া মাসে লক্ষ টাকা রোজগার করিতে পারি, সুতরাং সামান্য কেরাণী অপেক্ষা আমাদের পদ অনুসরণীয়রূপে উচ্চ। কর্ম্মরাজ্যে এইরূপ উচ্চতার বড়াই শোভনীয়; কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীরূপের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধী বলেন,—কর্ম্মরাজ্যের 'ছোট ভাড়াটিয়া' অপেক্ষা 'বড় ভাড়াটিয়া'র বাহাদুরী থাকিলেও ভক্তিরাজ্যে ঠিক বিপরীত। যে ভাড়াটিয়ার মাশুল বা বেতন যত বেশী, সে ভাড়াটিয়া তত অধিক ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট। গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি যতটা অধিক কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠাশা ভাড়া আদায় করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, তিনি তত অধিক বঞ্চিত হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইতে চাহেন। কাজেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দ কাহাকেও বা কাহাদিগকেও অধিক প্রতিষ্ঠা বা ভ্রবিপাদি বেতন দিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার বা তাঁহাদের অধিক গৌরব করিবার আছে, তাহা নহে; বরং গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে তিনি বা তাঁহারা অধিক ভাড়া খাটিয়াছেন—ইহাই প্রমাণিত হয়।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে সেবা-বৃত্তির হ্রাস হয় না, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকে, অকপট দৈন্যই অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রতিষ্ঠাশার দুর্ভিক্ষে ক্রোধ বা সেবায় বিরক্তি হয় না। গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদকে প্রাপ্য-ভাড়া মনে হইলেই 'আমার বা আমাদের বেতনের পরিমাণ অনেক বেশী', লোকের নিকট ইহা বলিয়া বা অপর ভাড়াটিয়ার দ্বারা বলাইয়া ভাড়া খাটার বাহাদুরীকেই বহুমানন করিবার প্রবৃত্তি হয়।

অনেক সময় আমরা গৃহব্রতগিরিতে ভাড়ার পরিমাণ খুবই কম অর্থাৎ পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি এবং স্ত্রী-পুত্র-পালনজনিত নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা-ক্লেশ-কণ্টকাদিপূর্ণ সুখ-স্বপ্নের অকিঞ্চিৎকর ভাড়া প্রাপ্তির আলেয়া দেখিতে পাইয়া উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক "বড় ভাড়াটিয়া" হইবার জন্য ত্যাগীর বহুরূপী সোণার পরিয়া থাকি এবং বহুরূপ ভাড়া দিয়া মাশুলরূপে কনক-কামিনী, কখনও বা এই দুইটি অতি স্থূল ভাড়াকে "দূর ছাই" করিয়া প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীর পশ্চাতে ধাবিত হই। তখন ক্ষুদ্র গৃহী-বাউলগিরি ছাড়িয়া ত্যাগী-বাউল হই। ঘর-পাগলামী ছাড়িয়া বাহির-পাগলামীতে ঝিঁঝিঁপোকা হইয়া পড়ি। ঘরের পাগলকে কোনরূপে বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখা যায়, কিন্তু বাহির পাগলকে সমগ্র মানব-সমাজে জঞ্জাল উপস্থিত করে।

যৎপাদপল্লা ধ্যান গৃহব্রতের বেশে সীতা হরণ করিবার জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু ত্রিদণ্ডীর বেশে বা ত্যাগী বাউল সাজিয়া স্বয়ং ভগবানের স্বরূপশক্তিকে পর্য্যন্ত ভোগ করিবার স্পর্দ্ধা করে। এজন্য বহুরূপী অভ্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতির আবরণ এবং সকল অনর্থের মূল কৃষ্ণবিস্মৃতিজনিত দেহাত্মাভিমান হইতে উৎপন্ন ভাড়া খাটিবার প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে শ্রীরূপানুগ-গণের অকপট আনুগত্য ও পূর্ণ নিষ্কামত্ব বরণ করা উচিত। অনর্থযুক্ত জীব স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইয়া বিচরণ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে নানা আকারে দেহ ও মনকে প্রকৃতির নিকট ভাড়া দিতে হইবে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বিভিন্ন রূপ আমাদের বহির্ম্মুখতার মাশুলরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের নিত্যসিদ্ধ অকৃত্রিম সেবা-প্রবৃত্তিকে নিত্যকাল আবৃত করিয়া রাখিবে।

আমাদের ভীষণাদপিভীষণ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব আমাদিগের নিকট নানাপ্রকার ভাড়ারী প্রলোভন বা commercial interest উপস্থিত করেন, কখনও বা আমাদের অহৈতুকী সেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্যও আমাদের সম্মুখে নানা প্রকার ভাড়ার প্রলোভন আনয়ন করিয়া থাকেন। যখন ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির তপস্যা করিয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন, তখন নারায়ণ ধ্রুবকে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধ্রুব বুঝিয়াছিলেন, শ্রীহরির তপস্যার ভাড়া-রূপে রাজ্যৈশ্বর্য্য গ্রহণ করা ভাড়াটিয়া হওয়া মাত্র। প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন দান করিলেন, তখনও শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়া-

ছিলেন ; কিন্তু প্রহ্লাদ জানাইলেন যে, বিষ্ণুর নিকট হইতে বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত অন্য কিছু বর প্রার্থনা করা ভাড়াটিয়া-গিরি মাত্র। ঐরূপ বেগেগিরি বা ভাড়াটিয়া গিরি ভগবদ্ভক্তের ধর্ম নহে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গত বিরহসভায় কোন অধিবেশনে সভাপতিরূপে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়াছিলেন,—শ্রীল প্রভুপাদ যখন কোন স্থানে ভ্রমণাদিতে যাইতেন, তখন সেই স্থান হইতে বিদায়গ্রহণকালে 'সেবক'কে তাহার সমস্ত প্রাপ্য বিসেবভাবে চুকাইয়া দিতেন, এমন কি, অনেক সময়ই নিজের নিকট হইতে সেবককে তাহার প্রাপ্য মাশুল ও পারিতোষিক প্রদান করিতেন। এবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের যেন একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের শারীরিক বিভিন্ন পরিচর্যাও যাঁহারা করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে অনেক সময়ই পাঁচ-দশ টাকা ও নানাপ্রকার দ্রব্য প্রদান করিতেন। আবার অধিকতর চতুর কেহ কেহ ঐরূপ সামান্য পারিতোষিক নিতেন না দেখিয়া তাঁহাদিগকে একসঙ্গে বিভিন্ন আকারে নানাভাবে মাশুল প্রদান করিতেন ও করিয়াছেন। এইরূপভাবে শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও কাছেরও নামে ব্যাঙ্কে টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল ব্যাপারে ন্যূনাধিক মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা হরিসেবার পরিবর্তে ভাড়াই খাটিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত-কীর্তনের মধ্যে এইরূপ ভাড়া-খাটার বিন্দুমাত্রও পোষকতা পাওয়া যায় না।

ভাড়াখাটা বৃত্তি বদ্ধজীবের স্বাভাবিক এবং তাহা বহুরূপিণী মায়াময়ী। কাজেই এরূপ বিপদে গুরুপাদপদ্ম-বৈষ্ণবগণের অহৈতুক অকপট আনুগত্যময়ী করুণা প্রার্থনা, শরণাগতি, আত্মনৈপ্ত, তাঁহাদের শাসন ও নিয়মন সর্বতোভাবে অঙ্গীকারপূর্বক আত্মসংশোধনের জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প, শ্রীনাম প্রভুর নিকট বৈষ্ণবানুগত্যে সর্বদা আত্মমঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের দেহাত্মাভিমানের ভাড়া খাটিবার বহুরূপিণী প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই।

---

# ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগীতা

[ দ্বিতীয় দিবসের অবশিষ্ট ]

## চতুর্থ অধ্যায়

### বর্ণ-বিচার

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রৌত-পরম্পরা বা আম্নায়ের নিত্যত্ব, অবতার-সিদ্ধান্ত, অবতারের কারণ, অবতারের নিত্য-সিদ্ধস্বরূপ, তাঁহার আবির্ভাব ও কর্ম-রহস্যের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব, জীবের শরণাগতির পরিমাণানুসারে ভগবৎসেবা বা কৃপা-বরণের যোগ্যতা, কামিলোকগণের আশুফলপ্রার্থী দেবতাগণের উপাসনায় নৈসর্গিকী-প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া ভগবান্ চতুর্বর্ণ সৃষ্টির উদ্দেশে বর্ণন করিয়াছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।
( গীঃ ৪।১৩ )

অর্থাৎ আমাকর্তৃক গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে চারিবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার কর্তা হইলেও অব্যয় আমাকে অকর্তা বলিয়া জানিবে।

তাৎপর্য এই যে, জগতে পরমেশ্বর ব্যতীত কোন বস্তু বা ব্যাপারেরই আর কোন দ্বিতীয় কর্তা নাই ;—এজন্য বর্ণ-ধর্মের ও বর্ণসঙ্করেরও কর্তা কৃষ্ণব্যতীত আর কেহই নহেন। কিন্তু কৃষ্ণকে বর্ণধর্মের কর্তা বলিয়াও অকর্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ, জীবের অদৃষ্ট অর্থাৎ তাঁহার স্বাধীনতা-ধর্মের অপব্যবহার-বশতঃ কৃষ্ণের মায়া-শক্তি দ্বারা এই বর্ণ-ধর্ম কৃষ্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মায়া-শক্তি তাঁহার বাহিরের অঙ্গের শক্তিবিশেষ, আর ভিতরের

অঙ্গের শক্তির নাম স্বরূপ-শক্তি বা চেতন-শক্তি। চেতন-শক্তির অধীশ্বররূপে কৃষ্ণের নিজস্ব স্বরূপ প্রকাশিত। কাজেই মায়াশক্তি-দ্বারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী জীবকে সংশোধিত করিবার জন্য কৃষ্ণ যে সৌগতাবে কৃপা করেন, তাহাতে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব নাই, অথচ কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় কর্তা বা মূল কারণ না থাকায় কৃষ্ণই সেই ব্যাপারের কর্তা।

'গুণকর্মবিভাগশঃ' শব্দের দ্বারা বর্ণ-ধর্ম বা বর্ণ-সমূহ গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে অর্থাৎ জীবের বৃত্তি-অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। এখানে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

'সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিক-শুশ্রূষাদীনি কর্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি।'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণপ্রধান, শম-দমাদি তাঁহাদের কর্ম; ক্ষত্রিয়গণ সত্ত্বরজোগুণপ্রধান, বলবীর্য-যুদ্ধবিগ্রহাদি তাঁহাদের কর্ম। বৈশ্যগণ রজস্তমোগুণপ্রধান, কৃষি-বাণিজ্যাদি তাঁহাদের কর্ম; আর শূদ্রগণ তমোগুণপ্রধান, পূর্বোক্ত ত্রিবর্ণের সেবাদি তাঁহাদের কর্ম। এইরূপ গুণ ও কর্মের বিভাগের দ্বারা চারিবর্ণ-ধর্ম বা বর্ণসমূহ আমারই ( শ্রীকৃষ্ণেরই ) সৃষ্টি।

### গীতায় ১৮শ অধ্যায়ে গুণকর্মানুসারে বর্ণবিভাগ

গুণ ও কর্ম অনুসারে এই বর্ণ-বিভাগের কথা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান্ বর্ণন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ॥
( গীঃ ১৮।৪১ )

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণই প্রকৃতিজাত জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ, সেই স্বভাব-জনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল বিভক্ত হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্মস্বভাবজম্॥
( গীঃ ১৮।৪২ )

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, শাস্ত্র-জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব-জাত কর্ম।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ( গীঃ ১৮।৪৩ )

শৌর্য ( পরাক্রম ), তেজঃ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়নপরতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব,—এই কএকটি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম।

কৃষিগোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
( গীঃ ১৮।৪৪ )

কৃষি, গোরক্ষ ( পশুপালন ), বাণিজ্য—এই কএকটি বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্যাত্মক কর্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম। ( এই চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল শৌক্রজন্ম দ্বারা হয় না। )

### শ্রীমদ্ভাগবতে গুণকর্ম-দ্বারা বর্ণ নিরূপণ

শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক এইরূপ বিচারই পরিদৃষ্ট হয়—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
শৌর্যং বীর্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
দেবগুর্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্॥
শূদ্রস্তু সাত্ত্বিকঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥
( ভাঃ ৭।১১।২১-২৫ )

শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, সরলতা, শাস্ত্র-জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই কএকটি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য এই কএকটি ক্ষাত্র-লক্ষণ। দেবতা, গুরু, অচ্যুত-ভক্তি, ত্রিবর্গপরিপোষণ, আস্তিক্য, অর্থাৎ বেদবিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য—এই কএকটি বৈশ্য-লক্ষণ। সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, নমস্কারের দ্বারাই পূজনানুষ্ঠান, অস্তেয়, সত্য, গো-বিপ্র-রক্ষা—এই কএকটি শূদ্র-লক্ষণ।

এই চারিবর্ণের প্রত্যেকেরই পরমেশ্বরে ভক্তি প্রধান কর্ত্তব্য; কারণ, আত্তিকতা পরিহার করিয়া কোন বর্ণই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, বা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহারা স্বস্ব বর্ণ হইতেও পতিত হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৭।২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩)

অর্থাৎ চারি বর্ণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

### কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণনিরূপণে ব্যভিচার

কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণনিরূপণ শাস্ত্র, বিজ্ঞান বা সদ্যুক্তি কোনওটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। তবে জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবার একটি প্রণালী দৃষ্ট হইবার কারণ কতকটা গুণ ও কর্ম্ম-নিরূপণ-ব্যাপারে আলস্য, আর কতকটা বংশানুগত আলোচনা, উপদেশ, [illegible] প্রভৃতি ঘটনাক্রমে বংশীয় স্বভাব সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া। কিন্তু অনেক স্থানে উহার ব্যভিচারও লক্ষিত হয়। পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত, ঔপন্যাসিকের পুত্র ঔপন্যাসিক, ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার হইবার অনেক পারিপার্শ্বিক সুযোগ আছে সত্য; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পুত্রও গণ্ডমূর্খ, ঔপন্যাসিকের পুত্র দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, আবার ডাক্তারের পুত্রকে চিররোগী বা চিকিৎসা-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩৫) বলিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধর—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে,—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'যস্য যল্লক্ষণম্' শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র-ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই—এইরূপ ব্যক্তিতে-শমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-দ্বারা তাঁহার 'বর্ণ' নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীগীতার এই গুণ-কর্ম্ম-বিভাগানুসারে বর্ণ-নিরূপণের বৈজ্ঞানিক বিচার বর্ত্তমান যুগে সনাতনধর্ম্ম-পুনঃসংস্থাপনের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ পাঠ করিতেছি,—

### বর্ণবিচার-সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"বিজ্ঞান সহকারে যাহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারিপ্রকারে বলিয়াছেন, যথা (১) ব্রহ্মস্বভাব, (২) ক্ষাত্রস্বভাব, (৩) বৈশ্য-স্বভাব ও (৪) শূদ্র-স্বভাব।

যে স্বভাব হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, সহিষ্ণুতা-গুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশারাধনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই স্বভাবকে 'ব্রহ্মস্বভাব' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান, জগৎরক্ষা জগৎশাসন ও ঈশ্বরপূজা ইত্যাদি গুণসকল নিঃসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষাত্র স্বভাব বলা যায়। যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য প্রভৃতি উদিত হয়, সেই স্বভাবই বৈশ্যস্বভাব। যে স্বভাব হইতে কেবল পরসেবা-দ্বারা নিজের উদর-পালন প্রভৃতি উদিত হয়, সেই স্বভাবকে শূদ্রস্বভাব বলে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধরহিত, স্বাচারপরিভ্রষ্ট, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদরসর্ব্বস্ব, বিবাহবিধিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে নর-স্বভাব হয় না, অতএব নরস্বভাব চারিপ্রকার মাত্র।

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে

সে কর্ম্ম করে ও করিতে হয় না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় 'জিনিয়াস্' ( genius ) বলে। পরিণত স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত-প্রদেশে মানবগণ প্রাকৃতিক চারিটি স্বভাব হইতে চারিটি বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণ-বিভাগদ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগ-বিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তিমূল বিজ্ঞান-জড়িত এবং সে সমাজ সর্ব্ব মানবজাতির পূজনীয়।

## য়ুরোপে বর্ণ-বিভাগ

কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপ খণ্ডের মানবগণ বর্ণ-বিধান স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎকর্ম্মা ও অন্বেষণে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণ-বিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীনজাতীয় মানবগণ প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসী হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে এরূপ কার্য্য করিতেছেন। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞান-বলিত সমাজ-অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্য জাতির মধ্যে বর্ণ-বিধান থাকায় বার্দ্ধক্য-অবস্থাতেও জাতি-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীকজাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতি-লক্ষণ-রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করিয়া ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, তাহারা আর নিজ-দেশীয় বীরপুরুষদিগের গৌরবের অভিমান করে না। অদ্যদেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীকজাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে। কেন? কেবল বর্ণাশ্রম-বিধান বলবান্ থাকায় এতাহাদের জাতি-লক্ষণ যায় নাই। মেদবহুল রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্য দশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণ-বিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয় রোম প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় লোকেরা হূন ও তাতার প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সহিতও মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌষ্ঠব আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্ স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি-সাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষাত্র-স্বভাব, সে 'মিলিটারি-লাইন' বা সৈনিক ক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্র-স্বভাব, তাহারা সামান্য সেবা-কার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণ-সম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও এধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণাকারে প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে।

## বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রণালী

সকল ব্যাপারেই দুইপ্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক-প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক-প্রণালী। যে-পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হয়, সে-পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমন, যে-পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে যানসকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে-পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতিদ্বারা জল-যাত্রা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সমাজও সেইরূপ; অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রকৃতরূপে যে-দেশে চালিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে-দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণ-বিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে ( সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই ) সমাজের চালক হইয়াছে। এইজন্য ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

## ভারতের বর্ণবিধি বর্ত্তমানে ব্যাধিগ্রস্ত

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ

অবস্থা-লক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর—না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবয়বে সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অবাস্থ্য-নিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্ত্তাক্রমে ভারতবাসিগণ মুদ্রাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন। এই অবস্থা কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

### ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আর্য্যজাতির বিজ্ঞান-আলোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। * তখন এইরূপ বিধি হইল যে, প্রতি ব্যক্তি স্বভাব-অনুসারে বর্ণ লাভ করিবেন এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবেন। শ্রম-বিভাগ-বিধি ও স্বভাব-নিরূপণ-বিধি দ্বারা জগতের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাবদ্বারা বর্ণযুক্ত করা হইত জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাস† ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়েই দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্তবংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতূকর্ণ নামে মহর্ষি হন এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐল-বংশে হৌত্রক-পুত্র অজমীঢ় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরত-বংশে ভন্যুমান্—যাঁহার নাম বিতথ রাজা, তাঁহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্য্যশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্যগোত্রীয় সন্তানগণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মসাত করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কএকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে-সময় এইরূপ প্রকৃত সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ই ভারত-যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্নরবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাবযুক্ত ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, ধর্ম্মদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে-সময় সসম্ভ্রমে ভারতবাসীর উপদেশ গ্রহণ করিত।

### জন্মগত বর্ণবিধান দৃঢ় হইবার কারণ

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষাত্র-স্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ-মধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি-ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয় বর্ণ-মধ্যে যে কলহ-বীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদিশাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির আশা রহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্ব-নাশের উপায় উদ্ভাবন করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান্ হইয়া উঠে। এতদ্বিবন্ধন জন্মগত-বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। একদিকে কুব্যবস্থা ও অপরদিকে স্বদেশ-নিষ্ঠা,—এই ভাব-দ্বয় বিদ্যমান হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী আর্য্যসন্তানদিগকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল।

### অবৈধবর্ণ-বিধানের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস

ব্রহ্মস্বভাব-বিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষাত্রস্বভাব-বিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাব-বিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, তাহাতে ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাব-বিহীন শূদ্রসকল স্বভাব-বিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া ধ্বংসপ্রায় হইয়া পড়িল, তাহাতে বেদাদি শাস্ত্র-চর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল, ম্লেচ্ছযবনের তুর্কীগণ ভারতকে আক্রমণ-পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবযান-ব্যবহার উঠিয়া গেল, সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজে-কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। •

---

* আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপো নিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।১১-১৩)

† দূরহন্ত কিলাত্যায়ং তপস্তাপো যটোঽপি।
তপদ্ধিনো হ্যাগমেষ্যা ভিক্ষোরিত্যিতিহাসতা॥

আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্দ্ধক্য-হেতু ঘটিয়াছে,—এমন নয়; কিন্তু অবৈধ-বর্ণবিধান-ক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্ব-জীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে কোন শুভ্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণ-কর্ত্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কিদেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

## বর্ণ ও কর্ম্মাধিকার

কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম্মে অধিকার, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া দুঃসাধ্য। আতিথ্য-সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্য-সম্বন্ধে ত্রিসবন-স্নান, দেব-দেবীর পূজা, বেদ-পাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরোহিত্য, উপনয়নাদিব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস—এই সকল কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্ম্মযুদ্ধ, রাজ্যশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহৎ বৃহৎ দান প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশু-পালন ও রক্ষণ, কৃষি-কার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। অসৎ-দ্বেষ-সেবা ও অসৎ দ্বিবর্ণের সেবা-কার্য্যে শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ দান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য, মহোৎসব, গো-সেবা, ধনবৃদ্ধিকরণ এবং ন্যায়াচরণ—এসকল কার্য্যে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রী-পুরুষের অধিকার। পতি-সেবা-কার্য্যটিতে স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূল বিধি এই যে, যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য, সেই স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্ম্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নির্গুণ বৈষ্ণবগণ এসকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' আলোচনা করিবেন।"

—( শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত )

আমরা বর্ণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গীতা অবলম্বনে কিছু আলোচনা করিলাম। আগামী দিবস আশ্রম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

## ৪র্থ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অন্যান্য বিষয়

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তব্যাচরণই কর্ম্ম, নিষিদ্ধাচরণই বিকর্ম্ম ও কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম। কোন্‌টি কর্ম্ম, কোন্‌টি অকর্ম্ম এবিষয়ে বিবেকী ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হয়, এই অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। 'যিনি পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্মকে অকর্ম্ম অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য বিচার করেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী ও সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—ইহাই গীতার এই অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে বলিয়াছেন। এখানে শ্রীধর বলিতেছেন—'পর-মেশ্বরারাধনরূপে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তত্ত জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধ-কত্বাভাবাৎ।' ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ( ৪।১৯ ) গীতায় পণ্ডিতের লক্ষণ বলিতেছেন—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

যাঁহার সকল কর্ম্মই প্রাকৃত কাম ও অঙ্গ সংকল্পবর্জ্জিত, সেই জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ 'পণ্ডিত' বলেন।

যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর সেবার জন্য কর্ম্ম সম্বন্ধ-জ্ঞান দৃঢ় করে এবং অচিদ্‌ভাব নিরস্ত করিয়া দেয়। জড়-বদ্ধজীবের জড়কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা অনিবার্য্য। সেই জড়কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা শুদ্ধরূপে করার নামই 'যজ্ঞ'। চিদ্‌ভাব জড়ে আবিভূত হইলে ( জড় চিৎ হয় না ) তাহাকে "ব্রহ্ম" বলে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। পরমেশ্বর অপ্রাকৃত-শরীরী, ব্রহ্ম তাঁহার শরীরের কান্তি।

অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল—এই পাঁচটি যজ্ঞের অঙ্গ। এই পাঁচটিতে যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান অর্থাৎ চেতনভাব

---

আশ্রমাপেক্ষয়া প্রোক্তে যথাশ্রমবিচক্ষণৈঃ।
দেববর্ণাদিবিজ্ঞাতাস্তদপেক্ষোক্তয়স্তথা॥
আরাধনেতিরূপায়াং পরা জ্ঞানানুভাষতঃ।
কিমিমাহুঃ কবয় যা হ্যেতোর্দেহা পুরাণি সপ্ত॥

( ভাঃ ৭।১৫।৫৯—৬০ )

আবির্ভূত হয়, তখনই যথার্থ যজ্ঞ হয়। এই কথাই গীতা এই অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে বলিতেছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

অর্থাৎ ব্রহ্মই অর্পণ ( কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতাকার যজ্ঞপাত্রাদি )—ব্রহ্মাত্মক, হবিঃ ( ঘৃত )—ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মাত্মক অগ্নিতে ব্রহ্মাত্মক হোতৃকর্ত্তৃক সম্পাদিত হোমও ব্রহ্মাত্মক। এইরূপে কর্ম্মকে ব্রহ্মাত্মক করিয়া তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্র্যরূপ সমাধি হয়, তাঁহার গতিও ব্রহ্ম হইয়া থাকে।

তৎপরে গীতা বলিতেছেন,—

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
( গীঃ ৪।৩০ )

যজ্ঞের অবশেষরূপ অনিষিদ্ধ অমৃতের অর্থাৎ ভগবৎপ্রসাদের সন্ধানকারী ব্যক্তিগণ সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

স্বামিপাদ টীকায় "অনিষিদ্ধম্ অমৃতরূপম্"—এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞাবশেষের নাম করিয়া বিষ্ণু-সেবায় নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনের দ্বারা অমঙ্গল হয়, তাহা অমৃত নহে, তাহা বিষ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
—( গীঃ ৪।৩৩ )

দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রকার ফলরহিত কর্ম্ম আত্মজ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়।

সেই আত্মজ্ঞানলাভের উপায় কি? আত্মজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক প্রণিপাত অর্থাৎ শরণাগতি, পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ 'আমি কে? কিরূপে আমার বন্ধন হইয়াছে? কিরূপে আমার মোক্ষ হইতে পারে?'—এইরূপ প্রশ্ন এবং তদ্বিষয়ে নিষ্কপট শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
—( গীঃ ৪।৩৪ )

এই জ্ঞান-লাভের প্রাথমিক সোপানই শ্রদ্ধা—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥
—( গীঃ ৪।৩৯, ৪০ )

অর্থাৎ গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাতে একনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরেই পরা শান্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা লাভ করেন। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির না ইহলোক, না পরলোক, না শান্তি আছে।

গীতার এই শ্লোকদ্বয় বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যমানব-সমাজের চিন্তাধারার উপর বজ্রাঘাত করিয়াছে। তথাকথিত যুগমানব বলিতেছেন,—প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপারে সন্দেহ করাই উন্নতির সোপান, নতুবা প্রশ্নের পরিসমাপ্তিতে জ্ঞানের ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। সন্দেহের দ্বারা জ্ঞানের খনির খননক্রিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এইরূপ অনুমান ও বিচার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সসীম বস্তু বা ব্যাপারের সম্বন্ধে কতকটা প্রযুক্ত হইলেও নিত্য নবনবায়মান অসীম, অনন্ত, অতীন্দ্রিয় চিজ্জ্ঞানভাণ্ডারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রাকৃতরাজ্যেও দেখা যায়, বালককে গুরুমহাশয় যখন বর্ণমালা শিক্ষা দেন, তখন বালক শ্রৌতবাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া বর্ণমালা সম্বন্ধে কেবল সন্দেহজনক কুতর্ক করিলে কোনদিনই বিদ্যা লাভ করিতে পারে না, বরং গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া উপযুক্ত বিদ্যা লাভ করিবার পর বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক প্রণালী ধরিতে পারে। মাতা যখন পুত্রের নিকট তাহার ( বালকের ) জনকের পরিচয় বলিয়া দেন, তখন পুত্র মাতার শ্রৌতবাক্য নিজ-প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই বলিয়া অর্থাৎ পুত্র তাহার পিতার জনকত্বকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে নাই বলিয়া সন্দেহযুক্ত থাকিলে কোন দিনই মাতা বা পিতার অভিজ্ঞান লাভ করিতে বা স্নেহে অভিষিক্ত হইতে পারে না। শ্রুতি-মাতা ও আচার্য্য-পিতা যে শ্রৌত-জ্ঞান কীর্ত্তন করেন, তাহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অনুশীলন করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়,—ইহাই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অখিল চিজ্জ্ঞানভাণ্ডার ও তদন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার শ্রৌতপথে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির নিকটই আবিষ্কৃত হয়।

# বিবিধ সংবাদ

## হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভমেলায় শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠের "ভাগবত-প্রদর্শনী"

এবৎসর আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ( ১৯৩৮ ) হইতে ১৩ই এপ্রিল ( ১৯৩৮ ) পর্য্যন্ত হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। বহুলক্ষ লোক ঐ মেলায় সমবেত হইয়া স্নান-দানাদি তীর্থকৃত্য সমাপন করিবেন। প্রথম স্নান —২৮শে ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয় স্নান—৩১শে মার্চ্চ এবং তৃতীয় স্নানের দিবস—১৩ই এপ্রিল। নাস্তিক-আস্তিক, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, মুহুর্মুহু—সাধু-অসাধু—লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বিচারবৈশিষ্ট্য-বিজ্ঞাপনের একটি সুবর্ণসুযোগ লাভ করিয়া নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীমুখামৃতস্রবনিঃসৃত ভাগবতকথামৃতবিতরণার্থ তদীয় অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজের শুভেচ্ছায় ও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-সেবাপ্রকাশে ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সর্ব্বতোমুখী সেবা-চেষ্টায় হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠের সন্নিহিত-স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতশিক্ষাসার-সম্বলিত একটি বিরাট্ প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীহরিদ্বারে—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা-স্বরূপ "শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠ" নামক একটি মঠ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজই ঐ মঠের ভূমি সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীমন্দির ও সেবকবৃন্দ-নির্ম্মাণাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অশেষ কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। ইউ, পি লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অনারেব্‌ল ডক্টর স্যর সীতারাম কেটি এম্ এ, ডি-লিট্; মাননীয় মিঃ কে, আর, ব্যাল্‌কম্ আই-সি-এস্ ( অফিসার ইন্‌চার্জ্জ, কুম্ভমেলা ), রায়বাহাদুর লালা জগদীশপ্রসাদ ( মেম্বার কাউন্সিল অব্ ষ্টেট ও হরিদ্বার হ্যাণ্ড্‌ভাইলরি বোর্ড), রায় সাহেব এম্, এল, ভার্গব ( এক্‌জিকিউটিভ অফিসার ও সেক্রেটারী, হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটি ), লালা পরমানন্দ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন হরিদ্বার কুম্ভমেলায় শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সন্নিহিত-স্থানে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর জন্য ভূমি-সংগ্রহে এবং দেরাদুন নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার মহোদয় হরিদ্বার-শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠের গৃহ নির্ম্মাণে স্বামীজীকে সহায়তা করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

স্বামীজী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তাহ-ব্যাপী বিরহ উৎসবে যোগদান করিয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন এবং গত ২০শে ডিসেম্বর ( ১৯৩৭ ) বরোদাধিপতি মহারাজ গাইকোয়াড় বাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন উপলক্ষে বক্তৃতাদি প্রদান ও কলিকাতা বিভিন্ন-স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। তদবধি স্বামীজী জানুয়ারীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্ত দিল্লী, মীরাট, জয়পুর, দেরাদুন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া সম্প্রতি গত ৩০শে জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজীর শীঘ্রই রেঙ্গুণ যাত্রার কথা আছে।

---

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কিছুকাল প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ ও কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

---

**বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ**—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত ময়মনসিংহ নিবাসী জনৈক দীক্ষিত বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধান মত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, প্রমুখ শুদ্ধ বৈষ্ণব স্মার্ত্তদীক্ষিতগণের পৌরোহিত্যে স্মার্ত্তশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান ও অবৈধ-বিচারানুসারে অশৌচাদি গ্রহণ না করায়, কতিপয় কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত গৌড়ীয়মঠের এই কার্য্যের প্রতিকারের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধান স্বীকারকারী ব্যক্তিকে তথাকথিত সমাজচ্যুত

করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যখন ঐ বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তখন উক্ত শুদ্ধবৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ একটি সাধারণ সভায় এবিষয়ের বিচারের জন্য স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐহরিভক্তিবিলাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে কেহই সাহস করেন নাই; অধিক কি, স্মার্ত্তকুলনায়ক মঃ মঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-বিধানকে আক্রমণ করিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র 'বৈষ্ণবপর' এই শব্দটি উল্লেখ করিয়া নিজ-মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও শ্রীনারায়ণের অবশেষ নৈবেদ্য বা উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-দ্বারা শ্রাদ্ধের মহিমা অস্বীকার করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত সমাজচ্যুতির প্রসঙ্গ হরিভজন-কারী বৈষ্ণবের পক্ষে পরম অনুকূল; কারণ তাঁহারা দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়াই হরিসেবা করিতে চাহেন। দুঃসঙ্গ যদি নিজেই সরিয়া পড়ে, তবে ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের কথা কি?—"অসাধ্বিদমনুষ্ঠেয়ং পশ্চাদ্বৈষ্ণবনিন্দিতম্"।

---

## প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩৮) 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ঢাকা হলে গীতা অধ্যাপনা করিয়াছেন। ঐ দিন গীতার ১৩শ অধ্যায় ব্যাখ্যা হইয়াছে। ব্যাখ্যার পর অনেক ছাত্র পরমেশ্বরে ভক্তি করার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কি?—এ সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ছাত্রগণ সকলেই নিবিষ্টচিত্তে উহার উত্তর শুনিয়াছিলেন। আর একটি ছাত্র অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রাজ্যে কিরূপে প্রচারিত হওয়া সম্ভব, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের সত্যানুসন্ধিৎসা ও পরিপ্রশ্ন দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মালোচনায় বিশেষ আগ্রহ হইয়াছেন। এজন্য ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্মশিক্ষাসমিতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল, সি-আর-এস্ বর্দ্ধন-সাগর মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসাই। তাঁকা হলের Provost মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি, এস্-সি মহোদয় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে নিয়মিতভাবে গীতার ক্লাস লইবার জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

---

গত ৩০শে জানুয়ারী (১৯৩৮) রবিবার অপরাহ্ণে চেতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের আগ্রহে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান তীর্থ মহারাজ "মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজ সভেতে "হরিকীর্ত্তনকারীর যোগ্যতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুরই হরিনামের সভাপতিত্ব, শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত বিদ্যাই পরবিদ্যা বা ভক্তিবিদ্যা, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-ক্রমেই তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভে সার্থকী, অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণ কথা সর্ব্বোচ্ছিষ্ট পরম্পরা, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, লক্ষণরূপ আচার-প্রচার-পরায়ণ সাধু-মুখেই কৃষ্ণ কীর্ত্তিত হন, এবং তাঁহার নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহ অভিগমনপূর্ব্বক তদানুগত্যে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রধান অনুশীলন কর্ত্তব্য, ছায়-রহিত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বহির্ভূত বাক্যের শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই নিরয়প্রাপ্তিরূপ গতি লাভ, গীতোক্ত 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং', কঠোক্ত 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকীর্ত্তিত 'জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।' প্রভৃতি স্বরূপবোধক বাক্য অনুক্ষণ অনুশীলনীয়, যে দেশে যায় নাই, সে যেমন সেদেশের কথা বলিতে পারে না, তদ্রূপ উর্দ্ধ-স্বরূপ ব্যতীত অন্যের নিকট স্বরূপের সন্ধান অসম্ভব" ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া অর্থী ও পরমার্থী, হৈত ও অদ্বৈত বর্ণাশ্রমীর বিচার-বৈশিষ্ট্য তথা সদ্গুরু-লক্ষণ-বর্ণনে 'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী' প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য ইত্যাদি বিচারান্তে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীরূপশিক্ষা হইতে জীবের শ্রেণীবিভাগ-বর্ণন-মুখে জল-স্থল-খেচর জীবের মধ্যে স্থলচর, তন্মধ্যে মনুষ্য, তন্মধ্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের তারতম্য বিচারপূর্ব্বক ভক্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিষয় বর্ণন করেন। কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য'—এইটি অভিধেয়। সম্বন্ধ-

জ্ঞানের অভাবে এই অভিধেয় জানিতে পারা যায় না। 'কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ম্'। তিনি অধোক্ষজ বস্তু ('ন বৈ পুংসাং' ইত্যাদি), তাঁহার আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ('আরাধনানাং', 'যথা তরোর্মূল' প্রভৃতি), তিনি অক্ষজজ্ঞানময় নহেন, তর্ক পন্থায় তাঁহাকে জানা যায় না। অদ্বৈতবাদপ্রভৃতীয় পর্ব্বে পর্ব্বিতের জ্ঞানময় বস্তু তিনি নহেন। যারকার কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রহ্মার অহঙ্কার-নিরসনলীলায় ইহার আদর্শ প্রদর্শিত। ('যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ' প্রভৃতি শ্লোকও আলোচ্য।) শ্রৌতপন্থা ব্যতীত তাঁহাকে লাভের অন্য পন্থা নাই। যেমন, সূর্য্য দর্শন করিতে হইলে সূর্য্যকিরণ ও অক্ষিগোলকের সহিত Connecting link থাকা দরকার। শ্রৌতপন্থার প্রথম সোপান—শরণাগতি। গীতার 'নিয়তেহহং', 'দৈবী হ্যেষা' ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এই আদি, মধ্য ও অন্ত শ্লোকে সেই শরণাগতির বিচারই পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রদ্ধা (সা চ শরণাপত্তি লক্ষণা) ও শরণাগতি একই তাৎপর্য্যবাচক, শ্রদ্ধা উদয়ে সাধুসঙ্গলাভ ("কোনভাগ্যে কোন জীবের", 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ' ইত্যাদি), সাধুসঙ্গক্রমে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষালাভ, ক্রমে অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির উদয়। কৃষ্ণপ্রেমই পঞ্চমপুরুষার্থ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ তৎসমক্ষে তৃণতুল্য। Straight angleএ কোন angular defect নাই। বৈকুণ্ঠের উপরিভাগ কৃষ্ণলোক, নিম্নভাগ বৈকুণ্ঠ, এই ব্রহ্মাণ্ড গোলোকেরই হেয় প্রতিফলন। ইহাতে কোথাও দর্শন বর্ত্তমান। গোলোকের কেন্দ্রস্থলে প্রেম অবস্থিত, তাহা নিত্যবর। ব্রহ্মাণ্ডে তাহার হেয় প্রতিফলনই কাম। 'কামৈস্তৈস্তৈর্হতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ'। সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্নিধানে শিষ্যই সেই কামের দুষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রেমধনের উত্তরাধিকারী হন। সদ্গুরু শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্কাত। (এতৎপ্রসঙ্গে তদ্বিজ্ঞানার্থং প্রভৃতি, তা'তে কৃষ্ণমন্ত্রে বরে ইত্যাদি শ্লোক আলোচিত হয়।) আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বনাথের সেবার কথা নাই, গৌড়ীয়মঠ—বিশ্বনাথ-বিদ্যালয়। সেখানে পরবিদ্যার অনুশীলন হয় (সা বিদ্যা তন্মুক্তির্য়া, তাহারে সে বলি বিদ্যা ইত্যাদি)। সম্বন্ধজ্ঞান স্থির হইলে অভিধেয়-বিচার আপনা আপনি আসে। যেমন পত্নীর পতিজ্ঞান, পুত্রের পিতাজ্ঞান, দাসের প্রভুজ্ঞান। আমরা স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা। সুতরাং কৃষ্ণদাস্যই—আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম। যাবতীয় 'বিধি-নিষেধ, সবলেই বিষ্ণুর স্মরণ ও বিস্মরণের কিঙ্কর। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি' মজে।"—ইহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে গার্হস্থ্যাশ্রম সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় না। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের সেরা হইলেও ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর কৃত্য গৃহস্থকে হরিগুণকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করা, নতুবা উভয়কেই নরকগামী হইতে হইবে, প্রত্যেক আশ্রমের সহিতই প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেকের কৃষ্ণই মূল সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই মূল অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেমই মূল প্রয়োজন —ইহা বিচার্য্য হইলে 'বিদ্যা পূর্ণমুখায়তে' হয়।

---

## শ্রীগৌরজন্মোৎসব

আগামী ১৯শে মাঘ (১৩৪৪), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) শনিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী হইতে ফল্গুন চৈত্র (১৩৪৪), ১৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) বুধবার শ্রীগৌরপ্রকটপূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। অহর্নিশ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-মহিমা-শ্রবণই এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীরূপানুগবর্য্যপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ ; ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ | ২৮শ-২৯শ সংখ্যা

## জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

# শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকী জয়

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ

# আলো'র অনুসরণে

[ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর লিখিত ]

নিত্যারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ গত বৎসরের ( ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ) "সাময়িক সংখ্যা গৌড়ীয়ে" যে "আলো ও কালো"র ললিত-লীলা-বিলাসের চমৎকারিতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শুভা সরস্বতীর পূজা করিবার মানসে আমরা পূর্ব্বাচার্য্যবৃন্দের অপ্রাকৃত আলোকময় পাদপদ্মকে বন্দন করিতেছি।

শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-শুক-মধ্ব- মাধবেন্দ্র- স্বরূপ- সনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ- নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ সকলেই আলো। এই আলো'র প্রবাহ—নিত্য, অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অনাবিল ও অপ্রতিহত। গোলোক হইতে ভূলোকে এই আলো-প্রবাহের নিত্য অবস্থান। এই অখণ্ড আলোমালার মধ্য দিয়াই কালো'র অসমোর্দ্ধত্ব, কালো'র লীলা অপরিকলিত-পূর্ব্ব নবনবায়মান চমৎকারিতার স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম রূপময় আলো, তাঁহার অন্তর-বাহির—রূপের আলোতে পূর্ণ আলোময়, তিনি শ্রীরূপের আলো। আলো বাদ দিয়া কালো-কে নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃ ও আঁধাররূপে—মহাকাল-মহাকালীরূপে দর্শন হয়, আবার আলো-কে বাদ দিয়া কালো কে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলে কালো'র অতিরিক্ত আভায়—মহিমায়—বৃহত্বে দ্রষ্টৃ-অভিমানীর চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়া শেষে ভৈরব আঁধারই দেখা যায়। তখন নিজকেও দেখা যায় না, আলো কেও দেখা যায় না, কালো কেও দেখা যায় না—দেখা ক্রিয়াটি লোপ পায়, তাহা ভীষণতম দুরবস্থা। আলো-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পরিহার করিয়া, তাঁহার পাদপদ্মনখের অপ্রাকৃত আলো-কে আমাদের অনাদিঅজ্ঞানান্ধতার অঞ্জনশলাকারূপে বরণ না করিয়া, সেই আলো-কে নিত্য নির্ম্বহন না করিয়া —আলো-কে আঁধারে থাকিয়াই মাপিয়া লইয়া আলো'র রাজ্যে যাইবার প্রয়ত্ন—পণ্ড পরিশ্রম-মাত্র।

আর সেই অতিমর্ত্ত্য আলো'র চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি। সেই আলো ষোলকলায় পরিপূর্ণ, ষোলকলা চতুর্গুণিত হইয়া চতুঃষষ্টিকলারূপে পূর্ণতম। কালোও চতুঃষষ্টিগুণধর-স্বরূপে পূর্ণতম। নৃত্য-কীর্ত্তনাদি চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যা – রূপময়ী আলো-স্বরূপিণী শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীতে নিত্য বিরাজমান। আলো ও কালো'র বিলাসকলা-সকলের অনুশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে যদি কাহারও কৌতূহল উদিত হয়, তবে তিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রবণ করুন। শুষ্কপক্ষে অন্ধবিদ্যার্থিগণ ছায়া-সরস্বতীর পূজা করিয়াছেন—কৃষ্ণপক্ষে পরবিদ্যার্থিগণ আলো-সরস্বতীর পূজা করুন।

অদ্বৈতবাদী আলো'র পক্ষ ও কালো'র পক্ষকে ভেদ-

দৃষ্টিতে দর্শন করেন, কিন্তু শুদ্ধভেদবাদী শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য-ভাস্করের ও অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তী গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর-গণের আলো'র, কৃপার আলো ও কালো'র সেরূপ অস্বীকৃতভেদ-দর্শন ঘটে না। কালো'র পক্ষে যেরূপ তাঁহারা আলো-সরস্বতীর পূজা করেন, আলো'র পক্ষেও তাঁহারা সেরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীরই পূজা করিয়া থাকেন। আবার আলোময়ী ঈশ্বরী উভয়পক্ষেই শুক্লাভিসার ও কৃষ্ণাভিসারে গমন করিয়া কালো'র সেবা করেন। আলোময়ীর অনুচরীগণও কালো'র অভিসারে আলো'র-ই সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদালোকে দেখিতে পাইয়াছি—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর দিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।
ভক্তিবাধা যাহা হৈতে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব॥

কালো'র সুখ সেবাই আলো-সরস্বতীর হৃদয়, আর কালো-কে যে আঁধার-রূপে—তামসী কালীরূপে দর্শন, উহাকেই ছায়া-সরস্বতীর সেবকগণ বরণমানন করেন। ছায়া-সরস্বতীর পূজক-সম্প্রদায় ছায়াকে কালীরূপে দর্শন করিয়াই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করেন। ছায়া-সরস্বতী অচিৎ সম্ভোগ-বাদের শিক্ষয়িত্রী আর আলো-সরস্বতী চিদানন্দরসাত্মক বিপ্রলম্ভের শিক্ষয়িত্রী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলায় বাধা প্রদান করিয়া সম্ভোগমূলক কোন ধারণার দেশান্তর প্রদান করেন নাই, তাই সেই গৌরশক্তি শ্রীমতী বৃষভানুজার অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী বা আলো-ময়ী হইয়া আলো'র ধনি শ্রীবার্ষভানবীর অনুগমনে আলো'র ভাব-কান্তি-অঙ্গীকারকারী কালো'র বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টিই বিধান করেন।

আলো'র কার্য্যই বিপ্রলম্ভের পুষ্টিসাধন, আলো—বিপ্রলম্ভেরই রূপ। যাহা হইতে সেই বিপ্রলম্ভময় আলো'র বাধা উপস্থিত হয়, তাহাই ছায়া—মায়া বা অবিদ্যা। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মগণ—সকলেই আলো। যাঁহারা যথার্থ গুরুসেবা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহারাই সত্যিকার বাস্তব আলোতে আলোকিত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। তাঁহাদেরই চিত্তবৃত্তি বিপ্রলম্ভের বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। বিপ্রলম্ভের আলোতে চিত্তবৃত্তি উদ্ভাসিত না হইলে আলো'র সংস্পর্শই হয় নাই—গুরুলাভই হয় নাই—গুরু-পূজাই হয় নাই, বাহ্যদৃষ্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বড় বড় অভিমান অহঙ্কার-মূলে আমরা সরস্বতী-সেবার বাণী, পূজার মতই অভিনয় অনুকরণ করিয়া যেথাই না কেন। যে বাল্‌ব্ (bulb) গুলিতে আলো জ্বলে না, অর্থাৎ fused হইয়াছে, ঐগুলি যত মূল্যেরই হউক না কেন, ঐগুলি তখন কতক-গুলি কাচের কাঠামো-মাত্র, আলোশক্তির খনির (Power-houseএর) সহিত ঐগুলির যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন।

আলো-সরস্বতীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা তাঁহার সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি দান করিয়া কখনও আমাদিগকে ছায়ার আঁধারে, মহাকালীর তামসীমূর্ত্তিতে অথবা কালো'র অতিরিক্ত আভায়, মহিমায় বা বৃহত্বে অভিভূত হইতে দেন না। যেখানে আমরা ঐসকল বস্তু পাই, সেখানে আলোর ছায়ায় আমরা বঞ্চিত! ছায়াটি বঞ্চনামাত্র—সেখানে বাস্তব-বস্তুর প্রকৃত সত্তা নাই। আলো'র আলোতে আলোকিত কোন সেবকই সেই ভীষণ দুরবস্থা চাহেন না। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের বৈশিষ্ট্য আলো-ই দেখাইয়া দিতে পারেন, আলো-ই আত্মবিনাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, এইজন্য আমরা আলো-সরস্বতীর আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার অহৈতুকী, অবঞ্চনাময়ী কৃপা-করুণা যাচ্ঞা করিতেছি।

আলোর ছায়াই—আঁধারময়ী মহাকালী; সে'টি গুণময়ী মূর্ত্তি। জীবসমূহ আলোর এক-একটি ক্ষুদ্রতম কণা। আমরা আলোস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এক একটী রেণু মাত্র। সেখানে আলোকে বাদ দিয়া আলো'র কণা-স্বরূপ জীব নিজেকে "বড় আমি" বুঝি করে, সেখানেই জীব আঁধারে ডুবিয়া পড়ে, লোপ পায়, আত্ম-বিনাশ সাধন করে।

আলোর ছায়ার, আঁধারের—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপা-ত্মিকা—এই দুইটী বৃত্তি; আলো'র ক্ষুদ্রতম কণাগুলি নিজেদের দোষে—তাহাদের পুরুষাভিমান-মূলে এবং দ্বিতী-য়াভিনিবেশ-ফলেইনিজ-নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের আধার কদর্য্য-কারাগার এই বিশ্ব-জগৎ সংসারে বা দেহে-গেহে অহং-মম-বুদ্ধিরূপ কঠিন শাস্তিকেই জীব মনোরম পুরস্কার ভাবিয়া—অচৈতন্যের সঙ্গ করিয়া মূর্খতায় ও অনাচারে ডুবিয়া

থাকে। গোলোকেই আলোক, আর ভোগময় কায়ে ছায়ার আঁধারময় অধিষ্ঠান—মহাকালীর অঙ্গপাশের আবেষ্টন।

আলোতেই কালো'র মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। আলো কালো'র সুখবিধানে নিত্যকাল তৎপর, উভয়ে উভয়কে আত্মসাৎ করিতে অনুক্ষণ চপল-চঞ্চল—ব্যগ্র-ব্যাকুল, উভয়কে উভয়ের অনুক্ষণ বশীভূত করিবার আনন্দ-আয়াস প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্তকোটিগুণে বাড়িতেছে সেখানে অতৃপ্তিও তৃপ্তি নাই—আশা মিটে না। এই পরস্পর বিজি-গীষু আলো-কালো'র লুকাচুরির—অভিসারের অন্বেষণ-অনুসন্ধানই জীবের সাধ্যতত্ত্বম।

আলো'র কণাগুলিও আলো, তাহারাও কালো'র কাছে যাইতে পারে। আলো স্বচ্ছ—পূর্ণসচ্চিদানন্দ। কালো'র অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি আলো'র কৃপায় প্রেমালোকবিচ্ছুরিত চক্ষুতে পাঁচটি রসে পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। আলো-কে বাদ দিয়া কালো'র চর্চ্চা সমস্তই দম্ভ-দাম্ভ। ঐ দম্ভ-দৈত্য শেষকালে আলো'র কণাগুলিকে আঁধার-সাগরে ফেলিয়া দেয়। এই আঁধারের মধ্যেই অদৈব-বর্ণাশ্রমাদি নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-কর্ম্মগুলির বিচার আবদ্ধ—যাহাদের শেষ-গতিও ঐ আঁধার।

আঁধার দুইরকমের—চিদ্রূপী ও অচিদ্রূপী। চিৎ—বিরজা ও ব্রহ্মলোক; অচিৎ—প্রকৃতি। নির্ভেদ-অপরোক্ষ-জ্ঞান-যোগের শেষ গতি—বিরজা ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত; নিরীশ্বর বৌদ্ধ, জৈন ও সাংখ্যাদি আধাক্ষিক দার্শনিকেরা প্রকৃতির আঁধারে নিজনিজ সত্তা হারাইয়া ফেলেন। বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে আঁধার না থাকিলেও অতিরিক্ত আলো'র ছটায় যাঁহাদের চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়, তাঁহারা আঁধার-রূপই দেখেন; কিন্তু বৈকুণ্ঠের আলোতে বা গোলোকের আলোতে কাহারও চক্ষু অন্ধ হয় না, ঝল্‌সিয়া যায় না। গোলোকেরই আলো'র সাহায্যে, আলো'র কৃপায়, আলোতে অনুরঞ্জিত প্রেম চক্ষে আলো'র কণাগুলির নিকট কালো'র দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পুরুষোত্তমত্ব ও চিদ্‌বিলাস ফুটিয়া উঠে। তখন আলোর কণাগুলি আলো'র সাহায্যে, আলোর পূর্ণানুগমনে, আলোর চারিপাশে আলো'র অনুকূল-অনুশীলন করিয়া কালো'র নিত্যরাস-বিলাসের সেবা করে, সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ 'আলো' বা 'কালো'র সেবার কথা বলিতেন। আলো'র কালো-ই অনুকূল-কালো। কালো'র তীব্র আলো অনেক-সময় প্রতিকূল হয়—কালো'র তীব্র আলো অনেক-সময় নির্ব্বিশেষব্রহ্ম রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আলো'র কৃপায়ই আলো'কে দেখা যায়। আলো'র অবতার আচার্য্যের কৃপায়ই আলো-কালো-মিলিত-বিগ্রহ রসরাজ-মহাভাব, 'দুই একরূপে'র সুদর্শন-সৌভাগ্য হয়। আলো'র কৃপা বরণ করিয়া আলো'র দর্শনই অবতার-বাদ; আর ছায়ার সাহায্যে আলো'র দর্শনের চেষ্টাই ব্যর্থ আরোহ-বাদ।

আলেয়াতে যে আলো দেখা যায়, তাহা বঞ্চনাময়; আলেয়াকে বাস্তব আলো মনে করিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের ভোগার পড়িয়া সুপথ হারাইলেই বিপৎপাতের সম্ভাবনা। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের কালীয়-দহে জালিয়ার নৌকায় দেউটীর আলো দেখিয়া উহাকে কালীয়-নাগের মাথার মণি ও মৎস্যজীবী কর্ম্মঠ কৃষ্ণদাস জালিয়াকে কালো'র অবতাররূপে দর্শনজনিত বিবর্ত্তবুদ্ধিকে, অসংখ্যপ্রবল জনগণমতের দ্বারা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও গর্হণ করিয়াছেন। জনমত আলেয়াকেই আলো মনে করে, কালীকেই কালো মনে করে। সেই গলগঞ্জলিকার পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া প্রকৃত আলোর উপাসকগণের কখনও উচিত নহে। "অসি ছেড়ে' ধর' মা বাঁশী" বা "বাঁশী ছেড়ে' ধর' মা অসি"—এই উভয় কুসিদ্ধান্তই অচিদ্‌বিলাসবাদ বা নির্ব্বিশেষ-বাদের প্রতীক। ভক্তিসিদ্ধান্ত-জিনিষটি —পূর্ণ আলোময়; আঁধারের যে কোন বিক্রম, মহাকালীর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির যে কোন পরাক্রম, বহুরূপিণী ছায়াময়ী মায়ার যে-কোনও সম্মোহন, সমস্তই ভক্তিসিদ্ধান্তালোকে ধরা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ সেই আলো-শক্তির কৃপাবতার। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আলোতে পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইবার জন্য আত্মনিবেদন করেন নাই, তাঁহারা কালো'র দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব বা পুরুষোত্তমত্বের কখনও অনুভব বা অনুশীলন করিতে পারেন না। বিলাস-বর্জ্জিত ত্যাগী-বৈরাগী হৈতুক-শান্তিলিপ্সু অশান্ত মুমুক্ষু নির্গুণ ও জীবব্রহ্ম-বাদিগণ বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে এবং বহুমুখ অশান্ত অভক্ত-বিলাসিগণ দেবীধামে গুণসংবৃত ভৈরব মহাকাল ও গুণময়ী ভৈরবী মহাকালীর ঊর্দ্ধ ও অধঃ সদমদরূপ নির্ভেদ-নির্গুণ-কেবলাদ্বৈতজ্ঞানে এবং গুণত্রয়-সাম্যাত্মক অর্দ্ধ পুংস্ত্রীভাবময় ভবানীভর্ত্তৃস্বরূপ সগুণ-দ্বৈতজ্ঞানে

যে সংসার লাভ করে, তাহাতে পরিণামে নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, পরে চিরতরে আঁধারে মিশিয়া যায়।

আলো'-ই কালোর অপূর্ব, অতুল, অসমোর্দ্ধ, অপরূপ শ্রীরূপ দেখায়, আলোই কালো-কে ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-পরমচমৎকার-সাক্ষাৎ-মন্মথমন্মথ রূপ-শোভায় উজ্জ্বল করায়। চিকণ কালো'র নাম-মধুরিমা, রূপ-মধুরিমা, লীলা-মধুরিমা ও স্নিগ্ধ-মধুরিমা আলো-ই প্রকট করে,—সেখানে কালো আলো'র কাছে কিছুই লুকাইয়া রাখিতে পারে না, আলো-কে কালো কোন-প্রকারেই ফাঁকি দিতে পারে না, কালো'র ফাঁকি আলোর কাছে চলে না, আলো কালো'র সকল ওস্তাদি বা বাহাদুরী সমস্তই ধরিয়া ফেলেন। আলোর কাছে গেলেই কালো'র রূপ—কালো'র গুণ, কালো'র নয়নবাহমান লীলা প্রস্ফুটিত হয়।

কালো আলো'র রূপ ধরিয়া এবং ভাব লইয়া গোলোক হইতে ভূলোকে আসিয়াছিলেন, কালো'র নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সন্ধান দিতে—এরূপ অতুলনীয়া অমন্দোদয়া দয়া আর কোথাও দেখা যায় নাই, শুনা যায় নাই। আলো'র সঙ্গীরাও তাই যুগে যুগে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আলো'র কণাগুলিকে কালো'র নামের সন্ধান বলিয়া যেন, কালো'র অপরূপ রূপ দেখিবার চক্ষু খুলিয়া দিবার চেষ্টা করেন, কালো'র সঙ্গে যোগযুক্ত করা'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাই আলোময়, তাঁহার পাদপদ্ম কোটিচন্দ্র-সুশীতল, তিনি স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করিয়া সংসার-দাবানলদগ্ধ লোকসমূহকে পরিত্রাণ করেন। দাবানলে আলো'র প্রতীতি আছে বটে, কিন্তু তাহা জ্বালাময়। গুরুপাদপদ্মের স্নিগ্ধ আলো ব্যতীত ভবদাবানল দগ্ধ ব্যক্তিগণের জুড়াইবার আর কোনও মহৌষধ নাই। আলো'র সাহায্যে ভবদাবদগ্ধ জনগণের যে অমোঘ বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসা, তাহা অস্বীকার করিলে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহাকালীর কবলে পতিত হইতে হয়। কোটি কোটি রত্ননরশ্মি অপেক্ষাও শক্তিশালী এই গুরুপাদপদ্মরূপ চিৎ আলো, যাহা আমাদের হৃদয়গুহার অনাদি-কালের আঁধার বিনাশ করিতে সমর্থ।

আলো-সরস্বতী—পরিপূর্ণতম স্বচ্ছ ( transparent ) বস্তু; সেই স্বচ্ছ অনাবিল আলো'র মধ্য দিয়া কালো'র পূর্ণতম মাধুর্য্যময় রূপের দর্শনলাভ হয়, যদি না আমরা আমাদের চক্ষুকে ছায়ারূপিণী মহাকালীর আবরণে ঢাকিয়া রাখি। আলো হইতে যে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা প্রকাশিত হয়, তাহা আমাদের চক্ষু:পীড়া দূর করে, কিন্তু আলো'র সঙ্গে-সঙ্গেই ছায়া-মায়ার যে কাজল আছে, তাহা চোখে লেপিলে আর আলো দেখা যায় না। আলো-সরস্বতীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ—'সঙ্গে-সঙ্গেই' যে ছায়া-সরস্বতীর যবনিকাময়ী যুক্তি, তাহা হইতে সতত সাবধান থাকিবার জন্য আলো'র কৃপাই আমাদের নিষ্কপট-হৃদয়ে একমাত্র প্রার্থনীয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কোটিচন্দ্র-সুশীতল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক দণ্ডকে অমায়ার কৃপা বলিয়া বরণই—তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই—তাঁহার আলোতে আলোকিত হইবার উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা নিজের জড়প্রতিষ্ঠা বা নিজের কদর্য্য বিজ্ঞাপন প্রচার করার অর্থ—আলোর দ্বারায়, আঁধারের ভোগায় পতিত হওয়া।

যে আলোময় ভূমিকায় আলো'র উপর কালো'র প্রাধান্য বর্ত্তমান, যেখানে আলো-কে কালো বশীভূত করিয়া স্ব মহিমায় বিরাজমান, সেখানে বৈধ মর্য্যাদা-মার্গে ঐশ্বর্য্যের কলসানি আসিয়া পূজককে সম্ভ্রমাত্মক গৌরব-রসের আশ্রিত করায়, তাহা অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ-ভূমিকা বটে; কিন্তু যে-আলোময় ভূমিকায় আলো-কে কালো'র উপর প্রেম-প্রাধান্য বিস্তার করিতে অর্থাৎ কালো-কে আলো'র প্রেমাধীন নিত্য বশীভূত ধরিত্রী কান্ত পুত্র সখা ও প্রভু-স্বরূপে দেখা যায়, সেই উজ্জ্বল আলোময় ভূমিকা—অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবন ভূমিকা। সেই অপ্রাকৃত গোলোক- বৃন্দাবন- ভূমিকাই আলো-কালো- মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিত্যজনগণ কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রকটন করিয়া তাঁহাদের অহৈতুকী অতুলনীয়া মহা-বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্রই আলো-কালো'র বিলাস-বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। ছান্দোগ্য ( ৮।১৩।১ ) বলিতেছেন—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

অর্থাৎ, শ্রীগুরুর স্বরূপশক্তির নাম—শবল। তাঁহার আশ্রয়ে সেই স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি; এবং হ্লাদিনীসার ভাবের আশ্রয়ে শ্যামকে আশ্রয় করি।

শ্রুতি ও শ্রুতিসার ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রার্থ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত গ্রন্থ-ভাগবতের অনুশীলনকারী ভক্তভাগবত, সকলেরই বিষয় সেই আলো-কালো'র লীলাবিলাস-

করুণা-কৌতূহল। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং কালো-স্বরূপ হইয়াও আলো'র ভাব ও কান্তি চুরি করিয়া আলো'র আশ্রয়ে কালো'র সেবা-শিক্ষা আঁধার-সাগরে নিমগ্ন সমগ্র জীবকুলকে প্রদান করিবার জন্য কালো'র কীর্ত্তন এই প্রপঞ্চে প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অনর্পিতচরী করুণার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। [৪] গৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-প্রভু সেই কালো-কে এইরূপভাবে নমস্কার করিয়াছেন—

বর্হেন্দ্রাম্বুধরদ্যুতয়ে জগজ্জীবনধারিনে।
রাধাবিদ্যুল্লসদ্বৃত্তাভায় কৃষ্ণায়োদায় তে নমঃ॥
(স্তবমালা, প্রণামপ্রণাধ্য স্তব—১০)

ময়ূরপুচ্ছরূপ-ইন্দ্রধনুর দ্বারা সুশোভিত, জগতের জীবন-সঞ্জীবন এবং শ্রীরাধারূপ-বিদ্যুন্মালার আবৃতাঙ্গ নবীন মেঘরূপ, হে কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরূপ প্রভু আলো'র ঢাকা কালো-কে এইরূপ নমস্কার করিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

যাঁহার নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহার রূপ—গৌর, যাঁহার স্বরূপ—কৃষ্ণ, যাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা, যাঁহার পরিকরগণ—কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া কৃষ্ণই এবং যাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রধান, সেই গৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

আজ শ্রীব্যাসপূজার দিনে শ্রীব্যাস-গুরুদেবের পাদপদ্মের আলো'র অনুসরণে যেন আমরা আলো-কালো-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার উজ্জ্বল রসের রসিক শ্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম, বিশ্বনাথ, বলদেব, উদ্ধব, মধুসূদন, জগন্নাথ, ভক্তিবিনোদ, গৌর-কিশোর, শ্রীদয়িতদাস প্রভৃতির পাদপদ্মনখালী-বিলাস-ভক্তির আলোতে উদ্ভাসিত হইতে পারি। সেই আচার্য্যভাস্কর-লোক-তাঁহার কণাস্বরূপ আমরা যাহাতে—জড়বিষয়ভোগে-ভরা—মহাকালীর আঁধারে বিরাট্‌রূপ উদরে এবং কর্ম্ম-হৈতুক-ত্যাগ-জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতীক ক্ষত্ররূপী মহাকালের বিলাসহীন তীব্র জ্যোতির্হিমায় লীন হইয়া নিজ নিত্যচিদানন্দময় অস্তিত্ব লোপ না করি, তজ্জন্য—আমাদিগকে আলো'র অনুসরণ করাইয়া, চিকণ কালো'র নিত্যসেবাশ্রয়ে নিত্য জীবন দান করিয়া নিত্যসেবা-সুখ-সম্পদে অধিকারী করিবার জন্য—অপূর্ব্ব দয়া, কৃপা, করুণা, অনুকম্পা ও মহাবদান্যতা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন।

আমাদিগকে আঁধারে—মহাকালীতে লীন করাইবার জন্য আত্মজগত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে। আচার্য্যবৃন্দের আলো'র আকর্ষণ যদি আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে যাবতীয় প্রতিকূল চেষ্টা—কোটি কোটি বাধা-বিঘ্নের পর্ব্বত আমাদের সেবোৎসাহ আরও কোটিগুণ বৃদ্ধি করিবে। আলো'র অনুগমনে কালো'র দিকে অভিগমন-বা অভিসার করিতে হইলে তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বের উদয়ে বিপ্রলম্ভের সহিত অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আলো'র সাহায্যে কালো'র সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র সাধন ও সাধ্য।

আজ সেই আলোময়ী শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজা। সমগ্র জগৎ তাঁহার পাদপদ্মালোকে উদ্ভাসিত হউক, সকলের দ্বারে দ্বারে সেই আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত হউক। সেই আলোক-স্তম্ভ আমাদের সকল জীবের বৈকুণ্ঠ-জীবন-পথের একমাত্র পরিচালক হউক। ১৯ল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সেবকবৃন্দ নিজ নিজ হৃদয়-ধামে সেই আলোক-স্তম্ভের নিত্য ধ্বজা নিত্য আরোপণ করুন। সদাচার-প্রচার-রূপ শুদ্ধভক্তিময় নিজ-নিজ চরিত্র বা জীবন সেই আলোতে আলোকিত করিয়া আলো-মালার গোত্র বর্দ্ধন করুন। মূল আলো হইতে অসংখ্য আলো-কণা প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আলো'র বৈভব সঞ্চার ও বিস্তার করুক—পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দীপ-মালিকা-মহোৎসব এই গোকুল-মহোৎসব বিস্তার লাভ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, ভারতের বাহিরে ভক্তিবিনোদ-আলো'র মন্দিরসমূহ—রশ্মিরাশি প্রকাশ ও বিকীরণ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠের আলো প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার নিকপট-সেবকরূপী অসংখ্য আলো-শিখাকে তিনি জগতে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেইসকল আলো-মালাকে যাঁহারা নির্ম্মৎসর হইয়া নির্ম্মথন করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের অমায়ায় যথার্থই কৃপাভাজন। সত্যসত্যই নিকপট নির্ম্মৎসর গুরুসেবা-সমর্পিতাত্মা একটি আলো-কণ সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিতে পারে। গণমতান্ধকারে, মৎসরতার তামসী ছায়ার সেই আলো-কণ যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, সেই আলো-কণ মূল আলো-খনির (Power-houseএর) সহিত ভক্তিযোগ-সূত্রে নিত্য আবদ্ধ। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়ই সেইরূপ নিকপট আলো-মালার লক্ষ-দীপ-দ্বারা শ্রীব্যাসপূজার সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ-মহোৎসবের আরতি করিতে সাহসী হইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ নিজের পদনখালোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত করুন। 'ব্রহ্মাদিজয়সংঘূর্ণদপকন্দর্পদর্পহা' আলো-দেবতা জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকম্

[ ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধরস্বামিপাদ-রচিতম্ ]

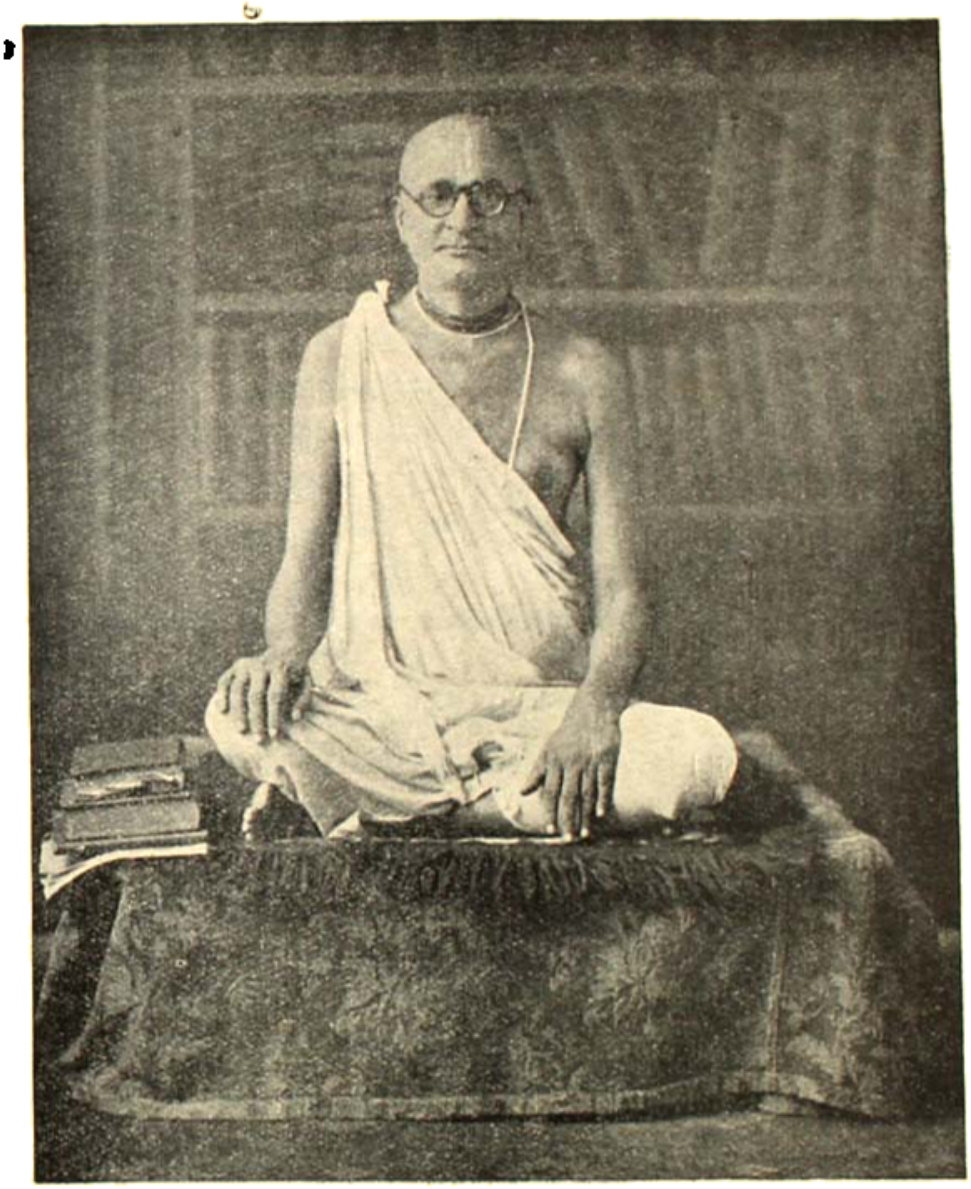

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং,
যুগধর্ম্মধুরন্ধরপাত্রবরম্।
বরদাভয়দায়কপূজ্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ১॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং,
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং,
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্।
মদমার্দ্দব দলিতচন্দ্রপদঃ,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৩ ॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং,
বিধুতাহিতহৃতসি·ধবরম্।
বরণাগতবালিশপঙ্গপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৪ ॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং,
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিতগৌরদয়ম্।
দয়বীরগণার্পিতগৌরপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৫ ॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং,
গুরুগৌরকিশোরকদান্তপরম্।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৬ ॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং,
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্।
কবিরাজনরোত্তমসখ্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৭ ॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীতরহারকগৌরজনম্।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৮ ॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং,
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৯ ॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং,
পতিতোদ্ধরণে কৃতকেশযতিম্।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ১০ ॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং,
চরণাশ্রিতরেণুধরত্তমহম্।
মদদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ১১ ॥

—:০:—

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরূপানুগশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পালক প্রচারকবর, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাত্মার-বাঞ্ছা-নিত্য-প্রবহনকারী, বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণী সঞ্চারকবর, শ্রীশ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক-তাদৃক্ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ চিদ্‌বিলাস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভু-পাদের নিখিল-ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীযুক্তা তদ্দুষ্টষষ্টি-অব্দ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি-পূজোপলক্ষ্যে শ্রীচৈতন্যমঠানুগ-গৌড়ীয়মঠস্থ সেবকবৃন্দের

# কার্পণ্য-কুসুমাঞ্জলি

১। কৃপণজনপাবনাবতার পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ! আপনার শ্রীচৈতন্যমঠানুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের দীনাতিদীন, অতি-কৃপণ, অযোগ্যতম সেবকাভাস আমরা আপনার পতিতপাবনী চতুঃষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিপূজা আপনার নিজ-জন, আপনার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-সংরক্ষকাগ্রণী আচার্য্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে উদ্‌যাপন করিবার অভিলাষে চতুঃষষ্টিসংখ্যক পুষ্পদ্বারে এই কার্পণ্য-কুসুমাঞ্জলি রচনা করিয়াছি। সুহৃদ্‌-সুজনগণ-বন্দিত আপনার মহাবদান্য শ্রীচরণকমলের নখাগ্রের রেণুতে এই কার্পণ্য-কুসুম চর্চ্চিত হইলে কৃত-কৃতার্থ হইব। আপনার অবোধ, অবুধ, অকর্ম্মণ্য, অক্ষম, অযোগ্য, কৃপণ সন্তানগণের প্রতি আপনার করুণা-কটাক্ষরশ্মি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের কার্পণ্য-কৃপণতা-কর্ত্তা-ধর্ম্ম বিদূরিত করুন।

২। হে কৃপণজন-বান্ধব শ্রীল প্রভুপাদ! আমরা কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের অনুগমনে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে এই কার্পণ্য-পঞ্জিকা আবৃত্তি করিতেছি (গীতা ২।৭)—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

স্বরূপবিস্মৃতিজনিত দেহাত্মাভিমানহেতু আমরা কার্পণ্যদোষে হতস্বভাব ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে সম্মূঢ়চিত্ত হইয়াছি। আপনার মঙ্গলময় শাসন ও নিয়মন অস্বীকার করিয়া 'শিষ্য'নামের কলঙ্ক হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর, তাহা আপনার কৃপায় আমাদের নিকট অবতীর্ণ হউক, আমাদিগকে তাহা অকপটে বরণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন। আমরা যেন আপনার অকৃত্রিম শিষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত না হই—পূর্ণ শরণাগত হইয়া আপনার শিক্ষা ও দণ্ড বরণ করিতে পারি—প্রাকৃত অভিমানের কোনও প্রকার ব্যর্থ অস্ত্র যেন আপনার শ্রীমুখে উত্তোলন না করি।

৩। হে কৃপণজন-শরণ! কবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-পরাগকণার শ্রীরূপের কার্পণ্য-পঞ্জিকাকে আমাদের একমাত্র দুঃখ-ভঞ্জিকা বলিয়া আরাধনা করিতে পারিব? গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেই কার্পণ্য-পঞ্জিকার আরতি করিবার প্রাক্কালে বলিয়াছেন—'কৃপণ' শব্দের অর্থে 'লুব্ধ', গৃধ্নু; কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন,—'কৃপণ' শব্দের অর্থ 'কদর্য্য'; রামায়ণকার বাল্মীকি বলিয়াছেন,—মহাব্যসনপ্রাপ্ত। এই সমস্ত অর্থই আমাদের উপর প্রযুক্ত হইতেছে। আবার আপনি প্রায়ই বৃহদারণ্যক শ্রুতির যে মন্ত্রটি কীর্ত্তন করিয়া 'কৃপণ' ও 'ব্রাহ্মণে'র লক্ষণ বলিতেন, তাহাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"

—(বৃহদারণ্যক—৩৮।১০)

হে গার্গি! যিনি অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করেন, তিনি 'কৃপণ', আর হে গার্গি! যিনি অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

৪। হে ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য! আপনার শ্রীমুখবিগলিত স্রোতবাণী ইন্দ্র ও বিরোচনের প্রতি ভগ্ন ব্রহ্মার উপদেশ-বাণীর ন্যায় আমাদের সকলের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হইলেও আপনার অসমোর্দ্ধ অতিমর্ত্য সিদ্ধান্তের বরপুত্র শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভু ও তদানুগত্যকারী সম্প্রদায়ই আপনার বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রকৃত শিষ্যত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন, আর আমাদের ন্যায় ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর পুত্রাভিমানী মূলাদার আপনার মহাপ্রয়াণের পরেও আপনার **ভূসুরজন-কুল-চর্চ্চিত শ্রীচরণকমলে 'মর্ত্য' বুদ্ধি** করিবার চরম পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিতেছে। প্রভো! আমাদের এই অপরাধের স্থান কোথায় হইবে জানি না। আমাদিগকে এই অপরাধপঙ্ক হইতে অবিলম্বে উদ্ধার করুন। এখনও যে এই অপরাধক্লেদ বিধৌত করিবার উপযোগী অকপট আত্মগ্লানি ও বৈষ্ণবাপরাধের রক্তবীজ-রাশিকে সমূলে উৎপাটনের কোন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হইতেছে না, হায়! হায়! আমাদের দশা কি হইবে?

৫। হে নিত্যসিদ্ধ গৌরজন! আপনার পঞ্চাশত্তম-পূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে, আপনার সিদ্ধান্তের বরপুত্র শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রথম প্রবর্ত্তিত শ্রীব্যাসপূজায় আচার্য্যদেবের লেখনী-প্রসূতা "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" প্রবন্ধে [ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ] পাঠ করিয়াছিলাম—

'আপনার শুভাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর আপনার তপ্তকাঞ্চন-গৌরনটপটে অভিন্নভগ্নী পরবিদ্যার উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং সহজ ব্রাহ্মণের যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।'

'সারস্বতী-জয়ন্তী'র 'ঐ'পর্ব্বে এবং সুজনগণের শ্রীমুখপদ্মেও এই কথাই নিত্য বিকসিত রহিয়াছে। আপনি বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণবাচার্য্যসম্রাট্, নিত্যসিদ্ধ গৌরজনের গৃহে আবির্ভাব-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'চৈতন্যশিক্ষামৃতে' বৈষ্ণববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—'কোন সজ্জাতিষ্ঠ পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।'—( শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২য় ভাঃ ৩য় ধারা ১১১ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সংস্করণ )—তাহা গৌরশক্তি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত, ইহাও আপনার সিদ্ধান্তের বরপুত্রের শ্রীমুখেই আপনার প্রকটকালে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি।

৬। হে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যকুলশিখামণি! যে-সময় কপটকর্ত্তাভজসম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণবগণে জাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন,—

'বৈষ্ণবধর্ম্মের এইপ্রকার বিপত্তির সময় কি এমন কোন ব্যক্তি নাই—যিনি ষড়্গোস্বামীর প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সিদ্ধান্তসমূহ পুনঃ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের অপব্যাখ্যের তোপময় বিচারযুক্তির ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারেন?'

তখন আপনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণে পতিত হইয়া এই ভীষণপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

'আপনি যদি কৃপাদেশ ও শক্তিসঞ্চার করেন, তবে আপনার এই অযোগ্যভৃত্য এই সামান্য কার্য্যটির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।'

তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আপনাকে সস্নেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক শত শত বার আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

'তুমি বৈষ্ণবজগতের এই দুর্দ্দিনে বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে পারিবে। তুমি সর্ব্বত্র বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিচারে অজেয় হইবে। অকপট নিরপেক্ষ সত্য প্রচার করিতে গেলে অপব্যাখ্যের সমস্ত বহির্ম্মুখ জগৎ যদি তোমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়াও দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও কেহ তোমার নির্ভীককণ্ঠ রোধ করিতে পারিবে না। সত্য-প্রচারে তুমি কোনওদিন পশ্চাৎপদ হইবে না।'

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোঽভীষ্টপরিপূরণকল্পে, দৈবমুক্তির ভায়ানুসারে বৈষ্ণবের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণত্ব স্থাপনোদ্দেশে ভীষণপ্রতিজ্ঞ আপনি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র মেদিনীপুরের বালিঘাই উৎসবপুরে 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গদ্দীতে 'গোবিন্দভাষ্যপ্রচারপূর্ব্বক গৌড়ীয়-

সম্প্রদায়-সংরক্ষণ কার্য্যের ন্যায় রূপানুগসম্প্রদায়-সংরক্ষণের নূতন ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

৭। হে আচার্য্যকেশরিন্! আপনার আচার্য্য-লীলার প্রথম প্রভাতেই বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-চেষ্টা ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণে শূদ্রবুদ্ধি-নিরাকরণরূপ শক্ত্যাবিষ্ট আচার্য্যোচিত চেষ্টা-সমূহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। আপনি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের শাস্ত্রানুমোদিত দ্বিজত্ব প্রচার, তাঁহাদিগকে সাবিত্র-সংস্কারে সংস্কৃত এবং আধুনিক তথাকথিত সন্ন্যাসিগণের শূদ্রসন্ন্যাসের অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন-করে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া অতত্ত্বজ্ঞ গৌড়ীয়বৈষ্ণবব্রুব-সমাজে 'অভিনব মতপ্রচারক' বলিয়া কল্পিত হইয়াও পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের মনোঽভীষ্টপ্রপূরক বিপ্রল-সেবাই করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবলরাম, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের আধাক্ষিক সম্প্রদায়ের শূদ্রবুদ্ধি-রূপ পাষণ্ডতা-দৈত্যকে সর্ব্বাগ্রে বিনষ্ট করিয়াছেন। কেবল আপনার আচার্য্যলীলায় নয়, আপনার অতি শৈশবলীলায়ও, আপনার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-লীলায়ও, আপনার 'অপাই এসেছ্লীতে'ও আপনি বৈষ্ণবাচার্য্যে শূদ্রবুদ্ধির একজন 'প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর' ছিলেন। তখনও এবং চিরদিনই আপনার সিদ্ধান্তসমূহ 'মূর্খ্জন-মুখচপেটিকা'স্বরূপ হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত প্রাচীন 'সজ্জনতোষণী'র মধ্যেও আপনার 'শ্রীশঠারোপস্তুতি' ও বিভিন্ন আলবন্দারগণের চরিত-প্রবন্ধ, সমালোচনাপর বিবিধ প্রবন্ধরাজি, আপনার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'তে 'প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে', 'গৌড়ীয়ে' ও 'নদীয়াপ্রকাশে' নানা বিবন্ধে প্রবন্ধের সিদ্ধান্তসমূহে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পাদপদ্মে এরূপ মর্ত্যবুদ্ধিকে তীব্রতম-ভাবে নিরসনেরই অসংখ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আপনার সম্মুখে কেহ কোনদিন ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রাকৃত অজনবুদ্ধি করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবা-চার্য্যগণকে বা বৈষ্ণবকে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ণ ও পূর্ব্বাশ্রমের নামে অভিহিত করিলে আপনার আচার্য্যকেশরীমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ ঐসকল মতবাদকে যুক্তিতর্ক তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। আপনি বৈষ্ণবাচার্য্যে শূদ্রবুদ্ধি দেখিলে তর্কযুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও চিরতরে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্মে শূদ্রবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতা করায় আপনি তর্কযুক্তিমানকারী ব্যক্তিকেও স্পষ্টকথা বলিতে কার হন নাই। আপনার রহস্য-লিখিত 'হুকার বুদ্বুদ্বি' নামক রহস্যপূর্ণ কবিতা ঐ শূদ্রবুদ্ধিকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই রচিত হইয়া-ছিল। আপনার কথিত 'নগ্নমাতৃক ন্যায়', 'লোণার পাথর-বাটী ন্যায়', 'কৈমুতিক ন্যায়', 'দৃগ্দৃশ্য ন্যায়', 'সিন্ধুসূর্য্য-ন্যায়', সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ট্রৈণধাবোহিগণের আদর্শ, আপনার উদাহৃত 'বৃশ্চিকতাণ্ডুলিক-ন্যায়', ভরদ্বাজ-সংহিতা ও বস্বপাগমের প্রমাণব্যাখ্যাসমূহ, শ্রীধরস্বামিপাদের "তত্তে-নৈব বিনির্দ্দিশেৎ' পদের টীকা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মালব্যজীর নিকট কথিত 'আগমপ্রামাণ্যে'র বাণীসমূহ আপনি যে বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপক শক্ত্যাবিষ্ট আচার্য্যবর্য্য এবং ইহা আপনার আচার্য্যলীলার প্রথম ভিত্তি—তাহা প্রচার করিয়াছে। বর্ত্তমানযুগে আপনি প্রবল ও ব্যাপক স্মার্ত্ত-সমাজের বিচারের বিরুদ্ধে—বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত সহজিয়া-গণের বিরুদ্ধে দীক্ষিত বৈষ্ণবের শূদ্র বা রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত শ্রাদ্ধকে সিংহহুঙ্কারে প্রতিরোধ করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিধি প্রচলন করিয়াছেন। এই সকল আদর্শ কেবল পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরণে শূদ্রবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতিষেধক ও শুদ্ধভক্তির প্রথম সোপানরূপে আপনার দ্বারা জগতে বিস্তারিত হইয়াছে।

৮। হে কার্পণ্যকূপপতিতজনোদ্ধারক! হায়! হায়! আমরা আজ কতটা কৃপণ—কতটা কদর্য্য—কতটা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছি!! যিনি বৈষ্ণবে শূদ্রবুদ্ধিরূপ বিরাট্ পাষণ্ডতা-পাষাণকে সমাজবক্ষ হইতে অপসারিত করিবার জন্য নিজের জীবন আহুতি প্রদান করিলেন, আমরা আজ সেই মহাবদান্য-শিরোমণি আচার্য্যশিখামণির ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবজন-বন্দিত শ্রীপাদপদ্মে 'মর্ত্য'বুদ্ধি করিতেছি—এতটা কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছি! কি করিয়া শ্রীরূপানুগবরের পদনখাঞ্চলের সহিত আমাদের সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকিবে? আপনার শুদ্ধসিদ্ধান্তের শ্রীচরণে যে-সকল ভীষণাদপি ভীষণ লোমহর্ষক অবজ্ঞা অশ্রাব্য অপরাধ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা আপনার

কৃপায় সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবার সুবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে উদিত হউক। আপনার দুর্জ্জনমুখচপেটিকাকে, আপনার সিদ্ধান্তের কঠোর দণ্ডঘাতকে যেন আপনার অহৈতুক অবজ্ঞ অবদান বলিয়া মস্তকে বরণ করিতে পারি।

৯। হে ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর! যে স্থানে পুরুষোত্তমসিদ্ধান্তের সহজ প্রতিষ্ঠা, যে-স্থানে পতিত-পাবন শ্রীজগন্নাথ দেব পতিতের নিত্যোদ্ধারকরূপে নিত্য-বিরাজমান, যে-স্থান হইতে বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি নিত্যবহিষ্কৃত, যে-স্থান পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরণ-রেণুতে অধ্যুষিত, যে-স্থানের রত্নাকর নামচিন্তামণির আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের পাদোদকরূপী মহাতীর্থে পরিণত, যে-স্থান বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা-সিন্ধু-প্লাবনে প্লাবিত, যে-স্থান 'ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যবাণীর ভাবীপ্রকটভূমি' বলিয়া ব্যাসের বাণীতে কীর্ত্তিত, সেই পতিতপাবন পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে, সপার্ষদ পুরুষোত্তমবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথদেবকে, সুদর্শনচক্র-বিভূষিত শ্রীনামাচার্য্যবন্দিত ধ্বজাযুক্ত শ্রীমন্দিরচূড়াকে, তৎসংলগ্ন নারায়ণছত্রকে, মহামহাবদান্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে, পরমারাধ্যা শ্রীজলবতীদেবীকে, ত্রিলোকপাবনী মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিকে, ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৫শে মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণ সার্দ্ধত্রিঘটিকাকালকে এবং আপনার আবির্ভাব-লীলার উদ্দীপক অপ্রাকৃত পারিপার্শ্বিকতাকে আমাদের কৃপণতা বা শূদ্রধর্ম্মের মোচন, কৃতভক্তি-বিধান ও আপনার মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-যজ্ঞে সেবাধিকার-লাভের জন্য বন্দনা করিতেছি; আপনি আমাদিগকে আপনার ঐকান্তিক গুরুগৌরাঙ্গসেবাময়ী সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতার এক একটি সমিধ্ হইবার যোগ্যতা প্রদান করুন। আপনার সিদ্ধান্ত-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি আমাদের যাবতীয় কপটতা ও অনর্থকে ভস্মসাৎ করিয়া আমাদিগের অনাদৃতস্বরূপকে আত্মসাৎ করুক।

১০। হে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর! আপনার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের প্রত্যেকটি ঘটনা এক একটি সুসিদ্ধান্ত-সন্নিধানি আবিষ্কার করিয়াছে। মাতৃক্রোড়-শায়িত শিশুরূপে আপনি রথোপরি অবস্থিত শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণ আলিঙ্গন করিয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়াও অদ্ভুতপূর্ব্বা কৃষ্ণকান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের হরিকথা-সমুখরিত গোলোকস্থিত গৃহে শ্রীভক্তিবিনোদের হস্তধৃত মহাপ্রসাদান্নের দ্বারা আপনার অন্নপ্রাশন-লীলা আমাদের মহাপ্রসাদে দৃঢ়-বুদ্ধি বিধূনিত করুক।

১১। হে লোকশিক্ষক-শিরোমণি! শ্রীরামপুরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন-লীলা-কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতে শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহমন্ত্ররাজ-প্রাপ্তি ও 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'-পঠনলীলা আমাদিগকে কৌমারকালেই গুরুপাদাশ্রয়ের অবশ্যকর্ত্তব্যতা-শিক্ষা প্রদান ও দুর্লভ মানবজীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি ও নিত্যমঙ্গল লাভের তীব্র পিপাসার উদ্বোধন করুক।

১২। হে অপ্রাকৃত হরিজন! শ্রীভক্তিভবনের ভিত্তি-খননকালে আবির্ভূত স্বয়ম্ভূ শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চামূর্ত্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদোপদিষ্ট অর্চ্চনমন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি, আপনার অতি বাল্য বয়সেই তিলকাদি সদাচার-গ্রহণে নিষ্ঠা আমাদিগের বহুদশায় বহুদণ্ডাবস্থারূপ চেতনবৃত্তির অতি সঙ্কোচভাবকে অপসারিত করিয়া শ্রীবাসুদেবার্চ্চনে পরিনিষ্ঠিত করুক।

১৩। হে নিত্যসিদ্ধ শ্রীনাভন-রূপ-নিজজন! ভক্তি-ভবনের 'বৈষ্ণব-ডিপজিটরী' প্রচার-বিভাগের সেবা-লীলা, ভক্তিগ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধনাদি কার্য্যে ভক্তিবিনোদ-সেবানুকূল্য আপনাকে নিত্যসিদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক ও পরিপালক-শিরোমণিরূপে উপলব্ধি করাইয়া আমাদিগকে শ্রীসনাতন-রূপ- রঘুনাথ- ভক্তিবিনোদবিরোধী মতাগ্রহের দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগে প্রভূত বল প্রদান করুক।

১৪। ঠাকুর-ভক্তিবিনোদের কৃপায় সংস্থাপিত বিশ্ব-বৈষ্ণবসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে অভিধানকালে ভক্তিবিনোদের পশ্চাতে আপনার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-বন্দনলীলা আমাদিগকে শ্রীরূপানুগবর ভক্তি-বিনোদের কৃপাসিন্ধুধারারূপ শ্রৌত পারম্পর্য্যে নিত্য সঙ্গত রাখুক। আমরা যেন শ্রীস্বরূপরূপের শ্রীভক্তিবিনোদা দয়ার অনুকূলা সরস্বতী-ধারায় শরণাগত জীবের মত নিত্য সঙ্করণশীল থাকিতে পারি। বৈষ্ণবাপরাধ-মদমত্ত হস্তীযূথের বা গণগজলিকার আদর্শে যেন সেই অপ্রাকৃত সিন্ধুধারাস্রোত হইতে উদার (?), ভূমাশ্রয়ারিক বা স্বতন্ত্র হইবার বাসনায় বিক্ষিপ্ত না হই।

১৫। হে অতল-অগাধ-দুর্ব্বিগাহ-কৃপাসিন্ধো! অধ্যাপক পৃথ্বীধর শর্ম্মার 'আজীবন সিদ্ধান্ত-কৌমুদী পাঠে'র উপদেশ, তৎপরিবর্ত্তে অধ্যাপককে জড়বিদ্যাজ্ঞানের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য একমাত্র হরিজনের দুর্লভ মানবজন্মের পরমায়ু ক্ষয় না করিবার জন্য আপনার উপদেশ-লীলা আমাদিগকে জড়প্রতিষ্ঠাপিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবের সাধন-পথের ধ্রুবতারা শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ আপনার অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্ম সেবা-শোভার প্রতি আকৃষ্ট করুক।

১৬। হে মহাজনপদাব্জানুসরণকারিন্! আপনার বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবন-লীলায় কৃষ্ণপ্রণয়ী ভক্তশিরোমণি শ্রীভক্তিবিনোদের সঙ্গে গৌর ও গৌরপার্ষদগণের লীলা-ক্ষেত্রসমূহ বিচরণলীলা আমাদিগকে মহাজনের পদাব্জানুসরণে ও শ্রীচৈতন্যজন-পদাব্জ-পূজায় নিষ্ঠা-বিশিষ্ট করুক।

১৭। হে নিত্যসিদ্ধপরবিদ্যাধ্যাপককুলশিরোমণি! আপনার অধ্যয়নলীলায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-ভবনে শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর অপরবিদ্যা ও পরবিদ্যার তাৎপর্য্য-বিচার, তথা প্রাকৃত মাতৃপিতৃভক্তি, প্রাকৃত পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য হইতে পারমার্থিক পিতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অনুকূলীয় বিষয়মলের সিদ্ধান্ত-শ্রবণ-লীলা আমাদিগের হৃদয় হইতে প্রাকৃত-বিদ্যা-দুরন্তরগণের কুসিদ্ধান্তের প্রতি আসক্তিকে ছেদন করিয়া শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সেবায় ঐকান্তিকী রতি প্রদান করুক।

১৮। হে শ্রীসনাতনরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণি! ভক্তি-বিনোদের সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ডের প্রুফ্ সংশোধনাদি কার্য্যের আনুকূল্য, কৃষ্ণনগরে শ্রীভক্তিবিনোদের বৈষবধর্ম্মের শ্রুতলিপি-লিখন, সম্পূর্ণভাবে হরিসেবায় আত্মনিয়োগলীলা-প্রকাশের জন্য জড়বিদ্যার্জ্জনাদি-পরিত্যাগলীলা, 'বন্দে সামাজিকতা' গ্রন্থ লিখনারম্ভ, কার্শিয়াংএ শ্রীল ভক্তি-বিনোদের সহিত অপ্রাকৃত সাহিত্যের সেবা, "নিবেদন" পত্রে প্রবন্ধাদি-লিখন, অনুক্ষণ ভক্তিবিনোদ-সঙ্গে তাঁহার অপ্রাকৃত-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সাহিত্য- প্রচারসেবাব্রত-উদ্‌যাপন-লীলাদিতে আপনার নিত্যসিদ্ধ-আচার্য্যত্ব কৌমারকালেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৯। হে কৃষ্ণভুবিৎ! আপনার একান্তসিদ্ধান্ত-পদাব্জানুসরণকারী নিত্যলীলী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর চরিত্রেও আপনি সেই আদর্শই প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনার এই সকল লীলার স্মরণকারী শিক্ষাসমূহ যৎসরতা-চণ্ডালিনীর দূতিগণের দুঃসঙ্গ হইতে বহুদূরে সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে আপনার নিত্যসিদ্ধ পারমহংস্যের আনুগত্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করুক, আমাদিগের মাৎসর্য্যকার্পণ্যকে বিনষ্ট করুক।

২০। হে নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরো! শ্রীভক্তিবিনোদের স্থানমহাধন্যভূমে শ্রীবার্ষভানবীর বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত শ্রীগৌর-কিশোরকে গুরুরূপে দর্শনলীলা, গৌরকিশোরের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইবার অভিনয়কালে মহাপূর্ণের দ্বারা অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যাত শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু-কৃপা-প্রাপ্তি-লীলার উদাহরণ প্রদর্শনের মধ্যে অবরুদ্ধ গুরুপাদপদ্মের অনমোর্দ্ধত্ব স্থাপন ও প্রকৃত শিষ্যোচিত নিষ্ঠা আমাদিগের অনর্থময় অভিমান ও গুরুভোগধামকে বিনষ্ট করুক। আপনার কোন বঞ্চনাময়ী মূর্ত্তি আমাদিগকে যেন আপনার অহৈতুকী সেবা হইতে বঞ্চিত না করে। 'বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ায়া'—আপনার উপদিষ্ট শ্রীরূপের এই শ্লোক যেন আমাদের হৃদয়ফলকে নিত্য অঙ্কিত থাকে।

২১। দুঃসঙ্গ-কুসিদ্ধান্ত-পরিবর্জ্জনের আদর্শ-লোকশিক্ষক প্রভুপাদ! শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার পর আপনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে পুরী পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ এবং নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্মের সম্মুখে অবস্থান করিয়া তৎপদাব্জাশ্রয়ণে গোকুলমহোৎসব শ্রীনামের বিপ্রলম্ভাত্মক অনুশীলনের জন্য ব্যাকুল হইলে পুরীর কোন কোন সজ্জন আপনাকে সাতাশন মঠের গিরিধারীর আসনের সেবাভার প্রদান করেন। কিন্তু নিষ্কপটতা আপনার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারে কতিপয় অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তির মাৎসর্য্যানল বৃদ্ধি পাওয়ায় গিরিধারীর আসনকে বৈষয়িক ভোগাবস্তু-জ্ঞানে তাহারা আপনার সেবায় নানাপ্রকার বিঘ্নোৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আপনি প্রহ্লাদের দ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নানা-প্রকার নির্য্যাতনে অত্যাশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা ও দুর্ম্মুখগণের দুর্বাক্যের প্রতি বধিরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আপনাকে পাষণ্ডিগণের দুঃসঙ্গ

পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জন-বাসের ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরে একান্তে হরিভজনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার এই লীলাবলী আমাদিগকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী প্রতীপগণের পরমাত্মা মাৎসর্য্যচণ্ডালিনীর তার্কিকী যোগিনীগণের বীভৎস নির্য্যাতন-চেষ্টাকে আপনার অনুকম্পা ও বিপ্রলম্ভাত্মক শ্রীহরিনামানুশীলনের সহায়ক ও উদ্দীপকরূপে বরণ করিবার শিক্ষা প্রদান করুন। আপনার অবস্তন আচার্য্যের লীলার মধ্যেও আপনি সেই আদর্শ প্রকটিত করিয়া আচার্য্যলীলার পুষ্টি ও আমাদিগকে দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জনে অশেষ শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।

২২। হে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসাম্রাজ্য-সংরক্ষক! যে-সময় আপনি পুরুষোত্তমের ভক্তিকুটীতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেন তখন শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্তবিরোধী সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কল্পিত ছড়ার সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ প্রভৃতি নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিলে আপনার উপর নানাপ্রকার নির্য্যাতন ও কুবাক্যবাণ বর্ষিত হইয়াছিল। আপনি সেই সকল লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা অতীব সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টের আনুকূল্য করিবার জন্য বৈষ্ণবস্মৃতির উপকরণ সংগ্রহ ও নির্ভীক-কণ্ঠে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছিলেন।

২৩। হে সজ্জনতোষণ-দুর্জ্জনবর্জ্জনকারিন্! আপনি পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠের মঠাধীশ মধুসূদন তীর্থের সহিত শাস্ত্রের বিচার, সমাধিমঠের শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস, শ্রীরাঘবের রাঘানুজ দাস, এয়ারমঠের শ্রীমুনন্দন রামানুজদাস, পাপড়িয়া-মঠের শ্রীজগন্নাথ দাস, শ্রীঔকারজী বৃদ্ধভাগবত, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র প্রভৃতি সজ্জন-গণের নিকট শুদ্ধভক্তি-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনার বাটীতে লোকরঞ্জনের কোন বিদ্যুতি ছিল না। অপরদিকে প্রাকৃতসহজিয়া-দলের মধ্যে ভক্ত-এর মধ্যে বারবনিতার লোক ভুলাইবার কৌশলের ন্যায় অনেক প্রকার চাতুর্য্য ছিল। কিন্তু আপনি লোকে যাহাদিগকে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতা বলে, সেইরূপ বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার প্রচারক ছিলেন না। কেন না, আপনি ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের বরপুত্র, আপনি ঐরূপের সিদ্ধান্তের বরপুত্র। আপনার এই সকল লীলা আমাদিগের পক্ষে আপনার সিদ্ধান্তের বরপুত্র বর্ত্তমান আচার্য্যের ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-দেবার অনুগমনের উদ্দীপক হইয়াছে।

২৪। হে শ্রীরূপশ্রেষ্ঠ মহাজন! শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার লোকাকর্ষণের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সখী-ভেকী দলের তদানীন্তন অধিনায়ককে 'Show bottle' রূপে নবদ্বীপ-পরিক্রমার কীর্ত্তনগায়ক হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন, আপনার আচার্য্য-লীলাতেও আমাদের ন্যায় এইরূপ বহু Show bottle 'গৌড়ীয়' প্রদর্শনীতে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ঐরূপ দর্শনযোগ্য অচেতন-পদার্থরূপে অবস্থান করায় আমাদের আসুরিকতাই পরিপুষ্ট হইয়াছে। আপনার এই ব্যতিরেক বদান্যলীলা আমাদিগকে আপনার পদনখ-সৌন্দর্য্যে অধিকতর আকৃষ্ট করুক।

২৫। হে নিত্যসিদ্ধরূপানুগবর গৌরজন! আপনি আপনার আচার্য্যলীলা-প্রকাশের প্রারম্ভে শ্রীসম্প্রদায়ের বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা এবং 'সজ্জনতোষণী'তে নানাপ্রকার প্রবন্ধে নিবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের যেরূপ প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে শ্রী-সম্প্রদায়ের তীর্থ-সমূহ পর্য্যটন ও তৎসম্প্রদায়ের সাধুগণের সহিত সংলাপাদি করিয়াছেন, শেষে শেষপুরে রামানুজীয়াচার্য্যস্বামীর নিকট হইতে ত্রিদণ্ডবিধির তথ্যাদি সংগ্রহ এবং স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, "আপনি শ্রী-সম্প্রদায়ের বিচারের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট; প্রাকৃত সহজিয়া-গণের ন্যায় আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা আচার ও প্রচার করেন নাই।" কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়া ও সাধারণ লোক আপনাকে অনুক্ষণ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ ও পরমতবাদ-খণ্ডনে আবাল্য উদ্গ্রীব এবং আপনাকে সিদ্ধান্তবিচার-পরায়ণ দেখিয়া মনে করিয়াছে যে, আপনি ব্যতিরেকভাবের প্রচারক মাত্র, অন্বয়ভাবে হরিভজন বা রসকথার আস্বাদন আপনার আচার্য্য-লীলায় নাই, আপনি বিচার-পরায়ণ জ্ঞানী মাত্র, আপনি প্রেমিক নহেন। কিন্তু হে প্রভো, যাঁহাদের আপনার শ্রীচরণাশ্রয়ে আপনার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর শিক্ষাষ্টক এবং শ্রীরূপগোস্বামিপাদের

উপদেশামৃতাদি নিত্যারাধ্য ভক্তিশাস্ত্রসমূহের ভাষ্য পাঠ করিবার এবং আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদ-বেদান্ত-গীতা-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি শাস্ত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও ভজনরাজ্যের নিগূঢ় রহস্য শ্রবণ ও ধারণা করিবার সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার অপ্রাকৃত সহজ প্রেমভক্তিরসময় ভজনমুদ্রা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, নতুবা 'মন্নানামশনিঃ' শ্লোকের বিচারানুসারে আপনি বিভিন্ন অধিকারের দ্রষ্টার নিকট বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। বেদমূর্ত্—ভক্ত্যনুকূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রই জানেন—আপনি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুপাদের অপ্রাকৃত মহাজন। তত্ত্বশাস্ত্রবিচার-ব্যতীত অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-মিশ্র হৈতুক বিচার বা প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের অকালপক্কতার নিদর্শনস্বরূপ দূষিত জড়রসদূষিত বিচারকে অপ্রাকৃতপ্রেমসাম্যে বিচার করিবার বিবর্ত্ত-বুদ্ধিকে আপনি সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। কাম-ক্রোধাদি রিপুর কিঙ্করগণকে অপ্রাকৃত রসিককুলাবাপ্ত রসশাস্ত্রের অনধিকারচর্চ্চা করিবার ধার্ষ্টিকতা ও ধৃষ্টতাকে আপনি বজ্রনির্ঘোষে বাধা প্রদান করিয়াছেন; নিসর্গ-সিদ্ধিলব্ধভাব বা কৃত্রিম: অভ্যাস-দ্বারা আয়ত্ত অশ্রু-পুলকাদিকে আপনি অপ্রাকৃত ভাবের লক্ষণ বলিয়া কখনই স্বীকার করেন নাই; অপ্রাকৃত ব্রজবধূবর্গসহ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের চিন্ময় লীলাবিলাস সর্ব্বোপরি আরাধ্যতত্ত্ব হইলেও অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের পক্ষে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বিচারে—জড়লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদংগ্রহেচ্ছায় যে সে স্থানে তাহার অনধিকারচর্চ্চাকে আপনি সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন; আপনি রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে, বিপ্রলম্ভভাবোদ্দীপক শ্রীমূর্ত্তির সেবা এবং অপ্রাকৃত শ্রীনামসংকীর্ত্তনকে অতিতুচ্ছ রক্তমাংসলিপ্সের তর্পণবিচারে পরিণত করিবার দুর্ব্বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; আপনি অপ্রাকৃত নাম, ধাম ও কাম-সেবার রহস্য এবং ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-লীলার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন; রসশাস্ত্রের শ্রোতা ও বক্তা—উভয়েরই যোগ্যতা বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন; অপ্রাকৃত রসকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে কিছুতেই নিযুক্ত করিতে দেন নাই, যোষিৎসঙ্গীকে অতীব তীব্র-ভাবে গর্হণ করিয়াছেন, তাই প্রাকৃতসহজিয়াগণের পক্ষে আপনাতে রসের অভাব-নিরূপণ কিছু অস্বাভাবিক নহে।

অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর রসিক-বরেণ্যবৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত জ্ঞানদীপত্ব, অর্কত্ব, প্রেমরসময়কন্দত্ব ও সুরিজন-মনোমোহিনীত্ব প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখেই বর্ণন করিয়াছেন, যে শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার সকল লীলা-পরিকরগণের একমাত্র আস্বাদ্য বস্তু হইয়াছেন, আপনি সেই অপ্রাকৃত অখিলরসামৃত-সিন্ধু রসিকশেখরাবতার শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদনেই সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন; আপনি বলিতেন—জগতের প্রয়াগাদি হইতে সকল গ্রহ নাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেও একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত যদি অবশিষ্ট থাকেন, তাহা হইলেই সব থাকিবে। আপনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রমাদের (বঙ্গাব্দ ১৩৪২) মাঘব্যাপী শ্রীভগবানের ও মহাভাগবত-ভক্তীয়-নিজ-জনের আবির্ভাব-মহোৎসবকে 'শ্রীমদ্ভাগবত-মহোৎসব' নাম দিয়া নিজের শ্রীমদ্ভাগবতত্ব নামযুক্ত সুমেধোগণের হৃদয়ে আপনার গুরু আবির্ভাবকেও শ্রীমদ্ভাগবতার্কোদয়-রূপে কৌশলে বুঝাইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর সহিত আপনার শ্রীরাধামাধবের রহঃকেলিবিষয়ক সংলাপই আপনাকে অপ্রাকৃত প্রেমরসে নিষ্ণাত, শ্রীবার্ষভানবীর নেত্রোৎসব বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বৈরসোর দাস প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তাহাতে চিরদিনই বিমোহিত হইয়াছে। আপনারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি—অপ্রাকৃত লীলায় অধোক্ষজ-সেবা বর্ত্তমান। প্রাকৃতসাহজিকগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবাকে ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-জ্ঞানে ব্যস্ত হন। প্রপঞ্চাগত ভগবল্লীলা কিছু প্রাকৃত সাহজিকগণের বিচরণ ভূমিকা নহে। যোগমায়ানির্ম্মিত কৃষ্ণরাসাদি প্রাকৃতবিচারে স্বচ্ছভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়ে।

২৬। হে ভক্তাহুপসিদ্ধান্তবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিন্! প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনার যে ভক্তি-বর্জ্জন-কার্য্যকে ব্যক্তিবিশেষ প্রচার ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রচারকে নির্ব্বিশেষজ্ঞানীর মত, অর্থাৎ প্রেমিকের অনুকূল অনুশীলন নহে মনে করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আপনি 'শ্রীভক্তিমার্গ' ও 'শ্রীজীবগোস্বামী' প্রভৃতি প্রবন্ধে বহু সুসিদ্ধান্ত প্রচার

করিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনাকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের বিচার-আচার-বিরোধী মনে করুক, তাহারা মূর্খতা করিয়া বলে বলুক যে, আপনি ভক্তিবিনোদের ন্যায় প্রাকৃত সহজিয়াগণকে কোনপ্রকার স্থান দেন নাই, কর্মজড়স্মার্ত-সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদান করেন নাই, ভক্তিবিনোদের ন্যায় 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে পারেন নাই, গৌরকিশোরের ন্যায় কাষাবাসী বা 'বাবাজী বোষ্টমে'র সহিত মিশেন নাই বা ঝুলিয়ার চক্কা আশ্রয় করেন নাই, হইএর মধ্যে বাস করেন নাই, অনিকেত হন নাই, আপনি সোষ্ঠানবিগ্রহরূপে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, প্রাকৃত সহজিয়ার নিকট প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। কোন কোন ভক্তিবিনোদ-শিষ্যব্রুব আপনাকে কনকের লোভে লুব্ধ, মঠ-মন্দির, বহু শিষ্যাদি আরম্ভে আসক্ত বলিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বৃন্দাবনী প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় ধাতুপাত্র-ব্যবহার পরিত্যাগের অভিনেতৃরূপে আপনাকে দেখিতে পান নাই; কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়াগণের ঐ সকল বিরুদ্ধসিদ্ধান্তকে আপনি আপনার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। আপনার ঐসকল মহোদার্য্যময়ী লীলা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তটি আধ্যক্ষিকগণের তোষ্য বা দুরুহ নহেন। বৈষ্ণবতা এত ছোট জিনিষ নহে যে, যে কোন বাজারের লোক, যে কোন আনাড়ী ওপন্থী, যে কোন হরিজনের অভিনেতা, যে কোন মনীষী অথবা জগতের গণতন্ত্রিকা তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতার কষ্টিপাথরে তাহা যাচাই করিয়া লইতে পারেন। আধ্যক্ষিক নয়নে ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের আচারের আপাত-বিরোধী কার্য্যগুলি করিয়াও আপনি—ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরেরই ঐকান্তিকী সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

২৭। হে রূপানুগ-সিদ্ধান্তশিক্ষক-শিরোমণি! আপনার শ্রীমুখেই অনেক সময় শুনিয়াছি,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গুরিয়া পাচকগুলিকেও ব্রাহ্মণের সমান প্রদর্শন করিতেন, শিষ্যের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও গুরুর ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, প্রাকৃত সহজিয়াগণকেও উচ্চ আসন প্রদান করিতেন। আপনি বলিয়াছেন,—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঞ্চনালীলায় মুগ্ধ হইয়া উহারা আমার গুরুবর্গের ঘাড়ে উঠিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করায় আমি উহাদিগকে বহুযোজন দূরে রাখিয়াছি। শ্রীরূপ-সনাতন বিপ্রলম্ভময় দৈন্যে আপনাদিগকে 'নীচ জাতি' বা ঠাকুর নরোত্তম নিজেকে 'অধম চণ্ডাল' বলিয়াছেন বলিয়া আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ ও শূদ্র প্রভৃতি বলিবার পাষণ্ডতা করিতেছে। গুরুবর্গের সেবা করিবার জন্যই আচার্য্যকেশরী আপনি গুরুবর্গের আচার-প্রচারের আপাতবিরোধকারীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের পাদপদ্ম-মহিমার সেবা করিবার জন্যই দিগ্‌বিজয়ীর নিকট হারিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। হে অভূতপূর্ব-সেবাকৌশলী আচার্য্য-কেশরিন্! আপনার এই সকল শিক্ষা-লীলা দুর্বিজ্ঞাতজ্ঞানান্ধ আমাদিগকে আপনার পাদপদ্মের অভূতপূর্ব মহিমা দর্শন করিবার অঞ্জন-শলাকাস্বরূপ হউক।

২৮। হে গুরুগৌরাঙ্গমনোঽভীষ্টপ্রচারকবর! আপনি মুদ্রাযন্ত্রকে "বৃহৎ মৃদঙ্গ", কায়মনোবাক্যে ভিন্ন গ্রহণ-কারী নিষ্কপট সেবকগণকে "জীবন্ত চিত্রজ" নামকরণ করিয়া বহুমুখে আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া-ছেন। আপনার রচিত গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধাবলী, বক্তৃতাবলী, নিবন্ধাবলী, পত্রাবলী, ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাবলী, তথ্যাবলী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত সাহিত্য ও সিদ্ধান্তের পরিশিষ্ট-রূপে অনেক নূতন সৎসিদ্ধান্ত জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯। হে অনন্যকরণীয় অনবদ্য অপ্রাকৃত সাহিত্যের কটকাধিন্! আপনার সাহিত্যের মধ্যে একটি বিষয়ে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আপনি এই জড়-জগতের সাহিত্যের ভাষা বা তদানুকরণিক কোন ভাষা ব্যবহার করেন নাই এবং আপনার প্রত্যেক সাহিত্যই ভক্তিবিরোধীর জিহ্বা শুদ্ধনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে।

৩০। "বৈষ্ণব-বহুধা" সমাপ্ত করিবার জন্য আপনি পুনরায় আচার্য্যাবতার-লীলা প্রকাশ করিবেন—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। আপনার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলার অব্যবহিত পরেই আপনি আপনার শ্রীগুরুদেবের শ্রীমদ অবৈষ্ণবোষিৎসঙ্গিগণকে স্পর্শ করিতে যেন নাই। অবৈষ্ণ-বোষিৎসঙ্গিগণ আপনাদিগকে গৌরকিশোরের পারিষদ, সঙ্গী, আপনা অপেক্ষা অধিক সেবক, স্নেহপাত্র, শ্রেষ্ঠ অভিমান করিলেও আপনি আপনার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বঞ্চনালীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া "বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গিগণ কোনও দিনই আপনার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে আসে নাই, আসিতে

পারে নাই, চিরদিনই গৌরকিশোর ও তাঁহাদের মধ্যে বিরজা ব্যবধান রহিয়াছে"—এই শিক্ষাই আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের নিকট প্রচার করিয়াছেন।

৩১। আপনি নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও শ্রীগুরু-বর্গের পরমহংস-বেষের মর্য্যাদা-স্থাপনচ্ছলে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আপনার এই গুরুসেবা-লীলা আমাদের দুর্বুদ্ধি অপনোদন করুক। আমরা যেন 'বাহিরে ত্রিদণ্ডের সন্ন্যাসগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন না', এইরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী অভক্তি-মতবাদ কল্পনা করিয়া আপনাতে 'মর্ত্ত্যজীব' বা প্রাকৃত সন্ন্যাসী' বুদ্ধির ন্যায় ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীবুদ্ধি বা বৈষ্ণবাচার্য্যকে বিবৎসন্ন্যাসরূপ পারমহাস্যধর্ম্মে গণনা না করিয়া বিবিদিৎসা-সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্মে-মাত্র অর্থাৎ ক্রমসোপানে আরূঢ়কক্ষ জীবধর্ম্মে আবদ্ধ না করি।

৩২। হে পরমহংসকুলমুকুটমৌলি! আপনি গুরু-বর্গের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য বাহ্যে পরমহংসবেষ স্বীকার না করিয়াও চতুর্থাশ্রমীর বেষ গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ গুরুবর্গের পরম আসন অধিকার করেন নাই। আমরা আমাদিগকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসজাত আচার্য্যত্বে অধিকারী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে আপনার সমকক্ষকান্তিমানে গুরুর আসন গ্রহণ করিবার পাষণ্ডতা হইবে। পরমহংসশিরোমণি আপনার ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর বেষে অবস্থান যেরূপ গুরুসেবারই পরিচায়ক, তদ্রূপ যে কোন আশ্রমের বাহ্য পোষাকে আপনার নিষ্কপট পাদপদ্মসেবাময় আচার্য্যত্বের অবস্থান আপনার শ্রীপাদপদ্মের মর্য্যাদাসংস্থাপন ও আত্মবৈভবেরই পরিচায়ক।

৩৩। আপনার প্রতিষ্ঠিত ভক্তিবিনোদআসনসমূহ আপনার রাধাদাস্য ও ব্যতিরেকভাবে 'জীবে দয়া' বা জগদ্রোগীর চিকিৎসা-সদন বিস্তারের আদর্শস্বরূপ হইয়াছে। সেই চিকিৎসালয়ে প্রবেশের অধিকার বা মূলচিকিৎসকের সহায়তা করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া আমরা যদি সম্পূর্ণ আত্মা লাভ করিবার পূর্ব্বেই 'গৌড়ীয়'-হাসপাতালের চিকিৎসক বলিয়া অভিমান করি, প্রত্যেকেই আপনাদিগকে 'আচার্য্য' বলিয়া কল্পনা করি, তবে আপনার করুণার দান-স্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইতে পারিলাম না, আমাদের স্বাস্থ্যলাভ হইল না। এই প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদ বা প্রাকৃত সহজিয়াবাদ—যাহা আপনি চিরদিন দূরে রাখিয়াছেন, তাহা যেন কোন দিন আমাদের বুদ্ধিকে অভিভূত না করে।

৩৪। আপনি সকল সেবকের মূল পুরুষ, শক্তিসঞ্চারক ও নিয়ামকরূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', 'তাপসী', 'পরমার্থী' প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক পত্রসমূহের সুসিদ্ধান্তাবলী প্রকাশের মূল প্রস্রবণ এবং নিরপেক্ষ সত্যবাণী-প্রচার ও সমালোচনার মূল পুরুষ আপনি। আমরা যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী। আমাদের লিখন যেন 'শুকের পঠন'। আমরা যদি আমাদিগকে লোকশিক্ষক ও লোক-শিক্ষক প্রভৃতি মনে করি, তবে আপনার শ্রীচরণে আমাদিগের ভীষণ অপরাধ হইবে। অথবা আমরা যদি ঐ সকল শিক্ষা "আমাদের জন্য নহে, কেবল অপরের জন্য, আমরা শাসক মাত্র"—এইরূপ মনে করি, তাহা হইলে আমরা আপনার শিক্ষা কোনও কালেই গ্রহণ করিয়া আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিব না। আপনার বাণীতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় এবং আপনার প্রদর্শিত আচরণে প্রতিষ্ঠিত হইবার সাধনরূপেই যেন আপনার সিদ্ধান্তগাথা অনুকীর্ত্তন করিতে পারি। যাঁহারা আপনার এই অহৈতুকী করুণার আদর্শে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনার শাসন এড়াইবার জন্য মৎসরতা-বশতঃ যন্ত্রসমূহকেই স্বয়ং যন্ত্রী বা শাসক জ্ঞানে করিয়া যন্ত্রের ক্রিয়া বিফল অর্থাৎ লেখক বা বক্তার কণ্ঠরোধ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সুবুদ্ধিতে যেন আমাদের মতি ন্যূন না হয়, আমরা যেন আপনার সেবা হইতে বিচ্যুত না হই, বরং আরও কোটিগুণ উৎসাহ ও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাদিগকে ব্যতিরেক শিক্ষাগুরু বিচার করিয়া অকপট আচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

৩৫। হে পরবিদ্যোৎসাহী আচার্য্যবর! আপনি পরবিদ্যা-পীঠ, বিভিন্ন পারমহংস আসন, ভক্তিবিনোদ-শিক্ষা-মন্দির প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া অন্যভাবে শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের সেবা ও ব্যতিরেকভাবে যে জড়বিদ্যার্জ্জনের বাল-মনোমোহনকর লক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার যথার্থ

মর্ম উপলব্ধি করিয়া যেন আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীচরণে অধিকতর আকৃষ্ট হই।

৩৬। আপনি শ্রীরূপের অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের উদ্বোধন করিয়া শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুকে যে কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষক, কাহাকেও সেক্রেটারী বা কর্মকর্তা, তাহাকেও বা বিভিন্নপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যেন আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত না হয়। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষকতা বা সভাপতিত্বের সহিত তাঁহার বহুল কার্যকারিতাকে একশ্রেণীয় বিচার করিলে দ্বিতীয় প্রকার প্রাকৃত দলাদলিক মতবাদ উপস্থিত হয়। ভক্তিসিদ্ধান্তরক্ষক বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্তনকারী ও ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থের প্রুফদর্শক-সংযোজক প্রুফরী বা প্রেস্-ম্যানকে একাকার করিলে ভক্তিসিদ্ধান্তকেই হনন করা হয়।

৩৭। আপনার শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ও পারমার্থিক সম্মিলনী প্রভৃতি উদ্বোধনকার্য্য আমাদের হৃদয়ের অনর্থরাশি বিদূরিত করিয়া আপনার শ্রীরূপানুগত্যের শোভা-সমর্পনের যোগ্যতা বিধান করুন। আপনাকে মূল বস্তু না জানিয়া আমাদিগকে সেই সকল কার্য্যের স্রষ্টা ও ভোক্তা মনে করিলে আমরা কোনও কালেই রূপরঘুনাথের পদাঙ্কিত পথের সন্ধান পাইব না।

৩৮। হে সর্ব্বজনারাধ্য প্রভুবর! আপনাকে বিভিন্ন স্থানের গৌরপার্ষদিগণ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, দেশ-দেশান্তরের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শ্রেষ্ঠ আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার পাদমূলে বসিয়া হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু বহিরঙ্গী আপনার শক্তিসঞ্চারিত মন্ত্রের অভিধান পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা মনে করি যে, তদ্দ্বারা আপনার পদবী ও মর্য্যাদা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি আমাদের চেষ্টা-চরিত্রেই ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন, আমরাই আপনাকে বড় করিয়াছি, বিপনকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছি—তবে সেইরূপ পাষণ্ডতাপূর্ণ আধ্যক্ষিকতা ও দম্ভের সৌরভানুভব হইতে যেন আমরা শত যোজন দূরে অবস্থান করিতে পারি।

৩৯। হে শ্রীচৈতন্যনিজজন! আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের নিকট আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, অন্বয়ভাবে তাঁহাদের কোন বিচার গ্রহণ করেন নাই, আপনি অমানিমানদ হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনের জন্য জড়াভিমানী মনুষ্যব্যক্তিগণকে সভাসমিতির উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিনই শ্রীমদ্ভাগবতকে বা শ্রীগুরুপাদপদ্মবাণীকে মনুষ্য, স্বীকার না করিয়া জাগতিক শ্রেষ্ঠ মনীষিগণকে পরমার্থানুকূল বিষয়ের মধ্যস্থ 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 'Vox populae is not Vox Dei'—এই কথাই আপনার শ্রীমুখে শত শতবার শুনিয়াছি।

৪০। হে রূপপ্রিয় গৌরজন! আপনার পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন, কপোতক, কটক, কুরুক্ষেত্র, কাশী, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, শুকরতল, কলাকুমারিকা প্রভৃতি তীর্থ-দর্শন-লীলা আপনার শ্রীরূপানুগত্য ও বিপ্রলম্ভময়ী গৌরসেবার আদর্শস্থল হইয়াছে। পুরুষোত্তমে আপনি গোপালিনী শক্তি বা গোপীবররূপে সদাশিবকে দর্শন করিয়াছেন। পুরুষোত্তমে আপনি কুরুক্ষেত্র-লীলার পরিশিষ্ট ও বৃন্দাচলে বৃন্দাবন-লীলার সেবা করিয়া বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। কপোতকে আপনি মাধ্যাহ্নিক-লীলার সূর্য্য-পূজা, কটকে সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের বিপ্রলম্ভাত্মক-সেবা, কুরুক্ষেত্রে বিরহ-বিধুরা গোপীগণের মধ্যস্থতায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসেবা, কাশীতে সনাতনের গাঢ়সম্বন্ধানুসন্ধান, নৈমিষারণ্যে রাধাপ্রিয়া ললিতার আনুগত্য, শুকরতলে প্রায়োপবেশনে ব্রত পরীক্ষিতের আদর্শে বিপ্রলম্ভের উদ্দীপনা, প্রয়াগে শ্রীরূপের শিক্ষা ও ভজনের অনুসন্ধান, কুমারিকায় বিরহ-কাতরা অনূঢ়া গোপীর উদ্দীপন-আলম্বনে বিভাবিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্জ্জয়লিঙ্গ, শিলং, সিমলা, মুশৌরী, উটকামন্দ প্রভৃতি স্থানে আপনার গোবর্দ্ধনের বিপ্রলম্ভময়ী স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং আপনি ব্যক্তিগত-ভাবে তত্তৎস্থানে আগত প্রাকৃত-বাধ্যকামী, বিলাসী ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহাদের কর্ণে শ্রীচৈতন্যকথামৃতরস ঢালিয়া দিয়াছেন।

৪১। হে অপ্রাকৃত-সেবা-কৌশলিন্! "রাজদর্শন, বিষয়ীদর্শন বিষতুল্যসম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা ও আদর্শ আপনি প্রতিপালন করেন নাই বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে আপনাকে গণনা প্রদান করিলেও আপনি

আপনার গৌরসেবা বা দাস্য-ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। আপনি মণীপুরাধিপতির নিকট উপনিষদের উপনিষৎসার ব্রহ্মসূত্রের এবং সূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের ও তাহার আচার-প্রচারকারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি-গণের নিকট আপনার প্রভুর কথা কত আবেগের সহিত বলিয়াছেন, বঙ্গের মহামান্য গভর্ণরের নিকট আপনি শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মযূরভঞ্জাধিপতি, জেপুরাধিপতি, পুরুষোত্তমাধিপতি, বর্দ্ধমানাধিপতি, কাশিমবাজারাধিপতি আপনার বাণী শ্রবণ করিয়াই শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। আপনি মহামান্য ভারত-সম্রাট্, ভারত-সম্রাজ্ঞী, ভারত-সচিব, ভারত-রাজপ্রতিনিধি—সকলের নিকট আপনার প্রভুর বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি কোন-দিনই এই বিচার করেন নাই যে, ঐসকল জগদ্বরেণ্য ব্যক্তির সুপারিশ-পত্রের দ্বারা মহাপ্রভু, আপনার গুরুবর্গ বা আপনি ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যেখানে ইহার বিপরীত বিচার প্রবল, সেখানেই বিষয়ি-সঙ্গে বিষ সঞ্চারিত হয়। যে-সকল প্রচারকস্মন্য ব্যক্তি অভিজাত-সম্প্রদায়ের আধ্যক্ষিকতার দাস্য করিতে পারেন, তাঁহারাই যে অধিকতর হরিভক্ত বা মিশনের অধিকতর সেবক, একথা আপনি কোনদিনই স্বীকার করেন নাই। আপনি অনেক সময়ই বলিয়াছেন,—পাশ্চাত্যদেশে 'পি-এইচ্-ডি' উপাধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষকও হয় ত' শ্রীচৈতন্যমঠের যে-কোন সাধারণ সেবকের নিকট পরমার্থ-বিষয়ে বহুতর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। আপনার এই সকল লীলা ও আদর্শ আধ্যক্ষিকতার অন্ত আমাদের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাস্বরূপ হউন।

৪২। যে অপূর্ব্বসেবাকৌশলিন্। আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, আপনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যমঠাদির যে গৌড়ীয় হাসপাতাল ( হাতবা-চিকিৎসালয় ) স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল হাসপাতালে বা ঔষধালয়ের কাচের দরজায় নানা রংএর 'শো-বট্‌ল্' রাখিয়াছেন। ঐসকল কাচ ভাঙে লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের জল বা নকল ঔষধ পরিপূর্ণ আছে। জগতের অজ্ঞান-অমানিশাতে আপনার প্রভাবরূপ বৈদ্যুতিক-আলোকে ঐ নকল ঔষধ-ভরা বোতলগুলি উজ্জ্বলতর ও লোকের অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত আত্ম-মঙ্গলকামী, তাঁহারা "শো-বট্‌ল্" দেখিয়া ঔষধালয়ে অর্থাৎ আপনার জীবে দয়ার প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট হইলেও "শো-বট্‌ল্" গুলির নকল ঔষধ-গ্রহণে বিরাম না হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অথবা আপনার আদর্শে একান্ত অনুপ্রাণিত সজ্ঞের নিকটই আত্মমঙ্গলের ঔষধ গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি বহুরূপী "শো-বট্‌ল্" সমূহ কাচের দরজায় সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ সকল "শো-বট্‌লে"র ততদিনই মূল্য ছিল—যতদিন উহারা অযোগ্য সদ্বৈদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে লোকাকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু "শো-বট্‌ল্"গুলি যখন মনে করিতে লাগিল,—"আমরাই ত' সব করিতেছি, আমরাই ত' গুরুদেবকে বড় করিয়াছি, মিশন চালাইতেছি", তখনই তাহা-দিগের স্বরূপ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মেন সুইচের সঙ্গে সংযোগ ব্যতীত যেমন লক্ষশক্তির বাল্বও এক একটি তুচ্ছ কাচাধার মাত্র, তদ্রূপ আশ্রয়-বিগ্রহ আপনার পূর্ণাহু-গত্য স্বীকার ব্যতীত সকলেই তুচ্ছ ও নিরর্থক।

৪৩। যে সার্ব্বভৌম আচার্য্যশিরোমণি। আপনার আচার্য্যলীলায় অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সার্ব্বজনীন কৃপার পরিপূর্ণতা ও চমৎকারিতা প্রকাশিত। যেমন শ্রীকৃষ্ণে অখিল-রসের পূর্ণতা ও সমপ্রভা প্রকাশমান, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহ আপনাতেও অখিল কৃপা-সমুদ্রের সমপ্রভা বিরাজিত। আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" পত্রে ( ৮ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ) একটি প্রবন্ধে বহু বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন,—

"ভগবচ্চরিত্রের এই এক আশ্চর্য্য ভাব আছে যে, যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার হৃদয়ের উল্লাসে ভগবানের সেরূপ পার্থক্য উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের কংস-সভা-গমন-কালে নানা জনে নানা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।"

কংসের রঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুরস্কৃত করেন; আপনিও সেইরূপ রঙ্গমণ্ডলের ( সার্কাস্ ) দক্ষতর কৌশলী বা অভিনায়কের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আপনার সার্ব্বভৌম কৃপা-বারিধি প্রবাহিত করিয়াছেন। রঙ্গমণ্ডলের অধিনায়ক যেরূপ নিজের আত্মজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি মনুষ্য-সমূহের এবং পক্ষান্তরে মনুষ্যের সহিত খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধে অবস্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশু এবং হস্তী, ঘোটক, কুক্কুর, বানর, ছাগ, সর্প প্রভৃতি অন্যান্য পশু ও ইতর প্রাণীর ক্রীড়াকৌশল যুগপৎ দেখাইয়া স্বকার্য্য সাধন করেন, আপনিও তদ্রূপ আমাদের ন্যায় পাশবিকবৃত্তি-যুক্ত কোন কোন শিষ্যরূপে কর্ম্ম-জ্ঞানবদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামের পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সাধুগণের অযাচিত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অন্যেরা তৃণবৎ করাইয়া, নানা ভ্রব্যে ভুলাইয়া স্ব-কার্য্য-সাধন ( অর্থাৎ জগতে গৌড়ীয়মিশনের বৈভব-সংস্থাপন-রূপ পরমার্থানুশীলন ) করিয়া আপনার অদ্ভুতপূর্ব্ব আচার্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই আপনার অপূর্ব্ব গৌর-ভজন-চাতুর্য্য বা কৌশল।

৪৪। হে অদ্বিতীয়-অনন্যোর্দ্ধ-সেবা-কৌশলি-প্রভুপাদ! রঙ্গমণ্ডলের সুদক্ষ-সুকৌশলী অধিনায়কের ( সার্কাস্-ওয়ালা ) ব্যবহার-কৌশলে যেরূপ পরস্পর বিপরীত-ভাব ও আচারযুক্ত খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধযুক্ত প্রাণিসমূহও একত্রে বাস করিয়া অধিনায়কের স্বার্থপোষণ ও সুকীর্ত্তি আনয়ন করে, আপনাতেও সেই আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪৫। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি শ্বাপদগণ বলিতে পারে, রঙ্গমণ্ডলের অধিনায়ক নিজের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবরূপ মনুষ্যের ক্রীড়াকৌশল- দেখাইয়া যে অর্থ বা কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন, তদপেক্ষা অনেকগুণ অর্থ ও সুযশ শ্বাপদগণকে দেখাইয়া অর্জ্জন করিয়া থাকেন। অতএব সার্কাস্ওয়ালার উত্তমাধিকারিত্বে বা প্রীতিপাত্রত্বে (কারণ, সার্কাস্ওয়ালার আত্মীয়-স্বজন মনুষ্য অপেক্ষা সিংহাদি শ্বাপদগণের প্রতি সার্কাস্ওয়ালার যত্ন, পরিচর্য্যা, আদর, যাতনাবিধারা তোষণ-পোষণ, প্রশংসা, স্তুতিবাদ প্রভৃতি অধিক থাকে ) শ্বাপদগণেরই অধিকতর যোগ্যতা।

৪৬। হে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ! আমাদের ন্যায় সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদতুল্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার বকলাধ্বনী পাঁচার আবদ্ধ থাকিয়া আপনার প্রকৃত আত্মীয়-স্বজনের অর্থাৎ আপনার নিষ্কপট প্রকৃত-সেবকগণের অযাচিত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের তোপায় পড়িয়া মনে মনে মনঃকলাই খাই, সুকৌশলী রঙ্গমণ্ডলেশ্বর আপনার ব্যবহার-চাতুর্য্য ধরিতে পারি না বা বুঝিয়াও উঠিতে পারি না, যোগ্যতাও নাই, বা ভগবান্ আমাদিগকে সেই যোগ্যতা প্রদানও করেন নাই।

৪৭। হে ঔদার্য্যবিগ্রহশিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কৃপা করিয়া আপনার নিষ্কপট নিজ-জনগণের নিকট অবস্থানের সুযোগ দিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু আমরা যে আপনার নিকটে, আপনার নিজ-জনবর্গের নিকটে থাকিয়াও থাকি নাই। আপনি আপনার রঙ্গমণ্ডলের মধ্যে আমাদের ন্যায় বিবিধ শ্বাপদের বিভিন্ন অধিকারের এক একটি পিঞ্জরে আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। আপনার নিষ্কপট সেবাপ্রাণ নিজ-জনগণের পরিত্যাজ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদিগের তোষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা আমাদিগকে আপনার 'পরমশ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করিয়াছিলাম এবং আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদার বলিয়াই আপনাকে 'শ্রেষ্ঠ' মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা আপনাকে যেভাবে 'শ্রেষ্ঠ' ও আমাদিগকে 'শ্রেষ্ঠ' ভাবিয়াছি, আপনি তাহা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সময় সময় আপনার ঐরূপ মোহিনী মায়ায় তন্ময় হইয়া আপনার চিন্ময়ত্বপানের জন্যও আমাদের জিহ্বা লকলক করিয়াছে। কিন্তু আপনার ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় মুগ্ধ ও পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা আপনার স্পর্শ পাই নাই।—

৪৮। হে লোকশিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ! অহৈতুকী হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবা, যাহাকে আপনি 'শুদ্ধভক্তি' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং যাহা ভূতলে পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মূর্ত্তিমতী বাণীরূপে আপনার অবতার,—সেই শুদ্ধা ভক্তির কথা প্রচারের জন্য—শ্রীরূপের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং"—শ্লোকের আদর্শ সংরক্ষণের জন্য আপনি বহুবিধ গল্প ও উপাখ্যান আপনার অভিমন্তব্য সাহিত্যের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। "গলগ্রহ দিয়া বাদাম ভাঙ্গা"-নীতি, "কেল কড়ি মাখ তেল", "গঙ্গা-নীতি", "নগ্নমাতৃজঙ্ঘায়", "সোণার পাথরবাটী" ন্যায়,

"ধান-গাছ ও ভামাঘাস", "অনুকরণ ও অনুসরণ", "প্রাকৃত সহজিয়া ও অপ্রাকৃত সহজিয়া", "শিষ্য ও শিক্ষাগুরু", "বঞ্চক ও বঞ্চিত", "কপটকৃপা ও অযাচিত কৃপা", "গুরুসেবা ও গুরুভোগ", এইরূপ বহু ছোট ছোট বাক্য ও উদাহরণের দ্বারা আপনি সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। আবার "লোহার পুঁতিয়া রাখিয়া মাকির গাঁড় টানা"র উপাখ্যান প্রভৃতির দ্বারা বিষয়াসক্তি সংরক্ষণপূর্ব্বক হরিসেবার আড়ম্বর, অনেক নির্ব্বোধ মাতার নিজপুত্রের ল্যাবিটি-পাঠকালে পুনঃ পুনঃ 'এ, বি, সি, ডি' উচ্চারণ করিতে শুনিয়া গৃহশিক্ষকরূপে ভিন্নস্বরের উপাখ্যান-দ্বারা জাগতিক ব্যক্তির লোকশিক্ষক বৈষ্ণবের অধিকার বুঝিবার অসামর্থ্য; 'পোষ্টাল'র উপাখ্যানের দ্বারা প্রকৃত শিষ্য ও শিক্ষাগুরুর পরিচয় প্রদান; সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, ঘোড়-দৌড়ের দর্শকের গবাক্ষের নিকট বায়ুবান অশ্বের আগমন ও চক্ষুরন্তরালে গমন প্রভৃতি উদাহরণের দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি ও রাত্রিকালে লণ্ঠন জ্বালাইয়া সূর্য্য দেখিবার প্রয়াস প্রভৃতি উদাহরণের দ্বারা আরোহ ও অবরোহবাদ; ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গন, রাবণের ছায়ানীতা প্রভৃতি হরণের দৃষ্টান্ত-দ্বারা অপ্রাকৃতবস্তু প্রাকৃতভাবের গোচরীভূত নহে—এইরূপ বহু শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

৩৯। একমাত্র নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক আচার্য্যকেশরীরূপে আপনিই জানাইয়াছেন যে, শ্রীনরহরিদেবের পুত্রত্বের অভিমান করিয়াও নরকাসুর বরাহদেবের অংশী কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের বিরোধী হইতে পারে, মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আত্মজের অভিনয় ও পরমপ্রীতি-স্নেহভাজন হইয়াও তাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিক্ষাদীক্ষা হইতে ভ্রষ্ট, ভগবত্তত্ত্বাভিমানী কেহ কেহ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের পদাবলেহন করিয়া কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তপ্রাভু, এমন কি, পূর্ণসচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কুশপুত্তলিকা (?) নির্ম্মাণ করিয়া উহা দগ্ধ করিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিতে পারেন! সমগ্র প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় অদ্বৈতপ্রভুর দোহাই দিয়া ঐসকল ব্যক্তিকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করিলেও যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদাদি করিয়াছেন—অচ্যুতানন্দের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি, রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের অনুসরণে কোন দিনই অদ্বৈত প্রভুর পার্ষদ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন নাই; তবে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সামাজিক সম্মান হইতেও বঞ্চিত করেন নাই। সমগ্র প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজ ছোট হরিদাসের আদর্শকে প্রভুপ্রিয় পার্ষদের অনিন্দ্য আচার বলিয়া কভই না ব্যাখ্যা করিয়াছে—আপনার সিদ্ধান্ত ও বিচারকে স্ব-কপোলকল্পিত ও বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, তথাপি আপনি বা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "গোপনেতে অত্যাচার গোরা ঘরে চুরি"—এই সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে গৌর ও গৌরভক্তবৃন্দের সুপারিশপত্র প্রভৃতির মোহাই শুনিয়া সত্যের আদর্শকে বিকৃত করিতে দেন নাই।

৪০। আপনি শ্রীনরহরিপ্রভুর পক্ষে "জয়ানন্দ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"রামচন্দ্রপুরী-প্রমুখ হরি-গুরু-বিদ্বেষী সন্ন্যাসিগণ বরদরাজের ন্যায় ভক্তোকরক্ষক স্বামিবিরোধী পণ্ডিতগণ, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বলভদ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণক্রবগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শে শিক্ষা, শিল্প ও উদরলম্পট, ছলভাগিগণ এবং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাভিক্ষু পণ্ডিতম্মন্যগণ যোগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত – শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি—৩৩ পৃষ্ঠা)। আপনার আচার্য্যলীলায়ও যে সেইরূপ বঞ্চনা ও মুক্তি-মুক্তি-কাঙ্ক্ষিমোহনব্যাপার রহিয়াছে, তাহাও আপনি বহুবার জানাইয়াছেন।

৪১। আপনি আপনার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায়ও লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরহৃদয়ের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতেই আমরা একটি প্রাকৃত-বিষয়োন্মুখ ভক্তসম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু এবং গোস্বামিগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিবিষয়কে প্রাকৃত বিষয় মনে করেন। সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি,—শ্রীজীব প্রভু বিশৃঙ্খলতা-নিবারণকল্পে উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অভিরাম শ্রীমান্ রূপকবিরাজের কথা, বাউলিয়া মুকুন্দদাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

প্রাকৃত অর্থ লাভ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তেচ্ছা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে। এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশসমূহে অসংখ্যস্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অক্ষণন্যবাচ্য বিষয়ী হইব। অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সত্যভজনপথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই! এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপৎসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, অভিরাড়ী জগন্নাথ দাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুরুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগতাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদ্ভিন্ন কোন বস্তু স্বীকার করিয়াছেন।"

আপনি এই সকল সিদ্ধান্ত অবকলরূপে প্রকাশিত করিয়াও আবার আপনিই কাহাকেও দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছেন, আপনারই অমুখ-কথিত 'পলাশফুল', 'সো-বট্‌ল্'গণকে প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিয়াছেন, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস প্রভৃতির আদর্শে ধাবিত ব্যক্তিগণকে কখনও কখনও বা পুরস্কারাদিও প্রদান করিয়াছেন। এরূপ শ্রেণীর কেহ কেহ নিজদিগকে আপনার শ্রেষ্ঠাভিমানও করিয়াছেন। শালগ্রাম দিয়া বাদাম আদিলেও অর্থাৎ আপনাকে দিয়া জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিলেও এবং অদ্বৈত-শ্রেষ্ঠাভিমানী ব্যক্তিগণের ন্যায় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুশাসনের আনুগত্য, কেহ কেহ বা বাউলিয়াগিরি করিলেও আপনা হইতে যখন তাঁহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভববন্ধকারক প্রাকৃত-দ্রবিণ বা উচ্চতম প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই যখন তাঁহাদের শুদ্ধশ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র প্রমাণ হইয়াছে, আপনার শত শত গায়ন চিত্তরঞ্জন জলকরা সিদ্ধান্ত, শিক্ষা, আচার-প্রচারের আদর্শ শিক্ষাসমূহ যখন তাঁহাদের শুদ্ধশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণরূপে গণ্যমান হইতে পারে নাই, তখন তাহা আপনার বঞ্চনা-লীলা ব্যতীত আর কি? ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-স্বরূপ আপনি, আপনার সিদ্ধান্তকে সত্য বলিব—যথাশ্রুত-সিদ্ধান্তকে সত্য বলিব,—না, আপনার সিদ্ধান্ত, বিচার ও আদর্শ আচার অনুসরণের অভাব সত্ত্বেও আপনার প্রদত্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখাগুলির প্রাচুর্য্য দেখিয়াই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বা সেবকত্বের বিচার করিব?

৫২। আপনি বলিয়াছেন,—কালাকৃষ্ণদাস 'অন্যাভিলাষী'; কমলাকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতির আদর্শ—'দুর্ভাগা-সেবকপ্রবরের আদর্শ'. আপনি বলিয়াছেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরকিশোরের আনুগত্যের অভিনয় করিয়াও বহু লোক সেই জগদ্গুরুদ্বয়কে ঠকাইতে আসিয়াছিলেন', আবার আপনি বলিয়াছেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোনও কোনও ব্যক্তির পাদোদক-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াও, কাহাকেও বা নিজ একান্ত হরি-জনের অর্থাদি প্রদান করিয়াও, বহু আদর-যত্ন করিয়াও কোন কোন ব্যক্তিবিশেষকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আপনি শ্রীভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট সম্বন্ধে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র কোন ভক্তিবিনোদ-শিষ্যব্রুব প্রতীপকে যে একখানি পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জানাইয়া-ছিলেন,—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনাকে আদেশ করিয়া-ছেন যে, মহাপ্রভুর ভাণ্ডারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের মনোরিক বাঞ্ছা বিধান করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে প্রাকৃত দ্রবিণের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া নিজের ভজন করিতে হইবে। আপনি অনেকবার বলিয়াছেন,—কেহ কেহ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের পাদোদক ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভৃতে, শ্রীভক্তিবিনোদে, শ্রীগৌরকিশোরে শূদ্র-বুদ্ধি করিবার চরম পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছে। হে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীস্বরূপ প্রভুপাদ! তাহা হইলে আমরা কোন্‌টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রভুর যজ্ঞ-কমণ্ডলু-বহন, নিত্য-পাচকের কার্য্যকরণ, মহাপ্রভুর সহিত বৃন্দাবনাদি তীর্থ-বিচরণ, আবার মহা-প্রভুর ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের প্রতি প্রচুর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও নানাপ্রকার প্রশংসাবাদ একদিকে, আর একদিকে এরূপ সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গসেবাকারীরই আবার মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কৃষ্ণ-দর্শনে ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যাভিলাষের

উদয়। কৃষ্ণদাসই বা কিরূপে মহাপ্রভুর এত সেবা করিয়াও, এমন কি, সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও ভট্টথারি স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পতিত হন? এই সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র আপনার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ও আচার্য্যলীলার মধ্যেই পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫৩। আপনি সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-কালে বলিয়াছেন,—"শালগ্রাম দিয়া বাজার ভাঙ্গিও না, ভাগবতের ব্যবসায় খুলিও না, গোদাসত্ব করিয়া 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় দিও না, ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণ করিয়া সীতাহরণ (?) করিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইও না", কিন্তু যখন আমরাই আবার শালগ্রাম দিয়া বাজার ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হই, ভাগবত-ব্যাখ্যা ও মন্ত্রের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠামূল্য গ্রহণ করি, গোদাসত্ব করিয়াও স্বামিত্বের দাবী রাখি, অভিন্ন-নিত্যানন্দ আপনার আচার-প্রচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও আপনার শিষ্য বা শ্রেষ্ঠসন্তান বলিয়া অভিমান করি এবং আপনাকে যদি আমাদের ঐ সকল কার্য্যের দালাল, সমর্থক বা ভাবক সাজাই অর্থাৎ আপনিই আমাদের ঐসকল কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন, ঐসকল অসৎকার্য্য করা সত্ত্বেও আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সেবকের সুপারিশপত্র দিয়াছেন বলি, তাহা হইলে আমরা আপনার সিদ্ধান্তানুসারেই কি অভ্রান্তিদাবিতার পূজা করিতে গিয়া আপনার বঞ্চনালীলায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম না? হে অমন্দোদয়দয়ানিধি প্রভুপাদ! আপনার অকপট কৃপা প্রকাশ করিয়া এ নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিউন,—আপনার শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত কোন্‌টি? 'বঞ্চনা' বলিয়া কোন কথা কি আপনার সিদ্ধান্তের অভিধানে নাই? ইহা কি আমাদের স্বকপোল-কল্পিত কল্পনা অথবা আমরাই কি আপনার ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে বঞ্চিত? শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত এতগুলি নিষ্কপট প্রাণ, যাঁহাদের কোনও দিন কোনও প্রকারে অভ্রান্তিদাব দেখা যায় নাই, যাঁহাদিগকে আপনি কোনদিন অভ্রান্তিদাবের প্রশ্রয় দান করেন নাই, যাঁহাদিগকে আপনি আপনার অত্যন্ত আত্মীয়জ্ঞানে শাসন ও নিয়মনের দ্বারাই তাঁহাদের অকৃত্রিম শিষ্যত্ব সংরক্ষণের সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারা কি আপনার সেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন?

৫৪। আপনার অপ্রকটলীলাবিকারের অব্যবহিত পরেই আমাদের ন্যায় অভ্রান্তিদাবী ব্যক্তি যে-সকল কুসিদ্ধান্তের তাণ্ডব রচনা করিয়াছে, তাহা কি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর সিদ্ধান্ত, না অন্যটি? "আপনার লোকবঞ্চনাময়ী অন্তর্দ্ধানলীলার অভিনয়কালে আপনার শ্রেষ্ঠ অন্যটি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করুন; অপ্রকটলীলাবিকারের পর আপনার শ্রীমন্দিরের আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত; কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের গবীনদীন মহাজনবাদের সহিত ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত মহাজনগুরু-তত্ত্বসিদ্ধান্তকে সমাসনে স্থাপনের চেষ্টা; শ্রীরূপানুগ পদ্ধতিতে মহান্ত গুরুধারার অবিচ্ছিন্নত্ব নাই—এরূপ শাস্ত্র ও সংসম্প্রদায়িক ইতিহাস-বিরুদ্ধ কল্পনা; মহান্ত গুরুত্বের অবতার সার্ব্বকালিক নহেন; ভক্তিবিনোদধারা নিত্য প্রবহমান নহেন; মহান্ত-গুরু বা আচার্য্যের গুরুসেবা ও জীবেদয়া কার্য্যটি পূর্ব্ব-গুরুবর্গের আসনাক্রমণ-চেষ্টা; সকলেই মহান্ত গুরুর কার্য্যে অধিকারী; চতুর্থাশ্রমের সজ্ঞায় সজ্ঞিত ব্যক্তিরাই আচার্য্যত্বে অধিকার, যেমন জাতিব্রাহ্মণ হইলেই গুরুত্বে অধিকার; আচার্য্য বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত; কৃষ্ণৈক শরণ বৈষ্ণব পরমহংস নহেন, তিনিও বর্ণাশ্রমের কবলে কবলিত; শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য বা বৈষ্ণবদীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব প্রহাচার্য্য, দাসানুদাসাচার্য্য বা পরীক্ষোত্তীর্ণ আচার্য্যোপাধিবিশিষ্ট পণ্ডিতমাত্র; 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা—সেই গুরু হয়'—মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্ত নিরর্থক,—এইরূপ প্রচ্ছন্নমতবাদ; সিদ্ধান্ত Intellectualism মাত্র; শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট লীলাবিকারকালে তাঁহাকে কৃষ্ণনাম শুনাইলে 'খোদার উপর খোদগিরি' হয়; কর্ণ-জঙ্ঘ-মার্ত্ত-পাসনের পদলেহন করিয়াও আচার্য্যত্ব সংরক্ষিত হয়;—গুরুকে 'সূত্র', 'সূত্রসন্ন্যাসী' প্রভৃতি বলিয়াও নিরপরাধ ও শ্রেষ্ঠ গুরু-সেবক থাকা যায়, গুরুর সেবার ছলনায় গুরুদেবের সিদ্ধান্ত ও আচার-বিচারকেও হনন করা যায়; গুরুদেবের সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা প্রাকৃত মনীষিগণের দ্বারাও করিয়া লওয়া যায়; একান্ত শুদ্ধবৈষ্ণবের নির্ম্মল চরিত্রে মৎসরতাপূর্ণ অশ্লীল দোষারোপ করিয়াও এবং উহা গ্রাম্য-সংবাদপত্রে নানা অবৈধ-উপায়ে প্রচার করিয়াও বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত ও গুরুপ্রিয়তাজন থাকা যায়; বৈষ্ণবাপরাধ—কথার কথা মাত্র, গুরুদেবের সুপারিশ-পত্র 'আমাদের দাঁড়ে হোলা'

হইলেই মূল্যবান্, অন্যান্য শত শত সর্ব্বস্বসমর্পিতাত্মা নিষ্কপট-সেবকগণের প্রতি গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। নিষ্কপট শরণাগতি ও সেবাপ্রাণতা অপেক্ষা জাগতিক লোকরঞ্জন করিবার কৌশলই গুরুদেবের প্রীতিপাত্রত্বের পরিচায়ক। সেবা-কীর্ত্তিসম্পন্ন নিষ্কপট প্রাণ অপেক্ষা কপট-পাটোয়ারি-বুদ্ধি ও শো-বট্‌ল্‌এর অহমিকাই সেবা-কীর্ত্তি—এইরূপ মতবাদ; শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত সিদ্ধ-প্রণালী হাটে-বাজারে নিজ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-স্থাপনচ্ছলে প্রকাশ-যোগ্য,—এরূপ কার্য্য কৃপাহুগ-গুরুবর্গের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ নহে; গুরুদেবের দৈন্য ও মহাভাগবতোচিত-বর্ণনে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী উক্তিসমূহ ভোগ্য-বস্তুতে প্রয়োজ্য; গুরু-পরিত্যাগ ছলনকে বৈষ্ণব-ছলন-কার্য্যে নিযুক্ত করাই গুরুসেবা; গুরুদেবের প্রবর্ত্তিত সমস্ত সেবা-প্রণালী, সিদ্ধান্তরাজি, আচার-প্রচার, ভক্তি-প্রতিষ্ঠান-সমূহের সেবা পরিত্যাগেও গুরুসেবত্বের অধিষ্ঠান সম্ভব; গুরুদেবের মনোহভীষ্ট ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ ধ্বংস-কার্য্যে কুচক্রি-বিষয়িগণকে নিয়োগই গুরুসেবা প্রভৃতি মতবাদ, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের পিচ্ছিল-চক্ষুই বিরহকাতরতার নিদর্শন; বিরহকাতরতা ও বিষয়-ভোগ যুগপৎ সমযাত্রী; সত্য-প্রচারক বৈষ্ণবগণের প্রতিহিংসা লইবার জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ; বৈষ্ণবগণকে কারাগারে নিক্ষেপের চেষ্টা, নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত করাইবার অশেষ চেষ্টা; জাগতিক ধন-বল, বিষয়বুদ্ধি-বল, প্রাকৃত ব্যবহার-বিদ্‌গণের বল নিষ্কিঞ্চন, নির্ধন বৈষ্ণবগণের সেবা-বল অপেক্ষাও অধিকতর সামর্থ্যযুক্ত"—এইরূপ শত শত মতবাদ ও বিচারকে কি আপনার অতীষ্ট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বলা যাইবে? আপনি কি আপনার সহস্র সহস্র গালন চিদ্‌রস ব্যয় করিয়া জগতে ঐ সকল বিচার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, —না সমূলে উহা ধ্বংস করিয়াছেন?

৫৫। আপনার শ্রীমুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি যে, যখন আপনি আপনার প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং প্রচার-অঙ্গ 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' মুদ্রাঙ্কাদি স্থাপন করিলেন, তখন ভক্তিবিনোদানুগাভিমানী কেহ কেহ আপনাকে অর্থ ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বহু দোষারোপ এবং আপনাকে নিষ্কিঞ্চন, নির্ধন দেখিয়া প্রাকৃত-ধন ও প্রাকৃত-আভিজাত্য-গর্ব্বিত হইয়া আপনার যৎপরোনাস্তি বিদ্রূপাত্মক করিবার আস্ফালন চেষ্টা করিয়াছে। অধিক কি, আপনার অপ্রকট-কালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন কোন 'অরিষ্ট-বৃষ' আপনাকে নানা গঞ্জনার ভাগী করিয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আপনাকে রাজদ্বারেও নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক লোকপ্রিয় আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গাশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আপনার শুদ্ধভক্তি-প্রচারকে উৎসাদিত করিবারও প্রয়াস করিয়াছিল। গ্রাম্যবার্ত্তাবহে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বহু আক্রমণ করিয়া জন-মতের সম্মুখে আপনাকে হেয় করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল! সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ-প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য', 'চিহ্ন-বিলাস', 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি আখ্যা লইয়া গ্রাম্য-সংবাদ-পত্রে কত তীব্র কটাক্ষ ও ঐসকল শব্দের অশ্লীল ব্যাখ্যা করিয়া বেনামী-পত্র-প্রেরণ, 'বৈষ্ণবের আবার এত লম্বা উপাধি থাকিবে কেন? কোন নামই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সকলই উপাধি; খৃষ্টানীধরণে 'His Divine Grace', 'His Divine Holiness' লেখা হয় কেন?"—ইত্যাদি বহু বহু কটাক্ষ করিয়া তাহাদের মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু আচার্য্যকেশরিরূপে আপনি কেবলমাত্র পূর্ব্বগুরুবর্গের সেবা, ভক্তিবিরুদ্ধ-কুসিদ্ধান্ত-নিরাস ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মর্য্যাদা-স্থাপনের জন্য ঐরূপ গঞ্জনা-সহ করিয়াছেন। কারণ, আপনার স্বমুখোক্তি—"বার্ষভানবী দেবী লোক-গঞ্জনার ভয়ে কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।"

৫৬। তদানীন্তন স্বার্ত্ত প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কোন গ্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রকাশিত ঐ সকল মতবাদ আপনার অভিন্নবিগ্রহ, আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তে একান্ত পারমহংস্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু "কুরাদ্ধান্তধ্বান্তভাস্কর" শীর্ষক সংস্কৃত পদ্যে খণ্ডন করিয়াছিলেন। যখন পৃথিবী-বিখ্যাত আভিজাত্য-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি আপনার আবির্ভাব-তিথিতে শিষ্যগণের নিকট হইতে অভিনন্দনাঞ্জলি-গ্রহণের আসনকে 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ব্যাঘাত-কারক বলিয়াছিলেন, তখন কটকে সচ্চিদানন্দ মঠের এক অভিভাষণে আপনি জানাইয়াছিলেন যে, উহা আপনার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুসেবার আসন, উহা গুরুর আসন আক্রমণ নহে। আপনি যখন বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং বৈষ্ণব গুরুবর্গের নিত্যসিদ্ধ

পারমহংস্যের প্রচারকল্পে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে সাবিত্র্য সংস্কারে সংস্কৃত করিতেছিলেন, তখন অনেক অতত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তি আপনার এই গুরুসেবাকে বাস্তবিকতা অর্থাৎ বৈষ্ণবের 'তৃণাদপি সুনীচতা' বরণের পরিবর্ত্তে আভিজাত্যাকাঙ্ক্ষা বা ভূসুরগণের আসন আক্রমণের আদর্শ বলিয়া আপনার প্রতি নানা, দোষারোপ করিয়াছিল। আপনার অপ্রকটলীলার পরও জগতের মৎসরতাকে একটি মনোহর পোষাকে সাজাইয়া লোকচিত্তাকর্ষণের জন্য এইরূপ এক প্রচার আরম্ভ হইয়াছে যে, আচার্য্যকে আচার্য্যোচিত পরিতাপ ও দূষণে দূষিত করিলে এবং আচার্য্যকর্ত্তৃক তাহা গুরুসেবার্থ অঙ্গীকৃত হইলে তদ্দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যকে অসম্মানিত করা হয়!! লোকশিক্ষক আপনি কি ঐসকল গুরুসেবাপর দূষণ স্বীকার করিয়া পূর্ব্বগুরুবর্গের আসন অধিকার অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন? তার দেবপ্রসাদের ন্যায় মনীষী যখন আপনাকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, গুরুবর্গের সেবার জন্যই আপনি আচার্য্যত্ব অঙ্গীকার ও শিষ্যগণের পূজা স্বীকার করিয়াছেন। আপনি বলিয়াছিলেন,—

"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ,—যা'রা গৌরসুন্দরের এই কথা শুনে নাই, তা'রাই ব'লছে, 'কিরূপে আত্মস্তুতি জন্মছে', গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন তখন কিরূপ পাষণ্ডতাই না তাঁর ক'র্ত্তে হ'চ্ছে, 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'-শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি ক'রবেন? সেই সকল ব্যাখ্যা ক'রবার আসন থেকে কি তিনি পালাবেন? 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ'—এই মন্ত্র কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লবেন না? আমি মূর্খ সম্প্রদায়ের, হিংসাপরায়ণ সম্প্রদায়ের কোন কথা শুনেই গুরুর অবজ্ঞা করব না। আমি কপটতা শিখ্‌ব না, আমি গুরুর কার্য্য ক'র্‌ছি। কিন্তু যদি 'আমায় জয় দিতে হ'বে না' প্রচার করি, অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি, 'বেশী ক'রে আমার জয় গাও', তাহা হ'লে সেটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রূপানুগ সম্প্রদায়ে অমানীমানদ ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে, যা'রা তা'তে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা বিষয়ে পোষক-সমূল অপরাধী।"

শ্রীল প্রভুপাদ! আপনার অপ্রকটলীলাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই রূপানুগবিরোধী যে-সকল কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছিল এবং হইতেছে, তাহা সর্ব্বজ্ঞা আপনি সকলই দেখিয়া ব্যথিত হইতেছেন। পূর্ব্বোক্ত বহু কুসিদ্ধান্ত-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'আচার্য্যের জয়' লইয়া আর একটি রূপানুগসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ সাৎসর্য্যপূর্ণ কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছিল। আচার্য্যের জয়কে রূপানুগবিরুদ্ধ চিত্তাস্রোতে ধাবিত ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল 'হুড়াগান!!' সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ সম্বন্ধে যাহাদের আদৌ জ্ঞান নাই, তাহারা রূপানুগ-কীর্ত্তনকে 'হুড়াগান', 'মুক্তা'কে 'বদরী'কলই মনে করে। তা'রপর জয়ের ক্রমবিচার লইয়া মৎসরতা, সিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞতা উপস্থিত করিল। অবরোহবাদের বিচারে ভক্তির অধিরোহণ বর্ত্তমান আচার্য্য হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের ক্রমপারম্পর্য্যে বিষয়-বিগ্রহ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ গুরু হইতে পরমগুরু, পরমগুরু হইতে পরাৎপরগুরু—এইরূপে আরোহণ করিতে করিতে ভগবৎ পাদপদ্মে উপনীত হয়—আপনি এই সিদ্ধান্ত শিখাইয়াছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের জয় না দিয়া সর্ব্বাগ্রে আপনার জয় এবং ক্রমে ক্রমে গৌরকিশোর, ভক্তিবিনোদ, জগন্নাথ, মধুসূদন, বলদেব, বিশ্বনাথ, নরোত্তম, কবিরাজ, রঘুনাথ, রূপ, সনাতন ও সর্ব্বশেষে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌরসুন্দরের জয় প্রদান করিয়াছি। ইহাই রূপানুগসিদ্ধান্ত বলিয়া আপনি জানাইয়াছেন। কিন্তু রূপানুগবিরোধিসিদ্ধান্ত বা প্রাকৃত জনগণের বিচারে আগে ভগবানের পূজা, পরে ভক্তের পূজা। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচারে—আগে ভক্তপূজা, পরে ভগবৎপূজা।

৫৭। পরমকারুণিক প্রভুপাদ! আপনার কৃপায় আপনার সর্ব্ববিধ শুদ্ধসিদ্ধান্তের খনিকে আমরা আজ আচার্য্য-পাদপদ্মরূপে পাইয়াছি। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—বিচারে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীবিগ্রহ আপনি আপনার বরপুত্রের শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যসিদ্ধভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। নানা-প্রকার বিঘ্ন, মৎসরতার নানাপ্রকার তাণ্ডবনৃত্য—যাহা আপনার প্রকট-লীলায় বীজাকারে অবস্থিত ছিল, তাহা আপনার অপ্রকটলীলায় বিস্তীর্ণশাখ মহাবটীরূপে

ওর্দ্ধপরাবলেকগণ প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রতভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত-বৎসল সুশীতল ছায়া আমাদিগকে আরও গাঢ়তাবে আপনার মহিমার উপলব্ধি করাইতেছে। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বাধাবিঘ্ন যাইহা অপেক্ষাও অনন্তকোটিগুণ অধিক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আমাদিগকে রাখুন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা যেন বাধা-বিঘ্নের অবসানরূপ আত্মশান্তি বা সম্ভোগের কামনা না করি। শান্তরসোপম নির্ব্বিশেষভাব আমাদের আরাধ্য নয়। আপনার পাদপদ্মের সেবা-সংলগ্ন চিদ্বিলাস-বিচিত্রতাকে যেন আমরা নিত্যকাল আরাধনা করিতে পারি। তবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে এই একটি প্রার্থনা—শ্রীরূপানুগবিরোধী কুলিঙ্গান্তরূপ-দুঃসঙ্গপ্রান্তে যেন আমাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট না হয়। যেরূপ অবস্থায়ই আপনি রাখিতে ইচ্ছা করেন, যে স্থানে আপনি আমাদিগকে রাখিয়া সুখী হন, আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের অন্তরতমস্থলের কোটি আর্ত্তিদ্বারা আপনার সেই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা নির্ব্বাহ্ন করিতে পারি।

৫৮। হে প্রেমামরতরুর অতিমর্ত্ত্য মালাকার! আপনি অনুভূতপূর্ব্ব সুদক্ষতম মালাকারের ন্যায় শ্রীশ্রীরাধা-মাধব-মিলিততনু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবার জন্য—নিত্যানন্দের ন্যায় পুষ্পমাল্যোপকরণে শ্রীব্যাসপূজার জন্য একটি বিচিত্র উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। এই উদ্যানে আপনি বিচিত্র বর্ণের ও বিচিত্র গন্ধের পুষ্পসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উদ্যানে আবার কতকগুলি বিদেশীয় ঋতুসুমের ( Season flower ) চারা গাছও রাখিয়াছিলেন। ঐগুলি সুগন্ধহীন, কিন্তু বর্ণশালিতার ও লোকমনোহারী। সুশোভনমুক্ত কুসুমনিচয়কে, সুদক্ষতম মালাকার শ্রীরাধাগোবিন্দার্চ্চন-কৌশলী আপনি, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব যুগলের শ্রীচরণকমলপরাগে সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৭ম বিলাসে কতকগুলি নিষিদ্ধপুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। গন্ধবিহীন অথবা তীব্রগন্ধযুক্ত, রক্তবর্ণ চৈত্যতরুজাত, অকালোৎপন্ন, অধিকবিতরল, বলপূর্ব্বক বিকসিত, কীট-কোষোপবিদ্ধ, উর্ণনাভ-কর্ত্তৃক বাসিত, লোকবিগর্হিতবস্তুস্পৃষ্ট, শ্বাসদুষ্ট, অক্ষদুষ্ট, আঘ্রাত, অধঃসংস্পৃষ্ট, গর্হিত ও ভূপতিত, ম্লানিত, করবীর, ধুস্তুর, অর্ক, কণ্টকারী, গিরিকর্ণিকা প্রভৃতি পুষ্প বিষ্ণুসেবায় নিষিদ্ধ। পলাশাদি পুষ্প দেখিতে সুন্দর হইলেও সুগন্ধহীন বলিয়া বিষ্ণুসেবায় অযোগ্য।

৫৯। আপনি আপনার শ্রীব্যাসপূজার "প্রতিনিবেদনে" (চতুঃসপ্তাশদ্ বর্ষ পূর্ত্তি প্রকটতিথি, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮) আমাদিগকে আপনার অপ্রাকৃত মালাকারত্বের কথা জানাইয়াছিলেন—

"যিনি একান্তভাবে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে অবিসংবাদিত অধস্তনসূত্রে শ্রীচৈতন্যবংশ বিস্তার করিবার জন্য ধরাধামে স্বীয় অলৌকিক ভজন-সম্পত্তি স্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসীম কারুণ্যোপলব্ধির উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার লেখনী আমাদের শ্রীরূপানুগভাস্করাকরের তটে স্থাপিত আলোকস্তম্ভরূপে একমাত্র নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছে এবং তাদৃশ হরিসেবাময় জীবন যাঁহার অপ্রাকৃত কৃষ্ণেতরবিরক্তির পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, সেই বৃন্দাবিপিনের নিত্যাধিবাসি জনের পূজায় আমরা অন্য কোন্ কোন্ উপায়নদ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিব,—এই জিজ্ঞাসার ফলে বহু কুসুমরাজির সন্ধান পাইয়াছি। যে সকল পুষ্প শ্রীভগবানের অতি প্রিয়—শ্রীভগবদ্ভক্তের অতিপ্রিয়, সেই প্রসূনসমূহ পূর্ব্বেই অর্পিত হওয়ায় বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রীর সেবায় সমর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আর অন্য শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট তথা শ্রীরূপ ও তদনুগ মনোঽভীষ্ট-কল্পতরুর সেচন-সংবর্দ্ধনকল্পে যাঁহারা গৌড়ীয় গুরুবর্গের অভীষ্টসাধনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল বর্ত্তমান পুষ্পসমূহেরও বন্দনা করিতেছি। তাদৃশ ভক্তিপ্রসূনসমূহই অদ্য আমার ব্যাসপূজার সজীব উপায়ন। ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার প্রিয়তম আশ্রয়-বিগ্রহেরই আছে। তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ আংশিকী সেবা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সাফল্য হইবে। শ্রীব্যাসনাভীয়বিগ্রহের অতুল প্রেম-সেবা সকপ্রকার চিন্ময়ীরতি-দ্বারা সাধ্য হইলেও উহা—অনাদ্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণের

নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। আমার ন্যায় অকিঞ্চন পলাশের বৃন্দারণ্যের কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই; তথাপি কৃষ্ণ প্রেমের উপযোগী পুষ্প-সমূহের সুগন্ধের সহপ্রভাবে আরোপিত সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয় যে, জীবিতকালের অবশিষ্ট কএকটি দিবস বৃন্দারণ্যের কুসুম-সমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় অর্পণ করি।"

৬০। আপনি বৃন্দারণ্যের কুসুমনিচয় নিত্য চয়ন ও তদ্দ্বারা ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা-লীলা প্রকাশের জন্যই জগতে অবতার-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়, আপনার অপ্রকটের কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরাধামুকুন্দের মাল্যদানি-সূত্রে মালিকা-সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। একই উদ্যানে যেরূপ সুগন্ধিযুক্ত বিচিত্র পুষ্প ও বর্ণধারী বিবেচীর পুষ্প অবস্থান করিয়া যথা-ক্রমে সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা ও জনগণমন আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শ্রীরাধা-মাধবের অপূর্ব্ব মালাকার, কৃষ্ণকর্ষক, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আপনার একই উদ্যানে কতকগুলি বর্ণধারী পুষ্প রাখিয়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-জনগণকে মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও বঞ্চনা করিয়া স্বকার্য্য-সাধনরূপ ষড়জন অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের সেবা করিবার জন্য সুনির্ম্মল-সুগন্ধিযুক্ত বিচিত্র কুসুম-বল্লীর সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। বাগানের বর্ণধারী পুষ্পগুলি হয় ত' বলিতে পারে, যখন তাহারাই সর্ব্বসাধারণকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়া উহাদিগকে পুষ্পোদ্যানের আকর্ষণে অধিকতরভাবে সাহায্য করে, তখন ঐগুলিরই মালাকারের প্রীতি ও আদর-যত্নের অধিকতর দাবী আছে। কার্য্যতঃ তাহারা তাহা পাইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বিষ্ণু সেবা, গৌরসুন্দরের আচার-প্রচাররূপ পূজন কেবলমাত্র শাস্ত্র-বিহিত সুগন্ধ-পুষ্প অর্থাৎ নিষ্কপট অকৈতব বৈষ্ণবগণের দ্বারাই হইয়াছে, হয় ও হইবে। Season flower বা ঋতুপুষ্পের দ্বারা সেই পূজা হয় না—ব্যাসপূজা হয় না—হইতে পারে না। ইহারা জনসাধারণের ভোগ্য-নেত্রে দেখিতে যতই বাহ্য রং বেরঙের হউক না কেন!

৬১। ভুবন-পূজিতা সরস্বতীর পূজায় বালকগণ, পুরোহিতগণ, শাস্ত্র-বিধি থাকুক, আর না-ই থাকুক, গতানুগতিক পলাশ-পুষ্পকেই প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। আপনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী, আপনার বঞ্চনাময় স্বরূপের পূজা বর্ণধারী পলাশ-পুষ্প দ্বারাই প্রশস্ত বলিয়া প্রাকৃত জনগণ মনে করেন, করুন; কিন্তু শ্রীসনাতনের পদ্ধতির সেবকগণ, কৃষ্ণ-ভক্তিবিলাসের সিদ্ধান্তজ্ঞগণ, প্রকৃত-রূপানুগগণ শাস্ত্র-বিহিত সুনির্ম্মল কুসুমস্তবকেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম-রেণুতে অভিষেক যাজ্ঞা করেন। তবে যে আপনার কৃষ্ণ-সেবার উদ্যানে পলাশ-পুষ্পেরও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল চন্দন-তরুর সদ্গুণে অন্য বৃক্ষকেও গরবান্ করিবার মহদেচ্ছায় আপনার মহা-বদান্যতার আদর্শ।

৬২। হে সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ নরোত্তম-বিশ্ব-নাথ-বলদেব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-মনোহট্টীষ্ট-পরিপূরক প্রভুপাদ! হরার হরি, যার যা কৃষ্ণ-কামদেব, যিনি শ্রীসনাতনের সর্ব্বস্ব মদনমোহন, তাঁহার মৃদুস্মিত (মন্দহাস্য) কেবল একবারমাত্র মধুর নহে, তাহা মধুগন্ধি অর্থাৎ মধু-সৌরভযুক্ত ও তুরীয় মধুর অর্থাৎ চারিবার মধুর। লবঙ্গ-মঞ্জরীর (শ্রীসনাতন-প্রভুর) সেবা-প্রীতি-প্রণয়-সৌরভে স্বয়ং হরি-হরিতা রাধা অত্যন্ত মুগ্ধা, প্রণয়া ও প্রীতি-প্রণয়-শালিনী; সুতরাং লবঙ্গ-মঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর আনুগত্য-ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধান্ত-গৌরস্বরূপ শ্রীরূপের আনুগত্য বা শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত-তনু-শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হয় না। তাই শ্রীরূপের একান্ত-ভৃত্য ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজ-জন শ্রীরঘুনাথ বলিয়াছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মাং চিরমেব মুগ্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

(শ্রীল দাসগোস্বামি-কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি—৬)

যিনি পরদুঃখ-দুঃখী ও দয়ানিধি, আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও যিনি সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস প্রদান করিয়াছেন, সেই সদ্গুরু-দাতা শ্রীসনাতন-প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

৬০। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের কৃপার উদয়েই শ্রীব্যাস-পূজার প্রবৃত্তি। ভক্তিসিদ্ধান্তের কৃপা-লাভেই গুরু-পূজা বা শ্রৌত-আম্নায়ের আনুগত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিত্যদাস শিষ্যগণ নিজ-নিজ নিত্য অপ্রাকৃতিদাস্যানন্দ অনুভূতি রূপ তত্ত্ববিবেক লাভ করিয়া অভক্তিবিবেকের দুঃসঙ্গরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভের কীর্ত্তিকে হেয় জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে ভক্তিবিবেকে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন বুঝিতে পারেন,—বিষ্ণুসন্ন্যাসী নরোত্তমসন্ন্যাসি-রূপে যে কোন বর্ণ বা আশ্রমে থাকিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ গৌরভজনে নিরত থাকিতে পারেন। বিষ্ণুসন্ন্যাসীই জগদ্গুরু ও সমস্ত আশ্রমীর আরাধ্য। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বা ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ। ভক্তিসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি, স্মৃতিসার ব্রহ্মসূত্র বা তাঁহার অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না—ভক্তিসিদ্ধান্তে শিথিলতা, অজ্ঞতা, সন্দেহ ও সংশয় বা অপরাধ থাকিলে আমরা ব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয়া-নুগরূপে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক হইতে পারিব না।

৬১। পরমারাধ্য প্রভুপাদ! আপনার প্রকট-লীলা-কালে আপনি আপনার নিতান্ত অযোগ্যতম, পতিত, নির্ধন দাসাভাসগণকে আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর প্রদত্ত সূত্র ও নির্দ্দিষ্ট সূত্রমালার দ্বারাই অঞ্জলি-মালিকা রচন করিবার আজ্ঞা প্রদান করিতেন। শ্রীচৈতন্যমঠানুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক বারের পূজার পুষ্পাঞ্জলি আপনার বাণী-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অধিতীয় ধর্ষিক শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যেই আমরা রচনা করিয়াছি। এবং তদুপলক্ষে আপনার প্রত্যেক বারের প্রস্তাবিভাষণ আপনার শ্রুতলিপি অনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ যেন জীবন্তভাবে সেই সব স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠিয়াছে—যে-দিন আপনি শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে মাধবী-তরুর চত্বরায় উপবেশন করিয়া "প্রণতি-ছলমঞ্জলি" দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে লিখিত হইয়াছিল, তাহার হস্তলিপি দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন ও আপনার দাসাভাসগণকে কোটিমুখে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। অযোগ্যতম ভৃত্যাভাস আমরা প্রণতিমুখম কিছুই চয়ন করিতে পারি নাই; কেননা, আমরা আপনার ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কৃপাকে বরণ করি নাই। আমরা আনুগত্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া আজ আত্মম্ভরিতা-ধর্ম্মকে বরণ করিতেছি, বৈষ্ণব-নির্য্যাতন করিবার কৌশলকেই আমাদের বুদ্ধিমত্তা বিচার করিতেছি। আমরা আজ মৎসরতা ধূর্ত্তা-চণ্ডালিনীর ডাকিনী-যোগিনীগণের পরামর্শে দুষ্টা সরস্বতীর সঙ্গিনী পিশাচীর ইন্দ্রিয়তর্পণ-পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি, শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে শত্রু ও পিশাচীকে রক্ষয়িত্রী মনে করিতেছি! এ বিপদ্ হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মধ্যেই আপনার নিত্য উদয়। আপনার চতুঃষষ্টি-বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতেও আমরা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীস্বরূপে আপনার সিদ্ধান্তের বরপুত্র শ্রীল আচার্য্যদেবের শুদ্ধহরিকীর্ত্তনময় জিহ্বা-প্রাঙ্গণে আপনার অবতার লক্ষ্য করিতেছি। পতিত পুষ্পগুলি বিষ্ণু-সেবায় লাগে না, আবার অপ্রাকৃত-ভাব-পুষ্প ব্যতীত শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা হয় না, কিন্তু আমরা পতিত ও প্রাকৃত-অহাদিভাবে অভিভূত, তাই শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে আপনার চতুঃষষ্টি-বর্ষ-পূর্ত্তি-প্রকট-তিথিতে চতুঃষষ্টি-সংখ্যক কার্পণ্য-কুসুম চয় করিয়াছি। এই কার্পণ্য-কুসুমগুলিকে আপনার অভিমর্ত্ত্য শ্রীপাদপদ্ম-পরাগে অভিষিক্ত করিয়া অপ্রাকৃত-সৌরভ-যুক্ত করিবেন,—এই আশাবন্ধই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। জয় শ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পারগম্য কৃষ্ণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুপাদ জয়!! জয় শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত-কুসুমকাননের অভিমর্ত্ত্য অনন্তশ্রেষ্ঠ-মালাকার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের জয়!!

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

———:০:———

# শ্রীগৌর-স্মরণ-মহোৎসব

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব- জগন্নাথ - ভক্তিবিনোদ - গৌর-কিশোর দাসবাবাজী প্রভুপাদের শুদ্ধ আচার ও প্রচার-ধারা,—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্যের সংরক্ষক গৌড়ীয়াচার্য-বর্য্য পরমহংস ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় গৌরজন্ম-স্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে ভুবনপাবনী গৌরজয়োদয়ী অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি হইতে ( ১২শে মাঘ, ১৩৪৪; ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ শনিবার হইতে ) সর্ব্বশ্রীবিমণ্ডিতা শ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমা ( ২৭া চৈত্র ১৩৪৪, ১৬ই মার্চ্চ ১৯৩৮ বুধবার ) পর্য্যন্ত মাসাধিককালব্যাপী শ্রীশ্রীগৌর-স্মরণমহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

এই সময় হরি-গুরু ও বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা-স্মৃতি স্বভাবতঃই অকপট সেবকবৃন্দের হৃদয়ে উদিত হয়। গৌরনারায়ণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাবোৎসবের পরেই 'গৌর-আনা-ঠাকুর' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব, তৎপরেই শ্রীমধ্ব-মাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের অপ্রকটস্মৃতি-মহোৎসব, তৎপরেই ভক্তিজননী 'জয়া' তৈথী একাদশী, ত্রিস্পৃশামহাদ্বাদশী ও বরাহদ্বাদশীর আবির্ভাব। ২৯শে মাঘ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটোৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে চারিদিবসব্যাপী সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ-মহামহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু সেই ধারা সংরক্ষণ করিয়া নিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথি হইতে গৌরপ্রকট-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীগৌরস্মরণ-মহামহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অবয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে দুইটি বিভিন্ন বিচিত্র তত্ত্বে প্রকাশিত—(১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদিভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব, (৪) স্বরূপপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজশক্তিতত্ত্ব, ( ৬ ) স্বয়ংভগবত্তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এই ছয় তত্ত্বই ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর, কিন্তু পরস্পর লীলাবিচিত্রতাযুক্ত। শ্রীগুরুদেব, শ্রীবাসাদি-ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, শ্রীঅদ্বৈত-অংশাবতার, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অভেদ হইলেও এই পঞ্চতত্ত্বই আবার শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবকধাম।

শ্রীগৌরস্মরণ-মহোৎসবে অবয়জ্ঞান শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট এই পঞ্চতত্ত্বের সঙ্কীর্ত্তন-স্মৃতির তর্পণ হইবে। ৭ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীগুরুতত্ত্বের আবির্ভাব-তিথি। এই গুরুতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরই বটেন, তবে গৌরসুন্দরের প্রকাশ বিগ্রহ হইয়াও গৌরের প্রিয়তম দাস। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম বা গৌরপ্রিয়তম বলিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদবুদ্ধি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়াই মনে করেন, ইহা ভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন। সেই কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের আরাধনাময়ত অর্থাৎ শিবচতুর্দ্দশীব্রতও ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীক্ষেত্রপাল শিবের সম্মুখে তাঁহার আরাধ্য প্রভু শ্রীসহর্ষণের অংশী শ্রীনিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দের প্রভু শ্রীগৌর-মহাপ্রভুর বাণী-কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরক্ষেত্র-রক্ষক শ্রীশিবের আরাধনা হইবে। তাহার পরেই ২৯শে ফাল্গুন বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিভুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের ও শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি প্রভুর বিরহ-মহোৎসব।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তম জগন্নাথের অবতার বলিয়াছেন অর্থাৎ জগন্নাথের হৃদয়-পুটিরেই জগতের নাথ বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরহরি ধাম ও পার্ষদসহ পুনঃপ্রকটিত হইয়াছিলেন। তাই সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের নির্দ্দেশে শুদ্ধভক্তিভাগীরথীর স্রোতঃ প্রণকে পুনরানয়নের ভগীরথ শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীজগন্নাথের প্রদর্শিত গৌরধাম, গৌরধাম ও গৌরকামকে শুদ্ধভক্তি ভাগীরথী-ধারা পূজা করিয়াছিলেন। সেই গৌরধামের নির্দ্দেশক শ্রীল জগন্নাথের বিপ্রলম্ভ-স্মৃতি-উৎসবের পরেই ২২শে ফাল্গুন শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন-মহোৎসব। নবদ্বীপভক্তির পীঠ শ্রীনবদ্বীপের পরিক্রমা ২৩শে ফাল্গুন সোমবার হইতে আরম্ভ, সেইদিন ভক্তি-

সাম্রাজ্য-সংরক্ষক ও মায়াবাদ মত-বিনাশক শ্রীভগবৎ-পাদাচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীল প্রভুপাদ নববাস্তবিক পীঠে নববাস্তবিক আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহগণকে অর্চ্চারূপে সংস্থাপন করিয়া গৌরবাণী-কীর্ত্তনমুখে গৌর-স্মরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপের অন্যতম কোলদ্বীপ অপরাধ-ভঞ্জনের পাট। বিষ্ণুর চরণে অপরাধ অপেক্ষা বৈষ্ণবচরণে অপরাধ অনন্ত-কোটিগুণ গুরুতর। বৈষ্ণবাপরাধ—আচার্য্যাপরাধ ভঞ্জন না হওয়ায় এখনও কোলদ্বীপে পাষণ্ডসেবনের আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহগণ অর্চ্চামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। এখন আচার্য্যদেব পতিতপাবনী কৃপা প্রকাশ করিয়া সকলের আচার্য্য-অপরাধ ভঞ্জনপূর্ব্বক অনুশোচনানলে দগ্ধ ব্যক্তিগণকে হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদসেবার অধিকার প্রদান করুন। নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কলসীকাণা নিক্ষেপ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগরূপ ভগবদপরাধকেও শ্রীল গৌরসুন্দর ক্ষমা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীচরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ 'বৈষ্ণবাপরাধ' বলিয়া মহাপ্রভু ক্ষমা করেন নাই। তাহা ক্ষমা করিবার মহা-প্রভুর সাধ্যও নাই, বৈষ্ণবাপরাধ স্বয়ং বৈষ্ণব ক্ষমা না করিলে বিষ্ণুও তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না।

অহো! আজ সেই বৈষ্ণবাপরাধকে একটা কথার কথা বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছে। আমরা ঐহিকগণ যা শারীরিক ব্যাধি-বিপদ্ প্রভৃতিকেই অপরাধের দণ্ড মনে করি, বস্তুতঃ কৃষ্ণ যাঁহার বা যাঁহাদের মঙ্গল অত্যন্ত দুষ্কর-পরাহত করিতে ইচ্ছা করেন অথবা যাহাদিগকে আত্ম-বিনাশরূপ দণ্ড দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে অনেক সময় ঐহিক সুখ দণ্ডের দ্বারা সংশোধিত হইবার সুযোগ দেন না, তাহাদিগকে অত্যন্ত বহির্ম্মুখতায় অভি-নিবিষ্ট করিয়া থাকেন, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিমুখতা, ভক্তভোগ-প্রবৃত্তি, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের বাস্তবতায় অবিশ্বাস ও সন্দেহ, প্রভৃতি নাস্তিকতা—বৈষ্ণবাপরাধের এই সকল চরম-দণ্ডই প্রদান করেন। বিষ্ণুর চরণে অপরাধ করিয়া, বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়া কখনও কখনও জীবের ঊর্দ্ধ-গতি-লাভ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধে মঙ্গলের যাবতীয় আশাভরসা একেবারে উৎপাটিত হয়, এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

যদি 'বৈষ্ণবাপরাধ' উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' যায় পাতা॥

কাহাকে 'বৈষ্ণব', কাহাকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া অপরাধ করিব—এই ভয়ে নিরপেক্ষতার ভাণেও মঙ্গল হইবে না বা বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না। ভক্তি-রাজ্যে নিরপেক্ষতা ধর্ম্ম নাই, অভক্তিপর নির্ব্বিশেষ রাজ্যে নিরপেক্ষতার আদর। ভক্তি পরম সাপেক্ষতা-ধর্ম্মযুক্তা। ভক্তিতে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার আছে; অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের বিচার আছে। অপরাধ ত্যাগ পূর্ব্বক নিরপরাধ-বরণের কথা আছে। অপরাধের ভয়ে পলাইয়া থাকিলে ভক্তি ত' হইবেই না, তটস্থও থাকা যাইবে না, অভক্তিরাজ্যেই পতিত হইতে হইবে; কারণ 'তটস্থ' রাজ্যে কোন অবস্থান নাই; জীবের হয় মায়ার রাজ্যে পতন, না হয় পরমেশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ। মায়ার রাজ্যে পতিতাবস্থায় পরমেশ্বরের রাজ্যে অভিধানের উন্মুখতা একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপায়ই লাভ হয়; সেই বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে আর রক্ষা নাই।

শ্রীগৌরস্মরণমহামহোৎসব একমাত্র গৌরজনের কৃপা-স্মরণ ব্যতীত হইতে পারে না। ২৯শে ফাল্গুন রবিবার গৌরজন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বিরহমহোৎসব ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব, প্রেমবিলাসমতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-বাসরেই শ্রীনরোত্তমাবির্ভাব। গৌর-প্রকটপূর্ব্ব আচার্য্যবৃন্দ ও গৌরপ্রকটের পরের বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আচার্য্যবৃন্দ সকলেই গৌরজন—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত। যাঁহারা মনে করেন যে, "কেবল শ্রীরূপ-সনাতনই গৌরজন বা গৌরসঙ্গী, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহারা গৌরসুন্দরের প্রকট-লীলাকালে আবির্ভূত হন নাই বলিয়া গৌরজন বা গৌরসঙ্গী ছিলেন না কিংবা যথাদৃষ্টীয় বিষয়দল, বাসুদেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ ইঁহারা গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া 'গৌরসঙ্গী' বা 'গৌরজন'-পদবাচ্য নহেন।"—তাঁহাদের এই প্রকার ভেদবিচার-হেতু তাঁহারা গৌরজনের চরণে অপরাধী—প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস।

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ।"

দ্বাপরযুগে যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বা সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে সময় শ্রীল গৌরসুন্দর প্রকটলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময় আমাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তখনকার দেশ-কাল পাত্র সব চিন্তামণি ও নিত্যসিদ্ধ ছিল, আর যাহা বর্ত্তমানে আছে, তাহা চিন্তামণি ও নিত্যসিদ্ধ নহে, কেননা, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় —এইরূপ বিচার নিত্যসিদ্ধত্ব ও চিন্ময়ত্বের বিচার নহে। কৃষ্ণসেবাময়ত্বেতেই নিত্যসিদ্ধত্ব ও চিন্ময়ত্ব নিত্যসিদ্ধ।

ঔদার্য্যময় গৌরধামের সেবা গৌরজনগণের কৃপায়ই লাভ হয়। মহাবদান্য গৌরনাম ও গৌরধামের কৃপাও গৌরজনের কৃপা-সাপেক্ষ। গৌরজনের একান্ত নিষ্কপট আনুগত্য পরিহার করিয়া গৌরসেবা লাভ হয় না। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যের শিক্ষক গৌর-সুন্দরের পূজা গৌরবাণী-কীর্ত্তনমুখেই সুষ্ঠু সাধিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবেই অপ্রাকৃত সহজ স্মরণ কৃপাগুপদ্ধতি। পরমকরুণ শ্রীল আচার্য্যদেব গৌরবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে সেই শ্রীগৌরস্মরণ-মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সকলের প্রতি ভূরিকৃপা বর্ষণ করিয়াছেন। সেই কৃপাসমুদ্রে অবগাহনের জন্য আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই শ্রীধামে গৌরসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করুন।

---

## পরমাত্মৈকান্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-প্রকটতিথিতে—

## "অশ্রু-অর্ঘ্য"

উঠে দিশি দিশি　　চেতন-রাগিণী,
বহিছে গোকুল-সুখের বান।
সপ্তসাগর,　　সপ্তধরণী
সে পুলক-সুরে মিলায় তান।
মহা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
বাজে নাদ-পাখা গভীর মন্দ্রে,
আসে তিথিবরা,　　সুকল্যাণ ভরা,
দিকে দিকে তাঁ'র বিজয় গান।

উরত উজ্জ্বল অনবদ্য রস,—ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী,
গৌরবক্ষির কৃপা-অবধানে পূর্ণ পসরা খানি।
গোরার আচার, গোরার বিচার, সিদ্ধান্ত আকারে রয়।
(সেই) শুদ্ধা ভক্তির কষ্টি-পাথরে সত্য যাচাই হয়।
ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভাগবত-প্রাণ, অকৈতব তাঁ'র রীতি।
না মানিলে তাঁ'র, শবের সমান, আগতিক যত নীতি।
শ্রীচৈতন্য-কথা-সুহৃদ-মথিয়া, আরম্ভ করিয়া গান।
তুলিছিল সবে গৌরপরীর করুণার অবদান।
ভুলিয়া আপন সহজ স্বরূপ, নিত্য কৃত্য-সার,
পাপ ও পুণ্যে বিষয়-প্রয়াসে বহিয়া দুঃখভার,—
ভুক্তি-মুক্তি দুই পিশাচীর হইয়া করলগত,
মায়া-ধাতের দুর্ব্বহ রাতি যাপিত সে অবিরত।
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কিরণ-বিহনে জগৎ অন্ধকার,
সেই সুযোগেতে ছলধর্ম্মিগণ ছাড়িত হুহুঙ্কার।
দুর্দ্দিনে এমন শ্রীচৈতন্যবাণী দয়া করি' অমায়ায়।
অপসিদ্ধান্ত-তিমির-ছিন্ন করিতে ভূলোকে প্রকাশ পায়।
নীলাচল-ধামে, সিন্ধুর তটে, সে' কৃপা অরুণোদয়।
নমি নতশিরে, পতিত আমরা, উচ্চে গাহিয়া জয়।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী যাঁর নাম,—বাণীই যাঁহার রূপ,—
শ্রীরূপ-গাথার মূর্ত্ত মহিমা, গুণাবলী অপরূপ;
বৈশিষ্ট্য যাঁর ভক্তিসিদ্ধান্ত, জগতে তুলনাহীন,
(যাঁ'র) লীলা-সুধাধার, ভক্তি-প্রচার, অবিরাম নিশিদিন।
গোকুল-বাণীর কৃপা-অবতার এমন প্রভুর পায়।
কবে বা সঁপিয়া আকুলচিত্ত, বিকাইয়া যাব হায়।
প্রভুর আমার কাহিনী দয়ার তুলনা কোথাও নাই,
পতিতপাবন নিতাই আবার অমিয়া সকল ঠাঁই,—
বরজবাণীর ব্রাজক-বিপণি লইয়া বিশ্বময়,
কতনা যতনে দিতে ফুকলনে সতত সচেষ্ট রয়।

যত ভেদবাদ,—বিদ্বে বিসম্বাদ, সকলি করিতে দূর,
একের সেবায় মিলিতে সকলে আহ্বান সুমধুর ;—
ঐ দিকে দিকে, দীপকরাগিণী, ঐ যে ভাসিছে সবে,
"জাগ জাগ জীব, মোহ-ঘোর হ'তে, কতই ঘুমায়ে রবে ?
অমৃত-সন্তান মরণের গ্রাসে, এ তো কভু ঠিক নয়,
জাগগো সকলে নিত্যজীবনে, গাহিয়া নামের জয়।"
হিমালয় হ'তে কুমারিকা আর, সুদূর প্রতীচী-মাঝ,
গৌরবাণীর করুণা-কিরণ-প্লাবন বহায় আজ।
বিশ্ব মাতানো ভাগবতী রীতি, প'ড়েছে সকল দেশে।
গৌরবাণীর কেতনের তলে মিলিছে সকলে এসে।
"বিশ্ব-মানবের মিলন-সূত্র,—সে শুধু সেবার কথা,
কৃষ্ণ-দ্বেষণ-বহ্নি-অনলে অনুকূল সহায়তা।"
—এ' মহা সঙ্গীত প্রচারিলা যিনি কৃপা করি' অমায়ায়।
নমি বার বার, সে মহাদাতার ঘৃণীতল রাঙ্গা পায়।
ভক্তিপথের যত জঞ্জাল সযতনে অপসারি'—
(রূপ)-সিদ্ধান্ত-ভাণ্ডার রাখি' দিলা প্রভু পথের সন্ধ্যোপরি,
স্নেহ ও প্রেমের এক করি' ধা'রা উদার-পন্থী সাজে,
শুধু ক্ষণিকের প্রয়োজন-তরে ঘুরিছে অসার কাজে ;
(গণ)-মনোবিমোহিনী বাণীতে তা'দের ভুলেছিল বহুজন।
রক্ষিতে জীবেরে গৌরকরুণা, বাণীরূপে একটন।
মৃতসঞ্জীবন-কথা-সুধাধার, মরণ-আহত জনে,
পর-শান্তি-সলিলে নিত্য মথিয়া, বিতরে গোকুল-ধনে।
(আজি) সেই করুণার, বদান্য-লীলায় করিয়া অভিনন্দন।
সাধ যায় চিতে বিশ্বে করিতে যশোগাথার কীর্ত্তন।
কণ্ঠ মোর ক্ষীণ অতি, ক্ষীণ হ'তে অতি ক্ষীণতর—
কেমনে গাহিবে জয় গাথা তব গৃহাসক্ত নিরন্তর ?
হে করুণাকর, আচার্য্য-ভাস্কর ! তোমার চরণতলে,
বড় বেদনায় জানাই আজিকে কেবল নয়ন-জলে ;
বাণী-সেবা ছাড়ি' বিষয় ভজিয়া নরক বরিণু নিজে।
অধমের লোভে, ধন তেয়াগিয়া, খাইনু বিষের বীজে।
অসদ্‌বাণীর বিষাক্ত নেশা ঘেরেছে আমার মন।
ওহে গৌরবাণি ! তব শ্রীচরণে, দিব কোন্ উপায়ন ?
পতিতপাবন ! পতিত এ' জন, আছে শুধু ভরসায়,
করুণা করিয়া, সবলে টানিয়া, রাখিবে চরণ ছা'য়।
কবে, হবে হেনদিন, এদীনাতিদীন, আঁখি-সুস্নেহ তুলি'
নয়নের নীরে পাদ্য সাঁপিয়া, ছুঁইবে চরণ-ধূলি।

—:o:—

# শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীগোবর্দ্ধনমঠস্থ সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ

[ শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সংস্থাপিত ভারতের চতুষ্পাম্বস্থিত প্রধান মঠ-চতুষ্টয়ের অন্যতম, পূর্ব্বসমুদ্রোপকূলস্থ শ্রীপুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধনমঠে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের উক্ত গোবর্দ্ধন মঠের তাৎকালিক মঠাধীশ শঙ্করাচার্য্যাভিধ যথাযথত মধুসূদন তীর্থ মহোদয়ের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপাদি হইত। সেই সময়ে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীর স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীমন্মাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধিপীঠের সন্নিহিতস্থানে 'ভক্তিকুটী' নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভময় ভজন করিতেন। শ্রীল ঠাকুরের 'ভক্তিকুটী'ই তৎকালে স্বর্গদ্বারপল্লীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বসতি। সে আজ ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা, শ্রীল প্রভুপাদ এই সময় তাঁহার সমাহৃত 'বৈষ্ণবসুধা' নামক গৌড়ীয়বৈষ্ণব-কোষগ্রন্থের জন্য উক্ত গোবর্দ্ধন মঠের একটি প্রাচীন তালিকা-সংগ্রহ করেন। ঐ তালিকা সংগ্রহের সময় উক্ত প্রত্নাগারে ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত 'ব্যাসপূজা' বলিয়া একখানি তালপত্রের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় ; নাগরী অক্ষরেও 'ব্যাসপূজা' বলিয়া একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। ( শ্রীল প্রভুপাদ-সঙ্কলিত বৈষ্ণব-সমুধা-সমাহৃতির প্রথম সংখ্যা ৫১ ও ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ) শ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গাক্ষরে উহার একটি প্রতিলিপি লইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখাইলে তিনি উহার সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠেয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সম্পুটিত একটি পদ্ধতি সংলগ্ন করিয়া দেন। সেই সুপ্রাচীন পদ্ধতিই অধুনা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশিত হইল। সাম্প্রদায়িক সদাচার পালনেচ্ছু শ্রীব্যাসপূজনাভিলাষী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মান্বিত হৃজনগণ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদোপদিষ্ট মায়াবাদমতগন্ধ-পরিশূন্য সাধুসিদ্ধান্ত-সম্মত প্রয়োগ-পদ্ধতি-অনুসারে শ্রীব্যাসপূজায় প্রীতি লাভ করিবেন—ইহাই আমাদের আশা।—গৌঃ সঃ ]

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ।

অথ শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিলিখ্যতে।

আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৌরং কৃত্বা স্নাত্বা আচম্য পূজা-দ্রব্যাদি সংপাদ্য ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থিতঃ সঙ্কল্পী বিধিবৎ প্রাণানায়ম্য প্রণবন্যাসপূর্ব্বকং প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ব্যাসপূজা করিষ্য ইতি সংকল্পঃ। ওঁ প্রণবস্যাস্যপরমী ভগবান্ ঋষিঃ ইত্যাদি। প্রণবেন ব্যাপকত্রয়ং, তালত্রয়ং, অষ্টবিধন্যাসম্। অগ্নিপ্রাকারায়, জলপ্রাকারায়, অমৃতাসনং, অনন্তাসনম্। বিষ্ণুর্ভাবত ইতি ধ্যানম্। তদনন্তরং কুম্ভপূজা—"কলসস্য মুখে ব্রহ্মা কণ্ঠে রুদ্রসমাশ্রিতঃ। কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সর্ব্বে সপ্তদ্বীপবসুন্ধরা।" 'গঙ্গায়ৈ নমঃ', 'গোদাবর্য্যৈ নমঃ' ইত্যাদি সর্ব্বনদীনামভিঃ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ কলসমভ্যর্চ্চ্য শঙ্খপূজাং করিষ্যে। আবাহনাদি মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। শঙ্খস্য পূজা 'ওঁ পূজা সাঙ্গোপাঙ্গানি' ইত্যাদি শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শ্য শঙ্খস্থলার্ঘ্যং কৃত্বে নিক্ষিপ্য পুনরর্ঘ্যজলেনাত্মানং পূজোপকরণানি চ প্রোক্ষ্য পীঠার্চ্চনং কুর্য্যাৎ। পীঠমধ্যে গুরুবস্ত্রাদি প্রদার্ঘ্য গুরুতণ্ডুলৈশ্চতুরস্রং স্থণ্ডিলং কৃত্বা পীঠমধ্যে পুষ্পাক্ষতৈঃ কূর্ম্মায় নমঃ, মণ্ডূকায় নমঃ, কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ, আধারশক্তয়ে নমঃ, মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ, কূর্ম্যৈ নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পদ্মোনিধয়ে নমঃ, শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, কল্পবৃক্ষবাটিকায়ৈ নমঃ, রত্নমণ্ডপায় নমঃ—ইতি আসনং সংপূজ্য, ধর্ম্মায় নমঃ অগ্নিকোণে, জ্ঞানায় নমঃ নৈর্ঋত-কোণে, বৈরাগ্যায় নমঃ বায়ব্য-কোণে, ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ঈশান-কোণে, অধর্ম্মায় নমঃ ঐন্দ্রে, অজ্ঞানায় নমঃ যাম্যে, অবৈরাগ্যায় নমঃ পশ্চিমে, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ উত্তরে, পদ্মায় নমঃ পীঠমধ্যে; এবং ধর্ম্মকন্দায় নমঃ, জ্ঞানদীপায় নমঃ, বৈরাগ্যকর্ণিকায়ৈ নমঃ, ঐশ্বর্য্য-অষ্টদলায় নমঃ, ষোড়শকলাত্মনে সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ষোড়শকলাত্মনে চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, দশকলাত্মনে বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ রজোগুণায় নমঃ, ওঁ সত্ত্বগুণায় নমঃ, ওঁ তমোগুণায় নমঃ, ওঁ আত্মনে নমঃ, ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ কমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ যোগশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্বায়ৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, মধ্যে অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে মহাবিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম-সংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

পীঠমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পীঠমধ্যে শ্রীকৃষ্ণাদি-পঞ্চকং—ওঁ ইতি শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা আবাহন্যাদি-ষোড়শোপচারৈঃ কূর্য্যাৎ। অনুষ্ঠানবৎ দশমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।

কৃষ্ণস্য পুরতঃ 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' ইতি ষোড়শোপচারপূর্ব্বিকাং পূজাং কৃত্বা, কৃষ্ণস্য দক্ষিণতঃ 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ' ইতি কৃষ্ণস্য পশ্চিমতঃ 'ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ', কৃষ্ণস্য উত্তরতঃ 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ'—ইতি শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্।

শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণে শ্রীব্যাসপঞ্চকং—মধ্যে ওঁ শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ, পূরতঃ পৈলায় নমঃ, দক্ষিণতো বৈশম্পায়নায় নমঃ, পশ্চিমতো জৈমিনয়ে নমঃ, উত্তরতঃ সুমন্তবে নমঃ,—ইতি শ্রীব্যাসপঞ্চকম্।

শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তর-ভাগে আচার্য্যপঞ্চকম্—মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যেভ্যো নমঃ। তৎপুরতঃ পদ্মপাদাচার্য্যেভ্যো নমঃ, তদ্দক্ষিণতো বিশ্বরূপাচার্য্যেভ্যো নমঃ, পশ্চিমতঃ হস্তামলকাচার্য্যেভ্যো নমঃ, উত্তরতস্তোটকাচার্য্যেভ্যো নমঃ,—ইতি শ্রীআচার্য্যপঞ্চকম্। *

শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চিমভাগে সনকাদিপরম্পরা-পঞ্চকম্—ওঁ সনকায় নমঃ, ওঁ সনৎকুমারায় নমঃ, ওঁ সনাতনায় নমঃ, ওঁ সনন্দনায় নমঃ—ইতি শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্।

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বভাগে গুরুপরম্পরাপঞ্চকম্—শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-কর্ত্তারঃ—ইতি শ্রীগুরুপঞ্চকম্।

অগ্নিকোণে অগ্নিঃ, নৈর্ঋতকোণে নিঋতিঃ, বায়ব্যকোণে বায়ুঃ, ঈশানকোণে ঈশানঃ, ঐন্দ্রে ইন্দ্রঃ, যাম্যে যমঃ, বারুণ্যে বরুণঃ, সৌম্যে সোমঃ, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধস্তাদনন্তায় নমঃ। নৈর্ঋত্যাং গণপতয়ে নমঃ, বায়ৌ দুর্গায়ৈ নমঃ, আগ্নেয্যে সরস্বত্যৈ নমঃ, ঈশান্যাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, সর্ব্বেষাং সমানম্।

কেবলাদ্বৈতবাদি-গুরুসম্প্রদায়স্য কিঞ্চিৎ—সংক্ষেপশারীরকাচার্য্যেভ্যো নমঃ, ঘীরণাচার্য্যেভ্যো নমঃ, গৌড়পাদাচার্য্যেভ্যো নমঃ, গোবিন্দপাদাচার্য্যেভ্যো নমঃ, বিদ্যারণ্যাচার্য্যেভ্যো নমঃ। ততঃ শ্রীশুকায় নমঃ, শ্রীনারদায় নমঃ, শ্রীশঙ্খায় নমঃ, শ্রীবিশ্বকসেনায় নমঃ—শ্রীরামঃ।

* —মধ্যে শ্রীশুকাচার্য্যেভ্যো নম ইতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তপক্ষম্। পূর্ব্বতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্যেভ্যো নমঃ। দক্ষিণতঃ শ্রীমধ্বাচার্য্যেভ্যো নমঃ। পশ্চিমতঃ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদেভ্যো নমঃ। উত্তরতঃ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যেভ্যো নমঃ—ইতি শ্রীআচার্য্যপঞ্চকম্।

এবং পূজায়া উদ্‌যাপনে বিঘ্নক্ষয়ে শ্রীগুরুপর্য্যন্তং নির্য্যাপয়ামীতি বিষ্বক্‌সেনমারভ্য হৃদয়কমলমধ্যে উদ্‌যাপয়েৎ। শ্রীগুরুভ্য মহানৈবেদ্যং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা তৎপুরতঃ দত্তকাষ্ঠং গোপীচন্দনং মৃদাদি গৌরকাদি নিধায় গরুড়াসনে স্থিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। আসন-প্রাবৃষী প্রাপ্তি-সংকুলং বর্ত্তমানস্তে। অতস্তে ভাদ্রবী সার্দ্ধং পক্ষা বৈ সৃষ্টি-চোদনাৎ, পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্যাম, চতুরো মাসা নাত্রৈবাসতী বাধকে ব্রাহ্মণা নিবসন্ত সুখেনাত্র গমিষ্যাম কৃতার্থতাম্। যথাশক্তি চ শুশ্রূষাং করিষ্যামো বয়ং মুদা। রাত্রৌ পূজা। পুনঃ প্রাতঃকালে পূজায়া উদ্‌যাপনম্। ইতি ব্যাসপূজা সমাপ্তা। শ্রীরাধার্পণমস্তু। শ্রীরামঃ।

কেবলাদ্বৈতবাদাশ্রিতানাং পক্ষে—

শ্রীগুরুপঞ্চকং, শ্রীব্যাসপঞ্চকং, শ্রীপরমাচার্য্যপঞ্চকং, শ্রীসনকাদিপঞ্চকং, শ্রীগুরুপঞ্চকম্ ততঃ দিক্, ততঃ কেবলাদ্বৈতবাদি-গুরুসম্প্রদায়স্য (১) সংক্ষেপশারীরকাচার্য্য-(২) বীরণাচার্য্য-(৩) সৌড়পাদাচার্য্য-(৪) গোবিন্দপাদাচার্য্য-(৫) বিদ্যারণ্যাচার্য্যেভ্যঃ, ততঃ (১) শুক-(২) নারদ- (৩) লক্ষ্মী-(৪) বিশ্বক্‌সেনেভ্যো নমঃ—ইতি উচ্চারণং কার্য্যম্।

---

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-লিখিতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাশ্রিতানাং শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—

(ক) বৈষ্ণবাশ্রিতানাং সামান্যতঃ—

(১) শ্রীগুরুপঞ্চকম্,
(২) শ্রীব্যাসপঞ্চকম্,
(৩) শ্রীবৈষ্ণবকিঙ্করপঞ্চকম্,
(৪) শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্,
(৫) শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্—ইতি পূজা-পঞ্চকম্। *

(খ) একান্তিনাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাশ্রিতানান্তু তত্ত্বপঞ্চকং—(১) শ্রীগুরুচৈতন্য-(২) শ্রীনিত্যানন্দ (৩) শ্রীঅদ্বৈত-(৪) শ্রীগদাধর-(৫) শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ—ইতি যথাবিধি অর্চ্চনীয়ম্। (ততঃ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানাম্ত্বাকন্তু বিশেষতঃ—শ্রীগৌরহরি স্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-ভট্টযুগ কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্গৌরকিশোর দাস-শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিপাদান্ত-সর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ—ইত্যুচ্চারণেৎ।) চরমে শ্রীগুরু চৈতন্য গলদেশে পুষ্পমাল্যং শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বাৎ। একান্তিবিরক্তবৈষ্ণবানাং—"পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্যামঃ। চতুরো মাসা নাত্রৈবাসতী বাধকে। বৈষ্ণবাঃ নিবসন্ত সুখেনাত্র গমিষ্যাম কৃতার্থতাম্। যথাশক্তি চ শুশ্রূষাং করি স্যামো বয়ং মুদা।" পুনঃ ভাদ্রে মাসি পূর্ণিমায়াং পূজাং কৃত্বা ক্ষৌর সমাপ্য বিষ্ণুপাদ্যাং পঠিত্বা মুখং হরিং বদ হরিং বদ ইত্যাদি কীর্ত্তয়েৎ।

* গ্রন্থ লিখিত দ্রষ্টব্য।

—:—

# শ্রীনাম-ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন ?

[ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ]

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"—সপ্তজিহ্বা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি জয়যুক্ত হউন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারি-বিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়যুক্ত হউন। শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপানুগ ভজনাশ্রয়-পরায়ণ সুধীগণিকগণ জয়যুক্ত হউন। বাচ্যবাচক শ্রীনাম-স্বরূপদ্বয় জয়যুক্ত হউন। বাচক শ্রীনামের কৃপা ব্যতীত বাচ্য শ্রীনামীর সেবাসান্নিধ্য লাভ করা যায় না। বাচ্য শ্রীনামীর নির্ব্যাজীক কৃপাব্যতীত বাচক-শ্রীনামসেবী শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ দুর্ঘট। আবার শ্রীগুরুদেবের কৃপা-ব্যতীত বাচক-শ্রীনামের কৃপালাভ ঘটে না। সেই শ্রীগুরু-দেবের কৃপার মূলমন্ত্র শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট 'তৃণাদপি' শ্লোকে ব্যক্ত। সম্পূর্ণ নিরভিমান না হইলে বাচক-শ্রীনাম ও তদ-ভিন্ন সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবালাভ অসম্ভব। মুক্তকুলের উপাস্যমান শ্রীনাম প্রভুর কৃপা শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা-সাপেক্ষ। অতএব শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবা-ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে

শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্যভজন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বভক্তি মধ্যে সর্ব্বোত্তম। স্মরণ-অর্চ্চনাদি-ভক্তাঙ্গ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই অধীন।

শ্রীনাম প্রভুর কৃপা না হইলে কখনও শ্রীনামরূপ, শ্রীনামগুণ, শ্রীনামপরিকর-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীনামলীলা স্ফূর্ত্তি পায় না। অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ সদ্‌গুরুমুখে শ্রীনাম-শ্রবণই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীনাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে তখন শ্রীরূপবিষয়ক কথা শ্রবণের ফলে শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীনামের গুণসকল স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শ্রীগুণসমূহ-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে শ্রীনামের পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীনামসেবকের নিত্যসিদ্ধ পরিচয়বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর শ্রীনাম-রূপ-গুণ ও পরিকর—এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীনাম-প্রভুর লীলার স্ফূর্ত্তি সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে তখনই শ্রীনামপ্রভুর লীলা-স্মরণ স্বতঃরূপে হইয়া থাকে।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুপাদ কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব ॥
কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥

—(শ্রীল প্রভুপাদ)

সুতরাং এই স্মরণও শ্রীনাম-কীর্ত্তন-সহযোগে কর্ত্তব্য। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব"। অষ্টকাল স্মরণের মধ্যেও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সাধন ও সিদ্ধির সকল অবস্থাতেই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্র স্মরণ ও অনুসরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল শুক-মুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের উপান্ত শ্লোকেও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদও তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে সর্ব্ববিধ ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমত্বের এইরূপ বিচার দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠ-কীর্ত্তন, ভগবানের স্তব-স্তুতি প্রভৃতি বহুপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনই স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া অনভি-বিলম্বে পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে সমর্থ। এইজন্য শ্রীনামসংকীর্ত্তনই ধ্যানাদি সর্ব্বপ্রকার সাধন-মধ্যে এবং সর্ব্ববিধ ভক্তাঙ্গের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুকে এরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
"কৃষ্ণপ্রেম" "কৃষ্ণ" দিতে ধরে মহা শক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

—( চৈঃ চঃ অন্ত্য চতুর্থ)

শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত আস্বাদন আত্মার পক্ষে পরম উপাদেয়। এই নামামৃত আস্বাদনের কৌশল-বৈশিষ্ট্য আছে। এইরূপ ভজন-কৌশল অবলম্বনে জিহ্বা-দ্বারা প্রেমভরে শ্রীনামামৃতের অবিরাম আস্বাদন হইতে থাকে। সুতরাং এই শ্রীনাম-ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় ও বর্ণনাতীত। এই শ্রীনামামৃত আস্বাদন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ে অর্থাৎ সেবোন্মুখ রসনায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই শ্রীনামামৃতের এমনই রসমাধুরী যে, সেই রসমাধুরীতে অপর সকল ইন্দ্রিয়ও ডুবিয়া যায়। সুতরাং শুদ্ধ রসনায় শ্রীনামামৃতরস সম্যগ্‌ভাবে উদিত হয়। এই শ্রীনামসংকীর্ত্তন যেমন কীর্ত্তনকারীর, তেমনি শ্রোতৃবর্গেরও যুগপৎ আনন্দ-বিধায়ক। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণের মত কৃষ্ণভক্তগণকে কৃষ্ণধামপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর প্রেম-দান-বিষয়ে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু, শ্রীনামসংকীর্ত্তন যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন তাহা নহে, কীর্ত্তন-রস-রসিক কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বভক্তিসাধনের ফল বলিয়া বিচার করেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সম্পদ্ প্রদান করিতে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই সর্ব্বকালে অব্যর্থ। অতএব, গোস্বামী মহাজন-গণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

কোন কোন রসজ্ঞ ভক্তের মতে নাম-সংকীর্ত্তনই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। নাম-সংকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রাচুর্য্যের প্রমাণ। যেহেতু প্রেমের আধিক্যে হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত নিজ-প্রিয়তমের নাম-সংকীর্ত্তন স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব পরস্পর কার্য্যকারণতা সম্বন্ধ হেতু শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও প্রেম উভয়ই অভিন্ন বস্তু।

বর্ষাকালে মেঘের বর্ষণ না হইলে চাতক যেমন আর্ত্ত-স্বরে "প্রিয়," "প্রিয়"—এইরূপ আহ্বান করিতে থাকে, রাত্রিকালে পতি-বিরহ-বিধুরা চক্রবাকী যেরূপ আর্ত্তিভরে চীৎকার করিতে থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণ-ভক্তগণও কৃষ্ণের বিরহে বিপ্রলম্ভ-প্রেমরসে পরম-আর্ত্তি-সহকারে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন।

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ার্দ্রা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিন্মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি র্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

( —শ্রীদাস গোস্বামী )

কৃষ্ণ-বিরহে নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন ঐকান্তিক কৃষ্ণ-প্রেমের ও আর্ত্তিরই পরিচায়ক। সুতরাং বিশেষ আর্ত্তির সহিত বিচিত্র মধুর কৃষ্ণগাথা প্রবন্ধ সহ কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই আত্যন্তিক মঙ্গলেচ্ছু জীবের নিত্যকৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না। পরন্তু শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন পরোক্ষে ও অপরোক্ষে সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীনামভজনে অন্যান্য ভজনাঙ্গ সিদ্ধ হয়—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যানপূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম সর্ব্বসোভা-সম্পদে সমুজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম নিজ-বিগ্রহ হইতেও অতিশয় প্রিয়। কেননা, শ্রীনাম সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপাত্রে নিজ-মহিমা-প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম প্রভু অধিকারী বা অনধিকারী অপেক্ষা করেন না বলিয়াই শ্রীনাম প্রভু ভুবনমঙ্গল বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীনাম প্রভু সুখোপাত্ত অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র-দ্বারাই অতি অনায়াসে শ্রীনামের সেবা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণনাম সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময়, অথবা সচ্চিদানন্দ রসময়, কিংবা নিখিল রসের সহিত বর্ত্তমান—যেহেতু তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। মূলাধারাদি নব রসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম রসে তথা বিরহে ও সম্ভোগে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীনাম প্রভু সরস; অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম প্রভু সরস। কারণ শ্রীনাম প্রভু অযাচিত রূপে ও অতি শীঘ্র ভগবৎপ্রেম উদিত করাইয়া থাকেন, এবং নিজ চরণারবিন্দে সকল সেবকেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন। অথবা রস অর্থাৎ বীর্য্যবিশেষ বা পরম শক্তিমত্তার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম প্রভু সরস। অথবা অখিল জীবনের বিস্তারকারক বা মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে অতি মধুর বলিয়া শ্রীনাম প্রভু সরস। অতএব শ্রীনাম প্রভুর সমান ত্রিভুবনে অন্য কিছুই নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীনাম-ভজন সম্বন্ধে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান, জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ যেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ পাশ॥
পুন বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
যেথায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্তশুদ্ধ-রসময়।
নামের বালাই যত সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥
জয় জয় হরিনাম চিদানন্দামৃত-ধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজ-জনে কৃপা করি' নামরূপে অবতরি,
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগ-জন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানসের ধন।

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে-নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া যখন।
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে।
আছে পাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
তাকে যদি কোন জন হ'য়ে দীন অকিঞ্চন
নাহি দেখি' অন্য প্রতীকার।
তব বল স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
নিদ্রভক্ত হয় পলায়নে।
ভক্তিবিনোদ কয় অয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

তুঁহু দয়াসাগর তারবিতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥
সকল শকতি দেই' নামে তুহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিধানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অভিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥

হায়, হায়, এ হেন শ্রীগুরু-প্রদত্ত শ্রীনামে আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ হইল না। ইহা অপেক্ষা আর আমার দুর্দ্দৈব কি হইতে পারে? এ ঘোর দুর্দ্দিনে এহেন দুরমান দুর্গত জনের বৈষ্ণবাচার্য্যের অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে এই দীনাতিদীন সেবকাধমের ঐকান্তিক নাম-ভজনে রতিই একমাত্র প্রার্থনা।

---

## রেঙ্গুণে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

## নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
১৮০, ৫০নং ষ্ট্রীট,
রেঙ্গুণ
২৯শে মাঘ, ১৩৪৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও সেবাধ্যক্ষতায় আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৮ ইং ১৩ই ফাল্গুন হইতে ২২শে ফাল্গুন তারিখ পর্য্যন্ত রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য আলোচনা, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে সভার সমস্তবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদনমিতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ( সহকারী সভাপতি, গৌড়ীয় মিশন )
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, ( সম্পাদক, গৌড়ীয় মিশন )
ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, ( রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক )

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন সেবাধাক্ষ্যতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাদের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল ( এম্-এ )—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ ( শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন )—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সমুদ্রগড়া, সোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ ( গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, দেপাড়া )—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ ( সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর ভেষরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ )—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ ( রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির )—২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ ( বিদ্যানগর, জারগর )—২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, রবিবার ( একাদশীর উপবাস )।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ ( মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর )—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ ( রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা )—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দ্বিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীযায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
৩০ দামোদর, ৪৫১ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সমক্ষে পরমানন্দিত হইবেন। আগামী ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৫শে ফাল্গুন সোমবার হইতে ১লা চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দীপ পরিক্রমা হইবে।

সম্মানকিঙ্কর—

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
কার্য্যকরী সমিতি

শ্রীসরসিন্দুনারায়ণ রায়
( রায়সি কুমার বেদান্তভূষণ এম্-এ, বার্ত্ত,
সম্পাদক, সাধারণ-সমিতি

## ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ-তালিকা

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কলিকাতা | ছাঃ | ৩—৩ | ৭—১৬ | ৯—৪৬ | ১৫—৩ | ১৬—৪৪ |
| | | | | থাকিয়া যাইয়া | | |
| রাণাঘাট | পৌঃ | ১-৪০ | ৯-২৯ | ১১-৩৩ | ১৬-১৯ | ১৮-১৬ |
| | ছাঃ | ৬-৩ | ৯-৪৬ | ১১-৩৮ | ১৬-৪৯ | ১৮-৩১ |
| কৃষ্ণনগর সিটি | পৌঃ | ৬-৪১ | ১০-১১ | ১৩-৩ | ১৭-২৮ | ১৯-১৪ |
| গাড়ী বদল | ছাঃ | ৬-৫৮ | ১০-৩১ | ১৩-২২ | ১৭-৩৮ | ১৯-৩৪ |
| মহেশগঞ্জ | ছাঃ | ৭-২৭ | ১১-৩ | ১৪-০ | ১৮-৯ | ২০-৫ |
| নবদ্বীপঘাট | পৌঃ | ৭-৩৫ | ১১-১০ | ১৪-৯ | ১৮-১৬ | ২০-১২ |

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

## ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ-তালিকা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| হাওড়া | ছাঃ | ৫—৩৬ | ১৩—৬ | ১৭—৪০ | ১৯—১০ |
| স্যাণ্ডেল | ছাঃ | ৭—৪ | ১৪—২২ | ১৮—৩৬ | ২০—২১ |
| নবদ্বীপ | পৌঃ | ৯—২৮ | ১৬—২০ | ২০—৪৬ | ২২—২৭ |

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর যাইতে হইবে।

---

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অক্ষজজ্ঞান ও
অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক,
পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য,
শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য,
চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি
প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বরূপপাদ্রপ্রভু-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ ; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ | ৩০শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষণে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য-বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যেস্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সেস্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন।

প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভব-বন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা 'অন্ধ'শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

—( শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী )

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ব্যাসপূজা*

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ( মধ্য ৫ম অঃ:) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজার উল্লেখ থাকিলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবত্ব প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে ব্যাসপূজার সেরূপ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না,—যেরূপ মাদমাত্তোৎসব-মহোৎসব, রবিচিড়াদহোৎসব বা অষ্টপ্রহর কিম্বা চব্বিশ-প্রহর নামাপরাধনকীর্ত্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবত্ব-সমাজ গৃহব্রত-আচার্য্যসন্তান-ক্রবগণের কবলেই অধিকতর কবলিত, আর তথাকথিত উদাসীনগণও অধিকাংশই বিবিক্তানন্দীর সঙ্গ-গ্রহণকারী। গোষ্ঠানন্দীর সঙ্গগ্রহণকারিগণও সম্প্রদায়-বৈভবের খবর খুব কমই রাখেন, তাঁহারা লীলাস্মরণাদির অভিনয় লইয়া যতটা ব্যস্ত, বৈধধর্ম্মের আত্ম-মঙ্গলকর কোন অনুষ্ঠানে ততটা ব্যস্ত থাকা প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

অনুভিজ্ঞতা ও কূপমণ্ডূকতাধর্ম্মযুক্তিহেতু প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজের ধারণা,—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে কতকগুলি নূতন বা অন্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত অনুষ্ঠান ও আচরণের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিত ব্যক্তির তাপাদি পঞ্চসংস্কার বিশেষতঃ তৃতীয় ও পঞ্চমসংস্কার অর্থাৎ বিষ্ণুদাসসূচক নাম, শালগ্রামপূজার অধিকার ও তদুপযোগী সাহিত্য-সংস্কারাদি। বৈষ্ণবর্ণাশ্রম, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস; ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর কাষায়বস্ত্র ধারণ; সর্ব্বত্র গৌরনিত্যানন্দের অর্চ্চা প্রকট না করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চা প্রকটন; মঠাদি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারে তথাকথিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুগতিকতার পরিপন্থী এক অভিনব ব্যাপার। শ্রীব্যাসপূজার প্রচলনও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচারে ঐরূপ নবপ্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানেরই অন্যতম।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির সম্পূর্ণ সমালোচনা বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তবে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠানটি উদাসীন-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত থাকায় এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসসম্প্রদায়ের অনুগত লীলাভিনয়-কারী লক্ষ্মীপতিযতির ব্রহ্মচারিরূপে শ্রীব্যাসপূজাভিনয়লীলা প্রকাশ করায় রূপানুগাভিমানী গৃহব্রত ও উদাসীন উভয়-প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়েই শ্রীব্যাসপূজার আনুষ্ঠানিক প্রচলনও দৃষ্ট হয় না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন শ্রীল প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া পুরীস্থ সমুদ্রোপকূলে নিজ ভজনকুটীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর শ্রীলক্ষরাচার্য্যের গোবর্দ্ধনমঠের গ্রন্থাগার হইতে "সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" নামক একখানি সুপ্রাচীন পুঁথির নকল করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে "পদ্ধতি-পুস্তকের" উল্লেখ আছে, তাহাই উক্ত "সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা-পদ্ধতি"। সেই গ্রন্থখানি আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট দর্শন করিয়াছি; উহাতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তলিখিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ব্যাসপূজা-পদ্ধতির বিচার ও অনুষ্ঠানের প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ গ্রন্থটি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই গত সাময়িক সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" প্রকাশের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন উহা স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই, এবার সর্ব্বপ্রথমেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলার পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্ব হইতে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডের বাড়ীতে তদানীন্তন অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রথম ব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন জানান যে, প্রাকৃত প্রজাগণ রাজার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে বা রাজত্বের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্ব বা পঞ্চান্ন বা ষাটবর্ষ পূর্ব্ব হইলে যথাক্রমে 'সিল্ভার জুবিলী', 'গোল্ডেন জুবিলী' ও 'ডায়মণ্ড জুবিলী' প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের সার্ব্বভৌম সম্রাট; তাঁহার

* 'শ্রীগৌড়ীয়'-পঞ্চাশৎ-বর্ষিক—বৈশিক মাসিক-পত্রিকা শ্রীব্যাস-পূজা-বিশেষ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

অন্নগতপ্রাণায় শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব পঞ্চাশদ্বর্ষকাল ভুবন-মঙ্গলময়ী প্রকটলীলার আরতি ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-পূজা করিয়া এগতে শ্রীগুরুপূজার শ্রেষ্ঠত্ব আচার ও প্রচার করিতে চাহেন। শ্রীল আচার্যদেবের এইরূপ স্থনিষ্ঠাভক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আচার্যদেবকে বিশেষ আশীর্বাদ করেন। তখন কেহ কেহ উক্ত উৎসবের নাম 'রৌপ্য জয়ন্তী' প্রভৃতি ইংরেজী ও আধুনিক প্রাকৃত অনুষ্ঠানের নামের অনুকরণে প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের গুরুপূজা "ব্যাসপূজা" নামে কথিত, এই কথা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিলে অধিতীয় সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ঐ নামই পারমার্থিকগণের বিশেষ উপযুক্ত জানাইয়া শ্রীল আচার্য-দেবকে কোটিকণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে থাকেন। সে বৎসরের ব্যাসপূজায় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়, তাহার রচয়িতাও স্বয়ং শ্রীল আচার্যদেব। ঐ পুষ্পাঞ্জলিতে অতি সংক্ষেপে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলা হইতে পূর্ব পঞ্চাশদ্বর্ষকালের একটি সুসংক্ষিপ্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগর্ভ আলোচনা আছে। শ্রীল আচার্যদেবের কথা ও লেখনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি শব্দ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের খনি। তাঁহার লেখনী ও শব্দগুলি সম্যগ্‌ধাবন করিলে "সিদ্ধক সারক বচো হি বাগ্মিতেতি' (পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে)—এই প্রাচীন উক্তির পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়।

ব্যাসপূজার প্রবর্তনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমরা শ্রীল প্রভুপাদের যত অভিনন্দনাদি রচনা করিয়াছি এবং যে সকল অঞ্জলি অর্পণে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ এবং আমাদিগকে বহু আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছেন, অকপটে বলিলে তাহার প্রত্যেকটি শ্রীল প্রভুপাদেরই ইচ্ছা ও আদেশানুসারে একমাত্র শ্রীল আচার্যদেবের প্রদত্ত উপকরণে লিখিত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এপর্যন্ত যে কএকটি প্রশস্তিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, সে সকলগুলিরই ক্রুতলিপি আচার্য-দেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, আমরা স্বকর্ণে বহুবার শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, শ্রীল আচার্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লিখিত বাক্যসমূহকে পরিপূরণ ও পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সেবা-কার্য শ্রীল আচার্যদেব এতটা সুষ্ঠুতার সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারিতেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ শতমুখে বহুলোকের নিকট তাহার প্রশংসা করিতেন। অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্যদেব সম্মুখে না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতেন, —'আমার গণেশ কোথায়? অর্থাৎ শ্রীব্যাসের লেখক সকলে হইতে পারে না, একমাত্র গণেশকেই শ্রীব্যাস তাঁহার সঙ্কলিত পুরাণের ক্রুতলিপি লিখিবার অধিকার দিয়াছিলেন, কারণ গণেশ ব্যাসের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিতে পারিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও শ্রীল আচার্যদেবই শ্রীব্যাস-গুরুদেবের ক্রুতলিপি লিখিয়া শ্রীব্যাস-পূজা করিয়াছেন। অতএব শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-লীলায় ব্যাসপূজার প্রবর্তক, অধিতীয় প্রথিক ও প্রধান পূজকাগ্রণী শ্রীল আচার্যদেবই। অন্যান্য সকলে শ্রীল আচার্যদেবের ব্যাসপূজার যতক্ষণ বা যতটুকু সহায়তা করিয়াছেন, ততক্ষণ ও ততটাই তাঁহাদের ব্যাসপূজার অধিকার লাভ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে 'ব্যাস' বলিয়া অভিমান করেন নাই অর্থাৎ স্বয়ং ব্যাস বা পূর্বগুরুর আসন আক্রমণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। রোমহর্ষণসূত ব্যাসগাদিতে উপবিষ্ট হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিই ব্যাসদেব, এজন্য নৈমিষারণ্যে স্বয়ং বলদেব উপস্থিত হইলেও ব্যাসগাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবকে সম্ভাষণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়া জগজ্জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য নিজগণের যাবতীয় অঞ্জলি পূর্ব-গুরুবর্গের শ্রীচরণেই অর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ৫৪ বর্ষ-পূর্তি-প্রকটতিথির প্রতিনিবেদনে বলিয়াছেন,—

'আপনাদিগের মহত্তের পরিচায়ক যে সকল বাক্য আমার উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক বিচারে আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐ সকল

উক্তিই গুরুদাসমূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি।"

—( গৌড়ীয় ৩য় বর্ষ ২৮ সং ১৬ পৃঃ )

আবার শ্রীল প্রভুপাদ আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়কে ইহাও জানাইয়াছেন—

'শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ-সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবহমানকাল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক বিচারে নিজ অযোগ্যতার বিচার আসিয়া ব্যাসাসনে অধিরোহণকার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোন দিন গুরুপাদপদ্ম-সেবা-বিমুখ না করে। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজায় অধিকার দেওয়া হইবে না। আমার এই কার্য্যে তৃণাদপি-সুনীচ-মর্য্যাদা লাভের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে না। কোনও মঠপ্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশাবশে আমি শ্রীগুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না, সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দা-প্রশংসার প্রার্থী নহি।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার প্রথম প্রতি-সম্ভাষণে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বা আম্নায়ের নিত্যত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যধারা অনিত্য-প্রবাহ নহে যে, তাহা কালের বিক্রমে প্রতিরুদ্ধ বা স্তব্ধ হইয়া যাইবে; তাহা নিত্যকাল প্রবাহিত থাকিয়া জগতে ভুবনপাবনী কৃপাধারা সঞ্চালন করিতেছে, —ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রথম প্রত্যভিভাষণে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'প্রথম প্রতিসম্ভাষণে' তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইহার অর্থও আমি বা গৌড়ীয়মিশনের খুব কম লোকই বুঝিয়াছিলাম বা বুঝিতে পারিয়াছি। কএক বৎসর পূর্ব্বে একদিন শ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"শ্রীল প্রভুপাদের আর কি বিপদ্? তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার, সর্ব্ববিপদ্‌হরণ, তিনি কেন শিষ্যগণকে 'বিপদুদ্ধারণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করুন, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের ন্যায় সম্ভোগের অভাবকে বিপদ্ মনে করিতেছেন না, শ্রীরাধা-মাধবের মিলন-বিচ্ছেদ-জনিত তাঁহার যে বিপ্রলম্ভ, তাহাকেই তিনি বিপদ্ জানিয়া সকলকে তাঁহার সেই চিল্লীলা-মিথুনের সঙ্কীর্ত্তনসেবাব্রতের উদ্‌যাপনে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত অভিভাষণের নিম্নলিখিত কতকগুলি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে বলিয়াছিলেন,—

'পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে যাদৃশ সেবা-বিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিন্দিত, সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মানুষ নরাধমের প্রলপিত বাক্যশ্রবণে ব্যস্ত।'

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবর্ষের প্রত্যভিভাষণের এই সকল বাক্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত অভিভাষণের (গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ ৩১ সংখ্যা) সঙ্গতি না রাখিয়া এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক বর্ষের অভিভাষণের সহিত পরস্পর সঙ্গতি না রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ও উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে যাওয়া নিতান্ত মূঢ়তা ও অনাচার-মূলক বাউলিয়া বিচার মাত্র। অন্বয়ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যগণকে "গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ" রূপে বর্ণন করিয়াছেন। আপনাকে পতিত, দুর্ব্বল, অধমাধম, "পুরীষের কীট", কাহারও (?) "বাঘের (মহাভাগবতের বর্ণনে) ভুষুর" প্রভৃতি চরম বিপ্রলম্ভাত্মক দৈন্যে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের ঐগুলিকে যখনই কোন শিষ্যাভিমানকারী তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া কার্য্যতঃ বা লেখনীতে দূরে থাকুক, কল্পনায়ও ব্যবহার করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার বা তাঁহাদের শিষ্যত্ব হইতে সুনিশ্চিতরূপে পতন

হইয়াছে। যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতিরেকভাবে "তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মায়ুন নরাধমের প্রলপিত বাক্য শ্রবণে ব্যস্ত" বলিয়াছেন, সেই ভুবনশিক্ষক জগদ্‌গুরুর 'প্রলপিতবাক্য'কেই নিত্য মঙ্গলকর গুরুবাক্য বলিয়া সর্ব্বদা স্মৃতিপটে রাখিলে শিষ্যত্ব বা শাসনযোগ্যতা সংরক্ষিত হইবে, অর্থাৎ গুরুদেবের নিয়ামকত্ব বা গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে, নতুবা নিজেই গুরুর আসন বা গুরুর ঘাড়ে চাপিবার পাষণ্ডতার আবাহন করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত অবতরণে যখন শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখনই বলিয়াছেন,—

"তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মার নিত্যসেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রলাপোক্তি।"—( গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ, ৩১ সং ৪৯০ পৃঃ )।

৪০ বর্ষপূর্ত্তি প্রকটতিথির প্রথম অভিভাষণে কথিত "প্রলপিত বাক্য" ও ৫৮ বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথির অভিভাষণে কথিত 'প্রলাপোক্তি'র সঙ্গতি—শিষ্যের প্রতি গুরুর অবতরণময় স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সকল শিষ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য।

যে শিষ্যাভিমানীই মনে করিবেন, আমি গুরুদেবের নিকট হইতে যতটা অধিক প্রশংসা পাইয়াছি, আমি তত ডিগ্রী অধিক বৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে দিয়া আমার যতটা চাকরী করাইয়া লইতে পারি, ততটা আমি যাহাদের, তিনি ততটা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদবরণরূপ শিষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রথম প্রত্যভিভাষণে বলিয়াছেন—"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তি-সিদ্ধান্ত-রহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকমূলে শ্রৌতপন্থা পরিহার করিতেছি।"

যাঁহারা ব্যাসপূজার নিত্য অধিষ্ঠিত, তাঁহারাই ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, এবং শ্রৌতপন্থার বিশ্বাসী। অদ্বয়জ্ঞানোপাসনার আচার্য্য শঙ্কর "পাছে ব্যাস রাগ হন" এই আশঙ্কায় যে ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া ব্যাসপূজার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তর্কপথের আবাহন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও যাঁহারা গুরুর 'মর্য্যাদা ও আসন সংরক্ষণ করিতেছেন' বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং এইরূপ প্রচার করিয়া মৎসরতাকে লোক-মনোহারী পোষাকে আবৃত করিয়াছেন, তাঁহারাও কতটা ব্যাসপূজা করিতেছেন, না ব্যাসের ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরেই পরীক্ষা হয়। ভক্তিসিদ্ধান্ত Intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির ফলসূত্র নহে, অকপট শ্রীব্যাসানুগত্য-ফলেই—শ্রীব্যাসপূজা-ফলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট তিথিতে শিষ্যবৃন্দের নিকট হইতে যে-সকল অঞ্জলি, অভিনন্দনাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি তাঁহার গুরুপূজার অঞ্জলি বলিয়াই বিচার করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার বাণী হইতে দেখাইয়াছি। অষ্টসপ্তাশৎ বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে ( ১৯৭৭, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ) শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে অবস্থানকালে "My Guru *Puja*" বলিয়া একটি ইংরেজী অভিভাষণ রচনা করেন। উহারও প্রতিলিপি শ্রীল আচার্য্যদেবই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ 'Opaque Guru' ( অস্বচ্ছগুরু ) ও 'Transparent Guru'র ( স্বচ্ছগুরু ) পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন। Opaque Guru বা অস্বচ্ছগুরু যথা দিয়া কৃষ্ণ দেখা যান না, বরং সেই জাতীয় গুরুত্রব কৃষ্ণের মধ্যস্থলে অবস্থান করায় তাহা একটি Stumbling block হইয়া দাঁড়ায়, আর স্বচ্ছগুরু কৃষ্ণ ও শিষ্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া শিষ্যকে তাঁহার সহজ স্বচ্ছ সিদ্ধান্তবাণীর মধ্যদিয়া কৃষ্ণ-দর্শন করান; Opaque Guru শিষ্যের প্রণত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা স্বয়ংই আত্মসাৎ করিতে চায়, আর স্বচ্ছগুরু শিষ্যের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের দ্বারা আত্মসাৎ করাইয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদের 'My Guru Puja' অভিভাষণ হইবার পর পরবর্ত্তিকালে কোন এক ব্যক্তি ইংরেজীনবীশ ব্রহ্মচারী নামধারী শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটতিথিতে প্রভুপাদের অঞ্জলিরূপে ( ? ) 'My Guru puja' ছাপাইয়া ফেলিলেন; এইরূপ আনুষঙ্গিক ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচার দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে বলিলেন,—"শ্রীল প্রভুপাদই একমাত্র 'আমার গুরু', 'আমার ঈশ্বরী বৃষভানুনন্দিনী', 'আমার কৃষ্ণ' এই

কথা বলিতে পারেন, কেন না তিনি গুরুপাদপদ্মে নিত্য-সমর্পিতাত্মা। তিনি বৃষভানুনন্দিনীর অভিন্নবিগ্রহ, প্রেষ্ঠা মঞ্জরী। শ্রীরূপ বা শ্রীরঘুনাথ শ্রীমতীকে 'মঞ্জরী' বলিতে পারেন বলিয়া অপরে নকল করিয়া ঐরূপ বলিবার পাষণ্ডতা করিলে ঐরূপ পাষণ্ডের মুখদর্শন করা উচিত নয়। যথাসময় ৺ ঘোষ মহাশয় 'আমার গৌর কা'কে দিয়া যাইব ?'—এইরূপ বলিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ঘোষ মহাশয়ের ঐরূপ প্রাকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কখনও 'আমার গুরুপূজা' বলিতে পারে না, তদ্দ্বারা গুরু সেবকগণকে লঙ্ঘন করা হয়। আমরা গুরু সেবকানুসেবকগণের আনুগত্যে গুরুপূজা করিব। গুরুসেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া 'আমার গুরুপূজা' বলা দাম্ভিকতা, তাহা গুরুদেব কখনই গ্রহণ করেন না।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্যদেবের এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সভামুখে শ্রীল আচার্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রশংসা এবং আনুকরণিক 'My Gurupuja' লেখকের দাম্ভিকতার কথা বলিলেন। পরবর্ত্তিকালে 'My Gurupuja'র ন্যায় আর এক ব্যক্তি 'My first year in England' লেখায় ঐরূপ 'My' শব্দের প্রয়োগে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্যদেব এইবার তাঁহার প্রকটতিথিতে শ্রীশ্রীগুরুপূজার অনুষ্ঠান করেন। উপস্থিত সকলেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন যে, শ্রীল আচার্যদেব সমস্ত শুভ্রাত্মা ও শিষ্যবৃন্দের অঞ্জলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিভাষণে ও আচরণে নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের একটি সমিদ্‌রূপে অভিমান করিয়াছেন। যাঁহারা 'My Gurupuja'র অভিমানকারী বা আমিই গুরু-পূজক, গুরুশ্রেষ্ঠ, আমিই গুরুসেবা করিয়াছি, আমিই সকলকে গুরুসেবার অধিকার দিয়াছি, এই বিচার-সম্পন্ন, তাঁহারা প্রকৃত গুরুপূজা হইতে বঞ্চিত। প্রকৃত গুরুপূজকের কোন দিন সিদ্ধান্ত-বিপর্য্যয় হয় না, বেতালে পা পড়ে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার 'বিজ্ঞপ্তি'তে [ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ ], বলিয়াছিলেন, ব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদার্পণ। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ অভিভাষণেই আরও বলিয়াছেন—

'ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার নিতান্ত আশ্রয়বিগ্রহেরই আছে, তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ আংশিকী সেবা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সাফল্য হইবে। আমার ন্যায় অকিঞ্চন পলাশের বৃন্দারণ্যে কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের উপযোগী পুষ্পসমূহের সুগন্ধের সমপ্রভাবে আরোপিত সেবার সহিত সম্মিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয়—জীবিতকালের অবশিষ্ট কএকটি দিবস বৃন্দারণ্যের কুসুমসমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় অর্পণ করি।' ( গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা )

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময় আচার্য্যাবতারের অতীতের কথা পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভু-পাদ শ্রীগৌরভানবীর সেবা শিক্ষাদানের জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দারণ্যের সেবার উপযোগী কুসুমসমূহকে তিনি তাঁহার রচিত ও সজ্জিত উদ্যান হইতে চয়ন করিয়া রাধামাধবের নিত্য সেবা করিয়াছেন। আমার ন্যায় গন্ধহীন কেবলমাত্র দর্শনধারী পলাশপুষ্প, Seasonflowerকেও কৃষ্ণপ্রেমসেবার উপযোগী অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পের সংস্পর্শে কৃপা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি কোনপ্রকারে সেই সকল সুগন্ধপুষ্পের সংস্পর্শে আমাতেও একটু সেবা-সৌরভ সংক্রামিত হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সেই অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমসেবার সুগন্ধিপুষ্পের সহিত বিবিধ, গন্ধহীন, দর্শনধারী আমার স্থান হইয়াছে বলিয়া আমাকে ঐ সকল পুষ্পের সহিত সমান বা অধিক লোকমনোমুগ্ধকর বিচার করিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে আমি কোন দিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অঞ্জলি হইতে পারিব না, তখন 'My Gurupuja', 'My first year' এইরূপ 'My' 'my' করিতে করিতে আত্মঘাতী 'সোঽহংবাদী' হইয়া পড়িব—রাবণের ন্যায় সীতাহরণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিব। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ৫২ বর্ষপূর্ত্তি প্রকটতিথির একটি অভিভাষণে ( ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ) বলিয়াছিলেন—

শ্রীরূপানুগগণের বিরোধিসম্প্রদায় শুদ্ধ-ভক্তগণের যে-সকল রাদ্ধান্তের ( সিদ্ধান্ত )

বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া গৌরসেবা-বিমুখতার আস্ফালন করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই অপরাধকলে প্রেমভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবেন, তাঁহাদের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। তাঁহাদের কুবাক্যসমূহ বা কুচেষ্টাসমূহ শুদ্ধসেবকগণের সদ্ধর্মপ্রচারের কোন প্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ প্রতিকূল আচরণকলে জগতে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাঁহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ মানেন। "কেহ মানে, কেহ না মানে,—সব তাঁর দাস" এই বস্তুসিদ্ধির কথাটি আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

---

# অর্থবাদ

'অর্থবাদ'—এই পারিভাষিক শব্দের অর্থ 'স্তুতি' বা 'অতিস্তুতি'; 'অর্থবাদ' বলিতে 'নিন্দা'ও বুঝায়। 'শাস্ত্রিপ্রায়-উক্তিকে'ও 'অর্থবাদ' বলে। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ছয় প্রকার লক্ষণের মধ্যে 'অর্থবাদ' অন্যতম।

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর সম্প্রদায় 'অর্থবাদ' শব্দটীর সুযোগ লইয়া শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্তকেও অর্থবাদ বা অতিস্তুতি বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্র ও মহাজনগণের অতীষ্ট সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লোকের চিত্তকে দোদুল্যমান করিয়া দিতেছেন।

তাঁহারা বলেন, যখন যে বিষয় বলিতে বলিতে শাস্ত্রকারের ভাবাবেশ হয়, তখনই তিনি ভক্তিভরে উন্মত্ত হইয়া উহারই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করেন—ইহাকেই 'অর্থবাদ' বলে। এই অর্থবাদের দ্বারা কোন সাধনেরই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হওয়া যায় না।

সিদ্ধান্তশাস্ত্রসমূহের সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীব্যাসাদি আচার্য্যকে এইরূপ অস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসোন্মত্ত ব্যক্তি মনে করিলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন যথার্থ সিদ্ধান্তই পাইতে পারি না। ব্যাস 'যখন যেভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন, তখনই সে বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন'—এই বিচারে "তিনি কখনও কর্ম্মের প্রশংসা, কখনও জ্ঞানের প্রশংসা, কখনও যোগের প্রশংসা, কখনও সবিশেষ, কখনও নির্ব্বিশেষের প্রশংসা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই অর্থবাদ, কোন বাস্তব স্থির সিদ্ধান্ত নহে",—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আমাদিগকে 'অন্ধকারে হাতড়াইতে' হয়।

আবার যখন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়া সকলের লিখিত গ্রন্থরাজিকেই এক শাস্ত্ররূপে দেখিতে যাই, তখন 'সেশ্বর ও নিরীশ্বর বা প্রচ্ছন্ন নিরীশ্বর শাস্ত্রকারগণের এক একটি মতবাদকে অর্থবাদরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হইতে পারি না। যখন আরও ব্যাপকভাবে ভারতীয় ও ভারতেতর বিভিন্ন শ্রেণীয় শাস্ত্রকারগণের গ্রন্থরাজিকে এক বৃহত্তর শাস্ত্ররূপে বিচার করি, তখন প্রত্যেকের বিদ্যমান সিদ্ধান্তকে "অর্থবাদ" কল্পনা করিয়া কোন গ্রন্থকারেরই কোন অতীষ্ট সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কোথাও কর্ম্ম, কোথাও জ্ঞান, কোথাও যোগ এবং কোথাও ভক্তির প্রশংসাভিলষা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহার প্রত্যেকটিকে অর্থবাদরূপে কল্পনা করিলে 'গীতার ভগবদুক্তির মধ্যে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই'—ইহাই প্রমাণিত হয়। ভগবানের স্থির-সিদ্ধান্ত না থাকিলে সাধক জীব কোন সাধনেই সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন না। "ভগবান্ ও শাস্ত্রকর্ত্তা 'Time-server'এর মত যখন যেটি প্রয়োজন, তাহাকেই খুব বাড়াইয়া ভাবোচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন; জাগতিক দোকানদারের ন্যায় যখন যে জিনিষ বিক্রয় করিতে বসিয়াছেন, মন্দ হইলেও সেই জিনিষ বাজারে চালাইবার জন্য তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন", তখন ঐরূপ দোকানদার, ভগবান বা শাস্ত্রসঙ্কলনকারীর কোন কথাই অতিস্তুতি 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া গ্রহণ করা

যাইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রের বাক্যসমূহকে 'অর্থবাদ' মাত্র জ্ঞান করিলে শাস্ত্রকর্ত্তা, এমন কি, স্বয়ং ভগবানে পর্য্যন্ত সন্দেহের অবকাশ উপস্থিত হয়।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের প্রশংসাসূচক প্রমাণ-সমূহকে 'অর্থবাদ' বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বৈষ্ণবের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের বিষ্ণু-প্রাপ্তি প্রভৃতির শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহ সকলই অর্থবাদ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, শ্রীনামাভাসে মুক্তি ও শ্রীনামে প্রেমপ্রাপ্তি প্রভৃতির প্রমাণসমূহ অর্থবাদ মাত্র।

শ্রীপদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ড ৪৮শ অধ্যায়ে দশবিধ নামাপরাধের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গোস্বামিগণ সন্দর্ভাদি গ্রন্থে এই নামাপরাধের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। * দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে 'তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্' —অর্থাৎ হরিনাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ মনে করা একটি নামাপরাধ-বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হরিনামে অর্থবাদ বা পঞ্চম নামাপরাধকে সম্পূর্ণভাবে গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

( ভাঃ ৬।৩।২৫ )

ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ার অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত কর্ম্ম, যজ্ঞ ও নাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি-দ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই, তাঁহারা ব্রত, অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহুকষ্টসাধ্য, স্বর্গসৌখ্যদাতা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুখসাধ্য নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই অর্থাৎ নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এই বাক্যকে স্তুতিবাদ মাত্র জানিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই। পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥

(—ভাঃ ৬।১।১৮)

হে রাজেন্দ্র, মদ্যকুম্ভ জলে ধৌত করিলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ নারায়ণ-পরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না। অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনামের চরণে অপরাধই কৃত হয়।

কর্ম্মজড়গণ শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল সিদ্ধান্তকেও তাঁহাদের মতবাদের কৃতান্তস্বরূপ দর্শনে অর্থবাদ বলিয়া প্রচার করেন, অর্থাৎ 'আমার দাঁড়ে ছোলা' না হইলেই আমি তাহাকে অর্থবাদ বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ছল অনুসন্ধান করি। শাস্ত্রবাক্যকে সোজাসুজিভাবে অস্বীকার ও অমান্য করিলে আমাকে লোকে স্পষ্ট নাস্তিক বলিবে, তাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিক থাকিবার অভিসন্ধিতে আমরা শ্রৌত শাস্ত্রবাক্যে অর্থবাদত্ব আরোপ করি।

সারগ্রাহিগণ শাস্ত্রের কর্ম্ম-প্রশংসা, জ্ঞান-প্রশংসা —মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রশংসা কোনটিকেই অর্থবাদ বিচার করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তকে ধামাচাপা দেন না। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"তত্তৎ তারতম্যজ্ঞানার্থমেব বহ্বোপদিষ্টাপি মহোপসংহারবাক্যস্থ স্বভোপদেশস্য পরমত্বং নির্দ্দিশ্য শ্লোক-পরিত্যাগেন তমেবৈকমেবোপদেশং ত্বং গৃহাণেতি ঘরোবাক্যয়োরেকার্থপ্রবৃত্তত্বমপি স্পষ্টম্।"

তারতম্যজ্ঞানের জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বহুবিধ যোগোপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বহুবিধ সাধন ও উহাদের ফলের উল্লেখ না করিলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রমাণিত হয় না, যেমন বহুব্যক্তি বা বহুদ্রব্যের মধ্যেই স্থূল ও স্পষ্টভাবে একজনের উৎকর্ষ প্রমাণ করা যায়; কেবল একব্যক্তি বা একদ্রব্যের তুলনায় উৎকর্ষ প্রমাণ করা যায় না, এস্থলেও তদ্রূপ। চতুর ব্যবসায়ী যেরূপ যখন যে দ্রব্যটি গ্রাহককে প্রদর্শন করেন, তখনই

* আমরা এবিষয়ে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের নামাপরাধ সম্বন্ধীয় বিচার বিশদভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।—
গৌঃ সঃ

তাহার শ্রৌত্ব প্রচার ও অশেষগুণ ব্যাখ্যা করিলেও প্রাবকের অধিকার জানিতে পারিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রয়টি প্রদর্শন করেন এবং তুলনামূলে অন্যান্য পূর্ব্ব-প্রদর্শিত ত্রয়ের সহিত সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত ত্রয়টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধির সুযোগ প্রদান করেন, তদ্রূপ ভগবান্ গীতাদি শাস্ত্রেও বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন যোগের প্রশংসা করিয়া মহোপসংহার-বাক্যে যে সিদ্ধান্তটি করিয়াছেন, তাহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কারণ শ্রীগীতাতে 'গুহ্য', 'গুহ্যতর' ও 'গুহ্যতম'—এইরূপ 'তরপ,' ও 'তমপ' প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারাও সাধনবিশেষের দু'এর মধ্যে উৎকর্ষ ও বহুর মধ্যে উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহার দু'এর মধ্যে উৎকর্ষ বুঝায় তাহাকে বহুর মধ্যে উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক বহুর সহিত সমান মনে করিলে তত্ত্বাতত্ত্ব প্রমাণিত হয়। 'Better' ও 'best' এ কখনও একই মূল্যের বিনিময় হইতে পারে না। খাদ-যুক্ত সোনার মূল্য আছে বটে; 'তাম্র', 'কাঁসা', 'দস্তা', 'রূপা' প্রভৃতি হইতে খাদযুক্ত সোনার মূল্য অনেক বেশী। কোনও স্বর্ণ-ব্যবসায়ী যদি তাম্র, কাঁসা দস্তা ও রূপা হইতে খাদযুক্ত সোনার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ঐসকল বস্তু হইতে উহার মূল্য অনেক বেশী বলেন, তাহা কিছু অসত্য নহে। কিন্তু যখন খাঁটি সোনার মূল্য খাদযুক্ত সোনা হইতে বেশী এবং উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তখন যদি উহা দোকানদারের ভক্তির আতিশয্য বা ঐরূপ উক্তি অর্থবাদমাত্র বলিয়া খাদযুক্ত সোনা ও খাঁটি সোনার উভয়বিধ প্রশংসাকে অর্থবাদ মনে করিয়া উভয়কেই একই শ্রেণীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত স্বতঃসিদ্ধান্তকে ধামা চাপা দেওয়া হইল।

ফলশ্রুতি ও অর্থবাদ এক শ্রেণীর নহে। শাস্ত্রে "ফলশ্রুতি" বলিয়া একটি ব্যাপার দেখা যায়। অত্যন্ত কামী বা ভোগোন্মুখ ব্যক্তিগণকে যে সকল আপাতিক ফলের লোভ দেখাইয়া আত্মমঙ্গলকর কার্য্যে প্রয়োচিত করা হয়, তাহাই ফলশ্রুতি। যেমন বরাহপুরাণোক্ত গীতা-মাহাত্ম্যে দেখা যায়, গীতার অর্দ্ধাংশ পাঠেও গোদানের তুল্য পুণ্যলাভ হয়, তৃতীয়াংশ পাঠে গঙ্গাস্নানের ফল, ষড়ংশপাঠে সোমযাগের ফললাভ, এমন কি গীতার ১০, ৭, ৫, ৪, ৩, ২, ১ বা অর্দ্ধশ্লোক নিত্যপাঠে অমৃতবর্ষধাম চন্দ্রলোকে অবস্থান হয়—এই সকল গীতাপাঠের ফলশ্রুতি মাত্র, শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের ইহাতে আদৌ রুচি নাই। শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ 'গীতা-মাহাত্ম্য' বলিতে জানেন—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

এবং শাস্ত্র দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥

'শাস্ত্র' বলিতে এক শাস্ত্র—তাহা দেবকীনন্দনের গান; 'দেবতা' বলিতে এক দেবতা—তিনি দেবকীনন্দন; 'মন্ত্র' বলিতে এক মন্ত্র—তাহা দেবকীনন্দনের নাম; 'কর্ম্ম' বলিতে এক কর্ম্ম—তাহা দেবকীনন্দনের সেবা। গীতা-মাহাত্ম্যের এই উক্তিকে যদি অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি বা ফলশ্রুতির ন্যায় লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শাস্ত্র-কর্ত্তা দোকানদারের উচ্ছ্বসিত-ভাব মাত্র বিচার করা হয়, তবে ঐরূপ গীতা বা কোন শাস্ত্র পাঠে আমাদের আত্মমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। ইহুদী-শাস্ত্র ও বৌদ্ধশাস্ত্রও যাহা, গীতাও তাহা; গীতাকে অন্য শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা কেবল অর্থবাদ,—এই বিচারের মূলে উক্ত শাস্ত্রের বিচার ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রবেশ ও তারতম্য-জ্ঞানের একান্ত অভাব আছে। যাহারা সিদ্ধান্তের তারতম্য-বিচারে অলস, বিমুখ, উদাসীন বা অক্ষম কিংবা কোন না কোন অভাভিলাষপূর্ণ অপস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত, তাঁহারাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-বিচারের তারতম্য-জ্ঞানকে অর্থবাদের দোহাই দিয়া ধামাচাপা দিতে চাহেন। কিন্তু সারগ্রাহী ব্যক্তি শাস্ত্র-মাহাত্ম্যের কোন্‌টি ফলশ্রুতি, কোন্‌টি অর্থবাদ, কোন্‌টি বাস্তব সত্য, তাহা বিচার করিয়া প্রকৃত বাস্তবসত্যে পরিনিষ্ঠিত হন।

# শ্রুতি-সার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর ]

আত্মা অধর্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তিনিই অন্বেষণীয় ও বিজিজ্ঞাসিতব্য। তাদৃশ আত্মাকে বিচারপূর্ব্বক বিদিত হইলে সকল লোক ও সকল ভোগের অধিকারী হয়—ইহা জানিয়া অসুর-রাজ বিরোচন ও দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট সমিৎ-পাণি-হইয়া আত্মজ্ঞান লাভার্থ গমন করেন। উভয়ে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিলে পর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলেন, যে পুরুষ অক্ষিতে দৃষ্ট হন, তিনিই আত্মা। তাঁহারা তদুত্তরে বলেন যে, জলে ও আদর্শে দৃষ্ট পুরুষ কে? প্রজাপতি বলেন, তিনিই অক্ষিস্থ পুরুষ। ইহা শুনিয়া বিরোচন অসুরগণ সমক্ষে গিয়া প্রচার করিলেন যে, দেহই আত্মা, পূজ্য ও সেব্য। কিন্তু ইন্দ্র দেবগণ সমীপে যাইবার পূর্ব্বে চিন্তা করিলেন যে, দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে? দেহের বসন-ভূষণ, পরিষ্করণ অথবা অন্নাদি বৈকল্যে কি আত্মারও তাহাই হইবে? দেহের নাশে কি আত্মার নাশ হইবে? সুতরাং ঐ বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরপি ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিলে পর ব্রহ্মা উপদেশ করেন যে, স্বপ্নে যিনি মহিমান্বিত হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই আত্মা। ইন্দ্র তাহা শুনিয়া বিচার করিলেন যে, শরীরের নাশ ব্যতিরেকেও স্বপ্নাত্মা নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার দুঃখশোকাদিও উপলব্ধ হয়, সুতরাং উহা আত্মা হইতে পারে না। তজ্জন্য পুনরায় ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করায় পর প্রজাপতি বলেন যে সুষুপ্ত অবস্থায় জীবই আত্মা। ইন্দ্র তাহা শুনিয়া বিচার করেন যে, সুষুপ্ত আত্মার কোন অনুভূতি থাকে না, উহা কিরূপে আত্মা হইবে? সুতরাং পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে ও তদুপদেশে আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর প্রজাপতি বলিলেন যে শরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরবিশিষ্ট আত্মা প্রিয়াপ্রিয় লাভ করেন। চক্ষুরাদি-উপলক্ষিত দৃশ্য দেহরূপ পুরুষোপাধি যাঁহার অধীনে থাকিয়া অভিব্যাপ্ত হন, তিনি চাক্ষুষ আধি-দৈবিক পুরুষ অর্থাৎ চক্ষুরাভাবিপতি সূর্য্যাদি দেবতা, যিনি চক্ষুরাদি অভিমানী, তিনিই দ্রষ্টা জীব। এই আধিদৈবিকাদি পুরুষকে যিনি সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা। আত্মা দেহে দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, মননকর্ত্তা ইত্যাদি। ইনিই দেহে থাকিয়া বিষয়-জনিত সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন। ন্যায়ের বিচিত্রা অন্বয়-পদ্ধতির প্রণালিক্রমে ন্যায়-সুন্দরে প্রবেশ হই। কৃত-প্রণালি-ক্রমে সেই হ্লাদিনীপায় তাপকে আশ্রয় করি। ন্যায়ের অনুগ্রহেই পাপাদি বিমুক্ত হইয়া আত্মবশী হওয়া যায়।

---

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—"শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়", ইহাতে ৬টী অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে ৬টী ব্রাহ্মণ ৫০ মন্ত্র, ২য় অধ্যায়ে ৬টী ব্রাহ্মণ ৬৬ মন্ত্র, ৩য় অধ্যায়ে ৯ ব্রাহ্মণ ৯২ মন্ত্র, ৪র্থ অধ্যায়ে ৬ ব্রাহ্মণ ৯২ মন্ত্র, ৫ম অধ্যায়ে ১৫ ব্রাহ্মণ ৩২ মন্ত্র ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৫ ব্রাহ্মণ ৭৫টী মন্ত্র সর্ব্ব সমেত ৪১৭টী মন্ত্র আছে।

ইহাতে প্রথমে অশ্বমেধের অশ্ব ও যজ্ঞোপযোগী অগ্নির উৎপত্তি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে তত্ত্বসমূহের সৃষ্টির কথাপ্রসঙ্গ—প্রজাপতি মনুকে সৃষ্টি করেন, মনু হইতে যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টি। প্রজাপতির দুই প্রকার সৃষ্টি দৈব ও আসুর। দেবসংখ্যা অল্প, অসুরগণ অধিক; তজ্জন্য তাহারা দেবগণকে হিংসা করে। এতৎপ্রসঙ্গে ছান্দোগ্যের ন্যায় উদ্গীথ উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আত্মাই ছিলেন। তিনি একাকী থাকায় ভয়যুক্ত হইয়া চিন্তা করেন যে দ্বিতীয় বস্তু হইতে ভয় জন্মে। সুতরাং দ্বিতীয় বস্তুর অভাব বশতঃ ভয়ের কারণ নাই। তিনি প্রজাসর্গে অভিলাষ করিয়া নিজকে দ্বিধা পতিপত্নীরূপে প্রকাশ করেন। তাঁহা হইতে ক্রমে স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণী সকল উৎপন্ন হইল। পশ্চাৎ চতুর্ব্বর্ণাদি ও ওষধ্যন্ন এবং সংসারে ভোগার্থ সমুদয় ব্যাপার সৃষ্টি হইল।

কাশীরাজ অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ গার্গ্যকে আত্মতত্ত্বো-পদেশ প্রসঙ্গে বলেন যে বিজ্ঞানময় পুরুষ সুষুপ্তিকালে স্বভাবে অবস্থান করেন, তৎকালে বিষয়াদি অনুভব করেন না। স্বপ্নাবস্থায় নিজ সৎকর্ম্মের ফল স্বরূপ মহা-রাজত্ব বা মহা-ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। কখনও উচ্চ দেবত্ব, কখনও বা পশুত্বাদিও লাভ করেন। স্বপ্ন দ্রষ্টা পুরুষ ইন্দ্রিয় সমূহকে আপনার স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া

ইচ্ছানুসারে অভীষ্টস্বরূপ স্বস্বস্থানে বিচ করেন। মনুষ্যের শরীরে ৭২০০০ নাড়ী আছে। সুষুপ্তিকালে ঐ নাড়ীসকল সঙ্কুচিত হয়, তৎসঙ্গে বিজ্ঞানময় পুরুষও বহির্বিষয় ত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন।

ঔর্ণনাভির অন্য কোন বস্তুর সাহায্য-ব্যতিরেকে তন্তু সকল সৃষ্টির ন্যায় পরমাত্মা অপরের সাহায্য ব্যতীত অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্ববস্তুকে সৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মের দুইটী রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্য এবং অমৃত, সৎ ও ত্যৎ। শরীরাভাবরূপ বায়ু ও আকাশ অমূর্ত্ত, অপর ভূতত্রয় মূর্ত্ত। দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ এই অমৃত, সৎ ও ত্যৎএর সার। তাঁহার অঙ্গকান্তি পীতবর্ণ, শ্যামবর্ণ, রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বলবর্ণ।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশে বলিতেছেন,—সর্ব্বনিষেধের অবধিই ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। 'সত্যের সত্য' তাঁহার নাম। প্রাণই সত্য, ব্রহ্ম তাহারও সত্য।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি চতুর্থাশ্রম-গ্রহণার্থ সঙ্কল্প করিয়া নিজ ধনসম্পত্তি,কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেন যে, বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায় কি না। যাজ্ঞবল্ক্য 'না' বলিলে মৈত্রেয়ী বলেন যে, যদ্দ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হয়, তদ্দ্বারা কি হইবে? সুতরাং তিনি মোক্ষসাধক জ্ঞানের উপদেশ-প্রার্থিনী হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করেন যে, সংসারে সকলেই আত্মার প্রীতির জন্য অপর ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসে। তজ্জন্যই ভূতসকল প্রিয় হইয়া থাকে। সেই আত্মসাক্ষাৎকার নিমিত্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি কর্ত্তব্য। যিনি ভূত সকলকে আত্মা হইতে ভিন্ন বিচার করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন না। সমস্তই আত্মময়, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। জগৎ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত, তাঁহাতে অবস্থিত ও বিলীন হয়। জগৎ আত্মারই বিভূতি। আত্মার জ্ঞানেই সকল জ্ঞান সিদ্ধ হয়। চারিবেদ, মহাভারতাদি ইতিহাস, পুরাণসকল, বেদবিদ্যা উপনিষদাদি সকলই পরমাত্মার নিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্বাসের ন্যায় পরমাত্মা হইতে বিনির্গত। তজ্জন্য ঐ সকল অপৌরুষেয়, নির্দ্দোষ, স্বতঃপ্রমাণ ও নিত্য। ব্রহ্মই সকল বস্তুর আশ্রয়। আত্মা ভূতসকল হইতে দেব-মানবাদি নামরূপে অভিব্যক্ত হইয়া মৃত্যুর পর ভূতনাশে নামরূপাদি সংজ্ঞা-রহিত হইয়া থাকে। আত্মার তৈতন্যবৎ ভাব আসিলেই তিনি ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয়াদির গ্রহণ করেন; কিন্তু সকলই আত্মা বলিয়া প্রতীতি হইলে পৃথক্ দ্রষ্টাদি থাকে না। যাঁহার দ্বারা সর্ব্ববস্তু জানা যায়, তাঁহাকে কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যাইবে? মায়াবাদীর বিচারে "ব্রহ্ম আত্মা নিজ স্বরূপ অবগত হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যান" এরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে, কিন্তু আত্মবস্তু বাহ্য করণ দ্বারা বিষয়াদির গ্রহণাদি করেন, আত্মজ্ঞান লাভে তাহা হইতে বিরত হইয়া আত্মক্রীড় আত্মরতি ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া যান। (ছান্দোগ্য মতে)।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের রাজা, অধিপতি ও সর্ব্বময়। ব্রহ্মাবিষয় পর্য্যন্ত সর্ব্বভূত তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত।

দধীচি মুনির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রণত হইয়া মধুবিদ্যা (পরমাত্ম-তত্ত্ব) জানিতে ইচ্ছা করিলে তাহা প্রকাশে তিনি ইন্দ্র কর্ত্তৃক মস্তক-ছেদন-ভয়ে ভীত হইয়া বলিতে অস্বীকার করেন, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া তৎস্থলে অশ্বমুণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক মধু-বিদ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহা এই যে পরমাত্মা হইতে লোক-সকল ও ভূত সকল সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি পুর অর্থাৎ শরীর সকলে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার 'পুরুষ' নাম। তিনি সর্ব্ববস্তুকে বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার একটী নাম ইন্দ্র অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবান্; তিনি নিজ মায়া-শক্তি দ্বারা বহু রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্ব-প্রকার বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন।

বিদেহরাজ জনক বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠতমকে স্বর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গ সহস্র গাভী দান করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে 'কে ব্রহ্মবিত্তম' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অপর কাহাকেও সাহস করিতে না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ঐ সব গাভী সকল নিজ নিজ দ্বারা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দেন। তখন রাজ-পুরোহিত অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে কতিপয় প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য অধিদেব, অধিভূত, অধিদৈবতাদি জ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে আর্ত্তভাগের 'গ্রহ' সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে জীবগতি বর্ণন করিলে ভুজ্যু পারীক্ষিতগণের গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, সূর্য্যদেবের পরিভ্রমণের স্থান পৃথিবীর কক্ষা। তাহার অপর নাম

আনন্দগিরি। উক্ত বস্তুর পরিমাণ অপেক্ষা ৩২ গুণ অধিক স্থান সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত হয়। এই কিরণব্যাপ্ত স্থানের নাম ত্রিলোকী। উহা লোকালোক পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। তাহার এক ভাগে ত্রিলোকী বা ত্রি-ভুবন, অপর পারে মহরাদি লোক; তথায় সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। ভূবনকোশের বাহিরে ভক্তিগুণ-পরিমিত অণ্ডকোষটি ভূবনকোশকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৎপরে অণ্ডকটাহান্তর্বর্ত্তী আকাশ। অন্বেষণকারী পারীক্ষিৎগণ ঐ স্থানে নীত হইলে ইন্দ্রভয় বায়ু তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যান। তৎপরে উষস্তের নিকট আত্মার পরিচয়-কথন-প্রসঙ্গে বলেন, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা যিনি, তিনিই সর্ব্বান্তর আত্মা। তদ্ব্যতীত স্থূল সূক্ষ্ম সকলই বিনশ্বর। সর্ব্বান্তরাত্মা সম্বন্ধে কহোলের নিকট বলেন যে, ক্ষুৎপিপাসা, মোহ, শোক ও জরা-মৃত্যু অতিক্রমকারীই সর্ব্বান্তর আত্মা। পুনশ্চ কহোলের "ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপায় কি" প্রশ্নের উত্তরে বলেন—আত্মার সাক্ষাৎকারই তদ্লাভের একমাত্র উপায়। অনন্তর গার্গী'র প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্ববস্তুর আশ্রয় ব্রহ্মলোক, ইহা জানান। পরে উদ্দালকের প্রশ্নের উত্তরে সূত্রাত্মা ও অন্তর্য্যামী সম্বন্ধে বলেন যে, বায়ুই সূত্রাত্মা। সূত্রে মণিগ্রথিত থাকার ন্যায় বায়ু সাহায্যে নিখিল জীব জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তাহার অপগমে মৃত্যু হয়। ঐ সূত্রাত্মার অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, যিনি সর্ব্ববস্তুকে পরিচালন করেন ও সকল বস্তুতে অবস্থিত; কিন্তু তদ্বস্তু তাঁহাকে জানে না। তৎপরে গার্গী আবার দুইটী প্রশ্ন করেন যে, কাহার আশ্রয়ে পৃথিবী-দ্যুলোকাদির স্থিতি এবং সকল বস্তু কাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, জীবগণ পরমাত্মাতে অবস্থিত এবং তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য আভ্যন্তর দৃশ্যপদার্থ কিছুই দেখেন না, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে দ্বিতীয় (ভিন্ন) বস্তু কিছুই দেখেন না। জীবের হৃদগত কাম সকল দূর হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

অবিদ্বান্ উপাসকগণ অন্ধতমে গমন করে, আর ভক্তি-রহিত জ্ঞানী সকল তদপেক্ষা ঘোরতর তমে গমন করে। আত্মজ্ঞানরহিত অবিদ্বান্‌গণ অনন্দা নামক তমসাবৃত লোকে গমন করে। সুতরাং ধীর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তৎ-সাক্ষাৎকারার্থ যত্ন করিবেন। বহু শাস্ত্রাদির অভ্যাস অপ্রয়োজনীয়, তাহা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রম মাত্র।

হৃদয়স্থিত মহান্ আত্মা সকলের বশী, নিয়ন্তা ও অধিপতি পালয়িতা, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের ধারণ কর্ত্তা ও সমস্ত জগতের সেতু। ইহাঁকে জানিলেই লোক মুনি হইতে পারেন।

ব্রহ্মবস্তু পূর্ণ। তাঁহার অবতারও পূর্ণ। পূর্ণ অবতারী লীলাপূর্ত্তির জন্য অবতাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াও স্বয়ং নিত্যলীলায় পূর্ণস্বরূপে বিরাজিত থাকেন।

অতঃপর এই উপনিষদেও ছান্দোগ্যের ন্যায় পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা ও ব্রাহ্মণবংশাদি বর্ণিত হইয়া উপনিষৎ সমাপ্তি হইয়াছে।

---

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী

## শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের

চতুঃষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে

## ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

প্রদত্ত

জয় জয় গুরুদেব, অভিন্ন-শ্রীবলদেব
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
জয় জয় প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-
নিত্যানন্দ-অভিন্নমূরতি।

এ সংসার-দাবানলে, দগ্ধীভূত জীবকুলে,
উদ্ধারের তরে যেই জন।
কৃপাবারি বরিষণে, রক্ষা করে জীবগণে,
বন্দি সেই শ্রীগুরুচরণ।

সর্ব্বশাস্ত্রে, সাধুগণে　　'সাক্ষাৎ শ্রীহরি' কহে,
বিশ্ব যিনি হরি প্রিয়জন।
যদি সেই গুরুপদ　　মোর ধন সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
যাঁহার করুণাবলে,　　কৃষ্ণপ্রেম-সেবা মিলে,
গতি নাই যাঁর কৃপা বিনা।
সেই প্রভু-শ্রীচরণ,　　শিরে ধরি অনুক্ষণ,
ভক্তি-ভরে করিব বন্দনা॥
বার বার করি নতি,　　গোবিন্দ-পঞ্চমী তিথি
বন্দনীয় অহে তিথিবর।
ধন্য করি'-যেই তিথি,　　শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী,
অবতীর্ণ অবনী-ভিতর॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস,　　ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে ভব-কারাগারে।
জনম মরণ জরা,　　ত্রিতাপ জ্বালায় তারা,
বহু দুঃখ পায় বারে বারে॥
তা'সবারে উদ্ধারিতে,　　তুমি প্রভু এজগতে,
জগদ্‌গুরুরূপে অবতরি'।
গোলোকের প্রেমধন,　　হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন
বিতরণ কৈলা বিশ্ব ভরি'॥
সকল জনমে সবে,　　পিতা মাতা আদি লভে,
গুরুকৃষ্ণ-কৃপা নাহি পায়।
বহুজন্ম-ভাগ্য-ফলে,　　অনেক সুকৃতি-বলে,
সাধুগুরু-কৃপা লাভ হয়॥
সংসারের পার হৈয়া,　　ভক্তির সাগরে গিয়া,
ডুবিবারে চাহে যেই জন।
ছাড়ি' অন্য অভিলাষ,　　ভুক্তি-মুক্তির প্রয়াস
ভজে সেই—তব শ্রীচরণ॥
তব পদাশ্রিত জন,　　নির্ম্মৎসর সাধু হন,
মৎসরতা নাহিক তাঁহার।
সেই শুদ্ধভক্তগণে,　　হিংসা করে যেই জনে,
অসত্তার সেই দুরাচার॥
পৃথিবীতে বহু যথা,　　মানব-কল্পিত প্রথা,
'ধর্ম্ম'নামে চলিতেছে যত।
সেই সব ছল ধর্ম্ম,　　নহসৎ যত কর্ম্ম,
উপধর্ম্ম আর আছে কত॥
চিৎ-জড়-সমন্বয়,　　দেহ-মনোধর্ম্ম-চয়,
বিধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম আর।
ভাগবতশাস্ত্র ভণে,　　এসব অধর্ম্ম-জ্ঞানে,
ধর্ম্মবিৎ করে পরিহার॥
সত্যযুগে ধ্যান করি,　　জীবগণে পায় হরি,
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ মাত্র সার।
দ্বাপর যুগেতে তবে,　　অর্চ্চন মার্গেতে সবে,
বিষ্ণু-সেবা লভিয়াছে নর॥
কলিযুগে একমাত্র,　　হরিসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ,
রাধাকৃষ্ণ-সেবা লভিবারে।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ভাই,　　ইহা বই ধর্ম্ম নাই,
কলিহত জীবগণ-তরে॥
নাম যজ্ঞ কর সার,　　জিনিবারে এ'সংসার,
সাধুসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
দয়ানিধি গৌরহরি,　　কলিজীবে কৃপা করি,
এই ধর্ম্ম করায় শিক্ষণ॥
গৌরা-প্রদর্শিত পথ,　　সর্ব্বশাস্ত্র-অভিমত,
মহাজনে-যেই পথে চলে।
যেন পথ নয় যেই　　অনায়াসে তরে সেই,
কৃষ্ণ-সেবা লভে সুকৃতিবলে॥
এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,　　অবতীর্ণ পৃথিবীতে,
প্রভুপাদ করুণাসাগর।
নিজধর্ম্ম-দোষে হায়,　　বঞ্চিত হইনু তায়,
আমি বড় পতিত পামর॥

গুরুদেব!

তব শ্রেষ্ঠ যেই জন,　　মোর বাক্য, তনু, মন,
রবে যেন তাঁহার চরণে।
যাঁরা তব নিজ দাস,　　তাঁদের চরণ পাশ,
থাকি' যেন সেবি নিশিদিনে॥

তবদীয় নিতান্ত অযোগ্য ভৃত্যাভাস
শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

# বিবিধ প্রসঙ্গ

গত মাঘ মাসের 'প্রবর্ত্তক' নামক মাসিকপত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি মহাশয় "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র"—শীর্ষক প্রবন্ধে নিখিল-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরমারাধ্য আচার্য্যকে যে-সকল দুষ্কর্ণনা ও আত্মবঞ্চনাময়ী যুক্তিদ্বারা আক্রমণ (?) করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ ব্যথিত ও ঐরূপ নির্লজ্জ আচরণের প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আগামী সংখ্যা 'গৌড়ীয়েই' উহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবাবু আপনাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সমজদার অভিমান করিলেও বা প্রাকৃত-পণ্ডিত বলিয়া জগতের লোক তাঁহাকে মনে করিলেও তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বা ভাগবত-ধর্ম্মের বর্ণমালার সহিতও পরিচিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তাহা আমরা এক একটি করিয়া প্রবন্ধান্তরে দেখাইব। পৃথিবীর শিরোমণি, পরদুঃখ-দুঃখী নিখিল বৈষ্ণব-জগতের শিখামণি আচার্য্যবৃন্দের চরিত্র বা লেখনীতে কলঙ্ক আরোপ করিবার উদ্যমই যদি আধুনিক পাণ্ডিত্যের উদ্দেশ্য বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উপায় হইয়া থাকে, তবে ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার কথা আর কিছুই নাই উক্ত প্রবন্ধলেখক—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু নিজ লেখনীতে শ্রীচৈতন্য-বিরোধিগণকে 'দৈত্য', 'অসুর,' 'খল', 'শূকর' প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দিয়াছেন, বৌদ্ধ ও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতকে অসার ও কল্পিত বলিয়াছেন, অপর লোকের উপাসনা-প্রণালী ভুল বলিয়াছেন,—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রভুর প্রতি অজস্রভাবে মাত্র এই কএকটী দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লেখকের বিচারে অন্যান্য লেখক অপেক্ষা অসহিষ্ণু, তাঁহার লেখায় কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, যাহাকেও তিনি বিচার করিতে দিতে নারাজ, অলৌকিক ঘটনার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত, কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু মিথ্যাকে সত্যের মত করিয়া 'ম্যাজিক' দেখাইয়াছেন, বিদ্যা-লাম্পট্যের পরিচায়ক অতিরঞ্জিত কর্দ্দ এবং তাঁহার লেখনীতে ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য নাই—এইরূপ অনেক আক্রমণ-সূচক বাক্য বলিয়া নিজের লেখনী ও পাণ্ডিত্যকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় উক্তিগুলিই তাঁহার অনর্থের পরিচয় দিতেছে।

---

## শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর - সরস্বতী-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজের সংকীর্ত্তন-সেবাধাক্ষতায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত যাবতীয় শাখামঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্-গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি প্রকটবাসরে শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের সমাধিক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিক্রমে অনুষ্ঠিত পূজা-বৈশিষ্ট্যই সকল মঠবাসীর স্মরণীয়, বন্দনীয় ও অনুসরণীয় হইয়াছে।

---

শ্রীচৈতন্যমঠে—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ৬ই ফাল্গুন (১৩৪৪), ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) শুক্রবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, জ্যেষ্ঠার্থ শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী (অলোয়ার জমিদার), শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ভক্ত্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ, শ্রীঅতিসেবক ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ, শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশন, নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীচৈতন্যমঠ—সর্ব্বত্রই জয়ধ্বনি, সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করা হয়। ৭ই ফাল্গুন

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ রাগকাব্যপুরাণতীর্থ 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণবগোসাঞি' এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন।' অতঃপর কীর্ত্তনমুখে সমাধিমন্দির পরিক্রমণ হইলে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী (বি-এ), পণ্ডিত শ্রীমন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীরাঘবেন্দ্র দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। বেলা ১০ ঘটিকার সময় সপার্ষদ শ্রীল আচার্যদেবের বিপুল অন্নমন্নির মধ্যে সমাধিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' ও 'দুই মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' গীতিদ্বয় কীর্ত্তন করেন, অতঃপর শ্রীল আচার্যদেব অশ্রুসিক্তনয়নে অপূর্ব্ব ভাবাবেশে 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' গীতিটি কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবভরে অবস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্যদেবকে অগ্রণী করিয়া তদানুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি শ্রীব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীহস্তে প্রদান করিলে তিনি তাহা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকমহোদয়গণ, ছাত্রবৃন্দ ও আগন্তুক সজ্জনগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে মহিলাভক্তবৃন্দ অঞ্জলি প্রদান করেন। অবিরাম নামসংকীর্ত্তনের মধ্যে বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত অঞ্জলিপ্রদান চলিতে থাকে। অতঃপর ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে সমাধি-প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছানুসারে গুরুবন্দনা ও "নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল"—এই গীতিটি কীর্ত্তিত হইলে পর ভক্তবৃন্দের অনুরোধে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব সর্ব্বাগ্রে ব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে স্বলিখিত "আলোর অনুসরণে" প্রবন্ধটী ও "শ্রীল প্রভুপাদপদ্মস্তবকম্" এই সংস্কৃত কবিতাটি পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়মঠস্থ সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "কার্পণ্যকুসুমাঞ্জলি", শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ দাসাধিকারী বি-এল্ মহোদয় গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রদত্ত ইংরাজী অভিনন্দন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুলিখিত "An Offering for Sree Vyasa Puja," এবং পাটনা, নিউদিল্লী, মাদ্রাজ, নরসিংহ ও রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠ, প্রভৃতি বহু স্থান ও পাটনার শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ হাণ্ডক্লোকেট প্রমুখ বহু ভক্তবৃন্দের প্রেরিত টেলিগ্রাম পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাগগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগতীর্থ মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রদত্ত 'আর্ত্তিপুষ্পাঞ্জলি, মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিমধুর প্রভু "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" হইতে "শ্রীশ্রীআচার্যবাণী" ও "শ্রীব্যাসপূজা" প্রভৃতি প্রবন্ধ; কটক হইতে আগত শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ব্রহ্মচারী প্রভু সচ্চিদানন্দমঠের পক্ষ হইতে ওড়িয়া ভাষায় লিখিত অভিনন্দন; মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু লণ্ডন হইতে শ্রীযুক্তা বিনোদবাণী দাসী (Miss Bowtel) প্রেরিত ইংরাজী 'Vyasa Puja Homage' এবং শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী বি-এ মহাশয় মাদ্রাজ মঠের "An humble Offering" অভিনন্দনটি পাঠ করেন। সময়াভাবে অন্যান্য বহু মঠ ও বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত অভিনন্দন পঠিত হইতে পারে নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমণাদির পর পুনরায় কীর্ত্তনারাত্রিকাদি হইতে থাকে। অতঃপর রাত্রি ৮৷৷ ঘটিকার পর শ্রীসমাধিপ্রাঙ্গণে গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয়ের প্রস্তাবে ও অলোয়ার জমিদার শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী মহোদয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু 'গৌড়ীয়' হইতে "শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকম্"টি এবং শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ হইতে "শ্রীল সরস্বতীগোস্বামাষ্টকম্"টি সুললিতকণ্ঠে

কীর্ত্তন করেন। সভার অন্তে "ঐ নাম গায় গোরাচাঁদ" গীতিটী কীর্ত্তিত হন। অনন্তর উপস্থিত সকলকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

---

**শ্রীগৌড়ীয়মঠে**—কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয় মঠেও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এবং ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ ওঁবিষ্ণুপাদ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-রচিত 'শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মস্তবকম্' শীর্ষক সংস্কৃত গীতি এবং শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারীজী 'আমারপরাণপূর্ণ' ও "তবরে তবরে আমার মন অতি মন্দ" প্রমুখ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন মুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর শ্রীমন্দির শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর ও শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে পূজার আয়োজন হয়। শ্রীসারস্বতশ্রবণসদনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশানুযায়ী একটি উচ্চাসনে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা ও তদ্বামপার্শ্বে তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্য-দেবের আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপিত ও পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ 'আচার্য্য-বিরহসংখ্যা' গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত পারায়ণ করিতে থাকেন। স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীসারস্বতশ্রবণসদনে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ব্রহ্ম-চারী শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রণবানন্দ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-নির্দ্দিষ্ট ব্যাসপূজা-পদ্ধতি-অনুসারে শ্রীগুরু-পূজক, শ্রীব্যাসপূজক, শ্রীবৈষ্ণবকিঙ্করপূজক, শ্রীনরকাদিপূজক, শ্রীগুরু-আচার্য্যপূজক ও তত্ত্বপূজকের ষোড়শোপচারে পূজা সম্পাদন করিলে পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ পরিক্রমার মধ্যে ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ অর্ঘ্য প্রদান করেন, তৎপর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ও নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণ যথাক্রমে শ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে অঞ্জলি প্রদান করেন। ইতোমধ্যে শ্রীমন্দির ও শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীরের পূজা সমাপ্ত হইলে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনান্তে স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ মহিলা ভক্ত-বৃন্দের প্রত্যেকের পুষ্পাঞ্জলি শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য-স্বরূপমুখে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেন।

অতঃপর মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। বহুভক্ত প্রসাদ সম্মান করেন, ইত্যবসরে শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীল প্রভু-পাদের জীবন-ভাগবত-পারায়ণ সমাপ্ত করিয়া বেলা ৩ঘটিকা হইতে স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া", "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম", "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" প্রমুখ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ 'শ্রীসরস্বতীসংলাপ' গ্রন্থ হইতে "শ্রীল প্রভুপাদ ও শরদিন্দুনারায়ণ" প্রসঙ্গটি পাঠ করেন। অতঃপর স্বামীজীর নির্দ্দেশে শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" ও "শ্রীনামভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন?" প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন-আরম্ভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাত্রিককালে স্বামীজীর নির্দ্দেশানু-সারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ পরিক্রমা করিতে করিতে 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম'—এই গীতিটি কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর শ্রীমন্দিরে আরতি বাজিয়া উঠিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'জয়জয় গোরাচাঁদের আরতিক শোভা' গীতিটি কীর্ত্তন করা হয়। আরাত্রিক কীর্ত্তনের পরই শ্রীল তীর্থ মহা-রাজের সেবাধ্যক্ষতায় সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী (বি এ) 'গৌড়ীয়' শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা হইতে 'অপ্রকট্য' কবিতা, তৎপর শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ভক্তিবান্ধব (বি-এ) মহারাজ গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ প্রদত্ত ইংরাজী অভিনন্দন, তৎপর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'পাক্ষিক গৌড়ীয়' হইতে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-রচিত 'শ্রীব্যাসপূজা' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু-রচিত Sree Vyas Puja Homage নামক ইংরাজি অভিনন্দন, তৎপর শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব-রচিত "গানের অনুসরণে" প্রবন্ধ-পাঠ করিলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রবল আর্ত্তি ও আবেগভরে, মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যাসহ উক্ত ব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে

শ্রীচৈতন্যমঠাদুগ শ্রীগৌড়ীয় মঠসেবকগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'কার্পণ্যদুষ্কৃতাঞ্জলি' প্রবন্ধ রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। মহারাজের পাঠের পর ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্রণবানন্দ শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ-রচিত সংস্কৃত-গীতি কীর্ত্তন করেন। অনন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারীজীউর নরনারায়ণিক কীর্ত্তন হয়। সভায় উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

---

## শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সপার্ষদে অন্ধ্রদেশে শুভ-বিজয়

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ( ১৯৬৮ ) রবিবার রাত্রে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে সপার্ষদে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে বেলুনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও সেই মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদনার্থ 'এপরা' নামক অর্ণবপোতে বেলুনে যাত্রা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, ম: ম: অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভোট্যাবা শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, অলোয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী, শ্রীউপাস্তচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাযশোহর ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার মিত্র প্রমুখ বৈষ্ণবগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুব্রজ্যা করিয়াছেন।

---

## ভিক্টরে শ্রীব্যাসপূজা

গত ৭ই ফাল্গুন ( ১৩৭৪ ) শনিবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সেবক সম্মিলনীর সেবকগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অন্তর্গত সভ্য ভিক্টরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হাই মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে নগর সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসাসনের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, বিভিন্ন ভাষায় প্রণতিপ্রার্থনাঞ্জলি ও জয়শ্রী পাঠ, শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হাই মহাশয় অন্যূন অর্দ্ধশতাধিক ব্যক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থার বহন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থান হইতে—কল্যাণপুর হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রমোহন দাসাধিকারী, মহাডোল হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসাধিকারী, খড়্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র ও মহেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, সিংপুর হইতে শ্রীপাদ সাধুচরণ দাসাধিকারী, নারদা হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, খরপরা হইতে শ্রীপাদ পুলিন বিহারী দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ, বড়দাহড়া হইতে শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন দাসাধিকারী, পরিষাসপুর হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তাধার দাসাধিকারী, ও মাণপাড় হইতে ভক্ত শ্রীমহেশ্বর হাজরা, তাম্বতাড়া হইতে শ্রীযুক্ত ভূবন মোহন দাসাধিকারী এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভৌতী মহারাজ শ্রীপাদ গোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রামচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ জনার্দ্দন ব্রহ্মচারী সহ উৎসবে যোগদান ও পাঠ বক্তৃতাদি দ্বারা উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

---

## ভ্রম-সংশোধন

গৌড়ীয় ( ১৬শ বর্ষ ) ২৭শ সংখ্যা, ৪৫১ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভে 'বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রণালী' শীর্ষক ২য় পরিচ্ছেদে ২য় ৩য় পংক্তিতে "যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হয়" স্থানে "যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়" পাঠ হইবে।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবাস-মায়াপুর
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাদের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী ), শ্রীনিখিলকান্ত সান্যাল ( এম্-এ )—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ ( শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরঙ্গস্তিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীমদ্বৈতভবন )—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ ( গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, স্বর্ণবিহার, অরুণগঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, মেসাড়া )—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ ( সহর নবদ্বীপ, গদাধরীর কোল ও চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ )—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ ( রাতুতপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির )—২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৭) অহ্নদ্বীপ ( বিদ্যানগর, আমগর )—২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, রবিবার ( একাদশীর উপবাস )।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ ( মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর )—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৯) জহ্নুদ্বীপ ( জহ্নুপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা )—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৪৪; ৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৮ | ৩১শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য-বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যেস্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সেস্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন।

প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভব-বন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা 'অন্ধ'শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

—( শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী )

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশক্ত্যাবতার নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী প্রভুপাদ ভুবনমঙ্গলের জন্য যে-সকল কৃপা-পরাকাষ্ঠা আবিষ্কার করিয়াছেন, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ-প্রবর্ত্তন তাহার অন্যতম। নব-বসন্তের সমাগমে বিভিন্ন প্রকার সম্ভোগবাদী বার্ষিক(?) বা অবার্ষিকের হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন ও তাঁহার বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষক প্রেষ্ঠ সেবকবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার পারিষদবর্গের মধ্যে যাঁহারা অবস্থান করেন, বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সকলের হৃদয়ে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার আগমনী বীণির ঝঙ্কার ও শ্রীধামের উদ্দীপনালম্বনে হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটলীলাকালে পৌষ-মাঘ মাসের তীব্র শীতের সময় প্রচারকগণকে হরিকথা-কীর্ত্তনের দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া এক একজন সেনানীর সজ্জায় সাজাইয়া দিতেন, সকলকে প্রচার ও ভিক্ষার অভিযানে প্রেরণ করিতেন,—পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসবের জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ করিতে হইবে। শীতের পর বসন্তের আমেজের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণই পরিক্রমা ও জন্মোৎসবের জন্য নাচিয়া উঠিত। শ্রীল প্রভুপাদ সকলের প্রাণে উৎসাহের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, হরিকথার বন্যায় সকলের হৃদয়ক্ষেত্রকে পরিপ্লাবিত করিতেন। শ্রীধামের সেবা-গৌরব ও ঔজ্জ্বল্যের জন্য নবনবায়মান উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করিতেন, কতপ্রকার পরিকল্পনা, কতপ্রকারই না যুক্তি আবিষ্কার করিতেন। কীর্ত্তনকারিগণের মুখে অবস্থান ও নিরুদ্বেগে সেবার জন্য, পরিক্রমার যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য,—পথ, ঘাট নির্ম্মাণ, নলকূপ-পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, তাঁবু, খুঁটিয়াদি আহরণের ব্যবস্থা, সভাসমিতির জন্য চন্দ্রাতপাদির ব্যবস্থা অর্থাৎ যাবতীয় ইষ্টাপূর্ত্ত, স্বপতিবিদ্যা ও কারুশল্পতাকে শ্রীল প্রভুপাদ গৌরধামের সেবকগণের সেবায় নিযুক্ত করিতেন। এই সকলের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-পরিক্রমার কএকমাস পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং শ্রীধামে গমনাগমন ও শ্রীমায়াপুরে অবস্থান পূর্ব্বক যাবতীয় ব্যবস্থার নিয়ামকত্ব করিতেন। পরিক্রমা ও জন্মোৎসবোপলক্ষে নূতন-প্রবন্ধাদি প্রকাশ, নূতন-নবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রচার, শ্রীধাম-বিরোধী ব্যক্তিগণের মাৎসর্য্যপূর্ণ বিচারকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া আমাদের ন্যায় গৃহমেধী ও গৃহব্রত নিত্যাভিমানীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সুমেরু ও গৌরব্রতগণের অনুসরণ ও অনুব্রজ্যা করিবার জন্য কত পত্র লিখন, কত বিজ্ঞাপন প্রচার ও কতভাবেই না হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন বা গৌরজন্মোৎসবাদি অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ বা রাধাদাস্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম প্রচারের জন্যই গৌরসুন্দরের দ্বারা গৌড়মণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে যখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'মথুরা বৃন্দাবনের' মধ্যে কোন যমুনাপুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া 'তথায় নির্জ্জনভজন করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সময় বৃন্দাবনাধিপতি গোপীশ্বর তারকেশ্বররূপে শ্রীল ঠাকুরকে স্বপ্নে প্রধান করিয়া বলেন, 'তুমি বৃন্দাবনে যাইবে; কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?' তদনুসারেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের সময় কুলিয়া নবদ্বীপে গমন করিয়া মহাপ্রভুর লীলাস্থান সমূহ অন্বেষণ করিতে করিতে অকস্মাৎ অলৌকিকভাবে শ্রীমায়াপুরে আলোকময় অট্টালিকা দর্শন করেন। পুনঃ পুনঃ ঐপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীল ঠাকুর প্রবন্ধে ঐ সকল স্থান পরিদর্শন এবং প্রাচীন লোকদিগের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করেন। শ্রীনরহরি ঠাকুরের "পরিক্রমা-পদ্ধতি," ভক্তিরত্নাকরে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীশ্যামানন্দ ও ঠাকুর নরোত্তমের নবদ্বীপ পরিক্রমা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-ভ্রমণলীলা ও নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণনগরে বসিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ রচনা

করেন। ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ ঠাকুরভক্তিবিনোদ পুরীতে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের পিতৃব্য রাধারমণ বসুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দ দাস প্রণীত অন্য একখানি গ্রন্থ হইতেও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার স্থানাদি নির্ণয় বিষয়ে ঠাকুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। নদীয়ার তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হারিকানাথ সরকার মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্য একখানি নবদ্বীপমণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯০ সালে গৌরাব্দে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিকীর্ত্তনোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই সময় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ বহু বৈষ্ণব লইয়া শ্রীমায়াপুর দর্শনার্থ গমন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থিতি ও লুপ্ত যোগমায়াপুরপীঠ বহুস্তে দেখাইয়া দেন। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা সংস্থাপিত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে একটি আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হারিকানাথ বাবু ও নদীয়া জেলার ভূম্যধিকারী নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় একটী দেবালয় স্থাপন করিয়া তথায় নিত্য ভগবৎসেবা-প্রচারে উদ্যোগী হন। তদনুসারে শ্রীমায়াপুরে ভূমি সংগ্রহ করিয়া তথায় তৃণাচ্ছাদিত কএকখানি গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ইংরেজী ১৮৯৫ সালের ২১শে মার্চ্চ ( ১৩০০ বঙ্গাব্দ, ৯ই চৈত্র ) বুধবার ফাল্গুনীপূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণের দিনে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের সহিত শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। "প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপের লোকের বড়ই হিংসার উদয় হইল। তাহারা কতকথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ৪০৫ চৈতন্যাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"বিধি আছে যে, শ্রীমায়াপুর হইতে নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। মায়াপুরে সম্প্রতি এমন স্থান নাই, যেখানে যাত্রিগণ রাত্রিবাস করিতে পারেন। প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন ও পরিক্রমার পূর্ব্বেই তথায় দুই চারিখানি দোকান-পসার বসাইয়া যেন, তাহা হইলে তথায় ক্রমশঃ একটি মেলার পত্তন হইবে। জগন্নাথমিশ্রের গৃহনির্দ্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য। ০ ০ বল্লালদীঘীর দক্ষিণ কোণে একটি অপূর্ব্ব স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা প্রভৃতির শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রকাশ করা যাইতে পারে; সেই সেবার অধীনে জন্মস্থান-নির্দ্দেশক স্তম্ভ রক্ষা ও মাঘ ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রি-নিবাসের স্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণাদির কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, যদি কোন ভাগ্যবান্ ধনী মহাশয় দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে এই কার্য্যটী হইতে পারে। ০ ০ হে ভক্তবৃন্দ! আজ কাল অন্য আশা অন্য চিন্তা দূরে রাখিয়া এই লুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের গ্রহ-নক্ষত্র-স্বরূপ ও গতি-সম্বন্ধীয় গবেষণার ন্যায় আপনাদের গবেষণা কঠিন নয়। তাঁহারা জড়বিৎ পণ্ডিত; জড়বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে জড়ীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণরূপ বহু কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়েন। কিন্তু হে নিত্যানন্দের বাতুল সকল, তোমাদের স্থিতি জড়জগতে নয়। তোমরা মনে করিলে অনায়াসে সকলই করিতে পার। প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আর্ত্তনাদ কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্বেতদ্বীপকে হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার। তোমরা যদি হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া! হা প্রভু নিত্যানন্দ! হা প্রভু অদ্বৈত! হা গদাধর! হা শ্রীনিবাস! বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের চিন্ময় ধামে গড়াগড়ি দিয়া কান্দিতে থাক, তাহা হইলে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত স্থানই দেখাইয়া দিবেন। হে শ্রীবৈষ্ণবগণ, আর বিলম্ব করিও না। প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছেন। ব্রজভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান

দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন, তখন দয়াসমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুকে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক দুই বাহুক্ষেত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাশ্রিত ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকে জানাইব ?

শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশ-স্বরূপ এই মায়াপুর মহাতীর্থ কলিকালে অতিশয় প্রবল। শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ পৌর্ণমাসী, মায়াপুরে সেইরূপ শ্রীযোগমায়া, যাঁহাকে লোকে যোগমায়া বলিয়া বলে, সর্ব্বাধিকারিণী। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি সপ্তমহাতীর্থের মধ্যে মায়াতীর্থ একস্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয় স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান। মায়াতীর্থের এরূপ প্রভাব যে তথায় অগণিত যে কতকটী মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাণনাথ গৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রভু বলিয়া অভিমান করেন, এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তগণকে বান্ধবের ন্যায় যত্ন করেন।"

গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোঽভীষ্টের সমাধি-স্বপ্নকে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লোকলোচনে বাস্তবতার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে অট্টালিকা বা জগন্নাথমিশ্রের গৃহ-নির্দ্দেশক কোন বৃহৎ আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাণ, যাত্রি-নিবাসের ব্যবস্থা বা কোন ভাগ্যবান্ ধনী মহাশয়ের নিকট হইতে এই সকল সেবাকার্য্যের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা আনুকূল্য-প্রাপ্তি একদিন ভক্তিবিনোদের সমাধি-স্বপ্ন ছিল, কিন্তু আজ দশ সহস্র কেন, কত শতশত দশসহস্র এবং কত মহানুভব সর্ব্বস্ব লইয়া ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা-যজ্ঞের প্রধানতম ঋত্বিকের পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন। আজ যোগপীঠে শ্রৌত্যার্য্য ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে যে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ মন্দির। আজ এই অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরের সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ভক্তিরালোকমালা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত আলোক-স্তম্ভের জয়গান করিতেছে! আজ যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য বহু আশ্রয়-স্থান ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর তীর্থবীর, টেলিগ্রাফ অফিস, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্, পরিক্রমাপীঠ প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টের বিজয়-বৈজয়ন্তী-স্বরূপ উড্ডীন হইয়াছে—ভক্তিবিনোদ-অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তিবিনোদের কথিত অপ্রাকৃত গবেষণায় আসনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্তাভিমানী একব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই ভক্তিবিনোদ-দাস বা রাধাদাসকে কনক ও প্রতিষ্ঠা-মূলক আখ্যা বলিয়া প্রচার করায় শ্রীল প্রভুপাদ ১নং উল্টা-ডিঙ্গি সংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল ঠাকুরভক্তি-বিনোদের যে দুইটী মনোঽভীষ্টের কথা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রথম মনোঽভীষ্টটী বৃত্তদৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন, দ্বিতীয় মনোঽভীষ্ট ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার ও আচার এবং তৃতীয় মনোঽভীষ্ট শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আদেশটী এই —

"শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্রপার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের যেটী যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উন্নত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন ভজন নহে) দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জনভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।"

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের এই আদেশানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ যে কিরূপ প্রবল বাধা, অসংখ্য বিঘ্ন ও প্রাকৃত সহজিয়া আনুকরণিকগণের বিরোধের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বর্ত্তমান আচার্য্যদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরি-ব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী প্রভুর প্রণত বিবরণে, (সজ্জনতোষণী ১২শ বৈকুণ্ঠ, ৯৪-৯৯ পৃষ্ঠা) বিশেষভাবে জানিতে পারি। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার একটি বিজ্ঞাপনও রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার

বিজ্ঞাপনই শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের আবির্ভাব বিষয়ে তাঁহার একরূপ প্রথম রচনা। আজ আমরা শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেই প্রথম রচনাটী শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার বিজ্ঞাপনরূপে উদ্ধার করিতেছি,—

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা

আগামী ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র (১৩২৭) পর্য্যন্ত ৯ দিবস ব্যাপিয়া নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা হইবে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভুকে ৬৪ প্রকার সাধন ভক্ত্যাঙ্গের উপদেশ করিবার কালে শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—

"পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ সেবন॥

এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অত্রাপ্যানন্দমাত্রেণা গতিঃ স্থানে পরিক্রমা।"

আর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

সকলেই অবগত আছেন,—প্রতি বৎসর চতুরশীতি ক্রোশ মাথুর মণ্ডল পরিক্রমা হয়। তাহাতে যোগদান করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে বালক-বৃদ্ধ-যুব-নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারী হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা, প্রবল আবেগ ও উদ্দীপিত ভক্তি লইয়া, দর্শনপিপাসাতুর হইয়া, শত শত বাধাবিপত্তি সহ্য করিয়া ভগবান্ নন্দনন্দনের লীলামাধুরী-স্মৃতি-জড়িত মাথুরধাম সন্দর্শন পূর্ব্বক আপনাদিগের জন্ম সার্থক করিবার ও ধন্য হইবার জন্য প্রাণের কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যেন উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হন। আর সেই সাক্ষাৎ মাথুরমণ্ডলাদপি এই শ্রীগৌড়মণ্ডল নবদ্বীপধামে আজ প্রায় তিনশত বৎসর পর আবার সহস্র নরনারীর সম্মিলিত বিরাট পরিক্রমা আরম্ভ হইতে চলিল।

এক সময় নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু হইতে উত্থিত হইয়া প্রেমঃকুমুদতন্দ্রিকা বিস্তারে আপামর-নির্ব্বিশেষে বিশ্বতাপপ্রপীড়িত বঙ্গবাসীকে—শুধু বঙ্গবাসীই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসীকে অভাবাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানরূপ দুঃসঙ্গের বোঝা হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের স্নিগ্ধ-লোক বিতরণে আপ্লাবিত করিয়াছিলেন। বঙ্গে, ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে প্রেমের যে ঠাকুরটী গোমুখী-নিঃসৃত সুরধুনী-ধারার ন্যায় অপ্রাকৃত নামস্রোতের প্রবল বন্যা বহাইয়া গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ এবং নিরীশ্বর, দুষ্কার্ম্মিক, পাষণ্ড, ভোগি-নির্ব্বিশেষে সকল জীবকে ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, তাহাদের হৃদয়ের মলরাশি বিধৌত করিয়া তদীয় প্রেম সাগরে উপনীত করাইয়া দিয়াছিলেন, জগৎ-মাতান পাগল করা ঠাকুর,—সৌন্দর্য্য যাঁহার কন্দর্পকোটি নিন্দিত, পাণ্ডিত্য যাঁহার অধোক্ষি-কোটি তিরস্কৃত, সংসার-দুঃখদগ্ধী নিরুপায় মানবকুলকে সঙ্কীর্ত্তন-প্রচাররূপ দয়া-বিতরণে যাঁহার একমাত্র তুলনা তিনিই স্বয়ং, যাঁহার অমল শ্রীপাদপদ্মের রেণুলাভ করিয়া সমগ্রবিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মপ্রচারকবর্গ কৃতকৃতার্থ হইয়া যান, সমগ্র বঙ্গের একমাত্র স্পর্দ্ধার বস্তু, গৌরবের ধন সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে প্রকট-লীলা-বিহার-ভূমি-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইতেছে।

একে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমা, তাহাতে আবার তদীয় নিজজনের আনুগত্য—গুরুবৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগমন! একে-বারে সুবর্ণসোহাগা-সংযোগ উপস্থিত!! বঙ্গের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসের সুবর্ণপৃষ্ঠায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইতে চলিল। এমন দেব-বাঞ্ছিত দুর্লভ সুযোগ—এমন মাহেন্দ্রক্ষণ, বঙ্গবাসি হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত তুমি, তোমার হেলায় হারান উচিত নহে। সেইকালে সহস্র সহস্র নরনারীর মিলিত কণ্ঠোত্থিত আকাশ-কাঁপান পাষণ্ড-হৃদয়ভেদী তুমুল হরিনামরোল, তৎসহ শতশত মৃদঙ্গ-করতাল-তান-লয়-সংযোগে বাদ্যধ্বনি! আর উর্দ্ধ-প্রসারিত সহস্র সহস্র হস্তধৃত বিচিত্র বর্ণের পতাকাবলী যেন বিশ্ববৈষ্ণবরাজের শ্রীমুখ-প্রচারিত সাধনসাধ্য শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনামের বিজয়-মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!! প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের চিন্ময় ধূলিতে সেই সময় একবার তাই গড়াগড়ি দিয়া কি ধন্য হইবে না? আর আত্মীয়-স্বজনের গাত্রে, বক্ষে সেই ধূলি মাখাইয়া তাঁহাদিগকেও কি ধন্য করিবে না?

গতবর্ষেও শ্রীধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। নানা কারণে সেই পরিক্রমা সংক্ষেপ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করিতে হইয়াছিল। আর্ত্ত, আশান্বিত যাত্রিগণের তীব্র

দর্শন-পিপাসা তাহাতে মিটে নাই—প্রাণের ক্ষোভ যায় নাই। বর্ত্তমান বৎসর যাহাতে প্রত্যেকেই প্রাণের সাধ মিটাইয়া প্রত্যেক দ্বীপের দর্শনীয় লীলাস্থলী সমূহ দর্শন করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য আগামী ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ নয় দিবস কাল পরিক্রমার সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠ ও তদ্বর্ণিত লীলাস্থলী সমূহ প্রদর্শিত হইবে। আবার সেই অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, সেই শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ভবন, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বল্লালদেবের বিশাল স্তূপ ও দীর্ঘিকা, সেই মাধাইর ঘাট, সেই বারকোণাঘাট, সেই কাজীর বাড়ী, সেই ধনাঢ্যপ্রসিদ্ধ খোলাবেচা শ্রীধরের বাটী, সীমন্তদ্বীপ; আবার সেই মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নলীলাস্থল গোক্রমদ্বীপ বা গাদিগাছা; মধ্যদ্বীপ; পশ্চিম দিকে কোলদ্বীপ; ঋতুদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ; মোক্রমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের দ্রষ্টব্য কোন স্থানেরই দর্শনাভাবে এবার আর কাহারও ক্ষোভ থাকিবে না।

এই বিরাট পরিক্রমার রাত্রিবাস, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি কার্য্যে বিপুল অর্থ ও প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যাদির প্রয়োজন। যিনি নিজ-গৃহ-পরিক্রমা ছাড়িয়া হরিজন-সঙ্গে হরিনাম-প্রসঙ্গে হরিধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তিনি স্বচ্ছন্দে আসিয়া ভ্রমণ করুন; আর যিনি কোন কারণ বশতঃ সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না, তিনি সাধ্যমত নিকপটে যে কোন প্রকারে হউক, পরিক্রমার সাহায্য করুন। অর্থশালি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কতদিকে কত অর্থ জলের মত অবাধে ব্যয় করিতেছেন, তাহার যখন বিরতি নাই, তখন জীবদ্দশায় আপনারা সেই ভগবদ্ভক্তগ্রহ-লব্ধ অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিকপটে স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে তাঁহারই সেবায় প্রদান করিয়া অথবা এক এক দিবসের যাত্রীর পরিক্রমার ব্যয়ভার বহন পূর্ব্বক গৌরভক্ত-বৃন্দকে তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার সেবায় সাহায্য করিয়া অক্ষয় সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করুন। তাহাতে ভক্তের সেবায় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রীত হইবেন। আর ইহকালে আপনারা নিজেরা ধন্য হইয়া দুর্লভ মানব-জন্ম সফল ত' করিবেনই, ভবিষ্যতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসের স্বর্ণপৃষ্ঠায়ও আপনাদের নাম উজ্জ্বলভাবে চির অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ১৭ই ফাল্গুন দশমী তিথি রবিবার হইতে ক্রমাগত চারিদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অনুষ্ঠান করেন। সে বৎসর চারিদিনে শ্রীধাম নবদ্বীপের সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রমণ করা সম্ভব হয় নাই, এইজন্য পরের বৎসর হইতে নয় দিনে নয়টী দ্বীপ পরিক্রমার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপ পরিক্রমা ও চৌরাশি ক্রোশ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা এই উভয়ানুষ্ঠান একসঙ্গে যাজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু ১৩২৭ বঙ্গাব্দে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সম্ভব হইল না। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্র বা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ ৪৩৪ গৌরাব্দের ২০ গোবিন্দ পঞ্চমী তিথি সোমবার হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইল। শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ১৩৩১ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি হইতে এই গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তখন "শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ" নামক একটি পুস্তিকা সঙ্কলনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম।

তৃতীয়বারের শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় অর্থাৎ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দাসানুদাসসূত্রে আমি পরিক্রমায় প্রথম যোগদান করি। পরিক্রমার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ও তাহার একটী অমূল্য ভূমিকায় নববিধ ধামাপরাধের কথা লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে তখন "শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য" গ্রন্থের প্রুফের কাপি ধরিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ তখন স্বয়ং ঐ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিতেন। সেইবারই ২৪শে ফাল্গুন একাদশী তিথিতে চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে যে বিরাট বৈষ্ণবসভা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাণীর অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদের দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া সভায় বক্তায়মান করাইয়াছিলেন। জীবনে এই আমার

প্রথম বক্তৃতা। ইতঃপূর্ব্বে আমি মূর্খ এবং অত্যন্ত লাজুক ছিলাম। যদিও সর্ব্বপ্রথম গুরুবর্গের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কিছু বলিবার সময় আমার হৃৎ-পদাদি সহসে ও ভয়ে কম্পিত হইতেছিল, তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলাম। সেইবার সেই চাঁপাহাটীর মন্দিরে এক দল বিপ্রের দ্বিতীয় অভিনয় হইয়াছিল, অর্থাৎ এক পার্শ্ব ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি মৎসরতা বশতঃ বিচার করিতেছিলেন যে, যখন গুরুপাদপদ্মের সেবকবৃন্দ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের এতটা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন প্রাকৃত উচ্চকুলোদ্ভূত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত প্রবীণ, জ্ঞানী, মানী ও সর্ব্ববিষয়ে সক্ষম হইয়া কেনই বা তিনি অধিকতর প্রতিষ্ঠার দাবীদার হইবেন না? এই বিচারে তিনি তাবুকের অভিনয় করিয়া শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরের অলিন্দে ভাব-সমাধিতে (?) বা দশায় পতিত হইলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার পৃষ্ঠদেশের নীচে কতকগুলি 'বিষ পিপড়ে' সঞ্চরণ করিতেছিল! অনেক কষ্টে 'বিষপিপড়ের' তীব্র দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়াও শ্রোতৃবৃন্দের প্রতিষ্ঠাটুকু সংগ্রহের জন্য উক্ত দ্বিতীয় চন্দ্রবিপ্র ব্যগ্র-ছিলেন; কিন্তু যখন শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাঁহার লোকমঙ্গলকারিণী সহজ-সরলতার আবেগময়ী ভাষায় তীব্র কটাক্ষের সহিত জানাইয়া দিলেন যে, উহা আসুরিক ভণ্ডামি মাত্র, তখন ঐ ব্যক্তি লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। সিপীলিকার দংশন হইতেও বৈষ্ণবের বাক্যবাণ অসহ্য হইল! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যফলে ঐ ব্যক্তি বৈষ্ণববিরোধী ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধী হইয়া পড়িল।

সেই বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং 'পরিক্রমার আহ্বান' নামে একটি বিজ্ঞাপন রচনা করিয়া প্রচার করেন। পরিক্রমার শুভ অবসরে আমরা সেই বিজ্ঞাপনটি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

## পরিক্রমার আহ্বান

পরম কারুণিক প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জীবের প্রতি অশেষ দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের নির্ম্মাতা ও প্রবর্ত্তকের লীলা দেখাইয়াছেন।

তিনি ও তাঁহার নিজ-জনগণ প্রকট-লীলায় যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করাই শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিলে আমাদের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ ঘটিবে এবং আমরা সেই গুরুগণের শ্রীচরণ-কমল হইতে শিক্ষালহরী অবলম্বন করিতে পারিব। আমরা নিজেদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা প্রবল করিয়া নিজ-অন্তাদভাবে জোকবুদ্ধিতে যে গুর্ব্বজ্ঞা করি, তাহা কখনই ভক্তিপথ নহে। শ্রীগুরুবর্গের পদানুসরণে তাঁহাদের নির্দ্দেশমত যে-সকল অনুষ্ঠান সম্প্রতি আরব্ধ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল। আমরা গুরুভক্তের দাস, সুতরাং আমাদেরই অনুষ্ঠেয় বস্তু গুরুভক্ত। গুরুভক্তের হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী ভক্তি অবস্থিত। তাহা কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা বিশুদ্ধভক্তি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাই ভক্তি-ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই—সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির সেবা। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও তদীয় ভৃত্যগণ শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের মূল। শ্রীচৈতন্য-করুণা-কল্পতরুর স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাই ভক্তিপথ-পথিকের একমাত্র আশ্রয়। সেই বৃক্ষের প্রেমফল-নির্য্যাস, প্রেমময়বিগ্রহ-রস-স্বরূপ অচিন্ত্য-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর। ভক্তিপথের পথিক আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদানুসরণ বিনা ইহ ও পরজগতে অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিয়া আমরা স্ব-স্বরূপ-বিস্মৃতি হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর পাই।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বসতিস্থলে আমরা নিত্য আবাস স্থাপন করিব। এজন্যই শ্রীধামব্রজে শ্রীহরিমন্দির-মঠাদি সংস্থাপন—আমাদের ভক্তির ঐহিক অনুষ্ঠান। আমরা শুনিয়াছি কৃষ্ণবসতিস্থলেই ভাগ্যবান ব্যক্তির প্রীতি। যেখানে কৃষ্ণবসতি নাই, সেই স্থানই 'গৃহ', গৃহব্রতগণের বুদ্ধি অপরের দ্বারা, নিজের দ্বারা বা পরস্পরের সাহায্যক্রমে কখনই হরিপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য গ্রাম্য গৃহবাস অপেক্ষা নির্জ্জন কৃষ্ণনিকেতনে বাস করাই ভক্তি-পথাশ্রয়। এই রাজসিক গৃহ-পরিত্যাগ ও গৃহব্রতের সন্ন্যাসের নামই—চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস। খণ্ড, অক্ষীয়জ্ঞানের সমষ্টি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ নাই, ভক্তিপ্রণয়বিগ্রহ বাস্তব নাই, আছে কেবল—

নির্জ্জনতা, মায়ার ধ্যান ও ধারণা। সেই মায়ামুক্ত হইয়া, মায়াসঙ্গ পরিহার করিয়া ভক্তসঙ্গে তৎসম্প্রদায়ে বাস করিলেই "শ্রীভিন্নদ্বয়স্তিস্থলে"—এই বাক্যের সার্থকতা হয়।

কৃষ্ণভক্তগণ, গৌরভক্তগণ, গৌরকৃষ্ণভক্তগণ, তোমাদের জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছেন। এই সকল মঠে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির কোন আবাহন নাই। মঠবাসিগণ যাবতীয় বৈকুণ্ঠে হরিগুণগান আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রপঞ্চে দেবীধামের সর্ব্বত্রই বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির আবাহন করাইতেছেন। প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের হৃদয়রূপ জগন্ন-হরি-মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুদ্ধ ভজন হইতেছে—অহর্নিশ দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই গৌরলীলা প্রকটিত হইতেছেন। কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের ঔদার্য্য-প্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের কেবল-সেবাই ভক্তগণের নিয়মন হইয়াছে।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ শুদ্ধভক্ত একণে ভক্তিপথের আবর্জ্জনা অপসারণ প্রভৃতি নীরাজন কার্য্যে ব্যস্ত। অনর্থযুক্ত বিমুখ জনগণকে এই ভক্তিপথ সহজে অবলম্বন করাইবার জন্যই তাঁহাদের অস্তিত্ব। যিনি যতই হরিভজনে নিযুক্ত হইবেন, তিনি ততই স্বীয় অনর্থমুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি ভক্তিপথের সেবায় নিষ্ণাত, তিনিই পরমহংস শুদ্ধভক্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরজনগণের বহুল ভজনানুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তন-কারী মহাপুরুষ। তাঁহার আশ্রিত অনুচরবর্গ নানাভাবে তাঁহারই সেবাকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির প্রেরণাক্রমে নিযুক্ত।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অবস্থিতিপর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবদেবী ভদ্রপবৈষ্ণব শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীনামের অনুশীলন করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক হেয়তা অথবা কাম-ক্রোধাদি মৎসরতা-ধর্ম্ম এই অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ না করিলেই জীবগণের বন্ধন-মোচন হইবে।

শুদ্ধভক্তগণ সম্প্রতি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশমত হরিভক্তিকথা ও হরিনাম-কীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় সম্পূর্ণ প্রত্যাবিশিষ্ট হইয়া—তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীধামের চতুষ্পার্শ্বে, শ্রীগৌড়-মণ্ডলে এবং জগতের সর্ব্বত্র পরিক্রমা করিবেন। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থও প্রচার করিবেন,—ইহাই তাঁহাদিগের কীর্ত্তন। তাঁহারা যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন,—ইহাই তাঁহাদের 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'। তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন না—নামাপরাধ করিবেন না। নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় আগন্তুক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নামকীর্ত্তনের এই দুর্দ্দিনের দিনে এই শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের জগতে শুভাগমন—ভোগী ও ত্যাগীর মাৎসর্য্য নির্ম্মূলিত হইবার একমাত্র পথ্য ও ঔষধ। তাই বলি, হে ভক্তিপথের পথিকগণ! আপনারা বিষয়ের চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনময় বলীবর্দ্দের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবেন না, শ্রীধাম পরিক্রমা করুন। কৃষ্ণচিন্তাক্রমে কৃষ্ণের চিন্তাকারী মন নিগৃহীত হইবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ চুঁচুড়া-নিবাসী বর্ষীয়সগত মাধবমতের প্রবর্ত্তিত 'বসন্তগান বা ধুলট' নামক সম্ভোগময় উৎসবের কুৎসিৎ আচরণগুলিকে দমনের জন্য গৌড়ীয়ে বিশেষ আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ফুলিয়ার বসন্তগানের সময় কাশিমবাজারের সম্পর্কিত একটি সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যকল্প শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধহরিকথা প্রচারের জন্য সেই সময় প্রথমে ফুলিয়ার শ্রীবাসাঙ্গনের ঘাটে, পরে রাণীঘাটের ধর্ম্মশালার পার্শ্বস্থিত অপর একটি বিতলগৃহে কিছুদিনের জন্য শ্রীহরি-কীর্ত্তনের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহার 'অপরাধভঞ্জন-পাট' নাম-করণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুইবৎসরকাল এই পাট তথায় প্রকাশিত ছিল। পরিক্রমার যাত্রিগণ এই দুইবৎসর শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে তথায় আসিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন এবং সোঁতামা-তলায় সভা করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেন। শ্রীবিগ্রহকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া জোনরীপ পরিক্রমা করা

হইত। কিন্তু মৎসরতার স্বভাব এই যে, তাহা আচার্য্যের আচরণের নিন্দামূলক সিদ্ধান্তের সন্ধান গ্রহণ করিয়া অতন্দ্রভাবে জনসাধারণের চিত্তবিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। কুলিয়ার বহির্ম্মুখ মৎসরব্যক্তিগণ প্রচার করিতে লাগিল মহাপ্রভু কি হাতী লইয়া নবদ্বীপ ভ্রমণ বা নাম প্রচার করিয়াছিলেন? সেইবার সন্ধ্যাকালে পোড়ামা-তলায় শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার সরল নিষ্কপট শ্রৌতবাণী বহির্ম্মুখগণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যে নবদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছিল, তাহাতে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্তসমাজ ও লৌকিক ব্যবসায়ী গুরুক্রবগণের মাৎসর্য্যানল অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেবার শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভক্তগণ কুলিয়ার পোড়ামাতলায় সভা করিয়া স্থানীয় বাড়োয়ারী ধর্ম্মশালার হলগৃহে হিন্দীভাষায় শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীনামের অধিকারী ও উচ্চনাম-কীর্ত্তন সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কএকটি অভিভাষণ প্রদান করেন। যাহারা নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিনিময়ে কিছু শারীরিক বা মানসিক প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করেন, তাহা যে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম নহে,—ইহা প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য। শ্রীল প্রভুপাদ ঋতুদ্বীপ পরিক্রমাকালে চাঁপাহাটীতে কালধর্ম্ম বিষয়ে একটি হৃদয়স্পর্শিনী-বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৩৩১ বঙ্গাব্দে বা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বমনোঽভীষ্টানুসারে একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই মাঘ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মতিথির দিন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ হইতে পরিক্রমা বাহির হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন গৌরপার্ষদের আবির্ভাব ও লীলা-স্থলে গমন করিয়া এক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন ও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব তত্তদ্ভাবানুকূল ও ভাবোদ্দীপক গুরুপ্রিয় সঙ্গীতসমূহ কীর্ত্তন করেন। ১৬ই ফাল্গুন (১৩৩১, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫) হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হয়। ২০শে ফাল্গুন বুধবার শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে গরুপুষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-দেবসহ কুলিয়া পরিক্রমা করা হয়। যখন পোড়ামাতলায় কিছু হরিকথা কীর্ত্তনের উদ্যোগ হইতেছিল, তখন মৎসরানল-দগ্ধ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবগণকে ও পরিক্রমার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাত্রিগণকে নানাপ্রকার কুবাক্য ও তাঁহাদের উপর ধূলিনিক্ষেপ করিতে থাকে। গৌড়ীয়মঠের লোক পোড়ামা যানে না, আত্তিতে যানে না, নিত্যানন্দ যানে না, ইহারা নূতন নবদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে"—এইরূপ নানা কথা বলিতে থাকে। পরদিন অর্থাৎ ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতে যখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দকে লইয়া ঋতুদ্বীপে যাইতেছিলাম, তখন কিছুসময় পোড়ামাতলায় হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার জন্য সকলে সমবেত হইলে চতুর্দ্দিকে

ষের উপর হইতে ইষ্টবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। তখন আমরা দুইজন হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দকে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলাম, কএকটি দুর্ব্বৃত্ত হস্তীর প্রতি ধূলি-নিক্ষেপ, থুৎকার নিক্ষেপ ও নানাভাবে হস্তীকে তাড়না করিতে লাগিল, আমার কর্ণ ও মস্তকের সংলগ্ন প্রদেশ দিয়া শত শত বৃহদ্বৎ ইষ্টকখণ্ড চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এমন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, একটি ইষ্টকও শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ বা আমাদের শরীরকে স্পর্শও করিতে পারিলনা। বিভিন্ন সংবাদপত্রে কুলিয়ার এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইল। বাস্তবসত্যপ্রচারে সাধুগণের নির্য্যাতন, কলহ ও দুর্ব্বৃত্তগণের মৎসরতার উদয় যে একটি চিরন্তন সত্য, তাহা আমরা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে পারিলাম, আবার তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যক্ষ করিলাম—"সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্"। সত্যেরই জয়, অসত্য কখনও জয়ী হইতে পারে না।

আমাদের নিত্যনিয়ামক পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গাব্দ ১৩১২, খৃষ্টাব্দ ১৯০৬ সালে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সর্ব্বশেষ প্রকটকালীন অনুষ্ঠানের নিয়ামকত্ব করেন। ১৯ই ফাল্গুন (১৩৭২) হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। সে বৎসর প্রভুপাদ নবধাভক্তির পীঠ নবদ্বীপের বিভিন্নদ্বীপের আশ্রম ও বিগ্রহবিগ্রহের অর্চ্চামূর্ত্তিসমূহ প্রকট এবং তৎপূর্ব্বে "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার প্রত্যেক অনুশীলনের মধ্যে বিপ্রলম্ভময় রাধাভাব ও তাঁহার বিরুদ্ধচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্ভোগময়মত্ততার ইঙ্গিত প্রদান করেন। সম্ভোগময়মত্ত ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তাহারা রাধাবন শ্রীনবদ্বীপের

বা প্রতিফলিত 'ভবন' * অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অংশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বা রাধাজনের সেবক হইতে পারে না। সম্ভোগময়তা বা ভক্ত তাহাদিগকে নবধাভক্তির পীঠ শ্রীনবদ্বীপের পরিক্রমণ-সেবা হইতে বহুযোজন দূরে রাখিয়া মাৎসর্য্য-দাবানলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করায়। তাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে করিতে ঔদার্য্যময় নবদ্বীপ-ধামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রকটলীলার বা শ্রীগৌরধামের সেবার মধ্যে একদিকে মৎসরতার তাণ্ডব-নৃত্য, আচার্য্য-বিরোধ, নানা গণনা, আর একদিকে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তির সহিত ভক্তিবিনোদ-বাঞ্ছা বা রাধাদাস্যের জন্য তীব্রতম উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

* শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ গৌড়ীয় ১৩।২৭

—:০:—

# শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব

[ ২২শে মাঘ ( ১৩৪৪ ), ৫ই ফেব্রুয়ারী ( ১৯৩৮ ), শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-বাসরে প্রাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃতের সংক্ষিপ্ত সার অবলম্বনে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভু-পরিলিখিত ]

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপা-ব্যতীত প্রেমভক্তিলাভ হয় না। শ্রীগৌরনারায়ণ-লীলায় তিনি গৌরনারায়ণের কৃপাশক্তি-স্বরূপিণী। গৌর-নারায়ণে তাঁহার মর্য্যাদাবুদ্ধি, তথায় দাস্যভাবই প্রবল —অপ্রাকৃত বৈষ্ণবপত্নীভাব। প্রাকৃত পতিপত্নীভাবের কোন স্থান সেখানে নাই। তিনি শ্রীগৌরগৃহের গৃহিণী। তাঁহার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের প্রাকৃত স্ত্রীপুং বিচার জনিত জড়ীয় ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব-প্রধান সংসার বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার লাভ হয় এবং তথায় শ্রীনামহট্টের সংমার্জ্জনীস্বরূপে সেবাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়।

কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বহুবল্লভ ব্রাহ্মণেতর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমী পত্নী বাম্যস্বভাববিশিষ্টা শ্রীসত্যভামা বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ণমহিষী শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামার গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সম্বন্ধে তাদৃশ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলায় লক্ষ্মীস্বরূপেই বিচার্য্য হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণের লীলায় পুত্রের ন্যায় বহুবল্লভত্ব দৃষ্ট হয় না।

শ্রীগৌরবিষ্ণুতত্ত্ব-লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী হইয়া শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ-লীলার পুষ্টি বিধানকারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় যাবা প্রধান-জনিত সম্ভোগময়ী কোন ধারণার লেশমাত্র তথায় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া যাহারা তাঁহাকে নীলাচলে কাশীমিশ্র-ভবনস্থ গম্ভীরা-মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—উভয়েরই শ্রীপাদ-পদ্মে মহা-অপরাধী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী, রসাভাস-দোষদুষ্ট, অতীব নিন্দনীয় প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীগৌর-নারায়ণ ও শ্রীগৌরবিষ্ণুতত্ত্ব বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয় প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে, লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে, তাঁহাদের সে লীলার বৈশিষ্ট্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি সকলেই আচার্য্য—শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ —স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই। তবে বৈশিষ্ট্য এই—শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য হইলেও আচার্য্যগণের প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদির ( প্রভুতত্ত্ব হইয়াও ) 'দাস'অভিমান প্রবল।

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ের প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলেই জীব কৃতার্থাতিকৃত হয়, তাঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগতো নামভজনে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় নামভজনশিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্যা। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার আদেশে শ্রীধাম মায়াপুর আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও বৃদ্ধ বৈষ্ণব ঈশান প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ( ৪র্থ তরঙ্গ ) ও প্রেমবিলাস-গ্রন্থে এই সকল ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া নাম গ্রহণ করিতেন ( অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চারণান্তে একটি তণ্ডুল রক্ষণ, দুইটি নূতন মৃৎপাত্রের একটি সূত্র, অপরটিতে তণ্ডুল থাকিত )। যে কয়টি তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাঁহার কিয়দংশ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত নাম-গ্রহণ করিতেন। এইরূপ তাঁহার দিবারাত্রি নামভজনে অতিবাহিত হইত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খেতরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'গ্রিয়া' সহ ছয়বিগ্রহ ( গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন রাধাকান্ত রাধারমণ ) স্থাপনের কথা ভক্তিরত্নাকর ১০ম ও ১১শ তরঙ্গে, প্রেমবিলাস ১৯শ বিলাসে, শ্রীনরোত্তমবিলাস ৬ষ্ঠ বিলাসে বর্ণিত আছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অনুজাক্রমে শ্রীরঘুনন্দন-নন্দন শ্রীল ঠাকুর কানাই শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা প্রকট করেন বলিয়াও জানা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র ( ইং ১৮৯৪, ২১ মার্চ্চ ) বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকট করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ( চৈঃ ভাঃ আঃ ১০।১৮ ) ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার (৪৩সংখ্যা) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে জনক ও জীবক একাধারে এবং তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে জাহ্নবী ও রুক্মিণী একত্র স্বরূপে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্যভাগবত ( আঃ ১০।১১ ) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে রুক্মিণীরূপেও বর্ণিত আছে, যথা—

"যেন মতে রুক্মিণীতে অবতার উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥"

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীসনাতনমিশ্রকে কৃষ্ণলীলায় সত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সেই সত্রাজিৎ নৃপসুতা জগন্মাতা ভূ-স্বরূপিণী সত্যভামা-স্বরূপে বর্ণিত আছে। সত্যভামা ও রুক্মিণী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয় লীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াস-হেতু উভয়স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরসুন্দরের নামগ্রহণ কোথাও নাই।

"অতএব তত্ত্ব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর,—হেন তত্ত্ব নাহি বলে"।
—ইহাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অনুযোক্তি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-প্রসঙ্গে যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্কোত্থে সন্ধ্যারণ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণ-লীলা-বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইবার কোন কথা নাই।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে 'শ্রীরাধা' বলিয়াছেন বলিয়া একটি কথা গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শুদ্ধগৌড়ীয়গণ জানেন—তাঁহার দ্বারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাসলীলার বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না। অংশিনী শ্রীরাধারই বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ অংশাবতার, ইহাতে তিনি শ্রীরাধাব্যতীত আর কে? কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার সহিত শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভলীলা ও শ্রীগৌরনারায়ণ-লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া-লীলার চিন্ময় বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিত্য বিদ্যমান।

শ্রীল প্রভুপাদ বিগত ১১ই আষাঢ় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে

শ্রীধাম মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়াপত্নীর কর্ত্তব্যতাবিষয়ক নিম্নলিখিত পত্রখানি কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন,—

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্নী শ্রীধাম মায়াপুরে হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীমায়াপুরে হওয়া উচিত নহে। * * যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্নীর আয়োজন করিতেছিলেন, ততকালাবধি গোলমাল উপস্থিত হয় নাই।

* * বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত শ্রীভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিবেন। তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা ল করিবেন না। * * *

গৃহমেধীয় ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদের অভীষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্নীর অধিবাসী হওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপায় লেশমাত্র লাভ হইলেই গৃহমেধীয় ধর্ম্ম ছুটি হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনের সংসারকে বদ্ধজীবের আক্ষেন্দ্রিয়তোষণের সংসারের সহিত তুল্যজ্ঞানকারী বৃহি-বাউল-সম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধগৌড়ীয়গণের বিচার চিরকালই পৃথক্।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

সরস্বতীকৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁর ক্রিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—তথা সরস্বতী, তিনিই পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী—শ্রীগৌরনৃসিংহের বদনবিলাসিনী বাগীশা। তিনিই শুদ্ধ বাক্ বা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মনাদানুশীলনে সৃষ্টিপ্রচার করিয়া জীবসকলের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন। তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলেই জীব কৃষ্ণভজনের মূর্ত্তিমতী বাধা-স্বরূপা অভক্তিবিদ্যার উপাসক হইয়া মৃত্যুকা ও মৃত্যুকার কবলে কবলিত হন; "ভক্তিবাধা" যাহা হইতে, সেই বিদ্যার মস্তকেতে পদাঘাত কর অবৈভব"- এই মহাজন বাক্য কীর্ত্তন করিবার সাহস তাঁহার থাকে না।

প্রত্যক্ষ পরবিদ্যা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য পাঠ করিয়াও অনুচানমানী ব্যক্তিসকল পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিষয় গান করিতে না পারিয়া চির বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'বৈষবধর্ম্ম' গ্রন্থে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়?

উত্তর—গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।

প্রশ্ন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি?

উত্তর—সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন; তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিৎ-শক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীযুতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।

প্রশ্ন—তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বরূপশক্তি বলা যায়?

উত্তর—ইহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিদ্ভক্তি কি স্বরূপশক্তি নন?"

—বৈষবধর্ম্ম ১৩শ অধ্যায়

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন:—

"শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌর-গণোদ্দেশের ৪৩শ সংখ্যায় কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন যে,—যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী, এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী' নামী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী

অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—কৃষ্ণভক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে,—পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে 'রাজ-পণ্ডিত সনাতন' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'ভূ' স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে' কবিকর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সঞ্চারকারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্যবিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধারূপের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন সখী, সহচরী, পরমেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদি লীলায় অর্থাৎ গয়ায় গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা বিপ্রলম্ভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।—যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ, নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যময় কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বরূপ বিষয় হইয়াও আবেশের ভাবে বিভাবিত হইয়া "গোপী" "গোপী" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।" —'শ্রীসরস্বতীসংলাপ' ২৩ পৃঃ

সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া　　সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনু কথা　　দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥"

সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীচরিতামৃতকার গ্রন্থের শেষ ভাগে এইরূপ পাই—

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল বিষ্ণুতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ।
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী-প্রদর্শিত ভজনাদর্শ অনুসরণের নির্ব্বাণীক দৃঢ়তার উদয় হইলেই আমরা শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌর-জন-সঙ্গে শ্রীগৌরস্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীর সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক তৎসন্নিহিত প্রদেশে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-প্রকটিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের সেবকানুসেবক হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাবসর লাভ করিব।

শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দীনাতিদীন আমাদের প্রতি তাঁহার অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ বিতরণ করুন, ইহাই আমাদের অন্তরের শুভবাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা।

—০—

# শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

[ গত ১৭ই জানুয়ারী ( ১৯৩৮ ) শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্যদেব অনেক ভদ্রলোকের নিকট অনেকক্ষণ-ব্যাপী নিম্নলিখিত মর্ম্মে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এস্থলে আমরা তাঁহার কথার ভাবগুলিমাত্র অসংবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করিলাম। ]

বদ্ধজীবের নিরপেক্ষতার অভিমান, নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন-ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'নিরপেক্ষতা' অর্থে ভোগ-ত্যাগে নিরপেক্ষ হইয়া মুক্তবৈরাগ্যের সমাধান। ব্রজভজনের পথে আঠারটী অন্তরায় ( 'কৃষ্ণ-সংহিতা'র মতে ), শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে দ্বাবিংশ অনর্থের কথা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি অসুর বলদেব-কর্ত্তৃক এবং কতকগুলি কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হয়। গোলোকে ঐ সকল অসুরের ভাবমাত্র বর্ত্তমান—লীলাপুষ্টির জন্য। অসুরের শরীর-ধারণ কার্য্য বা কৃষ্ণের সেই সকল অসুর-মারণাদি লীলায় রক্ত-পাতাদি ব্যাপার গোলোকে নাই। কিন্তু ঔপম্য ব্রজে ঐগুলি থাকিয়াও ব্রজে মাধুর্য্যের অধিকতর চমৎকারিতা বিদ্যমান। কৃষ্ণের অসুর-মারণাদি-লীলা কেবল মাধুর্য্যময় —মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। গোবর্দ্ধন-ধারণাদি ব্যাপারে ঐশ্বর্য্যের নাম-গন্ধও নাই। বালক-রূপী কৃষ্ণের ব্রজের সকল লীলাই অপূর্ব্ব চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য, লীলা-মাধুর্য্য ও বেণু-মাধুর্য্য—একমাত্র কৃষ্ণেই অসমোর্দ্ধরূপে বিদ্যমান। জটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণসেবা-চেষ্টার সেবা-মাধুর্য্য শ্রীবার্ষভানবীতে পরম পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পদ্মা-নীতি—Bartering system. এইরূপ ঘুষ দেওয়া বিচার-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কৃষ্ণ বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। পদ্মা কংসের মাতা। কংস উগ্রসেনের ঔরসজাত পুত্র নহে।

গৌড়ীয়মঠের কোন পক্ষান্তর নাই। তিনি একমাত্র কৃষ্ণপক্ষ। অগৌড়ীয় কখনও গৌড়ীয়গণের প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। এক অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ অধ্বয়-জ্ঞান বাস্তব-সত্যের প্রতিযোগি-প্রকাশী যাহা কিছু, তাহাই মিথ্যা।

"কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়"—এই বিচারে দেখিবার বিষয় এই যে, কাষ্ঠের পুত্তলির নৃত্য-ব্যাপারে তাহার নিজের কোন বাহাদুরী নাই। Magician তাহাকে যে ভাবে নাচায়, সেই ভাবে সে নাচে। শ্রীল প্রভুপাদও সেইরূপ তাঁহার অভাদ্য কৃপাশক্তি-প্রভাবে যাহাকে দিয়া যাহা কিছু করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করাইয়াছেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সম্বন্ধেই তাহাদিগের সেই সেই কার্য্য বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক বহুমানিত হইয়াছে। যখন তাহারা সেই কৃপা-শক্তিকেই অনাদরপূর্ব্বক স্ব স্ব-প্রাধান্য-স্থাপনে যত্নবান্ হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবচরণে হতাদর হইল, তখন আর শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন বলিয়াছেন,—"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে পাপি মরো তার শিরের উপরে।" —ইহাই তাঁহার করুণার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মহাপ্রভুর অবতারে অস্ত্র-ধারণাদি ব্যাপার না থাকিলেও নিত্যানন্দ-অঙ্গে আঘাত প্রদানকারীর প্রতি, শ্রীবাস-চরণে অপরাধী দেবানন্দ প্রতি, কীর্ত্তন-বিরোধী কাজী-প্রতি তাঁহার ক্রোধ-লীলার পরিচয় আছে। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে দৃঢ়তার আদর্শও ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলায় আজন্যরূপে বর্ত্তমান। কালা-কৃষ্ণদাস মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব বা তৎপ্রিয় বৈষ্ণবচরণে অপরাধীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন ক্ষমার আদর্শ কোথাও নাই। শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণ সীতাদেবীর বিরোধী শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা আমাদের গুরুদেব। তিনি গুরুসঙ্গে অধিষ্ঠিত। রজোগুণ অঙ্গীকারকারী ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা অভিমান ও গো-বৎস-হরণাদি ব্যাপার আমাদের উপাস্য নহে। ওজনের বিচার অতি সূক্ষ্ম। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হইতে বিন্দুমাত্র Deviated হইলেই সব গেল। ব্যক্তিগত জীবনে অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিহিংসা লইতে হইবে না। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার দর্শনে সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু হওয়াই বৈষ্ণবতার আরম্ভ। কোন অশ্রদ্ধাবান্ বিমুখকে হরিনাম উপদেশ করিতে হইবে না। ঠাকুর হরিদাস তাঁহাকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতকারিগণের প্রতি কোন প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি

পোষণ করেন নাই; কিন্তু তাহাদিগকে অশ্রদ্ধেয়-জ্ঞানে হরিনাম প্রদান না করিয়া সমাধিস্থ অবস্থায় গঙ্গায় ভাসিয়া আসিলেন। অথচ বেন্যা ও যাযা শ্রীল ঠাকুরের শ্রীমুখে নাম শ্রবণ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে নামগ্রহণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। কোন মুসলমানও সস্ত্রীক হইয়া হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট হরিকথা বলিয়াছেন, কিন্তু মন্দিরের সম্মুখে হরিসংকীর্ত্তন বন্ধ রাখিয়াছেন; যেহেতু সেখানে শ্রোতার শ্রদ্ধার অভাব। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে' বলিয়া আহ্বান করিয়া শ্রদ্ধাবান্‌কেই হরিনাম প্রদান করিবার কথা মহাজনোপদেশ। কপট, শিষ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রদ্ধা জীবাত্মার সহজাত সুকৃতি হইতে উদিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ণন-মাত্রে মাদ্রিপাত্যবাসিগণের শ্রদ্ধোদয় হইয়াছিল। তাঁহারা বৈষ্ণব হইয়া গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌমের কিঞ্চিৎ জ্ঞানমল থাকায় শ্রদ্ধোদয়ে বিলম্ব হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কৃপাবঞ্চিত হইয়াছিলেন। শুদ্ধসত্ত্বে শুদ্ধসত্ত্বে মিলন আছে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত রজস্তমোমিশ্র সত্ত্বের মিল নাই।

অতঃপর মধ্যাহ্নপ্রসাদ-প্রসঙ্গে ভিক্ষার নির্ম্মলতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনেক কথা বলেন। ভিক্ষাদাতা সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া যে ভিক্ষা দেন, তাহাতে টাকা দেওয়ার মত কোন কৈফিয়তের অবকাশ নাই। গৃহস্থ যাহা নিবেদন করেন, তাহা কৃষ্ণ না পাইতেও পারেন, উহা কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ-মাত্র; কিন্তু শরণাগত ভক্তের দ্রব্য ভগবান্ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করায় তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্পূজ্য। প্রাকৃত দরিদ্র-ভিক্ষুকের ন্যায় সন্ন্যাসীর ভিক্ষা নহে; শ্রীল প্রভুপাদ জনৈক মহিলার নিকট হইতে একটি পাতিলেবুও ভিক্ষা লইয়াছিলেন।

---

# বিবিধ সংবাদ

## রেঙ্গুনে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

### নগরবাসীদের বিপুল অভ্যর্থনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্ত বাসুদেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের একাদশজন বিশিষ্ট ভক্তসহ "এগ্রা" জাহাজে রেঙ্গুনে অবতরণ করিলে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ মোটরে তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ব্যাণ্ডপার্টি, বহু মোটর যান, বিচিত্র বর্ণের পতাকা, ছত্রাদ্যত্র ও বহু সংকীর্ত্তনদলসহ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণান্তে বেলল একাডেমি হলে আনয়ন করা হয়। তথায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়ে একটি বিরাট সাধারণ সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। আচার্য্যদেব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় নগরবাসীদের ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্মের উপযোগিতা বর্ণন করেন। নবীন-গৌড়ীয়মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক মঃ মঃ পণ্ডিত ঐ, বি, গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন।

---

রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব যে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) তারিখে তথায় শুভবিজয় করিয়াছেন, তাহা ১৪ই ফাল্গুন (১৩৪৪), ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) শনিবার "পঞ্চায়েৎ" ও "হায়ত-পাশন" এবং ২৭ ফেব্রুয়ারীর যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

---

## রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

( তারযোগে প্রাপ্ত ) রেঙ্গুন ১৩।৩৮

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ ১৮০।৪০ খ্রীষ্টাব্দ রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে ( শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু) শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব উচ্চ সংকীর্ত্তন এবং সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর জয়োল্লাসের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অর্চ্চন-প্রণালী, অর্চ্চনের প্রয়োজনীয়তা এবং মনুষ্যজীবনে পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দবিধানে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীসমক্ষে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর সন্ধ্যা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দুইঘণ্টাকাল এবং পরিশেষে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী মহোদয় "মনুষ্য সমাজে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত গোস্বামীজীর বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

বক্তৃতান্তে বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও স্থান হইতে অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত প্রায় দ্বাদশ সহস্রের অধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই প্রকার বিরাট্ মহোৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গিরি-মহারাজ শ্রীপাদ ভৃত্যবৃন্দ ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের আন্তরিক সেবা-চেষ্টা ও সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসনীয়।

---

## বিভিন্নমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠে এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শুদ্ধভক্তবৃন্দ, যাঁহারা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যমঠে যোগদান করিতে পারেন নাই, সকলেই গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বিভিন্ন মঠে ও বিভিন্নস্থানে শ্রীব্যাসগুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও বিভিন্ন ভাষায় ভক্তিকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন।

---

## শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব সুচারুরূপে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকান্তে উচ্চ-সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা, বিভিন্ন বক্তৃগণের দ্বারা শ্রীমঠে ও সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও নগরসংকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

গত ৭ই ফাল্গুন শনিবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজদ্বয়ের নেতৃত্বে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন স্থান শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত হরি-সংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া বেলা ১১ টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐদিবস অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ ঢাকাধিকারী এম-এ বি-এল মহোদয় শ্রীব্যাসপূজাসম্বন্ধে সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৮ই ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৩টার সময় ঢাকা হইতে শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র ভক্তিবোধ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন গঙ্গো-পাধ্যায় প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করেন। ঐদিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে বিপুল জনাকীর্ণ একটী সভায় গৌড়ীয় সম্পাদক "ধর্ম্মের দশদ্বার" সম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টাকাল বিশেষ গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাশ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় বক্তৃতাশ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ উপরিউক্ত বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় দিবসই সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ ফাল্গুন প্রাতে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় বার লাইব্রেরীর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ দ্বয়ের ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ বি-এল, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সহ বার-লাইব্রেরীতে গমন করিয়া ব্যবহারবিদ্‌গণের কতিপয় প্রশ্নের সযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতৃগণ যথাযথ উত্তর শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৪ ; ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৮ | ৩২শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষণে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য-বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যেস্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সেস্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন।

প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভব-বন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা 'অন্ধ'শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

—( শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী )

# "বাসুদেবানন্তদাস্তে থাকিয়া তো সদা লহ নাম"

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন নিত্যারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যের অনন্তগোপাল তথ্যের মঙ্গলাচরণে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ভক্তিবিনোদ বলে, অন্বেষহ অচঞ্চলে
অনন্ত গোপাল তথ্যরাজ।
সর্ব্বশাস্ত্র কুকারিছে, কেন মায়া নিজ পিছে,
সম্বন্ধ হইতে তব কায।
শ্রীরাধাগোপাল আস্তে, বাসুদেবানন্ত-দাস্তে,
থাকিয়া তো সদা লহ নাম।
তথ্য লিখিবার কালে, সেবকেরে দয়া পালে,
কৃষ্ণাভিন্ন গৌর ভগবান॥

( শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় সংস্করণ—১০ম পৃষ্ঠা )

এখানে 'বাসুদেবানন্তদাস্তে থাকিয়া তো সদা লহ নাম' এই উক্তিটি অনন্তগোপালতথ্যের একমাত্র সেবকবর অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবেশে তথ্যসংগ্রহকারী বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিত্রাজকাচার্য গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে থাকিয়া জীবকুলকে হরিনাম করিবার প্রভুপাদেশ বলিয়া প্রচারিত হইবার সুদীর্ঘকাল পর শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ-লীলা যাহাদের মতে ঐশ্বর্য্যলীলা বা আচার্য্যের দ্বারা অনিত্য-ব্যাপার—যাহাদের সিদ্ধান্ত, তাহারা কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তাঙ্কিত এবং শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা উহার প্রুফ্ সংশোধিত হইবার পর মুদ্রিত ঐসকল উক্তিকে অন্য প্রকার স্বকপোলকল্পিত বিরামচিহ্নাদি দ্বারা নিয়মিত করিয়া এক সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ সঙ্গতিবিহীন নূতন অর্থ করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপানুগপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে গুরুবন্দনামুখে "গৌরকিশোরাশ্রয়ে" 'ইষ্টদেব নমস্কার', দ্বিতীয় পদ্যাবলীতে অর্থাৎ 'স্বানন্দসুখদাত্রে'র পদ্যাবলীর মধ্যে 'বস্তুনির্দ্দেশ' ও অনন্তগোপাল তথ্য ও সিদ্ধ-বৈষ্ণব-বিবৃতির পদ্যাবলীতে 'জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ' করিয়া "সর্ব্বত্র যাচিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ"—এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ভাষ্যের প্রারম্ভেই বৈষ্ণবসিদ্ধসম্প্রদায়ের রীতি বলিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে ধ্যানরূপ প্রণাম বা স্তবন, দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ এবং তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদ ( শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়-ভাষ্য ৭ম পৃষ্ঠা )।

শ্রীগৌরকিশোরাশ্রয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ইষ্টদেব নমস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

কৃপয়া পরয়া যো মাং স্বপাদকমলাশ্রিতম্।
প্রেমপ্রদং দয়াবজ্রং কৃপণং দীনচেতসম্।
তং বন্দেঽহং মনো দীনো বিষ্ণুপাদাব্জজীবনঃ।
কৃষ্ণচৈতন্যদাতারং কৃষ্ণপাদপ্রদং বিভুম্। ইত্যাদি

( গৌড়ীয়ভাষ্য ৩য় পৃষ্ঠা )

এই সকল উক্তি যে ইষ্টদেব-নমস্কারসূচক, ইহা যে কোন সাধারণ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন।

স্বানন্দসুখদাত্রে বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

ভক্তিবিনোদ-ইচ্ছা ভক্তের যাহাতে পূজা
সেই হেতু করি অনুবাদ।
ভাগবত-ভাষা বলি, যা'তে মন্দ হয় কলি,
সেবা মোর নাম-ব্রজনাদ॥

ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের জন্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধে ভক্তগণের বিভিন্ন পরিপ্রশ্নের সমাধানের জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিতেছেন। কলি অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত যাহাতে নষ্ট হয়, সেই জন্যই তিনি ভাগবতভাষা বলিতেছেন, কারণ নামব্রজের নাম অর্থাৎ নামব্রজ বা বাণীর সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। 'সেবা মোর নামব্রজনাদ'—এই বাক্যের দ্বারা প্রভুপাদ বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই বাণীর সেবা তিনি গৌড়পত্তনে অর্থাৎ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোরের নিকট যে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাই স্মরণ করিয়া অনুসারী গৌড়ীয়ভাষ্য রচনা করিতেছেন, সেই স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের আনুগত্যে নামব্রজের সেবাই তাঁহার প্রাপ্যবস্তু। অতএব দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণটী বস্তুনির্দ্দেশক।

আর তৃতীয় মঙ্গলাচরণ জগতের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ বা পরমকৃপা।

তৃতীয় মঙ্গলাচরণে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন,—'ওহে জীব! মহাজন ও শাস্ত্রের এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। শ্রীরূপানুগ মহাজনশ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তিবিনোদ বলেন,—'অচঞ্চল' অর্থাৎ সহিষ্ণু বা স্থির হইয়া তথ্যের অনুসন্ধান কর। 'তথ্য' শব্দের অর্থ 'অমরকোষ' বলিয়াছেন, 'সত্যম্' (তথা+ষ্ণ্য)। অন্যান্য কোষকারগণও সত্য, তত্ত্বার্থ, যথার্থ বচন, সিদ্ধান্ত—এইরূপ বহু অর্থ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতের তথ্যের নাম 'অনন্তগোপাল তথ্য' রাখিয়াছেন। কেন রাখিয়াছেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা ক্রমে ক্রমে বলিব। শ্রীমদ্ভাগবতের তথ্য তত্ত্বগণের মধ্যে অর্থাৎ তত্ত্বার্থ বা সিদ্ধান্তগণের মধ্যে রাজা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জগতের জীবগণকে বলিতেছেন, 'ওহে জীব! বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ শুদ্ধভাগবত-শিরোমণি ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন, তোমরা অচঞ্চল হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বার্থ, যাথার্থ্য, সত্য বা সিদ্ধান্ত অন্বেষণ কর। আর সর্ব্বশাস্ত্র 'হুঙ্কারিছে', উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেছে—(হিন্দী 'পুকার' হইতে 'হুঙ্কার' শব্দ নিষ্পন্ন) তোমরা মায়াকে সম্মুখে না রাখিয়া অর্থাৎ মায়ার আবরণে আবৃত না হইয়া উহাকে নিজের পিছনে ফেলিয়া যাও, অর্থাৎ মায়ার আবরণ হইতে মুক্ত হও এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন কর। ঐ সম্বন্ধই তোমার প্রয়োজনীয় ('তত্ত্ব কাম')—মায়া নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের জগতের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ-মূলা উক্তিকে যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি বলিয়া কল্পনা করিবেন, তাহারা দুষ্টা সরস্বতীর মায়ায় নিশ্চয়ই পতিত হইবেন, কারণ শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, মায়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে নিরন্তর লজ্জাবতী—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥
(ভাঃ ২।৫।১৩)

—'তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন'—এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিতা হন এবং যাঁহার মায়াশক্তি কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমাদের ন্যায় অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আমি ও আমার এই অভিমান করিয়া থাকে, সেই ভগবানকে নমস্কার। (এই শ্লোকের গৌড়ীয়ভাষ্য, তথ্য ও শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি এবং শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর তত্ত্বসন্দর্ভ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

শ্রীগুরুদেব মায়ামুগ্ধ মর্ত্ত্যজীব, এইরূপ আভাসও যদি উদিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক পাষণ্ডতা আর কিছুই নাই।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীভগবানের সম্মুখে যেমন মায়া আসিতে পারে না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখেও সেইরূপ মায়া কখনই আসিতে পারে না, তবে অপরে তাঁহার মায়ায় বঞ্চিত হইতে পারে। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে মায়াদেবী বঞ্চিত করিতে পারে নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে "একমাত্র বৈষ্ণব-পুত্র" বলিয়াই জানিতেন (সরস্বতী-জয় শ্রী বৈভব-পর্ব্ব—১৭৪ পৃষ্ঠা)। যদি বলা যায়, শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবের ঐরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরূপানুগগণস্মৃতির মধ্যে দেখিতে পাই, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণের নমস্কার শ্লোকে শ্রীল রূপের 'অহং বরাকরূপোঽপি'—বাক্যের টীকায় রূপানুগবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

"বরাকরূপ ইতি। অয়ং মৈত্রেয়োক্ত সরস্বতী-প্রভু-ভগবদাজ্ঞয়া বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কায়তি-শব্দায়তে ইতি সৎকবিতায়াময়ি তৎপ্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তি-ন্যায়াদ্বেতি অপেরর্থঃ ইতি তত্ত্বারোপেণৈব তত্রৈব ভাবব্যক্তি।" অতএব অনন্তগোপাল তথ্যের মঙ্গলাচরণের পদাবলী নিম্নলিখিত কএকটি পংক্তিরূপে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবেশ নহে, উহা জগতের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহ আশীর্ব্বাদ—

১। যেহেতু ইহা জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদমূলক তৃতীয় মঙ্গলাচরণ।

২। যেহেতু 'ভক্তিবিনোদ বলে' ও 'সর্ব্বশাস্ত্র হুঙ্কারিছে'

এখানে 'বলে' ও 'মুক্তাবিদ্ধে' পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তা ও ক্রিয়া দ্বারা ও পৃথক্ পৃথক্ বিন্যাস চিহ্নাদি দ্বারা ভক্তিবিনোদের 'বলা' ও গাঙ্গের 'ফুকার' ( আহ্বান ) দুইটি পৃথক্ বৈচিত্র্যে লক্ষিত হইতেছে।

৩। যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য, তাঁহাকে মায়াগ্রস্ত কল্পনা, মায়া মিশাইয়া গৌরকে অবতরণ করাইবার সিদ্ধান্তের ন্যায় গুরুবিরোধী পাষণ্ডমতবিশেষ।

৪। যেহেতু আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণ-বাচক 'সিদ্ধবৈষ্ণব' বিবৃতির পত্যাবলীতেও জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদমূলক এইরূপ উক্তিই আছে—

বিবৃতি বুঝিবে ভাল, ছাড়ি' ঘরে মায়াজাল
সদা রহ সঙ্গের সহিতে।

এখানে যেরূপ প্রভুপাদ জীবকুলকে বা শিষ্যগণকে সাধুসঙ্গে থাকিয়া বিবৃতি বুঝিবার কথা বলিতেছেন এবং তাহা হইলেই তাহাদের মায়াজাল কাটিবে বলিতেছেন, অনন্তগোপাল-স্তবেও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু বঞ্চনাময়ী চটাসয়ন্তী ঘাড়ে চাপিলে গুরুদেবে আত্মবুদ্ধি, গুরুদেবের মায়াবশযোগ্যতা প্রভৃতি পাষণ্ডবুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে উদিত হয়।

তারপর—

শ্রীরামগোপাল আদে, বাসুদেবানন্ত বাদে,
থাকিয়া তো সদা সহ নাম।

এই পদের অর্থ যদি কোন কোন ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানহীন নবীন সিদ্ধান্তবিচারকের বিচারানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশ—এইরূপই কল্পিত সঙ্গতি করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় এবং তথায় 'অনন্তবাসুদেব' পদটী বিষয়বিগ্রহ শক্তিমত্তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে, আশ্রয়বিগ্রহ একবারে বর্জ্জিত হইয়াছেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে আপত্তি কি?

ঐরূপ সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম ব্যাসপূজার অভিভাষণের উপসংহারের নিম্নলিখিত বৈভোক্তি—

'আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং 'আমার প্রাণনাথ আনন্দতীর্থের আনুগত্য যেন কোন দিন বিস্মৃত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেবদাস্য পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্বুদ্ধিতে পতিত না হই।

—প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—'যে স্থলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক বিশুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ বাসুদেব উল্লিখিত, সেই স্থলে আমরা যেন 'বাসুদেব শব্দে' জীববিশেষকে লক্ষ্য করিবার দুর্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ না করি।'

এখানেও শ্রীল প্রভুপাদের নদীয়া-প্রকাশে লিখিত '• • বাবুর কুবিচার প্রবন্ধের ন্যায় দ্বিতীয় • • বাবুর কুবিচার হয় নাই কি? আমরা কি শেষে '• • বাবুর কুবিচার'কে শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত বা সদ্ব্যাখ্যা বলিয়া মস্তকে গ্রহণ করিব? আমার ও আচার্য্যচরণে অপরাধী নবীন লেখকগণ বোধ হয় জানেন না, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার অভিভাষণে যে 'বাসুদেব-দাস্য' কথাটি বলিয়াছেন, তাহা বিষয়বিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া নহে—নহে—নহে, তাহা আশ্রয়বিগ্রহ পূর্ব্বাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের অপর নাম বাসুদেব, ইহা আচার্য্যচরণে অপরাধ নির্মুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাষ্যদিগ্‌বিজয় বা শ্রীল প্রভুপাদের মধ্বমুনি-চরিত অধ্যয়ন করিলেই জানা যাইত। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বরচিত মধ্বমুনি চরিতে ( সঃ তোঃ ১৮।১ ) লিখিয়াছেন,—

'পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যা অনন্তেশ্বরের কৃপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন, • • শ্রীআচার্য্যগণ বলেন,—তাঁহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার, সুতরাং মধ্বকে 'প্রাণনাথ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়'।

শ্রীল প্রভুপাদের 'আমার প্রাণনাথ আনন্দতীর্থের আনুগত্য' উক্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সেই বাসুদেবদাস্য' পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্বুদ্ধিতে পতিত না হই'—বাক্য সেবোন্মুখ বালকেও বুঝিতে পারে যে, 'সেই' বলিতে আশ্রয়বিগ্রহ প্রাণনাথ শ্রীমধ্বাচার্য্যকেই 'বাসুদেব' বলা হইয়াছে, কিন্তু আচার্য্যবিরোধি-সম্প্রদায় 'গুরু ছাড়িয়া গোবিন্দ ভজিতে' গিয়া 'বাসুদেবদাস্য' শব্দের দ্বারা আচার্য্যদাস্য বা আশ্রয়-বিগ্রহ-দাস্যের পরিবর্ত্তে 'বিশুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত বিষয়-বিগ্রহ ভগবান' এইরূপ অপব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবদাস্য অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের দাস্য পরিহার করিবার দুর্বুদ্ধিতে পতিত হইয়াছেন—আচার্য্যবিরোধী সুতরাং

রূপানুগসিদ্ধান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের এইরূপ দুর্বুদ্ধিতে পতন কিছু অস্বাভাবিক নহে। দয়াবতীদেবী তাহাদের মুখেই তাহাদের আচার্য্যদাস্য পরিচয় করিবার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

এখন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনঙ্গগোপাল তথা 'বাসুদেবানন্তদাস্য' শব্দে কি বিষয়বিগ্রহের দাস্য, না আশ্রয়-বিগ্রহের দাস্য উদ্দিষ্ট, তাহা বিচার করিব।

শ্রীরামগোপাল আস্যে, বাসুদেবানন্ত দাস্যে
থাকিয়া তো সদা লহ নাম।

এই পদের অন্বয় এইরূপভাবে হইতে পারে—

(ক) বাসুদেবানন্তদাস্যে থাকিয়াতো আস্যে সদা শ্রীরামগোপাল নাম লহ।

(খ) বাসুদেবানন্তদাস্যে থাকিয়াতো শ্রীরামগোপাল আস্যে সদা নাম লহ।

প্রথম অন্বয়ানুসারে ব্যাখ্যা করিলে 'অনন্তবাসুদেব-দাস্যে' অর্থাৎ আনুগত্যে থাকিয়া 'আস্যে' অর্থাৎ মুখে আস্+য—মুখ, বদন, মুখবর্ত্ম, মুখত্ব অর্থাৎ জিহ্বা] "শ্রীরামগোপাল" নাম সর্ব্বদা লহ অর্থাৎ কীর্ত্তন কর—এইরূপ সম্মতি হয়। যদি সেখানে 'বাসুদেবানন্ত' শব্দের দ্বারা বিষয়বিগ্রহ লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে বিষয়বিগ্রহ নামীর আনুগত্যে নামগ্রহণ শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্তসম্মত হয় না; কারণ 'নামীর' উপাস্যাবতারই 'নাম'। 'নাম' শ্রীনামী অপেক্ষা অধিক কৃপাময়। নামের কৃপায় নামীর সাক্ষাৎ-কার হয়। নামেতেই সর্ব্বশক্তি অর্পিত। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার'—ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বা শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত। নামই নামীর রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা প্রকাশ করেন। নামীর আনুগত্যে নামের অনুশীলন —এইরূপ ব্যাখ্যা রূপানুগসিদ্ধান্তবিরোধী ও মতলবী। নামাচার্য্যের আনুগত্যেই নামের স্ফূর্ত্তি হয়, আচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত নাম গ্রহণের অভিনয় নামাপরাধ মাত্র। আবার নাম হইতেই নামীর সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিনাম-চিন্তামণি, শ্রীল প্রভুপাদ ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত ইহাই তারস্বরে বলিয়াছেন।

আচার্য্যবিরোধী সিদ্ধান্তবাদিগণ প্রভুপাদের অভিভাষণে 'বাসুদেব-দাস্য' শব্দে যেরূপ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীঅনন্তাচার্য্যের দাস্য পরিহার করিবার দুর্বুদ্ধিতে ধাবিত হইয়া বিষয়-বিগ্রহের দাস্যবাদের পাষণ্ডব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীঅনঙ্গগোপাল তথা 'বাসুদেবানন্তদাস্য' শব্দদ্বারা বিষয়-বিগ্রহ বাসুদেবের দাস্য, আশ্রয়বিগ্রহ বা আচার্য্যের দাস্য নহে—এই দ্বিতীয় প্রকার রূপানুগবিরুদ্ধ অপব্যাখ্যা করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের নিকট অধিকতর আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার অভিভাষণে 'বাসুদেব-দাস্য' বলিতে বিষয়বিগ্রহ ভগবানের দাস্য বলিয়াছেন, সেস্থলে আমরা যেন 'বাসুদেব' শব্দে জীববিশেষকে লক্ষ্য করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ না করি—এইরূপ উক্তি করিয়া আচার্য্যবিরোধী সম্প্রদায় শ্রীঅনন্তাচার্য্যকে জীববিশেষ মনে করিয়া তাঁহার চরণে জীবণাপি জীবণ অপরাধ করিয়াছেন। গুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিজনিত অপরাধ-ব্যাধির সংক্রামকতা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য 'সংসারার্ণব তরণী' 'ভগবৎপাদ' আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীঅনন্তাচার্য্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে আমার প্রাণনাথ বা বায়ুর অবতার, বল্লাদজী ও ভীমের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন, শ্রীল ভক্তিসোধারি-প্রমুখ আচার্য্যগণ যে শ্রীঅনন্তরামানুজাদি আচার্য্যবৃন্দকে বৃন্দবৈষ্ণব ভগবৎপাদ বলিয়াছেন, আমরা আজ তাঁহাকে জীববিশেষ বলিয়া মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আর পাষণ্ডতা কি হইতে পারে? সর্ব্বসজ্জনপূজিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ কর্ম্মফলনিগড়ে পতিত, জাতির অন্তর্গত জীববিশেষ! হায়! হায়! এখনও ধরিত্রী আমাদিগকে ধারণ করিতেছে! এরূপ পাষণ্ডতার দৃষ্টান্ত কি কেহ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও শুনিয়াছে!!

'শ্রীরামগোপাল' ও 'শ্রীবাসুদেবানন্ত' এই উভয় নামকেই যদি বিষয়বিগ্রহের নাম বলা হয়, তাহা হইলে অর্থ কি হয়? অপব্যাখ্যাকারিগণ রামগোপালের পর একটি (-) চিহ্ন দিয়াছেন, কিন্তু তাহার সম্মতি করিতে না পারিয়া সে স্থানে তাহারা নির্ব্বাক। যদি বিষয়বিগ্রহ রামগোপালের মুখে বিষয়বিগ্রহ অনন্ত বাসুদেবের দাস্যে থাকিয়া নাম-গ্রহণের আদেশই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ রামগোপালের পর (-) চিহ্ন দিলে এবং রামগোপালকে 'বিষয়বিগ্রহ' বিচার করিলে এইরূপ ব্যাখ্যাই হইবে যে, কেহ কাহাকে বা কাহাদিগকে বিষয়বিগ্রহ রামগোপালের

মুখে বিগ্রহবিগ্রহ অনন্ত-বাসুদেবের নাম লইবার কথা বলিতেছেন। ভগবানের মুখে তদধীন ব্যক্তিগণ বা তদ্রূপ ব্যক্তি কিরূপে নাম গ্রহণ করিবেন? এই ব্যাখ্যায় কোন সঙ্গতিই হয় না। যদি বল, শ্রীরামগোপাল সেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষ, তাহার মুখে এবং বিগ্রহবিগ্রহ অনন্ত বাসুদেবের হাসো থাকিয়া নামগ্রহণের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়াছেন, (কুসিদ্ধান্তকারী ব্যক্তিগণের কল্পিত ব্যাখ্যা ও জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ বিষয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অপসিদ্ধান্তানুসারে) তাহাও নিরর্থক হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখে শ্রীল প্রভুপাদকে নাম করিবার আদেশ দিতে পারেন না—এই সকল হাস্যাস্পদ অপসিদ্ধান্ত অপোগণ্ড শিশুগণের মুখেই শোভা পায়। ঐ সমগ্র উক্তিটী জগতের জীবের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদরূপে শ্রৌতবিচারে গ্রহণ করিলে শ্রীরামগোপাল নামক কোন নামাশ্রিত বৈষ্ণবের মুখে ও অনন্তবাসুদেবের হাতে সর্ব্বদা থাকিয়া তোমার নাম গ্রহণ কর—এরূপ ব্যাখ্যায়ও বরং সঙ্গতি হয়।

আমরা কখনও কোথায়ও এরূপ বলি নাই, এমন কি কল্পনাতেও এরূপ আনিতে পারি নাই যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিগ্রহরূপ প্রভুর হাস্যে শ্রীল প্রভুপাদকে নাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা এই কল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের পাণ্ডিত্যকে বলিহারী যাই। তাহারা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদচরণে নিত্য অপরাধী। এরূপ হাস্যাস্পদ যুক্তি ও কষ্টকল্পনার দ্বারা কোন ভক্তিবিনোদানুগ শিশুও বিভ্রান্ত হইতে পারেন না। অলমতিবিস্তারেন।

আমরা চিরকাল অর্থ করিয়াছি ও এখনও করি—এবং সেই ব্যাখ্যা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে 'জয়শ্রী'র প্রুফলিপি লিখিবার সময় শুনিয়াছি যে, তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যের মঙ্গলাচরণের শ্রীগৌরকিশোরাশ্রয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ইষ্টদেব নমস্কার, আনন্দকুলানুবাদে বস্তু নির্দ্দেশ এবং 'অনন্তগোপালতত্ত্ব' ও 'সিন্ধুবৈভব-বিবৃতি'তে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং ইহাও শুনিয়াছি যে 'বাসুদেবানন্ত-দাস্য' বলিতে সেখানে আশ্রয়-বিগ্রহ 'অনন্তবাসুদেব'। শ্রীল প্রভুপাদ 'সজ্জনতোষণী জয়শ্রী' লেখাইবার কালে বলিয়াছিলেন, 'বাসুদেব গৌড়ীয়ভাষ্যের তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছে, মহুয়ার অন্ত ভাগবতের বিভিন্ন শব্দের অর্থ, 'জয়াদ্যন্ত' শ্লোকের বিভিন্ন টীকাকারগণের সংস্কৃত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ সমস্তই বাসুদেব করিয়াছে। আমি যে ঢাকায় 'জয়াদ্যন্ত'-শ্লোকের একমাস কাল ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, বাসুদেব তাহার নোট রাখিয়াছিল। * তাহা হইতেই এই সকল তথ্য বাসুদেব পরে রচনা করিয়াছে। ইহা আমার আরও বিস্তৃতভাবে করিবার ইচ্ছা ছিল, মহুয়ার মধ্যে সেই সকল কার্য্য হইতে পারিবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের ঐ উক্তি-অনুসারে আমরা চিরদিনই জানিয়া আসিয়াছি যে, অনন্তগোপালতত্ত্বের বাসুদেবানন্তদাস্য' বলিতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যারূপ গোস্বামীপ্রভুর দাস্যই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। উহা কেহ কল্পনা করিয়া বলেন নাই। উহা আমাদের প্রতি অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানহীন মায়াবদ্ধ জীবজগতের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ। কাজেই আমরা নবীন অপসিদ্ধান্তিগণের মত কল্পিত অপব্যাখ্যা না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রৌতব্যাখ্যা চিরদিনই প্রচার করিয়াছি ও করিব,—

'শ্রীল প্রভুপাদ জীবজগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের আনুগত্যে থাকিয়া তোমরা মুখে সর্ব্বদা শ্রীরামগোপাল-নাম গ্রহণ কর।

অপ্রাকৃত কবি যখন কোন কথা বলেন, তখন তাহার মধ্যে অনেক তাৎপর্য্য নিহিত থাকে। সেই সকল বিচিত্র তাৎপর্য্য সেবোন্মুখগণের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়। "বস্তু দেবে পরা ভক্তিঃ" শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

'বাসুদেবানন্ত' বা 'অনন্তবাসুদেব' এই নামটি বিষয় বিগ্রহেরই নাম হইলে শ্রীল প্রভুপাদ এই বিশেষ নামটিই বা এখানে ব্যবহার করিলেন কেন? সিদ্ধান্তবিৎ অপ্রাকৃত কবিগণ কোন শব্দই বৃথা ব্যবহার করেন না। গীতায় অর্জ্জুনের 'গুড়াকেশ', 'পরন্তপ', 'কৌন্তেয়' 'পার্থ' প্রভৃতি নাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের 'কেশব', 'জনার্দ্দন', 'বাসুদেব',

* শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধিরূপে কুলদবাড়ীতে "জয়াদ্যন্ত" শ্লোকের গায়ত্রীর ব্যাখ্যাও করিয়াছিলেন। (সজ্জনতোষণী জয়শ্রী বৈষ্ণবপর্ব্ব ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

'যোগেশ্বর' প্রভৃতি নামসমূহ বিশেষ বিশেষ শ্লোকে বিশেষ বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে। উহা যথেচ্ছ ব্যবহৃত প্রতিশব্দমাত্র নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখেই শুনিয়াছি, শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ব্বের দীক্ষিত নাম ছিল—শ্রীঅনন্তদাস। শ্রীল প্রভুপাদ যখন আচার্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমে গমন করেন এবং বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে সিঙ্গল-গ্রাম-নিবাসী শ্রীভগবান ভট্টের স্থাপিত শ্রীশ্রীঅনন্ত-বাসুদেব বিগ্রহ দর্শন করেন, তখন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে 'শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী' নামে অভিহিত করেন। শ্রীঅনন্তদেব সহস্র মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা, শ্রীঅনন্তদেবই কীর্ত্তনকারী বিগ্রহ, শ্রীঅনন্তদেব ধরণীধর, শ্রীঅনন্তদেব অংশী বলরামের অংশ, শ্রীনিত্যানন্দের সেবকরূপী কীর্ত্তনকারী অবতার—

সহস্র বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত, শেষের নাহি অন্ত।
অল্পত্ব নাহি কারো, দোঁহে—বলবন্ত॥
অদ্যাপিও শেষদেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ অন্ত নাহি দেখে॥

শ্রীব্রাহ্ম—

কি আরে, রাঘবোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রজরত্ন-পুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর,
আনন্দে দেখিছে॥ ধ্রু॥
লাগ্ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না পেয়ে কূল, অধিক অধিক বাড়ে॥

( চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৬৭-৭১ )

শ্রীঅনন্তবাসুদেব কীর্ত্তনীয়বিগ্রহ হইয়াও কীর্ত্তনকারী। যেমন, শ্রীগৌরবাসুদেব বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহের লীলা-প্রকটকারী। আচার্য্য শ্রীঅনন্তবাসুদেবপ্রভু সেই শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মহাপ্রভু বিষয়-বিগ্রহের সহিত বা গৌরবাসুদেবের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধে অবস্থিত। আচার্য্য শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষয়-বিগ্রহের সেবকতত্ত্ব হইলেও তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ।

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি আমিহে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্য-চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৮ )

আমাদের নিত্যশিক্ষাগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকে আমরা শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব বিষয়-বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু ( মহাভাগুরু ) আচার্য্যকে শক্তিমত্তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহ বলিলে আচার্য্যকে খর্ব্ব করা হয়। কারণ শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীগুরুস্বরূপ' প্রবন্ধে ( সঃ তোঃ ১৮।৫ ) লিখিয়াছেন—

"গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে হয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
ভক্তাভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।"

"তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎশক্তি-মূলে নিত্য-বিরাজমান; কেবল সম্বিৎ-শক্তি-পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া-মত হইয়া যাইবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের একমাত্র ধরপুত্রকে নবীন অতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত শিখাইবার যে ধৃষ্টতা করিতেছেন,

তাহা দেখিয়া এই কথাটি স্মরণ হয়,—"Fools rush in, where angels fear to tread !"

শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলাচরণের কএকটি পদ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গের সহিত কএকজন শিষ্যের নামকরণও তাহাতে করিয়াছেন। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের কি শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য, কি শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদও অমৃতপ্রবাহভাষ্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নামোল্লেখের সঙ্গে লিখিয়াছেন,—

যে-সব আত্মজ মম, করিয়াছে পরিশ্রম,
এই গ্রন্থ প্রস্তুত-কারণে।
নিষ্কিঞ্চন জীবনে সবে, সাধুসঙ্গে মহোৎসবে,
করুক ভক্তি শ্রীহরি-চরণে।

শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে "স্নেহের কন্যা" বলিয়াছেন, তিনিও কি বিগ্রহ-বিগ্রহ, না কেবল বিগ্রহ-বিগ্রহের অপ-ব্যাখ্যা একজনের প্রতিই প্রযোজ্য ? সত্য আপনিই ফুটিয়া উঠে।

তবে যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "এই প্রভুবাক্যটী বিগ্রহ-বিগ্রহ শ্রীভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, উহা মাদৃশ জীবাধমে লক্ষিত হয় নাই বা লক্ষিত হইতে পারে না"—এইরূপ দৈন্যোক্তি করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আচার্য্যত্বই সম্প্রকাশিত হইয়াছে। লোকশিক্ষক আচার্য্য দাম্ভিক জীবগণকে এইরূপভাবেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। যখন কোন সতীর্থভ্রাতা কোন ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সতীর্থভ্রাতাকে 'নরহরি প্রভো', 'অধোক্ষজ প্রভো', 'নিত্যানন্দ প্রভো',—এইরূপ বলিয়া আহ্বান করেন বা স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যভৃত্যগণকে ঐরূপ আহ্বান করিতেন, তখন তাঁহারা পূজনীয় সতীর্থগণের ও নিত্যপ্রভু শ্রীগুরুদেবের আহ্বানের উত্তর দিয়া কি মনে করেন বা করিতেন, 'আমি বা আমরা গুরুদেবগণের বা গুরুদেবের প্রভু' ? 'প্রভু'ত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—এই দুই প্রভুর প্রভু 'মহাপ্রভু' গৌরসুন্দর।* সতীর্থভ্রাতাকে অন্য সতীর্থ ভ্রাতা 'নরহরিপ্রভো' বা নিত্যানন্দ প্রভো,' 'অধোক্ষজ প্রভো' আহ্বান করেন বলিয়া সতীর্থভ্রাতা বা গুরুদেব (শ্রীল প্রভুপাদ) কখনই কল্পনায়ও আনেন নাই যে, ইহারা এক একজন বিগ্রহ-বিগ্রহ লক্ষ্মীর-ভোক্তা নৃসিংহদেব বা শক্তিমান্ অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ, কিংবা গোপীমণ্ডলপতি রাসরসিক বলদেব বা নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণবগণ নরহরি বা নৃসিংহের সহিত, অধোক্ষজ বিষ্ণুর সহিত, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত ; আর যে-সকল গুরুবৈষ্ণবকে এই সকল নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহারাও জানেন যে তাঁহারা বিগ্রহ-বিগ্রহের সেবকানুসেবক। ঐ 'প্রভু' শব্দটী বিগ্রহ-বিগ্রহ নিত্যানন্দের জন্যই একমাত্র উচিত। তাঁহারা প্রভু-দাস, প্রভু নহেন। কেবল বিগ্রহ-বিগ্রহ অভিমান পাষণ্ডতা নহে, স্থূল আশ্রয়-বিগ্রহের অভিমান অধিকতর পাষণ্ডতা। যাহারা গুরুদেবকে নিজের 'গ্রামের মুরুব্বি' বা বৈষ্ণবকে গরুড়পক্ষী করিয়া উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিবার আদর্শ গুরুদেবের সম্মুখে প্রকাশিত রাখিবার চরমপাষণ্ডতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য গুরুদেবের দ্বারা সমর্থিত বা অনুমোদিত বলিয়া জঘন্যতম অপসিদ্ধান্তগর্ত্তে পতিত, তাহারা এই সকল কথা ধারণাই করিতে পারিবে না। আচার্য্যকে শিষ্য যে 'ওঁবিষ্ণুপাদ' 'জগদ্গুরুত্তম' বা জগৎপাদ প্রভৃতি বলেন বা লেখেন, তাহা কোন ভক্তিসিদ্ধান্তবিদাচার্য্য স্বয়ং আত্মসাৎ করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১।১ বিঃ ৩০ সঃ) শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যে প্রত্যেক শিষ্যকে তাহার গুরুদেবের নাম 'প্রণব' ও 'বিষ্ণুপাদ' শব্দ সংযুক্ত করিয়া গ্রহণের আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে কি ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল সনাতন প্রভু আত্মম্ভরি বা শক্তিমদ শ্রীগুরুদেব-বা আচার্য্যকে বিগ্রহ-বিগ্রহ করিয়া তুলিয়াছেন ? শ্রীল প্রভুপাদকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' সহস্র সহস্রবার বলা হইয়াছে, তাহাতে ত' তিনি কখনও কোন শিষ্যকে লোক-শিক্ষার্থও বলেন নাই,—

'জীবাধমে বিষ্ণুজ্ঞান কভু না করিবা।'

'ক্ষান্তিনীর ভোক্তা' বা 'লক্ষ্মীপতি' বিগ্রহবিগ্রহ। যদি "ওঁ বিষ্ণুপাদ" বা "জগদ্গুরুত্তম" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উচিত

* এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১৩৪)

হইতেন, তাহা হইলে কি শ্রীল প্রভুপাদ তাহা এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিতেন, সিংহ-হুঙ্কারে তাহা নিরাস করিতেন। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সম্বর্ত্তে ও সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে "ভগবৎপার শ্রীরামানুজাচার্য্য" লিখিয়াছেন, তাহাতে কি শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু আচার্য্য শ্রীরামানুজকে লক্ষ্মীর ভোক্তা, না লক্ষ্মীর (শ্রীর) সেবক বিচার করিয়াছেন? শ্রীজীবপ্রভুর সিদ্ধান্ত কি মূলসিদ্ধান্ত?

মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের বিচার নিরাসের জন্য বা সন্ন্যাসীকে 'নমো-নারায়ণ' এই মায়াবাদীর সাধারণ চিত্তাস্রোতে যে 'নমো নারায়ণায়' প্রভৃতি বলিয়া নমস্কার করার প্রথা, তাহারই প্রতিবাদ-কল্পে 'জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবা।' প্রভৃতি উক্তি করিয়াছেন। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", (ভাঃ ১১।১৭।২) "অভক্তা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্। প্রণমঃ শ্রীগুরোর্নাম বিষ্ণু-সম্বোধনস্তথা। পাদসম্বাহনেচ্ছক নতমূর্দ্ধাবলিম্বুতঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১।৮০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্র বচন) উক্তিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায় যখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাটে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীল প্রভুপাদের সুপ্রাচীন শিষ্যাভিমানী কোনও এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, 'শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ বলা মায়াবাদ'। ইহা শুনিতে পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ আবেগময়ী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই অযোগ্য কিঙ্করাভাসের লিখিয়া রাখিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং তাহা শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া 'গৌড়ীয়' ও বক্তৃতাবলীর প্রথমখণ্ডে ৭৮, ৭৯ পৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে,—

"যদি আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, তাহা হইলে সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে, আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ডী আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু বলেন, সেই পাষণ্ডীর সহিত আমার যেন স্বপ্নেও কোনদিন সাক্ষাৎকার না হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ এই কথা বলিয়া গুরুদেবকে রাসবিলাসী শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব বা বিষয়-বিগ্রহ করেন নাই।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আমাদের প্রভুপাদকে "আপনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু" এইরূপ বলিতেন, আবার শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের নিকটও বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি শ্রীল গৌরকিশোর শ্রীল প্রভুপাদকে বা শ্রীল প্রভুপাদ নিজেকে শক্তিমত্তত্ত্ব, রাসপতি বিষয়বিগ্রহ বলদেব বা নিত্যানন্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

এখন আমরা অনন্তগোপাল তত্ত্বের 'রামগোপাল আদে' প্রভৃতি পদের পুনরায় অনুসরণ করি। শ্রীল প্রভুপাদ 'রামগোপাল' শব্দটী ব্যবহার করিলেন কেন? শ্রীচৈতন্যভাগবতের (আঃ ১।৭০) 'কি আরে রামগোপালে বাদ লাগিয়াছে'—এই পদের অনুসরণ করিলেই শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিও দ্রষ্টব্য। 'রাম' বলিতে নিত্যানন্দ বলরামাভিন্ন শ্রীগুরুদেব, আর 'গোপাল' বলিতে তদারাধ্য বিষয়বিগ্রহ নন্দনন্দন। 'গোপাল' শব্দটী, বাৎসল্যরসাত্মক। বাৎসল্য রস হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিস্ফুট। 'রামগোপাল' নাম বলিতে গুরুরূপ বা গুরুগৌরাঙ্গের নাম অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ জগতের প্রতি এই আশীর্ব্বাদমূলক উপদেশ করিতেছেন যে, ওহে জীব! তোমরা শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের সেবাসঙ্কীর্ত্তনাদিরতায় থাকিয়া অর্থাৎ তাঁহার আদর্শে আস্তে অর্থাৎ মুখে শ্রীরাম' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব ও 'গোপাল' অর্থাৎ শ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম সদা গ্রহণ কর। 'অনন্তগোপাল তথা' নামটীতেও আশ্রয়বিগ্রহসমন্বিত বিষয়বিগ্রহের তথ্য বা তত্ত্বার্থ বুঝাইতেছে।

"আস্তে রহিয়া ভজে, আরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

ইহাই শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত। যাহারা অনন্তবাসুদেব নামটীকেবিষয় বিগ্রহ করিতে চাহেন, তাহারা আশ্রয়-পরিত্যাগকারী বিষয়-বিগ্রহের সেবকাভিমানী নাস্তিক—রূপানুগসিদ্ধান্ত-বিরোধী।

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু গত ২২শে ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাগমন করিয়া গত ২৪শে ফাল্গুন মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

# সমালোচনা

গত মাঘ মাসের (১৩৪৪) "প্রবর্ত্তক" নামক মাসিক পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি, আর, এস্, পি, এইচ্ ডি, মহাশয় 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্যতম আচার্য্যবর্য্যের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'বৈষ্ণবীয় বিনয়'এর উল্লেখ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে পরে যে আক্রমণ করিবেন, উহারই যেন ভণিতা করিয়াছেন। রামভক্ত হনুমান রাবণের সোনার লঙ্কা পোড়াইয়া ছারখার করিলেও তিনিই যথার্থ বিনয়ী ও ক্রোধদ্বেষহীন 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক। মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি, কীর্ত্তনবিরোধী বিধর্ম্মীর প্রতি, নিত্যানন্দ-আক্রমণকারী মাধাইএর প্রতি, পাষণ্ডী পদুয়ার প্রতি, মায়াবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াও 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের অধিতীয় শিক্ষক। কামরিপুর অনুপ্রেরণে যে ক্রোধের উদয় হয়, সেরূপ ক্রোধের অভিজ্ঞতাই প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের আছে, তাই তাহারা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ সকল সদ্-গুণাকর আচার্য্য-শিরোমণিগণকে 'ক্রোধী', 'অসহিষ্ণু' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অধিতীয় তোতা কৃষ্ণের কাণে যাঁহারা প্রধানকারীর প্রতিই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার 'অসহিষ্ণুতা' আমাদের মত রিপুর তাড়না নহে। জীবের দুঃখে কতটা কাতর হইয়া, কতটা ব্যথিত হইয়া, কত দুঃখের সহিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যকে যাহারা না মানেন, তাহাদিগকে 'দৈত্য', 'অসুর', 'খল' ও উষ্ট্র বলিয়াছেন। পরমকারুণ্যময়ী পিতা বা মাতা পুত্রগণকে যে শাসন করেন, মর্ম্মান্তিক বেদনা ও দুঃসহ গালি দিয়া সৎপথে আনয়ন করেন, ইহা কি সন্তানগণের প্রতি মাতা-পিতার অকৃত্রিম করুণা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ, না হিংসা বা অসহিষ্ণুতা? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু জীবের দুঃখে 'অসহিষ্ণু' হইয়াই বলিয়াছেন যে,—মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরে যাহার পরমেশ্বর-বুদ্ধি নাই, সে নিশ্চয়ই দৈত্য, অসুর, খল ও উষ্ট্র,—এরূপ কথা কেবল শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী বলেন নাই, পরম হিতকারিণী শ্রুতির মন্ত্রে, শ্রীমদ্ভাগবত এবং গীতার বাণীতেও এইরূপ পরম স্নেহগর্ভ মঙ্গলময় শতশত শাসন আছে। যাহা আমাদিগকে পরমমঙ্গলের জন্য শাসন করেন, তাহাই শাস্ত্র, গুরু বা আচার্য্য। যিনি শাসিত হন, তিনি শিষ্য। পরমেশ্বর-বিরোধী ব্যক্তিগণ 'দৈত্য' ও 'অসুর' ব্যতীত আর কি? ইহাও' গীতাতেও প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

(গীতা—৭।১৫)

শ্রীগীতায় ১৬শ অধ্যায়েও দেখিতে পাওয়া যায়—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

• • •

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা ইহাই প্রমাণ করে যে, 'চোরকে চোর' বলিলে, 'অসুরকে অসুর' বলিলেই তাহারা চটিয়া উঠে এবং শাসককে 'অনুদার' ও 'সাম্প্রদায়িক' মনে করে, কিন্তু অকপট সাধুকে বা সুরকে 'চোর' বা 'দৈত্য' বলিয়া কলঙ্কারোপ করিলে তাঁহার অধিকতর আত্মপ্রসাদ লাভ

হয়, কারণ নির্দ্বোষের হৃদয়ে সাধুত্বের অভিমর্ত্য বল তাঁহাকে সত্যের প্রতি অধিকতর ঐকান্তিক করিয়া তোলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'বৈত্য', 'অসুর', 'খল' ও 'উষ্ট্র' শব্দগুলি সহস্র সহস্র লোক পাঠ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতেও "খবিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ" (২।৩।১৯) শ্লোকে 'যাহার কর্ণে গদাধরের নাম প্রবেশ করে নাই, সে কুকুর, গ্রাম্যশূকর, কণ্টকভোজি-উষ্ট্র ও শ্লীপাদতাড়িত গর্দ্দভ' ইহা লক্ষ লক্ষ লোক পাঠ করেন, কিন্তু উহা পাঠ করিয়া আত্মমঙ্গলকামীর নিজের চরিত্রের দিকেই দৃষ্টি পড়ে, আর অমঙ্গলকামী বোদ্ধিৎসুর মঙ্গলকামী শাসক বা শিক্ষকের প্রতি চটিয়া উঠিয়া 'শিক্ষকই দোষী', 'অনুদার ও 'সাম্প্রদায়িক' মনে করে। শাস্ত্রের মঙ্গলময়-শাসনে কামুক চটিয়া উঠে, আর প্রেমিক পরমানন্দিত হ'ন।

আলোচ্য লেখক লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শ্লোক উদ্ধার করাইয়া কাজীকে পরাজিত করাইলেন, তাহা মুসলমানদের কোরাণ ও হাকিম অপেক্ষাও আধুনিক।'

সত্যবাদীকে ইতিহাসের জেলখানায় আটক করিলে তাহাকে সত্যবাদী বা শাস্ত্রবাদী বলা ভণ্ডামি-মাত্র। পাঁচ বৎসর যাবৎ সূর্য্যের উদয় কোন শিশু লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া সূর্য্যের বয়স পাঁচ বৎসর বলা যেরূপ যাচ-ভাবিত যুক্তি, কোন প্রকৃত সত্যবাদীকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলাও তদ্রূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের যে 'অশ্বমেধং গবালম্ভং' শ্লোকটি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কালে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও তাঁহার 'মলমাসতত্ত্বে' উদ্ধার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের কোন সাহেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে খৃষ্টজন্মের কত পরে বলিয়াছেন,—সেই মতবাদের উচ্ছিষ্টভোজন করিয়া আধুনিক-সম্প্রদায় উদ্গার তুলিতে থাকুন, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ জানেন, পুরাণসমূহ বেদসকলিত হইবারও বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাগ্‌বহুযুগে নিত্যসত্যরূপে অবতীর্ণ ছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের নাম 'পুরাণ' ( প্রাচীন )। তবে পরবর্ত্তিকালে ইহাতে যে-সকল শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা সারগ্রাহী পরমহংসগণ বিদূরিত করিতে পারেন, আধাক্ষিকগণ পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পরবর্ত্তিকালের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া বা উহার কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মহাজনের সমর্থিত সত্যবাদীকেও আধুনিক বলিতে হইবে, এরূপ বিচার কোন যুক্তিসঙ্গতই নহে। কোন সত্যকথা বর্ত্তমান কোন ভাষায় বলিলে বা সংস্কৃতে না বলিয়া আধুনিক বঙ্গভাষায় বলিলে তাহা আধুনিক হইয়া যাইবে, তাহা নহে। আধুনিক ভাষায় যদি 'চুরি করা পাপ' এই কথাটি বলা হয় বা 'গোবধ নিষিদ্ধ' বলা হয়, তবে তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে না—এরূপ বিচারে কাজি সাহেব "আধুনিক আমার শাস্ত্র" প্রভৃতি উক্তি করেন নাই। টীকাকার মহাজনগণ "আধুনিক" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'কালান্তর্গত' অর্থাৎ বেদবৎ অপৌরুষেয় নহে। অন্যান্য বিংশ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত বা অপৌরুষেয় - শ্রুতি - প্রতিপাদ্য নহে, ইহাই এখানে বক্তার তাৎপর্য্য। সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম কোন না কোন কালে, কোন না কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের দ্বারা সৃষ্ট বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বুদ্ধের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল না, মহাবীরের পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম ছিল না, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম ছিল না, কিন্তু প্রহ্লাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বা বৈষ্ণবধর্ম্মের মহাজনগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভগবৎপ্রণীত সনাতন ভাগবতধর্ম্মের নিত্য অধিষ্ঠান ছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।৭।২৩ শ্লোকই তাহার প্রমাণ—

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥

অধ্যাপক ডক্টর উইন্টারনিট্‌জ, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে মিঃ উইল্‌সন্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীর কল্পিত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। (History of Indian Literature, By M. Winternitz, Ph. D. Vol. 1. published by the University of Calcutta 1927 Page 554) অমলপ্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে স্বীকার করিয়াছেন, যাহা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, এমন কি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের দ্বারা প্রমাণরূপে সমর্থিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা ভ্রম-প্রমাদাদিগ্রস্ত অতি আধুনিক বাহিরিাগণের কল্পিত অসনাতন শাস্ত্র অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলিতে পারিব না।

লেখকের উক্তি-অনুসারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বৌদ্ধ ও শঙ্করমত বা তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের মতবিশেষকে যেস্থ 'অসাধু' ও 'কল্পিত' বলিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। পুত্রকে যাহারই জনক বা মাতার ভর্তা না বলিলে অপোগণ্ড শিশুর নিকট হইতে সম্বন্ধের অভাব হইতে পারে, কিন্তু ইহার কারণ যাহারা জানেন। শিশুর সেই তথ্য জানিতে বা বুঝিতে সময়ের অপেক্ষা করে। বড় হইলেই তাহা গায়বান্ হইবে এবং শ্রৌতমত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শঙ্করমতের যথেষ্ট শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ খণ্ডন আছে, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ষট্‌সন্দর্ভে বৌদ্ধ ও শঙ্করমতের যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন 'যুক্তিমুক্তিকা' গ্রন্থে শ্রীমদ্ ব্যাসতীর্থস্বামী কেবলমাত্র লৌকিক-যুক্তিদ্বারা বৌদ্ধ ও শঙ্করমতের অসারত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর মহিমময় চরিত্রে আর একটি ছিদ্র দেখাইয়াছেন, তাহা এই—'শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে যাইবার সময় 'রাম রাঘব' প্রভৃতি বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন, সেই চৈতন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বিচারে মুরারিগুপ্তকে রামভজন ছাড়াইয়া কৃষ্ণভজন করিবার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় বলেন নাই, বরং তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রামোপাসনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন।"

একপত্নীব্রতধর ঐশ্বর্য্যময় শ্রীরামের উপাসনা হইতে মাধুর্য্যবিগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর চমৎকারিতাপূর্ণ, ইহা মুরারিগুপ্তকে, শ্রীঅদ্বৈতকে বা দাক্ষিণাত্যবাসী কোন কোন রামোপাসককে পরমকরুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রামোপাসক-গণকে নিরুৎসাহিত করিয়া তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে বিঘ্নোৎপাদন করেন নাই। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের উপাসনার অধিকতর চমৎকারিতা জ্ঞাপনই শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্দেশ্য; যেমন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মীনারায়ণোপাসক তিরুমলয় ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট, প্রবোধানন্দ ও বেঙ্কটপুত্র গোপাল ভট্টকে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার অধিক চমৎকারিতার কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে মাধুর্য্যোপাসনায় আকৃষ্ট করিয়া-ছিলেন। নারায়ণ, রামচন্দ্র বা কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু লীলা-বৈচিত্র্য ও রসবৈচিত্র্যের তারতম্য আছে, সুতরাং মহাপ্রভু 'রামরাঘব' বলা সত্ত্বেও কৃষ্ণোপাসনার চমৎকারিতার কথা প্রচার করায় তাঁহার চরিতলেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লেখনীতে দোষা-রোপ করা অজ্ঞতা মাত্র। যখন হনুমদবতার মুরারিগুপ্ত কৃষ্ণোপাসনার অধিকতর চমৎকারিতার কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তখন মহাপ্রভু মুরারিকে রামোপাসনায়ই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। অনুপম সম্বন্ধেও তাহাই জানিতে হইবে। রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ সকলেই অংশী কৃষ্ণের অংশ তত্ত্ব এবং মায়াধীশতত্ত্ব; কিন্তু মহাপ্রভু কোনদিনই মায়াতত্ত্বের উপাসনায় উৎসাহ প্রদান করেন নাই, বা কোন বৌদ্ধকে, কোন মায়াবাদীকে, কোন বিষ্ণু-পাষণ্ডোপাসককে কখনও উৎসাহ প্রদান করেন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন "রামরাঘব, রামরাঘব" বলিয়া-ছিলেন, ইহা সম্ভোগবাদী, অভক্ত বা ঐশ্বর্য্যপর ভক্তগণের বুঝিবার উপায় নাই, তবে বিপ্রলম্ভপর ভক্তগণ জানেন যে, শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের আলাননাথে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিরহিত বিপ্রলম্ভের উদয় হইত। গোপীগণ যখন গোবর্দ্ধনের গুহায় নারায়ণ-মূর্ত্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের অধিকতর বিপ্রলম্ভের উদয় হইয়াছিল। অপ্রাকৃত নাগরীর গোপবধূলম্পট কপট, শঠ, কৃষ্ণের বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া রাধাভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু একপত্নী-ব্রতধর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে আহ্বান করিতেছিলেন। যে শঠ, কপট, লম্পট, নাগর, এতটা বিরহে জর্জ্জরিত করে, তাঁহাকে আর আমি ভজন করিব না। হে এক-পত্নীব্রতধর রাঘব রাম! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ কেশব! তুমি আমাকে পালন কর, পালন কর। এই বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণে অধিকতর আসক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-সেবার প্রগাঢ়তম আসক্তির পরাকাষ্ঠা না হইলে এরূপ মহাভাব-বিভাবিতা বিপ্রলম্ভময়ী উক্তি প্রকাশিত হয় না। অতএব এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "রামরাঘব" "রামরাঘব" উক্তির মধ্যে একপত্নীব্রতধর ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীরামের ভজননিষ্ঠা প্রকাশিত হয় নাই, মাধুর্য্যবিগ্রহ নবকুলচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের ভজনাসক্তিপরাকাষ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আর একটি কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে যুগে অন্যান্য লেখক অপেক্ষা যুক্তি-বিচার সম্বন্ধে অধিকতর অসহিষ্ণু ছিলেন, তিনি এমন অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন, যাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারেই নাই। কবিরাজ গোস্বামী বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে দিতে নারাজ, তাহার জন্য তিনি কুতর্কী-পাক নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন"।

লেখকের বিচারে সে যুগের লেখকগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালীকে 'ভুল' বলিতেন, অর্থাৎ গ্রাম্য-নৈতিক আকবরের ন্যায় 'দিন ইলাহি' ধর্ম রচনা করিয়া 'তুম্‌তি চুপ্‌ হাম্‌তি চুপ্‌' নীতির অনুমোদন করেন নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ঐ সকল লেখক অপেক্ষাও অধিকতর গোঁড়া ছিলেন, ইহাই লেখকের বক্তব্য বিষয়। ধর্ম ব্যাপারটা যাহাদের নিকট মতের জিনিষ বা 'ক্লাব হাউসের চাইনি' কিংবা সুবিধাবাদের খিচুড়ি-সংসার, তাহারা তুম্‌তি চুপ্‌ হাম্‌তি চুপ্‌' নীতিকেই বহুমানন করিয়া কেবলমাত্র ধর্ম বিষয়ে নিরুদ্বেগপূর্ণ জীবনযাপন করিতে চাহেন, কিন্তু বাস্তব সত্য জিনিষটী তাহা নহে। সূর্য্য পূর্ব্বেও উঠে, পশ্চিমেও উঠে, উত্তরেও উঠে, দক্ষিণেও উঠে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই চারিপ্রকার যাহা বলিলেও সকলগুলিই সত্য নহে। সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হয়, ইহা শুনিবার সহিষ্ণুতা, হয় অনভিজ্ঞে, না হয় অচেতনে সম্ভব হইতে পারে। অসত্যে সহিষ্ণু হওয়াই অজ্ঞাতি-দাসিতা। কোন না কোন প্রকার অজ্ঞাতিলাষ থাকিলেই আমরা একান্ত সত্যপ্রিয়তার পরিবর্তে লোকপ্রিয়তার দাস হইয়া তথাকথিত সহিষ্ণুতা বা প্রেমের কামুকতা প্রদর্শন করি। অসত্যের প্রতি অসহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবতা ও অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচতা।

'কবিরাজ গোস্বামী বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে দিতে নারাজ' নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—

> যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
> তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সে বিদ্বান্‌॥
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
> বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"
>
> (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১০, ১৫)

তবে তিনি কুতর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছেন—

"চৈতন্য-নিত্যানন্দ তত্ত্ব কুতর্ক ছাড়িয়া।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৩০)

তর্কের অপ্রতিষ্ঠার কথা ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রুতিও গান করিয়াছেন—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।"

(কঠ ১।২।৯)

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

(মহাভারত ভীঃ পঃ ৫।২২)

কুতার্কিকগণের শৃগালযোনি-প্রাপ্তির কথা সনাতন শাস্ত্র মাত্রেই দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রৌতপন্থী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কুতার্কিকের জন্য কুম্ভীপাক নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া কুম্ভীপাকনরকযাত্রী ব্যতীত অপরের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে পরমবান্ধব না ভাবিয়া শত্রু ভাবিবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হয় না।

মুরারিগুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্‌' (যাহা বর্ত্তমানে অমৃতবাজার অফিস হইতে প্রকাশিত) তাহার ২য় প্রক্রমের ৭ম সর্গের ৬-১০ সংখ্যক কএকটি শ্লোকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিত' মহাকাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের ২৮-৩৩ শ্লোকে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১-৪৫ সংখ্যক পদ্যে (শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্করণ ১০২ পৃষ্ঠা) শ্রীমন্মহাপ্রভুর একই লীলার বিষয় লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু বীজ রোপণ করিয়া মায়াময় বৃক্ষ ও ফলের উদ্ভব করাইয়া সংসারের ত্রিতাপ ও সমস্ত বস্তু ঈশ্বরে অর্পণের সার্থকতার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে ৭৯—৮৮ সংখ্যক পদ্যে যে অপ্রাকৃত প্রেমময় তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মমনোৎসবলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পৃথক্‌ লীলা, ইহা ধরিতে না পারিয়া সমালোচক সাহিত্যিক লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ উপমার ভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া সঙ্কীর্তনে শ্রান্ত ভক্তদিগকে আম খাওয়াইয়াছেন। মুরারিগুপ্ত আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত। কবিরাজ গোস্বামীর

বর্ণিত ঘ্যাজিকে আনা কল ভক্তগণ খাইলে মুরারি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। অলৌকিক ঘটনার প্রতি প্রীতির বশই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘটনাটিকে এইভাবে বিকৃত করিয়াছেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু অশেষ অচিন্ত্য আনন্দময় লীলাবিগ্রহ। তিনি কেবল একপ্রকার লীলাই করিয়াছেন, অন্যপ্রকার লীলা তাঁহাতে সম্ভব নহে বা একলীলার সহিত আর এক লীলার কথঞ্চিৎ বর্ণন-সৌসাদৃশ্য থাকিলে পরস্পরের মধ্যে বিচিত্রতা নাই—এইরূপ আধ্যক্ষিক বিচার অতত্ত্ব অনধিকারচর্চক ব্যক্তিগণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের এই কথা যে স্বকপোলকল্পিত নহে, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের ২৩-২৭ শ্লোকে শুক্লাম্বরের মহাপ্রভুর প্রতি নিবেদন, সন্ন্যাসের লীলা প্রকাশ ও ভক্তগণকে বিবিধ বরপ্রদানের অব্যবহিত পরেই শ্রীগৌরসুন্দরের মায়াময় বৃক্ষ-প্রকাশ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের ২য় প্রক্রমের ৪র্থ সর্গের ১—৬ শ্লোকেও ঠিক সেই সকল লীলাকথাই বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ এক সঙ্গে আলোচনা করিলে সংস্কৃত শব্দ-বিন্যাসাদির সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন একগ্রন্থের শ্লোক সমূহ অন্য গ্রন্থের শ্লোক সমূহের প্রতিধ্বনি। এখন চৈতন্যচরিতমহাকাব্য হইতে আধুনিককালে যাহা মুরারিগুপ্তের কড়চা বলিয়া প্রকাশিত, তাহার শ্লোক রচিত হইয়াছে কি না, কে বলিতে পারেন? শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা প্রভৃতি লীলার পরেই মায়াময় আম্রবৃক্ষ রোপণ-লীলার বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় এবং চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে মুরারি গুপ্তের কড়চায় (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে) ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ইহার অব্যবহিত পর একই প্রকার লীলার বর্ণন আছে—যথা মুকুন্দ দত্তকে ও মুরারি গুপ্তকে কৃপা প্রভৃতি। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আম্রমহোৎসব-প্রধান লীলার পূর্বে ও পরে মুরারি গুপ্তের কড়চা বা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যের সহিত লীলার বর্ণনসাম্য নাই; ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আম্রমহোৎসব লীলাটী পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে বর্ণিত আম্রাভক্ত-নিষ্পাদ-লীলা হইতে পৃথক্। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইজন্য আম্রমহোৎসব-লীলার উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"এই মত বারমাস কীর্তন-অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৮৮)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বর্ণিত আম্র-মহোৎসব লীলায় মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ পূর্ব্বক নগরসঙ্কীর্তনে শ্রান্ত ভক্তগণকে আম্র ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করাইবার কথা আছে। ঐ বৃক্ষ বা আম্র মায়াময় নহে, উহা বাস্তব, বৈষ্ণবগণের সেব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবগণ বিশ্বের মায়াতন্ত্রের ফল অর্থাৎ কর্ম্মফলভোক্তা নহেন। যেস্থানে এই আম্রমহোৎসব-লীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, এখনও সেই স্থানটী 'আমঘাট' বা 'আমঘাটা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে বা মুরারি গুপ্তের কড়চায় বা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায়, বৃক্ষ, শাখা, ফল সমস্তই মায়াকৃত এবং কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব ঐ ঐন্দ্রজালিক তত্ত্বের ফল-ভোক্তার আদর্শ।

মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি সকল লোক বলে আপনার॥
(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্য খঃ ২য় অঃ ৩১)

বৃক্ষঞ্চ সর্ব্ববিটপঞ্চ ফলঞ্চ সর্ব্বং
মায়াকৃতং সকলমেব কুতোঽপি নাস্তি।
শৈলূষচেষ্টিতমিদং বিতথং যদেতৎ
তৎ প্রাপ্তবৈকৃতমনর্থকতাং প্রয়াতি॥
(চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যম্ ৬ষ্ঠ সর্গ ৩১ শ্লোক)

ফলং মুকুন্দোঽপি নাত্তোব ফলমায়াকৃতং যতঃ।
প্রাকৃতে তু কৃতং ভোগং ন কিঞ্চিদপি লভ্যতে॥
(মুরারি গুপ্তের কড়চা ২।৩।১)

কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বর্ণিত আম্র-মহোৎসব-লীলা সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া তাহা অরূপ—

অষ্টি-বল্কল নাহি—অমৃত-রসময়।
এই ফল খাইলে মনে উদয় পুরয়॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস॥

এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৮৪-৮৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আম্র-মহোৎসব-লীলায় স্বীয় ভক্তগণকে মহাপ্রভুর আম্র ভোজন করাইবার কথা আছে, কিন্তু অপর তিন প্রস্থোক্ত মাধাতত্ত্বর ফল-প্রকাশলীলায় সেই প্রসঙ্গ কিছুই নাই। সাহিত্যিক মহোদয় নিজ গবেষণা প্রকাশ করিতে গিয়া যে কিরূপ বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা সুধীপাঠকগণ ধরিতে পারিবেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি লেখকের আর একটি দোষারোপ এই যে—তিনি (কবিরাজ গোস্বামী) অলৌকিক ঘটনা বর্ণনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত! প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ 'অলৌকিক' ও 'অপ্রাকৃত' এই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা ধরিতে পারেন না। তাঁহারা 'আধ্যাত্মিক' ও 'পারমার্থিক'কে যেরূপ একই তাৎপর্য্যপর, 'অলৌকিক' ও 'অপ্রাকৃত'কেও তদ্রূপ একই তাৎপর্য্যবোধক বিচার করেন। সাধারণ যোগিপুরুষগণের পক্ষে যদি, আমাদের নিকট যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব ও বাস্তব বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তবে ভক্তি-যোগিগণের পক্ষে বা স্বয়ং ভগবানের পক্ষে অসম্ভব কি? ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনে যোগীর বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে স্বয়ং ভগবানের পক্ষে এক মুহূর্ত্তে একটি আম্রবৃক্ষ নির্ম্মাণ কেন, কোটি কোটি আম্রবৃক্ষ নির্ম্মাণ ও অনন্ত-কোটি বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। পরমেশ্বরকে "সর্ব্বশক্তিমান্" মুখে বলিয়া উঁহাকে মানব-শক্তির মেপকাঠির কয়েদী করিবার চেষ্টা করিলে জীবের বহির্ম্মুখতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা কিন্তু মুরারিগুপ্তকে শ্রীচৈতন্যের "অন্তরঙ্গ" ভক্ত বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে বহিরঙ্গভক্ত বলি না। ঐশ্বর্য্যরসরসিক মুরারিগুপ্ত অপেক্ষা কৃপাসুধন্বর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর অধিকতর অন্তরঙ্গ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই আহার্য্যবস্তুর বিরাট্ ফর্দ্দ দিয়াছেন, ভক্ষ্যদ্রব্য বর্ণনা করার প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল'—এই কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে বলিয়া সমালোচক এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন—"উল্লিখিত ঘটনার সময়ে কোন ভক্ত কাগজ কলম লইয়া খাওয়ার জিনিষের ফর্দ্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাহা নকল করিয়া বৃন্দাবনে আনিয়াছিলেন ও কৃষ্ণদাস তাঁহার নিকট হইতে ঐ তালিকা লিখিয়াছেন—এরূপ যুক্তি আশা করি কোন ভক্ত উপস্থাপিত করিবেন না।"

এরূপ যুক্তি আত্মসন্তোষপরায়ণ জিহ্বালম্পট অভক্তগণ উপস্থাপিত করিতে না পারেন, কিন্তু যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'ভক্তি' ও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'কাম' জানেন, সেই সকল প্রেমিক ভক্ত মহাপ্রভু কি কি দ্রব্য ভোজন করিতেন, তাহার তালিকা বহুযত্নে মহাপ্রভুর সেবার জন্য কণ্ঠহার করিয়া রাখিতেন, ধ্যান করিতেন,—লিখিয়া রাখিতেন ও এখনও রাখেন। কি অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী, কি সার্ব্বভৌমগৃহিণী, কি শচীমাতা, কি দময়ন্তীদেবী, ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য-সামগ্রী সমূহের তালিকা সযত্নে সেবা-স্মৃতি মধ্যে সংরক্ষণ করিতেন। কৃষ্ণসেবক—স্মৃতিধর ও প্রতিধর, আর গৃহমেধিগণ—স্মৃতিভ্রষ্ট। দময়ন্তীদেবী মহাপ্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদির তালিকা রাখিয়া সেই সকল দ্রব্য ও নূতন নূতন বিচিত্র সামগ্রী প্রতিবৎসর নীলাচলে পাঠাইতেন। এখনও গোবর্দ্ধন-পূজায় প্রতি বৎসর যে সকল বিচিত্র প্রকারের ভোগসম্ভার প্রস্তুত হয়, শ্রীচৈতন্যমঠাদুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাহার তালিকা সংরক্ষণ করেন। ভগবৎসেবার জন্য বিবিধ বিচিত্র ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতকার্য্যে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকর-লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'রঘুয়া নরহরি' বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীতে সমালোচক 'তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার মেশামেশি হওয়ায় অনেক স্থলেই তাহার উক্তির ঐতিহাসিকতা বিচার করা কঠিন হয়'—এইরূপ লিখিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণ আধ্যক্ষিক ঐতিহাসিক নহেন। অপ্রাকৃতের মধ্যে ঐতিহাসিকতা আরোহণ করিতে পারে না, ইতিহাস অপ্রাকৃতের বাহনের কার্য্য করিয়া তাহার বৈকর্য্য করে। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের সম-তাৎপর্য্যপর ঐতিহাসিকতা ও সিদ্ধান্ত আচার্য্যানুগমন

ব্যতীত বোঝা বা বিচার করা কঠিন, এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ( চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩৫-২৩৬ ) বলিয়াছেন—

অতর্ক্য ঈশ্বর ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ডর, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ তীব্রভাবে শাসন করিয়াছেন বলিয়াই তিনি আমাদের নিত্যারাধ্যতম নিরাবদ্য, বাস্তব ও গুরুপাদপদ্ম।

---

গৌড়ীয়মঠের সভাপতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমপূজনীয় পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়-মঠে শুভাসমনোপলক্ষে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুণ-প্রবাসী সন্তানগণের

# শ্রদ্ধাভিনন্দন

পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্যবর! আপনি অন্যান্য প্রবীণ সেবাকার্য্যে ব্যস্ততা সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর হইতে এই সুদূর ব্রহ্মদেশে বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত ও আনন্দিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনার অভয় পাদপদ্মে কি ভাষায় হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছি।

এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর হইতে বৃহত্তর ভারতরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা ব্রহ্ম ও ভারতের বাস্তব সত্যতার সহিত যে যোগসূত্র হারাইয়াছি বা অনিত্যসূত্রে গ্রথিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে পুনরায় সেই প্রাচীনতম সার্ব্বজনীন যোগসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য এই স্থানে তাঁহার সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রচেষ্টায় ও তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও আদেশে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্নতিথিতে ব্রহ্মদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ বামো; শেঠ ভিজিদয়া, শেঠ অবকি[illegible]াস গাব্ডী, শেঠ হরিলাল, শেঠ নারায়ণ দাস, রায়বাহাদুর ত্রৈলক্যমোহন বসু ও বহু প্রবাসী বাঙ্গালী সজ্জনের সহায়তায় রেঙ্গুণে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়।

আপনার শ্রীগুরুদেব গত বৎসর পূজনীয় গিরি মহারাজের আগ্রহে ও প্রবাসী বাঙ্গালিগণের প্রার্থনায় এ প্রদেশে শুভাগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিবেন, এইরূপ আশা পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার তিরোধান-বার্ত্তা-শ্রবণে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অধুনা আমাদের মহাভাগ্যফলে সেই মহাপুরুষের যোগ্যতম অযোগ্য আচার্য্য আপনার নির্দ্দেশে এই ব্রহ্মদেশে অতি সুষ্ঠুভাবে প্রচারকার্য্য-পরিচালনার প্রচেষ্টা অনুভব করিয়া আমরা আশার আলোকে আলোকান্বিত হইয়াছি। আজ সপার্ষদ আপনার শুভাগমনে আমরা সত্য সত্যই আমাদের প্রতি আপনার অহৈতুক স্নেহের পরিচয় পাইলাম। আপনি যোগ্যতম গুরুর যোগ্যতম শিষ্য, গুরুর সেবা-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক। আজ আপনি রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ ও শব্দব্রহ্ম নাম প্রকাশ করিয়া সত্য সত্যই 'ব্রহ্মদেশ' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন; ব্রহ্মদেশ আজ সত্যসত্যই বৈকুণ্ঠে পরিণত হইল।

আমরা নিতান্ত অযোগ্য ও ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, আপনাকে কি দিয়া আমাদের হৃদয়ের আর্ত্তি জানাইব? আমরা সপার্ষদ আপনাকে এই সামান্য অভিনন্দনের দ্বারা আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

পরিশেষে আমরা আপনার প্রেরিত প্রচারবৃন্দ, বিশেষতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছি। তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ব্রহ্মদেশে আপনার অভিলষিত প্রচারকার্য্য করিতেছেন ও আমাদিগকে স্নেহ-পাশে বদ্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী। আপনি আমাদের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি— আপনার কৃপানুগৃহীত—
ব্রহ্মমাতার রেঙ্গুণপ্রবাসী সন্তানবৃন্দ

---

শ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও 'গৌড়ীয়' আগামী সপ্তাহে অপ্রকাশিত থাকিবেন। অর্থাৎ ৩৩শ সংখ্যা ২৭শে মার্চ্চ ( ১৯৩৮ ) প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীজগদ্গুরুপাদপদ্ম-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৪৪; ২রা এপ্রিল, ১৯৩৮ | ৩৩শ-৩৪শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃতে শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ, পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। শীলধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ-সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য-ফল ব্যতীত অন্যকোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে।

—( শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে
## শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠ, শ্রীঅঙ্গন

কাল—১৩ই মার্চ ( ১৯৮৮ ) বুধবার, সন্ধ্যার প্রাক্কাল

"নামগ্রেঃ মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমরূপপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।"

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।"

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ।"

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।"

পূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলি! সমবেত সজ্জনমণ্ডলি ও মহিলাবৃন্দ। আজ শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে—শ্রীগৌর-জন্মের দিনে—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-মহোৎসব-দিবসে যাঁর শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় আমার মত জীব-কীটেরও অভিন্ন-মধুরাধাম এই শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা-সৌভাগ্য-লাভের মহাসুযোগ উপস্থিত হ'য়েছিল, সেই শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস ওঁল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আমি সর্ব্বাগ্রে স্মরণ ও বন্দন ক'রছি। বিগত ১৮ বৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসিগ্রহণ-লীলার দিন থেকে তাঁর অপ্রকটলীলাবিচ্ছুরণকাল-পর্য্যন্ত বৎসরের ২ বিভাগপদ্মর তাঁর শ্রীসঙ্গে অবস্থান করবার সৌভাগ্য পেয়ে, তাঁর সন্ন্যাস-লীলার অভিন্ন-দিবস থেকে প্রতি গৌরজন্ম-বাসরে তাঁর অনুগমনে শ্রীধামে আসবার সৌভাগ্য পেয়ে শ্রীধাম দর্শন ও সেবা করার যে অপূর্ব্ব সুযোগ সুবিধা হ'য়েছিল, তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর অনুগমন ক'রবার যে অতুলনীয় কৃপা-বাৎসল্যের পরিচয় তিনি মাদৃশ বরাকের দ্বারা সমস্ত-জীবজগৎকে প্রদর্শন ক'রেছিলেন, আজ সর্ব্বাগ্রে আমি আমার সেই নিত্যারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণপদ্ম স্মরণ করি। আর অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবীবিগ্রহ যে গৌরনিজজন তাঁর অপরিসীম অতুলনীয় কারুণ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে অতি হীন, দরিদ্র, দুর্গত, দুর্ব্বল, সর্ব্ববিষয়ে অপটু, অযোগ্য নানা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত কলিহত জীবের প্রতি অসমোর্দ্ধ করুণা প্রকাশ করার জন্য তাঁর বিশুদ্ধহৃদয়ে আবিভূত এই গৌরধাম প্রকট ক'রেছেন, সেই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীরাধাভিন্ন ওঁল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ স্মরণ ও বন্দনা করি।

শ্রীগৌরধাম—অভিন্ন শ্রীমথুরাধাম। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই"—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি গৌররূপে এই যোগপীঠে আবির্ভূত হ'য়েছেন—চিরাৎ অনর্পিতচরীম্ উন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং কলৌ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ হরিঃ ( গৌরধাম শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে ) করুণয়া অবতীর্ণঃ। মথুরাধামে সকল ভগবদ্বতারের অংশী স্বয়ংরূপ অবতারী ভগবান্ কংসকর্ত্তৃক লৌহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত, নিগড়বদ্ধ বসুদেব ও দেবকীর নিকট চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন. এখানে গৌর অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ হ'য়েও বিষ্ণুরূপে অভিন্নবসুদেব শ্রীজগন্নাথমিশ্র এবং অভিন্ন-দেবকী শ্রীশচীদেবীর উদরে - শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুমাঝে আবির্ভূত হ'য়েছেন। এজন্য শ্রীমায়াপুর যেমন মথুরাভিন্ন ধাম বলা হয়। মথুরা—

"মধ্যাস্তে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ধাম মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন জগৎসমূহকে ও চিন্ময় লীলা-পরিকরগণকে মধন করেন যে ধাম, তাহাই মথুরা ধাম। মধন করেন কিসের দ্বারা? না—ব্রহ্মজ্ঞানেন—সন্ধিৎসারভূত-কৃষ্ণজ্ঞানেন অথবা যেন হ্লাদিনী-সারভূত-কৃষ্ণপ্রেমো নির্য্যাসেন।

এখানে 'ব্রহ্ম'—ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানেন—ভগবজ্-জ্ঞানেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অসমোর্দ্ধ চিদ্ঘনানন্দ এক অদ্বিতীয় বস্তুকে তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব ব'লে জানেন। সেই তত্ত্ববস্তু দর্শকের দর্শনে তিন প্রকারে প্রতীত হন। তাঁকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবদ্রূপে দর্শন ক'রছেন। বস্তুতঃ সেই 'ব্রহ্ম'শব্দের মুখ্যপ্রবৃত্তিতে—'ব্রহ্ম' শব্দে লক্ষীভূত যে বস্তু—ব্রহ্মবাচকের লক্ষীভূত যে বাচ্য বস্তু, তাহাই ভগবৎ বা কৃষ্ণশব্দে শব্দিত—সংজ্ঞিত। 'ব্রহ্মজ্ঞান' ব'লতে কৃষ্ণজ্ঞান। প্রেমের নির্য্যাস এবং কৃষ্ণজ্ঞানদ্বারা যে অপ্রাকৃত ধাম অনন্তকোটি চেতন ও অচেতনজগৎকে মধন করেন, তাহাই মথুরা। 'তৎসারভূতং'—সন্ধিতের সারভূত কৃষ্ণজ্ঞান এবং হ্লাদিনীর সারভূত কৃষ্ণপ্রেমের নির্য্যাস যত্তাং পূর্য্যাং যে ধামে আছে—সা মধুপুরী অর্থাৎ মথুরাপুরী।

সেই মধুপুরী পরম মধুরা। "মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা"। সেথা পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বজন সেবকের প্রেম-বশীভূত—যিনি অবাঙ্মনসোগোচর, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষেরও অতীত ব'লেই স্বেচ্ছালীলায় বদ্ধ—যিনি কেবলমাত্র অহৈতুকীভক্তিশক্তিতে প্রেমিক রসিক ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দবিধানের জন্যই মূর্ত্তরূপে ও ভক্তগণের বিনাশাদি রূপ গৌণ প্রয়োজনের জন্য অন্যান্য অবতারগণকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে অবতীর্ণ, যেখানে অঘটনঘটনপটীয়সী লীলাশক্তিকে অবলম্বন ক'রে বিশুদ্ধসেবকগণের প্রেমে বশীভূত হ'য়ে স্বয়ংরূপ অবতীর্ণ হন, সেই ধামই মথুরা।

যেখানে অজিত হ'য়েও ভগবান্ তাঁর প্রেমিকভক্তের প্রেমজিত, প্রাকৃত প্রমার অতীত অক্ষয় হ'য়েও যেখানে তিনি প্রমেয়, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব চিৎ-সমন্বয় যেখানে বিদ্যমান, 'অণোরণীয়ান্', 'মহতো মহীয়ান্' হ'য়েও যেখানে তিনি মাধুর্য্যিক আকারবিশিষ্ট, যেখানে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে overpower ক'রে—শিথিল ক'রে দিয়ে অনন্তাপেক্ষি-মাধুর্য্যদ্বারা স্বয়ং নরলীলায় বিরাজমান, সেই অধোক্ষজের উর্দ্ধতন ধামই মথুরা ধাম।

যিনি তাঁর অসমোর্দ্ধরূপের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর জগৎকে বিস্মাপিত করেন, প্রবলবায়ুমানভাবে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান স্বীয় মদনমোহনাখ্যক কামের, ইচ্ছার, বাসনার, বা অভিলাষের পরিপূরণার্থ যিনি অতুলনীয় প্রেমমণ্ডল-মণ্ডনঃ পরিকর-মণ্ডলিপরিবৃত হ'য়ে অতুল মধুর লীলা-কল্লোলবারিবিহরূপে যেখানে নিত্যবিরাজমান—যেখানে পরিকরগণ পরব্যোমের পরিকরগণের ন্যায় কেবলমাত্র subordinate ন'ন, যাঁরা তদনীয় বস্তুর উপরও সেবা-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য বিস্তার ক'রে তাঁকে প্রেমে বশীভূত ক'রে রাখেন, এমন অসমোর্দ্ধ পরিকরগণ যেখানে, যেখানে সেবক বা আশ্রয়ই প্রেমে গরীয়ান্ এবং সেব্য বা বিষয় প্রেমে কনীয়ান্, সেখানেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম মথুরা।

মথুরা—'মধুরা', আর অতিরিক্ত-শ্রীমথুরা এই গৌরধাম—'উদারা'। এই গৌরধাম-পদ্মের মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকাররূপ অন্তর্দ্বীপান্তরে মহাযোগপীঠে সেই স্বয়ংরূপ গৌরসুন্দর অচিন্ত্যউদার্য্য-স্বভাবরূপে নিত্যসুখবোধতত্ত্ব অজ হ'য়েও জন্মলীলা আবিষ্কার করেন যে ফাল্গুনীপূর্ণিমাতিথিতে আমরা সেই মহাবদান্য তিথিশ্রেষ্ঠাকে বন্দনা করি।

গৌরের জন্ম প্রাকৃত মর্ত্ত্য জীবের জন্মের ন্যায় নহে। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হ'লেও পূর্ব্বদিক্ কিন্তু সূর্য্যের জননী নয়, যখন সূর্য্য লোকলোচনের গোচরীভূত হন, তখন যেদিকে সূর্য্যকে দর্শন করা যায়, সেই দিক্‌কেই জননী ব'ললেও যেমন বস্তুতঃ তাহা নহে, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশমান স্বরাট্ পরব্রহ্ম গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত জন্মলীলায় কোন প্রাকৃতত্ব আরোপিত হ'তে পারে না। তিনি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পে, যে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, ঠিক সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগে পরম উদার্য্যবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। প্রতি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পের [illegible]

স্বরূপ ভগবানের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যলীলা নিত্যকাল প্রকাশমান।

"তদ্ভাবাভাবঃ সমঞ্জসি শচীগর্ভসিন্ধৌ ইন্দৌ"

শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধুমধ্যে গৌরচন্দ্র আবির্ভূত। সেই শচীগর্ভ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বহির্মুখজীবের পরস্পর কামজসম্ভূত নহে, তাহাতে "ন জীবানামিব ধাতু-সম্ভবঃ"। পূর্ণবিধু যেমন সূর্য্যের অনুগী নহে, সেইরূপ কোন বহির্মুখ মায়াবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন মন ও দেহের অধীন বর্ত্তা বদ্ধজীব হ'তে জাত উৎপন্ন জীববিশেষ গৌরচন্দ্র নহেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কোন গবেষণার বস্তু নহেন; তিনি স্বপ্রকাশ, অধোক্ষজ, Absolute Personality. He cannot be and is not to be measured or gauged by human senses, এইটিই তাঁর স্বরূপ—পরমেশ্বরত্ব। ইতিহাসের কালের মধ্যে আবির্ভূত হ'লেও তিনি কোন প্রাপঞ্চিক কালাবর্গত বস্তু নহেন। প্রাকৃত দেশকালপাত্র তাঁকে মেপে নিতে পারে না। মর্ত্য সমগ্র মানবজাতির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিকালে সূর্য্য নিত্যপ্রকাশমানাবস্থায় বর্ত্তমান থেকে যেমন জন্মমৃত্যুর অধীন ঐতিহাসিক বা ঘটকবস্তু হয় না, তদ্রূপ। যেমন 'সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না এবং সূর্য্য অস্ত গেলে সূর্য্যের বিনাশ বা মৃত্যু হ'ল ব'লে মহা মূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হয়, তদ্রূপ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে নিখিল-কারণকারণ—সর্ব্বশেষ কারণ যাঁর পাদপদ্মে আবদ্ধ, তাঁকে অন্য cause-এর effect স্বরূপ বা তাঁরে বাস্তববস্তুবহীন ঘটক মনে করা অতীব মূর্খতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অতিমর্ত্যদেবকীবসুদেব—শ্রীশচীজগন্নাথ-পুত্রে আজ হ'তে ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হ'য়েছিল। 'কলি'শব্দে তর্ক, বিবাদ বা অসম্প্রীতি। এই কলির জীব প্রত্যেকবিষয়েই তর্ক, বিবাদ বা অসম্প্রীতি উদ্গীরণ করে। সূর্য্যের অস্তিত্ববিষয়েও তা'রা নানা সন্দেহ প্রকাশ করে। ব্যাপ্য হ'তে ব্যাপকের দিকে অভিযান না ক'রে থাকতে পারে না। এমনই একটি অসম্বলের যুগ এই কলিযুগ। গৌরসুন্দরের এমনই একটী মনের মতন যে যুগ, সেই যুগে নিত্য, অসমোর্দ্ধ ভক্তিসোভা—যা কেহ কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে নাই, কোন যুগে কোন অবতারই যা দিতে পারেন নাই, সেই অনর্পিতচরী সমুন্নতোজ্জ্বলরসা মহাপ্রভু অতি হীন দরিদ্র, কোটি ত্রাধাবিধ-দ্বারা উপদ্রুত, ত্রিতাপজ্বালায় সর্ব্বক্ষণ পীড্যমান জীব-প্রতি অপার করুণায় বশবর্ত্তী হ'য়ে বিতরণ ক'রবার জন্য যেখানে জন্মলীলা আবিষ্কার ক'রেছিলেন সেই ধামই এই যোগপীঠ। কোন অচিন্ত্যকারণে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার কিছু পর হ'তেই এই মহাযোগ-পীঠ লোকলোচনের নিকট বহুকাল ব'রে গুপ্ত ছিলেন। অতঃপর সাক্ষাৎ 'গৌরাভিন্ন—পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত—বিভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই ধাম যে মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় বর্ত্তমানযুগে ভাগ্যবান্ জীবসমূহের নিকট আত্ম-প্রকাশ ক'রেছেন, সেই মহাজনপ্রবর মহাপুরুষই যে মহামহা-বদান্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?—তিনিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁর কৃপা-ব্যতীত গৌরধাম, আবার শ্রীগৌরধামের কৃপা-ব্যতীত তাঁর কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। এই ধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ কর্‌বার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা শ্রীনাথ রায়, ময়মনসিংহের সেরপুরের জমিদার গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ক'রেছেন। সেই গৌর-প্রেষ্ঠ নিজজনের অহৈতুকীদয়ার তুলনা নাই। সপ্তসাগর যদি লিখ্‌বার কালি হয়, ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লিখ্‌বার কাগজ হয়, আর গৌরীশঙ্কর বৃক্ষ যদি কলম হয়, তা'হ'লেও তাঁর মহাসিন্ধুর একটি বিন্দুরও পরিচয় দেওয়া যায় না। মাতা যেমন সন্তান-স্নেহ কি জিনিষ তা' বুঝ্‌তে পারে না, তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তাঁর কৃপার কথা কা'রও উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেই গৌরনিজজন প্রেমবাণী শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আমরা নিত্যকাল বন্দনা করি।

এই সেই ধাম, যে ধামে কালো এসেছিলেন গৌররূপে তাঁর কালো অঙ্গ ঢেকে। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নিয়ে এসে-ছিলেন। "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, বা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদ্য আমার যে অদ্ভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য আস্বাদন-হেতু কি প্রকার সুখ লাভ করেন"—এই তিনটি বিষয়ে লোভ-হেতু শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপসমুদ্রে জন্মলীলা আবিষ্কার ক'রলেন। 'আমার যে প্রেমের বিচার—প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ—

হ্লাদিনীশক্তি, তাঁর প্রণয়মহিমা আমার প্রতি কতটা, তা' স্বয়ং সচ্চিদ্‌বিগ্রহেরও জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। সচ্চিদ্‌বিগ্রহ যিনি সব জানেন, তাঁরও জানের অগম্য হ'য়েছিল—হ্লাদিনীর প্রেমের গভীরতা। কিন্তু সচ্চিদ্‌বিগ্রহের ভাব বর্ত্তমান থাকা কালে পুরুষাভিমানে তা' বুঝা যায় না, অথচ বুঝবার জন্য অত্যদ্ভুত লোভ বর্ত্তমান, তাই মাধুর্য্যময় স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়-বিগ্রহের ভাব-বিভাবিতা এই পরমৌদার্য্য লীলা। কৃষ্ণ নিজের যে মাধুর্য্য দর্শন ক'রে নিজেই চপল চঞ্চল হ'য়ে প'ড়ছেন এবং ব'লছেন—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।

—ললিতমাধব, ৮ম, ২৮ শ্লোক

[ কৃষ্ণ কহিলেন—আহা এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকার-কারী অবিচারিতপূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি মুগ্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি। ]

—মদনকে মোহিত ক'রেও যিনি নিজমাধুর্য্যে নিজেই অতিমাত্রায় চপল চঞ্চল হ'য়ে পড়েন, যে মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে হ্লাদিনীশক্তি কত সুখ পান, সেই মাধুর্য্য কি প্রকার এবং হ্লাদিনীশক্তির সচ্চিদ্‌বিগ্রহের প্রতি অনুভব কিরূপ—অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণকে অনুভব ক'রে কতটা সুখ পান, তা' জান্‌বার জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ সাক্ষাৎ সচ্চিদ্‌বিগ্রহেরও জান্‌বার অভাব হ'য়েছিল — তিনটি বিষয়। কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে—সেবা ক'রে কতটা সুখ পান, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর হ'য়েও তাঁর লীলাবেশে সেইটি জান্‌বার অভাব হ'য়েছিল। তাই স্বয়ং বিষয় আজ তাঁর আশ্রয়ের 'ভাব' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি ও 'কান্তি' অর্থাৎ রূপ ধারণ ক'রে—চুরি ক'রে—আশ্রয়ের ভক্তিশোভায় শোভা-ময় হ'য়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষাতীত—অধোক্ষজেরও অতীত অপ্রাকৃতের বিভ্রম, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের সেবামাধুরিমার প্রকটমূর্ত্তি এই শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনবদ্য করুণা-প্রকাশ-ফলেই আজ আমাদের সেই মহা-মহা শ্রীধামের কৃপা-লাভের মহা-মহা সুযোগ উপস্থিত।

কিন্তু যাঁর কৃপা না হ'লে সেই ভক্তিবিনোদ-মহিমা কেহই জান্‌তে পার্‌তো না, শ্রীভক্তিবিনোদের যিনি সর্ব্বক্ষণ নিত্যবান্ধব, নিত্যপ্রেষ্ঠরূপে আমাদিগকে কৃপা কর্‌বার জন্য এই শ্রীধামে পাদপদ্মবর্ষকাল ( ২৫ বর্ষ ) অনন্যভাবে শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট সেবা ক'রেছেন, আমরা আজ এবং নিত্যকাল সর্ব্বাগ্রে আমাদের পরমারাধ্য সেই শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জয় গান করি। এখানে যে অধোক্ষজ-বিগ্রহ প্রকট হ'য়েছেন, সমগ্র চরিতে প্রকটকালাবধি জড়জগতে অবস্থান-কালের শেষ মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত প্রভুপাদ আমাদিগকে সেই অধোক্ষজ-কথা উপদেশ ক'রেছেন। জড়বিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে Surmount বা Transcend ক'রেছেন যিনি, তিনিই অধোক্ষজ। অ হইতে ক পর্য্যন্ত যত বর্ণ ও সেই বর্ণ-নিষ্পন্ন যত শব্দ এবং শব্দের বাচ্য প্রকৃতির অন্তর্গত যত স্থূল বা সূক্ষ্মবস্তুসমূহ, তাহা হইতে জাত যে অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান, তজ্জনিত যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করাই অধোক্ষজের স্বভাব। বিষ্ণুর নাম—অধোক্ষজ। ১৩৪১ সালে ( ৩০শে বৈশাখ ) এই যোগপীঠে ওই নূতন অহতেষী শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন-কালে এই অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'য়েছিল। ঠিক যে স্থানে অধোক্ষজের আবির্ভাব হ'য়েছে, ঐ স্থানে অধোক্ষজের মাথায় অবধূতকুলচূড়ামণি অপ্রাকৃত ব্রজবাসী পরমহংস ও বিষ্ণুপার্শ্ব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ এসে ব'সে থাক্‌তেন। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী—কৃষ্ণের নিজ-জন তিনি; তাঁর এতে কোন দোষ নাই। ব্রজবধূর সঙ্গে বিষ্ণুর বিক্রীড়াকে রূপক মনে করা বা কৃষ্ণের অধোক্ষজত্ব না বুঝে প্রাকৃত জ্ঞান করা—মায়াবাদ বা অভক্তি। এজন্য 'অধোক্ষজ' শব্দ-দ্বারা Apotheosis ও Anthropomorphismকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হ'য়েছে। সেবক-অধোক্ষজ নিত্য-ব্রজবাসী সেব্য-অধোক্ষজের মস্তকে থাকায় অধোক্ষজ-লঙ্ঘন-জনিত কোন দোষ হয় নাই, পরন্তু কৃষ্ণের তা'তে পরম সুখ হ'য়েছে। সেবার স্কন্ধে আরোহণ ক'রে নিজ-জন সেবকের অবস্থান,—ইহা বাহিরের দর্শনে বিসদৃশ মনে হ'লেও ব্রজে এই লীলায় নিত্য নবনবায়মান চমৎকারিতা আছে। ঐ স্থানে একটি কাঁঠাল গাছ ছিল,

সেই কাঁঠাল গাছটিতে ১২ মাস কাঁঠাল হ'তো। অবধূত-বেশে—'সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ'—বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে এই ধামে এসে ঐ কাঁঠাল তলায় বিশ্রাম ক'র্‌তেন। আমরা আজ এবং নিত্যকাল সেই পরমহংসকুলাগ্রগণ্য আমাদের পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-প্রভুর জয় গান করি।

আবার, যাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন-জন্য নিত্য ব্রজবাসী শ্রীগৌরকিশোর শ্রীব্রজধাম হ'তে এসে এই গৌরধামে বাস ক'রেছিলেন, সেই ব্রজমণ্ডল-ক্ষেত্রমণ্ডল-নবদ্বীপ-মণ্ডলের সর্ব্ববৈষ্ণবগণপ্রপূজ্য একমাত্র বৈষ্ণবসম্রাট্—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর জয়ও আমরা আজ এবং নিত্যকাল উচ্চৈঃস্বরে গান করি। তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ব্রজবসতির অনুভূতিতে এই ধাম নির্দ্দেশ ক'রেছিলেন।

আজ পরমভক্ত মহাবদান্য পরম পারম শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-বাসরকে সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দন করি। আর শ্রীগৌরহরির সেই নিত্যসিদ্ধ নিজজন—শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-কিশোর-সরস্বতী প্রভুচতুষ্টয়ের পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে তাঁদের বিহিত, কীর্ত্তিত শিক্ষা-উপদেশের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে তাঁদের পদ-পদ্মের ধূলিরূপে নিজেদের স্বরূপকে জেনে, তাঁ'দের পদত্রাণ মস্তকে বহন ক'রে এই পার্থিবজগতে অবস্থানের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তাঁদের মনোঽভীষ্ট-সেবারই এ নির্ঘৃণা জীবনকে আহুতি দিতে পারি, তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই যেন জন্মেজন্মে আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, ইহাই আজকার শুভদিনে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক।

---

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার

## ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ *

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দির

কাল—২৯ গোবিন্দ, ৪৫১ গৌরাব্দ

গত ১লা চৈত্র, (১৩৪৪), ১৫ই মার্চ্চ (১৯৩৮), মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুলজয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রথম দিবসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে সভার অধি-বেশন উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী, দর্শক, সভ্য, সজ্জন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ বহু ভক্ত সমবেত হন। সভার পূর্ব্বে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনাদির পর পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী প্রভু বিপুলজয়ধ্বনির মধ্যে উক্ত সভাস্থলে প্রবেশ করিলে সমাগত সকলেই সসম্ভ্রমে প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করেন। বৈষ্ণবমূল ও সভামূল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও অমানিমানদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ না করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং প্রস্তাব করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন—"পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবেই এই সভার যোগ্যতম পাত্ররাজ হইলেও শ্রীল আচার্য্যদেবেরই ইচ্ছানু-সারে শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।"

অতঃপর শ্রীল গোস্বামিপ্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৈষ্ণব-সহকারে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব ও সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশে নিম্নোক্ত কার্য্যতালিকা অনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ ১৩শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' পত্র হইতে গত বৎসরের শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার বিবরণী পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত

---

* শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার বিশেষ কার্য্য-বিবরণী পরে প্রকাশিত হইবে।—গৌ: সং

সজ্জনগণকে উক্ত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু উহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবিত সভ্যগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী, ঢাকা; শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন সরকার, ভাগলপুর। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার, মেয়াদুন; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেটারিনারী ইন্‌স্পেক্টার, গয়া; ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাভাম সিংহ, গয়া; বাবু যদুনাপ্রসাদ ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণিয়া; শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায়, রেঙ্গুণ; ডাঃ নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রেঙ্গুণ; শ্রীযুক্ত নিত্যলাল রায়, কলিকাতা; বাবু কালীনাথ প্রামাণিক, রঘুনন্দনডাঙ্গা, গঞ্জাম; শ্রীযুক্ত পটল সুরি পাত্র, বেরাহাম্পুর, গঞ্জাম; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অমলঝাড়ী, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুন্সী, লক্ষ্মণপুর, ময়মনসিংহ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী, ভাটিজলকর, ময়মনসিংহ।

অনন্তর মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিসুহৃৎ প্রভু শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিগত বর্ষে যথাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের নাম উল্লেখপূর্ব্বক বিরহ প্রকাশ করেন। যথাগত বৈষ্ণব ও সজ্জনগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীপাদ প্রিকান্ত ব্রহ্মচারী, ঢাকা গোপালজীমঠ (৩০।৪।৩৭); শ্রীপাদ জগগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিপ্রসাদ, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির (১১।৭।৩৭), বাঁকুড়ার ব্যবহারাজীব শ্রীপাদ অনুপম নরকোবিদ (কলিকাতা ৭।১০৩৮), ময়মনসিংহের রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার; রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; শ্রীপুরুষোত্তমমঠ-সেবক মেদিনীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বারিক (শ্রীযোগপীঠের দাসাধিকারী ৪।১০।৩৭), বনগাঁ কামারপাড়া নিবাসী শ্রীযোগগোবিন্দ দাসাধিকারী (২৭।১০।৩৭); শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক আসামবাসী শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ দাসাধিকারী (কলিকাতা ২৯।১১।৩৭)।

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃব্যক্তিগণকে ভক্তিসূচক উপাধি ও শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-প্রদানের প্রাক্কালে সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী প্রভু বলেন—"আমি এই গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রের বাহকমাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা জগদ্গুরু আচার্য্যদেবই প্রদান করিতেছেন। আমি অতি হীনহীন, আমার অন্যকে আশীর্ব্বাদ করিবার ক্ষমতা নাই। আমি নিজেই বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রার্থী; তবে 'কা'বেরে পরুষ করে ঐছে ব্যবহার' বিচারানুসারে আমাকে এই কার্য্যের ভার দেওয়ার মধ্যে মহাভাগবতের 'কৃপাবপি দুর্নীচতা'ই প্রকাশ পাইতেছে। বৈষ্ণবের প্রকৃত সম্মানে জীবের 'ব্যাঙ্ কাটা' অবস্থাও হইতে পারে, আবার ঊর্দ্ধ গমনও সম্ভব হয়।" ইত্যাদি বহু কথা বৈষ্ণবরে বলিয়া গোস্বামিপ্রভু প্রত্যেকের ললাটে প্রণামীচন্দন লেপনপূর্ব্বক প্রণামী নির্দ্দেশ-সহ শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও ভক্তিসূচক উপাধির তালিকা (৩৪টি) প্রদত্ত হইল। উপাধিপত্রগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই—ভক্তিবিশারদ, শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী—ভক্তিপ্রবোধ; শ্রীযুক্ত মধুসূদন শাহী—ভক্তিকুশল, শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী—ভক্তিকোবিদ, শ্রীপাদ অখিলব্রহ্মচারী—সেবাধর্ম্ম, শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল সুবুদ্ধি—ভক্তিশ্রীরূপ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল—সেবাকুশল, শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী বি-এ—সেবাসুহৃৎ, শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়—ভক্তিভূষণ; শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী—ভক্তিসুন্দর; শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায়—সেবাবারিধি, শ্রীপাদ মদননিলয়ব্রহ্মচারী—ভক্তিকৃতি; শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী—কারুকুশল, শ্রীপাদ সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী—ভক্তিকৈকুব।

শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার—মহোপদেশক, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল—ভক্তিবান্ধব, উপদেশক, শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী—ভক্তিব্রত, উপদেশক; শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ—বিদ্যার্ণব, উপদেশক; শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী বি-এ—ভক্তিসরোজ, উপদেশক; শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ—উপদেশক, শ্রীপাদ সুদেব দাসাধিকারী—উপদেশক, শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—ঐ; শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—ঐ; শ্রীপাদ ব্রতিশেখর ব্রহ্মচারী—ঐ, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী—ঐ, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাসাধিকারী—ঐ, শ্রীপাদ গৌরেন্দু

ব্রহ্মচারী—ঐ; শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী—ঐ, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ, হ্যাণ্ড্‌লোকেট—ঐ, শ্রীযুক্ত আশুবিহারী লাল কপূর এম্‌-এ—ঐ; শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী—ঐ, শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী—ঐ। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী—ঐ; শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্‌-এ, বি-এল্‌—ঐ।

অতঃপর সভাপতি গোস্বামিপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ গুপ্তবিলাস ভক্তিসুহৃৎ প্রভু শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বর গৌরসুন্দরের শ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতা নিম্নলিখিত বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের নাম উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ; শ্রীপাদ গিরি মহারাজ; শ্রীপাদ সাগর মহারাজ; শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজ; শ্রীপাদ গিরি মহারাজ; শ্রীপাদ ঔদুম্বোমি মহারাজ; শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ; শ্রীপাদ স্রোতী মহারাজ; শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ; শ্রীপাদ বাচক মহারাজ; শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ; শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী; শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ; শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ; শ্রীপাদ সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান্‌ প্রণব নাথ রায়; শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিবর; শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ ভবসন্ধিজ্ঞি দাসাধিকারী ভক্তি-সৌরভ; মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী; শ্রীমুকুন্দ-গোপাল দাসাধিকারী; শ্রীঅবধূত ব্রহ্মচারী; শ্রীঅনন্ত-রাম ব্রহ্মচারী; শ্রীবটীন্দ্র দাস; ডাঃ শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী; শ্রীবিষ্ণুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীঅবধূতগোবিন্দ দাসাধি-কারী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী, শ্রীঅমলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী; শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দ পাণ্ডা, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী; শ্রীশ্রীধাম দাসাধিকারী; শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীমনোহর দাস, শ্রীহরীশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরলীল দাস; শ্রীহরি-রক্ষিত দাসাধিকারী, শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী; শ্রীউপেন্দ্র বিলাস দাসাধিকারী; শ্রীনিতাই ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণ কারুণ্য ব্রহ্মচারী; শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীজ্যোতিরন্তরাত্মা ব্রহ্মচারী; শ্রীপরমেশ্বু দাস, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীপঞ্চানন দাসাধিকারী, শ্রীগৌরাই দাস অধিকারী, শ্রীমদন মনোহর ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপ্রভাত সুহৃদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুরাজ নাথ ব্রহ্মচারী; শ্রীউদ্ধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারী; শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুকেশ দাসাধিকারী।

শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল; নন্দ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী; রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ; সত্যব্রুক দাসাধিকারী বি, এ; মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, প্রভুর কুমার দাস; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবাপরায়ণ ছাত্রবৃন্দ; শ্রীপাদ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী; হরিপদ ব্রহ্মচারী।

শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার; রাধারমণ ব্রজবাসী; শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী; নিখিলরঞ্জন দাসাধিকারী; কবিভূষণ ব্রহ্মচারী; হরিপদ ভক্তিবিবুধ; নিতাইদাস ব্রহ্মচারী; নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী; অপ্রমেয় দাসাধিকারী; রূপ-বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ; যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী; অতুলা-নন্দ ব্রহ্মচারী; নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী; অমৃতানন্দ সেবা-বিলাস; গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী; নীলমণি ব্রহ্মচারী; রাম-গোবিন্দ দাসাধিকারী, সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; গৌরাঙ্গ-প্রিয় ব্রহ্মচারী, নন্দপ্রাণ ব্রহ্মচারী; জয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী; গিরীন্দ্র রায়; উপেন্দ্র চন্দ্র দাসাধিকারী; অধিরূঢ় ব্রহ্মচারী, নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী; পতিতপাবন ব্রহ্মচারী, রাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সদানন্দ ব্রহ্মচারী, নবনব রসানন্দ ব্রহ্মচারী; ভক্তিগৌরভ দাসাধিকারী, সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (Herr E. G. Schulze); মহাপুরুষ দাসাধিকারী; বিনোদ-গোপাল ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, উজ্জ্বল নীলমণি দাসাধিকারী বি, এ, অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী, জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ বর্ম্মা, শ্রীগণপতি ব্রহ্মচারী, ভগবানদাস মথুরাবাসী,

ধরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী; রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; পরমেশ্বরী ব্রহ্মচারী; ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী; পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী। কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী। নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী। নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী; চিদানন্দ ব্রহ্মচারী; দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী; বেণুগানন্দ ব্রহ্মচারী; নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী। বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী। বিধুভূষণ দাস, অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী। ভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী। উপাস্তচরণ ব্রহ্মচারী; হরিচরণ ব্রহ্মচারী। প্রভুচরণ ব্রহ্মচারী; নরসিংহ ব্রহ্মচারী; বিরজামাধব ব্রহ্মচারী; অধর জান ব্রহ্মচারী। কৃষ্ণভজন ব্রহ্মচারী; হরিজন দাস ব্রহ্মচারী; সংকীর্ত্তন-দাস অধিকারী। রাধারমণ ব্রহ্মচারী। বনবিহারী ব্রজবাসী; ব্রজেশ্বর ব্রজবাসী; সুদর্শন ব্রহ্মচারী; গোপালদাস ব্রহ্মচারী; জনার্দ্দন দাস ব্রহ্মচারী। রামচরণ দাস অধিকারী।

রায়বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন (সপরিবারে); শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী (সপরিবারে)। শ্রীপাদ দক্ষজনসুহৃদ্ দাসাধিকারী এম্, এ, বি, এল, (সপরিবারে); শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ সরকার এম, এ, বি, এল, (সপরিবারে); শ্রীঅধোক্ষজ সেবাকোবিদ (সপরিবারে); শ্রীমধুসূদন ভক্তিবিলাস; শ্রীনেশচন্দ্র ভক্তিবোধ; শ্রীনলাল বিদ্যাসাগর বি,এ; শ্রীবিরাজমোহন ভক্তিভূষণ; শ্রীনিত্যগোপাল দাসাধিকারী; ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস; শ্রীশিব বান্তব বিগ্রহ বিদ্যারত্ন; শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী; শ্রীগিরিধনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীমধুসূদন সাহী; শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিরাজ; শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি,এল; সনৎকুমার দাসাধিকারী; রাধাগোপাল মুখুটি; কৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী; উদ্ধব দাসাধিকারী; মোহিনী মোহন সরকার; সুরেশ চন্দ্র সিংহ, উকীল, ধানবাদ; নরোত্তম দাসাধিকারী, ধানবাদ; কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, ধানবাদ; নিত্যলাল রায় (কলিকাতা); প্রপন্নার্ত্তিহর দাসাধিকারী; সীতাপতি দাসাধিকারী; দুর্লভমাধব দাসাধিকারী (কাশী); শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (সপরিবারে); আশুবিহারী লাল কপূর, এম্, এ; লালা মদনমোহন রায়; ফণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ; অনিরুদ্ধচরণ দাসাধিকারী; রাঘবানন্দ দাসাধিকারী (সপরিবারে); হরিভোজন দাসাধিকারী (ধুবড়ী)। কালিদাস পাল, সুধাংশুশেখর পাল, আবুল মৌরী। জামসুন্দর দাসাধিকারী ও তাঁহার মাতা, কেশিয়াড়ী। পুলিন বিহারী দাসাধিকারী, পরপরা; সাধুচরণ দাসাধিকারী, লিংপুর; সতীশচন্দ্র হাই, ডিমল; যতীন্দ্রনাথ মহাপাত্র ও হৃষীকেশ মহাপাত্র, মহাভোল; উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহাভোল; উদ্ধব দাসাধিকারী, ময়মনসিংহ; সহজানন্দ দাসাধিকারী, ময়মনসিংহ; সুরেন্দ্র নাথ মূন্সী, শশীভূষণ গোল, বিধুভূষণ গোল, নগেন্দ্রনাথ গোল ও ইন্দুভূষণ গোল; শচীন্দ্রনাথ ঘোষ (সপরিবারে); বিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; আধিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (পোষ্ট মাষ্টার); গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; রাধাচরণ গোস্বামী; দেবেন্দ্রনাথ দেববরিয়া, সতীশচন্দ্র দত্ত। শ্রীজগন্নাথচরণ বিদ্যা, বিনোদবিহারী জ্যোতিষ, কল্যাণপুর; শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাস অধিকারী (ঐ); শ্রীমদ্ভক্তিচরণ দে মহাশয়ের আত্মীয়াগণ। বিচিত্রভূষণ দাসাধিকারী (ওয়ার্ক ক্লার্ক, ধানবাদ); ছুটেবিমোচন দাসাধিকারী; ফকির চন্দ্র মণ্ডল (ঘাটাল); বিভূপদ হালদার (মগরাহাট); ডাঃ শ্রীশ চন্দ্র মৈত্র এম, বি, (সাহাজাদপুর, পাবনা); ডাঃ বিধুভূষণ ঘোষ (ঐ); শ্রীনফরচন্দ্র কুণ্ডু চৌধুরী (পোতাজিয়া, পাবনা); ডাঃ বসন্তকুমার দত্ত (হাটুরিয়া জগন্নাথপুর, পাবনা); ডাঃ শশীভূষণ বসিক্ (সেকেন্দর নগর, ময়মনসিংহ); শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল (ধলা, ময়মনসিংহ); দীননাথ পাল (ঐ); রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মোক্তার, ময়মনসিংহ); সুরেন্দ্রচন্দ্র মূন্সী (লক্ষণপুর, ময়মনসিংহ), অঘোর চন্দ্র গুহ (চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি)।

শ্রীযুক্ত ভাবানন্দ দাসাধিকারী (বেড়াচাঁপা); তোলানাথ পোদ্দার (শ্রীনগর, ফরিদপুর); শ্রীশ চন্দ্র দে (ইটিওা চব্বিশ পরগণা); শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ কুণ্ডু এম-এ, বি-টি (হরিখালি, মেদিনীপুর); ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল (মেটলপোতা); প্রিয়নাথ ঘাটুয়া (মেজোগ); রামরুক্ষ দাস (পানা); ডাঃ সনৎ কুমার সরদার (চব্বিশ পরগণা)।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার (লক্ষ্ণৌ); শ্রীযুক্ত জে, এন রায়, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনজজ (লক্ষ্ণৌ); প্রতাপগড়ের রাজা অজিত প্রতাপ সিংহ। প্রতাপগড়ের মিনিয়র রাণী সাহেবা; রায়বাহাদুর রণজিৎ সিংহ (উকিল, ভাগলপুর); রায়বাহাদুর বংশীধর চন্দ্রচনিয়া (মার্চ্চেন্ট, ভাগলপুর); শ্রীযুক্ত যদুনন্দন কুমার নিয়োগী (উকিল, ভাগলপুর); শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসু (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়াটার ওয়ার্কস্, ভাগলপুর); ক্ষেত্রপাল

দাসাধিকারী ( এলাহাবাদ ) ; বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ ( ঐ ) ; লোকনাথ সহায় ( পাটুনা, গয়া ) ; বিজয় প্রকাশ রায়চৌধুরী (ভাইস্ চেয়ারম্যান, টিকারী মিউনিসিপ্যালিটি), বৈকুণ্ঠ চরণ সরকার ( হেড্ মাষ্টার, টিকারী রাজ এইচ, ই, স্কুল ) ; বাবু শ্রীকান্ত দাস (জমিদার, হিরণ্যা) ; দুর্গাশরণ দাস ( জমিদার, ঐ ) ; ডাঃ নরেশ চন্দ্র রায় (ডাল্টনগঞ্জ) ; শ্রীযুক্ত মাধববিনোদ দাসাধিকারী ( হাসৌলি এষ্টেট ) ; ডাঃ রাধাশ্যাম সিংহ ( গয়া ) ; দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( ডেটারিনারী ইন্‌স্পেক্টার, গয়া ) ; শ্রীচাঁদ বাবু ( গয়া ) ; শ্রীনন্দপ্রসাদ ( জমিদার, করিগাঁও ) ; গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (মাষ্টার, ডিলাইয়া) ; বাবু যমুনাপ্রসাদ (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), পূর্ণিয়া ; কামেশ্বর পাণ্ডে কেশোরাম পাণ্ডে (জমিদার, পালুবর, গয়া ) ; যমুনাপ্রসাদ বৈদ্যরাজ, কবিরাজ ; রাম চাঁদ রাম ( মার্চ্চেণ্ট, গয়া ) ; রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহ ( জমিদার, গয়া ) ; মনোরঞ্জন সরকার ( কলিকাতা ) ; বি, কে, পাল ( কলিকাতা ) ; সত্যমাধব দাসাধিকারী, এলাহাবাদ ; রাখালচন্দ্র দাসাধিকারী ( ঐ ) ; রায় সাহেব পি, ভি, ঘোষ ( ঐ ) ।

রেঙ্গুণ-প্রবাসী—শ্রীশশধর চট্টোপাধ্যায় ; ডাঃ নীরেন্দ্র নাথ মজুমদার ; শ্রীসুধারঞ্জন রায় ; শ্রীভরতচন্দ্র সিংহ ; ব্যোমকেশ ঘোষ ; শশিকুমার নন্দী ; শ্রীরাজকুমার দাস ; টেঙ্গ-প্রবাসী – শ্রীসারদাচরণ দাস। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ; মণ্ডলিন প্রবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী, রেঙ্গুনমাষ্টার ; যোগেশ-চন্দ্র দে ; পঞ্চানন ভৌমিক, সেক্রেটারী, মৌলমিন মিউনিসি-প্যালিটি ; ডাঃ রমেশচন্দ্র চৌধুরী ; ভৈরব লাহিড়ী ; যামিনী কুমার দাস ; মিঃ বি, এন, দাস ব্যাড্‌ভোকেট (রেঙ্গুন) ।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বহু সজ্জনবৃন্দকেও তাঁহাদের বিভিন্নসেবাকার্য্যে সহায়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করা হয় :—

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল জি, সি মৈত্র, রেঙ্গুণ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস, প্রোপ্রাইটর, মিনার্ভা প্রেস, রেঙ্গুণ ; মিঃ এম্ লাহিড়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বেঙ্গল একাডেমী, রেঙ্গুণ ; শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু কণ্ট্রাক্টর, মিয়ে ( Myitnge ) ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল, এ এম্ কলেজ, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চিনারা, মোক্তার, পুরী ; The Hon'ble Dr. Ba Maw, Ph-D. Bar-at-law ; U. Ba Glay, Mayor, Rangoon Corporation ; U. Set, Vice-Chancellor ; Rai Bahadur K. M. Basu ; Rai Bahadur, H. M. Ray ; শ্রীশ্রীকান্ত নাথ ।

### মাতৃমণ্ডলী

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী ও ক্ষীরোদ মণি দেবী (খুলনা) ; প্রভাবতী দেবী (বৃন্দাবন) ; কনকলতা দেবী ; অসীমা দেবী ; লীলিমা দেবী ; উষালতা দেবী ; হেমলতা দেবী ; সাধনা দেবী ; নিত্যবালা গোল ; মিসেস্ চৌধুরী, গয়া ; প্রাণগোপাল দাসাধিকারীর মাতা ।

৫৫পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে বিগতবর্ষে পরিব্রাজকীয় হইতে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নামের নিম্নলিখিত তালিকাটি পাঠ করেন :—

### ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ

গৌরাব্দ ৪৫০ পূর্ত্তি

#### মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ

#### সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, ২ শ্রীযুক্ত অধর-গোবিন্দ দাসাধিকারী, ৩। শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, ৪। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার, ৫। শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাসাধিকারী, ৬। শ্রীযুক্ত রাধারুক্ষ ব্রহ্মচারী, ৭। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, ৮। শ্রীযুক্ত রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, ৯। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দাসাধিকারী, ১০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকর্ণা-মৃত দাসাধিকারী, ১১। শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী, ১২। শ্রীযুক্ত সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, ১৩। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপেন্দু দাসাধি-কারী, ১৪। শ্রীযুক্ত অনন্তরাম ব্রহ্মচারী ।

অনন্তর সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন গোস্বামিপ্রভু প্রায় এক ঘণ্টাকাল—"শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য কি, নবদ্বীপপরিক্রমা কাহাকে বলে ? বৈষ্ণব-নাম ও জড় শব্দের পার্থক্য, গৌড়ীয়মঠ শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করেন না, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনও ধ্বংসশীল—নহেন, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন

ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় শ্রীধাম-পরিক্রমার যাত্রিগণের সহিষ্ণুতা, ধামসেবা ও ধামভোগের পার্থক্য, চেতনের উদ্বোধনার্থ সকলের শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন, জড়পথের শক্তি ও বৈকুণ্ঠপথের শক্তি, নবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনদ্বারাই শ্রবণকীর্ত্তনাদি সম্ভব, আচার্য্যদেব অসীমশক্তিবিশিষ্ট, তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের প্রত্যেকটি শিক্ষা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে বহুক্ষণ ব্যাপী একটি সারগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য অদ্ভুতত্ব, মায়াশক্তির উপর চিচ্ছক্তির প্রাকট্য বা অবতরণ কিরূপে হয়, আচার্য্য-লীলার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য, হৃদয়ের অনর্থ সকলের পরীক্ষা ও তাহা দূরীকরণের জন্য বাহিরে অনর্থের প্রতীক অসুরগণের উদয় ও আক্রমণ, সত্যধর্ম্মগ্রহণে নিরপেক্ষতা ও সরলতার আবশ্যকতা, Opaque ও Transparent বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণে ফলের পার্থক্য, হরিভজন সবের ব্যাপার নহে, এখন আমাদের ভজনের কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে"—ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটি যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

অতঃপর জমীদার শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী মহোদয় নিরপেক্ষ বৈষ্ণবমহাত্মা বিবিক্তানন্দী পরমহংস শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট কতিপয় সজ্জন-সহ গমন করিলে বাবাজী মহারাজ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহাকে যে কএকটি ভবিষ্যদ্-বাণী ও কৃপাশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন, তাহা তিনি সভামধ্যে আবেগ-ময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, —"যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধ বেধেছে। একটি দুর্য্যোধন পক্ষ, আর একটি কৃষ্ণের পক্ষ। দুর্য্যোধন বল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনেক কিছু জয় করে। কৃষ্ণের পক্ষের ভরসা কি জান? পরতত্ত্ব—পরতত্ত্ব। এখন বুঝ না। ... যিনি যা জানে তাই বলে, তা ছাড়া বেশী কিছু বলে না।"

সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু—শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বক্তব্য জ্ঞাপন-মুখে "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার, প্রতিকূলবিষয়-বর্জ্জন ও অনুকূল বিষয় গ্রহণ, দুর্য্যোধন-পক্ষীয়গণের পক্ষো-পাসনা বা publicএর আশ্রয় এবং অর্জ্জুনাদির একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর ঐকান্তিক শরণাগতি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস" প্রভৃতি বিষয় বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সংকীর্ত্তনান্তে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়। পরদিন (শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে) প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে পুনরায় সভার অধিবেশন হয়।

---

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

### দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

১৬ই মার্চ্চ (১৯৩৬) বুধবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে প্রাতে শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার প্রথম অধিবেশনের আরব্ধ-কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিবার জন্য সভার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতাদি কীর্ত্তিত হইবার পর সভার কার্য্যারম্ভে সভাপতিমহোদয় বলেন—"গত-কল্যকার সভার অবশিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা সমবেত। যাঁরা যাঁরা কায়মনোবাক্যে নবদ্বীপ-চন্দ্রের সেবা ক'রেছেন, তাঁদের বন্দনা—গুণ-কীর্ত্তনই আজ গৌরাবির্ভাব-দিবসের পূর্ব্বাহ্নে আমাদের প্রথমকৃত্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবগণ যেভাবে নবদ্বীপধামের সেবা করেন, সে ভাবের অনুসরণ ক'রলে আমাদের অনর্থ দূরীভূত হ'বে, হৃদয় নির্ম্মল হ'বে, গৌরসুন্দরের প্রাকট্য উপলব্ধির বিষয় হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। আশ্রয়ের ভাব-কান্তি অবলম্বন ক'রে এই ঘোর অন্ধকার-যুগে স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁর নামপ্রেম বিতরণার্থ গৌরবপুরূপে উদিত হ'য়েছেন। তাই গৌরসুন্দর মহাবদান্য। আর যাঁরা গৌরসুন্দরকে যাঁরা জানান, তাঁরা আবার

মহামহাবদান্ত। নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত কৃষ্ণনাম মুক্তকুলোপাস্য। কৃষ্ণনাম যেখানে সেখানে অবস্থিত নন, ভগবানের সিংহাসন যেখানে সেখানে নাই। বদ্ধজীবের জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে। কিন্তু "চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। নাম লৈতে প্রেম যেন বহে অনিবার।" এইটিই মহাবদান্ত গৌরহরির লীলা-বৈশিষ্ট্য। অন্ধকারযুগে কৃষ্ণ এলে আমাদের দেখ্‌বার সুযোগ হ'ত না। মুক্তপুরুষই সেই কালোর রূপ জানেন। কলির কালোর মধ্যে আমার ন্যায় বদ্ধজীব সেই কালোর আলোময় রূপমাধুরী দেখে উঠ্‌তে পারে না। তাই কলিহতজীব-প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হ'য়ে আলোর ভাব-কান্তি নিয়ে আলোকালো-মিলিততনু গৌরসুন্দরের আবির্ভাব। সেই গৌরেরই অভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁর কৃপা হ'লেই গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম উপলব্ধির বিষয় হয়। সাক্ষাৎ কৃষ্ণবলরামই গৌরনিতাইরূপে উদিত হ'য়েছেন।

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন কলিযুগে ভক্তিপথে অগ্রসর হ'বার পথে পদে পদে বাধা র'য়েছে। জীবকুল পাপতাপে অভিভূত, মায়া প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে আকৃষ্ট ক'রছে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অহৈতুকীকৃপা ব্যতীত এ ঘোর সঙ্কটে আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

বেদে যে জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্মের কথা আছে, তাহা শ্রীগৌরের অঙ্গকান্তি। সবিশেষ গৌররূপ দেখ্‌তে না পেয়ে জ্ঞানিগণ তাঁর তনুর ছটাতেই আত্মহারা হন। যোগিজনারাধ্য অন্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের অংশ বৈভব। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—সব নিয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্—পরাৎপর তত্ত্ব, তিনি ছাড়া আর পরতত্ত্ব কেহ নাই। গৌরনিজজনগণই তাঁদের বিদ্যাদর্শন-দ্বারা সেই পরতত্ত্বের সম্যক্ দর্শন লাভ ক'রে থাকেন, আমরা তা' পারি না। বালক প্রভাতে সূর্য্য দর্শন ক'রে সূর্য্যকে একখানি সোণার থালার মত বলে। বৈজ্ঞানিক বলেন—সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। বালক তা' ধারণাই ক'রতে পারে না। আবার বৈদিক আচার্য্যগণ বলেন—সূর্য্যের সবিশেষ রূপ আছে। তিনি বিচিত্র রথাশ্ব-চালিত রথারূঢ় হ'য়ে আছেন। আবার ভক্ত সর্ব্বত্রই শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ দর্শন ক'রছেন।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্"

বাস্তব সত্য জড়ের আবরণে আবৃত হন না, আমাদের চক্ষুর সাম্‌নে মায়িক আবরণ এসে পড়ায় আমরা সত্যকে দেখ্‌তে পাই না। ভগবান্ কৃপা ক'রে সেই জড় সরিয়ে নিলে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন হয়। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভকে তা'র ভোগ্য একটি অক্ষদ্রব্য-বিশেষ দর্শন ক'রেছিল, তাই প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন-বিচার তা'র আক্রমণের বিষয় হ'য়েছিল। কিন্তু 'ভক্তবাক্যসত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর' হিরণ্যকশিপুর আধ্যক্ষিকতার সকল বিচার ভেঙ্গে চুরমার ক'রে সেই স্তম্ভমধ্য হ'তে নরসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। মানুষের সকল অক্ষজজ্ঞানগরিমা তিরস্কৃত ক'রে অধোক্ষজের ভূমিকা অবস্থিত। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হ'য়ে মানুষ তা' বুঝ্‌তে চায় না। নিজের অতিক্ষুদ্র বলবুদ্ধি-ভরসাকে সে অতিবৃহৎ মনে ক'রে থাকে। জগৎ আমার দর্শনে ভোগের বস্তু। জগতের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ফল-ফুল-জল-স্থল-নদ-নদী—স্থাবর-জঙ্গম—যা' কিছু আমরা ভোগনেত্রে সুন্দর ব'লে দর্শন করি, তা' সবই ভোগ ক'রতে চাই। আমরা কুদার্শনিক; সুদর্শনের কৃপা পাই না, তাই অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হ'য়ে আমরা অধোক্ষজ গুরুবৈষ্ণব-ভগবদ্বস্তুকেও মেপে নিতে চাই। এই মাপামাপি ক'রতে গিয়েই মাপারাশীর রাজ্যে প'ড়ে গেছি। সেই মেপে নেওয়া বুদ্ধিটা ছুটি করাবার জন্যই পরমকরুণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে অধোক্ষজনাম, ধাম ও কাম-চিন্তায় কৃপা পুনঃ-পুনঃ ব'লেন। পূর্ণ বস্তুকে এহ'টো চোখ দিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে শেষে ধমধারেই দৃষ্টি পড়ে—ধ্বংসের দিকে ছুটতে হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত দিগ্‌বিদিক্—ইতরযোম

ভেদ ক'রে যেতে পারেন একমাত্র সুদর্শন। সেই সুদর্শনের কৃপালাভ যাঁর ভাগ্যে হ'য়েছে, তাঁর কাছেই ভগবান্ অজিত হ'য়েও জিত—শরণাগতের নিকটই তিনি জিত। প্রাকৃত বলাবলের কোন বস্তু বা সৈন্য তাঁকে হ'রতে পারে না। তাঁর ভক্তে শরণাপত্তিই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। তিনি সব দিক্ দিয়েই অজিত। তিনি অসঙ্কোচ-ভাবে সেবা গ্রহণও করেন, আবার অধিতীয় সেবকের লীলাও করেন। গোলোকে বৈকুণ্ঠে দিবারাত্র এই ভক্ত ও ভগবানে পাল্লা চ'লেছে—"ভালবেসে তুমি জিত্‌তে পার, কি আমি পারি"—এই রকম প্রেমের হড়াহড়ি। অনন্তকাল-ধ'রে সেই তোলপাড় মহোৎসবই চ'লছে। ভক্ত-ভগবানের সেই অনন্ত নিত্য মধুরলীলাকে —গোলোকের পরমকৃপায়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম-সম্পৎ সর্ব্বস্ব-নিধিটিকে টেনে নিয়ে এলেন মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। ভক্তিপথ কোটিকণ্টকাকীর্ণ, বিষয়ধূলিতে জীবের চক্ষু অন্ধ, ভক্তি-পথ দেখ্‌তে পায় না। এই সময় অদ্বৈতআহ্বানে এলেন—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ-আহ্বানে এলেন—প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। আজ সেই মহাপ্রভুর প্রকট বাসর। কিন্তু হায়! আমার হৃদয়ের ঘনান্ধকার আজ সেই প্রেমসূর্য্যকে দেখ্‌তে দিচ্ছে না। আমি ত্রিগুণতাড়িত হ'য়ে মায়ার প্রভু সেজেছি, সুদর্শন আমাকে ঘিরে রেখেছে। তাই বাইরের পাষণ্ডতা দলন করার পূর্ব্বে আমার হৃদয়ের পাষণ্ডতা দলন করাই সর্ব্বাগ্রে দরকার। আজ গৌর আসার দিন, গৌরসুন্দরই আমার হৃদয়গুহার সকল কল্মষ দূর ক'রতে পারেন। তাঁর উদয়ের আভাসেই দৈত্যদানব রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচ—ভক্তিপথের যাবতীয় কণ্টক আপনা থেকেই অপসারিত হয়। তিনি কৃপা করুন, তাঁর নিজজনের শ্রীচরণাশ্রয় প্রদান করুন, ইহাই তাঁর অন্নদিনে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

আজ শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিনে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য স্বীকার ক'রে যে সমস্ত বৈষ্ণব শ্রীগৌরপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রছেন, তাঁদের গুণগান ক'রে হৃদয় পবিত্র ক'রব। শ্রীনামপ্রচারিণীসভার ভক্তি-সূচক উপাধিদান, ধন্যবাদ প্রদান, বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন কার্য্যগুলি বৃথাকার্য্য বা মামুলীব্যাপার নয়। বৈষ্ণবগণের অনুসরণ ক'রতে পার্‌লে আমাদের হৃদয়েও সেবাপিপাসার উদয় হ'বে। বৈষ্ণব-মহিমা শ্রবণ ক'রে অনেকে মনে ক'রতে পারেন—'এদের এত বড় ক'রছে!' কিন্তু তাঁদের জানা দরকার—বৈষ্ণবের পাদপদ্ম বড় জিনিষ। এত বড় যে, সপ্তব্যাহৃতিতেও সে পাদপদ্মের স্থান হয় না। নিখিলবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ফেলে দিলেও সেটা তৎসমক্ষে অতি অল্পই প্রতীত হ'য়ে থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালিত হ'তে পারে একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপায়। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এতদিন ছাই হ'য়ে যেত, কোন অস্তিত্বই থাক্‌তো না। কৃষ্ণভক্ত আছেন ব'লে আজও সনাতন-ধর্ম্ম আছে। পাশ্চাত্যেও এই সনাতনধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে। লণ্ডনে অক্সফোর্ডের বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় এই সনাতনধর্ম্মের প্রথম বক্তৃতারূপে আমার কিছু বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল। আপনারা শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ আলোচনা ক'রে দেখ্‌বেন—সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ তা'তে পাবেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা তা'র সর্ব্বনিম্ন সোপান মাত্র।

যাঁরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা আলোচনা ক'রছেন, তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ, কিন্তু আমার একটিমাত্র অনুরোধ—যদি কোন বৈষ্ণব—তিনি যে কোন কুলেই উদ্ভূত হউন না কেন—পরমহংসপাদপদ্মমধুপানেচ্ছু হন, তাঁকে যেন কেহ হীনজ্ঞানে তাঁর ভজনে বাধা না দেন। বৈষ্ণবের কৃপা-ব্যতীত ভগবৎকৃপা সুদূর-পরাহত। বৈষ্ণবের গুণ-কীর্ত্তনেই আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হ'বে, সেই নির্ম্মল হৃদয়েই গৌরসুন্দরের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হ'বে।

ওঁ হরিঃ ওঁ।"

সভাপতি গোস্বামিপ্রভুর বক্তৃতার পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি" গীতিটি কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক অধ্যাপকবর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতা বৈষ্ণবের গুণ-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন—"আমার উপর গুরুবর্গের আদেশ হ'য়েছে, যাঁরা শ্রীধামসেবায় আনুকূল্য ক'রেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা। বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তা' কীর্ত্তনের এমন কোন ভাষা বা আমার দিক্ দিয়ে এমন কিছু যোগ্যতাও দেখি না,

যা'তে ক'রে তাঁদের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে। তাঁদের কথা কীর্ত্তন, একমাত্র তাঁদিগেরই অহৈতুকী কৃপা-সাপেক্ষ। ওণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ কিছু কৃতার্থ হ'য়ে যান না বা অতাধিক সমাদৃত হন না; পরন্তু গুণসকলই বৈষ্ণবকে আশ্রয় ক'রে ধন্য হয়—কৃতকৃতার্থ হয়। কীর্ত্তনকারীর জিহ্বাও সার্থক হয়। আমি আজ যাঁর কথা ব'লতে দাঁড়িয়েছি, তিনি স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয়। বিগত কএকবৎসর যাবৎ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আমাদিগকে নানাভাবে সহায়তা ক'রে আমাদের সবিশেষ আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হ'য়েছেন। ইনি একজন বিশেষ শিক্ষিত, সত্যানুরাগী ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি। এত হৃদয়ের প্রসারতা তাঁর যে, ক'লকাতার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সকলেই এঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ক'রে থাকেন। এঁর সঙ্গে আমাদের যে কএকটি স্থানে যা'বার সুযোগ হ'য়েছিল, সর্ব্বত্রই আমাদের কথা বিশেষভাবে সমাদৃত হ'য়েছে। ইনি স্কটিশচার্চ্চ কলেজের lifelong Professor এবং একজন ফার্ষ্টক্লাস অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; সুবক্তা ও সুবিচারক ব'লে এঁর যথেষ্ট সুখ্যাতিও আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আগ্রহ, সাত্বতসাম্রাজ্যানুরাগ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব ও গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের প্রতি এঁর একটি ব্যক্তিগত আকর্ষণ আমাদিগকে তাঁর গুণে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ক'রেছে। তিনি শিক্ষক, কিন্তু তাঁর শিক্ষা অন্তঃসার-শূন্য নয়। গতকল্য রাত্রে এঁর শ্রীধামে আসবার কথা শুন্‌বামাত্রই ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আমাকে তাঁ'র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এঁর গুণে আকৃষ্ট। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ব্যক্তি হ'য়ে যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথায় আকৃষ্ট, তখন আমাদের আশা, শিক্ষিত-সমাজও তাঁর গুণাকৃষ্ট হ'য়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শুন্‌বেন। তিনি অনেক পথকষ্ট সহ্য ক'রে শ্রীধামে এসেছেন, এজন্য আমরা তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক মন্মথ বাবু অত্যন্ত দৈন্য ও আর্ত্তিসহকারে বলেন—"অযাচিতানন্দ কৃপাময় বৈষ্ণবের স্বভাব,—তাঁরা সকলকেই কৃপা করেন, তাঁদের এই অযাচিত করুণা গ্রহণের জন্য আমি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। শুনেছি আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করা আত্মহত্যা তুল্য। তবে আমার মনে হ'চ্ছে, আমার সর্ব্ববিষয়ে তাঁদের কৃপা গ্রহণে অযোগ্যতাসত্ত্বেও তাঁরা এই বৈষ্ণব-সভায় আমাকে উচ্চ প্রশংসা ক'রে আমার ক্ষুদ্রতার কথাই ভাল ক'রে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আমি বৈষ্ণব-সেবায় অধিকারী হ'য়েছি, এপ্রকার অহঙ্কার ক'রবো না। আজ বৈষ্ণবগণ যে অযাচিত করুণা বিতরণ ক'রলেন, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি সেই আশীর্ব্বাদের যোগ্যপাত্র হ'তে পারি—আপনাদের মনোগত হ'য়ে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ক'রতে পারি।"

অতঃপর পাটনার ব্যাঙ্কভোকেট শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর প্রভু ইংরেজী ভাষায় বলিবার জন্য আত্মদৈন্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু সাধারণ সভায় মঠের শিক্ষা সর্ব্বসাধারণে বিস্তারের সহায়তা-কল্পে সভাপতিত্ব বরণ করায় সম্ভোষের মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি; অনারেবল্ জষ্টিস্ সি, সি, বিশ্বাস সি-আই-ই; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু (যিনি বর্ত্তমানে এই সভাস্থলে উপস্থিত); কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র স্যর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল কে-টি; সায়-সর্ব্বপল্লী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন্; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, পি-আর্-এস্ বেদান্তরত্ন প্রমুখ সজ্জনবৃন্দকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধবপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের দাতব্যচিকিৎসালয়ের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-মুখে তাহাতে বহুমূল্য হ্যালোপ্যাথিক ঔষধ-প্রদান-দ্বারা সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র স্বনামধন্য স্যর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল কে-টি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সাহা ও গয়ানিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সিংহ এবং (হোমিও-প্যাথিক ঔষধ প্রদানের জন্য) হ্যানিম্যান্ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভদ্র মহোদয়-গণকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ যশোধনন্দন ভাগবতভূষণ প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণের স্বচিকিৎসার জন্য কলিকাতার সুবিজ্ঞ

চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দত্ত; ডাঃ এস্, কে, ঘোষ; ডাঃ শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে; ডাঃ কে, হালদারী। ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস; কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক; কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর ও প্রেসিডেন্সী কার্থেনীর প্রোপ্রাইটার মহোদয়গণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধবপ্রভু নগর হইতে স্বয়মাবির্ভূত শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ-সহ প্রত্যাগত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে বিরাট্ শোভাযাত্রা-সহকারে অভ্যর্থনাকালে শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয়ের জন্য বিনাব্যয়ে একখানি অতিসুন্দর কারুকার্য্যখচিত ষাঁড়যুক্ত রথপ্রদানার্থ কলিকাতার সুবিখ্যাত শিল্পী কালীকিঙ্করের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীবাসুদেব বিগ্রহের হাওড়া ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনার্থ সপরিবার নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ রায়; শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ অভ্যর্থনা-সভায় কলিকাতা বাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদানার্থ শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন মিত্র, সলিসিটার; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের permanently tax exemption সম্পর্কে বিশেষভাবে সহায়তার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু; শ্রীধাম মায়াপুরে নূতন ব্রড্‌গেজ রেল লাইন্ আনয়নার্থ প্রভূত চেষ্টার নিমিত্ত পরলোকগত রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য ও ডাক্তার হরিশঙ্কর পাল মহোদয়ের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহোদয়কে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভু ইংরাজীভাষায় মন্ত্রমেশবাসী জনসাধারণের ধর্ম্মানুরাগ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা-শ্রবণে আগ্রহ প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণ-কীর্ত্তন-মুখে মান্দ্রাজগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা উল্লেখ করিয়া জেপুরের মাননীয় মহারাজ বিক্রম দেও বর্ম্মণ বাহাদুর, স্যার ভে, ভি, রেড্ডি, কে-সি-কে-সি-আই-ই; মিঃ গোবিন্দ স্বামী নাইডু, মার্চেণ্ট; স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার কে-টি; ডাঃ রামন, মিনিষ্টার; ডাঃ কেশব পাই, এম্-ডি, ও-বি-ই; মিঃ নরসিংহম্ পান্তলু; মিঃ পি, রাজাগোপালাচারি, প্রিমিয়ার, মাদ্রাজ; মিঃ অনন্ত পাই; মিঃ চেল্লা তেলারাইয়া চেট্টি, মার্চেণ্ট; ডাঃ কে, জি, পাণ্ডালে আই, এস্, এস্ প্রমুখ সজ্জনবৃন্দকে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভূতি প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য Geographical instrument ও Scienceএর apparatus প্রদান এবং বিভিন্ন-ভাবে সেবানুকূল্যকারী কলিকাতার Eagle Lithograph Co.এর অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাস; পরলোকগত কে, পি, বসুর পুত্র মিঃ ত্রিবিক্রম বসু; পরলোকগত যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাউলিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ মণ্ডল; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন টিকারি ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকারকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয়মঠের সেবায় যাবতীয় পুষ্পমাল্যাদি-প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ পাল; গৌড়ীয়মঠের ঠাকুরের পোষাকাদি দানের জন্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ; গৌড়ীয়মঠের গোশালা নির্ম্মাণ করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ চামেরিয়া; রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, মহামহোৎসব, আচার্য্য-সম্বর্দ্ধনা, সভার আয়োজন প্রভৃতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকারকারী শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী; রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠের সেবায় উৎসাহ প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুত গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী; Hon'ble Sir Sitaram, President U. P. Council; Hon'ble Rai Bahadur Lala Jagadish Prasad; Mr. M. L. Bhargava; Rai Sahib Chintamani Pant; Mr. C. C. Crosby; Mr. H. H. Craw Chief Secretary, Burma প্রভৃতি মঠসেবক ও সদ্ভাব-সম্পন্নগণকে উক্ত ব্রহ্মচারীজী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু নগর-শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে [illegible] প্রদানার্থ শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে

নিম্নলিখিত সজ্জনবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন-মুখে একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সজ্জনবৃন্দের নাম ও অভিভাষণের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

His Majesty the King Emperor, Her Majesty the Queen Empress & Queen Mary; Lord Zetland, Lord Wellingdon, Lord Lamington, Lord Samuel, Mrs. Dadwell, Miss C. Bowtell, Miss Stella Harris, Mr. Polland, Miss Birt, Mrs. Dudley, Mr. Waterman, Secretary World Congress of Faiths, Oxford; Secretary World Fellowship of Faiths, America; Mr. Ralph Woolfstein, Mr. A. E. Siega, Mr. Arthur Jackman, Sir Francis Young husband, Mrs. Beach, Mr. B. K. Sinha, দরোভার গাইকোয়াড় মহারাজ, Maharajadhiraj Durbhanga, কিঙ্গ-ডোড়ের রাজা বাহাদুর, Cutchএর মহারাজ বাহাদুর Cooch-Beharএর মহারাজা, His Highness Maharaja of Tripura, Jaipurএর মহারাজা, Nizamএর রাজকুমার বাহাদুর, Nilgiri Maharaj, Mr. Oliver, The First secretary to the Nepalese Legation, Mr. Arland, Mr. Dollery, Mr. Saunders, Mr. Bradshaw, Mr. Stocker.

## অভিভাষণ

"সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এবং তাঁহার নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য দেবের শুভেচ্ছায় ও কৃপায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য এবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য-প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদের আবেশে তাঁর মনোহভীষ্ট-প্রচার-সম্পর্কে আমাদিগকে যাঁরা সর্ববিষয়ে উৎসাহ প্রদান ক'রেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আমাদের অন্যতম একটি প্রধান কৃত্য। যে মহাপ্রভু "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" ব'লে তাঁর মনোহভীষ্ট প্রকাশ ক'রেছেন, সেই করুণাময় মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরে, তাঁর নিজজনের কৃপায় আজ যে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর নাম, তাঁর ধাম, তাঁর কাম বা [illegible] প্রচার হ'চ্ছে, তৎসম্পর্কে যাঁরা যে-কিছু [illegible] তাঁদের নাম ও গুণাবলী আজ মহাপ্রভুর অন্যতিষ্ঠায় তাঁর সম্মুখে কীর্তন ও স্মরণ করা মহাপ্রভুর কৃত্যানুকৃত্য আমাদের সকলেরই একটি সর্বপ্রধান কর্তব্য ব'লেই মনে করি।

পাশ্চাত্যে প্রচার-সম্পর্কে সর্বপ্রথমে আমাদের মহারাজ ভারতেশ্বর, মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী ও সম্রাট্‌জননীর অনুগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিন মহাভাগ্যবান্ ও মহাভাগ্যবতীর শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এবার শ্রীনবদ্বীপধামের—শ্রীমায়াপুর-পণ্ডরের কথা শুনবার অভূতপূর্ব সৌভাগ্য হ'য়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যে যে শ্রীধামের কিরণকণ বিতার ক'রেছিলেন, তা' এঁরা দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। বাকিংহাম প্যালেসে আমাকে দেখে তাঁরা মনে ক'রেছিলেন—ইনিই বুঝি সেই কিরণকণ এনেছেন'। কিন্তু আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। বাকিংহাম প্যালেসে ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর কৃপালাভের পণ্ডিত হ'বার জন্য কত বড় বড় লোক কতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও হয়ত ক্বচিৎ কেহ কৃতকার্য হ'তে পারেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় আমাকে ওরূপ কোন চেষ্টা ক'রতে হয় নাই। মাননীয় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর আমাকে অনুগ্রহ ক'রে রাজপরিবারের সহিত পরিচিত করিয়ে দেন। আমাদের নূতন রাজার করোনেশনের সময় ভারতবর্ষ হ'তে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমরা রাজপরিবারের সহিত পরিচিত হই। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক্ অফ্ গ্লষ্টার ইণ্ডিয়া অফিসে হোয়াইট হলে আলাপের জন্যও আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই—ডিউক্ অফ্ ইর্ক।

অগতের লোক সুপারিস্ চেয়ে বেড়ায়, লর্ডেরা লোর্ডেরা ঐ সকল লোকের মূল্য কতটুকু। আমরা আপনার সুপারিস্‌কে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান দিই না। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, কৃষ্ণশক্তি। 'কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে [illegible] ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় কথা ব'লে [illegible] প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারের নিকট [illegible] অনুকূল হন। প্রভুপাদের বাণী- [illegible] ক'রে দেন। প্রভুপাদ কোন স্মরণ- [illegible] বার বা ছাই ভস্ম হ'য়ে যাবার [illegible] সর্বনাশ ক'রছে, তাদেরই [illegible] হ'য়ে সহস্র সহস্র মাইল

হয়ে যখন অবস্থান ক'রছিলাম, তখন প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁর অহৈতুকী কৃপার কথা মনে হ'ত। সেখানে এক সপ্তাহ দুধের কথা, একদিনও পয়সা না হ'লে খেতে পাবার উপায় নাই, সেখানে অনেকে আমাকে পয়সা না দিয়ে অনাহারে যাবার চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু প্রভুপাদ ও তাঁর নিজজনগণই আমাকে রক্ষা ক'রেছেন। অধোক্ষজ প্রভু, নামেও যা, কাজেও তাই; গৃহস্থভক্তগণের মধ্যে তিনি একজন আদর্শ ভক্ত। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও অধোক্ষজ প্রভুকে আমার অবস্থা জানালাম। আচার্য্যদেবের যাবে চিরকালই একটি ফাউণ্টেন পেন আর লেখা পড়ার সরঞ্জাম থাকে, তাঁর কাছে তৎকালে পয়সা-কড়ি কিছুই ছিল না। তখন অধোক্ষজপ্রভু আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে আমাকে টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার ক'রে আবশ্যক টাকা পাঠালেন, আর যাতে অদম্য উৎসাহে প্রভুপাদের কথা প্রচার হয়, তজ্জন্য খুব উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখ্‌লেন। বিরুদ্ধ দল তখন আমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে চ'লে আসার জন্য কতই না ব'লেছিল; কিন্তু প্রভুদত্ত সেবাকার্য্য ছেড়ে আমি আসি নাই। প্রভুপাদ আমার মস্তকে এক গুরুভার দিয়ে গেছেন, তা' বহন কর্‌বার শক্তি আমার আছে ব'লে আমি দাম্ভিকতা করি না, তাঁর কৃপাশক্তি আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের কৃপাই আমার একমাত্র বল ও ভরসা ব'লে আমি জানি।

অক্সফোর্ডের যত স্থান, যেখানে ২৭।২৮টা ইউনিভার্সিটি, সেখানে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড-কংগ্রেস অফ্ রেলিজিয়ন্স জন্য ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড আমাকেই Hindu Service conduct ক'রতে বলেন। ভারতের গৌরব সনাতন ধর্ম্মের কথা ভারতীয় হিন্দুগণের একমাত্র মুখপাত্ররূপে বল্‌বার মহাসুযোগ উপস্থিত। জন্য সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বিশেষ কারণবশতঃ উপস্থিত হ'তে পারেন নাই। গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনের কোন যোগ্যতা আমার না থাকলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলই আমার একমাত্র ভরসা-স্থল হওয়ায় আমি সেখানে নিঃসঙ্কোচে পরমোৎসাহে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর ধামের কথা—শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের মনোহভীষ্টের কথা—তাঁর শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্র নামের কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রবল আস্থার সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রেছিলাম, আমার লিখিত সেই নামের মাহাত্ম্য বহু সহস্র ছাপিয়ে একজামিনেশন হল ও অন্যত্র বিতরিত হ'য়েছিল। প্রভুপাদের কৃপায় আমার World's need of Religion বক্তৃতাও আদৃত হ'য়েছিল। Lord Samuel সেই সভার সভাপতি ছিলেন। জন্য ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড আমার সেই বক্তৃতাটি তাঁর পুস্তকে মুদ্রিত ক'রেছেন। সেই সভায় বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর একটি সভায় একটি মুসলমান স্ত্রীলোক মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাপতি আমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেন, আমি তজ্জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। যাহা হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় সে বক্তৃতা শুনে সকলেই খুব প্রশংসা ক'রেছিলেন। অবশ্য এসকল কথা আজ গৌরাবির্ভাব-দিনে আমার আত্মশ্লাঘার জন্য ব'লছি না, গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় যে অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে, অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিও যে পরম যোগ্যতমের প্রশংসা নিতে পারে, তা বলাই আমার অন্তর্গত উদ্দেশ্য। অবশ্য সেই সকল প্রশংসা—সবই শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্য। আমার যেন কখনও ঘুণাক্ষরেও তা'কে ভোগ করবার দুর্ব্বুদ্ধি না হয়, ইহাই আপনাদের সকলের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। আমি নিতান্ত হীন হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দয়ার্দ্র হয়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখামৃতস্রবসম্ভূত কথামৃত কিছু পরিবেশন ক'রতে পারলেই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'রবো।

বিরুদ্ধ পক্ষ মনে ক'রেছিল লণ্ডন মঠটি বন্ধ ক'রে দেবে। কিন্তু সাক্ষাৎ গৌরকৃপাশক্তি প্রভুপাদের শুভেচ্ছা যাহার পশ্চাতে, যেস্থানে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা প্রভুপাদের একটি প্রধান মনোহভীষ্ট, সেই স্থানে প্রভুপাদের প্রচার বন্ধ করে কার সাধ্য? যখন চারিদিকের নানা-প্রকার বিপদ্ আশঙ্কা এসে আমার চিত্ত তোলপাড় ক'রে তুল্‌ছিল, 'মঠ কি ক'রে রাখবো' এই কথা ভেবে অস্থির হ'ছিলাম, এমন সময়ে একদিন প্রভুপাদের একটি অহৈতুকী কৃপার ইঙ্গিত এসে আমার চিত্তকে পরম উৎসাহ ও উল্লাসময় ক'রে দিল। একদিন সকালে আমি লণ্ডনের একটি জনতাপূর্ণ রাজপথে হরিনাম ক'রতে ক'রতে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তার ধারে একটি ঝোপের আড়ালে একটি সোনার মত উজ্জ্বল জিনিষ দেখতে পাই, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে নিয়ে দেখি, এক অতি সুন্দর চতুর্ভুজ পঞ্চতত্ত্বসমন্বিত

পরম্পরাগত বিগ্রহমূর্ত্তি। প্রতীচ্য দেশ আমার এইরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উপায়ে লণ্ডনের মত স্থানে বিগ্রহমূর্ত্তি পাওয়ার কথা বিশ্বাস না ক'রতে পেরে নানা রকম মিথ্যা কথা র'টিয়েছে, কিন্তু আমি আজ সাক্ষাৎ মধুরাজির যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছি, উহার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। আমি বাসায় এসে চৈতন্য-চরিতামৃত হতে সিদ্ধার্থ-সংহিতার অন্তর্গতি-ক্রমে বিগ্রহের নাম মিলিয়ে দেখ্‌লাম যে, ইনি বাসুদেব-বিগ্রহ। আমার বক্ষ এতাবৎ কাল যে-ভাবে শঙ্কিত হচ্ছিল; এই নামের মিলন দেখে আরও চতুর্গুণ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। আমি তখনই ক'লকাতায় মঠে শ্রীল আচার্যদেবকে "বৎসাস্যপয়ঃপলাশবিলাসভক্তা ..... স্মরণং ভজ বাসুদেবম্"—এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটি উল্লেখ ক'রে এই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণসহ একখানি পত্র লিখ্‌লাম। আবার পরবর্ত্তি সময়ে শুন্‌লাম—আমি যেদিন লণ্ডনে বিগ্রহ-বিগ্রহ 'বাসুদেব' পেলাম, ঠিক সেই দিনই আশ্রয় বিগ্রহ বাসুদেব প্রভু কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আচার্যরূপে সর্ব্বপ্রথম অভিনন্দিত হ'লেন। বিগ্রহ ও আশ্রয়ের একদিনে এইরূপ অদ্ভুত মিলন দেখে বড় আনন্দ হ'ল, ভাব্‌লাম—স্বয়ং বিগ্রহ-বিগ্রহই আজ আচার্য্যের গৌরবরক্ষার জন্য আত্মপ্রকাশ ক'রলেন। আবার কিছুদিন পরে যখন শুন্‌লাম—শ্রীগঙ্গাগর্ভ হ'তে এক সেবাপরী শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিগ্রহও অতীব অপ্রত্যাশিতভাবে উদিত হ'য়েছেন, তখন আর আনন্দের সীমা থাক্‌ল না। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যুগপৎ এইরূপ বিগ্রহ বিগ্রহ বাসুদেবোদয় আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেব প্রভুরই আচার্য্যত্বের বিজয়-ঘোষণা লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয় মনে ক'রে শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ আচার্যদেবের প্রাণ ভ'রে জয় গান ক'রলাম্। কিন্তু হায়। মৎসর বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের হৃদয় মাৎসর্য্যানলে অ লে পুড়ে ছাই হ'তে লাগ্‌লো। মহাপ্রভু ও ভক্তিবিগ্রহ প্রভুপাদই জানেন ও দেখ্‌ছেন—তাঁরা এই বৎসরাধিক ধ'রে আমাদের প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচার কার্য্যে আমাদিগকে কি-প্রকারে বাধা প্রদান ক'রছে। একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই আমাদিগকে সকল বিঘ্ন হ'তে রক্ষা ক'রে তাঁদের সেবায় উত্তরোত্তর আরও অধিক উৎসাহই প্রদান ক'রছেন।

Miss C. Bowtell নাম্নী লণ্ডনের একজন বিদুষী বিদুষী ভদ্রমহিলা আমাদের পাশ্চাত্যে প্রচার কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন ও এখনও ক'রছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বে জান্‌তাম না। ইতঃপূর্ব্বে লণ্ডনে আমাদের মঠে যে ব্যাসপূজা-উৎসব হ'য়েছিল, সেই সময়ে ইনি সেই ব্যাসপূজায় পুষ্পাঞ্জলি ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ-লিখিত "Life & Precepts of Mahaprabhu" নামক একখানি গ্রন্থ পেয়ে তা পাঠ ক'রে আমাদের মঠের প্রচার্য্যবিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইনি আমাদিগকে ভদ্রেতর বহু বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা এবং সত্যানুরাগী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। এঁর প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীনামপত্র স্মরণ ক'রে আমি এঁকে মহামন্ত্র প্রদান করি। একদিন 'সী' নদীর ধারে এঁকে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে হরিনাম গ্রহণ ক'রতে দেখে মহাপ্রভুর "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" কথাটি স্মরণ ক'রে বড়ই আনন্দ পেয়েছিলাম। জড়বিজ্ঞানের যেখানে প্রবল সাম্রাজ্য, জড়ীয় আচার-ব্যবহার ও চিন্তাস্রোতে যেখান পরিপূর্ণ, সেইখানে একজন ইংরাজমহিলার মহামন্ত্রে অনুরাগ, ইহা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণাশক্তি-ব্যতীত আর কি হ'তে পারে। এতে আমার কিছু বাহাদুরী নাই, আমি প্রভুপাদ ও তাঁর অভিন্নবিগ্রহ আচার্যদেবের আজ্ঞাবাহী কিঙ্করানুকিঙ্কর মাত্র, কাঠবিড়ালীর শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনের সহায়তা ক'রবার চেষ্টার মত আমার অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁরা কৃপা ক'রে যদি নিজগুণে স্বীকার করেন, ইহাই ভরসা। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি তীর্থ মহারাজ পাশ্চাত্য-প্রদেশে গিয়ে সেস্থানকে তীর্থীভূত ক'রে এসেছেন আমি তাঁর আনুগত্যে সেস্থানে কিছু ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তনের চেষ্টামাত্র ক'রছি। তিনি আমাকে লণ্ডনে যা'বার সময় অভিনন্দন প্রদান ক'রেছিলেন, আমি তাঁর সেই অভিনন্দন 'আশীর্ব্বাদ' ব'লে গ্রহণ ক'রেছি।

পাশ্চাত্যপ্রদেশের আরও বহু মহিলা ও ভদ্রলোক আমাদিগের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা ক'রেছেন। আমরা আজ মহাপ্রভুর ধামে তাঁর আবির্ভাববাসরে তাঁদের সকলকেই শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হ'তে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Miss Hinds,

Mr. Polland, Mr. Dadley (ইনি লণ্ডনে আমার বিগত এই এপ্রিল তারিখের বক্তৃতার আয়োজন-সম্পর্কে ও অন্যান্য সময়ে বিশেষ সহায়তা ক'রেছিলেন), সেক্রেটারী ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস্ অফ্ ফেথ্স্, অক্সফোর্ড ও সেক্রেটারী ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ্ ফেথ্স্, আমেরিকা প্রভৃতি সকলকেই আমি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হ'তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, তাঁর কলেজের ছাত্র না হ'লেও আমি তাঁর শিষ্য। আমি ইংরাজীভাষা জানি না, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুই আমাকে উৎসাহ দিয়ে নবদ্বীপধামের কথা প্রচার ক'রতে য়ুরোপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের পদধূলির কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। আমি লণ্ডন হ'তে একেবারে চ'লে আসি নাই। প্রভুপাদ আমার ন্যায় নগণ্যব্যক্তির উপর পাশ্চাত্যে প্রচারের ভার অর্পণ ক'রেছেন। আপনারা সকলেই আমাকে কৃপা করুন, আমি যেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগত বৈষ্ণবগণের আনুগত্য থেকে আমার প্রভুদত্ত সেই সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ক'রতে পারি।

আমাদের সভার কার্য্য শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হ'য়েছে। শ্রীগৌর-নৃসিংহ আমাদের সকল বিঘ্ন অপসারিত ক'রে এবার শ্রীধাম-সেবার পরমসুযোগ প্রদান ক'রেছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানকে পদ্মবলিত ক'রে যাতে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সত্য প্রচার হ'তে পারে, তজ্জন্য তিনি এই যোগপীঠে লক্ষ্মী-দেবীকে বক্ষে ধারণ ক'রে অবস্থান ক'রছেন।

বামেশা বশ্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
বন্দাতে হৃদয়ে সন্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

আসুন, সকলে মিলে আমরা সেই পাষণ্ডদলৈকসিংহ শ্রীগৌরনৃসিংহের জয় গান করি। তাঁর কৃপা হ'লেই আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিঘ্নে গুরুগৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার ক'রে ধন্য হ'তে পারবো।"

অতঃপর সমবেত সহস্র সহস্র কণ্ঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির পর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

—:০:—

# সেবা-বিঘ্ন ও সেবোৎসাহ

যাঁহারা ধর্ম্মকে সুখের জিনিষ, আরামের জিনিষ, বিলাসাগারের উপভোগ্য-ব্যাপার বা আপাতিক শান্তির বাহন-বিশেষ মনে করেন, তাঁহারাই বিঘ্ন-বহুল জগতের প্রতিযোগিস্বরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে দেখিতে চাহেন। কিন্তু ভগবানের সেবার পথ সেরূপ সুখের বা আরামের বীথিকা নহে, তাহা পুণ্যাত্তরণে আচ্ছাদিত নহে। গৌর-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভাষায়—

"শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধঃ।"

অর্থাৎ পরম সোভাগ্য ভক্তিপথ কোটিকণ্টকের দ্বারা অবরুদ্ধ। কোটি বিঘ্ন দ্বারা আবৃত। তজ্জন্যই ইহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য। যে জিনিষ যত মূল্যবান্, যে জিনিষ 'সর্ব্বগুহ্যতম', তাহা তত বিঘ্ন-বহুল ও কোটি-আবরণে আবৃত। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।১৭ সংখ্যাবৃত শ্লোকদ্বয়)

জ্ঞান-চেষ্টা-দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না।

অতএবমস্য ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।

(ভাঃ ৫।৬।১৮)

সেই ভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারিগণকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে সহজে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।১৮)

কৃষ্ণ ভক্তকে যদিও ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন, তথাপি কখনও ভক্তি প্রদান করেন না। সেই সর্ব্বগুহ্যতম রত্নটিকে লুকাইয়া রাখেন।

এইরূপ দুষ্প্রাপ্য ভগবদ্ভক্তি আমাদের কোলে থাকিয়া কখনই লাভ করা যায় না। বাহ্যাবাজী, লোকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ, পাটোয়ারি-বুদ্ধি, ওকালতী প্যাঁচ, কপটতা, বিজিগীষা, অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া নিজ অপ-স্বার্থ-সাধন-চেষ্টা, লোক-দেখান' ভক্তির ভাণ, সর্ব্বত্র ছার বৈরাগ্য ও তপস্যার প্রদর্শনী উন্মোচন, সরল লোকদের ধোকা খাওয়াইয়া "নিজের হাড়ে ছোলা"-নীতি অবলম্বন, বাহ্যে নির্ব্বিষয়ের ভাণ দেখাইয়া অন্তরে বিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার উৎসাহকে সেবোৎসাহ বলিয়া আহির করিবার চেষ্টা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব বা শালগ্রাম দিয়া বাদাম-ভাঙা, তাঁহাদের সুপারি-সের-দ্বারা ভক্ত-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, মুক্ত-বৈরাগ্যের নামে বিষয়-ভোগ, নিস্পৃহতার মুখোসে হৃষিকেশ-ভোগে আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বৃত্তি চিত্তরাজ্য অধিকার করিলে কখনই অহৈতুকী ভক্তির আভাসও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। গুরু ও কৃষ্ণের সহিত চালাকী করিয়া, তাঁহাদিগকে ঠকাইয়া এপর্য্যন্ত কেহ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারে নাই বা কোনদিন পারিবে না। নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বা বহুশ্রুতি ভাড়াটিয়া গায়কগণের দ্বারা স্তুত হইয়া, কিংবা সুপারিস-পত্রের মোহাই দিয়া কৃষ্ণের অহৈতুকী ভক্তির ভাণ্ডার কেহ লুট করিতে পারে নাই। কৃষ্ণ তাঁহার এই সর্ব্ব-শুহ্যতম ভক্তি-সম্পদকে তাঁহার নিজস্ব সুরক্ষিত মনুষ্যের মধ্যে নানা বিঘ্ন-বহ্নি ও কোটিকণ্টকদ্রুম করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। কাহাকেও সর্ব্বতোভাবে না যাচাইয়া, কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে পাতিত না করিয়া কৃষ্ণ এই সর্ব্বশুহ্যতম বস্তু প্রদান করেন না। বন্ধু, সখা, আত্মীয় পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ কত কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে—বিপদের মধ্যে পাতিত করিয়াছিলেন! কৃষ্ণ যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা ছিলেন ও নিত্যকাল আছেন, সেই পাণ্ডবগণ সহস্র সহস্র বিপদ্‌রাশির মধ্যে কেন পতিত হন? কেনই বা দুর্য্যোধনাদির অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য করেন? বাৎসল্য-রসের রসিক বসুদেব-দেবকী কেনই বা কংসের অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে পতিত হন—কারারুদ্ধ হন? শ্রীকুন্তীদেবী কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ॥
বিষান্নতোয়াদবসর্পদর্শনা-
দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ॥
বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

(ভাঃ ১।৮।২৩—২৫)

হে ইন্দ্রিয়াধিপতে, যেরূপ তোমার মাতা দেবকীকে ক্রূর কংস বহুকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করায় তিনি শোকে বশীভূত হইলে তুমি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ হে বিভো, পুত্র পাণ্ডবগণের সহিত আমার রক্ষকরূপে বিপদ্‌রাশি হইতে তুমি বারংবার মুক্ত করিয়াছ। হে শ্রীহরি, তুমি আমাদিগকে বিষমিশ্রিত মোদকজনিত মৃত্যু হইতে, জতুগৃহদাহ ও হিড়িম্বাদি রাক্ষসগণের দর্শন হইতে, দ্যূতস্থান ও বনবাসরূপ কষ্ট হইতে, প্রত্যেক যুদ্ধেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ হইতে ও সম্প্রতি অশ্বত্থামার এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছ। হে জগদ্গুরো, সেই সেই বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিপৎসমূহ নিত্যকাল হউক। সে সকল বিপদে সংসার-দর্শন নাই, কেবল তোমারই দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

কুন্তীর এই উপদেশ সমগ্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের ভক্তি-পথের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। যাঁহার সত্য সত্য কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারই নিকট নানাপ্রকার বিঘ্ন-বিপদ্‌রাশি কৃষ্ণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অকপটতা পরীক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহারা এই বিপৎ-সমূহকে কৃষ্ণের "অনুকম্পা" জানিয়া কায়মনোবাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে নমস্কার-বিধান-পূর্ব্বক একান্ত আত্মগত্য-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারাই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হইতে পারেন।

বিঘ্ন ও বিপৎসমূহ কোটিগুণ প্রপঞ্চিত আমাদের

হরিভজনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বিপদের অগ্নি-পরীক্ষা আমাদের সম্ভোগ-পিপাসা ও অনর্থরাশিকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে দগ্ধ করিয়া থাকে। বিপদের মধ্যেই বিজয়ের জয়মাল্য রহিয়াছে।

শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ কখনও বিপদ্ বা বিঘ্নের নিবৃত্তিরূপ শান্তি অর্থাৎ শান্তরসের কামনা করেন না। শান্তরস নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে বিপদ্‌রাশি আমাদিগকে অধিকতর সেবারাজ্যে আকৃষ্ট করে, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক করিয়া তুলে, অনায়াসে ছন্দদ-বর্জ্জনে দৃঢ়ব্রত করিয়া দেয়, সেখানে বিপদ্ বিপ্রলম্ভেরই উদ্দীপক হইয়া থাকে। বিপদের মধ্যে বিপ্রলম্ভের অনুবৃত্তি কৃষ্ণসেবানন্দকে অধিকতর পুষ্ট ও সুদৃঢ় করিয়া থাকে।

সেবার বিঘ্ন-সমূহ অহৈতুক সেবকের সেবোৎসাহই বর্দ্ধন করে। বিঘ্ন ও বিপদ্ না থাকিলে সেবা কেবল একঘেয়ে ও বিচিত্রতা-হীন হইয়া যাইত। এজন্য প্রত্যেক আচার্য্যের অবতার-লীলার সেবা করিবার জন্য সহস্র সহস্র বিপদ্-বিঘ্নরাশি কৃষ্ণেচ্ছায়ই উদিত হয়। অসুর-গণের আসুরিক-চেষ্টা-সমূহ, পাষণ্ডগণের পাষণ্ডতা, দুর্মুখ-গণের কুৎসিত নিন্দা, কুচক্রিগণের নানাপ্রকার কুচক্র ও ষড়যন্ত্র, বিষয়-মদান্ধগণের আস্ফালন ও সাধু-নির্য্যাতনের উদ্যম, কপটিগণের ধূনাট্য কৃষ্ণেচ্ছায়ই প্রত্যেক আচার্য্যের অবতার-লীলায় আত্মপ্রকাশ করিয়া আচার্য্য-লীলার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমর-ক্ষেত্রে সর্ব্বশুদ্ধতম ভক্তির সন্দেশ আবিষ্কৃত হয়। কৃষ্ণ তাঁহার নারায়ণী সেনা একদিকে ও স্বয়ং নিজেকে আর একদিকে সংস্থাপন করিয়া সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন, দুর্য্যোধনের নাস্তিকতা ও অর্জ্জুনের শরণাগতি-ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। বিপদ্ ও বিঘ্নরাশির মধ্যেই শুদ্ধভক্তগণের সেবোৎসাহ কোটিগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়, আনুগত্য-ধর্ম্ম কোটিগুণে আত্মপ্রকাশিত হয়, দৈন্য কোটি কোটিগুণে প্রকটিত হয়, ভগবদ্ভাবাবলি নির্ব্বাপিত হয়, চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা বিতরিত হয়, পরবিদ্যার জীবন লাভ হয়, বিপ্রলম্ভানন্দসাগর উদ্বেলিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হয় ও সমস্ত-আত্মা- সেবারসে অভিষিক্ত হয়।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু উপদেশামৃতের তৃতীয় শ্লোকে উপদেশ দিয়াছেন,—

উৎসাহাদ্নিশ্চয়াদৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

অর্থাৎ উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি—এই ষড়্গুণ হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন।

এই দুইটী গুণই অহৈতুক সেবাভিলাষীর হৃদয়ে বিপদ্ ও বিঘ্নরাশির মধ্যে স্বতঃ আবির্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধ সত্য। বিপদের মধ্যে যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিতে উৎসাহ ও বল পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিপদের মধ্যে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য স্বভাবতঃই সেবকগণের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। বিপদে যে-প্রকার আর্ত্তি সহজেই হৃদয়ে উদিত হয়, শরণাগতির ষড়্বিধ লক্ষণ চিত্তে অধিষ্ঠিত হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। বিপদের মধ্যে আমরা ভক্তিপোষক আচার-সমূহে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, সম্পদের মধ্যে সম্ভোগের মায়াবী মূর্ত্তি আমাদিগকে ভক্তিপোষককার্য্য-সমূহে অন্যমনস্ক ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; কিন্তু আক্রমণ-কারিগণের আক্রমণ ও বিপদের কষাঘাত অনর্থযুক্ত আমাদিগকেও সাধুমার্গানুগমন করিবার জন্য প্রয়োচিত করিয়া থাকে। আমরা বিপদের মধ্যে দুঃসঙ্গ ত্যাগে কোটিগুণ দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকি। সদাচার ও সদ্বৃত্তি-সমূহ বিপদ্‌রাশি সহ্য করিবার বলরূপে আমাদের চিত্তে উদিত হয়।

বিপদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে এই ষড়্গুণ, হয় সৎসঙ্গ ও ষড়্বিধ শরণাগতি উদিত না হয়, তৎপরিবর্ত্তে যাঁহাদের ষড়্রিপুর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দুর্ব্বলতা, ত্রাস, নিরুৎসাহ, শিথিলতা, অন্য ভিলাষ; মৎসরতা, আনুগত্যহীনতা ও নানাবিধ নাস্তিকতার উদয় হয়, তাহারা যে অসত্য পথাশ্রিত, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৎ ও অসৎ উভয় পথাশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকটই বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু সৎপথাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিপদ্‌কে ভগবানের পরম অনুকম্পা বলিয়া বরণ করেন এবং বিপদের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ষড়্বিধা শরণাগতি ও হয় সৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও

সেবোৎসাহাদি হৃদয়ে বিভূষিত হন। আর অসৎ-পথাশ্রিত ব্যক্তিগণ বহু বিপুর তাণ্ডবের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে।

বিপদের মধ্যেই কপট ও অকপটের আসল ও নকল বন্ধুর যাচাই হয়—মৌখিক ভক্তি ও আন্তরিক ভক্তির পরীক্ষা হয়—সত্যের ধার্ম্মিক ও বাস্তব-ধার্ম্মিকের যাচাই হয়। কাজেই ভক্তিরাজ্যে বিপদের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই। এজন্যই বুঝি মুক্তীদেবী কৃষ্ণের নিকট চিরকাল বিপদের প্রার্থনা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে বিপদের মধ্যে চিত্তে আতঙ্ক উপস্থিত হয় না; কারণ, তাঁহারা শরণাগত। নারায়ণের ভক্তগণ কিছু হইতেই ভীত নহেন। তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়কেই নরকতুল্য দর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভবন বাস ও প্রাসাদ-বিহারী অট্টালিকা-বাস—উভয়ের মধ্যেই তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন সৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাসবৈশসম্।

—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫১ শ্লোকধৃত কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্য।)

প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ-জনের সহ-বাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয়।

আনুগত্যহীনতার ন্যায় ভীষণতম বিপদ্ আর কিছুই নাই। শরণাগতের আপাত বিপদ্ বা বিঘ্ন সমস্তই পরমমঙ্গলের অগ্রদূত। শরণাগত ও আশ্রিতব্যক্তি সর্ব্বদা সুরক্ষিত, সৎসঙ্গের প্রতি আনুগত্য ধর্ম্মযুক্ত ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়নিষ্ঠ ব্যক্তিই সর্ব্বদা সংসারের বিপদ্ হইতে মুক্ত। যাঁহারা বিষয়ী, দুর্জ্জন বা জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির বলভরসাকে বহুমান করেন বা ঐসকল প্রাকৃত বলের দ্বারা সাধুগণকে নির্য্যাতিত ও তাঁহাদিগের ভজনপথ বিঘ্নসঙ্কুল করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জাগতিক বল-ভরসা কিছুতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। বিষয়ী বা জাগতিক বলীর বল সাধুগণের কেশস্পর্শও করিতে পারে না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

এই কথাগুলি কেবল কবির কবিত্ব, বা অবাস্তব নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—গীতার এই বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। অহৈতুক সেবকের কখনও বিনাশ নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবক-সম্প্রদায়ের কেশ স্পর্শ করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ দেবতা বা অসুর নাই। তবে যে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইর দ্বারা লাঞ্ছিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বাইশবাজারে প্রহৃত হইবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ নানাভাবে উপদ্রুত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লোক-শিক্ষার জন্য। তাঁহারা সেই সকল আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, সেবায় বিঘ্ন ও বিপদে সেবায় অকৃত্রিমতাই পরীক্ষিত হয়, তদ্দ্বারা সেবায় দৃঢ়তা ও সত্যে অনুরাগ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রভুগণ যখন ঐরূপ বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে জয়যাত্রায় অভিযানের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাদের পদসেবার রেণু হইয়া—তাঁহাদের পদত্রাণের একটি ধূলিকণা রূপে তাঁহাদের শ্রীচরণতলে নিত্য সংযুক্ত থাকিয়া কোটিকণ্টকাকীর্ণ শ্রীভক্তিমার্গে বিচরণকালে তাঁহাদের নিত্য জয়যাত্রার সঙ্গী হইতে পারিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কেবল আমাদের এইটুকু লক্ষ্যের বিষয়, যেন আমরা অনন্তকোটি বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে হইতে তাঁহাদের পদত্রাণ হইতে বিচ্যুত না হই। কোটি কোটি বিপদ্, কোটি কোটি বিঘ্নকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিব, যদি সেই বিপদ্ ও বিঘ্নের মধ্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য-ধর্ম্মে আমরা অধিকতর আত্মনিবিষ্ট হইতে পারি। জীবনে-মরণে, বিপদে-সম্পদে, সুখে-দুঃখে হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই আমাদের নিত্যধর্ম্ম—মায়াধীন স্বতন্ত্রতার কলঙ্ক আমাদের চিরবর্জ্জনীয়।

# শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ গিরিরাজের ধর্ম্মাধ্যক্ষনায়কবর আচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধবদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজের সংকীর্ত্তনৈকপ্রাণতায় এবৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা এবার যাত্রিসংখ্যা যেমন অধিক, তেমনই শ্রদ্ধাসিক্ত ও সম্রান্ত যাত্রিগণের সত্যানুসন্ধিৎসা, হরিকথা শ্রবণেচ্ছা ও সাধুসেবানুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু সুকৃতিমান্ সজ্জন শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে নামমন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন, কেহ কেহ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া ভগবদ্ভজনার্থ মঠবাসী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের বহুস্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলাভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন; ইহাতে একটি যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এত অধিক লোক-সংঘট্ট সত্ত্বেও শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তন্নিজজনের অনুগ্রহে এবৎসর কোন যাত্রীরই কোন অসুখ বিসুখ হয় নাই, সকলেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নাম-ধাম-কাম-মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া দিবসযামিনী পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন। আবাসের অবস্থাও বিশেষ অনুকূল ছিল। মূর্ত্তিমান্ ভজনবিঘ্নস্বরূপ হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী ভক্তিপ্রতীপকুলের কেহই এবার পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিতে না পারায় শ্রীধামের সকল সেবাকার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে, নিঃসঙ্কোচে ও অদম্য ভজনোৎসাহ-সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৃহৎশিব ক্ষেত্রপাল শ্রীধাম-বিরোধী কাহাকেও শ্রীধামে প্রবেশাধিকার যেন না। উহারা শ্রীধামবাসের যাচ্ঞিকতা করিলেও বাধ-বাস উহাদের ভাগ্যে ঘটে না। মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—

"ধাম-মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধজীব নাহি পায় হেথা গতি॥
ধামের উপরে গুরুমায়া পাতি জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥
শ্রীগুরুচৈতন্যে যাঁর মাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রৌঢ়া মায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে ঘুরে॥
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে গুরুচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায়॥"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায়ই শ্রীগুরুচৈতন্য-সম্বন্ধ উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, মুকপটী, বৈষ্ণবোচিত দৈন্যহীন, মুখে কপট দৈন্য প্রদর্শন করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচে' অবস্থার দাম্ভিকেও, সহিষ্ণুতার অবতীর্ণসময়ের মিথ্যাভিজ্ঞ হইবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিলেও অন্তরে শুষ্কবৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, বৈষ্ণবদ্বেষী, বৈষ্ণবের কৃপাপেক্ষার পরিবর্ত্তে বহির্ম্মুখ লোক-মুখাপেক্ষী, তাহারা সর্ব্বদা মায়াজালোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া শ্রীধাম ও ধামবাসী বৈষ্ণবসেবা হইতে চিরবঞ্চিত থাকে। প্রৌঢ়মায়া, বৃদ্ধ শিব ক্ষেত্রপাল তাহাদিগকে শ্রীধামের চতুঃসীমানায়ও প্রবেশাধিকার দেন না। শ্রীগৌরপ্রিয় সুজনানুগতো শ্রীগৌরধামে গৌরনাম ও গৌরকামসেবোৎসবে যোগদান করিতে না পারায় তাহাদের হৃদয় নিত্য নিরুৎসব থাকিয়া হিংসাদ্বেষ ও মাৎসর্য্যের আবাসভূমি হইয়া থাকে। কৃষ্ণজননিত আনন্দের কোন সন্ধানই তাহাদের ভাগ্যে না জুটিয়া নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধই একমাত্র সম্বল হইয়া পড়ে। বাহিরে লোক দেখান' তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবার বাগাড়ম্বরের কোন ত্রুটী না থাকিলেও তাহাদের অন্তর সর্ব্বক্ষণ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর আমাদিগকে ঐ সকল দুঃসঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া নিত্যকাল তাঁহার নিরঞ্জন-পাদপদ্মের দাসানুদাস করিয়া রাখুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের নিত্য প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বেলুনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক গত ৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া ৮ই মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। তাঁহার শুভেচ্ছায় ও কৃপাশীর্ব্বাদে ৯ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরিক্রমার

অধিবাস-কীর্ত্তন-মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃবর নাটামন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভু শ্রীবাস ও পরিক্রমা-তত্ত্ববিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৭ই মার্চ্চ পরিক্রমার প্রথম দিবস পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভুই এবার শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের আনুগত্যে পরিক্রমার শুভারম্ভ-দিবস হইতে শ্রীযোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত অবশ্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিক্রমা পরিচালনা করিয়াছেন। পরিক্রমার প্রথম দিবসেই প্রায় সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। অতঃপর যাত্রিসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রায় দুই সহস্র পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরিক্রমার প্রথমভাগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ এবং ক্রমে ক্রমে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ পরিক্রমার সংকীর্ত্তন-সেবা পরিচালনা করেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ১৩ই মার্চ্চ তারিখে রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐদিবসই শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তির হস্তে নিশান, খোলকরতাল-শঙ্খ-ঘণ্টাদির মধুরঝঙ্কারসহ সংকীর্ত্তনের মধুর রোল ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে গোকুলমহোৎসব প্রকট করিয়াছিল। প্রায় একপক্ষ কালব্যাপী উৎসবে শ্রীধামে অনুক্ষণ পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিমুখে হরিকথামৃতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে প্রতিদিন একাধিকবার ছয়ঘণ্টা ব্যাপী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছে। উহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ এবং মঠাশ্রিত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-মাহাত্ম্যসম্বন্ধে পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পরিক্রমার প্রথম দিবস ( ৭ই মার্চ্চ ) আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজন-স্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ, সাগর মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ ও যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিস্থান বন্দনা ও পরিক্রমা করিয়া তথা হইতে পরিক্রমার শুভারম্ভ সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদর্শিত সিদ্ধক্রমানুসারে অন্তর্দ্বীপের সকল স্থান কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করেন। যোগপীঠে, কাজির সমাধিপাটে ও শ্রীমুরারিগুপ্তভবনে শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের প্রভু এবং শ্রীধর-অঙ্গনে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন। বৃদ্ধশিবালয় ঘাট হইতে প্রাচীন গঙ্গাতটবর্ত্তী পথ দিয়া শ্রীধর অঙ্গন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসংকীর্ত্তন-লীলা কীর্ত্তন করা হয়। পরিক্রমার প্রায় সকলস্থানেই শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের প্রভু শ্রীধামমাহাত্ম্য ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয় দিবস ( ৮ই মার্চ্চ ) শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা হয়। বিল্বপুষ্করিণীতে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্যপাঠ ও শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের প্রভু বক্তৃতা করেন। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পরতাপুরেও ভক্তি-মৈত্রের প্রভুর বক্তৃতা হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া হলার ঘাট পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা হইতেছে। আচার্য্যদেব সেই রাস্তার উপর দিয়া শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীধামের চিন্ময়সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আসিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তনসহকারে শ্রীল আচার্য্যদেবকে তথা হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া যান।

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস ( ৯ই মার্চ্চ ) কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিস্থান হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া মহেশগঞ্জ ঘাটে উপস্থিত হন। তথা হইতে সরস্বতী নদী পার হইয়া সুবর্ণবিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, মহাবারাণসী ধাম, মাজিদা প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোদ্রুম স্থানস্থরথরক্ষে প্রবেশ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকলস্থানেই শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ-কীর্ত্তন হয়। সুবর্ণবিহারে শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের বক্তৃতার ও শ্রীপাদ ব্রতিদেবদাস ব্রহ্মচারী ওড়িয়া ভাষায়

বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণে ভূবভিজুড়ে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের শ্রীনামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমার চতুর্থদিবস (১০ই মার্চ) স্বরূপাখ্যভক্তাবতারস্থলস্থ শ্রীমন্দীপ পরিক্রমা হয়। ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ববৎ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া রাউতারা মধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। তথায় মধ্যাহ্নে উৎসব হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের ভক্তিপাত্রী ও শ্রীপাদ ভক্তিসেবক ব্রহ্মচারীজী পাঠ ও বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় পূর্ব্ববৎ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

এই চারিদিবসই সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ ও ভক্তিবৈভবের প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ যথাক্রমে আত্মনিবেদন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্তির সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পঞ্চমদিবস (১১ই মার্চ) পাদসেবনাখ্য ভক্তাবতারস্থলস্থ কোলদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আহ্বানক্রমে পূর্ব্ববৎ পরিক্রমা প্রার্থে কোলদ্বীপাভিমুখে শুভযাত্রা করেন। বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা হয়। প্রথমে শ্রীনাম পরিক্রমা ও মঠের নাম লিখিত বিজয়পতাকাবাহী ভক্তবৃন্দ, তৎপর সুসজ্জিতশিবিকারোহণে শ্রীগুরুমহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ, তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ, তৎপশ্চাৎ চতুর্দ্দশমৃদঙ্গসহিত সপ্তসম্প্রদায়ে বিভক্ত সঙ্কীর্ত্তনকারিভক্তবৃন্দ, তৎপশ্চাৎ অন্যান্য যাত্রী, মহিলাভক্তবৃন্দ, গো ও মহিষযানাদি। মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের শিবিকায় প্রথম ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন—অলোয়ার ভক্তবর ভূম্যধিকারী শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী। ভক্তবৃন্দের সঙ্কীর্ত্তনসেবানন্দ ও অবর্ণনীয়। বহির্মুখলোকসকল হইতে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সরকার বাহাদুর প্রত্যহের ন্যায় এবারও শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া আমাদের বন্দনার্হই হইয়াছেন। পরিক্রমা পোড়ামাতলায় (প্রৌঢ়ামায়াস্থানে) উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু শ্রীনামমাহাত্ম্য পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে পরিক্রমা নবদ্বীপ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আম্রবাগিচায় আসিয়া বিশ্রাম করেন। এখানে শ্রীগুরুমহাপ্রভুর ভোগ হয় এবং সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে এই স্থান পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দের কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থল। শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু ও ভক্তিবৈভবের প্রভু এই স্থানে বক্তৃতা করেন। অতঃপর এই স্থান হইতে সকলে চাঁপাহাটি শ্রীগৌরগদাধর মঠে গমন করিয়া তথায় উৎসব করেন। অপরাহ্ণ হইতে শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের সভাপতিত্বে সুবৃহৎ এক ঘণ্টাকালব্যাপী এক বিরাট্ সভা হয়। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, যাযাবর মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরিক্রমার ষষ্ঠদিবস (১২ই মার্চ)—শ্রীহরিবাসর, এই দিবস অর্জ্জনাখ্যভক্তাবতারস্থলস্থ শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত চাঁপাহাটি ও সমুদ্রগড় পরিক্রমা হয়। সমুদ্রগড়ে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য পাঠ এবং গঙ্গাবাসী শ্রীঅনন্তরাম পট্টনায়ক ওড়িয়াভাষায়, শ্রীপাদ হরানন্দ ও কৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ হইতে শ্রীগৌরগদাধরাঙ্গনে পূর্ব্ববৎ শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের সভাপতিত্বে দ্বিঘণ্টাব্যাপী সভা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের, মহাপুরুষ দাসাধিকারী, গৌরাঙ্গপ্রহ্ব ব্রহ্মচারী ও নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ বক্তৃতা করেন।

সপ্তমদিবস (১৩ই মার্চ) বিদ্যানগর পরিক্রমা। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু বিদ্যানগরে শ্রীনামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ হইতে পূর্ব্ববৎ শ্রীগৌরগদাধর অঙ্গনে শ্রীপাদ সাগর মহারাজের সভাপতিত্বে দীর্ঘকালব্যাপী সভা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীমনোনিরুদ্ধ, শ্রীনেত্রানন্দ, বক্তার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন সরকার এম্-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন বাবু প্রভৃতি বক্তৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

অষ্টমদিবস (১৪ই মার্চ) মধ্যদ্বীপ, সোনারুদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন। মধ্যদ্বীপে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু শ্রীনামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা করেন। তথা হইতে সোনারুদ্বীপে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীপাদ মুরারি ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট পরিক্রমা করা হয়। মধ্যাহ্নে সোনারুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে

মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ বক্তৃতা করেন। প্রসাদ সম্মানের পর পরিক্রমা দ্বীপ গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তথায় শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু শ্রীরামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় পরিক্রমার বিরাট্ সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা মহোল্লাসে—সঙ্কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ের প্রাণোন্মাদক দৃশ্য বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত বিরজা-ব্রহ্মলোক-পরব্যোমভেদী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি-সহ মধুর সঙ্কীর্তন রোল গগনপবন মুখরিত করিয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। এরূপ নির্বিঘ্নে পরমানন্দে অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্তন-প্রসঙ্গে ভজনানন্দী ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমার অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিপ্রভুপাদের পরম স্নেহ—তদভিন্ন বিগ্রহ আচার্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিভাভূষণ গোস্বামিমহারাজের অতিমর্ত্য অপার করুণা-শক্তির গুণগান করিতে চলেন।

১৩ই হইতে ১৭ই মার্চ্চ দিবসত্রয় যোগপীঠে মহা-সঙ্কীর্তন-নামযজ্ঞোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসবের অধিবাস-কীর্তনোৎসব-বাসরে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শুভেচ্ছায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর সভাপতিত্বে শ্রীযোগপীঠের প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীধামমাহাত্ম্য-সম্বলিতা শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সময় কার্য্যতালিকা বিস্তৃত থাকায় অবশিষ্ট কার্য্য পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে সম্পন্ন করা হয়।

অধিবাস দিবসেই লোকসংখ্যা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, অতঃপর অন্যোৎসব দিবসে যেন লোক-সমুদ্রের প্লাবন প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবস শ্রীভক্তিসুহৃৎ তোষণে প্রাতঃকাল হইতেই নহবৎ বসিয়াছিল। মঙ্গলারাত্রিককীর্তন সমাপ্ত হইবার পর শ্রীল আচার্যদেবের আদেশে শ্রীযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্যমঠেও শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। শ্রীযোগপীঠে প্রথম-ভাগে শ্রীপাদ রাঘবের মহারাজ ও আশ্রম মহারাজ এবং শেষভাগে শ্রীপ্রপন্নানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তম দাসা-ধিকারী (ধানবাদ) ও শ্রীপাদ দিব্যসূরিদাস অধিকারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ পারায়ণ ও তৎসহ ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে স্বয়ং শ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে যোগপীঠের শ্রীঅঙ্গনে একটি মহাসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্যদেবই উক্ত সভার একমাত্র বক্তৃরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের গূঢ়রহস্য, শ্রীধামতত্ত্ব ও তাহা উপলব্ধির উপায়-স্বরূপ শ্রীগুরুবর্গের ঐকান্তিক আনুগত্য-বিষয়ে অতীব বৈজ্ঞানিকসহকারে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া শ্রীপাদ রাঘবের মহারাজকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বিষয়ক পয়ারসমূহ কীর্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিতকণ্ঠে উহা কীর্তন করেন। স্বামীজীর কীর্তনের পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী 'গৌরাঙ্গের দুটিপদ' এই গীতিটি কীর্তন করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীমন্দিরে মহাভিষেক-সহ বিবিধোপচারে পূজা ও ভোগরাগ সমাপনান্তে আরাত্রিক আরম্ভ হইলে শ্রীআচার্য-নির্দ্দেশে শ্রীপাদ রাঘবের মহারাজই সন্ধ্যারাত্রিককীর্তন আরম্ভ করেন। তাঁহার কীর্তন কালে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু ও তাঁহাদের সহিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মহোল্লাসে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছিলেন। আরতিক কীর্তন সমাপ্ত হইবামাত্র শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু উদ্দণ্ডনৃত্য কীর্তনসহকারে শ্রীগুরুবর্গের গুণগান আরম্ভ করিলে আরও বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তন হয়। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে ও কৃষ্ণকীর্তন-কোলাহলে শ্রীযোগপীঠ মুখরিত হইয়াছিল। কীর্তনান্তে পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য-দেবের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নানন্দ শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসবে যোগদানের পরবর্তী সাম্বৎসরিক কৃত্য, বিগত বর্ষের সেবায় ত্রুটিসমূহ পুনরা-লোচনা, মহাজন-শিক্ষানুসরণ, শ্রীনামমাহাত্ম্যাদি কীর্তনমুখে অকৃত্রিম ধাম-সেবক শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সর্ব্বাচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গনাম, নাম ও ধামসেবা-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-

ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তি-বান্ধব প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা-পূজা পরিচালনের সুষ্ঠুতা সম্বন্ধেও একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীপাদ মহাপুরুষ গয়াবিহারী বৈষ্ণব নরীয়া প্রকাশের অন্নোৎসব সংখ্যা হইতে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু লিখিত "শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব-স্মৃতি" প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সভা ভঙ্গ হয়। অত শিরগণের ত' কথাই নাই, আগন্তুকগণের মধ্যেও অনেকেই নিরম্বু উপবাসী ছিলেন। রাত্রে কিছু অমুকল্পের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুরের সকল শ্রীমন্দিরেই, বিশেষতঃ যোগপীঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতীব অপূর্ব্ব হইয়াছিল। শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির, সিংহাসন ও নিম্ব-বৃক্ষ বিচিত্র আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অতিরম্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরাদি এবং মহাপ্রভুর বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাঘাট সমস্তই আলোক-মালায় সুশোভিত হইয়াছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক দোকানপসারী বসিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বত্র লোকে লোকারণ্য। শ্রীধামপ্রভাবে সকলেরই প্রফুল্লবদন, অতিথ গৃহমেধীও একদিন গৃহচিন্তা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণাবির্ভাবের পরদিবস যেমন শ্রীনন্দ মহারাজ মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহা 'নন্দোৎসব' বলিয়া জগদ্বিদিত, শ্রীগৌরাবির্ভাবের পর দিবসও সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ক্রমে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ১৭ই মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযোগপীঠে একটি সভা আহ্বান করিয়া শ্রীগৌরাবির্ভাবের পরদিবসতা সম্বন্ধে অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। গোস্বামি-প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীগণধানন্দ ও শ্রীপাদ দিবাহরি প্রভু বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমাপীঠের পরীক্ষার্থিগণের শ্রীল আচার্য্যদেবের অধ্যক্ষতায় 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে উক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রখানি প্রকাশিত হইল।

১৮ই মার্চ্চ (১৯৩৬) শুক্রবার সন্ধ্যার ট্রেণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আসিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, ভক্তিসুধাকর প্রভু, শচীনন্দন প্রভু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষষ্ঠীতীর্থ ও মঠের প্রায় ৩০ জন ভক্ত। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আসিবার কালে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ প্রভু শত শত ভক্তবৃন্দ সহ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সদলবলে আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন।

---

# শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

( ১ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

শ্রীমদ্বীনরুফাখ্যো ব্রজবাসী গুরুপ্রিয়ঃ।
বিদ্যাভূষণনামা চ আচার্য্যপদবীযুক্তঃ॥
গৌড়ীয়পত্রসেবায়াং তথা শাস্ত্র প্রকাশনে।
মহারাজ্য-মহাযত্ন-মহোৎসাহ-প্রদর্শকঃ॥
দৃঢ়নিষ্ঠোপধানশ্চ কীর্ত্তনৈকব্রতো বলী।
সর্ব্বোপকারকঃ প্রাজ্ঞঃ সুতর্কশ্চ সুনে পটুঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংজ্ঞ-সভ্যৈরস্তৈঃ প্রণীয়তে।
'মন্ত্রোপদেশকা'খ্যোপনামধেয়ং সুশোভনম্॥
গ্রন্থেষুবহুলগ্রাস্তে-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রী-গৌরাবির্ভাববাসরে॥

দাসঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র সেবশর্ম্মা ভক্তিরত্নঃ
সভাপতিঃ

( ২ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ঢাকাস্থবারবিপ্রাখ্যবিখ্যাতনাগবংশজঃ।
বিদ্যাবুদ্ধিধনঃশ্রীমান্ নরশিল্পবিশারদঃ॥
সুদার্শনিকসদ্ভাবঃ সাধুজনসমন্বিতঃ।
পুরাণপত্তনাবাসো মহৎসেবানিকেতনঃ॥
সুস্নিগ্ধসুগভীরো যজ্ঞসূত্রসেবিতঃ।
মাধবগৌড়ীয়নাম্নশ্চ মঠস্য সেবনে রতঃ॥
শ্রীসজ্জনসুহৃন্নাম্না সর্ব্বসজ্জনমানিতঃ।
ভক্তভক্তিস্নিগ্ধানাঞ্চ সেবোৎসাহসমন্বিতঃ॥
'ভক্তবান্ধব' ইত্যাখ্যাযুক্তোপদেশকাখ্যয়া।
ধামপ্রচারিণীসৎসৎ-সভ্যতয়ৈ বিমণ্ডিতঃ॥
প্রহেযুগশচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ৩ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ত্রিস্তাখ্যপ্রদেশস্থ-মহাকরপুরাশ্রিতঃ।
শ্রীমধুসূদনঃ প্রাজ্ঞো দাসাধিকারিসজ্জকঃ॥
উচ্চরাজপদস্থোঽপি স্বভবদ্ধবিবর্জ্জিতঃ।
হরিকথানুরাগী হি সজ্জনাহ্লাদদায়কঃ॥
পাটদীপুত্র-গৌড়ীয়-মঠসংসেবনে রতঃ।
সর্ব্বভাবেন সদ্ভক্তো যুবমিত্রতাবপঃ॥
'ভক্তিকুশল' ইত্যেষ 'উপদেশক' ইত্যপি।
উপাধী বিভয়তাস্মৈ ধামপ্রচারিণীসভা॥
প্রহেযুগশচন্দ্রাব্দে-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ৪ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ভক্তিভাবঃ ইত্যাহ্বো বীরো বিহারদেশজঃ।
ব্রজেশ্বরীপ্রসাদাখ্যঃ শ্রীমান্ বহুগুণান্বিতঃ।
ব্যবসায়বিদ্যাং শ্রেষ্ঠো যাতী শ্রীমঠসেবকঃ।
বৃদ্ধাশ্রমেপি নিত্যন্তু সাধুসার্দ্ধমবস্থকঃ।
ধামপ্রচারিণীসৎসৎসভ্যতয়ৈব প্রথীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেতদ্গুণমাদাত্ত সাদরম্॥
প্রহেযুগযুগচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ৫ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

'রাধামুদ্দ' ইত্যাখ্যো ব্রহ্মচারী সুগায়কঃ।
সুলেখকো সুবাগ্মী চ সাধুসংসেবনরতঃ॥
শ্রীরাধারমণো নাম কৃতিনৈপুণ্যশোভিতঃ।
স্বরোর্নিদেশবর্ত্তী চ কুতর্কভেদনে পটুঃ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসৎসভ্যতয়ৈব বিভূষ্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বৃধৈঃ॥
প্রহেযুগযুগচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ৬ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থশ্রীবিষ্ণুপত্তিনাদিনে।
বৈষ্ণবসেবকায় শ্রীচৈতন্যমঠবাসিনে॥
কীর্ত্তনার্চ্চনযোগায় হরিকথানুরাগিণে।
কবিত্বশক্তিযুক্তায় বিনীতায় সুবুদ্ধয়ে॥
ধামপ্রচারিণীসৎসৎ-সভ্যতয়ৈব প্রথীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বৃধৈঃ॥
বর্ষেযুগযুগশরবে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ (ক্রমশঃ)

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ হরিকথাপ্রসঙ্গেচ্ছু মঠ-সেবক ও আগন্তুক বিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত পরিতোষ কুমার রায় চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোকের নিকট "শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীরাম-লক্ষ্মী সীতাহরণ-প্রবাসী কপট ভ্রিদণ্ডী রাবণের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ-লীলার সমীচীনতা; বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশই ক্রোধের সদ্ব্যবহার; নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের অতৃপ্তি-জন্য ক্রোধ প্রকাশ বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার নহে; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য; শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু করা হয়, তাহাই ভক্তি, নতুবা সকলই কর্ম্ম; শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে কাঠবিড়ালীর নিষ্কপট সেবা-চেষ্টার সমাদর; ক্লাসে বহু ছেলে আছে, তন্মধ্যে ২।১টি উত্তীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট অকৃতকার্য্য হইলে তজ্জন্য বিদ্যালয়, শিক্ষক বা শিক্ষা দূষণীয় নহে, অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের অন্তর্মুখ প্রকাশ ও উন্নতি কামনা ব্যতীত উপায়ান্তর কি?" ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। পরিতোষ বাবু ঐসকল কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং আচার্য্যদেবের পদধূলি পুনঃ পুনঃ মস্তকে ধারণ করেন।

২২শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব M. D. Ramchandra Rao A. S. M. (Itwari Sts. B. N. Rly) ও A. Suryya Narayana, Stn. Master (Donkinen Valeasa Stn. B. N. Rly) মহোদয়দ্বয় ও আরও কতিপয়-মঠ-সেবক সমক্ষে ইংরাজী ভাষায় "সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, কৃষ্ণভক্তেরই সাধুত্ব, কৃষ্ণনাম ও নামীর অভিন্নত্ব, আগন্তুক শব্দ ও শব্দীর অভিন্নত্ব, স্বয়ং কৃষ্ণেরই ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌররূপে অনর্পিতচর নাম-প্রেম বিতরণ, যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্যের তাৎপর্য্য, ফল্গুবৈরাগীর অসাধুত্ব, হরিনাম গ্রহণের আবশ্যকতা, দশনামাপরাধ" প্রভৃতি বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন। দশনামাপরাধের বিষয়ই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় বিষ্ণু পূর্ব্বে রাওসাহেব শ্রীযুক্ত পরমিলুনারায়ণ রায় এম্-এ প্রভৃতি ভূষনবন্দল মহোদয় আসেন, শ্রীল আচার্য্যদেব এবং উপস্থিত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সহিত তাঁহার কিছুক্ষণ আলাপাদি হইয়াছিল।

---

## হরিদ্বারস্থ পূর্ণকুম্ভ মেলায় শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

হরিদ্বার-পূর্ণকুম্ভ মেলা উপলক্ষে এ বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। ১৪ই মার্চ্চ, ৩১শে মার্চ্চ, ৮ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল (১৯৬৮)—এই কয়টি প্রধান স্নানতিথি। অসংখ্য পুণ্যকামী ব্যক্তি এই সকল তিথিতে বিশেষভাবে স্নানদানাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করেন। প্রতি দ্বাদশ বর্ষান্তরে এই যোগ উপস্থিত হয়, সুতরাং পুণ্যকামিগণ পুণ্যার্জ্জনের এমন সুবর্ণসুযোগ ছাড়িতে চাহেন না। চতুর্ব্বর্গকামী বিভিন্নভাবে এই সুযোগে নিজ নিজ স্বার্থের সমাধান করিয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিদ্বারস্থ শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এই সময়ে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসত্যময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-দ্বারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা "মুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥", "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" ইত্যাদি কথা কীর্ত্তন করিয়া লোকে যাহাতে কেবল প্রাণান্ত পরিশ্রমে শূন্যগ্রন্থি মাত্র অঞ্চলে বন্ধন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী হইয়া অশান্তি সমুদ্রে ভাসমান না হয়, পরা শান্তিময় কৃষ্ণভক্তির বিন্দুমাত্র সন্ধানও পায়, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, ইস্তাহার, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-সম্বলিত প্রদর্শনী প্রভৃতি দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। দেবাধিদেব মহাদেব যে গঙ্গা দেবীকে তাঁহার উদ্ধারোদ্দেশ্যে চরণাম্বুজাগ্রে নিত্যকাল মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই গঙ্গায় প্রকৃত সেবা

কিরূপে হয়, গঙ্গা হরিদাসের মজ্জন ব্যতীত যে অন্যের মজ্জন যাহা করেন না, অন্যকে যে কেবল বঞ্চনাই করেন, এই সকল রহস্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। "তীর্থ-কল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীগুরু ভজন মনোরঙ্গ"—ইহাই মহাজন বাক্য। সেই সাধু কে, সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে—ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। মুক্ত ও ভক্তবৈরাগ্যের পার্থক্য না জানিয়া বহু লোক সাধু বিলাইতেছে, তথাকথিত সাধুকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেছে, মনে করিতেছে—দান করিলাম, সাধু বিলাইলাম—অনেক পুণ্য লাভ ক'রলাম। কিন্তু খতিয়ান করিবার সময় যে সব লোকসানে চলিয়া যায়, তাহার audit কে করিবে? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এজন্য কোন formalityর অপেক্ষা না রাখিয়া অতি স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়া দিয়াছেন—"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড—সকলই বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া কেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।"—শ্রীচৈতন্য-চরণানুচর শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ব্যতীত এই সকল নিগূঢ়তত্ত্বসহ সত্য কথা আর কেই বা বুঝিবে, কেই বা বুঝাইবে, যাহারা ইহা না বুঝে, তাহাদের জন্য ব্যথিতই বা কে হইবে? তাই পরদুঃখদুঃখী কৃপানিধি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পদ্মবিভাভূষণ গোস্বামি প্রভু জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ জীবের কর্ণ-কুহরে কোন না কোন প্রকারে একটু শ্রীভক্তি বিনোদ- গৌরকিশোর-সরস্বতী - কথামৃতধারা প্রবেশ করাইবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে বহু মঠসেবককে তথায় পাঠাইয়া-পরে স্বয়ংও তথায় যাত্রা করিতেছেন। ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ,ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণও তথায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-গঙ্গা-ধারা প্রবাহিত করিয়া লোক সকলের প্রকৃত নিত্যমঙ্গলপ্রদ স্নান সম্পাদনের জন্য তথায় যাইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের অংশ-প্রকাশ শ্রীহরিদ্বার মায়াপুর; সেখানেও যাহাতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকিঙ্করী-গিরিধারীর শুদ্ধ সেবা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদের জয়গানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হয়, শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরাদির ন্যায় সেখানেও যাহাতে মায়াপুরাধীশের কথা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়, তাহাই শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা, পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদেরও তাহাই মনোঽভীষ্ট ছিল। সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী এবং যাবতীয় তীর্থ—সকলেই গৌরধামাশ্রিত, গৌরধাম নবদ্বীপেই সকলে স্বরূপে বিরাজিত, অন্য স্থানে তীর্থ সকল সেই স্বরূপের প্রকাশরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং গৌরধামানুগত্য-ব্যতীত সেই সকল তীর্থ-সেবায় কোন সুফল ত' হয়ই না, পরন্তু ধামাপরাধই প্রবল হইয়া থাকে। যাবতীয় তীর্থ শ্রীগৌরধামের অংশ বা প্রকাশ, শ্রীগৌর-ধাম নবদ্বীপ ও কৃষ্ণধাম বৃন্দাবন গোকুলে কোন ভেদ নাই। বৃন্দাবনও অংশী ধাম। এই সকল বিচারে অজ্ঞতা-বশতঃই তীর্থভ্রমণ ও স্নানাদি কেবল বৃথা পরিশ্রমেই পরিণত হয়। শ্রীগৌরজন-সঙ্গ ব্যতীত তীর্থের প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধি-সহ প্রকৃত তীর্থ-কৃপা কখনই উপলব্ধির বিষয় হয় না।

শ্রীগৌরজনের তীর্থ-গমনাগমন ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যার্জ্জন কাম-নায় নহে, "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মনোঽভীষ্ট প্রচার-দ্বারা জগন্মঙ্গল বিধানই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

---

## দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

এবার শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' পত্রের একটি বিশেষ সংখ্যা ( নঃ প্রঃ ১৩শ বর্ষ ১৪-১৫ সংখ্যা ) বিবিধ প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য এবং গুরুবর্গ, শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের আলেখ্যাদি সহ বিচিত্র বর্ণের কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ( সংস্কৃত কবিতা—পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ-লিখিত ), 'শ্রীশ্রীগৌরবিজয় আরতি' ও 'শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী' (বাংলা পদ্য), 'শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী', শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তোৎসব ( সম্পাদকীয় ), "শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌর-জয়ন্তোৎসব-স্মৃতি" ( 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক লিখিত ), "শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর" ( পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-তীর্থ লিখিত ), শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দ' ( ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসুন্দর গৌড়ী মহারাজ

লিখিত ) ও শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমা ( শ্রীপাদ রাধগোবিন্দ বিদ্যানন্দ-লিখিত )। এই শ্রীপত্রের প্রকাশ-বিষয়ে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজীর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

---

## শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা

প্রত্যাব্দের ন্যায় এবারও শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ৪৫২ গৌরাব্দের "সচিত্র বার্ষিক শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবগণের অবশ্য-পালনীয় ব্রতোপবাসাদির বিষয় শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি সাধন-স্মৃতি-অনুযায়ী বিধা ও অবিধায়ি বিচার বিশেষ যত্ন-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-মাত্রেরই—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই এই পত্রিকা সর্ব্বদা সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই শ্রীপত্রীর সঙ্কলন-কার্য্যে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

---

## নবপর্য্যায়ের হিন্দী মাসিক 'ভাগবত' পত্র

এই হিন্দী 'ভাগবত' পত্র সর্ব্বপ্রথম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিগত ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ; ইং ৯ই নবেম্বর, ১৯৩১ তারিখ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী প্রিয় নিজ শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবা-কোবিদ প্রভুর অর্থানুকূল্যে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন ক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠ হইতে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পাক্ষিকাকারে প্রকাশিত হইতেন। ঐ সময় হইতে প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া-ভগবদিচ্ছায় শ্রীপত্র কিছুকাল আত্মগোপন করেন। অধুনা আমাদের পরম আনন্দের বিষয় এই যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুবরের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় ও নিয়ামকত্বে গত ৭ই ফাল্গুন ( ১৩৪৪ ), ১৯শে ফেব্রুয়ারী ( ১৯৩৮ ) শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে উক্ত শ্রীপত্র ৪র্থ বর্ষ হইতে পুনরায় নবপর্য্যায়ে মাসিকাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ সেবাকোবিদ প্রভু সম্প্রতি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে বিহার-নিবাসী শ্রীযুত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি, এল, ব্যারিষ্টার-এট-ল ও শ্রীযুত মধুসূদনপ্রসাদ সাহী মহোদয় তথা এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলার যুক্তপ্রদেশ নিবাসী শ্রীযুত আশুবিহারীলাল কপূর এম্-এ মহোদয় প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ বিহার ও যুক্ত প্রদেশের শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজের সহায়তায় উক্ত শ্রীপত্রের পরিচালন ও বহুল প্রচারাদি সেবাকার্য্য করিবেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীপত্র বর্ত্তমানে পাটনা গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ সৌতী মহারাজের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছেন। আমরা নবপর্য্যায়ের দুই সংখ্যা পাইয়াছি। প্রথম সংখ্যার 'মন্ত্র নিবেদন' শীর্ষক সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ শ্রীল আচার্য্যদেব-লিখিত। প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দর সহজবোধ্য হিন্দী ভাষায় লিখিত হইতেছে। আমরা শ্রীপত্রের পরি-চালকগণকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

---

## রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের উদ্যোগে ও রেঙ্গুণ-গৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের সেবা-চেষ্টায় এবার রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে গুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা ও অন্যান্য মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ-মুখে ব্রতোৎসব পালন করা হয়। সন্ধ্যায় মঠের নিকটবর্ত্তী স্থানীয় Galliara হলে সমবেত প্রায় ছয় সাত শত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে হরিকথা ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করেন। উপস্থিত সকলকেই চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সেই দিবসের উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থার পরমমনুভিধান্ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত নাথ ভক্ত মহাশয় বহন করেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে স্বামীজী ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী The Hon'ble Dr. Ba Maw Ph.D, Bar-at-law মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রেঙ্গুণে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয়মঠ স্থাপনের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ শ্রীতিলাভ করেন এবং আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে স্বামীজী যখন প্রথম রেঙ্গুণ

যাত্রা করেন, তখন হইতেই তাঃ বাগো শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীপ্রচার সম্পর্কে স্বামীজীকে বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শ অনুসরণে ব্রহ্মদেশবাসী সজ্জন শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন।

স্বামীজী গত ২৩শে মার্চ্চ রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া গত ৭ই মার্চ্চ কুম্ভমেলায় হরিদ্বার রওনা হইয়াছেন।

## হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু ৺শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শীঘ্রই কতিপয় বৈষ্ণব-সমভিব্যাহারে হরিদ্বারে যাত্রা করিবেন। আগামী ৯ই এপ্রিল (১৯৩৮) শ্রীশ্রীরামনবমী তিথিতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উৎসবাদির আয়োজনার্থ গত ২৭শে মার্চ্চ কলিকাতা হইতে হরিদ্বার শুভযাত্রা করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারার্থ নিষ্কপট গুরুদাসগণের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা, সকলেই এই প্রভূকার্য্যে যাহার যাহা সাধ্য সেবানুকূল্য বিধান করিবেন। আনুকূল্যাদি অবিলম্বে "শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ, হরিদ্বার, সাহারাণপুর ; ইউ, পি" অথবা "সেক্রেটারী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা" ঠিকানায় প্রেরিত হইতে পারে।

---

# লণ্ডনের একখানি পত্র

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ও তদ্বিজন শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় লণ্ডনের ন্যায় অত্যন্ত জড়চিন্তাবহুল স্থানেও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহামন্ত্র নামে কি প্রকার অনুরাগ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার একটি নিদর্শন মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর নিকট লণ্ডন হইতে লিখিত নিম্নলিখিত পত্রাংশটিতে হইবে :—

Mahamahopadeshak Pandit
Sripad A. B. Goswami,
Sree Gaudiya Math
P. O. Baghbazar
Calcutta.
Bengal, India

Sree Gaudiya
Math,
51, Downs Road,
Hackney,
London, E. 8
Feb. 18th, 1938

Dear Mr Goswami,

* * *

I believe you would like to know my experience of "Taking the Name". I have been brought up with orthodox views by which I understood that spiritual perfection could only be attained by a rigid mode of living combined with complete unselfishness—a very difficult thing to do and entailing much hardship. Therefore to achieve the same result just by continual repetition of a mantra seems to me to be so simple and quite without effort. But I have always wanted Truth more than anything else, and although I cannot understand how such a wonderful ideal could come about by easy means, yet intuitively I feel that I cannot do better than accept. I have gone only a very little way along the path, but I know it is the right path, and that it is not for nothing that I have been guided to the Gaudiya Mission. So I repeat the mantra many times, feeling that I can safely leave the rest to the Almighty.

* * * *

I thank the president for his kindly wishes. I hope also that the Mission will be brought safely through its troubles and that the good work may proceed smoothly. * *

With very kindest regards,
Yours sincerely,
Sd. Stella Harris

# চয়ন

## A LAKH ASSEMBLE SRI CHAITANYA ANNIVERSARY AT MAYAPUR

[ অমৃতবাজার পত্রিকা—১৯।৩।৩৮ ]

Nabadwip. March. 17

About a lakh of people assembled at Sri Mayapur before the temple of Sri Chaitanya and celebrated the birth anniversary of Sri Chaitanya for the last three days. Sannyasis and other preachers of the Gaudiya Mission delivered lectures dwelling on the religion of Chaitanya Mahaprabhu. On the "Dolajatra" day alone, over 60,000 pilgrims visited the place. In the evening the President Acharyya of the Gaudiya Mission spoke on the significance of religion.

During these days, the 44th session of the Dhampracharini Sabha was held at Sri Mayapur Jogapith, presided over by Pandit A. B. Goswami, Vice President, Gaudiya Mission. A number of important resolutions were passed Many prominent persons from different provinces, including Assam, Madras and the United Provinces, attended the session.

—( United Press )

---

নিম্নলিখিত সাধারণ সংবাদপত্রসমূহে বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণীসভার অধিবেশনাদির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে যথাক্রমে সংবাদপত্রের নাম, তারিখ ও প্রচারিত বিষয় মাত্র উল্লেখ করিলাম। গত ১৬।৩।৩৮ শ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবসের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ( Prof. N. K. Sanyal M. A. ) প্রভৃতি লিখিত 'শ্রীচৈতন্যলীলা'-শীর্ষক একটি অতি সুন্দর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ৭।৩।৩৮—Nabadwipdham Parikrama for ten days : Arrangements by Gaudiya Math ; ঐ ১১।৩।৩৮—Nabadwipdham Pracharini Sabha : 44th session at Mayapur ; ঐ ১৬।৩।৩৮—Sri Chaitanya Lila : Transcendental Revels of Lord Chaitanya ; ঐ ১৮।৩।৩৮—Lord Sri Chaitanya ; The advent anniversary ; ঐ ১৯।৩।৩৮—A lakh Assemble : Sree Chaitanya Anniversary at Mayapur ; "যুগান্তর" ৭।৩।৩৮ — শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা মহামহোৎসব, শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বিরাট নগরকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ; ঐ ১৬।৩।৩৮—শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন ; "আনন্দবাজার পত্রিকা" ১২।৩।৩৮—শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা ; "কেশরী" ৫।৩।৩৮—পরিক্রমা মহোৎসব—আগামী ২২শে ফাল্গুন হইতে নবদ্বীপে আরম্ভ ; "দৈনিক বসুমতী" ৫।৩।৩৮—শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা-মহোৎসব ; "বিহার হেরাল্ড" ২৬।২।৩৮—Nawadwip Parikrama ; "সার্চ লাইট" ২৪।২।৩৮—Sridham Nabadwip Parikrama ; "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার" ২৪।৩।৩৮—শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম" পরিক্রমা ; "হিন্দুস্থানষ্টাইম্‌স্" ১৬।৩।৩৮—Nabadwipdham Sabha 44th Annual Session on March 17 ; ঐ ২৪।৩।৩৮—Going round the nine islands ; "দেশভক্ত কল্প" — ২৪।২।৩৮ — Nabadwipdham Forthcoming Ceremonies ; ঐ ১৪।৩।৩৮—Nabadwipdham Parikarma Ceremony : devotees reach Shri Mayapur ; "পঞ্চানন্দ" ১২। ৩ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা-মহোৎসব ; "ইণ্ডিয়ান নেশন" ১৪।৩।৩৮—Sree Nabadwipdham Pracharini Sabha : 44th Session at Sree Mayapur প্রভৃতি পত্র।

---

# ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

( গৌরাব্দ ৪৫১ বর্ষপূর্তি )

**শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর**

মান ১০ দণ্ড ; পূর্ণ সংখ্যা—১০০

প্রান্তঃ ৭টা—১১টা পর্য্যন্ত

[ প্রতিপ্রশ্নের প্রান্তস্থিত অঙ্ক সেই সেই প্রশ্নের পূর্ণসংখ্যা-জ্ঞাপক ]

১। পঞ্চরাত্রমতে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারের যোগ্যতা কি ? দশবিধ সংস্কারকার্য্যে বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য দেবতার আবাহনে কি দোষ ? ১২।

২। ভক্তি কয় প্রকার ? ভক্তাভাস কত প্রকার ? তাহাদের সংক্ষেপে পরিচয়। ভক্তের কত প্রকার অধিকার ? ১৫

৩। দীক্ষা কাহাকে বলে ? নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কাহাকে বলে ? সদ্গুরুর লক্ষণ কি ? সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণব কাহাকে বলে ? ১৪।

৪। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি ? ১২।

৫। অনর্থনিবৃত্তি কিরূপে হয় ? ১২।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :— ১০

(ক) ভ্রম, (খ) প্রমাদ, (গ) বিপ্রলিপ্সা, (ঘ) করণাপাটব, (ঙ) সংসদ, (চ) দুঃসঙ্গ, (ছ) ইজ্যা, (জ) বর্ণাশ্রম, (ঝ) অর্চ্চন, (ঞ) ভজন।

৭। নবদ্বীপ বলিতে কি বুঝা যায় ? প্রাচীন নবদ্বীপ ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য আছে কিনা ? তথায় কি কি দ্রষ্টব্য ? ১২।

৮। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের করুণা ও বঞ্চনা কাহাকে বলে ? ১৪।

---

## শুদ্ধাশুদ্ধ-প্রকাশক

গত ৩২শ সংখ্যার ৫০৭ পৃষ্ঠা প্রথমস্তম্ভ পঞ্চম পংক্তি হইতে "শ্রীল প্রভুপাদ যখন আচার্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া ..... তখন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে"—না হইয়া "শ্রীল প্রভুপাদ যখন কএক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া.....তখন হইতেই তদানীন্তন কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সেবকরূপে অবস্থানকারী শ্রীল আচার্য্যদেবকে"—এইরূপ হইবে

৫৩৬ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ ১৫শ পংক্তি হইতে—"আশ্রয় বিগ্রহের অভিমান অধিকতর গাধত্তা"—ইহার পরে "তটস্থশক্তি-প্রসূত জীব নিজেকে বিষ্ণুজ্ঞান বা অপর জীবকে মায়াধীশ বিষ্ণুরূপে দর্শন নিশ্চয়ই করিবেন না। করিলে গাধত্তা হইবে। জীবকে বিষ্ণুজ্ঞান apotheosis নামে অভিহিত ; আর বিষ্ণুকে বা গুরুতত্ত্বকে জীবজ্ঞান anthropomorphism. উভয়ই মায়াবাদরূপ অপরাধ।"—এই কথাগুলি লিখিত হইবে।

এই স্তম্ভের ৩৪শ পংক্তিতে "জীবাদরে বিষ্ণুজ্ঞান কভু না করিবা" কথাগুলি হইবে না। ৩৫শ পংক্তির "হ্লাদিনীর ভোক্তা বা লক্ষ্মীপতি বিগ্রহবিগ্রহ যদি" না হ'য়া—"হ্লাদিনীর ভোক্তা বা লক্ষ্মীপতি বিগ্রহ-বিগ্রহ-ব্যতীত তটস্থশক্তিজাত জীব যদি কখনও তাহারও কর্ত্তৃত্ব" কথাগুলি হইবে।

৫৩৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২য় পংক্তিতে "সহ করিতে পারিতেন" এর পর কমা (,) না হইয়া জিজ্ঞাসাবোধক (?) চিহ্ন ও (—) ড্যাশ হইবে।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৬শে চৈত্র, ১৩৪৪ ; ৯ই এপ্রিল, ১৯৩৮ | ৩৫শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ। পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। শীলধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ-সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য-ফল ব্যতীত অন্যকোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে।

—( শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী )

# শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব রেঙ্গুন-গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিলে রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গ জননীর কৃতী সন্তানগণ গত ২রা মার্চ্চ ( ১৯৩৮ ) 'বেঙ্গলএকাডেমী' হলে তাঁহাকে একটি প্রস্তাবিনন্দন ( সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৬শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) প্রদান করেন। তদুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব যে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন,তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :— ]

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, বৈষ্ণববৃন্দ, মাতৃমণ্ডলি ও ছোত্রবৃন্দ! আজ আপনারা আমাকে উপলক্ষ ক'রে যে প্রস্তাবিনন্দন প্রদান ক'রেছেন, তা'র নিত্য যোগ্যতম পাত্র মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমি আপনাদের প্রদত্ত অভিনন্দন মস্তকে বহন ক'রে,তাঁ'র পাদ-পদ্ম-সমীপে উপনীত ক'রতে চেষ্টা ক'রব এবং তদুপলক্ষে তাঁরই কীর্ত্তিত কিছু হরিকথা বলার প্রয়াস পাব।

আমাকে শীঘ্রই আপনাদের বাহিত সঙ্গ হ'তে ক'লকাতায় ফিরে যেতে হচ্ছে। আপনারা জানেন, শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান। শ্রীমায়াপুর—নবদ্বীপের অন্যতম শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-মধ্যে বিরাজিত। সেই নবদ্বীপে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার জন্য আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ গৌর-নিজজন-গণের আনুগত্যে ষোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বে নয় দিবস পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সেই দ্বীপসমূহে কি কি লীলা করেছেন, সমাগত যাত্রিগণকে তা' বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেই হরিকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করবার জন্যই আমাদিগকে এত সত্বর এ স্থান হ'তে চ'লে যেতে হচ্ছে। তবে আপনাদের এই প্রস্তা-বিনন্দন শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছে দিবার এই যে সুযোগ আমাকে দিলেন, তা আমার স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। অভি-নন্দন প্রদান-কার্য্যটি মানমান। ইহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। "এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি"—শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থকার একথা ব'লেছেন। ভগবান্ ও জীব—এই দু'রকম চেতন বস্তুকেই সম্মান ক'রতে হ'বে। ভগবান্‌কে সম্মান ক'রতে কা'রো আপত্তি হয় না। কিন্তু ভগবদ্বিমুখ জীবকেও সম্মান ক'রতে হ'বে—ঈশ্বরজ্ঞানে। জীবাত্মার দুটি আবরণ—স্থূল ও লিঙ্গদেহ। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই স্থূল লিঙ্গাবরণের বহুমাননা নাই। এই দুটির সম্বন্ধে যে জড় অনাত্মধর্ম্ম, তাহা পরিত্যাগ ক'রে ভগবানের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধী, ভগবানের অনুগত, উপাসক, আরাধক যে জীব, তাঁকেও সম্মানদান কর্ত্তব্য। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।"—এই বাক্যের দ্বারা স্থূল-লিঙ্গ-দেহের ধর্ম্ম নিরস্ত হ'য়েছে। ভগবান্—বিভুচিৎ, জীব—অণুচিৎ, জীবকে ভগবানের অংশ সেবক জেনে—বৈষ্ণব জেনে, ভাগবত জেনে, নিজের পূজ্য জেনে সম্মান দিতে ব'লেছেন। ইহাই আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। "মন যা দেহের ধর্ম্ম নহে। মন ও দেহের স্থিতির পরিমিতি ও পরিবর্ত্তন আছে। কিন্তু মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের যে সূক্ষ্মাবরণ ধর্ম্ম, তা' যেখানে নিরস্ত হ'য়েছে, সেই খানেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। এই স্বরূপধর্ম্মের কথা জানা'বার জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাচ্য ব্রহ্মের সঙ্গে বাচক ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা প্রচার ক'রেছেন। সেই শব্দ-ব্রহ্মের মধ্যে তাঁর রূপ Form বা Figure—শব্দব্রহ্মের মধ্যে তাঁর গুণ, তাঁর পরিকর ও লীলাদি আছে। সেই বাচ্যের লীলার কথা মহাপ্রভু বাচকের সাহায্যে ব'লে গেছেন, ইহা তাঁর মহা বদান্যতা। অপ্রাকৃত স্বয়ং-প্রকাশ যে শব্দ, তাহা বৈকুণ্ঠশব্দ—তাহা অধোক্ষজ,—অধঃ-কৃতং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ। যাহা ইন্দ্রিয়-জাত ধারণা হ'তে সর্ব্বদা নির্ম্মুক্ত, তাহাই অধোক্ষজ। ইহাই বৈকুণ্ঠ নাম। সেই নাম বা নামী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁর রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাদি আছে। যদিও শ্রুতি ব'লেছেন—

অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

শ্রুতি ব'লেছেন—তাঁর হাত নাই, পা নাই, কিন্তু 'তিনি গ্রহণ করেন ও দ্রুত চলেন' ব'লে আবার সেই কথারই খণ্ডন ক'রেছেন। তিনি 'অপাণি' অর্থাৎ তাঁর প্রাকৃত হাত নাই, কিন্তু তিনি গ্রহীতা। অপ্রাকৃত হস্ত তাঁহার গ্রহণ-

কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদি তাঁর নাই। কিন্তু সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ শ্রুতোতাকর্ণঃ। তিনি যেখেন অপ্রাকৃত নয়নে, শোনেন অপ্রাকৃত কাণে। স বেত্তি—তিনি সব জানেন। ন চ তস্যাস্তি বেত্তা—কিন্তু তাঁকে জানে, এমন কেহ নাই। তিনি কৃপা ক'রে না জানা'লে তাঁকে জান্‌বার কোন উপায় নাই।

যেখানে মাপাধর্ম্ম বা পরিমিতি নাই, তাহা "অধোক্ষজ" শব্দবাচ্য ইনাম, তাহাই বৈকুণ্ঠ নাম। সেই বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ। এই নাম ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে —কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ। প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুর দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।

বৈদিক শ্লোক আওড়ালে তাঁকে পাওয়া যায় না। Intellectualismএর দ্বারাও তাঁর প্রাপ্তি সম্ভব নয়। বহু বেদাধ্যয়ন ক'রেও তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যমেব এষ বৃণুতে' যাঁ'কে সেই আত্মা অনুগ্রহ করেন, 'তস্য এষ আত্মা স্বাম্ তনুং বিবৃণুতে, তাঁর নিকট এই আত্মা নিজ-তনু—ধাম প্রকাশ করেন। তনু-শব্দের দ্বারা তাঁর রূপের—অপ্রাকৃত বিগ্রহের নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে। এটা সাকার-নিরাকারের ঝগড়ার কথা নয়।

'স ঐক্ষত',—যাঁর এই দেখা ক্রিয়া, তাঁর ইন্দ্রিয় আছে। করণ বা ইন্দ্রিয়-ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। তাঁর দেখা ক্রিয়ার পর প্রকৃতি সৃষ্ট হয় বা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদির সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাঁকে 'অপাণি পাদো' ব'লে তাঁর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অনস্তিত্ব ইঙ্গিত করা হয় নাই। 'ঐক্ষতেনা-শব্দম্' সূত্রে এই বিচারের প্রচুর ব্যাখ্যা হ'য়েছে।

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। সেই নাম পরব্যোমে অবস্থিত। সেখানে সব ব্যাপক—বিভু। তথায় জড়াকাশ, জড় কালাদি নাই। সেই বৈকুণ্ঠনাম বিতরণ ক'রে কৃষ্ণচৈতন্যাশ্রিত-সম্প্রদায় 'শুদ্ধগৌড়ীয়' নামে খ্যাত হ'য়েছেন। সেই নাম সেবোন্মুখ ব্যক্তির নিকট নিজ রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাদি প্রকট করেন। সেখানে ভোগ-বাসনা নাই। মোক্ষ-বাঞ্ছা পর্য্যন্ত তথায় নিরস্ত হ'য়েছে। যেখানে ভগবদ্বিষয়ে আনুকূল্য-বিধান-চেষ্টা, সেখানে ভক্তি। সর্ব্বাশ্বনাশ্রিত শরণাগত—সর্ব্বজ্ঞনাশ্রিত-পদ ব্যক্তির যে জীবে সম্মান-দান—সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবাত্মদর্শন—স্বচ্ছদর্শন। সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের চমৎকারিতা আছে, বাধা নাই। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনই বৈষ্ণবদর্শন।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

এই আত্মদর্শন জীবন্মুক্তের দর্শন। এই বিষ্ণু-দর্শনের কথাই ভাগবত ব'লেছেন। তাহা অখিল অর্থাৎ অব্যবহিত দর্শন। এই দর্শন-বিশিষ্ট ব্যক্তিই গুরু বা বৈষ্ণব।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

বর্ণাশ্রমনির্ব্বিশেষের পোষাকে সজ্জিত যে কোন ব্যক্তিই তাদৃশ দর্শন বিশিষ্ট। তাঁ'র শরণাগত হ'লেই প্রকৃত শিক্ষত্ব বা নিত্যমঙ্গল লাভের অধিকার জন্মে। শ্রীমদ্ভাগবত এই শুদ্ধ পরমহংসদর্শনের কথা ব'লেছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'পারমহংসী সংহিতা' ব'লে আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। "শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলম্" এই শ্লোকেও উক্ত বিষয়ের প্রমাণ হ'য়েছে। শরণাগতিই ভাগবতের—পারমহংসীসংহিতার মূলভিত্তি। তথায় আরোহ-চেষ্টার মূলপ্রবৃত্তিকে নিরস্ত করা হ'য়েছে। যেখানে সম্পূর্ণরূপে তদ্গতাত্মতা, সেখানেই ভাগবতবাণীর যথার্থ আচরণ। এইরূপ অনুগত ব্যক্তির নিকট ভগবানের যে কৃপাপ্রধান-লীলা, তাহাই অবতরণ বা অবতার।

সূর্য্য—স্বপ্রকাশ। তাঁকে প্রদীপ-দ্বারা দেখা যায় না, স্বয়ং প্রকাশিত হ'লে তাঁর রশ্মিতে তাঁকে দেখা যায়; তাঁর আলোকের দ্বারা অন্ধকারাদিও দূর হয়। ভগবান্ স্বেচ্ছাময়; তাঁর শরণাগত হ'লে তিনি দেখা দেন এবং সকলকে তন্ময় দর্শন করান, ইহাই ব্রহ্মদর্শন। "যাঁর মন হয়েছে কৃষ্ণগত তনসা গিরা। নিখিলাবস্থাবস্থাস্থ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" কায়মনোবাক্যে যাঁ'র হরি সেবা-চেষ্টা—জীবন্মুক্ত স উচ্যতে, তিনি স্বরূপ-সিদ্ধি সংপ্রাপ্ত; এই অবস্থায়ই সকলকে সম্মান দেওয়া যায়। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"। জীবের স্বরূপদর্শন হ'লে ভগবদ্দাস দর্শন হয়, ইহাই আমাদের আবেদের

দর্শন—পরমাত্ম-দর্শন। "যা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—এই শ্রুতি-বাক্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সেবা-গ্রহণ ও সেবা-বরণের কথা ব'লছেন।

এই প্রস্তাভিনন্দন প্রদান ক'রে এতদ্দ্বারা আপনারা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, অযোগ্যকেও তার বাহিরের অযোগ্যতাকে উপেক্ষা ক'রে—তার আত্মাকে দর্শন ক'রে সম্মান দেওয়া উচিত। যেখানে অণুব্রহ্ম ও বৃহদ্ব্রহ্ম-দর্শন সুষ্ঠু হয়, সেখানে অমানী-মানদ হ'য়ে সকলকে মান দানের ইচ্ছা প্রকটিত। নিজেকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে ক'রে সকলকে সম্মান-দানই বৈষ্ণব দর্শনের কথা। নিজেকে ব্রহ্ম বা বড় মনে করা ভ্রান্তি। আমাকে অভিনন্দন প্রদান ক'রে আপনারা আজ আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, সকলকেই স্বরূপে দর্শন করা মঙ্গলজনক।

যদাভাসোঽপ্যুদ্ধন্ কবলিতো-ভবধ্বান্তবিভবে
দৃশং তদ্ধ্বান্তানামপি বিদধতি ভক্তিপ্রবিনীম্।
জনস্তোষাদ্ধা জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্ব্যক্তং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥

যাঁর আভাস উদিত হ'তে না হ'তে ভবধ্বান্ত—মায়ামুগ্ধির অন্ধকারে আসা যাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায় এবং যাঁর প্রাপ্য বস্তুর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, এমন অন্ধ ব্যক্তিকেও যিনি ভক্তির সঙ্গে প্রণয়িনী যে চক্ষু অর্থাৎ অনুকূল নয়ন, তাহা প্রদান করেন। জগৎ কি, জগতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, জীব ও জগতের স্বরূপ ও পরস্পরের সম্বন্ধাদি বিষয়ে যিনি অনভিজ্ঞ, তিনি তদ্ধান্ত। হে বৈষ্ণবনাথ! তোমার আভাসেই এই তদ্ধান্ততা, ভবধ্বান্ত বা আগমাপায়ী ধর্ম্ম দূর হয়। সুতরাং এ জগতের কোন্ ব্যক্তি তোমার যে উদাত্ত মহিমা, তাহা সম্যক্ গান করিতে পারে? সেই সত্ত্ব-গ্রহণ-মুখে যে শর্ব্বীয় দর্শন, তাহাই বৈষ্ণব দর্শন। এই বৈষ্ণবদর্শন বা সুদর্শনের বিষয়েই আজ আপনারা আমাকে শিক্ষা দিলেন। আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই। তাই শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই আপনাদিগকে জানাচ্ছি। আপনাদের প্রস্তাঞ্জলি আমি মস্তকে বহন ক'রে গুরুপাদপদ্মে পৌঁছে দেব।

---

# শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে গত ২৫।২।৩৮ তারিখে রেজুণ-গৌড়ীয়মঠে শুভপদার্পণ করিলে মঠের সেবকবৃন্দ তন্মধ্যে "প্যাণ্ডেলে" তাঁহাকে ২৮।২।৩৮ তারিখে একটি প্রস্তাভিনন্দন ( পাক্ষিক শ্রীগৌড়ীয় ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত ) প্রদান করেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :— ]

পূজনীয় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস প্রভু এবং রেজুণ মঠের সেবকবৃন্দ!

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রবক্তৈ-
রূপাময়ন্নাধনতীর্থমন্তম্।
কৃপাভূর্বিঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

"যো যাং তুরগেহ-নির্জ্জলমহাকূপাদপারক্রমাৎ
সদ্যঃ সাত্রদয়াম্বুধিঃ প্রকটিতঃ স্বৈরী কৃপাবল্লভিঃ।
উদ্ধৃত্যাশ্বসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
ধামোদয়দাজ্ঞকায় তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥

( বিলাপকুসুমাঞ্জলি )

আমার পরমপূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবৃন্দ এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রে আমাকে আমার নিত্যারাধ্য—নিত্যভীষ্ট গুরু শ্রীচরণসেবার সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক নিত্যকাল সেই ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কিঙ্কর বৈষ্ণবৃন্দের শ্রীচরণসেবায় আত্যন্তিকভাবে নিযুক্ত রাখবার প্রচেষ্টা দেখালেন। ইহা গ্রহণ ক'রবার অধিকার আমার নাই। এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি মস্তকে বহন ক'রে আমার নিত্যভীষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করবার শিক্ষাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে ও তদভিন্ন সেবক আপনাদের শ্রীমুখ হ'তে লাভ ক'রেছি। যদি কেহ কোন প্রকারের পূজা বা সেবা গুরুবৈষ্ণবৃন্দের নিকট হ'তে দূরে থাকুক, নিজ শিষ্যাভিমানিগণের নিকট থেকেও গ্রহণ করেন, তবে তিনি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী—নিরয়গামী হ'বার যোগ্য পাত্র। সমস্ত অনবদ্য নৈবেদ্যের গ্রাহক শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেব। কিন্তু অন্য

কেহ যদি মাঝপথে তা'র গ্রাহক হয়, তবে সে ব্যক্তি চোর। নিজকে বৈষ্ণব জ্ঞান ক'রে গুরুদেবের প্রাপ্য সম্মানপূজাদি গ্রহণের অধিকার কা'রো নাই।

আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী।
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্চিষ্টাদিদানে
হবে অভিমান তার।
তাই নিজ ভব, থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার।

বৈষ্ণবাভিমানে কা'রো পূজা নিলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। পূজ্য, সেব্য, ভজনীয় অভিমান ক'রে যদি অপরের প্রদত্ত পূজা—সম্মানাদি কেহ গ্রহণ করেন, তবে সেটা তাঁ'র অবৈষ্ণবতা। এটা বিনয়, বৈষ্ণ বা শিষ্টাচার থেকে বলা হ'চ্ছে না। "অস্মিন্পূর্য্যাদ্যপেক্ষ্যাতেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা"। যে বৈষ্ণব অজিতকে জয় ক'রেছেন, সেই বৈষ্ণব আমি হ'য়েছি, এধারণা সম্পূর্ণ নিরয়প্রাপিকা। "বামন হয়ে চাঁদ ধরা" সম্ভব হ'লেও জীবের পক্ষে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবাভিমান সম্ভব নয়। সুতরাং বৈষ্ণবাভিমানে এই ভক্তিসুরভিরাজি গ্রহণের ,এমন কি ঘ্রাণেরও অধিকার আমার নাই। ইহা আমি মাথায় ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছে দেব।

যিনি আমাকে দুস্তর গৃহসমুদ্র হ'তে, অথবা নির্জ্জল অপারত্বম, এমন যে গভীর গৃহরূপ মহাকূপ তা হ'তে উদ্ধার ক'রে আত্মসরোজনিন্দি পদপ্রান্তে স্থান দান ক'রেছেন—যিনি নিজাভিন্ন দাসোদর স্বরূপের দ্বারা আমাকে আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি কিপ্রকার ঘনীভূত আনন্দস্বরূপ, স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র কৃপাময়, কি ভাবে মহাকূপে নিপতিত আমাকে কৃপারজ্জু—আমি চাই নাই তথাপি অহৈতুকী কৃপাবশবর্ত্তী হ'য়ে শ্রীরাধোদর স্বরূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে স্থান দান ক'রেছেন, সেই পরমকরুণ শ্রীগৌরচন্দ্রকে নমস্কার।

নরপ্রবিষে যা' হ'তে অধমাধম, দুর্গত, পতিত, পামর আর নাই, সেই আমাকে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব জগজ্জীবের প্রতি উপচীকির্ষাপরবশ হ'য়ে তাঁর বৈভবস্বরূপ গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও শিষ্যাভিমানী গুরুবর্গের সেবা প্রদান ক'রেছেন। আজ তাঁর পাদপদ্মের স্মৃতি আমাকে একান্ত-ভাবে আমার নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট ক'রছে।

সেই গুরুদেব নানাপ্রকারে তাঁ'র আরাধ্যের সেবা করেন। তিনি মধুররতিতে বার্ষভানবীরূপে কান্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের,বৎসলরতিতে নন্দ-যশোদারূপে,সখ্যরতিতে শ্রীবলদেব-সুবলাদিরূপে, দাস্যরতিতে রক্তক-চিত্রকাদিরূপে, শান্তরতিতে গোবেত্রবিষাণবেণুপ্রভৃতিরূপে মন্ত্রীশরূপশক্তি-যূথের সেবা করেন। সেই শ্রীগুরুদেবের হৃদংসেবতা আজ অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

তাঁর নিজজনগণের বাণীবিমৌত বিষয়নির্ম্মল চক্ষুতে সেই শ্রীমূর্ত্তিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। আজ শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের ঝঙ্কার শ্রবণ ক'রে হৃদয় শোধন করবার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। আমার প্রার্থনা—আমি যেন আমার পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের কিঙ্করগণের নিত্যকাল আনুগত্য ক'রতে পারি।

---

# 'রসরাজ' ও 'মহাভাব'

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তরঙ্গ নিজ-জন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুকে রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন,—

তবে হাসি তাঁ'রে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ,' মহাভাব'—দুই একরূপ।
( চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৮৭ )

এই পদের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' ও বিদ্বদ্বর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে এক-তত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন—অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ' দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্ব দুই এবং দুই তত্ত্বই এক, এইরূপ একটি অপূর্ব্বস্বরূপ

দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।"

শ্রীল 'বলো বৈ সঃ' ( তৈঃ আঃ ২।৭ ) মন্ত্রে পরতত্ত্বকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাকেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম শ্লোকে "অখিলরসামৃতমূর্ত্তি" বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় সেই শ্লোক—

পূর্ণানন্দময় কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩২ )

আর—

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম,' প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৮,৬৯ )

রসরাজকে মহাভাব সর্ব্বতোভাবে রস আস্বাদন করান। রসরাজের বাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধনা-হেতুই মহাভাবস্বরূপিণী 'শ্রীরাধা' নামে খ্যাত। রসরাজ কৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন, আর মহাভাবস্বরূপা শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, আর মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা—সেই ভুবনমোহনের মনোমোহিনী। শ্রীগৌরসুন্দর রসরাজমহাভাবমিলিততনু।

রূপানুগগণের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এবং রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'চৈতন্যধর্ম্মে' রসতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সেই রসতত্ত্ব দুর্ব্বিগাহ্য, তাহাতে অনর্থযুক্তাবস্থায় প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।৩) 'মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'—বাক্যে একমাত্র অপ্রাকৃতরস-রসিক অপ্রাকৃত ভাবুককেই নিগমকল্পতরুর শুষ্ক-মুখামৃতস্রবসমুত গলিত ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। যেমন হরিনামের নিকট অপরাধ করিলে জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হয় না, সেরূপ রসের নিকটও অপরাধ করিলে কখনও রসস্বরূপের সেবোপলব্ধি হয় না। নাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন, রস ও রসময়ও সেরূপ অভিন্ন। রসপ্রভুই সাক্ষাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণ।

ভক্তিরসে মুখ্য ও গৌণভেদে দুই হয়। মুখ্য ভক্তিরসে পাঁচপ্রকার ভেদ থাকিলেও রতির ঐক্য প্রযুক্ত মুখ্যরস বস্তুতঃ এক, আর গৌণরস সাত প্রকার—এই উভয়ে মিলিয়া ভক্তিরস আট প্রকার হইয়া থাকে।

মুখ্যভক্তিরস পাঁচ প্রকার যথা—(১) শান্ত, (২) প্রীত বা দাস্য, (৩) প্রেয়ঃ বা সখ্য, (৪) বৎসল ও (৫) মধুর।

গৌণভক্তিরস সাত প্রকার যথা—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস।

উপরিউক্ত পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরসের প্রত্যেকটির রূপ অর্থাৎ বর্ণ এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন, যথা—

| রসের নাম | রসের বর্ণ | রসের দেবতা |
|---|---|---|
| শান্ত | শ্বেত | কপিল |
| দাস্য | চিত্র | মাধব |
| সখ্য | অরুণ | উপেন্দ্র |
| বৎসল | শোণ | নৃসিংহ |
| মধুর | শ্যাম | নন্দনন্দন |
| হাস্য | পাণ্ডুর | বলরাম |
| অদ্ভুত | পিঙ্গল | সূর্য্য |
| বীর | গৌর | কর্দ্দী |
| করুণ | ধূম্র (দূর্ব্বা-হরিৎ) | রাঘব |
| রৌদ্র | রক্ত | ভার্গব |
| ভয়ানক | কাল | কিরি (বরাহ) |
| বীভৎস | নীল | মীন |

ভক্তিরসের আস্বাদ পঞ্চপ্রকারে হয়,—(১) পুষ্টি, (২) বিকাশ, (৩) বিস্তার, (৪) বিক্ষেপ ও (৫) ক্ষোভ।

| রস | আস্বাদন-প্রকার |
|---|---|
| (১) শান্ত | পুষ্টি |
| (২) দাস্য হইতে হাস্যপর্য্যন্ত | বিকাশ |
| (৩) বীর ও অদ্ভুত | বিস্তার |
| (৪) করুণ ও রৌদ্র | বিক্ষেপ |
| (৫) ভয়ানক ও বীভৎস | ক্ষোভ |

### রস কাহাকে বলে ?

বাভীত্য ভাবনাবর্ত্ম ব্যক্তমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

( ভাঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।১৯ )

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারিতাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জ্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণপূর্ব্বক নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এই সকল নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি' নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছরিত্ব ও উত্তমমিছরিত্ব,—এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত, রতিই সর্ব্বত্র 'স্থায়িভাব' বলিয়া কথিত হয়।

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী,—এই চারিটি ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের 'কার্য্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাবসকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়, কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব ১৩ প্রকার,—১। নৃত্য, ২। বিলুণ্ঠন, ৩। গীত, ৪। ক্রোশন, ৫। তনুমোটন, ৬। হুঙ্কার, ৭। জৃম্ভণ, ৮। শ্বাসবৃদ্ধি, ৯। লোকাপেক্ষাত্যাগ, ১০। লালাস্রাব, ১১। অট্টহাস, ১২। ঘূর্ণা, ১৩। হিক্কা। এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদিত হয় না; রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে, সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়।

সাত্ত্বিকবিকার ৮ প্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু এবং (৮) প্রলয়।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—তেত্রিশটি, যথা—(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপলা, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি এবং (৩৩) প্রবোধ।

### শান্তভক্তিরস

ঋষিগণের দ্বারা যে স্থায়ী শান্তিরতি আস্বাদনীয় হয়, তাহাকে শান্তভক্তিরস বলে। যোগিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মানন্দস্বরূপ যে সুখ-স্ফূর্ত্তি, তাহা অতি অল্প, আর সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্ফূর্ত্তিরূপ যে ঈশ্বর সুখ, তাহাই প্রচুরতর। সেই ঈশ্বর সুখেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারেরই গুরুতরত্ব-হেতু দাস্যরসের ন্যায় মনোজ্ঞলীলাদির স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকারের গুরুতরত্ব-হেতু হয় না অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎসাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন; দাস্যাদির ন্যায় লীলাদিতে তাঁহাদের রুচি উৎপন্ন হয় না।

### প্রীতভক্তিরস বা দাস্যরতিরস

শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি এই রসকে স্পষ্টরূপে উত্তম বলিয়াছেন ও নাট্যাদিতে এই রস "প্রেমভক্তি" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নামকৌমুদীকার ইহাকে 'স্থায়ী রতি' ও সুধেবাদি ইহাকে 'শান্ত' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অনুগ্রহণাত্রের দাসত্ব ও লালনীয়ত্ব-হেতু এই দাস্যরস দুইপ্রকার—(১) সম্ভ্রমদাস্য ও (২) সৌহৃদদাস্য। স্নেহ-

সম্বন্ধাভিমান প্রযুক্ত "কৃষ্ণ আমার গুরু"—এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে 'গৌরব' বলা যায়, লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি, তাহা গৌরবপ্রীতি।

### সখ্য বা প্রেয়োভক্তিরস

সখ্য বা প্রেয়োরস দুই প্রকার, (১) গৌরবসখ্য, যাহাতে সম্ভ্রমবুদ্ধি বর্ত্তমান, আর (২) বিশ্রম্ভসখ্য। পরস্পর সর্ব্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদপ্রীতিরূপ গাঢ়বিশ্বাসবিশেষের নাম বিশ্রম্ভ। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩ লঃ ২৩) 'সখা' পুনঃ অর্থাৎ দ্বারকাপুরী-সখা ও ব্রজসখা ভেদে দুইপ্রকার।

### বৎসল রস

'আমি বড়'—এইরূপ জ্ঞান, শিক্ষাপ্রদানকারিত্ব ও লালকত্বাদি গুণ বৎসলরসের গুরুবর্গে প্রকাশিত। যশোদা, নন্দ, রোহিণী, ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেইসকল গোপীগণ, দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব ও সান্দীপনিমুনি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৎসলরসের গুরুবর্গ এবং ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সমূহ গুরুবর্গের মধ্যে নন্দ ও যশোদাই প্রধান।

### মধুর ভক্তিরস

মধুরভক্তিরসকে মুখ্যভক্তিরস বলা হয়। ভক্তরসাশ্রিত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধর্ম্মে রুচিবিশিষ্ট হয়। যেপর্য্যন্ত তাহাদের চিত্তরসে অধিকার না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের মধুররস-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। সেই সকল লোকের মধুররসের উপযোগিতা নাই, মধুররস স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বিগাহ; ইহার অধিকারী সুদুর্লভ। দ্বারকায় যে বৈধপতিসখী-ভাবগত রস অথবা সীতা ও রামের মধ্যে যে রস বর্ত্তমান, তাহা ঠিক কেবল মধুররস নহে, তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্র, তাহাতে দাস্যরসই প্রধান। ব্রজেই একমাত্র কেবল মধুররস সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান। সেই মধুররস দুইপ্রকার—(১) বিপ্রলম্ভ ও (২) সম্ভোগ।

সম্ভোগবিগ্রহই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ করাইবার জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে ব্যাকুল মহাভাবস্বরূপা বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিপ্রলম্ভের বিগ্রহরূপে অর্থাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাবকান্তিসুবলিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভাব-বিপ্রলম্ভই সম্ভোগকে পুষ্টি করে। বিপ্রলম্ভদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ অধিকতর চমৎকারিতাপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। মহাভাবের দ্বারাই রসরাজের লীলার পুষ্টি ও তাহা নবনবায়মান চমৎকারিতার বিভূষণে ভূষিত হইয়া থাকে। যখন রসরাজের চিত্তে মহাভাবের স্বখাস্বাদনের তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা উদিত হয়, তখনই মহাভাবরসরাজমিলিততনু বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অবতারলীলা প্রকাশ করেন। রসরাজ বিষয়ালম্বন আর মহাভাবস্বরূপা রাধিকা আশ্রয়ালম্বন। (১) রসরাজ কৃষ্ণ প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং আশ্রয়ালম্বন মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিবেন, এইরূপ একটি বাঞ্ছা করেন। (২) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই যে, তাঁহার নিজমাধুরী মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা যাহা আস্বাদন করেন, তাহা স্বয়ংকর্ত্তৃক হইলেও কৃষ্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার করিয়া রসরাজ নিজমাধুরী আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। (৩) বিষয়বিগ্রহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় ইচ্ছা এই যে, তিনি মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার সমসুখ যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকা বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে অধিকসুখ লাভ করিয়া থাকেন। কাজেই রসরাজে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহার সেবা করিয়া রাধিকার অধিক সুখ হয়। বিষয়-বিগ্রহরসরাজের পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সেই রস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সজাতীয়ভাবে সেই বিপ্রলম্ভ বা মহাভাব-রসানন্দ আস্বাদন করিতে পারিবেন, এই বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য রসরাজ মহাভাবস্বরূপিণীর ভাবকান্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হন। তাহাই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু, বা "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"।

এই অপ্রাকৃত রসরাজের রসচমৎকারিতার কথা—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যাবতারের গূঢ়ত্ব উপলব্ধিবিষয়ে অধিকার সুদুর্লভ, এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব'লয়াছেন,—

কষ্টবৈরাগ্যনির্দ্বাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ বৈদুষ্কাঃ।
মীমাংসকা বিনেষেণ তস্যাস্বাদবর্হির্মুখাঃ॥
ইত্যেব ভক্তিরসিকৈকৌদার্য্যং মহানিধিঃ।
অয়মীমাংসকাদূরস্থঃ কৃষ্ণভক্তিরস সদা॥

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মতস্তৈরুপদিশ্যতে।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈস্তদ্ভক্তৈরেবানুলভ্যতে॥
( ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৪।৭৬—৭৮ )

যাঁহারা কনকবৈরাগ্যাদনের দ্বারা ধন অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবলমাত্র শুষ্ক-বৈরাগ্যকেই সাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহারা শুষ্কজ্ঞানের আশ্রয়ে হৈতুক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল তর্কমাত্রেই নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, যাঁহারা মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মবাদী ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী, তাঁহারা ভক্তি-রস আস্বাদনে বহির্ম্মুখ। অতএব চোর হইতে যেমন মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বমীমাংসক কর্ম্মবাদী হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিরসকে ভক্তিরসিকেরা গোপন রাখিবেন। অভক্তগণ শুদ্ধভগবদ্ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারে না। তাঁহাদের নিকট ভক্তিরস সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ। ভগবানের চরণকমলই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন।

এইজন্যই রসরাজ-মহাভাবমিলিততনু গৌরসুন্দরের অবতারের গূঢ় কারণ বর্ণন করিয়া কৃপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

এসব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায়!
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
( চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩১—২৩৬ )

মহাভাবরসরাজলীলার পরিকর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুদেব ও আচার্য্যদেবের পাদপদ্মের কৃপাবিন্দু যাচ্ঞা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের নিদর্শন করিলাম, ইহাতে আমাদের ধৃষ্টতা ও অজ্ঞানকৃত অপরাধ শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্র ক্ষমা করিয়া আমাদায় আশীর্ব্বাদ করুন।

---

# শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—শ্রীযোগপীঠ ; কাল—১লা চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-তিথি

### ( প্রথম দিনের অভিভাষণ )

বাঞ্ছিতা যত্র বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

শ্রীগৌর-নৃসিংহ জয়যুক্ত হউন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মহামাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সজ্জনমণ্ডলি—

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা পূর্ব্বাপর যেরূপভাবে চলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সকলেই আকৃষ্ট হন। সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, মুসলমান, খৃষ্টান, পশু পক্ষী—আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই এই মহামহোৎসবে যোগদানের অধিকার আছে। এই উৎসবের নিমন্ত্রণ যেন নারদ ঋষির নিমন্ত্রণ। এই সভায় চৌদ্দ ভুবন, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক-বৃন্দাবন সকল স্থানের লোক আব্রহ্মস্তম্ব, সর্ব্বনিম্ন হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। এই সভায় যেমন সর্ব্বসাধারণ ও অসাধারণ সকলেরই সমবেত হওয়ার অধিকার আছে, তাহাতে বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় 'জগাখিচুড়ী' লোককে সভাপতির আসন প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আমি শ্রীগৌর-নৃসিংহের কৃপা উপলব্ধি করিতেছি। এই নয়দিন যাত্রিগণ সকলেই নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় দুঃখদেহে ও দুঃখমনে সহিত যোগদান করিয়াছেন। নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিলে চৌষট্টি ভক্তাঙ্গ যাজন হয়। শ্রৌত পন্থাই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হয়। কর্ণের দ্বারা যখন আমরা

সাধুমুখবিগলিত কথা শ্রবণ করি, তখন আমাদের চক্ষু নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে পারে, হস্তকর্ণাদি সকলেই শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সেবা করিতে পারে। প্রথমেই সাধু-গুরু মুখে নাম শ্রবণ করিতে হয়। বৈকুণ্ঠশব্দ নিরাকার বা শূন্যে বিলীন হইয়া যায় না। হরিনাম ও হরিকথা শব্দব্রহ্ম। শ্রীগৌরসুন্দর, গদাধর, পঞ্চতত্ত্ব—এই সকল নাম আকাশে লয় হয় না। এই সকল নাম রূপে পরিণত হয়, ধামে পরিণত হয়। সাধুমুখনির্গত শব্দ রূপ ধারণ করে। বৈকুণ্ঠ শব্দ উড়ে' যায় না। শব্দই রাধা-গোবিন্দের রূপ দর্শন করায়।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ॥

দুনিয়ার নাম ও ঈশ্বরের নামের মধ্যে পার্থক্য এই যে—দুনিয়ার নাম বা শব্দ সব নষ্ট হইয়া যাইবে, দুনিয়ার যে কোন উচ্চ হইতে উচ্চতর শব্দ ইথর ব্যোমের মধ্যেই ঘুরপাক খাইতে থাকে, প্রলয় পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠশব্দগুলি আকাশে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সকলেই চেতন ও নিত্য। নাম কখনও উলিয়া যাইবে না। অনন্তদেবের আনুগত্যে আমরা নিত্যকাল ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার সেবা করিতে পারিব। আমরা অপরাধশূন্য হইয়া যদি সাধু-মুখে শ্রীধামে নাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে নামই রূপরূপে প্রকাশ পাইবেন।

শ্রীধাম সীমাবদ্ধ কোন জড়বস্তু নহেন। শ্রীধাম সর্ব্বত্র আছেন। ভক্তের হৃদয়েই শ্রীধাম। শ্রীনবদ্বীপধাম সূর্য্য সদৃশ। তাঁহার একটি মাত্র কিরণকণ পাইলে আমরা ধন্য হইব। বৈষ্ণবগণ ধামের রশ্মিস্বরূপ। তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে মহাপ্রভুর দর্শন ও ধামের দর্শন হয়। শ্রীধাম প্রচারিণীসভার কার্য্য — বৈষ্ণবমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সেবাকারিগণকে উপাধিদান—এই সকল বৈষ্ণব-পূজা। ইঁহা ব্যতীত কখনও বিষ্ণু-পূজা হয় না।

আচার্য্য মর্ত্যান্ পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় জনগণের পাদপদ্মসেবাব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দর ও ধামের কৃপা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবিদ্বেষী অসুর হিরণ্যকশিপু শালগ্রাম বিষ্ণুর অর্চ্চন করিত। কিন্তু বৈষ্ণবসেবা করিত না। শাস্ত্র বলেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥
অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

শালগ্রাম ও শিলা দুইটি এক বস্তু নয়। শিলা কখনও শালগ্রাম হয় না। শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়—এই কথা শাস্ত্রবিরোধী। দুগ্ধোপক দুগ্ধোপকই থাকে। আমাদের গুরুবর্গ কখনও শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ক'রে দেন নাই। তবে বৈষ্ণব-স্বভাববিশিষ্ট যাঁহারা শূদ্রকুলে আবির্ভূত হন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবের সমাজে আনয়ন করেন। শিলাসকলের মধ্যে শালগ্রাম অর্চ্চ্য থাকিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শালগ্রামকে গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াও শূদ্রের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে আদরপূর্ব্বক বৈষ্ণবেরা স্বীয় গোত্রে গ্রহণ করেন। শূদ্র কখনও তাহার সমজাতি ব্যক্তিকে হরি-পূজায় অধিকার দান করে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও নিষ্কাষ্ঠের তৈয়ারী বস্তু নয়, ভগবান্ আমাদের প্রতি অধিকতর কৃপান্বিত হইয়া আমাদের অধিকার অনুযায়ী তিনি বিগ্রহ বা অর্চ্চারূপে প্রকট হইয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবায় অধিকার দান করেন। অর্চ্চাবিগ্রহে সচ্চিদানন্দ বুদ্ধি হইলে, সেবক যে কোন কুলে থাকুন না কেন, তিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণু তাঁহাকে নিজ সেবায় অধিকার দান করেন।

হরিভক্ত নরকের কীট নন। তাঁহারা যে কোন কুলে আবির্ভূত হরিভক্তগণকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আনয়ন করেন। ভক্তগণ কীটকেও কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন।

ভোগময় দর্শনে ধামকে গ্রাম বলিয়া বোধ এবং জগতে ভাল মন্দ, ছোট-বড় প্রভৃতি ভেদ দর্শন হয়। নিজে কৃষ্ণের সেবোপকরণ হইতে পারিলে জগৎকে ভোগ বা ভোগের আগারূপে দর্শন না হইয়া কৃষ্ণভোগ্য ধামরূপে দর্শন হয়।

মায়িক আবরণে আচ্ছন্ন বলিয়া আমার নিকট বস্তু-সকল তাহাদের স্বরূপ গোপন রাখে। কিন্তু মহাভাগবত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন—

'যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।'

সুদর্শন, সুক্ষ্ম দর্শন, সুসূক্ষ্ম দর্শন, ক্ষুঃ, ক্ষুক্ষ, ঃঃ— এ সকলের দর্শন অপূর্ণ। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এখানকার সকলেই হয়। বৈকুণ্ঠের সকলেই পূর্ণ। বৈকুণ্ঠের সকলেই ভারী। আজকাল বিজ্ঞানবলে এমন এক প্রকার ধাতু তৈয়ারী হইয়াছে যে, তাহা সকলপ্রকার পাত্র ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। উহা পৃথিবীতে রাখিলে পৃথিবীকে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহা নাকি রেডিয়াম্ প্রস্তুত করিবার সময় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা বহুমূল্য বস্তু। উহাকে কোথাও রাখিবার উপায় নাই। একটি জড় বস্তুরও যদি এই প্রকার অসাধারণ গুণ থাকে, তাহা হইলে সুদর্শনের নিকট জগতের যাবতীয় কুদর্শনের বাধা ব্যর্থ হইবে না কেন? চেতন বস্তুর ঐ প্রকার যে অলৌকিক শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময় দর্শন ভূলোক, বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া গোলোক বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। চিন্ময় দর্শকের জড় দর্শন হয় না।

'স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি।
"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

চিদনুশীলনই শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কার্য্য। আমাদের চেতনাত্মার স্বরূপ এইরূপ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো-
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শুদ্ধ জ্ঞান ও সুদর্শন লাভ হইলে আত্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন হইবে, ভূলোকে গোলোক দর্শন হইবে। ভক্তিলতার গতি উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর, উর্দ্ধতম অবস্থার দিকে প্রধাবিত হয়। অবশেষে কৃষ্ণপাদ-পদ্মে উপনীত হয়। পূর্ব্বোক্ত ধাতুর ন্যায় ভক্তি লতার গতি নিম্নদিকে নয়। ইহার গতি সর্ব্বদাই উর্দ্ধদিকে। উর্দ্ধমুখী ও অধোমুখীর মধ্যে এইরূপ ভেদ বর্ত্তমান।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্প-বৃক্ষে করে আরোহণ॥

সেই ভক্তিলতারূপ দুর্লভ বীজটিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল ঢালিতে থাকিলে উহা ক্রমশঃ অঙ্কুর ও লতায় পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নামমন্ত্ররূপ বীজ লাভ করিলেই সকলেরই যে চরম সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা নয়। মায়িক পরীক্ষা সকল ছাত্র দিতে পারে না। যাহারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এ পরীক্ষা দেয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাদ পড়ে, আবার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খুব অল্প ছাত্রই পাওয়া যায়, অবশেষে এম্, এ পরীক্ষায় এবং সর্ব্বশেষে পি, আর, এস্ পরীক্ষায় দু-চারিটি উত্তীর্ণ হয় কিনা সন্দেহ; সুতরাং সদ্গুরুর শিষ্য বলিয়া অভিনয় ও অভিমান করিলেই যে সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করিবে, তাহা নয়। সকল যুগেই যুগনাড়ি পাওয়া যায় না।

নবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে চৌবট্টি মহান্ত যাপন হইবে। আগামী কল্য গৌরজন্ম-মহোৎসব। আজ তাহার অধিবাস দিন। আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচা ভাল করিয়া মার্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জগন্নাথক্ষেত্রে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা করিয়াছিলেন। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। বহুজন্মের পাপ ও অপরাধের ক্ষালনের জন্য নয়নজলে হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জনা করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—হে গৌরসুন্দর তোমার অযাচিতভাবে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। শ্রীগৌরসুন্দর শরণাগতের প্রতি কৃপা করিয়া স্বীয় আবরণ উন্মোচন করিলে ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

(ঈশোপনিষৎ ১৫শ মন্ত্র)

শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বস্তু। ভগবানের প্রকটাপ্রকটলীলা সূর্য্যের উদয়াস্তের মত। ভগবৎপার্ষদগণেরও তদ্রূপ। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ নশ্বর বস্তু নহেন। তিনি কখনও মৃত হন নাই। এবার যে বিপুল বাধার মধ্যে, ঘোর দুর্য্যোগ ও অন্ধকারের মধ্যে এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিরোধিগণের প্রবল বাধার মধ্য দিয়াও নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের অসীম কৃপা উপলব্ধি করিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই তাঁর মুক্ত হইব। সকলে বলুন—"গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল"।

---

# শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর )

( ৭ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

বি এ ইত্যুপনাম-শ্রীসত্যকুমার ধীমতে।
দুঃসঙ্গত্যাগযত্নায় দাসাধিকারিণে সতে॥
ধর্ম্মবিত্রে মহানিষ্ঠাং যোগশীলসুসেবনে।
তথা ভক্তিবিনোদাখ্য-বিদ্যাগারনিবেবনে॥
বিনম্রায় গুণাঢ্যায় শুদ্ধকীর্ত্তনরাগিণে।
সৎসঙ্গাদরুচিরায় মানদায় সহিষ্ণবে॥
ধামপ্রচারিণীসৎসদ্ভোত্তমৈ সমর্পিতে।
'ভক্তিসরোজ'-সুখ্যাতি'রুপদেশক'নাম চ॥
অর্কেষুবসুবিজ্ঞদে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ৮ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ভক্তিবারিধি ইত্যাখ্য এম্-এ, বি-এল্ উপাধিধৃক্।
সৌরীশনাথনামা যঃ সরকারমহোদয়ঃ॥
শ্রীমান্ বিদ্বদ্বরো ধীমান্ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রিয়ঃ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা হরিসেবাবিধায়কঃ॥
সৎকার্য্যেষ্বগ্রণীশ্চ সল্লোকৈর্বহুমানিতঃ।
সুযুক্তিমানয়জ্ঞো তু বৈষ্ণবগৃহিণীযুতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসদ্ভোত্তমৈ প্রণীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যাখ্যা সুধীভিরস্ত নামবৎ॥

প্রহেষুখসুবিদ্ধদে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

যাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ৯ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

মহাপুরুষদাসাধিকারীতি শ্রীযুতে সতে।
প্রচারাচারযুক্তায় সৌম্যসুন্দরমূর্ত্তয়ে॥
সজ্জনসঙ্গসক্তায় দুঃসঙ্গপরিবর্জ্জিনে।
ভক্তিকাব্যপ্রমোদায় ধামসেবাবিধায়িনে॥
ধামপ্রচারিণীসৎসদ্ভোত্তমৈ সমর্পিতে।
'উপদেশক' ইত্যাখ্যোপনামবর-শোভনম্॥
গ্রহেষুখসুরাধাখ্যে শাকে মায়াপুরে শুভে॥
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ১০ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

রাধাচরণনামা যঃ শ্রীগোস্বামী সুগায়কঃ।
পণ্ডিতশ্চ সুবক্তা চ ভক্তিরত্নোপনামবৎ॥
সুকবিশ্চ গুণগ্রাহী কুমতখণ্ডনে পটুঃ।
গৌরধামকৃপাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবস্মৃতিপালকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসদ্ভোত্তমৈ বিভূষ্যতে।
'উপদেশক'( ইত্যাখ্যোপনামাত্ত সম্বরম্॥

প্রহেযুবযুগ্মাব্ধ শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১১ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিদ্যাসবিগ্রহঃ শ্রীমান্ ধামাধিকারিসত্তমঃ।
ভক্তিকুল ইতিখ্যাতঃ সুধীঃ সাধুজনপ্রিয়ঃ।
কায়েন মনসা বাচা যঃসে বিবাধকঃ।
শ্রীহরিকথনে বাগ্মী কপটতুলসীভগঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সঙ্ঘোত্তরঞ্চৈ সমর্পাতে।
'উপদেশক' ইত্যেব উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ।
প্রহেযুগযুগচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১২ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রহ্মচার্য্যেণনামে শ্রীরাধাকৃষ্ণায় বাগ্মিনে।
শ্রীভবাব্ধিত্রপক্ষায় কবিত্বশক্তিশালিনে।
প্রচারোৎসাহযুক্তায় সুযুক্তিনিপুণায় চ।
নানাগুণবিশিষ্টায় বৈষ্ণবপ্রীতিকারিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সঙ্ঘোত্তরঞ্চৈ সমর্পাতে।
'উপদেশক' ইত্যেব উপাধিরত্ন সাধয়ন্।
প্রহেযুগযুগচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৩ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্গৌরেন্দুনামা যো বর্ণী সেবানুরাগযুক্।
বর্ণয়িতা মহাবাক্যাং গৌড়ীয়মঠসেবনে॥
পত্রার্চ্চাপূজনে ভক্তিং পূর্ত্তবিস্তারকৃত্তমঃ।
গম্ভীরঃ সংযমী বক্তা স্নিগ্ধঃ সুধীর্দয়োদয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সঙ্ঘোত্তরঞ্চৈ প্রযুজ্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেব উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ॥
প্রহেযুগযুগবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে॥
যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৪ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রহ্মচারিবরেণ্যায় শ্রীরূপবিলাসসংজ্ঞিনে।
বি-এ ইত্যাপনারে চ বিদ্বদ্বরায় বাগ্মিনে॥
গুরুদেবৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবর্জ্জিনে।
দুঃসঙ্গত্যাগদক্ষায় বৈষ্ণবপ্রীতিভাগিনে॥
সৎসিদ্ধান্তেষভিজ্ঞায় বাৎসর্য্যরহিতায় চ।
বাক্যবার্ত্তাসমাদেন পরাস্বত্বরক্ষিণে॥
'বিদ্যার্ণব' ইতি খ্যাতি'রূপদেশক'-সংজ্ঞয়া।
প্রদীয়তে সভাসদ্ভির্ধামসেবাপ্রচারকৈঃ॥
প্রহেযুগযুগচন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥
যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৫ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্বয়োত্তমানন্দ-ব্রহ্মচারীতিনামিনে।
ভক্তিকমল ইত্যাখ্যাবিভূষায় মহাত্মনে॥
বৈষ্ণবসদ্গুণাঢ্যায় বাগ্মিনে ভক্তিসংমুদে।
নির্ব্যাজশান্তচিত্তায় সমর্পিতাত্মনে সতে॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎ-সঙ্ঘোত্তরঞ্চৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেব উপাধিরত্ন সাধয়ন্।

ঋতেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৬ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

শ্রীযতিশেখরো নাম ব্রহ্মচারী সুবিশ্রুতঃ।
উৎকলদেশজাতাত্মা 'পরমার্থী'-সুসেবকঃ
সচ্চিদানন্দনাম্নস্তু মঠস্যৈকান্তসেবকঃ।
ধীরঃ সদ্গুণসংযুক্তো মৃদুর্ব্বাগ্মী সদাশয়ঃ।
ধামপ্রচারিণী সংসৎসভ্যোত্তমৈ প্রণীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাগ্রহম্।
পঞ্চেষুখেদগৌরাব্দে ধাম্নি মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৭ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ-শ্রীরাধারুষ্ণঃ সুলেখকঃ।
প্রচারাচারযুক্তশ্চ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
বাণীকীর্ত্তনরক্তস্তু বুদ্ধিমান্ প্রথিতাত্মকঃ।
দুঃসঙ্গত্যাগনিষ্ঠশ্চ গুরুভক্তিসমাশ্রিতঃ।
ধামপ্রচারিণী-সংসৎ-সভ্যোত্তমৈ সমর্পিতে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাগ্রহম্।
ঋতেষুযন্ত্রশশভৃতে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৮ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

শ্রীমায়াপুরবাস্তব্যো ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ঃ।
শ্রীমদ্ভূদেবদাসাখ্যো যোগ্যধিকারী সুধীবরঃ।
মঠসেবাং বরোত্যেষ বহুভাবেন সর্ব্বদা।
খ্যাপয়তি সুসিদ্ধান্তং দূষয়তি চ তার্কিকম্।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈষ প্রণীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাগ্রহম্।
ঋতেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ১৯ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ভক্তিশাস্ত্রবিচারজ্ঞঃ গুরুভক্তসমাদরঃ।
ভক্তিসিদ্ধান্তবাক্যানাং প্রচারণাভিলাষবান্।
সুদক্ষো বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ বি-এ ইত্যুপনামধৃক্।
গম্ভীরঃ গুরুভক্তানাং শ্রদ্ধয়া সেবনোৎসুকঃ।
রাধাগোবিন্দদাসাধিকারীত্যাখ্যো মহোদয়ঃ।
গৃহাশ্রমস্থিতঃ শান্তো বহুসদ্গুণভূষিতঃ।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরীয়তে মুদা।
ধামপ্রচারিণীসদসৎ-সভ্যৈর্ব্বহুপ্রশস্তাধিভৈঃ।
ঋতেষুবসুশশভৃতে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।
স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ২০ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ভূসুরকুলরত্নশ্রী-জগদানন্দনামিনে।
গৃহস্থাশ্রমনিষ্ঠায় সর্ব্বগুণে শুভবুদ্ধয়ে॥
পাষণ্ডমতচণ্ডায় বৈষ্ণবস্মৃতিপালিনে।
ধামগুরুবিরুদ্ধানাং চরিত্রসংপ্রকাশিনে॥
চিত্তবিত্তসুহৃদ্ভিশ্চ গুরুভক্তিং প্রভুর্ব্বতে।
জগন্নাথাখ্যগৌড়ীয়-মঠসেবনসংযুধে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেরস্মৈ সমর্পিতা।
'ভক্তিরত্ন' ইতি খ্যাতি'রূপদেশক'-সংজ্ঞয়া॥

বর্ষেষুবসুবিধুযে মায়াপুরে শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ২১ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পূর্ত্তবিদ্যাসুদক্ষায় রাজকার্য্যে যশস্বিনে।
শ্রীযৎকীরোদশায়ীতি দাসাধিকারিণে সতে॥
রায়বাহাদুরাহ্বায় সভানিষ্ঠায় ধীমতে।
বিনয়-শ্রীসুযুক্তায় বৈষ্ণবপ্রীতিদায়িনে।
কায়েন মনসা বাচা গুরুসেবাবিধায়িনে।
বিশ্বোৎসাহবিশিষ্টায় বদান্যায় মহাত্মনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিবিশারদো'পাধি-ভূষণময় সাদরম্॥
প্রহেযুবসুশুভ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ২২ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যো মহাজনসিদ্ধেষু অনোঘাভূপতির্মহান্।
গৌরীয়াবলৈশ্বর্য্যশোভিতঃ সংকুলোদিতঃ॥
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা যঃসেবাবিধায়কঃ।
বৈষ্ণবসঙ্ঘরক্ষক গুরুদেবাত্মকঃ সুধীঃ॥
সরলোদারহৃদিস্থঃ দেবোৎসাহসমন্বিতঃ।
শ্রীসচীনন্দনো দাসোঽধিকারী সদ্গুণালয়ঃ॥
বৈষ্ণবাগর্শনার্হায়াশ্রমসেবকসত্তমঃ।
পতিব্রত-হরিপ্রাণ-সংসদ্বর্দ্ধিষ্ণুঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিপ্রমোদ' ইত্যাখ্যোপাধিরাজো মুদান্বিতৈঃ॥

প্রহেযুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ২৩ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

উৎকলবিপ্রবংশায় গঞ্জামজনিতায় চ।
দাসাধিকারিবর্য্য-শ্রীঘনশ্যামীতিনামিনে॥
কায়কৃতিসুদক্ষায় সাধুসেবানুরাগিণে।
শুদ্ধার্জ্জননিষ্ঠায় সেবোৎসাহবতে সতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ সমর্প্যতে।
'কারুকুশল' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা॥
প্রহেযুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ২৪ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গঞ্জামবেলবাসায় দক্ষিণোৎকলসংজ্ঞকে।
বৈষ্ণবশ্বশুরায় সহজভক্তিচেতসে॥
দুঃসঙ্গৈর্নাভিভূতায় সদা সৎসঙ্গসুদে।
গৃহস্থাশ্রমমাস্থায় গুরোরাদেশবর্ত্তিনে॥
প্রাণৈরর্থৈর্হরেঃ সেবা যস্তক্তানাঞ্চ সর্ব্বথা।
সুনিষ্ঠা কৃতা যেন তস্মৈ গুর্ব্বর্পিতাত্মনে॥
বৈষ্ণবপ্রীতিপাত্রায় নানাসদ্গুণশালিনে।
সুবুদ্ধিরাজগোপালদাসাধিকারিণে সতে॥
'ভক্তি-শ্রীরূপ' ইত্যেষ উপাধির্দীয়তে মুদা।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈর্বহুগুণালয়ৈঃ॥
প্রহেযুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঃ
সভাপতিঃ

( ২৪ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বীরভূমমুজাতায় ধামবাসপ্রবাসিনে।
ব্যবহারনিপুণায় বিদ্বদ্বরমুতুরে।
শ্রীসনাতনপূর্ব্বায় মুক্তভক্তিরসায় চ।
বি-এল্ ইত্যুপনামে চ কৃতিনে গুণশালিনে।
শুদ্ধবৈষ্ণবতত্ত্বার্থং বিদ্যাবুদ্ধিনিয়োগিনে।
গৃহস্থাশ্রমপালায় সত্যপ্রচারসংযুদে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যত্বেন প্রদীয়তে।
'সেবাকুশল' ইত্যেতদুপাধিমণ্ডনং মুদা।
বর্ষেষুবসুবিদ্ধন্বে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
ধাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ২৬ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীচৈতন্যমঠস্থঃ শ্রীমদনিলয়ো হি যঃ।
ব্রহ্মচারীতিবিখ্যাতঃ শ্রীগুরোঃ প্রীতিভাজনম্।
কারুশিল্পাদিভির্ভৈষজ্যাদি কৃষিনয়াদিভিঃ।
সাধয়তি গুরোঃ সেবাং সানন্দঞ্চ সবয়স্কম্।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যত্বেন প্রদীয়তে।
'ভক্তিকৃতি'রিতিখ্যাতোপাধিরত্নেন সাদরম্।
বর্ষেষুবসুশস্তন্বে মায়াপুরে চিরালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
ধাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ২৭ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মুক্তপ্রেমরসস্তো 'ভক্তিললাট' বিশ্রুতঃ।
গার্শনিকবরো বাগ্মী বিদ্যাবিনয়ভূষণঃ।
আদিবেশবনামশ্রী-বাসাধিকারিসত্তমঃ।
এম্-এ ইত্যুপনামা যো গৌরকীর্ত্তনমুত্তমঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যত্বেনৈষ প্রদীয়তে।
'উপদেশক'ইত্যেষ উপাধিরত্ন সাগ্রহম্।
বর্ষেষুবসুবিদ্ধন্বে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।
ধাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ২৮ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদনবিহারীতি শুদ্ধভক্তো ব্রজাশ্রয়ঃ।
সেবাসমর্পিতাত্মা যৈ সর্ব্বসদ্গুণভূষিতঃ।
কীর্ত্তনবাদনপ্রাজ্ঞঃ সহিষ্ণুস্তাগুণান্বিতঃ।
বৈরাগ্যবান্ ধৃতাত্মা চ বৈষ্ণবপ্রীতিভাজনম্।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যত্বেন প্রদীয়তে।
'ভক্তিকোবিদ' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা।
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।
ধাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ

( ২৯ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মুর্শাইনগরে বন্ধ মঠাধ্যক্ষো নিরূপিতঃ।
স্বয়ং শ্রীপ্রভুপাদেন তরুণোঽপি বিচক্ষণঃ।
ভক্তীলোৎসাহবান্ শ্রীমান্ দৃঢ়নিষ্ঠঃ সতাং গণে।
সৌম্যবাক্মুখো বিনীতশ্চ সজ্জনপ্রীতিভাজনম্।
অধিবক্তা ইতিখ্যাতো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থিতঃ।
বিবিধগুণসম্পন্নঃ সেবকঃ প্রিয়দর্শনঃ।
'সেবাদর্শ'ইতিপ্রীত্যোপাধিরত্নেন প্রদীয়তে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যত্বেনৈষ প্রচারকঃ।
গ্রহেষু গজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।
ধাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারদঃ
সভাপতিঃ ( ক্রমশঃ )

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে বিগত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ্চ (১৯৩০) দিবসদ্বয়ে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে কএক সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হইল :—

বাবু যমুনাপ্রসাদ এম্-এস্‌সি, বি-এল্ ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণিয়া; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, অলোয়া, ময়মনসিংহ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বহ্নিতীর্থ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ; শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, পাটনা; ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাকাম সিংহ, গয়া; শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি এল, এডভোকেট্, বগুড়া; শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ সরকার, জমিদার, যাদলা; ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্-বি; শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস, বি-এ; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ উকীলবাবু; শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত, বি এ; শ্রীযুক্ত রাধগোপাল বিদ্যাভূষণ, এম্-এ; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন গুপ্ত, বরিশাল; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ; শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পোল, জমিদার, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল, আমুল; শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ, উকীল, বানবাদ; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সরকার, ভামনগর; শ্রীযুক্ত অমরীশচন্দ্র মিত্র খড়দহ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ পাল, নৈহাটী; শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায়, মথুরাতত্ত; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জমীদার; শ্রীহৃষীকেশ মহাপাত্র, জমীদার; শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ, এলাহাবাদ; শ্রীযুক্ত প্রিয় চন্দ্র গুহ; শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র, অবসর-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার; শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপুর; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, জয়দেবপাড়ী, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত ভূবিরাম চক্রবর্ত্তী, মালদহ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ হাই চৌধুরী, খুলনা; শ্রীযুক্ত নবকিশোর পাত্রে, কানাইনাটশালা; শ্রীযুক্ত নিত্যেশ্বর দাসাধিকারী, পাবনা; শ্রীযুক্ত হারাধন ঘোষ, পাঁতরাগাছি; শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ঘাটাল; শ্রীযুক্ত ত্রিনকড়ি মল্লিক, হাওড়া, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সুন্দর মুন্সী, রঙ্গপুর; শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পোদ্দার, শ্রীনগর, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত অনন্তরাম পট্টনায়ক, শ্রীরাধা-গোপাল মুখার্জি, শ্রীকমলাকান্ত সেনাপতি, শ্রীবাহানিধি পট্ট-নায়ক, শ্রীঅনাথ মহান্তী, শ্রীব্রজবন্ধু দাস, শ্রীবিনায়ক শেঠি, শ্রীকাশীনাথ শেঠি, শ্রীনরসীনারায়ণ শেঠি, শ্রীসুবিধির শেঠি, শ্রীরামচন্দ্র শেঠি, শ্রীসত্যনারায়ণ শেঠি, কবিরাজ শ্রীনরসিংহ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত পাত্র, শ্রীগদাধর পাত্র এবং শ্রীবাসুদেব পাণিগ্রাহী প্রমুখ ৪০ জন গঞ্জামবাসী; শ্রীবাদিসিংহ দাসাধিকারী, খাগড়া; শ্রীহাজারীলাল সাহা, নাটুদা; শ্রীবিলাসচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীচিনিরাম দাসাধিকারী, শ্রীললিত মোহন দাসাধিকারী, শ্রীহরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী প্রমুখ আসামবাসী ভক্তবৃন্দ; শ্রীব্রজবিহারী দাস, পাবনা; শ্রীনগর সিংহ, বীরভূম; শ্রীব্রজসুন্দর পাত্রি, গঞ্জাম; শ্রীইন্দু ভূষণ বসু, সিন্ধিপাশা; শ্রীসচ্চিদানন্দদত্ত, কাশীয়াডাঙ্গা; শ্রীসুজনসুহৃদ্ দাসাধিকারী; শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, আমগ্রাম; শ্রীবসন্তিরাম দাসাধিকারী, আমলাজোড়া; শ্রীসুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মায়াপুর; শ্রীবজেশ্বর দাসাধিকারী; শ্রীরমানাথ গোস্বামী; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী, পাবনা; শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী; শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী, কলিকাতা; শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, পাবনা; শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী, মায়াপুর; শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী; শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ব্যানির টাউন; শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী; শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী; শ্রীপঞ্চানন দাসাধিকারী; শ্রীগৌসাই দাস অধিকারী; শ্রীঈশান দাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ; শ্রীমহীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহা-রাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সাগর গোস্বামী, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তি সুধাকর এম্-এ; শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী দেবাবিগ্রহ প্রভু; উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন; মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী; মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব, বি, এল; মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস দাস অধিকারী, ভক্তিমধুপ; মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার; শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপাদ ভবেন্দ্র সুন্দর দাসাধিকারী বি এল ভক্তিসৌরভ; শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি, এ; শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণরাগতীর্থ; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টো-পাধ্যায় কাব্যতীর্থ; শ্রীপাদ সত্যব্রত দাসাধিকারী বি, এ; শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ; শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী বি, এ, শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ নিত্য গোপাল দাসাধিকারী, উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরেব, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ, শ্রীপাদ অনুপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভূদেব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ

হলোচন ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ অমৃতময় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বজ্রিশেখর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ দেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, ডাঃ ভাগবতস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী, শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মধুকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঋষিকেশানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানপদভজনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভাত কুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী, শ্রীরামচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীগয়েশ্বরী দাস, ভক্ত শ্রীশ্রীনিবাস গাঙ, শ্রীজগন্নারায়ণ চৌধুরী ( বাবুচী ) শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রহ্মচারী, শ্রীউপাসনচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবপ্রাণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামনোহর ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীভক্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিদ্বার-যাত্রা

গত ৬ই এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ১০-২৪ মিনিটের মেয়াদুন এক্সপ্রেসে ( duplicate ) শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, পণ্ডিত শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিবিনোদ, শ্রীপাদ উপাসনচরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। সপারিষদ শ্রীল আচার্য্য-দেবের শুভযাত্রার যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, এজন্য ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টায় একখানি অতিসুন্দর কার্টিজেস কম্পার্টমেণ্ট ( Fourseated ) রিজার্ভ করা হইয়াছিল। এতৎসম্পর্কে মিঃ মুখার্জীর সৌজন্য ও শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তি-প্রমোদ প্রভুর সর্ব্বতোমুখী প্রাণবন্ত সেবাচেষ্টা বিশেষ বন্দনার্হ। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, জ্যেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সচীচরণ ভক্তিবিনয়, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ অনাদ্যুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বহুসেবক পুষ্পমাল্যাদি-সহ হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসহিগণের গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া ভক্তবৃন্দ মহোল্লাসভরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয় গান করেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইলে ভক্তবৃন্দের শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মবন্দনকালে আচার্য্যদেব সঙ্ঘেতে সকলকেই শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিলেও ভক্তবৃন্দ ট্রেণ দৃষ্টিপথের অন্তরালে না যাওয়া পর্য্যন্ত অনিমিষনেত্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভযাত্রা দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব হরিদ্বার শ্রীগারস্থগৌড়ীয়মঠে অদ্য ( ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৮ ) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শুভাবির্ভাব-বাসরে ( শ্রীরামনবমী-তিথিতে ) নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মিকা নিধিধারী শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহা-মহোৎসব সম্পাদন করিবেন।

## শ্রীহরিদ্বার-কুম্ভমেলায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাগবত-প্রদর্শনী

এবৎসর হরিদ্বার কুম্ভমেলা উপলক্ষে সমবেত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য, অমলপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারকল্পে শ্রীশ্রীগুরুপরমাণুভূষণ শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী মনোহভীষ্ট-পরিপূরক আচার্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর শুভেচ্ছায় ও সেবাধ্যক্ষতায় গত ৬ই এপ্রিল (১৯৭৮) গঙ্গার পরপারে কুম্ভমেলা গ্রাউণ্ডের প্রবেশদ্বারে নির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠস্যাটেলে একটি পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনী জড়জগতের কৃত্রিমশিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা-সমূলক পাচমিশালী কোন অর্থকরী ব্যাপার নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাগুলি যাহাতে আমাদের অন্তঃকরণে গভীর রেখাপাত করে, এজন্য ডিওরামাটেন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে কএকটি দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রসঙ্গে ভাগবত-কথামৃত-পরিবেশনই ইহার একমাত্র গূঢ় উদ্দেশ্য।

## ভ্রম-সংশোধন

গত "শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা" (১৬শ বর্ষ, ২৮-২৯শ সংখ্যা) গৌড়ীয়ে প্রকাশিত—"আলোর অন্বেষণে" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধের ১৬০ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ৩য় অনুচ্ছেদের সর্ব্বশেষ দুইটি পংক্তিতে "ব্রহ্মাদিজয়ধ্বজসুচ্ছ্রয়দর্পকন্দর্পদর্পহা আলো-দেবতা জয়যুক্ত হউন" স্থলে "আলোর প্রিয় ব্রহ্মাদিজয়ধ্বজসুচ্ছ্রয়দর্পকন্দর্পদর্পহা আলো-দেবতা জয়যুক্ত হউন" এইরূপ পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৪৫ ; ১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৮ | ৩৬শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য বৃহদ্‌বিষয়-সেবা, কিছুই জীবের প্রাণ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, কৃষ্ণসুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগতাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকসঙ্কর মহা-মহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয় ; তাহা নিষেধ করিতেছেন।

জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাকৃত মঙ্গল ও অপ্রাকৃত অনুভব, উভয় বস্তু লাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে॥

—( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ, ১৪১-১৪২, ১৪৪ অনুভাষ্য )

# রসাভাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানিতে পারা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু "রসাভাস" ও "ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ"—এই দুইটি ব্যাপার কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। তথাকথিত ধার্মিক ও প্রাকৃতরস-রসিকগণের কথায় বা সাহিত্যে ঐ দুইটি দোষ অনিবার্য্য জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিয়ম করিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক-সম্রাট্ ও রস-বিচারক-শিরোমণি শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া "নির্দ্দোষ" বলিলে তবে মহাপ্রভু অপরের রচিত কাব্য-নাটক-সাহিত্যাদি শ্রবণ করিতেন।

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
যথা-তথা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' বা'র লাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু লাহি পায় পার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১৭, ১০২, ১০৩)

'যথা তথা কবি' বলিতে 'যে-সে কবি' অর্থাৎ যাহারা অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব ভালরূপ না জানিয়াই কবিতা রচনা করে।

শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভুর বাক্য হইতে জানা যায়—রস ও রসাভাস-বিচারে সম্যক্ অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধুর বিন্দু স্পর্শ করিতে পারেন না। অতএব ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ করিতে হইলে রসের বিচারের সহিত রসাভাসের বিচার ও জানা আবশ্যক। যে রসাভাস-দোষ মহাপ্রভু কখনও সহ্য করিতে পারেন না, যে রসাভাস দোষে তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়, সেই দোষ হইতে নিশ্চয়ই আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। সিদ্ধান্তবিরোধ সম্বন্ধেও সেই বিচার। আমরা "সিদ্ধান্ত-বিরোধ"-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

রসাভাসের স্বরূপ জানিতে হইলে রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ বিরোধী রসদ্বয়ের যোগ হইলেই 'রসাভাস' দোষ উপস্থিত হয়। কোন রসের সহিত সেই রসের মিত্ররস-সমূহের মিলন না হইয়া শত্রুরসের সংযোগ হইলে তাহাকে "রস-বিরোধ" বা "রসাভাস" বলে। দুগ্ধই পানীয় দ্রব্যে আর তিক্তাদি-সংযোগের ন্যায় শত্রু-রসের সংযোগে বিরসতা উৎপাদন করে। তবে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বিরুদ্ধ-ভাবসমূহের মিলন বিরুদ্ধ বা হেয় হয় না। যুধিষ্ঠিরাদিতে পরস্পর বিপক্ষ-প্রীতি ও বাৎসল্য দুইটি ভাব পৃথক্ পৃথক্ সময়ে প্রকাশিত হয়। পরস্পর শত্রুরস যুগপৎ প্রকাশ পায় না। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ ভাব-সমূহের মিলন হইলে উহা বিরুদ্ধ হয় না; পরন্তু অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারিতার উদয় করায়। কোন কোন স্থলে অচিন্ত্য-মহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ-শিরোমণিতে বিরুদ্ধ-রস-সমূহের সমাবেশ আশ্চর্য্য-চমৎকারিতার আবাহন করে।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গস্থলে গমন করিলে তাহা দেখিয়া কংসপুরোহিতগণের মুখবিকৃতি, মল্লশ্রেষ্ঠগণের অঙ্গসঞ্চালন, সভাগণের গণ্ড-প্রফুল্লতা, খলশ্রেষ্ঠগণের ভয়বশতঃ নষ্টচেষ্টতা, ঋষিগণের ধ্যান, দেবকীপ্রভৃতি মাতৃগণের উরু অশ্রু, রঙ্গচর যোদ্ধৃগণের রোষাক্ত, উগ্র প্রভৃতি দেবতাগণের অন্তঃকরণে কোন বিস্ময়, ভৃত্যবর্গের নৃত্য ও যুবতীগণের কামকটাক্ষের উদয় হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়া নিজে শ্রেষ্ঠ হইলেও অমানী, শিশুগণ পর্ব্বত ধারণ করিতে গেলে হাস্য-বদন, আত্মশক্তি-বর্ণনে ঘৃণা প্রদর্শনকারী, প্রণয়িজনে প্রৌঢ়বাদ-বিস্তারকারী, গোষ্ঠবিনাশে অশ্রুমুক্তনেত্র, ইন্দ্রধনু নষ্ট করিয়া ভক্তবর্গে অনুকম্পান্বিত, জলধারাপাতে বিস্ফারিত নেত্র ও যুবতী সকলের প্রতি পুলক-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। অচিন্ত্য মহাপুরুষ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ বিরুদ্ধ রসসমূহের সমাবেশ আশ্চর্য্য-চমৎকারিতাই বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

### মিত্র ও শত্রু রস

| রসের নাম | মিত্ররস | শত্রুরস |
|---|---|---|
| শান্ত | দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত | মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক |
| দাস্য | বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর | মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র |

| রসের নাম | মিশ্ররস | শত্রুরস |
|---|---|---|
| সখ্য | মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর | বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক |
| | হাস্য, করুণ, ও ভয়ানক | মধুর, যুদ্ধবীর, হাস্য, ও রৌদ্র |
| মধুর | হাস্য ও সখ্য | বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক |
| হাস্য | বীভৎস, মধুর ও বৎসল | করুণ ও ভয়ানক, |
| অদ্ভুত | বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর | হাস্য, সখ্য, হাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস |
| বীর | অদ্ভুত | ভয়ানক (কোন মতে শান্ত) |
| করুণ | রৌদ্র ও বৎসল | বীর, হাস্য, সম্ভোগ লাঘব শৃঙ্গার ও অদ্ভুত |
| রৌদ্র | করুণ ও বীর | হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক |
| ভয়ানক | বীভৎস ও করুণ | বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র |
| বীভৎস | শান্ত, হাস্য ও দাস্য | শৃঙ্গার ও সখ্য |

আর অদ্ভুতরস পরস্পর তটস্থ।

বিরসের পরস্পর মিলনে রস অতিশয় আস্বাদনীয় হয়। অবাধিতভাবে রসের মিলনেই রসচমৎকারিতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। মুখ্য রসই হউক, আর গৌণরসই হউক, অধিরসের মিশ্ররসকে অঙ্গ করিলে রসের চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়। মুখ্য রসই হউক বা গৌণ রসই হউক, যে রস অন্যরসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান হয়, তাহাই অঙ্গী, আর যে রস অধিরসের পুষ্টিসাধন করে, তাহা অঙ্গরূপে সঞ্চারিভাব গ্রহণ করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন—

রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং অবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥

—একত্র সম্মিলিত রসসমূহের মধ্যে যাহার স্বরূপ অধিক হইবে, সেই রসকে 'স্থায়ী' রস ও অবশিষ্ট রসসমূহকে 'সঞ্চারী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

গৌণরসও অঙ্গী হইতে পারে। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—

প্রোক্তং বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কৃষ্ণতা নিজনাথেন গৌণোঽপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে।
মুখ্যত্বমবধাসাদ্য পুরুষার্থপ্রবেশবৎ।
গৌণমেবাধিনং কৃত্বা বিশ্বনিজবৈভবঃ।
অনাদিবাসনোল্লাসবাসিতে ভক্তচেতসি।
ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদ্রসে সঞ্চারি-গৌণবৎ।
অঙ্গী মুখ্যঃ স্বমন্ত্রাদ্যৈর্ভাবৈর্ভাবৈরভিবর্দ্ধয়ন্।
স্বজাতীয়ৈর্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে।
যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেদ্বিভাবিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তস্য স্যাদ্যোঽপ্যন্যোঽপ্যতাং ব্রজেৎ।
(ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৮।৩৫-৩৮)

বিভাবের উৎকর্ষ হইতে প্রকটরূপে দীপ্তিমান্ হইয়া সঙ্কুচিত স্বীয়প্রভু মুখ্যরসদ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া গৌণরসও অঙ্গিত্ব প্রাপ্ত হয়। উপেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বামনদেব যেমন ইন্দ্রকে গোপন করেন, তদ্রূপ মুখ্যরসও গৌণরসকেই অঙ্গী করিয়া নিজ বৈভব গোপনপূর্ব্বক অনাদি অপ্রাকৃত সেবাবাসনার শোভনগন্ধবিশিষ্ট ভক্তের চিত্তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ মুখ্যরস গৌণ-সঞ্চারীর ন্যায় লীন হয় না। মুখ্য অঙ্গী রস স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাবসমূহ দ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয়। যিনি যে মুখ্যরসের রসিক, তিনি সেই স্বীয় রসেরই নিত্য আশ্রিত হন, সেই রসই তাঁহার সম্বন্ধে অঙ্গিরূপে প্রকাশিত হয়, মুখ্য হইলেও অন্য রসসমূহ অঙ্গতা প্রাপ্ত হয়।

রস অঙ্গহীন হইলেই তাহাকে "রসাভাস" বলা হয়। রসাভাস যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে (১) উপরস, (২) অনুরস ও (৩) অপরস-নামে খ্যাত।

বিকৃতপ্রাপ্ত স্থায়ী বিভাব ও অনুভাবাদিদ্বারা শান্তপ্রভৃতি দাসপর্য্যন্ত উপরস হইয়া থাকে। স্থায়ি-বৈকল্য, বিভাব-বৈকল্য, অনুভাব-বৈকল্যই উপরসের হেতু।

ব্রহ্মের আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) স্বরূপ শ্রীভগবানে নির্ব্বিশেষ দৃষ্টি, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের সহিত তদধীন বস্তুসমূহের অত্যন্ত অভেদমনন, তথা দেহাদিতে নিরন্তর ঘৃণা, চিদচিৎ-বিবেকহেতু 'শান্ত-উপরস' হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে দৃষ্টতা, কৃষ্ণভক্তের প্রতি অবহেলা, নিজ-অভীষ্টদেব হইতে অন্যদেবতার উৎকর্ষদর্শন, মর্য্যাদার অতিক্রম প্রভৃতি হেতুর দ্বারা 'দাস্য-উপরস' হয়। পরস্পর সখ্য না হইয়া একেতেই সখ্যের অভিব্যক্তি, কৃষ্ণের মিত্রাদিতে অবজ্ঞা ও যুদ্ধাতিশয় প্রভৃতি হেতু-দ্বারা 'সখ্য-উপরস' হয়। পাল্যবস্তুর সামর্থ্যের আধিক্য-

জান, লালনাদিতে অবয় ও করণভাবের আতিশয্যহেতু-দ্বারা 'বাৎসল্য-উপরস' হয়। দুইএর মধ্যে কেবল একের রতি এবং এক ব্যক্তির যে বহুস্থলে রতি, তাহাই শৃঙ্গার-উপরসের স্বারিবৈরূপ্য। বিদগ্ধতার নির্ম্মলত্বের অভাবই বিভাব-বৈরূপ্য; আচারের অতিক্রম, গ্রাম্যত্ব ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি অনুভাবের বৈরূপ্য।

কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত হাস্যপ্রভৃতি সপ্তরস ও শান্তরস 'অনুরস' হইয়া থাকে। তটস্থ ব্যক্তিতে বীরাদি রসের উদয়ও অনুরস। "কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত" বলিতে কৃষ্ণের সাক্ষাৎসম্বন্ধহীন অর্থাৎ কোনপ্রকার দূরসম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না, সেই স্থলেই "অনুরস" হইয়া থাকে। যেমন তাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদের বেণাঘবিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুতরসের উদয় হইয়াছিল।

কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণবিপক্ষগণ যদি হাস্যরসাদির বিষয় আশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি 'অপরস' হইয়া থাকে। যেমন—কৃষ্ণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা 'অপরস'।

এখানে রসাভাসের দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবসেবোন্মুখে অনর্থ মুক্তি-ব্যতীত ইহা বুদ্ধিবৃত্তি বা প্রাকৃত বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করা অসম্ভব। প্রাকৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত তথা-কথিত রস বা অলঙ্কারাদি অপ্রাকৃত রসের হেয় বিকৃত ও খণ্ডিত প্রতিফলনরূপ প্রাকৃত রস বা রসাভাসমাত্র। মুকুন্দের উপাস্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রুতি যাঁহার পাদপদ্মোক্ত "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রে আরতি করেন, সেই নামই সমস্ত অপ্রাকৃত-রসসাহিত্যের খনি; তাহা হইতে বহির্ম্মুখতা-ফলেই প্রাকৃত রসাত্মক বিকৃত প্রতিফলন। যাহা রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের ও তদনুগ ভক্তবৃন্দের সুখদায়ক, তাহাই সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি রস; তদ্ব্যতীত সমস্তই বিরস ও কুরস। কৈতব শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে নামানুশীলনফলে অনর্থসঙ্কোচ ও অপ্রাকৃতরস-বোধ হইয়া থাকে।

---

# গীতাব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

গত ২৯শে জানুয়ারী (১৯৩৮) ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গীতার ক্লাসের ছাত্রগণ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের গীতা-অধ্যাপনাকালে যে কএকটি প্রশ্ন উত্থাপন ও গৌড়ীয়-সম্পাদক ঐসকল পরিপ্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয়ে প্রকাশের জন্য গৌড়ীয়ের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকে গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গের অনুরোধক্রমে গৌড়ীয়-সম্পাদকের উত্তরের সারাংশ ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্ন—১। ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝায়?

উত্তর—১। "বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম" অর্থাৎ বৃহত্ব বা অসমোর্দ্ধত্ব এবং বৃংহণত্ব অর্থাৎ পরিপালকত্বগুণত্ব বা বিশ্বতত্ত্বত্ব-হেতু 'ব্রহ্ম' বলা হয়। সেই বস্তুই ব্রহ্ম—যাঁহার সমান বা যাঁহার উর্দ্ধ আর কোন বস্তু নাই এবং যিনি তদধীন চেতনসমূহকে পালন করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রুতিমন্ত্র বলিয়াছেন,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"—(কঠ ২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩) অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে পরমনিত্য, বহু চেতনের মধ্যে পরম চেতন। তিনি অদ্বয়জ্ঞান এবং বহুর কামনা-পরিপূরণ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ এই ব্রহ্মের সংজ্ঞা এইরূপ বলিয়াছেন,—

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" (গীঃ ৮।৩)

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ এখানে বলেন,—অক্ষরং ন ক্ষরতি ন চলতি ইতি অক্ষরং জগতাং মূলকারণং তৎ ব্রহ্ম; "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি। ব্রহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ কৃ আঃ ৩৮।৮—১ম প্রঃ। অর্থাৎ জগতের মূলকারণ অক্ষর বস্তুই ব্রহ্ম।

যাঁহারা কেবল নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্রকে ব্রহ্ম বিচার করেন, তাঁহাদের ব্রহ্ম-শব্দের ধারণা অসম্যক্। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদ্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

( চৈঃ চঃ আ ৭।১১১, ১১২ )

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে 'ভগবান্'কেই বুঝায়। সেই ব্রহ্মের সমান বা উচ্চ আর কেহই নাই। তিনি চিন্ময়-ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহার বিভূতি, তাঁহার দেহ —সকলই চিন্ময়। মায়াবাদী সেই ব্রহ্মের চিদ্বিভূতিকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে "নিরাকার" বলেন। বস্তুতঃ শ্রুতি-মন্ত্রে তাঁহার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য, অসমোর্দ্ধত্ব ও চিদ্-বিভূতি এবং চিল্লীলার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" ( ৫।১ )—ইতি বৃহদারণ্যকে; "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ", "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদন্ত ভগেশং" ( ৬।৬ ), "যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সর্ব্বং তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি" ( ৩।৪ ), "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ" ( ৬।৭ ), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" ( ৩।১২ ), "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ( ৬।৮ ) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ( ১।২২।২০ ইতি ঋগ্বেদে; "স ঐক্ষতৈক্ষত" ( ৬।৩ ) ইতি প্রশ্নে; "স ঐক্ষত' ( ১।১।১ ),"স ইমাঁল্লোকান্নসৃজত" ( ১।১।২ ) ইতি ঐতরেয়ে; "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ( ৩।২ ) ইতি ছান্দোগ্যে।

তবে যে "অপাণিপাদঃ" ( শ্বেঃ ৩।১৯) ইত্যাদি আকার-নিষেধ-বাক্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সেই ভগবানের প্রাকৃত আকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি চিদাকার, তাঁহার দেহ ও তাঁহার, বিভূতি—চিদ্বিভূতি।

প্রশ্ন—২। ব্রহ্ম ও ভগবানে কি পার্থক্য?

উত্তর—২। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায়ই তাহা স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ।—( ১৪।২৭ )

ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন, — অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশঃ এব সূর্য্যমণ্ডলম্ তদ্বদিত্যর্থঃ। অর্থাৎ আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল।

ব্রহ্মসংহিতাদি শাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যদেবও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়, এই সিদ্ধান্ত সূর্য্যের উদাহরণের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ ভিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধের চিহ্ন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ-বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ-বিশেষে তিঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে তাঁহার বিশেষ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশে বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম।
পূর্ণ তত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম, আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তার দিয়ে ত উপমা॥

( চৈঃ চঃ আ ২য় পঃ )

এক সূর্য্যমণ্ডলের উদাহরণের দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বুঝান হইয়াছে। সূর্য্যকে বহু দূর হইতে আমরা চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় বস্তুমাত্ররূপে দর্শন

করি। উহার কোথায় কি বিশেষ বা বিচিত্রতা আছে, তাহা চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সেইরূপ যাঁহারা বহুদূর হইতে জ্ঞানমার্গে ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-সূর্য্যের বিশেষ বা বিচিত্রতা লক্ষ্য করিতে পারেন না। বিগ্রহবান্ সূর্য্যের অঙ্গকান্তি-দর্শনের ন্যায় ব্রহ্ম দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন কেবল নির্ব্বিশেষ কান্তি-দর্শন বা জ্যোতির্দ্দর্শন-মাত্র। আর যোগ-শাস্ত্র যাঁহাকে পরমাত্মা বা অন্তর্যামী বলেন অর্থাৎ যাঁহাকে প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী বিচার করেন, তিনিও কৃষ্ণ-সূর্য্যের অংশবিভূতি। একই সূর্য্য যেরূপ অনন্ত স্ফটিক-খণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হয়, এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌ও সেইরূপ অনন্ত জীব-হৃদয়-স্ফটিকে অনন্ত অঙ্গুষ্ঠপুরুষ পরমাত্মরূপে প্রকাশিত থাকেন। সূর্য্যলোকবাসি দেবতাগণ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া সূর্য্যের মুখমণ্ডল বা তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাঁহাকে বিগ্রহবান্‌রূপে প্রত্যক্ষ করেন। সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণও অপ্রাকৃত সবিশেষবিগ্রহ ভগবান্‌কে তাঁহাদের দিব্য চক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সূর্য্য বিগ্রহবিশিষ্ট বস্তু হইলেও সামান্য চর্ম্মচক্ষে বা আধুনিক-চক্ষে সেই বিগ্রহ দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্যচক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল ভেদ করিয়া বিগ্রহবান্ সূর্য্য দর্শন করিতে পারে। এইজন্য শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্যপ্রাজাপত্যব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥
(ঈশোপনিষৎ ১৫ ও ১৬ মন্ত্র)

সেই বাস্তবসত্যের মুখ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। হে সূর্য্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।

হে ভগবন্, আপনি জগৎপোষক, আপনি আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন, যাহাতে আপনার কল্যাণতম-রূপ দেখিতে পাই। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ব্রহ্ম ও ভগবানের পার্থক্য ব্রহ্মোপাসক ও শ্রীকৃষ্ণোপাসকের গতির তারতম্য বর্ণনা করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে যেসকল সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাই যথাযথ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিপিবদ্ধ আছে—

তদ্ব্রহ্মকরোরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাত্বয়োঃ।
ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ বিমুখা ইহ॥
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূ ২।১৩৬,১৩৭)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পূর্ব্বশ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় লিখিয়াছেন,—

"তত্র তদ্গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহাভরং নিরস্যতি—ব্রহ্মবাদীতি। বিদ্বাংসঃ শ্রীসোপীবৃন্দাদীনাম্। অনয়োঃ কিরণার্কোপমানে ব্রহ্মসংহিতা যথা—যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। শ্রীভগবদ্গীতা চ—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। (প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ)। তথৈব স্বামিটীকা চ দৃশ্যা। তচ্চ যুক্তং একস্যাপি তদ্যাধিকারিবিশেষৈঃ প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবদ্বৈলক্ষণ্যাৎ ঘনত্বং নির্ব্বিশেষাকারব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ ঘনত্বমিতি, প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভা ইতি ন্যায়াৎ। অত-এবাত্মারামাণামপি ভগবদ্গুণাকর্ষণমুপপদ্যতে।"

অনেকে সেই গতি লাভ করিয়াছে, এই সন্দেহাভর উপস্থিত হওয়ায় ঐ সন্দেহ নিরাস-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম সূর্য্যের কান্তিস্বরূপ, আর শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং সবিগ্রহ সূর্য্য-স্বরূপ। ব্রহ্মসংহিতায় (৫ম অঃ ৪০শ সংখ্যা) যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন উপনিষদ্গুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষভাবরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি এবং ভগবদ্গীতায়ও (১৪।২৭) শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে—আমি ব্রহ্মের আশ্রয় এবং স্বামির টীকায় "শ্রীকৃষ্ণই ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ সূর্য্যমণ্ডল" প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের সূর্য্যকান্তিত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের সবিগ্রহ-সূর্য্যত্ব প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সুসঙ্গ ও প্রিয়বর্গের যে একই প্রাপ্য কথিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তি বস্তুতঃ যেরূপ এক হইলেও পরস্পর উহাদের মধ্যে অল্প ভেদ আছে,

তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্ম এক হইলেও শক্তিগণ কিরণস্থানীয় ব্রহ্মে, আর শ্রীবর্ণ সূর্য্য-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণে গতি লাভ করেন। ভগবান্ হরির শক্তিগণ প্রায়ই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যতাদি লাভ করিয়াও সেই সুখে অর্থাৎ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়, কৃষ্ণের শক্তি ও শ্রীবর্ণ যখন উভয়ই সূর্য্যের প্রভাস্থলীয় ও সূর্য্যতুল্য বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহাতে বিশেষ ভেদ আর কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—উভয়ের মধ্যে বিস্তর ভেদ। ভগবানের শক্তি ও ভিন্নগণের গতি ও তজ্জনিত আনন্দ-লাভ কখনও একই প্রকার হইতে পারে না।

শ্রীসনাতন প্রভু 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' ( গোলোক-মহাত্ম্য-মা মক ২য় খণ্ড ৭ম অ ২০০-২০১ সংখ্যা )—

"অহো ভাগ্যং কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে।
তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দান্তে যে গোবিপ্রাদি-ঘাতিনঃ॥
সর্ব্বথা প্রতিযোগিত্বং সাযুজ্যাসুরয়োরয়োঃ।
তৎ সাধনেষু সাধ্যে চ বৈপরীত্যং কিলোচিতম্॥

শ্রীসজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ডে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গোবিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষি-গণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন সাধ্য বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য ভাবই থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন ও প্রেমই সাধ্য।

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা দ্বেষাদিক করে তাঁর সনে।
সেই দুইএর হয় সদ্য—ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য-সমীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কভু তিঁহ তাহা করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
( চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৪-২৬৮ )

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
( ভাঃ ৩।২৯।১৩ )

সালোক্য ( বৈকুণ্ঠবাস ), সার্ষ্টি ( ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি ), সামীপ্য ( নৈকট্যলাভ ), সারূপ্য ( চতুর্ভুজাকার ), একত্ব ( সাযুজ্য বা অভেদগতি ) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবাব্যতীত তাঁহাদের আর প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—প্রেমানন্দ বা কৃষ্ণসেবানন্দ-সিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দ খাতোদক অর্থাৎ খালের জলের ন্যায় বা গোষ্পদের গর্ত্তস্থ জলের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমামৃতানন্দসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥
( চৈঃ চঃ আ ৭।৮৪-৮৫, ৯৭ )

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥
( হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬ )

হে জগদ্গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মসুখ জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদ-স্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব লহরীতে—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

ভাবার্থদীপিকায়—

ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমদীয়বিদ্ধতঃ।
চক্তির্ভবনঃপ্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান্॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবা-নির্বৃত্ত-চেতসাম্।
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং-
বরেশাদপীহ।
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং
কিমন্যৈঃ॥
যুবেয়াস্মদো বক্ষমূর্ত্যোব যদ্বয়া যোচিতো ভক্তিরাজো
কৃতো চ।
তথা প্রেমভক্তিং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি
দামোদরেহ॥

হয়শীর্ষাহ-শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

ন ধর্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে॥
পুনঃ পুনর্বরান্ দিংস্যুর্বিভূর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥
যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিকোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা যান্তং তস্মৈ হনুমতে নমঃ॥

শ্রীহনুমদ্বাক্য—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শিবকৃত-স্তোত্রে—

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
ত্বৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং ধীরতাং মম॥
মোক্ষসালোক্য-সারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন বরাধিক।
ইচ্ছামি হে মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত॥

সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত 'মুকুন্দমালা স্তোত্রে'—

নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতো
কুণ্ঠীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়কমলে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২৪।৩৮, ৩।৪।১৫, ৩।২৫।৩৪, ৪।১।২৯, ৪।৯।১০, ৪।৫০।২৪, ৫।১৪।৪৩, ৬।১১।২৫, ৬।১৭।২৮, ৬।১৮।৭৪, ৭।৬।২৫, ৭।৮।৪২, ৮।৩।২০, ৯।৪।৬৩, ৯।১২।১২, ১০।১৬।৩৭, ১০।৮৭।২১, ১১।২৪।১৩, ১১।২০।৩৪, ১২।৩।৬ প্রভৃতি বহু শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যাঁহাকে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭) ও শ্রীধর স্বামিপাদ যাঁহাকে "ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং" বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু সেই কৃষ্ণস্বরূপকে—

"সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মজ্ঞানানন্দঘনাকৃতিঃ"—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।২২) বলিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বকাল ও দেশব্যাপ্তি, চিৎ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, আনন্দ অর্থাৎ নিরুপাধিকপ্রেমাস্পদের সর্ব্বাংশ।

ক্লেশে ক্রমাৎ পঞ্চবিধে ক্ষয়ং গতে
যদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ঘনমব্যয়ং পরম্।
তস্যার্থয়ন্ কঃ পুরুষো নরাকৃতি-
ভাসোঽহমাত্মেত্যবতারঃ প্রকাশতে॥
অতঃ শ্রীবৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনৈঃ।
তত্রৈব শ্রীভগবতো বিভূতিরিতি কীর্ত্যতে॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে—

যদাত্মতত্ত্বান্তরগোচরং য-
দ্যদোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।৯৩, ৯৫, ৯৬)

পঞ্চবিধ ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কেবল যে ব্রহ্মসুখ স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যর্থ অর্থাৎ আবরণ করিয়া যে এই নরাকৃতি শ্যামসুন্দর আনন্দ-প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতেছেন? অতএব সকল শ্রুতি-স্মৃতির নিদর্শন-সমূহ দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবগণ সেই ব্রহ্মকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যথা যামুনাচার্য্য-স্তোত্রে—হে ভগবন্, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বস্তুসমূহ, উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আবরণ-সমূহ, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্ম—সকলই তোমার বিভূতি। ব্রহ্ম ভগবানেরই নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-বিশেষ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।১১)

যে অধয়জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তুকে তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' শব্দের দ্বারা কথিত হন।

গীতার ৬।৪৬-৪৭ শ্লোকে ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী হইতে পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগী হইতে ভগবদুপাসক ভক্ত শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার ১৮শ অধ্যায়ের উপসংহারে ব্রহ্মজ্ঞানকে 'গুহ্যজ্ঞান', পরমাত্মজ্ঞানকে গুহ্যতর জ্ঞান ( ১৮।৬৩ ) ও কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞানকে সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞান ( ১৮।৬৪ ) বলা হইয়াছে। গীতার ১৪।২৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, গীতা ১০।৪২ শ্লোকে পরমাত্মাকে শ্রীভগবানের একাংশ এবং গীতা ৭।৭, ৯।২৪, ১০।৮ প্রভৃতি শ্লোকে ভগবান্‌কে পরিপূর্ণ সমগ্র পরতত্ত্বরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

অধয় জ্ঞান ভগবান্ সম্যক্ আবির্ভাব, তাঁহার আংশিক মায়াশক্তিপ্রচুর বিভূতিৎ ধর্ম্মবিশেষের অনুভূতি পরমাত্মা এবং অসম্যক্ কেবল জ্ঞানোপলব্ধ বিজ্ঞান ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

বস্তুতত্ত্ববিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত আর বস্তু নাই। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ "অধয়তত্ত্ব" বলিয়া কথিত। বস্তু একমাত্র হইলেও বস্তুলক্ষকারী পাত্রবিশেষের অধিকারভেদে বস্তু তিন প্রকারে প্রকাশিত হন। একটি পর্ব্বতকে তিন দিক্ হইতে তিনজনে লক্ষ্য করিতেছেন। পর্ব্বতের উত্তরভাগে কুজ্ঝটিকা আছে। যিনি সেই দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি কুজ্ঝটিকাবৃত বৃহৎ নিরাকারকেই পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে রৌদ্র পড়িয়াছে। যিনি সেই দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় শৈল-প্রাচীর বলিয়া পর্ব্বতকে নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের যে দিকে কোন উপাধি নাই, সেই দিক্ হইতে যিনি দেখিলেন, তিনি পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ জ্ঞানরূপে দেখিয়া পর্ব্বতের সম্পূর্ণ স্বরূপ নির্ণয় করিলেন।

---

# নিরপেক্ষতা

জগতে নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা এই দুইটি ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোনপ্রকার আত্মীয়তা-বোধ বা স্বজন-বোধ আছে, সেখানেই সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম অনিবার্য্য, আর যেখানে কোন বস্তু বা জীবে আত্মবোধ বা আত্মীয়তা-বোধ নাই, সেখানে নিরপেক্ষতা স্বাভাবিক। মাতা বা পিতা যে পুত্রের স্বাস্থ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করেন বা পত্নী যে স্বামীর আয়ু কামনা করেন, উহার মূলে সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম বর্ত্তমান। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা প্রদর্শনের জন্য সামাজিকগণ যে একে অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে নিরপেক্ষতার ভাবই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; অর্থাৎ পুত্রের অমঙ্গলে মাতার বা স্বামীর অসুস্থতায় পত্নীর যে বাস্তব ক্ষতি-বোধ বা আত্মবোধ আছে, পথিকের সহিত পথিকের মৌখিক কুশল জিজ্ঞাসার ব্যবহারিকতার মধ্যে সেরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি-বোধ নাই।

এ জগতে সাপেক্ষতার মূলে দেহাত্মবোধ বা জড়াত্ম-বোধ আছে বলিয়াই সাপেক্ষতার হেয়তা বর্ত্তমান। এজন্যই সাপেক্ষতা হইতে এ জগতে নিরপেক্ষতার অধিক ন্যায়পরতা বিবেচিত হয় ও উহার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র বা বন্ধু কোন বে-আইনী কাজ করিলে জাগতিক আইন পিতা বা বন্ধুর উপর বিচারের ভার প্রদান করেন না, তাহাতে নিরপেক্ষতার হানি হইবে ও সাপেক্ষতা আসিয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা করেন। কারণ, এই সাপেক্ষতা দেহাত্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। বদ্ধজীব কিছুতেই জড়ীয় সাপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য যাঁহারা জড়প্রতিযোগিতাকে সমীচীন বা ন্যায়পর বিচার করেন, তাঁহারা নিরপেক্ষতাকে বহুমানন করিয়া থাকেন।

পঞ্চ রসের মধ্যে শান্তরসে নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান। ব্রহ্মভূত বা তটস্থা অবস্থাকে নিরপেক্ষতা বলা যাইতে পারে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস সাপেক্ষতাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ধর্ম্মের বাজারে যে তথাকথিত সমন্বয়ের এতটা আদর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমন্বয় জিনিষটিও নিরপেক্ষতা ধর্ম্মেরই রূপান্তর। "কর্ম্ম, জ্ঞান

ও যোগ হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে কিম্বা শিব ও দুর্গাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর না বলিয়া কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিলে, সনাতনধর্মকে নিত্যধর্ম বলিলে কোন একটি তত্ত্ব বা ধর্ম-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়, সাপেক্ষতা-দোষ আসিয়া পড়ে", এই আশঙ্কা করিয়া সকল পথই সমান, সকল ধর্ম ও সকল দেবতাই সমান, ইহাদের মধ্যে কোন উচ্চাবচত্ব নাই—এইরূপ এক ভ্রান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষতার উদ্ভব হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ বিচারটি নিরপেক্ষতারই অভিব্যক্তি-বিশেষ। পরাৎপরতত্ত্বকে ব্যক্তি-রূপে স্বীকার করিলে পাছে তাঁহার প্রতি কোনরূপ সাপেক্ষতা আসিয়া পড়ে,—এই ভয়ে পরতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ বা নির্ব্বিশেষতাবসমষ্টি বলিয়া কল্পিত হয়। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার মধ্যে সাপেক্ষতা অবশ্যম্ভাবী—এই আশঙ্কায় নামহীন, রূপহীন, গুণহীন, পরিকর-লীলাহীন-ভাববিশেষকে নিরপেক্ষ তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয়।

পরমেশ্বরের প্রতি নিরপেক্ষ-বিচার যেরূপ এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ বলিয়া বহুমানিত হয়, পরমেশ্বরের সেবক-সম্প্রদায়ের প্রতিও সেইরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শনকে অনেকে বহুমানন করেন। তাঁহারা বলেন,—সকলেই যখন ভগবানের ভজন করিতেছেন, তখন সকলই সমান। তুলসী পত্রের মধ্যে ছোট বড় ভেদ নাই—এইরূপ ভ্রমপূর্ণ লৌকিক উদাহরণ দিয়াও অনেকে ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য বিচারে আলস্য ও জাড্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত, মধ্যম ও উত্তম—এই তিন প্রকার অধিকারী বা ভক্তের নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্যের কথাও উপদেশ করেন। উত্তম ভক্তে শ্রদ্ধা, আর প্রাকৃত অধিকারীকে মন্দলের উপদেশ-প্রদানাদি ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া যদি কেহ বলেন,—উত্তম অধিকারীর 'তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া' প্রাকৃত-ভক্তের প্রতি শাসনাদি ব্যবহার করায় নিরপেক্ষতার হানি হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ বিচারে অর্ব্বাচীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে কোনদিনই শিক্ষা লাভ হইতে পারে না। মধ্যম অধিকারে এই সাপেক্ষতা-ধর্মই ভগবদ্ভক্তি বা আত্মমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। মধ্যম অধিকারীর নিরপেক্ষতার ভাণ আত্মবঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা মাত্র। নিরপেক্ষতা কখনই ভক্তি-পদবাচ্য নহে। নিরপেক্ষতা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, এমন কি, উৎসাদন-কারী—যদিও অভক্ত-সমাজে নিরপেক্ষতার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তটস্থধর্ম্মের নামই নিরপেক্ষতা। জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী কাল্পনিক রেখাকে 'তট' বলা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ কোন পরিস্থিতি বা অবস্থানে কাহারও অবস্থান সম্ভব নহে। আমাদিগকে হয় জলে, না হয় স্থলে, যে-কোন একটিতে অবস্থিত হইতে হইবে। তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীবকে হয় মায়ায়, না হয় কৃষ্ণে অবস্থান করিতেই হইবে। মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জীবের অবস্থান নাই।

এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবগণের প্রতিও তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া হরিভজন বা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলাকালে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এইরূপ নিরপেক্ষতার কাচ কাচিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের অভক্তি-সিদ্ধান্ত ও আচারাদির সম্বন্ধে প্রচার-অভিযান আরম্ভ করিলেন, তখন কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল। আবার শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীভক্তিবিনোদ-মুদ্রাভিমানী কোন কোন ব্যক্তির বা দলের সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখনও এক শ্রেণীর ব্যক্তি ঠিক করিলেন,—কোন দলের কথায় না ঢুকিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন-পূর্ব্বক নির্জ্জন-ভজনানন্দী হওয়াই ভাল। কিন্তু বদ্ধজীব যতই নিরপেক্ষতার কাচ কাচুক না কেন, সেই নিরপেক্ষতা তাহাকে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের প্রতি বা বাস্তব-সত্যের প্রতি সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম অবলম্বন না করাইয়া গোপনে গোপনে কৃষ্ণাভক্ত বা ভক্তদ্বেষী ও অসত্যের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সাপেক্ষ করাইয়া থাকে। যেখানেই এইরূপ নিরপেক্ষতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই বহুরূপিণী মায়া ঐরূপ নিরপেক্ষকে ঘাড়ে ধরিয়া অসত্যের প্রতি সাপেক্ষ করাইয়াছে।

কেহ কেহ তৃতীয় পক্ষ সাজিয়া নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান করেন। কিন্তু ঐ মুখোস উন্মোচন করিলে

অসৎ-সাপেক্ষতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই তৃতীয় পক্ষের মুখোস অসৎ-সাপেক্ষতা-সমর্থনের কষ্ট কবচমাত্র।

কেহ কেহ নিরপেক্ষতার প্রতি এতটা বিশ্বাসী যে, তাঁহারা অনেক সময় শপথ করিয়া নিরপেক্ষতার ব্রত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনেক এঁচড়ে পাকা লেখকাভিমানী বহুলোকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল যে, সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, সে কোন দলের পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিবে না বা বলিবে না, কিন্তু আমাদের আচার্য্যদেব তখনই ঐ ব্যক্তিকে বহু লোকের সম্মুখে বলিয়াছিলেন,—দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে 'তিন হয়' বলা যেরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ, তোমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ। কার্য্যে (ফলে) ও তাহা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি এখন তাহার নিরপেক্ষতা-ব্রতের কপট প্রতিজ্ঞার মুখোসটি উন্মোচন করিয়া দিবারাত্র সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, কোন দলবিশেষে প্রবেশ করিয়া নিরপেক্ষ থাকা যায় না বটে, কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া থাকিলে বা নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইলে নিরপেক্ষ থাকা আদৌ অসম্ভব নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ বিচারসম্পন্ন দুই ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"আমরা মঠে না গিয়া গৃহকেই মঠ করিব, তাহা হইলে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিব।" কিন্তু ঐ ব্যক্তিদ্বয় এখন নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের যে প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অপরকে বুঝান অসম্ভব। তাঁহাদের গৃহ এখন মঠত্যাগিগণের ও যোষিৎসঙ্গিগণের আড্ডা হইয়াছে এবং ইহা হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, ঐরূপ নিরপেক্ষতার মুখোস স্বসাপেক্ষতার ষড়যন্ত্রের কারখানা-বিশেষ।

কেহ কেহ আবার বলেন,—যেখানে বৈষ্ণবগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, সেখানে একপক্ষ হইয়া অপর পক্ষের নিন্দাবাদ করা অপেক্ষা নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন। কারণ,—

ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে, কষ্ট পায় সেই॥
সকল বৈষ্ণব-প্রতি অল্পে দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪।১৬,১০১)

শ্রীরূপানুগ সদ্গুরু-পদাশ্রয় না করিলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উপরিউক্ত পদ-সমূহের তাৎপর্য্য বিপরীত-ভাবে বুঝিয়া অনেকে নিরপেক্ষ থাকিবার ভাণে শুদ্ধভক্তি হইতে চ্যুত হয়। বৈষ্ণবতা চেতনের বৃত্তি; বৈষ্ণবতা কাহারও গায়ে মার্কামারা থাকে না। অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্তা অহৈতুকী সেবার উপরে বৈষ্ণবতার অভিব্যক্তি, আবার উহার গুরুভাব বা আবরণে অবৈষ্ণবতার প্রকাশ। কৃষ্ণদাস বিপ্র যখন মহাপ্রভুর দণ্ড-কমণ্ডলু বহন করেন, ছোট হরিদাস যখন কীর্ত্তনের দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যখন সম্পূর্ণ অন্যগতা স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর রন্ধনাদি সেবাকার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের আদর্শে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত। আবার কৃষ্ণদাস-বিপ্র যখন ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন, ছোট হরিদাসের আদর্শে যখন স্ত্রী-সম্ভাষণের নিদর্শন প্রকাশিত হয় বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে বহির্ম্মুখগণ-মতের কল্পিত কৃষ্ণ-দর্শনের অন্যাভিলাষ প্রকাশিত হয়, তখন বৈষ্ণবতার আদর্শ আবৃত। সেই সকল অন্যাভিলাষকে অর্থাৎ কাহারও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকে পূর্ব্বের সেবার নজির দেখাইয়া বহুমানন করিলে উহারা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। অন্যাভিলাষীকে 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনর্থ-সমূহে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অন্যাভিলাষের সহিত গোঁজামিল দিতে গিয়াই—খাঁটির সহিত ভেজালের—আসলের সহিত মেকির একাকার করিতে গিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গোত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐরূপ দূষিত বীজ হইতে যে অজ্ঞাতসারে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহারই সমূলে উৎপাটনের কথা শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। "ইথে একজনের পক্ষ হইয়া যেই" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ অদ্বৈত-ধর্ম্মের দ্বারা শ্রীগদাধর-

বিরোধী পাষণ্ডিগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যকৃতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাহারা শ্রীঅদ্বৈত-পাষণ্ডে অপরাধী হওয়ায় কপটতামূলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যদ্রুবগণকে নিজ ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।

বিষ্ণু বা তাঁহার নিত্য-ভৃত্য বৈষ্ণবগণ—সকলেই ঈশ্বর বা প্রভু। বিমুখ দাসগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিষ্ণুর প্রকাশ বিশেষ পরস্পরের মধ্যে যে বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে, অথবা বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভগবৎপ্রেমবর্দ্ধনের নিমিত্ত আপাত আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে যে বিবাদের ছলনা বা অভিনয় দেখা যায়, সেই সকল কথা সাধারণ কর্ম্মফলবাধ্য ব্যক্তিগণের সমতা বোধক নহে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ঈশ্বর বা প্রভু; সুতরাং প্রভুর সহিত অপর বৈষ্ণব প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের যে-সকল বিবাদ-প্রতিম কথার নির্ব্বোধ সরলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অপর সাধারণ দৃষ্টান্তের সহিত সমজ্ঞান করিয়া নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করেন, উহা তাঁহাদের মূর্খতামাত্র।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিশেষধর্ম্মযুক্ত। সুতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের তাৎপর্য্যে ভেদ আছে জানিলে সমতার পরিবর্ত্তে বৈষম্য সেই স্থান অধিকার করে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল; কেন না, তাহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে ভিন্ন তাৎপর্য্যপর জানিয়া নিজ বিচারাধীন করে। বিষ্ণু-সেবা-বর্জ্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে 'প্রভু' সাজাইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। বিষয়াশ্রয়-বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্য বৈষ্ণব-মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনে কৃষ্ণের দীলায় প্রবেশাধিকারের অভেদত্ব জানিলে জীবের ভজনের সুষ্ঠুতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিচার-রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ-গ্রহণ, তাহাতে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা-রাহিত্য-দর্শের যাজনকারীকে 'অবৈষ্ণব' না জানিয়া বৈষ্ণব ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে অভিন্ন দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন; কেন না, তাঁহারা উভয়েই সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট একই তত্ত্ব—মূল সঙ্কর্ষণ ও তদংশ মহাবিষ্ণু। উভয়েরই হৃদয় এক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি এক—তাঁহাদের হৃদয় এক। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আপাত বিরোধ দর্শন করেন, তাঁহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যদি ঐসকল আচার্য্যের দোহাই দিয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন, তবে সেখানে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত বিচার করা হইবে না, নিরপেক্ষতার ভাণে সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে, এইরূপ বিচারও সমীচীন নহে। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস"—এই উক্তি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। ঐরূপ নিরপেক্ষতাই নাস্তিকতা। সিদ্ধান্ত শুনিব না, বিচার করিব না, শুনিলে বা বিচার করিলে আমাদের প্রভুর অসৎসাপেক্ষতার পুঁজিপাটা বিনষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় যে নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান, তাহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম আত্ম-অমঙ্গল-বরণের অবস্থা।

সাপেক্ষতা-ধর্ম্মের মূলেই পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্-ভক্তগণ সকলেই সাপেক্ষধর্ম্মাশ্রিত। ব্রজবাসিগণ ও রূপানুগ-গণ সর্ব্বাপেক্ষা সাপেক্ষধর্ম্মপর। যিনি যতটা বৈষ্ণবের পক্ষপাতী, তাঁহার ততটা বৈষ্ণবতা বা আস্তিকতা। যিনি বিষ্ণু হইতেও যতটা বৈষ্ণবের অধিক পক্ষপাতী, তিনি ততটা অধিক বৈষ্ণব। রূপানুগ-গণ বিষয়-বিগ্রহ হইতে আশ্রয়-বিগ্রহের অধিক পক্ষপাতী। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরী প্রভৃতি সেবক সম্প্রদায় বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অধিক পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিত্ব যাঁহার যতটা অধিক, তাঁহাকে ততটা সেবাধর্ম্মে অধিক প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। শ্রীরাধার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীললিতাদি সখী ও তদনুগগণ চন্দ্রাবলীর বিপক্ষতা-সাধনকেই তাঁহাদের সাধ্য বলিয়া বিচার করেন। চন্দ্রাবলীর

পক্ষীয় সৈন্যাদি চক্রাবলীকে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বা অভিমন্যুর পক্ষীয় ঘটিলাদি অভিমন্যুকে শ্রীরাধার প্রিয়তম বলিয়া স্ব-স্ব-পক্ষ সমর্থন করেন দেখিয়া "দুঁহু পান্না তারী" —এই বিচারে অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ নিরপেক্ষ বা তৃতীয় পক্ষ থাকেন না। তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া পক্ষপাতধর্ম্মকেই আদর করেন। বিপক্ষতার হাদার্ণবের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিরপেক্ষতার শান্তরস উপভোগ করিবার পিপাসা অতল্প সম্প্রদায়ের কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্তদেবানন্দসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দকে খাদ্যোতরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ নিরপেক্ষতার আস্ফালও কাদম্বের ন্যায় মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামোদর পণ্ডিতকে—

'নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় ।ক্ষণে।' ( চৈঃ চঃ অ ৩।২৩ )

—এই ব্যাজস্তুতি করিয়া শচীমাতার নিকট পণ্ডিতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন বিধবা-ব্রাহ্মণীর বালবিধবাকে আদর করিতেন দেখিয়া রামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শচীমাতা প্রাকৃত যোষিৎ নহেন বা মহাপ্রভুর দর্শনও প্রাকৃত যোষিদ্ দর্শন নহে,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু রামোদর পণ্ডিতকে শচীমাতার নিকট রাখিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ-সমালোচনা ভাল এবং নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্ম যাজন করাও ভাল। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বা গুরুদেবকে নিরপেক্ষ সমালোচনার তৌলদণ্ডে ওজন (!) করিতে গেলে কি দুর্গতি হয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী নিরপেক্ষ-সমালোচক হইয়া সন্ন্যাসীর মিষ্টদ্রব্য-ভোজন পতনের কারণ—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর নির্গমন দেখিতে পাইয়া মহাপ্রভুকে জিহ্বা-লম্পট (!) পতিত (!) সন্ন্যাসী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। শ্রীলমাধবেন্দ্রপুরী নিরপেক্ষতাধর্ম্ম আশ্রয় না করিয়া কেন সবিশেষ সাপেক্ষতাধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক "হা মথুরানাথ" বলিয়া ক্রন্দন করেন,—ইত্যাদি সমালোচনা করিয়া গুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াছিলেন। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া কামদেবত্বকে নিরপেক্ষ তৌলদণ্ডে আরোহণ করাইবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া অনেক অসুর ও মায়াবাদীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব নিরপেক্ষধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডী একমাত্র আত্ম-অনর্থের অপনোদনে সীমাবদ্ধ থাকিলেই মঙ্গলজনক হইতে পারে। গুরুদেব, মহাভাগবত-বৈষ্ণব বা ভগবানের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। এজন্য জীবের পক্ষে সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরু ও একান্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষপাতী হইয়া হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ। সাপেক্ষতাকে নাস্তিক সম্প্রদায় গোঁড়ামি বলিয়া ঘৃণা করেন, করুন; তথাপি যেন আমরা কৃষ্ণবিদ্বেষগর্ভ নাস্তিকতাকে বরণ না করি।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যান্নায়প্রমাধস্তনাম্নায়বর শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্তগোড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বৈভবার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য-পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব-পরবিদ্যাভূষণ-গোস্বামি-প্রভুর হরিদ্বার-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়ো-পলক্ষে মঠস্থ সেবকবৃন্দের**

# অভিনন্দন-আরতি

**পরমারাধ্য আচার্য্যদেব।** শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিচরণক্ষেত্র "গঙ্গা-জন্মভূমি" শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বার-মহাতীর্থস্থ শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষ-রূপে সপার্ষদ আপনার শুভবিজয়কে এই মঠস্থ সেবকাভাগণ এই অযোগ্য অভিনন্দনের দ্বারা আরতি করিতেছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার আনুগত্যে আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সেবায় অধিকার প্রদান করুন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-ধারা-সংরক্ষক আচার্য্যভাস্কর। এই স্থান মায়াপুর বা মায়াক্ষেত্র-নামে পুরাণ-প্রসিদ্ধ। হরিদ্বার সন্নিকট শ্রীশ্রীবদরিহরি-নারায়ণের আশ্রমের দ্বার-স্বরূপ। বদরিকাশ্রম 'ভূবৈকুণ্ঠ'নামে প্রসিদ্ধ। এখানে অলকানন্দা প্রবাহিতা। অলকানন্দার সহিত ঋষিগঙ্গা মিলিতা হইয়া 'ঋষিপ্রয়াগ' নাম ধারণ করিয়াছে। এই বদরিকাশ্রমেই শ্রীশ্রীনর-নারায়ণ-ব্যাস-সংবাদ ও শ্রীশ্রীব্যাস-মধ্বাচার্য্য-সংবাদের আম্নায়-সরস্বতী-ধারার নিত্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামিপ্রভু জানাইয়াছেন—

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে। আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিধায় মনঃ স্বয়ম্।
সম্যঞ্চপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ। ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।

( ভাঃ ১।৭।২-৪ )

অর্থাৎ ব্রহ্মনদী-সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিগণের যজ্ঞোৎসব-বর্দ্ধনকারী সম্যঞ্চপ্রাস নামক এক আশ্রম আছে। বদরী-বৃক্ষপরিশোভিত সেই নিজ আশ্রমে ব্যাসদেব আসীন হইয়া আচমনান্তে নারদের উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হন। ভক্তি-যোগ-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে পূর্ণপুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গচ্ছিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করেন। এই স্থানে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবাসুদেব শ্রীব্যাসদেবকে গীতা-ভাষ্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন ও ব্যাসের নিকট হইতে স্রৌতপথের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীবাসুদেব স্রৌত-পথে তাঁহার পুত্রভাষ্য-রচনা শেষ করেন। এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে শুভাগমন করিবার জন্য একবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধুনা আপনি আমাদের পূর্ব্বগুরু প্রাণনাথ বাসুদেব-সরস্বতীর সিদ্ধান্তধারার সংরক্ষক আচার্য্যরূপে সেই ব্যাসপীঠের দ্বারে জীবমূলকে সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার এক শুভবিধান করিয়াছেন। আমরা যেন সেই সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ—

'শ্রীরাধাগোপাল আত্তে, বাসুদেবানন্ত-দাত্তে'
থাকিয়াতো সদা লহ নাম।'

—সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতে পারি। ইহার কোন প্রকার কুব্যাখ্যা করিয়া যেন তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত না হই।

হে ভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতীর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক। গৌড়ীয়ের ১৫শ বর্ষের ২৬শ সংখ্যায় 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-সেবা'শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে সকল মনোঽভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়াছি, আপনি আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল মনোঽভীষ্ট সম্যগ্রূপে পরিপূরণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের যে সকল বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তির ব্যর্থ পর্ব্বতসমূহ আমার-বিরোধী সম্প্রদায় উপস্থিত করিতেছে, তাহাতে আপনার আচার্য্যলীলার অধিকতর পুষ্টিসাধনই হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে রেঙ্গুন-গৌড়ীয়-মঠালয় ও হরিদ্বার-সারস্বত-মঠ পীঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা মঠরূপে প্রকাশিত করিবার একান্ত অভিলাষ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে এই দুইটি সেবাকার্য্যের বিশেষ ভার প্রদান করিয়া-ছিলেন। আপনার আনুগত্যে আদর্শ শিষ্য শুদ্ধসেবক শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অর্পিত সেবাভার সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি শ্রীরেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠালয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা মঠরূপে প্রকাশিত এবং অধুনা শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বারে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-মঠের উদ্বোধন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীপাদ গিরি মহারাজকে আপনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি প্রকাশিত শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-মঠের সেবা অবিলম্বে সম্পাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত ও প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন।

হে কৃপানুগবর আচার্য্যবর্য্য। আপনি সকলকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পদাঙ্কিত পথে সর্ব্বতোভাবে বিচরণ করিয়া ব্রজের যাত্রী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রীরূপশিক্ষাপুরী প্রয়াগক্ষেত্রে যে

পূর্ণ কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের সাধুত্ব-প্রদর্শনীর দর্শনকারী অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণকে শ্রীল প্রভুপাদ নিরভিলাষাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর আদর্শ-সাধুত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা শ্রীরূপের অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি-দ্বারা অনাবৃতা অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী উত্তমা ভক্তির সন্দেশ বিতরণ এবং তাঁহাদের দ্বারা শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের প্রাণধন শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কল্পে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভমেলা-কালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তাপসী প্রভৃতি অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের চিত্তাস্রোত কিছুকাল স্তব্ধ করিয়া তাহাদের কর্ণপুটে কৃপানুগ-আম্নায়-স্রোতের পরমমঙ্গলময়ী-বাণী-ধারা ঢালিয়া দিবা। জন্য যে আচার্য্যভাস্করূপে উদিত হইয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপানুগ শ্রীসরস্বতীয় সঙ্কীর্ত্তনসেবার অধ্যক্ষতায় আপনার যে স্বরূপরূপানুগবরত্বের স্বরূপ ও রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আচ্ছাদন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

হে গুরুগৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-পরিপালক প্রচারকবর! শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীমায়াপুরের বৈষ্ণব-প্রকাশ-রূপে শ্রীমায়াপুরতীর্থ এইস্থানে বিরাজমান। নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর গৌরজন্মভূমি বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠস্থান। গৌর-সেবিকা গঙ্গার জন্মভূমি, ব্রহ্ম-ব্যাস-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আম্নায়-সরস্বতী-প্রবাহের দ্বার, উদ্ধব-নারদ-ব্যাস-সেবিত বদরি-বিশাল-লালজী'র মহাতীর্থের দ্বার, তথা শ্রীনবদ্বীপের অলকানন্দার তীরস্থ হরিহরক্ষেত্রের অভিন্নস্বরূপ গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাতীর্থের দ্বারস্বরূপ বলিয়া শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বারে শ্রীল প্রভুপাদের নিজনামে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত। সরস্বতীর মনোঽভীষ্টপরিপূরক আপনি শ্রীমায়াপুরে সরস্বতীর নিত্যনিবাস ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাই শ্রীহরিসেবালাভের দ্বারস্বরূপ—ইহা জানাইয়া অষ্ট-যোনিজা-পুরীর অন্যতম মায়াপুর-হরিদ্বারকে মোক্ষদুষ্প্রাপ্য-মহাবদান্যশিরোমণি কৃপানুগ-শুদ্ধভক্তি-দানকারী মহাতীর্থরূপে প্রকাশিত করিলেন। একমাত্র অধোক্ষজ-পূর্ণ-পুরুষ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত হৃষীকেশের সেবার দ্বারাই সাধন ও সিদ্ধির পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষীর পূর্ণকুম্ভ সন্নিকট, কিন্তু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নামে যে পূর্ণাহুতাবাধন ও সর্ব্বাত্মস্নপন হয়, অন্যাভিলাষীসম্প্রদায়ের কোটি কোটি পূর্ণকুম্ভস্নান তাহার নিকট অতিতুচ্ছ। আপনি শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চাবতার ও শব্দাবতার প্রকট করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে পূর্ণাহুতাবাধন ও সর্ব্বাত্মস্নপনের সুকৃতিসঞ্চয়ের অবসর প্রদান করিলেন। অতএব আমরা এই সারস্বত-গৌড়ীয়-তীর্থে সেই সারস্বতোপদেশ পুনরায় আবৃত্তি করিতেছি—

"শ্রীরাধাগোপাল আদ্যে, বাসুদেবানন্দ-বাদ্যে, থাকিয়াতো সদা লহ নাম।"

আপনার কৃপাবিমুগ্ধিকারী
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

---

# শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

( ৩০ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
**শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্**

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমশ্রীনেত্রানন্দায় ধীমতে।
সেবাধর্ম্মপ্রকাশায়াশ্রীকৃষ্ণাদ্যাভিধায়িনে।
ভক্তিশ্রীতিপ্রমোদায় নিঃস্পৃহায় সহিষ্ণবে।
প্রচারাচারযুক্তায় বিনীতায় দৃঢ়ায় চ॥
'ভক্তিসুন্দর' ইত্যেব উপাধিধারিতে বুধৈঃ।
ধামপ্রচারিণীত্যাখ্যসভা-সভ্যৈর্গণৈরপি।
প্রহেয়ুর্বয়শ্চন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥
যাঃ—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেবাশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গঃ
সভাপতিঃ

( ৩১ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিদ্যা ইত্যুপনামে বৈ সজ্জনায় মনস্বিনে।
নির্ব্যাজকৃপালবে পরমহংসায় কামিনে।
কায়েন মনসা বাচা গুরোঃ প্রীতিবিধায়িনে।
শ্রীমদ্ভক্তিপূর্ণায় নীলমণিনামিনে।
সুবিদ্বায়াতিসৌম্যায় বাসাধিকারিণে সতে।
সমসঙ্গবিহায় সদ্গুণালয়তায় চ।
ধামপ্রচারিণীনাম্না সভ্যবর্ষৈ প্রদীয়তে।
'সেবাসুরভি'রিত্যাত উপাধিপ্রবরঃ শুভঃ।
গ্রহেষুবসুশুভ্রাংশু শকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গঃ
সভাপতিঃ

( ৩২ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কলিকাতানিবাসায় ত্রিগুণনাথশর্ম্মণে।
শ্রীমতে বিপ্রবর্য্যায় ষষ্ঠবার্থসুরক্ষিণে।
সভ্যানুরাগযুক্তায় দুর্জ্জনভীতিদায়িনে।
গুরুবৈষ্ণবসেবার্থে মহোৎসবসুভাগিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যত্বৈষ বিতীর্য্যতে।
'ভক্তিভূষণ' ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাগ্রহম্।
গ্রহেষুবসুশুভ্রাংশু-শকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গঃ
সভাপতিঃ

( ৩৩ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

খালেষরনিবাসী যঃ শ্রীমন্মনমোহনঃ।
বাসাধিকারিনাথঃ চ সুধীর্দ্দীনপ্রিয়ো জনঃ।
দেহগেহধনপ্রাণৈস্তৎসেবাবিধায়কঃ।
গুরুদ্রোহিপ্রচণ্ডশ্চ পুণ্যগুণসমাশ্রিতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যত্বেষ প্রদীয়তে।
'সেবাধারিণি'রিত্যেতদুপনামাত্ত সাধুভিঃ।
গ্রহেষুবসুচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গঃ
সভাপতিঃ

( ৩৪ )

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

## শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমান্ সুন্দরগোপাল-ব্রহ্মচারী সতাং প্রিয়ঃ।
সুচরিতঃ সুবক্তা শ্রীচৈতন্যমঠসেবকঃ।
যাবদ্ধারপ্রবীণশ্চ গুরোরাদেশপালকঃ।
সেবানিষ্ঠঃ সুধীর্দক্ষো বহুসদ্গুণভূষিতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যত্বৈষ প্রদীয়তে।
'ভক্তিকৈরব' ইত্যেতদুপাধিমতনং মুদা।
গ্রহেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গঃ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৪৫ ; ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৮ | ৩৭শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ [illegible] বৃহদ্‌বিষয়-সেবা, কিছুই জীবের বাহ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, [illegible]মুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগতাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর [illegible] হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ে [illegible] মহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবা [illegible]

অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও [illegible] বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয়।

জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাকৃত মঙ্গল ও অপ্রাকৃত অনুভব, উভয় বস্তু-লাভেই [illegible] অসুবিধা ঘটে।

—( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ, ১৪১-১৪২, ১৪৪ 'অনুভাষ' )

# এখনই বা কিরূপে বিশ্বাস করি ?

যাঁহাদিগকে আপনারাই কিছুদিন পূর্ব্বে 'উচ্চ অধিকারী, গুরুশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য-সেবক, শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের প্রধান স্তম্ভ, প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ, বিশ্ব-বিজয়ী বাগ্মী, আদর্শ-গুরুসেবক' প্রভৃতি বলিয়াছেন, যাঁহার বা যাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছেন,—'ইঁহার বা ইঁহাদের সেবা না করিলে কিছুতেই তোমাদের প্রভুপাদের সেবা হইবে না', তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকেই আবার বর্ত্তমানে যখন 'গুরুদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, পাষণ্ড, বঞ্চিত, অতৃপ্ত-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, শো-বটল্' প্রভৃতিরূপে অভিহিত করিতেছেন, তখন আপনাদিগের কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করি ? এখন যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে আপনারা নিষ্কপট ও শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে যে আবার অন্যরূপ না বলিবেন, তাহারই বা বিশ্বাস কি ?

ভক্তিসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ, অনর্থযুক্ত, কোমলশ্রদ্ধ বা বালিশ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। আবার অপরাধী বিদ্বেষিগণও ঐরূপ যুক্তির মায়াজাল বিস্তার করিয়া কোমলশ্রদ্ধগণকে বাস্তব-সত্যের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হইতে বিরত করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্রোহী নাস্তিক করিয়া রাখিতে পারে।

"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীরাধাদাস্য" শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। আচার্য্য, গুরুদেব বা বৈষ্ণব যখন কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা ব্যক্তিগণকে স্বরূপ-সাধনোদ্দেশে বঞ্চনা করেন, তখন যিনি আচার্য্যের বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের অন্তর জানেন, তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ঐ বঞ্চনা-লীলার বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধাচরণ করেন না, বরং বঞ্চনা-লীলার পুষ্টিসাধনই করিয়া থাকেন। আর, কোমলশ্রদ্ধ ও বালিশগণের নিকটও গুরু-বৈষ্ণবের সেই বঞ্চনার গূঢ়-রহস্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অধিকারোচিত কোমল-শ্রদ্ধাকে পরাস্থৃষ্টিনী করেন না। আচার্য্যের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট বিশ্বস্ত গুরুস্থানীয় আচার্য্যের বঞ্চনা-লীলার পুষ্টি সাধন করিয়া আচার্য্যের সুখোৎপত্তি করিয়া থাকেন। তবে একান্ত বিশ্লেষণপ্রার্থী মধ্যম-অধিকারীকে সময় সময় ইঙ্গিতে ঐ বঞ্চনা-লীলার কথা জানাইয়া দেন।

অভিমন্যু, জটিলা ও কুটিলাকে কৃষ্ণ বঞ্চনা করিতেছেন —ইহা সুবলতা ইহা পূর্ণভাবে জানিয়াও কৃষ্ণের বঞ্চনা-লীলার পুষ্টি করিবার জন্য পতিম্মন্য অভিমন্যুকে বৃষভানুনন্দিনীর ধর্ম্মপতি, শ্রেষ্ঠ নিজজন এবং জটিলা ও কুটিলাকে রাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারিণী বলিয়া প্রশংসা করেন। অভিমন্যু বা জটিলাকে সুবলতা প্রভৃতি সখীগণ ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেন না যে, কৃষ্ণ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন। শ্রীবৃষভানুরাজার সখীগণের প্রধান সেবাই পতিম্মন্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করা। শ্রীললিতা বৈষ্ণবকে, বিশাখা বাহ্লিককে, চম্পকলতা চণ্ডাক্ষকে, সুচিত্রা পীঠরকে, তুঙ্গ-বিদ্যা বালিশকে, ইন্দুলেখা দুর্ব্বলকে, সুদেবী বৈশ্যের কনিষ্ঠ বক্রেক্ষণ প্রভৃতিকে এমনভাবে বঞ্চনা করিয়া বৃষভানুনন্দিনীর সখীত্ব ও রাধানাথের সেবা করেন যে, ঐসকল ব্যক্তিকে তাহা কোন রূপেই জানিতে দেন না। বৈষ্ণবাদি মনে করেন যে, ললিতাদি সখীগণ তাঁহাদিগকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন শিষ্যকে এখানি পত্রে শ্রীরাধাবিরহ শ্রীভক্তিবিনোদের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে আদেশ করিয়াছেন,—কোন ব্যক্তি-বিশেষকে প্রভুপাদ যেন বাহিরে খুব আদর দেখান। সেই ব্যক্তি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অর্থ ভোগ করিতে চাহিলেও তাঁহাকে যেন আরও অধিকতর ভোগ যোগাইয়া দিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করেন। এমন কি, লোকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবার জন্য যে প্রণামী প্রদান করিবেন, সেই প্রণামীর অর্থের দ্বারা সেই ব্যক্তিবিশেষের জন্য উৎকৃষ্ট বাহন সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে লইয়া আসেন এবং নানাবিধ সুখরোচক সুস্বাদু ভোজন করাইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করেন। সেই ব্যক্তি যেন ইহা সর্ব্বদা বুঝিতে পারেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ সেই ব্যক্তিবিশেষকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ ও গৌরবের পাত্র বলিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছেন। অথচ সেই ব্যক্তি যেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে না পারেন যে, শ্রীল ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুর বা শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তিবিশেষকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে ঐরূপ বঞ্চনা-লীলা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ তদানীন্তন ১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বসিয়া সেইদিন (১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র) ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ যাহাকে বা যাহাদিগকে অত্যন্ত বঞ্চনা করিয়াছেন, যাহাদের অত্যন্ত গোঁড়ামকপাল, তাহারাই ঠাকুরের বঞ্চনা-লীলার রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। সেই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে "বঞ্চনা-লীলাময়" বলায় বৃন্দাবনের অধুনা পরলোকগত কোন ভারতবিখ্যাত গোস্বামী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ" নামক কাগজে লিখিয়াছিলেন যে,—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় একজন লোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবাচার্য্যকে আধুনিক-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় "বঞ্চক" অভিধানে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে হেয় করিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"এখানে 'বঞ্চক' বলিয়া গুরু বা আচার্য্যকে ধূর্ত্ত, প্রতারক, মিথ্যাবাদী বা পাপী শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণু বৃন্দদেবকে ও আশ্রয়বিগ্রহ ভগবৎপ্রিয়তম জগদ্গুরু শঙ্করের অবতার আচার্য্য শঙ্করকে অসুরমোহনাবতার বা বৌদ্ধ ও মায়াবাদিগণের বঞ্চনাকারী বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কিছু বিষ্ণুনিন্দা বা জগদ্গুরু শিবের নিন্দা বা ভগবান্ ও গুরুকে হেয় করেন নাই। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—ইহাই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা। কৃষ্ণ—যাহাকরতরু।"

শ্রীল প্রভুপাদ যকার্য্য-সাধনোদ্দেশে যে ব্যক্তিবিশেষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, অর্থ, দ্রব্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, উত্তম বসন-ভূষণ, আরাম, আবাস প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের সেই সকল প্রাপ্যবস্তু দেখিয়া মৎসর হওয়া শ্রীল প্রভুপাদের কোন প্রকৃত শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে। উহাতে বিন্দুমাত্রও মৎসরতা প্রকাশ করা অর্থে—সেই সকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তিই বুঝায়। যাঁহারা সেইসকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার প্রতি অভিলাষী হইয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মৎসর হইয়াছেন, তাঁহারা একদিকে যেমন 'অন্যাভিলাষী' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অপরদিকে শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা-লীলার পুষ্টিবিধানের পরিবর্ত্তে উহার বিরোধ করিয়া আত্মবঞ্চিত ও শ্রীগুরুদেবের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে বা শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবসুধের চরিত্রে শ্রীল প্রভুপাদ যাহাকে বা যাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও মৎসরতা প্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কেননা তাঁহারা সেই সকল ত্যাগযোগ্য তুচ্ছের প্রার্থী ছিলেন না, এজন্য উহাদের প্রতিযোগীও হন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ যাহাদিগকে ঐরূপ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি মৎসরতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন, "আত্মমঙ্গলকামী কখনও শ্রীল প্রভুপাদের সেবার বিনিময়ে বিষ্ঠাযুক্ত বাক্য করিবেন না। শ্রীল প্রভুপাদের অকপট শাসন, নিয়মন ও আত্মমঙ্গলের বাণী বরণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী মনোঽভীষ্ট-পরিপূর্ত্তি-কামনা ব্যতীত হৃদয়ের কোথাও বিন্দুমাত্রও অন্যকিছু অভিলাষ করিবেন না। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, শ্রীগুরুদেবের পরমেশ্বর কামনা ব্যতীত শ্রীগুরুদেবের সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য যাঁহারা কোনও রূপে কামনা করেন, সেই সকল অভিমন্যুব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে অন্তরে বহু যোজন দূরে থাকিবেন।" আবার শ্রীল প্রভুপাদ যাহাদিগকে ঐসকল প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিতেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেই লীলা-বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ঐ লীলার পরিপোষকতার পরিবর্ত্তে উহার কোনও প্রকার বিঘ্ন অন্বেষণ নাই; অর্থাৎ তাহাদিগের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি মৎসর হন নাই।

রঙ্গমঞ্চের দক্ষতম ক্রীড়াকৌশলী সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে কত প্রকার অন্বেষণ ভোজন করাইয়া কত আদর-যত্ন করিয়া বশীভূত করে, কিন্তু নিজের পুত্র-পরিজনকে ততটা পরিচর্য্যা করে না। সিংহ-ব্যাঘ্রাদিকে ঐরূপে বশীভূত করিয়া নিজের পুত্র-পরিজনগণের সহিত ক্রীড়া করাইয়া স্ব-স্বার্থ সাধন করিয়া থাকেন। স্বার্থ

বুদ্ধিমান্ পুত্র সিংহ-ব্যাঘ্রের প্রতি পিতার অতটা যত্ন, আদর, প্রশস্তি প্রভৃতি দেখিয়া ঐসকল আকাঙ্ক্ষা করেন না, বা ঐরূপ অযোগ্য-ভোজনেও তাঁহার স্পৃহা হয় না; আপনাকে বঞ্চিত সিংহ-ব্যাঘ্রের প্রতিযোগী মনে করেন না। অবঞ্চিত পুত্র জানেন, তাঁহার পিতা সিংহ-ব্যাঘ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও তাঁহার কার্য্যের শ্রেষ্ঠ সহায়ক বলিয়া প্রচার করিলেও এবং উহাদিগকে অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলেও আত্মজেরই নিত্যমঙ্গলকামী।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট ও অপ্রকটলীলায় যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্যের সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই ও সেই লীলার নিত্যত্বকে বরণ করাই শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টের অনুসরণ। রঙ্গমণ্ডলের বহুতর ক্রীড়াকৌশলিরূপে তিনি পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির জীবগণের দ্বারা প্রকটলীলাকালে একপ্রকার যথার্থ-সাধন করাইয়াছিলেন। আবার অপ্রকটলীলার সাধারণ জীব-হৃদয়ের সমস্যা ভঞ্জন করিয়া "পশ্চাত্তে পাৎনা উড়াঞা সংস্কার" করিবার যে লীলা-বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই লীলার বিরুদ্ধাচরণ করা অর্থাৎ শ্রীনামহট্টের বাহ্যদৃষ্ট পরিচয়প্রধানকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রণত-মার্জ্জন দেবার উপকরণরূপ শতমুখীঃ শলাকার মহাজনানুগমন ও ছদ্মানুকরণ বর্জ্জন-কার্য্যের বিরোধিতা করা কোনও মতেই আত্মমঙ্গলের হেতু নহে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলার অব্যবহিত পরেই অত্যাশ্চর্য্যরূপে এই "পাৎনা উড়াইবা"র লীলাটি প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের দ্বারা আসল ও মেকীর এরূপ বাছাই হইবে—ইহা কেহ পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। অথচ প্রায় একযুগ অর্থাৎ বার বৎসর পূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয়ের বহুক বৈষ্ণব', 'ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি', 'সেবার বাতিয়ান', 'বাণী ও বপু', 'বড় আমি ও ভাল আমি', 'আলেখ্য', 'অন্তরঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ইঙ্গিতে যে-সকল 'বাণী' ব্যক্তিগণের গুরুসেবা-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তির কথা একান্ত আত্মমঙ্গলকামিগণের জন্য আলোচিত হইতেছিল অথচ শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা-লীলার পুষ্টি সাধন করিবার জন্য বাহিরে তাহাদের প্রশস্তি-গানও করা হইতেছিল, সেই সকল অন্তর্দ্বিলাষী 'বাণী' পরস্পর অন্তরে নিত্য 'অহিনকুল'-সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের পাৎনা উড়াইবার লীলার সাক্ষাৎরূপে একজোটে শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-সেবা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে গুপ্তভাবে অন্তর্দ্বিলাষের যে বিষাক্ত নালী-ঘা পরিপুষ্ট হইতেছিল, তাহা আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য-সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই কএকটি পদ বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত পঞ্চ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮-১০ )

'প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে'—শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই বাণী পরমকারুণিক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁহার সরল অকপট একমাত্র আত্মমঙ্গলকামী সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য স্বয়ংই অতিকৌশলে পালন করিবার সুযোগ প্রদান না করিলে সেই দুঃসঙ্গের কবল হইতে রক্ষা পাইবার কি কোন উপায় ছিল? "অসার"গণ শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তি-সিদ্ধান্তসারগ্রহণকারিগণের সঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া শ্রীল প্রভুপাদ যাহাদিগের দুঃসঙ্গকে চিরদিন বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান ও স্বয়ং বর্জ্জনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাদের সঙ্গেই মিলিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-বিরোধী, নাম-বিরোধী, গৌরকাম-বিরোধী যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়াকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল দোষিৎ-সঙ্গী, প্রাকৃতসহজিয়া "অসারগণে"র বৈষ্ণবনির্য্যাতনের সহায়ক ও বন্ধু হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে (পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা) যাহাকে 'অরিষ্টবৃষ', 'অভিমন্যু' প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে-সকল ব্যক্তি প্রভুপাদের দ্বারা ত্যক্ত হইয়াছে, আজ সেই সকল ব্যক্তি অসারগণের গুরুবৈষ্ণবের মনোঽভীষ্টের ধ্বংস সাধন করিবার উপযোগী হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় যে 'বলজানুষ', 'মেয়েজানুষ' প্রভৃতির পরামর্শ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে গ্রহণ করিবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন,

'সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করাই বর্ত্তমানের একমাত্র সাধন ও সাধ্য হইয়াছে! 'অর্থ ও স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না' (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য়-খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা)—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশ লঙ্ঘন করাই "আমার"গণের মূলমন্ত্র হইয়াছে। 'শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে মায়াপুরের উন্নতি হইবে',—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি এই আদেশকে ধ্বংস করিবার জন্য শ্রীমায়াপুরের বিদ্যায়তনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চেষ্টা হইয়াছে! "বৃত্তদৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণবসেবা বলিয়া জানিবে।" (পত্রাবলী—২য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)—শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাণীকে উন্মূলন করিবার জন্য 'শূদ্রপরিচয়ে স্মার্ত্তপ্রাদ্ধ সম্পাদন, অধিক কি, শ্রীগুরুদেবকে পর্য্যন্ত 'শূদ্র' বলিবার চরমপাষণ্ডতা হইয়াছে!

"শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রচারের অভাব হইতেই যেরেলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া ও অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 'ভক্তি' বলিয়া সমর্থিত হইতেছে। তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচারের দ্বারা সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা দলন করিও।" (পত্রাবলী—২য় খণ্ড, ৫১ পৃঃ)—শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই আদেশকে দলন করিবার জন্য ভক্তিসিদ্ধান্তকে "intellectualism" বলিয়া তাহার কণ্ঠরোধ ও সদাচারকে সর্ব্বতোভাবে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

'শূদ্রাযত্ন স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও সাময়িকীর প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।' (পত্রাবলী ২য় খঃ ৫১ পৃঃ)—শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ভক্তিবিনোদের এই আদেশ-পালনব্রতে বাধা দিবার জন্য কতপ্রকার আসুরী চেষ্টা হইতেছে। প্রাকৃত-সহজিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়, মায়াবাদী, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-বিদ্বেষী পাষণ্ডগণ পূর্ব্বে "গৌড়ীয়ের" নামে সন্ত্রাসিত হইত, উহারা নিজেরা গৌড়ীয় পাঠ করিতে সাহসী হইত না ও অপরকেও তাহা হইতে প্রাণপণে বিরত করিত, বলিত গৌড়ীয়ে কেবল নিন্দা, গৌড়ীয় বিষনিঃশ্বাস, পরছিদ্রান্বেষী, বৈষ্ণব-(সহজিয়া)-বিদ্বেষী; আধুনিক আচার্য্যবিদ্বেষিগণও সেইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল বাধা-বিঘ্নের পর্ব্বত আচার্য্যলীলার অধিকতর পুষ্টিসাধন ও একান্ত সেবাকাঙ্ক্ষিগণের সেবোৎসাহ কোটিগুণে বর্দ্ধন করিতেছে।

অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের গুপ্ত অন্যাভিলাষ ও প্রচ্ছন্ন গুরুত্যাগ কামনা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত বাস্তবসত্য গুরু, আচার্য্য বা বৈষ্ণব জগতে কেহই নাই বা সকলেই পরবর্ত্তিকালে ঐরূপ মূর্ত্তিতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন, এরূপ যুক্তি বা সন্দেহ হয়ত অন্যান্য অন্যাভিলাষিতা থাকিলেই উপস্থিত হয়। ভগবান্ বুদ্ধদেব বিদ্বেষীগণকে বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণবগণও সেইরূপ বঞ্চিত শ্রেণীর; আচার্য্য শঙ্কর অসুর-মোহনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধ শিবভক্তমাত্রেই বঞ্চিত বা অসুর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন; শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীরামচন্দ্র পুরীকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরপুরীকেও সেই দলে টানিয়া আনিতে হইবে—এরূপ বিচার আত্মঘাতীয়। ছোট হরিদাস কিংবা কৃষ্ণদাস বিপ্র বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্ব প্রশস্তি-পত্র আছে বলিয়া কিংবা বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসের সম্বন্ধে অথবা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যাজ্য শঙ্কর, মাধব প্রভৃতির সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বস্নেহ, কৃপা ও আশীর্ব্বাদের নিদর্শন ছিল বলিয়া অথবা যে-সকল অদ্বৈত-পুত্রাভিমানী পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের সিদ্ধান্তের ও আচারের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তিকালের আদর্শকে বৈষ্ণবতার আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এরূপ বিচার বাস্তবসত্যানুরাগীর বিচার নহে। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে, কৃষ্ণদাস বিপ্রকে, কমলাকান্ত বিশ্বাসকে, ছোট হরিদাসকে, রূপ কবিরাজকে বহু প্রশংসা করিয়া পরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদের আদর্শের নিন্দা করিলেন কেন? ইহা দ্বারা কি তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অস্থিরতা প্রমাণিত হইবে? যে মহাভাগবত সর্ব্বান্তর্যামী গুরুদেব কোনও ব্যক্তিকে সৎপাত্র-জ্ঞানে শিষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহাকে প্রচুর হরিসেবা করিবার সুযোগ যেন, কিছুদিন পরে তাঁহারই আবার অস্বতন্ত্রতা ও বৈষ্ণবাপ-

ন্যায়াদি দেখিলে যে, ঐরূপ শিক্ষকগণকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, ইহা দ্বারা কি মহাজনগণের সিদ্ধান্তের অস্থিরতা বা অন্তর্যামিত্বের অভাব প্রমাণিত হইবে? ঐ সকল আদর্শের যুক্তি দেখাইয়া যদি কেহ বলেন যে, "শঙ্কর ও মাধবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সংপাত্র বিচার করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীরামচন্দ্র পুরীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস বিপ্রকে নিজ-সেবকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীরূপ কবিরাজকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন দু'দিন পরে মায়াবাদী, অপরাধী, পাষণ্ড, গুরুদ্রোহী, যোষিৎ-সঙ্গীর আদর্শপ্রদর্শনকারী ও অসদাচারী হইয়া পড়িলেন, তখন আমরা যাঁহাদিগকে তাঁহারা একদিন বৈষ্ণব বলিয়াছেন বা বলিতেছেন, তাঁহারাই যে দুদিন পরে অন্যরূপ না হইয়াছেন বা না হইবেন, তাহার প্রমাণ কি?" এইরূপ যুক্তিদ্বারা নাস্তিকতা সিদ্ধ হয়, সত্যানুসন্ধান হয় না। সত্যানুসন্ধানের পথ সহজ সরল ও সর্ব্বদা অকপট আত্মসমর্পণপর। অন্যাভিলাষ ও দুঃসঙ্গের কবলে থাকিয়া সৎসঙ্গের স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া ও মায়াবাদি-গণকে কিছুতেই শুদ্ধহরিভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝান যায় না, কেন না তাহারা বৈষ-কর্তৃকই আত্মমদল হইতে বঞ্চিত। ভগবান্ ও ভক্তের বঞ্চনার প্রতিকূল স্রোতে একবার পতিত হইলে জীব কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতি ব্যতীত তাঁহাদের বঞ্চনা-লীলার রহস্য ভেদ করা যায় না।

---

# সিদ্ধান্ত-বিরোধ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কোনও দিনই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ সহ্য করিতে পারেন নাই বা পারেন না।

'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্ত-বিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩৭, ১০২)

যাহা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়া সিদ্ধপক্ষ স্থাপিত হয়, তাহাই "সিদ্ধান্ত"। ভক্তিসিদ্ধান্তই গৌরসুন্দর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রাণ। এইজন্য শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সিদ্ধান্ত হইতেই চিত্ত কৃষ্ণে সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। যাহার সিদ্ধান্তজ্ঞান নাই, তাহার কৃষ্ণে নিষ্ঠাও নাই। তাহার ভাবুকতা বা ভক্তির অভিনয় শিথিলতারই প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তি। যাহারও সিদ্ধান্তজ্ঞান নাই অথচ "ভক্তি" আছে, যাহারা বলিয়া থাকে, তাহারা যাবতীয় প্রাকৃত-সহজিয়া বা কৃষ্ণভোগী। সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়াও মহাপ্রভুর সেবা হয়, গুরু ও কৃষ্ণের সেবা হয়, যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভক্তিরাজ্যের চতুঃসীমানা হইতে বহুদূরে পতিত। 'আবোল-তাবোল' সিদ্ধান্ত বা মনোধর্ম্ম লইয়া যাহারা ভক্তের কাচ কাঁচিয়া থাকে, তাহারা ভক্তি হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত।

কোন কোন অভক্তের ধারণা, জাগতিক পাণ্ডিত্য বা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা লাভ হয়; প্রাকৃত পাণ্ডিত্যহীন বা নিরক্ষর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সিদ্ধান্ত ব্যাপারটি intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ; কেহ মনে করেন—সিদ্ধান্ত ন্যায়ের কাঁকি, উকিলের ওকালতী বা তার্কিকের তর্কের ন্যায় ব্যাপার-বিশেষ। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—একমাত্র শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপা হইলেই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ হয়—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্যাত্যাকরব্রাতান্ সিদ্ধান্তমণয়ঃ কৃতাঃ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১)

যাঁহার পাণ্ডিত্য-শক্তি-বলে অজ্ঞব্যক্তিও আকরস্থান-সমূহ হইতে সিদ্ধান্তসমূহরত্নসমূহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

আগন্তুক অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে পাণ্ডিত্যের হেতু নহে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চবর্ষের বালক হইয়াও সিদ্ধান্তসার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই।
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার॥
( চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৩, ১৭ )

গুরু, আচার্য্য, শাস্ত্র, বৈষ্ণব—ইঁহারাই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতে পারেন। মনোধর্ম্মী প্রাকৃত পণ্ডিত বা জড়ীয় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ নহেন।

"সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।"
( চৈঃ চঃ আঃ ৩।২১ )

"সকলেই বুদ্ধিবৃত্তি বা পাণ্ডিত্য-প্রভাবে সিদ্ধান্তবিৎ হইতে পারেন; অথবা শাস্ত্রের কথা কিছু আওড়াইতে পারিলেই, দুই চারিটি শ্লোক বা সমগ্র পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা থাকিলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়",—এরূপ নহে। "সন্ন্যাসী হইলেই সিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়, ব্রহ্মচারীর হয় না; ব্রহ্মচারীরই সিদ্ধান্তে অধিকার, গৃহস্থের অধিকার লাভ হয় না; গৃহস্থেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, বানপ্রস্থের নহে; বালকেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, বৃদ্ধের নহে; পুরুষেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, স্ত্রীলোকের নহে; স্ত্রীলোকেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, পুরুষের নহে,"—এই সমস্ত বিচারই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মনোধর্ম্ম। সিদ্ধান্তবিৎ জগতে কোটির মধ্যে একটি পাওয়া যায়, যেমন—

'কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

'সিদ্ধান্তবিৎ'-অর্থই—উত্তম অধিকারী ভক্তশ্রেষ্ঠ—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম অধিকারী' সেই তারয় সংসার॥
( চৈঃ চঃ ম ২২।৬৪ )

'সিদ্ধান্তবিৎ' অর্থই জগদ্গুরু—আচার্য্য।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥
( চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭ )

শুদ্ধভক্তিরস-সিদ্ধান্ত একমাত্র শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভুই জানেন। আর যাঁহারা জানেন বা জানিয়াছেন, তাঁহারা তাহা শ্রীস্বরূপগোস্বামীর নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত জানার ফলেই এই স্বরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর "অত্যন্ত মর্ম্মী" অর্থাৎ অতি অন্তরঙ্গভক্ত হইয়াছেন।

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির হেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥
( চৈঃ চঃ আ ৪।১৬০, ১৬১ )

শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু এই রসসিদ্ধান্তজ্ঞতার ফলেই সমগ্র গৌড়ীয়ের মালিক বা মূল পুরুষ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর "অত্যন্ত অন্তরঙ্গ" বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু যোগপট্ট গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন নাই, 'স্বরূপ' এই ব্রহ্মচারী উপাধি রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক বহু সন্ন্যাসী থাকা সত্ত্বেও সন্ন্যাসের লিঙ্গহীন ও ব্রহ্মচারী উপাধি-বিশিষ্ট শ্রীস্বরূপপ্রভু কিরূপে সমগ্র গৌড়ীয় সমাজের আচার্য্য হইলেন? "এক মাত্র শ্রীস্বরূপই একান্তভাবে ভক্তিরসসিদ্ধান্তবিৎ, অন্যান্য সকলে তাঁহার নিকট হইতেই সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়াছেন"; ইহা বলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তগণের, এমন কি, ষড়্-গোস্বামীর অবমাননা হইয়াছে কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ তিনিই জগদ্গুরু, তিনিই গৌড়ীয়ের সম্রাট্। তাই শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু সমগ্র গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের সেবা সাধারণ চক্ষে হয়ত অনেক বেশী করিয়াছেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য হয়ত অনেক বেশীবার পাক করিয়া মহাপ্রভুকে খাওয়াইয়াছেন, মহাপ্রভুকে বহুতীর্থে লইয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণদাস বিপ্র হয়ত অধিকবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ড কমণ্ডলু বহন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শ্রীস্বরূপ

গোস্বামিপ্রভু একমাত্র ভক্তিরসসিদ্ধান্তবিৎ বলিয়া শ্রীচৈতন্য গোস্বামিকে "অত্যন্ত মন্ত্রী" হইয়াছেন এবং তাঁহারই উপর শ্রীমন্মহাপ্রভু "গৌড়ীয়ার আসনের ভার" প্রদান করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত স্বরূপরূপানুগ সিদ্ধান্ত এরূপ জিনিষ, যাহা সিদ্ধান্তবিৎ কৃপা করিয়া কীর্ত্তন করিলেও সিদ্ধান্তবিরোধী ও রসবিরোধী ব্যক্তিগণ কিছুতেই ধরিতে পারে না, তাহাতে তাহাদের উল্লাস হয় না। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারেন,—

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ।
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ॥

( চৈঃ চঃ আ ৪।২৩৩-২৩৫ )

শ্রীরূপ প্রভুর গুরুপাদপদ্ম শ্রীসনাতন প্রভু—ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য। অতএব ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকারের তাৎপর্য্য সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয়ে যুগপৎ অধিকার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপের কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥

( চৈঃ চঃ আ ৪।২০৩ )

ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যই জগদ্গুরু এবং ষড়্গোস্বামীর অগ্রণী। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

ভক্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার নির্ণয়।
তোমা-বিনে করাইবেন, বুঝি আমার॥

( চৈঃ চঃ অ ৪।১৭ )

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

সনাতন গ্রন্থ কৈলা 'ভাগবতামৃতে'।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা 'দশম টিপ্পনী'।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি॥

( চৈঃ চঃ আ ৪।২১৯-২২০ )

অতএব একমাত্র শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের নিজজনগণেরই ভক্তিসিদ্ধান্তে স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ আত্মসাৎ করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে সহজ অধিকার প্রদান করেন, একমাত্র তিনিই রূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিতে পারেন। শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী-প্রচার গায়ের জোরের কথা নহে।

ভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপন ও অভক্তিসিদ্ধান্ত-খণ্ডনই আচার্য্যের কার্য্য। এই সিদ্ধান্তস্থাপনই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ। ক্রিয়াদাক্ষ্য বা অন্য কোন প্রকার আনতিকী বীরত্ব প্রদর্শন আচার্য্যের কার্য্য নহে। ক্রিয়া-দাক্ষ্যাদি কিংবা লোকমোহিনী শক্তি যে কোন অসুরে বা মায়াবদ্ধ কর্ম্মবীরেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আচার্য্যলীলায়,—

সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৯।৩৪ )

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের গ্রন্থরাজকে কৃপাদৃষ্টিপূর্বক শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু ও সমস্ত শুদ্ধভক্ত-সমাজ "কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের খনি" বলিয়াই আদর করিয়াছেন। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বকে শুদ্ধভক্ত-সমাজ বড় মনে করেন না। গোবিন্দদাসের কড়চা, অদ্বৈত-প্রকাশ, লাল চাঁদের বাংলা ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থকে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় বা প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া আদর বা অনাদর করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাসদোষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্বরূপরূপানুগ শুদ্ধভক্ত-সমাজ ঐসকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। আধুনিক যুগেও বহুত অনেক সুললিত সহজ বোধগম্য ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং বহুলোকে উহাদের প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু একমাত্র শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত গ্রন্থ-ব্যতীত শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অন্য কোন গ্রন্থপাঠেই আনন্দ লাভ করিতে পারেন না, কেননা তাহাতে সিদ্ধান্ত-বিরোধরূপ হলাহল সিদ্ধান্তসুধাসিন্ধুকে লোকের নিকট গুপ্ত রাখিয়া জীবের প্রাণ হরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"চৈতন্য-নিতাইর যা'তে জানিয়ে মহিমা।
যা'তে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা।
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছে ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার।

( চৈঃ চঃ আঃ ৮।৩৮, ৩৭ )

অতএব গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত উভয়েই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী। ভক্তিসিদ্ধান্তে স্বাভাবিক পারমহংস্য-অতীত বৈষ্ণবতা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টকে বলিয়াছেন,—

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন, যা'তে বৈষ্ণব-বিশ্বাস।

( চৈঃ চঃ মঃ ৯।৫২ )

শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তকে যে কত আদর করিতেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের অসংখ্য ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। প্রচলিত বিচারানুসারে অসুর রাবণ অপ্রাকৃত মহালক্ষ্মী সীতাদেবীকে (?) হরণ করিয়াছে, এরূপ কথা ধর্ম-ইতিহাসে ও আখ্যায়িকায় শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত। যখন মাদুরায় এক রামভক্ত বিপ্রকে মহাপ্রভু ঐ ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন ও তৎপরেই যখন সেতুবন্ধে মহাপ্রভু কূর্মপুরাণে ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইয়াছিলেন অর্থাৎ "সীতা যখন রাবণকে দেখিয়া অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন, তখন অগ্নিদেব রাবণকে মায়াসীতা প্রদান করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিলেন ও রঘুনাথ যখন রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন মায়াসীতা অগ্নিতে অন্তর্হিত হইলেন ও অগ্নিদেব সত্যসীতাকে রামচন্দ্রের নিকট আনিয়া দিলেন" এরূপ সিদ্ধান্ত পুরাণে শুনিতে পাইলেন—

"এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে যাচি' সেই পত্র নিল।
নূতন পত্র লিখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র যাচি' নিল।"

( চৈঃ চঃ মঃ ৯।২০৮, ২০৯ )

ভক্তগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী চিত্তবৃত্তির ঘাপে ঘাপে ভক্তিসিদ্ধান্ত মিলিয়া যায়। আচার্য শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে পূজা লাভ করিয়াছেন। শঙ্কর কৃষ্ণপ্রিয়তম জগদ্গুরু মহাদেবের অবতার, আচার্য্য, ধর্মরক্ষা, বেদবিরুদ্ধ মতবাদনিরাসক, শ্রেষ্ঠ-বেদান্ত-ভাষ্যকার প্রভৃতিরূপে সর্বসাধারণের ধারণায় ধর্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছে। সেইরূপ শঙ্করের প্রচারিত মতবাদ কিরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বা বৌদ্ধ-মতবাদ হইতেও অধিকতর নাস্তিকতাগর্ভ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ সিদ্ধান্ত করিলেন, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবই বা সেই মতের কেন নিন্দা করিলেন? এই সমস্যা ভঞ্জন করিতে পারিয়াছে—একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারে কৃষ্ণের প্রিয়তম শঙ্করও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্বধর্ম সংগোপন করিয়া অসুর মোহন ও বিমুখ বঞ্চনা করিবার জন্য কলেবরে অবতীর্ণ হন। শঙ্করকে "অসুরমোহনাবতার" বলিয়া ঘোষণা একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্রব্যতীত আর কেহই করিতে সাহস পান না। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত সমগ্র-মানব সমাজের চিন্তাস্রোতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্ত এত বড় জিনিষ!

পঞ্চোপাসনা বা সপ্তশতকোপাসনার নামে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা সমগ্র হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বহুল প্রচারিত। সেই বিপুল গণমতের বিরুদ্ধে ভক্তি-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণের সহিত বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সিদ্ধান্তশাস্ত্রটী উদ্ধার ও জগতে দান করিয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আবিষ্কারে মহাপ্রভুর কি বিপুল আনন্দ ও উল্লাস হইয়াছিল, তাহা আমরা শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখিতে পাই—

পুঁথি পাঞা বৈল প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্পাশ্রু, পুলক, স্বেদ, স্তম্ভ বিকার।
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞান পরমকারণ।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার।

( চৈঃ চঃ মঃ ৯।২০৮-২৪০ )

একমাত্র সিদ্ধান্তে সহজ পারদর্শিতা দেখিয়াই মহাপ্রভুর নিজজন বা রূপ-রঘুনাথের নিজজনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামানন্দাদি ভক্তগণ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন, একমাত্র শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া—

রায়, ভট্টাচার্য্য বলে, তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে?
আমাতে সকারি পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।
সে-সব সিদ্ধান্তের হয় নাহি পায় অন্ত॥
তা'তে জানি,—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ॥
( চৈঃ চঃ অঃ ১।১১৪-১১৭ )

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
( চৈঃ চঃ অঃ ১।১২৩ )

রায় কহে,—কোন্ গ্রন্থ কর হেন জ্ঞান?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥
( চৈঃ চঃ অঃ ৩।১২৩ )

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু-প্রভৃতি গৌরজনগণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রকাশক ও পরিপালক বলিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে পূজিত। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীল জীব-গোস্বামীর কথা শ্রীচরিতামৃত-কার বলিতেছেন,—

ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈলা গ্রন্থসার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহা পাইয়ে পার॥
( চৈঃ চঃ অঃ ৪।১২৯ )

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইঁহাদের অন্যতমের লোকরঞ্জনের বিভূতি ছিল না, ইঁহারা ব্যবসায়ী পাঠক, বক্তা বা গায়ক প্রভৃতির ন্যায় লোকরঞ্জন করিতে পারিতেন বলিয়া কিংবা জটাজুট বা তপস্যার বিভূতি দেখাইতে পারিতেন বলিয়া অথবা খুব ক্রিয়াদাক্ষ্য বা কর্ম্মযোগত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া "জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য" বলিয়া পূজিত হন নাই; একমাত্র তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তই তাঁহাদের আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতাধিকগ্রন্থ, শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার প্রবন্ধনিচয়াবলী শ্রীরূপরঘুনাথের সিদ্ধান্তের সার। শ্রীল গৌরকিশোর অল্পশাস্ত্রজ্ঞ পারদর্শিতা প্রকাশ না করিয়াও অল্পক্ষণ যে সকল সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেন, তাহা সিদ্ধান্তসাগরের এক একটি মহা-নিধি। আর তাঁহারই শ্রেষ্ঠশিষ্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তের সাক্ষাৎ সরস্বতী। এখানেই ইঁহাদের আচার্য্যত্ব।

যেখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, সেখানে মহাপ্রভুর প্রীতি বা শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের সেবা নাই। আর যেখানে ভক্তি-সিদ্ধান্তের নবনবায়মান স্ফূর্ত্তি, তথায়ই মহাপ্রভু ও স্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের প্রীতি ও কৈঙ্কর্য্য। সিদ্ধান্ত জিনিষটি কখনই শুষ্কভাববিশিষ্ট বস্তু নহে। যিনি যতটা ভজনে অগ্রসর হইতেছেন, যাঁহার যতটা নিরপরাধে কৃষ্ণানুশীলন হইতেছে, তাঁহার হৃদয়ে সিদ্ধান্তের ততটা নবনবায়মান স্ফূর্ত্তি হয়। নিরপরাধ-অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-কারিগণের যেরূপ সিদ্ধান্তে সহজস্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক, হরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধিগণেরও তদ্রূপ প্রতি পদে পদে সিদ্ধান্ত-বিরোধ অনিবার্য্য।

---

# মন, সাবধান

[ শ্রীমতী দেবী বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী ]

নিজের প্রতি সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা সাধক জীবনে একান্ত প্রয়োজন। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের ভজনের উন্নতি কতটুকু হইয়াছে। আমাদের বহিঃপ্রবৃত্তিতে অভিনিবিষ্ট মন সর্ব্বদাই বিষয়-গ্রহণে উন্মুখ। আমাদের বর্ত্তমান কার্য্য সেই অনিচ্ছুক মনকে বলপূর্ব্বক অন্তর্মুখ করা। অস্থির মন সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছে, কি করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের রসদসংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়। আমার স্ব-স্বরূপে আমি দেহ-মনের অতীত বস্তু হইলেও বর্ত্তমানে আমার সে উপলব্ধি নাই, আমি এখন

মন মনের সম্পূর্ণ অধীন। অথচ সাধন পথে আমার সর্ব্ব-প্রথম কার্য্য মন নিগ্রহ করা। মনের অধীন থাকিয়া মনকে সংযত করা কঠিন ব্যাপার। কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেব শুরুপাদপদ্মের বলে বলীয়ান হইতে পারিলেই মনকে দমন করা সম্ভব। আমার মনের ছলনার সীমা নাই। সে কখনও সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গ গ্রহণ করে, কখনও নিজকে তৃণাদপি সুনীচ, অভিমানশূন্য-রূপে জাহির করিয়া বকধার্ম্মিকতার আলবিত্তারে উদ্যত হয়, কখনও নিষ্কপটতার ভাণ করে, কখনও সরলবিশ্বাসে, শুদ্ধভক্তরূপে নিজের পরিচয় দেয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মছায়া হইতে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া ভোগতাপের মায়ামরুতে সুখের মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত করাইবার জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত নাই। যে মুহূর্ত্তে আমি অন্যমনস্ক হইব অর্থাৎ যে-মুহূর্ত্তে মনের ছলনায় ভুলিয়া তাহাকে সাধু জ্ঞান করিব, সেই মুহূর্ত্তে মনের বজ্রমুষ্টি কঠিন হইতে সুকঠিন হইয়া আমার মঙ্গলের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু মনের এই যাদুবিদ্যার প্রভাব প্রতিহত হয় একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট। সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই সর্ব্বনাশ।

তাই মনকে যাচাই করা, যাচাইয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই এই যাচাই করিবার ক্ষণ। আবার আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমাদের যত্নের ন্যায় অনুভবশূন্য ক্রিয়াশীল জীবনে এমন একটি বিরাট্ পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন, যাহাতে আমরা আমাদের শুভাশুভ সম্বন্ধে সচেতন হই এবং নিজের মনকে কষ্টিপাথরে কষিয়া লইবার সুযোগ পাই। বৎসরাধিক পূর্ব্বে এই দিন আসিয়াছিল—যেদিন গৌড়ীয়-গৌরব-রবি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লোকলোচনের অন্তরালে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ীয়ের কণ্ঠ হইতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—"সাবধান, অমা-নিশা ঘনাইয়া আসিতেছে। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তু, দস্যু, তস্করের উপদ্রব আরম্ভ হইবে। এখনও সময় আছে, সূর্য্যের আলোক থাকিতে থাকিতে আপন গন্তব্য পথ চিনিয়া লও।' আমি তখন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ভোগসুখের রঙ্গীন স্বপ্নেই মত্ত হইয়াছিলাম, আমার কর্ণে সে সতর্কবাণী প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেদিন শ্রীল প্রভুপাদ আমার ন্যায় হিতাহিত বিবেকশূন্য স্বভাবতঃ বঞ্চিত ব্যক্তিকে এক ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। যতদিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটলীলা করিতেছিলেন, ততদিন মনে করিতাম, সারাদিন বিষয়গ্রন্থের চেষ্টায় কাটাইয়া, দেহ মনের ষোল আনা সেবা বিধান করিয়া পরিতৃপ্ত অন্তরে দিনান্তে একবার আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন দিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল! সেবার তহবিলে কতটুকু জমা হইল না হইল তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, কথার প্যাঁচে জগতের নিকট হইতে কতটুকু বাহাদুরী আদায় করিতে পারি, সেই হিসাবটায় গরমিল না থাকিলেই হইল। সিদ্ধান্তসরস্বতীর নিকট যখন আসিয়াছি, তখন আর কথায় কেহ পর করিতে পারিবে না, বোকা ভোগিকুলকে ভক্ত করিবার মত অস্ত্র আমার আয়ত্ত করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বেশীদিন এ ছলনা চলিল না। দয়ালুশিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ সেই 'নিদারুণ' ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ আমাকে দান করিবার জন্য আমার ভোগদৃষ্টির সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু অন্ধমোহের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, বুদ্ধিহীন আমি, আমার সে-লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার শক্তি কোথায়? মহাকরুণ মহামহাবদান্যবর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় কি সুগভীর রহস্য নিহিত আছে, তাঁহার অনন্তবৈচিত্র্যময় করুণা-প্রবাহের কোন অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি তাহা অনুভব করিতে পারিলাম না, দিশাহারা হইয়া গেলাম। অসহায় দুর্ব্বল চিত্তে কত প্রকার আশঙ্কার উদয় হইল, কতপ্রকার সম্ভব, অসম্ভব কল্পনা আসিয়া চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। যে মাহেন্দ্রক্ষণ থাকিতে তাহার মর্য্যাদা কখনও করি নাই, সেই ক্ষণ হারাইবার পর মনে একটা অনুশোচনা আসিয়াছিল। নিজের সেবা-বঞ্চিত জীবনে সেই সময়ের জন্য ধিক্কার আসিয়াছিল, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগের যন্ত্র জ্ঞান করিয়া নিজের একি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! তখন বার বার মনে হইয়াছিল করুণাময় শ্রীগুরুদেব ত' কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, পতিতপাবন বৈষ্ণবগুরু

পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছেন—হায়, তখন আত্মমঙ্গলের কথায় উদাসীন রহিলাম, এখন আর কি সে সুযোগ পাইব, আর কি সেদিন ফিরিয়া আসিবে? আমার খর্ব্বদৃষ্টি তাহার ক্ষুদ্র সীমার বাহিরের বস্তু দেখিতে না পাইয়া শতাকুল হইয়া উঠিলেও একান্ত শরণাগত যাঁহারা, তাঁহারা কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই শ্রীগুরুদেবের কল্যাণ-হস্ত রহিয়াছেন—ইহা উপলব্ধি করিয়া শত শত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পরম নির্ভয়ে তাঁহার মনোঽভীষ্টপূরণে ব্রতী ছিলেন। আমার বিজাতীয় চিত্তবৃত্তি তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবে কেন? আমার লক্ষ্য স্থির' কোনদিনই হয় নাই, তাই সেদিন পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজের মনে জল্পনা-কল্পনা করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

যখন নিরাশ হৃদয়ের কোণে এইরূপ অনুশোচনা জাগিতেছিল, সেই সময় জগতের পরমসৌভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার মহাকৃপাময় লীলা প্রকাশ করিলেন, গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগের অবসান হইল। সেদিন এক মহা পরীক্ষার দিন। সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, সরল ও কপট, সাধু ও ভণ্ডের স্বরূপ-নির্ণয়ের সেদিন এক অপূর্ব্ব ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অগ্নিপরীক্ষায় সার্টিফিকেটের স্তূপ দেখাইয়া সেবাধিক্য প্রমাণ করিবার ষড়যন্ত্র শত চেষ্টাতেও সফলতা লাভ করিতে পারিল না, অবিদ্যারোগ-জনিত দুষ্ট লোকের উপর লোক দেখান ভক্তির আবরণ দিয়া আত্মগোপন করাও আর চলিল না, দেহের বল, বুদ্ধির বল, কার্য্যকুশলতার বাহাদুরী, পরহানীর জোর কোন কিছুই রক্ষা করিতে পারিল না; একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তের মানদণ্ডে ভক্ত ও অভক্তের বিচার হইয়া গেল।

ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীসম্পুট-সংরক্ষক আচার্য্যবরের এই অতিমর্ত্ত্য প্রভাব সজ্জনমাত্রেই অনুভব করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছেন। তাঁহার অলোক অভয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া সকলে আজ অমিত উৎসাহে প্রভুসেবায় অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আচার পালন এবং ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুকূলে অনুষ্ঠিত হইতেছে। গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরধামের সেবার গৌরব এবং উজ্জ্বলতা প্রতি মুহূর্ত্তে নববৈচিত্র্যে ভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়, দুঃসঙ্গের বিষাক্ত বাষ্প অপসারিত হওয়ায় মঠমন্দিরসমূহ আজ গৌরবিহিত গুরুকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মিশন 'ধ্বংস'ও হয় নাই, 'পারিবারিক কলহের ফলে বাঙ্গালীর গৌরবের প্রতিষ্ঠানটি ধূলায় লুণ্ঠিত'ও হয় নাই, 'অক্ষম ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া মঠমন্দিরের কার্য্য বিশৃঙ্খল' হইয়াও উঠে নাই। সর্ব্বত্র, সর্ব্বকার্য্যে আজ গুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য একপ্রাণতা লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনা, সকলে মিলিয়া গুরুসেবা করিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা।

কিন্তু এই নবজীবনের প্রভাতে আমার মনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। ইহার গলদ-গুলি কিছুদিনের মত চাপা পড়িয়াছিল—সুযোগ পাইয়া আবার যেন সেগুলি আমার জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করিতে উদ্যত হইতেছে। যখন সাধু ও অসাধুর স্বরূপ নির্ণয় হইল, তখন শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমাকে কপট বহির্ম্মুখচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট জানিয়াও আমার বেশাকর্ষণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন, গুরুভোগ গুরুত্যাগ এবং গুরুদ্রোহের পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়িয়া আমাকে অনন্ত কালের জন্য বিনষ্ট হইতে দেন নাই। তখনও পর্য্যন্ত কত বড় বিপদের গ্রাস হইতে আমাকে উদ্ধার করা হইল, তাহা আমার উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম দুইটি দল হইয়া গেল। আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বলিয়া পরিচিত, তখন ইহার যে কোনও একটা দলে আমাকে ত' থাকিতেই হইত, অপর দলে যোগ না দিয়া এই দলে আছি—এ ত' প্রায় একই কথা। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই যখন গুরুদ্রোহিতার কলঙ্কিত চিত্রসকল প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং যাঁহারা কেবলমাত্র বাহিরের চাকচিক্য এবং অসারশূন্য বৃথা আস্ফালনে না ভুলিয়া প্রকৃত সত্য আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে লাগিল, তখন আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, আমি দেখিলাম আমি সহসা অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়া গিয়াছি। কারণ, যাঁহারা শ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্য বরণ করিয়াছেন, শ্রীগুরুবৈষ্ণব সভামুখে তাঁহাদের গুণগান করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে-ছেন। যাঁহারা আসুরিকবল-দৃপ্ত কুসোদ্যমের শত সহস্র

লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করিয়াও অধোক্ষজ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মসেবা হইতে বিচ্যুত হন নাই, তাঁহারা যথার্থ গুরুসেবক, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীকে প্রকৃত পক্ষে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখে তাঁহাদের প্রসন্ন অন্তরের এই সস্নেহবাণী শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইল, আমি যখন এদলে যোগ দিয়াছি, তখন আমিও নিশ্চয়ই ভক্তভক্ত, শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনালীলার তাৎপর্য্য আমার নিকট আর অজ্ঞাত নাই, জীবমাত্রেরই পতনযোগ্যতা আছে—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী আমার পক্ষে আর প্রযোজ্য নহে, আমি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছি। টেষ্ট্-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইলেও যেমন শিক্ষানিকেতনের কর্তৃপক্ষগণ অনেক সময় অনেক ছাত্রকে চরম পরীক্ষা দিবার সুযোগ দিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার পূর্ব্বজীবন অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হইলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাকে আর একবার সুযোগ দিয়াছেন - ইহা মিথ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত আমার অনুভবের বিষয় একবারও হইল না।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানে যে অনুশোচনা আমার মনে জাগিয়াছিল, সেবা করিতে পারি নাই বলিয়া যে অনুতাপ আসিয়াছিল, তাহা যেন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। গৌড়ীয়-গগনে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সেই অন্ধকারের দৃশ্য দেখিয়া আমার মনের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন আচার্য্যভাস্করের অভ্যুদয়ে গৌড়ীয়গগন পুনরায় আলোকিত হইল, চোর দস্যুগণের উপদ্রবের চিরতরে উপশম হইল, মঠের নিত্য অনুষ্ঠান, মিশনের কার্য্যাবলী, উৎসবাদি পূর্ব্বাপেক্ষা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, যখন দেখা গেল বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, তখন আমার মন নিশ্চিন্ত হইয়া আবার সেই পূর্ব্বজীবনে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। গৃহে পুত্রকন্যা লইয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসার করিব, আমার ভোগাগার পূর্ব্বের ন্যায় নানাপ্রকার ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে, তারপর অবসর-মত একবার করিয়া মঠে আসিয়া গুরুদ্রোহিগণের সমালোচনা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিব, ইহাই আমার মনের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এতদিন মনে মনে যত তরসা করিয়া আসিয়াছি তাহা দিয়াই গোলোক জয় করিয়া লইব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব যখন আমাকে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, আমার গন্তব্যস্থানের কথা আমাকে জানাইয়া দিলেন, তখন বাহিরে সেবার আড়ম্বর অনেক দেখাইলাম বটে, কিন্তু রোগের মূল কারণ যাহা, সে সম্বন্ধে উদাসীনই রহিলাম; দেহাত্মাভিমান, ভোগলিপ্সার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কোন চেষ্টাই করিলাম না। তাই এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু আমি করিয়াছি, তাহা কেবল অভিনয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে মাত্র। নশ্বরটি মাটীতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া নৌকা চালনার পরিশ্রম স্বীকার করিলেই কি নৌকা চলিবে? শ্রীগুরুবৈষ্ণব বহুবারই এই সত্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন, বহুবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আমি তত্তবারই নানাপ্রকারে ছলনা করিয়াছি, শ্রীগুরুবৈষ্ণব যখন আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, তখন আমার আর চিন্তার কারণ কি থাকিতে পারে? আমার যদি ভজনে ক্রমিক উন্নতি না হইয়াই থাকে, তাহা হইলে কি আর সকলে আমাকে এত করুণা করিতেছেন? আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের আচরণে আমার প্রতি অকপট কৃপা ব্যতীত বঞ্চনার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা ত' যখনই আমাকে দেখেন, তখনই কত মিষ্টবাক্য বলিয়া কত প্রশংসা করিয়া আমাকে উৎসাহ দিয়া থাকেন। সুতরাং আমার আর ইন্দ্রিয়সুখত্বকা পরিহার করিবার প্রয়োজন নাই, সাধনের ক্লেশ আমাকে আর স্বীকার করিতে হইবে না, বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে আমার আসন "রিজার্ভ" করাই আছে। গুরুবৈষ্ণবের স্নেহের বলে আমি এখানকার সুখটা পরিপূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়া পরে আবার বৈকুণ্ঠ সুখও ভোগ করিয়া লইতে পারিব। হায় মন, সার্টিফিকেটের মূল্য কতটুকু, অহৈতুকী কৃপা এবং অহৈতুকী সেবার রাজ্যে তাহার স্থান কোথায়, তাহার এমন প্রত্যক্ষ জলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তুমি সেই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত, সার্টিফিকেটের বলেই তুমি বড় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কি অন্যাভিলাষের, ভোগ-ত্যাগের সমর্থক? শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কি স্নেহের বারি সেচন করিয়া ইন্ধন বাসনাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন? রোগীকে

চিকিৎসক যখন মিষ্ট আবরণযুক্ত তিক্ত ঔষধ সেবন করিবার ব্যবস্থা দান করেন, তখন রোগী যদি মনে করে চিকিৎসক তাহার রোগের বিবরণ জানিয়াও সেই রোগকে বাড়াইবার জন্য তাহাকে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহা হইলে তাহার বিচার কি ঠিক হইবে? যাহার যেপ্রকার রোগ তাহার ঔষধও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। আমার যে সুকঠিন ব্যাধি, তাহার জন্য শ্রীগুরুদেব যে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি তাহাকে ঐরূপ মিষ্ট আবরণ-যুক্ত, পরিণামে হিতকর তিক্ত ঔষধ বলিয়া না জানি, কিছুক্ষণ পরে যখন উপরের বাহিরের আবরণ সরিয়া গিয়া তাহার প্রকৃত স্বাদটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন যদি কেবল আমার জিহ্বার অরুচিকর বলিয়া সেই উপকারী ঔষধ সেবনে আমি বিরত হই, তাহা হইলে বঞ্চিতই হইব। কিন্তু এমনই দুর্দৈব আমার যে, আমার মন এই নিত্যকল্যাণের কথা শুনিয়াও শুনিতে চায় না। একান্তই যদি ভবরোগনাশক ঔষধ আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন ঔষধটি অন্ততঃ জিহ্বার রুচিকর হয়, অর্থাৎ আমি ত' জড়রাজ্যের স্থূল সুখদুঃখ ছাড়িয়া উহার অতীত বস্তুর কোন সন্ধান পাইতে চাই না, তবে যদি শ্রীগুরুদেব নিতান্তই আমার অবিদ্যাব্যাধির উপশম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে তিনি যেন এরূপ কৌশল অবলম্বন করেন, যাহাতে আমার এখনকার সুখভোগটিও পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। এইরূপ ছলনার আশ্রয় লইয়া যে কি নিদারুণ সর্বনাশের আবাহন করিতে বসিয়াছি, তাহা আমার মন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না।

শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনালীলার রহস্য উপলব্ধি তিনিই করিতে পারেন, যিনি নিজে বঞ্চিত নহেন। অনাদিকাল হইতে বঞ্চনার রাজ্যে থাকিয়া ইতর অভিসন্ধিমূলে অপরকে বঞ্চনা করিয়া ও নিজে বঞ্চিত হইয়াও আমি কাল্পনিকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনাময়ী কৃপার তাৎপর্য্য বুঝিয়া ফেলিব, হিংসার রাজ্যে থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া লইব—এ ধৃষ্টতা আমার মনে কোথা হইতে আসিল? আমাকে যখন মিষ্ট আবরণ-যুক্ত তিক্ত ঔষধ সেবন দেওয়া হয়, তখন দয়ালু চিকিৎসক আমার বাসনানুরূপ মিষ্ট দ্রব্য দান করিতেছেন মনে করিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠি, এই ত' আমার দয়ার বিচার। কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দয়ার পরিচয় প্রকৃতপক্ষে কোথায় পাওয়া যায়? আমার অভ্যাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল, আমাকে তাহা পরিত্যাগ করিবার কথা সোজা-ভাবে বলিলে আমি হয়ত' তৎক্ষণাৎ বিষয় গ্রহণ করিব, তাই আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া, আমার অভিলষিত বস্তু আমাকে প্রথমমুখে কিছু প্রদান করিয়া আমাকে তাহার অসারত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহা শ্রীগুরুদেবের বাতিরেকী কৃপা। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন, যেখানে অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মের ছলনা হৃদয়ে একবিন্দু থাকা পর্য্যন্ত ভক্তির ভূমিকায় প্রবেশ লাভ হইবে না ইহা সুউচ্চ কণ্ঠে প্রচার করিতেছেন,—সেইখানে তাঁহার অন্বয়মুখী কৃপা লক্ষিত হইতেছে। আমি যদি সেই অনাবৃত সত্যগ্রহণে পাশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের আশা করাই দুরাশা। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের অকপট কৃপার আলোকে যদি তাঁহাদের বঞ্চনার স্বরূপ বুঝিয়া না লই তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষের সমর্থক, অন্যপ্রকারে তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষী, পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট আমারই মত একজন বদ্ধজীব মনে করিয়া নরকের পথাপ্রশস্ত করিব!

তাই মন, তোমার পায়ে ধরিয়া বার বার বলি—এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও; নিজেকে নিজে আর এমন করিয়া ছলনা করিও না, নিজের মঙ্গলের পথ নিজ হস্তে রুদ্ধ করিয়া দিও না। ব্যবহারিক জীবনেই ত' দেখা যায়, কোন সুযোগ একবার অবহেলা করিয়া নষ্ট হইতে দিলে আর তাহা কখনও ফিরিয়া পাওয়া যায় না। একবার যে সুযোগ হারাইয়াছ, তাহা চিন্তা করিয়াও কি আত্মকল্যাণ সম্বন্ধে তুমি সচেতন হইবে না? তোমার মোহনিদ্রার ঘোর কি কিছুতেই কাটিবে না? যখন প্রিয় প্রভুপাদ প্রপঞ্চে প্রকটলীলা করিতেছিলেন, তখন ভাবিয়াছ—যে সব অবান্তর ইচ্ছা অন্তরে জাগে, সেগুলি এখন ত' পূর্ণ করিয়া লই, তারপর পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় পাইয়াছি, তিনি কি আর আমার পরকালের ব্যবস্থা করিবেন না? কিন্তু এই গুরুদেবের পতিতপাবনত্বের মোহাই দিয়া পাপবুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া যে ভীষণ অপরাধ, তাহা ত' নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীমুখপদ্মে আশ্রয় প্রদান

করিবার কালেই উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের যে কি বিষময় পরিণাম, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি তোমার চৈতন্য হইবে না? যে সুযোগ তোমাকে নিতান্ত অযোগ্য জানিয়াও তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুদেব তোমাকে বর্ত্তমানে দান করিয়াছেন—ইহাই শেষ সুযোগ, ইহা উপলব্ধি করিয়াও কি তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিবে?

হায় মন, তোমার কল্যাণের কথা তুমি যদি না বুঝিতে চাও, তাহা হইলে কতিপ্রস্ত হইবে কে? কত জন্মজন্মান্তর পরে মানব জন্ম, ভজনোপযোগী জন্ম পাইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসাদ লাভ করিয়াছ, ইহার সার্থকতা যাহাতে লাভ করিতে পার, সেজন্য সচেষ্ট হও। পূর্ব্বে বহু জন্ম পাইয়াছ, পরেও বহু জন্ম পাইতে হইবে, মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-ভোগ প্রত্যেক জন্মেই পাইয়াছ ও পাইবে, কিন্তু এই সুদুর্লভতম সৌভাগ্য, পুঞ্জপুঞ্জ সুকৃতির পরিপক্ক ফল শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা-কটাক্ষ—ইহা আর পাইবে না। এই জীবন অত্যন্ত ভঙ্গুর, কোন্ মুহূর্ত্তে আয়ু শেষ হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভ সুযোগ চলিয়া যাইতেছে। সময় থাকিতে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ হইতে পারে, তাহার সন্ধান জানিয়া লও, তাহা হইলে বহু জন্ম জন্মান্তর পরেও একদিন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের কৃপালোকে পথ চিনিয়া লইয়া চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে। স্মরণ রাখিও শ্রীল প্রভুপাদের সদ্গেহ-সতর্কবাণী—অনর্থনিবৃত্তি করিতে করিতেই যেন দিন কাটিয়া না যায়, অর্থপ্রবৃত্তিও হওয়া দরকার। ভক্তিরসামৃত মহাসিন্ধুর একবিন্দু কৃপাবারি স্পর্শ করিবার কোন যোগ্যতা তোমার এখনও পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই—ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা পাইবার জন্য আকুলিত হও। বৈদ্যের নিকট নিজের রোগ গোপন করিয়া তাহাকে আর বাড়াইয়া তুলিও না। তোমার স্বরূপ তুমি প্রকাশ করিতে না চাহিলেও অন্তর্যামী গুরু-বৈষ্ণব সমস্তই জানেন। জানিয়াও তাঁহারা তোমার বিরূপ, কুরূপ দূর করিয়া তোমাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র। তুমি তাঁহাদের কৃপায়, তাঁহাদের শক্তিতে অবিশ্বাস করিও না।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত তোমার আর কোন উপায় নাই, আর কোন পথ নাই। সেবাই তোমার একমাত্র গতি। তোমার বহু দোষ আছে সত্য, প্রতিষ্ঠার পিপাসা তোমাকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে সত্য, দেহে আত্মবোধ তোমার প্রবল, ইন্দ্রিয়সুখপিপাসা তোমার নিরন্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে, ইহাও সত্য। তথাপি মন, তুমি তোমার এই কুৎসিৎ রূপ দেখিয়া হতাশ হইওনা, শঙ্কিত হইও না। বাধা-বিপদ্ দেখি। তুমি ধৈর্য্য হারাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিও না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলের নিকট প্রতিকূল জগতের উদ্যম কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র! বাধা যেমন আছে, তেম্‌নি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কল্যাণী ইচ্ছা তোমাকে সর্ব্বক্ষণ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তুমি কেন ভীত হইবে? তোমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তোমার সেবাময় জীবনের উন্মেষের প্রতিকূলে যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে, তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভয়াশ্রিত দৃষ্টি তোমার উপর সর্ব্বক্ষণ ন্যস্ত রহিয়াছে। কোন ভীষণ বিপদ্ যদি আসন্ন হইয়াই থাকে, তাহাতেও তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যিনি তোমাকে অতীত এবং বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন—তিনিই তোমাকে ভাবী বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। তুমি একান্ত নির্ভরতার সহিত তাঁহার শরণাগত হও।

মায়া আজ তোমার উপর যতই বিক্রম প্রকাশ করুক, যত বিপথগামী করুক, তোমার শুভ স্বভাবে তুমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্য বিহারস্থলী, শ্রীরাধাগোবিন্দের ক্রীড়া-ভূমি। মায়ার প্রভাব সেখানে নাই। কেন তুমি অজ্ঞাভিমানের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছ, কেনই বা হতাশ হইতেছ? জগৎ উদ্ধারের জন্যই শ্রীভগবানের নিত্য আচার্য্য-লীলা, তুমি ত' জগৎ ছাড়া নও। হে মন, তুমি সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী জাগরূক রাখিও—"এই সম্মিলনীতে যোগদান করিবার পর কেহ যেন আর অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ না করেন।" শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী তোমার অন্ধ নয়নের আবরণ উন্মোচন করুন্।

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিদ্বার-যাত্রা

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজ গত ৭ই এপ্রিল ( ১৯৩৮ ) রাত্রি ১০:২৫ মিঃ এর দেরাদুন ডুপ্লিকেট এক্সপ্রেসে সপার্ষদ হরিদ্বার যাত্রা করিয়া গত ৮ই এপ্রিল প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্বার-শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে গয়া, পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের বহু ভক্ত ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ বিবিধসেবোপকরণ ও পুষ্পমাল্যাদি-সহ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দন করেন। গয়া ষ্টেসনে গয়া-গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ রূপ-বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ এবং স্থানীয় বহু বাঙ্গালী ও বিহারী ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-সহ আচার্য্যপাদপদ্মে প্রণতিবন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য সজ্জনগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে ষ্টেসন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া এক বিরাট্ সভায় তাঁহার শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন। মঠবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইয়াছিল ( বর্ত্তমানবর্ষ ৩৬শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' দ্রষ্টব্য )।

---

## হরিদ্বার-শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৬শে চৈত্র ( ১৩৪৪ ), ৯ই এপ্রিল ( ১৯৩৮ ) শ্রীশ্রীরামনবমীবাসরে প্রাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কুম্ভমেলার লক্ষ লক্ষ যাত্রী শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণতি করিয়া পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হন।

---

## দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১০ই এপ্রিল প্রাতে শ্রীপাদ ঋতব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীউপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ সমভিব্যাহারে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন এবং তথায় ১৪ই এপ্রিল প্রাতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে শ্রীশ্রী বল্লভাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উক্ত ১৩।৪।৩৮ তারিখে দিল্লী হইতে লিখিত পত্রে সহর্ষে জানাইয়াছেন—"আজ ( ১লা বৈশাখ ) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় ও ইচ্ছায় দিল্লীমঠে শ্রীবল্লভাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইলেন।" ইহা শ্রীল প্রভুপাদেরই মনোহভীষ্ট ছিল। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটি মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের দিন প্রাতে পরমভাগবত শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু হরিদ্বার হইতে দিল্লী মঠে শুভাগমন করেন। ভক্তিপ্রমোদ-প্রভু অতঃপর মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া গয়া হইয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

---

## শ্রীল আচার্য্যদেবের বোম্বে যাত্রা

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৪ই এপ্রিল শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী ও শ্রীউপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী সহ দিল্লী হইতে বোম্বে যাত্রা করেন। ১৭ই এপ্রিল বোম্বে হইতে শ্রীপাদ অধিরজ ব্রহ্মচারীজী-প্রেরিত তড়িদ্বার্ত্তায় প্রকাশ—শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ই এপ্রিল প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে বোম্বে নগরে শুভবিজয় করিয়াছেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ( Prof. N. K. Sannyal M. A. ), মিঃ বি. এন ব্যানার্জী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, সপরিবারে মিঃ দালাল, বোম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও স্থানীয় বহু সজ্জন পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া মঠে লইয়া যান, আচার্য্যদেব তথায় দিবসচতুষ্টয় অবস্থানপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা এবং অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যহ মঠ-সেবকবৃন্দ ও শ্রীমঠে আগত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন সমীপে হরিকথা কীর্ত্তন-মুখে তাঁহাদের ভগবদ্ভজন-সম্বন্ধীয় বহু পরিপ্রশ্নের সমাধান করেন।

---

## শ্রীল আচার্য্যদেবের গয়া গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ২১শে এপ্রিল ( ১৯৩৮ ) বোম্বে হইতে গয়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। গয়ায় আসিবার

পথে তাঁহার কাশী হইয়া আসিবার কথা আছে। ২২শে এপ্রিল রাত্রি ১০-৩৪ মিনিটে তিনি কাশী পৌঁছিবেন। পরদিবস ২৩শে এপ্রিল বৈকাল ৪-১৫ মিঃ তথা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮-২০ মিনিটে তিনি গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে গয়া মঠের সেবক ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ তাঁহাকে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ সম্বর্দ্ধনা করিয়া ষ্টেশন হইতে মঠে লইয়া আসিবেন। স্থানীয় টাউন হলে তাঁহাকে একটি Public reception দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী ২৪শে এপ্রিল সোমবার শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব-দিবস আচার্য্যদেব গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম মনোহভীষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এতৎসম্পর্কে সন্ধ্যায় একটি সাধারণ উৎসব ও বক্তৃতাদি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

---

## হরিদ্বারে ভাগবত-প্রদর্শনী

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামী ঠাকুরের তত্ত্বোদ্ধার এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব-গিরি-মহারাজ, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ-প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক ও প্রচারকগণের ঐকান্তিক সেবা-চেষ্টাফলে এবৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে গত ৬ই এপ্রিল ( ১৯৬৮ ) গঙ্গার পূর্ব্বতীরে মেলা গ্রাউণ্ডের প্রবেশ-দ্বারে হরিদ্বার-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের এক সুবৃহৎ মণ্ডপে যে ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তাবলীর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিকট সারস্বতশাস্ত্র-সমূহের শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রদর্শনী ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মুক্ত ছিল।

## প্রদর্শনীর বৃত্তান্তাবলী

১। পূর্ব্ব ও উত্তর গোষ্ঠ, ২। শ্রীরাসলীলা, ৩। শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী, ৪। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ৫। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের গীতোপদেশ, ৬। পঞ্চ পাণ্ডব, ৭। যমদূতগণের প্রতি যমের উপদেশ, ইত্যাদি।

---

## হরিদ্বার কুম্ভমেলায় ও দিল্লীতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন (ভক্তিবার্ত্তা)

গত ২০শে এপ্রিল ( ১৯৬৮ ) মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামিপ্রভু নিউ দিল্লী হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন—গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি "হরিদ্বার-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-মঠসেবকগণ-সহ হরিদ্বার কুম্ভমেলা-স্থলে এক বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গোস্বামিপ্রভু ১৯।৪।৬৮ তারিখে হরিদ্বার হইতে নিউ দিল্লীতে শুভাগমন করিয়া ২০।৪।৬৮ তারিখে নিউ দিল্লীতে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। ২১।৪।৬৮ তিনি দিল্লী হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া তথা হইতে ২৪শে এপ্রিল তারিখে গয়া গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে যোগদান করিবেন। গোস্বামিপ্রভু গত ১লা এপ্রিল কলিকাতা হইতে হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছিলেন।

---

## নববর্ষ

আমরা বঙ্গীয় নববর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দজীউ ও ওতপ্রোতজনগণের শ্রীপাদপদ্মে অকপট দাস্যে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক "ধৈর্য্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ। 'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস পালন। ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তিপ্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।" এই ষড়্বিধা শরণাগতিপ্রার্থনামূলে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে ছলনা বর্জ্জন ও সাধুসঙ্গগ্রহণের অমিত চিন্তবল প্রদান করিয়া তাঁহাদের মনোহভীষ্টসেবায় প্রচুর যোগ্যতা প্রদান করুন। শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব প্রসন্ন হউন, তিনি তাঁহার অত্যন্ত দীনহীন অযোগ্য কাঙ্গাল ভৃত্যাধম আমাদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অহৈতুকী করুণা বিতরণ করিয়া আমাদিগের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গমনোহভীষ্ট-সেবাপথের যাবতীয় বিঘ্ন অপসারিত করুন। আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এবং শ্রীগুরুগৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠানে আনুকূল্যকারী যাবতীয় সজ্জন-সমাজ সকলেই আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন। শ্রীগুরুগান্ধর্ব্বা-সেবার জন্য আমরা আশ্রয়-ভক্ত সকলেরই নির্ব্যলীক অনুগ্রহপ্রার্থী।

---

## দৈব-দুর্ব্বিপাক

গত ১লা বৈশাখ, ১৩৪৫—বঙ্গাব্দের প্রথমদিবস—যে সময়ে লোকে কথঞ্চিৎ পুণ্য-কামনায়—নববর্ষারম্ভে মৃত্তন উদ্যমে জগদ্ভোগাশায় নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মোদ্যত, সেই সময়েই শ্রীভগবান্ আমাদিগকে "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩২) ও "কর্ম্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায়সা। যদিচ্ছন্নিরমং যস্তু ন তেষু সজ্জতে ক্বচিৎ॥" (ভাঃ ১১।২৯।১৮) প্রমুখ ভাগবতীয় শ্লোক স্মরণ করাইয়া জগতের অনিত্যত্ব, কর্ম্মের পরিণামিত্ব ও ভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব জানাইয়া দিবার জন্য প্রায়ঃ ৭৪ ঘটিকায় এক ভূকম্পন সংঘটিত করান। ঢাকা হইতে অনেক মহাভাগবত বৈষ্ণব ঐ দিবসের পত্রে আমাদিগকে জানাইতেছেন—"শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে কম্পনের মধ্য দিয়া হরিসেবা করাইবার জন্য তদুপযোগী অনর্থবিনাশক বল হৃদয়ে প্রদান করিলেন, ইহা বেশ্ অনুভব করিতেছি। আমরা কিছুতেই বিচলিত হইব না, তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হউক।" বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্ত-বৃত্তিকামী প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় জগতের লাভালাভাদি সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়াদিব্যাপার-নির্দ্দেশক নৈসর্গিক লিঙ্গ-দর্শনে বিচলিত না হইয়া "শতবিঘ্নেও, শতপ্রতারণা ও শতপ্রাহসনেও হরিভজন ছাড়িবেন না। আপনারা শ্রীভগবদ্গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।"—এই প্রভুপাদবাক্যকেই বিরোধার্থে করেন। "এ বৎসর বড় দুর্দ্দিন, বৎসরের প্রথম দিবসই ভূমিকম্প। এবার যেরূপ প্রখর রৌদ্র তাপ, চতুর্দ্দিকে অন্নাভাব, তার মধ্যভাগে, মহামারী, ছোঁয়াচে মহাসংক্রামকগণের উৎপাত, তাহাতে আর রক্ষা নাই।" এবম্প্রকার জিহ্বালের বিপরীত দেখিয়া, ভগবদ্ভক্ত তাঁহার প্রভুপাদে বিশ্বাস হারান না, চিত্তৈর্য্য-স্মৃতি হারান না; পরন্তু কৃষ্ণভজনে তাঁহার উৎসাহ ঐকান্তিক অনন্য-ভাবে বর্দ্ধিত হয়।

২৯শ বৈশাখ (১৩৪৫), ১৪ই এপ্রিল (১৯৩৮)

শুক্রবারও এক ভীষণ আধিদৈবিক উপদ্রব বিশ্ববাসীর হৃদয়ে এক মহা-আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। হরিদ্বার গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থ পূর্ণকুম্ভ মেলার অন্তর্গত মাইল ব্যাপিয়া এক মহাপ্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে ২০ লক্ষেরও অধিক লোক-সমাগম হইয়াছিল। বহু মূল্যবান্ দ্রব্যের শতশত দোকান পাট বসিয়াছিল, আমোদ-প্রমোদেরই বা কত আয়োজন! কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে মাটুলার নাটের মত সকল ভোগাশা ও তত ভীষণ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

হরিদ্বার শ্রীমায়াপুর—যাহা সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম, যাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্থান—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ, যাঁহার পাদমূলে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী নিরন্তর হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবলবেগে প্রবাহিতা, যে গঙ্গাদেবী কলির মহাপুণ্যতীর্থ, যাঁহাকে 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বলিয়া, ধ্রুব ও সপ্তর্ষি-প্রমুখ বৈষ্ণবাগ্রগণ সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা-লাভে, সেই গঙ্গাদেবীর চরণে অন্যাভিলাষী কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি অভক্তকুলের নানাপ্রকার অনাচার—অপরাধ শ্রীভক্তবৃন্দ বৈষ্ণবগণ কখনই সহ্য করিতে পারেন না, তাই রুদ্রের এই মহাপ্রলয়করী তাণ্ডবলীলা। কত লক্ষ লক্ষব্যক্তি আজ যে নিরাশ্রয়, স্ত্রীপুত্রাদির শোকে উন্মত্তপ্রায়, কত লক্ষপতি আজ পথের ভিখারী—দু'টি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন-রত, কত ব্যক্তি অসীম আনন্দে, কত ব্যক্তি মহামারীতে, শোকে দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, কত সুন্দরী ভার্য্যা, কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা—যাহার ভোগাশায় পুরুষগণ সর্ব্বক্ষণ উন্মত্ত, তাহা আজ হয় অগ্নিমুখে, নাহয় পরহস্তগত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নববর্ষের প্রারম্ভে এই ভীষণ ত্রিলোক-ভয়ঙ্কর দৈবদুর্ঘটনাও আমাদিগের সর্ব্বশুভহরিজনের পথ-প্রদর্শক। শ্রীভগবান্ সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে তাঁহার অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীভগবন্মঠগ্রথিত শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ-সহ নিরাপদে আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৫ ; ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৮ | ৩৮শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য বৃহদ্‌বিষয়-সেবা, কিছুই জীবের বাহ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, কৃষ্ণসুখ-বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগতাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহা-মহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয়।

জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাকৃত মঙ্গল ও অপ্রাকৃত অনুভব, উভয় বস্তু-লাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

—( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ, ১৪১-১৪২, ১৪৬ 'অনুভাষ্য' )

# প্রাকৃত-সহজিয়া ও ব্রহ্মবাদী ও বৈষ্ণবাপরাধী

যাহারা চেতনের অপ্রাকৃত স্বাভাবিক বা সহজ-বৃত্তি ভক্তিকে প্রাকৃতের দ্বার বা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দর্শন বা উপলব্ধি করে, তাহারা "প্রাকৃত সহজিয়া"। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ভক্তিকে দেহ ও মনের বৃত্তি-বিশেষ বলিয়াই মনে করে, কেহ কেহ তাহা মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ সেইরূপভাবেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে ভক্ত্যনুষ্ঠানের কাঠামোসমূহ আছে, কিন্তু চেতনের উন্মুখতাপূর্ণ অনুশীলনের চেষ্টা নাই। প্রাকৃত-সহজিয়ার অশ্রু, কম্প, সাত্ত্বিক বিকার প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ মানসিক ও দৈহিক ভাব-প্রবণতা ও কার্য্যবিশেষ; তাহা চেতনের অপ্রাকৃত-বিকারের ব্যাপ্তি নহে। শুষ্কজ্ঞানগণ প্রাকৃত-সহজিয়াবাদকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করেন। প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম ভক্তির অভিনয় অন্যাভিলাষ রহিত আত্মার সহজ-বৃত্তি নহে।

এইরূপ অতি-নিন্দিত প্রাকৃত-সহজিয়া হইতেও ব্রহ্মবাদী অধিকতর নিন্দিত ও অপরাধী। অতি ঘৃণিত স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী, চোর, দস্যু, লম্পট, ব্যভিচারী হইতেও আত্মার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারণের অভিনয়কারী, যোগপট্টধারী, দণ্ডকমণ্ডলুবাহী, হিমালয়ের গহ্বরে যোগাভ্যাস ও তত্ত্বমস্যাদি বাক্য উচ্চারণকারী মায়াবাদী ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া সাধারণ ধার্ম্মিক-সমাজের চিত্তাস্রোতে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। হয় ত' কেহ 'ঠেঙা' লইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তকারীকে তাড়না করিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব যিনি মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর বেষ-ধারণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি এই সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা স্বীয় আচরণের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়ে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন-কালে পথে এক "দারি-সন্ন্যাসী" অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী, কিন্তু বাহ্যে সন্ন্যাসের বেষধারী এক ব্যক্তির গৃহে অতিথি হইলেন। এমন কি, পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত "দারি-সন্ন্যাসীর" নিকট হইতে দুগ্ধ-কদলি ভোজ্য-দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া ভোজনে বসিলেন। দারি-সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ-প্রভুকে ইঙ্গিতে মদ্য-সেবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করিয়া অতি শীঘ্র আচমন করিলেন ও উত্তরে গঙ্গার জল প্রদান করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর গৃহে চলিয়া আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

দ্বৈত-মতখণ্ডে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে।
কাশী হৈতা মত্ত পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যাবাকা কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
যেথা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাস।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৯।২৫-৩৯)

এতৎপ্রসঙ্গে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"সাধারণ নীতিপরায়ণ জড়-ভোগ-প্রমত্ত জনগণ কেবলাদ্বৈত-বৈয়াধিকরণিকে স্ত্রীসঙ্গী ও মাতালদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন। কিন্তু জীবগণের প্রতি পরম কারুণিক সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ সাধারণের আপাত-দৃষ্ট অনিত্য বিচার অনুমোদন না করিয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষী বৈয়াধিকরণিকের বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ জানিয়া খণ্ডন করেন; আর দুর্ব্বল স্ত্রীসঙ্গী ও মদ্যপকে তারতম্য-বিচারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ সঙ্ঘের তারতম্য-প্রদর্শন-কল্পে মায়াবাদীর সঙ্গ মদ্যপায়ীর সঙ্গ অপেক্ষা হেয় ও বর্জ্জনীয়—ইহা বুঝাইবার জন্য দারি-সন্ন্যাসীকেও কৃপা করিলেন। কিন্তু কাশীবাসী মায়াবাদি বৈয়াধিকরণিকের সঙ্গ অধিকতর পরিবর্জ্জনীয় জানাইলেন। দ্বৈত মতখণ্ড —কেবলমাত্র পাপী, পরন্তু মায়াবাদী—ভগবান্ ও ভক্ত-বিদ্বেষী, সুতরাং নিত্যকাল অপরাধী।

পাপের ক্ষয়োন্মুখতা আছে। অপরাধ-বলে আত্ম-সংহার প্রকৃতি সার্ব্বকালিক পাপ ঔপাধিক-বিচারে পরিত্যাগ করে না। অপরাধ-রূপে জীবের নিত্য-দৌভাগ্য ও চরম-কল্যাণ নিত্যকালের জন্য নষ্ট হয়। পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু অপরাধে পাপ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর অমঙ্গল-লাভ ঘটে।" তাই ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র বৈষ্ণব-নিন্দা ব্যতীত সকলকেই উদ্ধার করিবেন,—

সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
মদ্যপের ঘরে কৈলা যদি ( সে ) ভোজন।
নিন্দক বেদাধ্যায়ী না পাইল দরশন॥
( চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১১৩, ১১৪ )

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অন্যত্র বলিতেছেন,—

যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এই মত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড়—'দ্রোহী' কহে বেদ॥

তথা হি শ্রীনারায়ণীয়ে—

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ ন চ একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥
হরন্তি দস্যবোঽকৃচ্ছ্রাৎ বিমোহ্যাত্মৈর্নগং ধনম্।
চারিত্রৈরন্তিকস্থাস্তৈর্বাগ্বৈরেব বকব্রতাঃ॥
( চৈঃ ভাঃ ম ২০।১৩৮-১৪১ )

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-পতিত ব্যক্তি বরং ভাল; কারণ সে একাকী অধোগমন করে। কিন্তু বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকেও নরকে পাতিত করে। দস্যুগণ নির্জ্জন প্রদেশে অস্ত্রাদি দ্বারা মোহ বা ভয় উৎপাদন করিয়া লোকের ধন অপহরণ করে, আর বকব্রতিগণ মর্ম্মভেদী বাক্যদ্বারা লোকের মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদের ধন হরণ করিয়া থাকে।

নৈতিক বিষয়ী ব্যক্তি হইতে দুর্নৈতিক পাপী ব্যক্তি ঘৃণিত ও সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত। সেইরূপ অদ্বয়তত্ত্ব লম্পট পাপী হইতেও ব্রহ্মবাদী বা মায়াবাদী নিকৃষ্ট; কেন না, মায়াবাদিগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধী। কেবল বিষ্ণুর চরণে অপরাধ হইলে তাহা কোন কালে বিগত হইতে পারে; যেমন প্রকাশানন্দাদির হইয়াছিল; কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে তাহার আর নিস্তার নাই, কোন কালেই তাহার মঙ্গল হয় না। রামচন্দ্রপুরী বা রামভদ্র খাঁ প্রভৃতি কেবলমাত্র বিষ্ণুর চরণে অপরাধী ছিলেন না, অর্থাৎ কেবলমাত্র মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণে অপরাধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নিস্তার হয় নাই—স্বয়ং মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত তাঁহাদের মঙ্গল করিতে পারেন নাই। অভিসন্ধিত শুদ্ধভক্ত-বর্জ্জিত-দুঃসঙ্গ প্রাকৃত-সহজিয়াগণকেও তারতম্যবিচারে মায়াবাদিগণ অপেক্ষা ভাল বলা হইয়াছে। কিন্তু যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়া আচার্য্য ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধী, তাহাদের মঙ্গল নাই। এই সিদ্ধান্তই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
অন্য জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবেমাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে॥
( চৈঃ ভাঃ ম ২০।৪৪-১৪৫ )

সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষাও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অনন্তগুণে অধিকতর পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ড—

অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার চৈতেও অনন্ত দুরাচার॥
( চৈঃ ভাঃ ম ২০।১৪৬ )

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"সাধারণ মনুষ্যগণ তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলে প্রায়শ্চিত্ত-কালাবধি ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু নৈসর্গিক পাপিষ্ঠগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া—বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিয়া প্রতি-মুহূর্ত্তেই অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী হয়। তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা-হেতু তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করায়"।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে এ বিষয়ে বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল জীবপ্রভু মায়াবাদী অপেক্ষা ভাগবত সহজিয়াগণকে বরং ভাল বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবাপরাধীকে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মঘাতী বলিয়াছেন—

"অস্ত তাবৎ তত্ত্বক্যাভাসসংর্গো অপরাধরূপেণ দৃশ্য-মানোঽপাসৌ মহাপ্রভাবো দৃশ্যতে। যথা বিষ্ণুধর্মে ভগবন্মন্ত্রেণ কৃতনিজরক্ষ বিপ্রং প্রতি রাক্ষসবাক্যম্—

যদ্যস্ত যাদৃগঃ কিপ্তো রক্ষসা কৃতয়া ত্বয়া।
তৎসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্।
কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি যেন যাতাঃ পরাংগতিম্।
কিন্তুতাঃ সন্নমাসাদ্য নির্বেদঃ প্রাপিতঃ পরমিতি।

যথা বা বিষ্ণুধর্মান্তরাদাহৃতায়াঃ শ্রীভগবন্মন্দিরদীপতৈলং পিবত্যাঃ কস্যাশ্চিন্মূষিকায়া বৈষম্যতো মুখোদ্ভূতবর্তৌ দীপে সমুজ্জ্বলিতে সতি মুখদাহেন মরণাৎ রাজীত্বং প্রাপ্য দীপ-দানাদিলক্ষণ-ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্তিরত্বে পরমপদপ্রাপ্তিশ্চ। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে কৃতজন্মাষ্টমীকায়া দাস্যা দুঃসঙ্গেনাপি কস্যচিৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ। তথা চ বৃহন্নার-দীয়ে তাদৃশদুষ্টকার্য্যার্থমপি ভগবন্মন্দিরং মার্জয়িত্বা কশ্চিদ্দুষ্কৃতাৎ গতিমবাপ। মহীয়ানশ্বত্থ প্রদক্ষিণাদপি। যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্তে—

বিষয়ব্যামোহ-সংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
গর্ভবাসসহস্রেষু পচ্যতে পাপকৃত্তমঃ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৫১ সংখ্যা)

তত্ত্ব তত্ত্বক্যাভাসের কথা দূরে থাকুক, অপরাধরূপে আপাত প্রতীয়মান হইয়াও তত্ত্বক্যাভাসের মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়; যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে ভগবন্মন্ত্রে আত্মরক্ষাকারী কোন বিপ্রের প্রতি জনৈক রাক্ষসের উক্তি—

হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার অনুষ্ঠিত রক্ষামন্ত্র দ্বারা নিজে ক্ষিপ্ত (অস্থির) হইয়াছি এবং তৎসংস্পর্শে আমার মনে যথার্থই এই ভাব উপস্থিত হইয়াছে। সেই রক্ষামন্ত্র কি, তাহা জানি না এবং উহার মূল আধার কি, তাহাও জানি না, তথাপি উহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত নির্বেদ লাভ ঘটিয়াছে।

এইরূপ বিষ্ণুধর্মোত্তরাদিতেও উদাহৃত আছে যে, একদা একটি স্ত্রীমূষিক শ্রীভগবন্মন্দিরস্থ দীপের তৈলপান-কালে দীপবর্ত্তিকা মুখের দ্বারা টানিয়া তুলিতে গিয়া দীপটী বৈষম্যে সম্যগ্‌ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, উহার মুখদাহ-ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর সে রাজীত্ব লাভ করিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপদানাদি-লক্ষণময়ী ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে পরমপদ লাভ করিয়াছিল। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যেও উক্ত আছে যে, জন্মাষ্টমীব্রতকারিণী এক দাসীর (ঘুঘলীর) সহিত অসৎসঙ্গ-সত্ত্বেও এক ব্যক্তি জন্মাষ্টমীব্রতের ফল লাভ করিয়াছিল। বৃহন্নারদীয়েও এরূপ কথিত আছে যে, তাদৃশ দুষ্কর্মের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ভগবন্মন্দির মার্জন করিয়াও উত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ ফল কোথাও নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্তে—

বিষয়রাগযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্ম'—এরূপ উক্তি করে, সেই পাপাচারী সহস্রবার গর্ভবাস-যাতনার ভাজন হয়।

স্কন্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং—দ্বারকামাহাত্ম্যে—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রসত্তমৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে॥

স্কন্দ এবান্যত্র মার্কণ্ডেয়গরুড়সংবাদে,—

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখো নোপযাতি যঃ।
ন গৃহ্ণাতি হরিস্তস্য পূজাং বাসনবারিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ।
যেহিনন্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষয়তে হরিঃ॥

এবং বহুতরোপরাধান্তরাণ্যপি দৃশ্যন্তে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতদুর্নামা রাজ্ঞো ভগবদারাধনতৎপরস্যাপি বেণবৈষ্ণবনিন্দাকারিণস্তাবদেব কুক্কুরাদিযোনি-প্রাপ্তিরুক্তা।

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩ সংখ্যা)

স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদ-সংহিতা দ্বারকা-মাহাত্ম্যেও—

শত শত ব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয় শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে বিশ্বাত্মধারী শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না।

ঐ স্কন্দপুরাণে অন্যত্র মার্কণ্ডেয়-গরুড়-সংবাদে যথা—

যে ব্যক্তি দূর হইতে ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করে না, ভগবান্ শ্রীহরি তাহার মুখব্যাপিনী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবকে নমস্কার দ্বারা পূজা করে না, ভগবান্ শ্রীহরি সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষয় করেন না।

এইরূপ অন্যান্য অনেক অপরাধ দেখা যায়। বিষ্ণু-পুরাণেও এইরূপ কথিত আছে যে, শতধনু-নামক রাজা

ভগবদারাধনতৎপর হইলেও, সেব-বৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত স্বয় সম্ভাষণ-দোষে কুক্কুরাদি-যোনি লাভ করিয়াছিলেন।

মায়াবাদী—বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী; মায়াবাদী কেবলমাত্র কৃষ্ণের নিত্যবিগ্রহ না মানিয়া কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করেন নাই, পরন্তু কৃষ্ণের পার্ষদগণের নিত্যত্ব স্বীকার না করায় বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করিয়াছেন। এজন্য তাহাদের অপরাধের সীমা নাই। বিষয়ী প্রাকৃত-সহজিয়া বা মায়াপরাধী প্রাকৃত-সহজিয়াকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী মায়াবাদী হইতে বরং ভাল বলা হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী প্রাকৃত-সহজিয়া বা সাধু-নিন্দক মায়াপরাধী—ঘোরতর অপরাধী; মায়াবাদীর ন্যায় তাহারাও আত্মঘাতী।

কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া ও গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহী অপরাধ-ফলে এইরূপ দুর্বুদ্ধিতে উপনীত হয় যে, গুরু, বৈষ্ণব এবং গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি কেবল কথার কথা, ঐগুলি লোকের কোন-না-কোন জাগতিক স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যেই কল্পিত হইয়াছে; অতএব মায়াবাদী ও চালিয়াতি প্রভৃতির দ্বারা সাময়িক স্বার্থ-সাধন-কার্য্যই সত্য। সেব-কর্ত্তৃক মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ প্রচ্ছন্ন-বিচার জাত বা অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট থাকায় তাহারা বৈষ্ণব-বিদ্বেষকে অতি নগণ্য-ব্যাপার মনে করে। তাহাদের ধারণা—পৃথিবীতে বৈষ্ণব নাই, সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধও নাই। বৈষ্ণবাপরাধের ঐপ্রকার তুচ্ছত্ব—যাহা শাস্ত্রে দুষ্ট হয়, তাহা অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি-মাত্র! যাহারা বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের হৃদয় অপরাধের দ্বারা লৌহ-সদৃশ কঠিন, তাহাদের কোনদিন মঙ্গল লাভ হয় না, তাহারা আত্মঘাতী। গুরু-পরিত্যক্ত গুরু-নিন্দক রামচন্দ্রপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও নামাচার্য্যনিন্দক রামচন্দ্রখাঁর আদর্শে তাহারা আত্মহত্যাকেই বরণ করে। এইরূপ অধমতম অপরাধী হইতেও নিরপরাধ বিষয়ী তবু ভাল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "শরণাগতি"তে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥
এই দুই সঙ্গ নাথ না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥
বিষয়ি-হৃদয়ে যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভকতের কৃপায়॥
মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥
ভক্তির স্বরূপ, আর 'বিষয়' 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

বৈষ্ণবাপরাধী যে কৃষ্ণ বা গুরুদেবের সেবার অভিনয় —তাঁহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্তবাদির অভিনয় করিয়া থাকে, তাহাতে কৃষ্ণের অঙ্গে "বজ্র হানে।" বৈষ্ণবাপরাধী প্রাকৃত সহজিয়াগণ অন্তরে সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া বাহিরে কপটতা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদির অভিনয় করিয়া থাকে। এইরূপ কপট-বৈষ্ণবাপরাধী আরও অধমতর। কোন কোন কপট বৈষ্ণবাপরাধী সংবাদপত্রে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা ও নিন্দা প্রচার করিয়া ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎকালে মৌখিক আলাপাদি বা সম্ভাষণাদি করিয়া থাকে। এই সকল "বিষয়ভুক্তপরোমুখ" কপট বৈষ্ণবাপরাধিগণ অধমতম। ইহাদের কোন কালে নিস্তার নাই। এই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিগণ অনেক ভাল।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ যেন বুঝিতে ভুল না করেন যে, এই প্রবন্ধে ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী বা লম্পট, চোর, দস্যু প্রভৃতিকে কোন প্রকার সমর্থন করা হইয়াছে এবং এরূপ দুর্বুদ্ধিও যেন আমাদের না হয় —"রামচন্দ্রপুরী ও রামচন্দ্র খাঁ অপেক্ষা জগাই-মাধাই, ছোট হরিদাস, কৃষ্ণদাস বিপ্র প্রভৃতির আদর্শ যদি অপেক্ষাকৃত ভাল হয়, তবে আমরা মায়াবাদী না হইয়া ঐ সকল আদর্শে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী হইব, অথাপি কোনকালে আমাদের সুবিধা হইতে পারিবে!" যাহারা আকস্মিক ব্যাপারকে পূর্ব্ব-সঞ্চালিত ভোগোন্মুখ বিচারের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ঐরূপ অধম

অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত হইবে, তাহারা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী হইয়া অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে ও ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইবে; ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন যে, "যাহারা মনে করেন, 'আমরা অজামিলের আদর্শকে বরণ করিয়া ব্যভিচার ও লাম্পট্যের প্রথমপ্রধানপূর্ব্বক হরি নামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের সুবিধা করিয়া লইব, তাঁহারা নাম-বলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়ায় অধিকতর নামাপরাধী।" তদ্রূপ যাঁহারা মনে করেন যে, "আমরা বৈষ্ণবাপরাধী বা নামাপরাধী না হইয়া দাম্ভিক-সন্ন্যাসী, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী ও চোর, দস্যু, লম্পট হইব এবং পরে কোনদিন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে নিষ্কপটে হরিভজন করিব", তাঁহারাও নাম-বলে পাপে প্রবৃত্ত হন বলিয়া অধিকতর নামাপরাধী। এই দুরারোগ্য অপরাধ যাহাতে কোনক্রমে অজ্ঞাতসারেও আমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সর্ব্বক্ষণ কৃপা-প্রার্থী থাকিতে হইবে। ঐরূপ কপট অপরাধীর হৃদয়ে কোন দিন নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না, তাহা বজ্র-সদৃশ কঠিন হইয়া যায়।

এই প্রবন্ধে বা শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণে, কিম্বা শাস্ত্রের বাণীতে পাপ ও ব্যভিচারকে বিন্দুমাত্রও কোনরূপে সমর্থন করা হয় নাই, কেবলমাত্র ইহা হৃদয়ে বিশেষভাবে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, স্ত্রী-সঙ্গ, মদ্যপান, চৌর্য্য-প্রভৃতি পাপ—জঘন্যতম। সেই-প্রকার জঘন্যতম পাপ হইতেও নামাপরাধ অধিকতর অমঙ্গলকর। ইহাদ্বারা যেন কেহ কোনরূপে না বুঝেন যে, ভগবদ্ভক্তগণ ব্যভিচারাদি পাপের প্রশংসা করেন। ভক্তগণ পাপ, পুণ্য ও মোক্ষ—এই তিনটিকে সমানচক্ষে দেখেন।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

অর্থাৎ নারায়ণপর ভক্তগণ স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী; এজন্য তাঁহারা কিছুতেই ভীত হন না।

---

# শ্রীগৌড়ীয়মঠে কাঁহারা নিত্য বাস করিতে পারেন?

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাসের অভিনয়কারী কোন এক ব্যক্তি কতকটা রহস্যচ্ছলে বলিতেছিলেন যে, কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম ও প্রতিষ্ঠাই অধিক। শ্রীচৈতন্যমঠকে বিশেষ কেহ চিনেন না। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার ভজন-কুটীরের অলিন্দে শ্রীমালিকায় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য ব্যতীত গৌড়ীয়ত্ব থাকিতে পারে না। আবার গৌড়ীয়ের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের সেবা হয় না। শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগ বলিয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাহাত্ম্য। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে গৌড়ীয়ের স্বতন্ত্র বিচার আসিলে তাহাকে আর গৌড়ীয় বলা যাইবে না। ভগবান্ হইতে ভক্ত, শ্রীচৈতন্য হইতে গৌড়ীয় বড়; কিন্তু গৌড়ীয় যদি মনে করেন, আমি শ্রীচৈতন্যকে বড় করিয়াছি বা শ্রীচৈতন্য আমা হইতে ছোট, শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্য্য হইতে আমার ঐশ্বর্য্য অধিক, তাহা হইলে তিনি আর গৌড়ীয় অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনকারী থাকিতে পারেন না। গৌড়ীয়ের কৃত্য—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা-কীর্ত্তন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃত্য—শ্রীচৈতন্যমঠের গুণ-কীর্ত্তন—বৈভব-বিস্তার। শ্রীচৈতন্যমঠের বৈভবকে সঙ্কুচিত করিয়া যদি শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য-বিস্তারের চেষ্টা হয়, তবে উহা কলির প্রভাবের অন্যতম চেষ্টা হইবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই রহস্যগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া তখন হৃদয়ের এক মহা-সমস্যার ভঞ্জন হইয়াছিল। কিন্তু যে-ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ এই কথাগুলি শুনিয়া শুকাইয়া গেল। তিনি যেন গৌড়ীয়মঠের নাম ও প্রতিষ্ঠা বলিতে নিজের নাম ও প্রতিষ্ঠাকেই উহার সহিত একীভূত করিয়াছিলেন। তদুত্তরে এত নিষ্ঠাভক্ত-কথা শুনিতে হইবে,—ইহা তিনি

করনাথও আনেন নাই ; আর সিদ্ধান্তের ধারও তিনি বেশী ধারিতেন না। সিদ্ধান্ত শুনিলেই উহা অনাবশ্যক শুষ্ক প্রলপ বলিয়া তাঁহার মনে হইত এবং 'সিদ্ধান্ত' শব্দটী শুনিলে তাঁহার মস্তক পীড়ার উদয় হইত।

গৌড়ীয়ের ৩য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্রের 'গৌড়ীয়'-সংবাদপত্রে শ্রীল প্রভুপাদ "গৌড়ীয়-হাসপাতাল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠকে 'গৌড়ীয় হাসপাতাল' আখ্যা দিয়াছিলেন। আর ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে চৈত্রের "গৌড়ীয়ে" শ্রীল প্রভুপাদ "মঠ কি ?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত-স্বরূপ ও তাঁহাদের অধিবাসিগণের যোগ্যতা নির্ণীত হইয়াছে এবং কর্ম্মি-মঠ, জ্ঞানি-মঠ ও অন্যাভিলাষিগণের মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ "গৌড়ীয়-হাসপাতাল" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"এই ভবরোগ-চিকিৎসার হাসপাতালে আমরা অনেক-গুলি রোগী পাইয়াছি। রোগিগণের লক্ষণ না বলিলে হাসপাতালের চিকিৎসা-প্রণালী বুঝা যাইবে না। বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে লক্ষণ ধরিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ভবরোগ-চিকিৎসায়ও সেই পথ। তবে ঔষধ-দাতা ভবরোগে মুক্তভোগী হইলেও সম্প্রতি চিকিৎসা-প্রভাবে তত্তদ্ ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত ও ব্যাধি-মোচনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই নিজ অভিজ্ঞতার ফল সকলকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিতে প্রস্তুত। * এখানকার ঔষধ জড়পদার্থ নহে এবং ডাইলিউশন-শালীতে প্রস্তুত নহে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেরূপ প্র্যাক্টিক্যাল চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, গৌড়ীয়মঠ হাসপাতালেও সেই সকল পদ্ধতি ন্যূনাধিক গৃহীত হইবে।"

"মঠ কি ?" নামক প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"যেখানে শুদ্ধজ্ঞান লাভের জন্য জীবগণ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন, সেই স্থানকে 'মঠ' কহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, বনবাস—সাত্ত্বিক, গ্রামবাস—রাজস, ক্রীড়াগৃহ বা আখ্‌ড়াবাড়ী—তামস এবং ভগবদ্‌গৃহ—নির্গুণ। দেবালয় ও ভ্রমণগণের আবাসস্থলী-ভেদে কর্ম্মি-মঠ বিবিধ ; ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধমঠে বাস করায় 'দেবশর্ম্মা' এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ 'শ্রমণ' শব্দে অভিহিত হইতেন। কর্ম্মি-সন্ন্যাসিগণ নানাস্থানে ভ্রমণ-পরায়ণ হওয়ায় তাঁহাদের বহুবীশ্বরবাদের দেবমন্দিরগুলি ক্রমশঃই অনাদৃত হইয়া কালের করালগর্ভে নিপতিত হয়। সেইকালে নৈরীশ্বরবাদি-গণের নালন্দমঠাদি বহু নাস্তিক ছাত্রের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার প্রচারিত মত সংরক্ষণের জন্য চারিটী মঠ স্থাপন করেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের মঠ ব্যতীত ভক্তিপথের কতিপয় প্রাচীন মঠ অদ্যাপি বেদের উপাসনা-কাণ্ডের কীর্ত্তি বহন করিতেছে। (পেরেম্বেদুর, শ্রীরঙ্গম, পুরুষোত্তম প্রভৃতি স্থানে) শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-মঠসমূহ, উড়ুপস্থ এবং তদ্ভিন্ন শ্রীমাধ্বমঠ-সমূহ, পঞ্চনদ প্রদেশের কাহ্নরে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মঠ, (নিম্বগ্রাম, সলিমাবাদ প্রভৃতিতে) শ্রীনিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের কতিপয় মঠ আজও বৈদিক মত পোষণ-উদ্দেশে ভজনকারীর আশ্রয়রূপে সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণের ত্রিবৃদ্ধাবস্থিত শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের মঠত্রয় ; বৈদেশিক বৈরিতায় ক্ষুণ্ণ হইলেও পূর্ব্বসমুদ্রোপকূলে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত-শাখার শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত-শাখার গদাযাত্রা-মঠ, শ্রীশ্যামানন্দ-শাখার কুঞ্জমঠ প্রভৃতি পূর্ব্ব গৌরবের দীপসমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে। মঠসমূহের বৈধিক-গৌরব, শাস্ত্রীয় গৌরব, আনুষ্ঠানিক গৌরব ন্যূনাধিক বিপন্ন হইলেও প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইলেও মঠের নাম-মাত্র কালের সাগরে একেবারে ভাসিয়া যায় নাই। গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ গৌড়ীয়ের মুখপত্রে কতিপয় মঠাদির বিবরণ পাঠ করিয়া থাকেন। যাহাতে প্রাচীন মঠ-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভু-প্রচারিত শিক্ষামন্দির-সমূহের বিজয়-বৈজয়ন্তী পুনরায় শোভিত হইতে পারে, তৎপক্ষে নির্ব্বিদ্নীক (নিষ্কপট) সাধুগণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

ভক্তিমঠের অধিবাসিগণ কিছু পণ্যদ্রব্য-বিক্রেতা বিপণিপতি নহেন, তাঁহারা ঠিকাদার বা

* 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বা গৌড়ীয়মঠের অধিবাসীর তরফ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন।

চুক্তিদার নহেন, তাঁহারা ভূতভাষ্যাপক নহেন, তাঁহারা পুস্তক-বিক্রেতা নহেন, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী আত্মীয়-স্বজনের পরিপোষ্টা নহেন; তাঁহাদের অর্জ্জনের বৃত্তি ভিক্ষা এবং সেই ভিক্ষাদ্বারা তাঁহারা নিজের উদরভরণ, আত্মীয়-স্বজনের উদরভরণ, বিলাস-সৌষ্ঠবের ব্যয়-নির্ব্বাহ প্রভৃতি হরিভজনের প্রতিকূল-কার্য্যে কোন অর্থই ব্যয় করেন না। বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি মঠবাসী হইলেও তাঁহারা মঠসেবার ভিক্ষা-লব্ধ অর্থ অবান্তর-কার্য্যে ব্যয়ের পক্ষপাতী নহেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নানাপ্রকার শ্রম-লব্ধ অর্জ্জিত অর্থ মঠের সেবা-কার্য্যেই ব্যয়িত হইতেছে। মঠের আনুকূল্য-দাতৃবর্গের এইরূপ বিচার হওয়া কর্ত্তব্য যে, মঠসেবকগণ অনেকেই সর্ব্বস্ব এবং কেহ কেহ কায়মনোবাক্যের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশেই হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের নিকট হইতে আংশিক আনুকূল্য গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। আনুকূল্যদাতৃগণ মঠকে দোকান এবং মঠসেবকগণকে তাহাদের ঠিকাদার বা ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া সত্য সত্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবোদ্দেশে হরিসেবার সাহায্য করেন,—ইহাই প্রার্থনা।"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার কিরূপ অভিলষিত আদর্শে শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরিচালিত হইবেন, তাহা অলিখিত প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত সেবক, প্রকৃত রক্ষক ও প্রকৃত অধিবাসী যিনি হইবেন, তিনি ঐরূপ আদর্শেই চলিবেন। ঐরূপ আদর্শ আচরণ না থাকিলে পূর্ব্বে ও পশ্চাতে কএক মাইলব্যাপী উপাধি অথবা তৎপ্রকৃতি প্রশংসাপত্র থাকিলেও জানিতে হইবে, উহা কেবল তাঁহার কর্ম্মবীরত্বের প্রশংসামূলে শুষ্ক-বৈষ্ণবগণের বঞ্চনা।

শ্রীল প্রভুপাদ মানভূম নিরদাচটিতে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র এক অগ্নিময়ী বক্তৃতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত সেবকগণের ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অন্যান্য অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানি-মঠ বা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্যের কথা এইরূপ জানাইয়াছিলেন—

"আমরা মনে করি,—'আয় চায়, আয় চায়, আমার বাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে চাঁদ'—এইরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় মুক্তি ভগবদ্ভক্তির কথা। বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু ন্যাশনল রক্ত—'গৌড়ীয় পত্র' ও 'গৌড়ীয়মঠ'। বাহ্য-দর্শনে অন্য লোক হইতে suck up করা—ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক—বুঝুক—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক। ...

গৌড়ীয়মঠ বল্‌ছেন—এসকল ভণ্ডকে Indian Penal code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলায় এ শিক্ষা দিয়াছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীদাতার নিকট হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা ক'রেছিল। সেই হরিদাসের উপর বিধাতার death sentence ব্যবস্থাপিত হ'য়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি—কৌপীন সেবার প্রতিষ্ঠার সহিত গোপনে কপটতা-ধর্ম্মবলে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি যা'র, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তা'র দ্বার দাদা—চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ দর্শন করেন না—তা'র শাস্তি নদীতে ডুবে মরা—

"প্রকৃতি দর্শন যেবা ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নাম দিয়ে যে রাইকানুর গান হ'চ্ছে, গৌড়ীয়মঠ তা'র বিরুদ্ধে প্রচারক, কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধ গীতিতে নিজ-মঙ্গল-সাধনাই মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠানুক্ত বদ্ধজীবকে কখনই পাপমুক্ত সদাশিবের পান-যোগ্য কালকূট পান কর্‌তে যেতে দিবেন না। এটা দেখ্‌তে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ জীবকে ওরূপভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধজীবের রুচির অনুকূল প্রেয় জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তা'দের ভীষণ হিংসা কর্‌বার পক্ষপাতী ন'ন। রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে অপ্রিয় হ'য়েও গৌড়ীয়মঠ রোগিকুলের পরিণামে মঙ্গল দেখছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠা-ত্যাগ—

এখানে কত বড় পরোপকার-প্রবৃত্তি—বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝ্‌বে না।

গৌড়ীয় মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে, পারমার্থিকগণ বিচার কর্‌বেন। তাঁ'রা (গৌড়ীয়মঠের প্রকৃত সেবকগণ) জগতের নাক নাক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের তরে ভীত নহেন—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্য-লাম্পট্য প্রশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত নহেন। তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না। তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণবস্তু—চেতনবস্তু চৈতন্যদেবকে সর্ব্বতোভাবে প্রদান কর্‌তে চান। তাঁ'রা বলেন,—যা'র কাছে যে কিছু-সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণে ডালি দাও। যা'রা যা'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয়মঠ তা'দিগ্‌কে ভগবৎপাদপদ্মের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন। • • গৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন-প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যার যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা কর্‌ছেন। Stipend-seeker পুরুৎ-শ্রেণী—গুরুক্রবশ্রেণীর মত নিজে খাব-দাব, আর কতকগুলি মরণশীল আত্মীয়-স্বজন মায়াদাসীর ব্যভিচার-লাম্পট্য ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রশ্রয় দিব, এজন্য গৌড়ীয়মঠ এক কাণাকড়ি কখনও সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা'র শেষ পাইপর্য্যন্ত জগতের (আত্মিজন ভোগপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় বাধা দিবার জন্য ব্যয়িত হয়।"—( বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ৮১-৯৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী গৌড়ীয়-মঠের কোন সেবককে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ১৩।২ বহুরূপের ৬ই শ্রাবণ এইরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"লোকের অনুগ্রহের উপর পুরী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই পুরী মঠ প্রতিষ্ঠিত। ভোগীর ইন্দ্রিয়ের যোগান' ও জ্ঞানীর বিষয়-বিমুগ্ধ-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের পুরীমঠ স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্যই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরি-সেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে। কেবল দুই একটী টাকা দিয়া পুরীমঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে। কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানীর জ্ঞানের আভিজাত্যের মূল্য অক-কপর্দ্দক মাত্র। মায়াবাদীর ত্যাগোন্মাদ ও ভোগীর ভোগ্য দেওয়া কথায় যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবায় মঠের সেবা করিবে, অন্যথা

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

—শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অনুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পর-জগতে ভগবদ্ধামে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। • • আমার মূঢ় ইন্দ্রিয়-তাড়নায় পুরী মঠ করিতে দিয়াছিল। উহার ফল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুস্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। • • হরি-প্রপন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট, নতুবা আমাদের বন্ধুবর্গের (শিক্ষাভিমানিগণের) মধ্যেও অনেকেই ভোগ প্রাবাল্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়।"—প্রভুপাদের পত্রাবলী ৫ম খণ্ড ৬৯-৭১ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল বাণীর মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। ইহা আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রায় ১৭ বৎসরকাল শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন প্রকার সেবক • সেবকসম্ভ ব্যক্তিগণের আচরণ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি যে, বিন্দুমাত্রও অন্যাভিলাষ থাকিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিত্য অধিবাসী থাকিতে পারা যায় না, আপাত-রম্য অন্যাভিলাষ দূষিত রোগের ন্যায় একদিন-না-একদিন ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। সেই অন্যাভিলাষের তাড়নায় সারস্বত-শ্রবণ-সদনে অধিক

• বর্ত্তমানে মঠ হইতে পলায়িত গুরুদ্রোহি দলে যোগদান করিয়াছে।

দিন আত্মগোপন করিয়া থাকা যায় না। আমরা কত লোক মঠবাসের ছলনা করিয়া গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইলাম, আবার কত লোক কোন্ স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, আবার কতকগুলি লোক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অভাভিলাষ-শূন্যের ভাড়াটিয়া হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাদের অভিনয় করিলাম, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল পর্য্যন্ত কত গুরু-সেবা করিবার অভিনয় করিলাম, মঠবাসী বলিয়া পরিচয় দিলাম; কিন্তু যৎসর্ষা-তাড়নায় বিক্ষিপ্ত হইয়া 'পলায় ছুরত কলি পড়িয়া বিভাটে'—এই বাক্যের ধ্বজা উড়াইয়া নিত্য মঠসেবা পরিত্যাগ করিলাম! মঠবাস ও মঠসেবা যদি নিত্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে আমরা কি তুচ্ছ ভোগ, মোক্ষ বা শাস্তিভয়ের ভয়ে বা ক্ষণিক প্রাণের ভয়েও অন্যত্র পলাইয়া যাইতে পারি? মঠ-সেবার নিত্যত্ব-বোধের অভাবেই মঠ পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয়। কামকর্ণের বীজ হৃদয়ে থাকিলে আমরা নিত্য-শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ও তদনুগ নিত্য-গৌড়ীয় মঠবাসী থাকিতে পারি না। এই জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ "ন কামকর্ণবীজানাং মম চেতসি সম্ভবঃ" (ভাঃ ১১।১।৫০) শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"কামকর্ণের বীজ অঙ্কুরিত হইলেই প্রথমে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হয়। যিনি প্রাপঞ্চিক অহিন্দ্রিয়বিলাসের ক্রীড়া-পুত্তলি না হইয়া বাসুদেবের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিরত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠে নিরন্তর বাস্তব্য-স্থাপনের জন্য সচেষ্ট, তিনিই ভাগবতোত্তম। ভক্তিমঠবাসীর কামনা-তাড়িত হইয়া ইতর-প্রবৃত্তি থাকার সম্ভাবনা নাই। কেননা, তাহার চিত্ত বৃন্দাবনীয় ভজন-লীলায় সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ইহাই একমাত্র বাসুদেবাশ্রিত মঠবাসীদের সম্ভব। তাঁহারাই ভাগবতোত্তম হইতে পারেন। গৃহস্থ-জীবনেও শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান সম্ভবপর। ঠাকুর নরোত্তমের 'গৃহে বা বনেতে থাকে'—এই বিচারানুসরণে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় যে-সকল বৈষ্ণব-জন আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিষ্ণু-মায়াশ্রিত গৃহব্রত না হইয়া বাসুদেবৈকনিষ্ঠ কাম-কর্ণবীজোৎপাটনে সমর্থ হন। কামকর্ণবীজোৎপাটনে সমর্থ না হইলে তাহাদেরও মহাভাগবত হইবার অধিকার নাই।"—(গৌড়ীয়ভাষ্য ভাঃ ১১।২।৪০)।

"একমাত্র বাসুদেবাশ্রিত মঠবাসীতেই চিত্ত বৃন্দাবনীয় ভজন-লীলার সর্ব্বদা উন্মুখ"—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী বিশুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত বিষয়-বিগ্রহ বাসুদেবকেই লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু যাহারা একল বাসুদেবের পক্ষপাতী, তাহারা ভণ্ড, কেন না,—"এক মানি, আর না মানি এই মত ভণ্ড।" বিষয়-বিগ্রহ সর্ব্বদাই আশ্রয়বিগ্রহান্বিত। যাহারা আশ্রয়-বিগ্রহ অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষাগুরু ও বৈষ্ণবকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-বিগ্রহের সেবকাভিমানকারী, সেই সকল ভাক্তিক ভণ্ড ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা কোটিকণ্ঠে কোটি কোটিবার কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রায় ১৩।১৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলি,—আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শিক্ষাকল্প-রোগগ্রস্ত মঠবাসীর অভিনয়কারী অনেককে শিক্ষাদান-কল্পে প্রসাদাদি-সেবনকালে রহস্যচ্ছলে বলিতেন—"আহা! শ্রীল প্রভুপাদের কি পরম করুণা! ঠিক সময় মত নিশ্চিন্তায় নির্জ্জীবনায় মহাপ্রসাদ সম্মানের ব্যবস্থা! এই সুখ ছাড়িয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেও আমি অন্যত্র যাইব না।"

এই রহস্যগর্ভা উক্তির দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেব একদিকে জানাইতেন যে, যাহারা অন্যাভিলাষের সহিত মঠবাসের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভাব হইলেই মঠ ত্যাগ করিবেন। আর একদিকে জানাইতেন—যিনি সত্যসত্যই বিষয়ী অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট-ভোজী, বিক্রীত পশুর ন্যায় শরণাগত এবং সেই সেবানন্দে সুখী, তাঁহাকে মঠ হইতে কেহ তাড়াইতে পারে না, বা তিনি মঠ হইতে কখনও অন্যত্র পলাইয়া যান না। যাঁহারা মঠ হইতে অন্যত্র পলায়ন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কলির চর ও ভবরোগে পীড়িত। গৌড়ীয়-হাসপাতালের চিকিৎসা তাহাদের নিকট বড়ই তীব্র মনে হয়।

আদর্শ গৃহস্থ মঠবাসী সর্ব্বস্বসমর্পিতাত্মা শ্রীবাসুদেবাশ্রিত শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভু অনেক সময় বলিতেন,—"আমার পুরুষ আজ্ঞা আছে, আমাদের স্থান আছে—এই বোধ থাকিলেই মঠের সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার

পিপাসা হয়।" সত্যসত্যই এইরূপ শরণাগত গৃহস্থই এই কথা বলিতে পারেন। যে সকল গৃহস্থ অভ্যাগত বা অতিথির ন্যায় মঠে আসেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ মঠাত্ম-বোধ হইতে পারে না। বাস্তবোন্মুখিত না হইলে মঠাত্ম-বোধ স্বরূপ-বৃত্তিতে উদ্ভূত হয় না। অভ্যাভিলাষী ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠকে ইট, পাটকেল বা ইটালীর শ্বেত-পাথরের স্তূপ, দ্বিতীয় কীর্তি-স্তম্ভ, নিজের বাহাদুরীর পতাকা বা বিষয়-সম্পত্তিরূপে হিরণ্যাক্ষ বা হিরণ্যকশিপুর চক্ষুতে যে স্থূল দর্শন করেন, তাহাতে নিত্য শ্রীচৈতন্যমঠাদির শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাশ্বতাসনে বাস হয় না। একমাত্র বাস্তবোন্মুখিত হইলেই ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর আসনে নিত্য-বসতি সম্ভব হইতে পারে।

---

# গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

[ গত ১৯শে মাঘ ( ১৩৪৮ ) ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গীতার ক্লাসের ছাত্রগণের পরিপ্রশ্নে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-কর্তৃক শ্রৌত-প্রমাণ ও যুক্তিমূলে উত্তর ]

প্রশ্ন—ব্রহ্মকে কি কেহ দেখিয়াছেন ?

উত্তর—'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে—ভগবান্। তিনি নির্গুণ হইয়াও সবিশেষ অর্থাৎ অপ্রাকৃত-গুণবান্। সেই ব্রহ্ম যখন পূর্ণ শরণাগত ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই ব্রহ্মের কৃপায় জীব ব্রহ্মকে দেখিতে পান।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
( মুণ্ডক ৩।২, কঠ ২।২৩ )

নারদ, ব্যাস, শুক, পরীক্ষিৎ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, পৃথু, বলি, যজ্ঞপত্নীগণ, ব্রজগোপীগণ, মহিষীগণ, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি একান্ত শরণাগত ভগবদ্ভক্তগণ পরব্রহ্মকে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীনারদের শিষ্য শ্রীব্যাস গুরুদেবের আনুগত্যে ভক্তিযোগ-প্রভাবে সমাধিস্থ চিত্তে সেই পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
( ভাঃ ১।৭।৪ )

একমাত্র ভগবৎকৃপালেশের দ্বারাই ভগবদ্দর্শন সম্ভব, অন্য উপায়ে নহে। সেই ভগবৎকৃপা আবার ভগবানের সেবামুখে লাভ হয়। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ ও ভগবদ্ধর্ম-অনুশীলনের নামই 'সেবা'।

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে আত্মদৃগ্ভক্তসংশ্রয়ঃ।
ভূয়স্তং ভগবানস্য নিত্যযা আত্মবীশ্বরঃ॥
( ভাঃ ৪।২৯।৩৮ )

হে রাজর্ষে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ ও ভগবদ্ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, শ্রীঅচ্যুতের কথা-আশ্রয়কারী সেই ভক্তিযোগ অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি অল্পকাল-মধ্যেই তাহাতে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ॥
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
যং পশ্যন্তোঽপি পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥
( ভাঃ ৪।৩।২১-২৪ )

প্রজাপতিগণেরও পতি সাক্ষাৎ পরমৈশ্বর্যশালী ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিসকল, ঊর্ধ্বরেতা সনকাদি মুনিগণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ ও আমার ( বক্তা নারদ ) ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মবাদী পুরুষসকল ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সর্বক্ষণ সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করিয়াও অদ্যাপি দর্শন করিতে পারেন নাই।

এখানে শ্রীনারদ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিজে ভগবদ্দর্শন করেন নাই বলিতেছেন। বস্তুতঃ যিনি ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কখনও আপনাকে "ভগবানের দ্রষ্টা" বলেন না। আধুনিক-কালে কেহ কেহ পরমহংসের কাচ কাটিয়া বলিয়াছেন "আমি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছি ও অন্য লোককেও ভগবদ্দর্শন

করাইতে পারি।" কিন্তু নারদের ন্যায় পরমহংস-মুকুট-মৌলি নিত্যভগবৎপার্ষদ যিনি অনুক্ষণ ভগবদ্গুণকীর্ত্তন সেবার দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন করিতেছেন, তিনি বলেন যে, "আমি ভগবানের দর্শন পাই নাই।" ইহাই প্রেমিকের স্বভাব। সেবাই প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্দর্শন।

আমাদের শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—

শ্রীহরিনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার দুই একই জানিবেন। ( পত্রাবলী ৭ম খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা। )

গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা ব্যতীত ভগবদ্দর্শনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মদ্রোহ বলিয়া জানাইয়াছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি—কৃষ্ণদাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥

( চৈঃ চঃ অ ২০।৪৭,৪৮ )

শ্রীবিল্বমঙ্গল "কদাহং পদং মুলোমে" বা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী "হে মথুরানাথ! "কদাবলোক্যসে" অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, কবে তোমার দর্শন পাইব প্রভৃতি বাক্যে কৃষ্ণকে অনুক্ষণ সম্পূর্ণভাবে দর্শন করিয়াও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সেবা করিয়াও অধিকতর সেবা-লোলুপের গাঢ়তার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন।

প্রশ্ন—অবতার কাহাকে বলে?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব-কার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা সেবশায়ী প্রভৃতি তত্ত্বেকাত্মরূপ ও বসুদেবাদি ভক্তের দ্বারা অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইলে তাহাকে "অবতার" বলে। অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চাতীত বস্তুর প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার।

পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
যাবাভাসেন বাবিঃস্যুরবতারাস্তথা স্মৃতাঃ॥
(লঘুভাগবতামৃতে অবতার-লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম সংখ্যায়)

অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ।

( শ্রীবলদেব-কৃত-টীকা )

প্রশ্ন—অবতার কি Personality না idea?

উত্তর—'অবতার' শব্দটিই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। যাহা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছায় অবতরণ করেন, তাহা idea বা ভাবমাত্র হইতে পারে না, তাহা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। "আত্মা বিগ্রহবান্ তনুং ধাম্" ( মুণ্ডক ৩।১।৩, কঠ ২।২।৩ ) এই শ্রুতিসিদ্ধ সেই পরব্রহ্ম স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ স্বেচ্ছায় প্রকট ও বিস্তার করেন, ইহাই প্রমাণ করিতেছেন। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অবতার-লীলা প্রকাশ করিয়া আপনাকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মের আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।
( গীঃ ৭।২৪ )

অর্থাৎ যাহারা মনে করে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ, কার্য্যতঃ ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছি, তাহারা নির্ব্বোধ; যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয় পরম নিত্য-বিশেষ-স্বরূপকে অবগত হয় না।

ভগবদ্বস্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে জীবের মত দেহধর্ম্মযুক্ত হইবেন,—এইরূপ অনুমান ও আশঙ্কা করিয়া অনন্ত কল্যাণগুণাত্মক লীলা-পুরুষোত্তমকে "অব্যক্ত ভাববিশেষ" বলিয়া স্থাপন করিতে যাহারা চেষ্টা করেন, তাহারা মূঢ়, —ইহাই শ্রীগীতা বলিতেছেন। যে নিত্যনাম-রূপ-গুণ লীলা পরিকরবৈশিষ্ট্যময় ভগবান্ নিত্যধামে নিত্যস্বরূপে বিরাজ করেন, সেই নিত্যস্বরূপই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে যুগপৎ প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় প্রকাশিত। অপ্রকট-লীলায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ তাঁহার নিত্য স্বরূপের সেবা করেন, আর প্রকট-লীলায় তিনি যে নিত্য-অবতারমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভক্তগণ তাঁহার সেই নিত্য অবতারস্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব নিত্যধামে তাঁহার স্বরূপ যেরূপ নিত্যব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বরূপও সেইরূপ নিত্যব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অপ্রাকৃত।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র ইহাদের কি রক্তমাংসের শরীর?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারী ও বিষ্ণুর অবতারগণের শরীর অপ্রাকৃত, উহা রক্তমাংসের নহে বা

মাতা-পিতার শোণিত বা চরমধাতু-সংযোগে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই তিনি তাঁহার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নানা অলঙ্কার-বিভূষিত ও পীতবস্ত্র-পরিহিত রূপ প্রদর্শন করিয়া তিনি যে প্রাকৃত শিশু নহেন, তাহা ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ ব্যক্তিগণের অন্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কোন রক্তমাংসের শিশু বা মাতা-পিতা হইতে জাত প্রাকৃত শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বস্ত্র বা অলঙ্কার-পরিহিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না বা জন্মিবা-মাত্রই তত্ত্বকথা উপদেশ করিতে পারে না। কেবল বাৎসল্যরস-প্রকাশের জন্য অজ ভগবান্ জন্মলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। জন্ম-লীলা প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহার শরীর রক্তমাংসের নহে। ভগবানের শরীর ও শরীরী ভগবান্ পৃথক নহেন। জীবের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"। অর্থাৎ পরমেশ্বরের দেহ ও দেহীতে কখনও ভেদ নাই।

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবানের বাণীতে দেখিতে পাই—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
(গীতা ৪।৯)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
(গীতা ৯।১১)

প্রশ্ন—কৃষ্ণের যে জরাব্যাধের বাণে আহত হইয়া সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় দেহত্যাগের কথা আছে, কৃষ্ণের দেহ রক্তমাংসের না হইলে, তাহা সংঘটিত হয় কি প্রকারে?

উত্তর—এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন।

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চাত্মে
সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥
(ভাঃ ১১।৩১।১১)

হে রাজন্! নটপুরুষ যেরূপ স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গাদি লীলার অভিনয় করে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদিকুলে আবির্ভাব-তিরোভাব চেষ্টাও তাদৃশ মায়াবিনয়মাত্র জানিবে। বস্তুতঃ সেই পরমপুরুষ স্বয়ং এই জগতের সৃষ্টিপূর্ব্বক অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিয়া থাকেন, পুনরায় প্রলয়কালে আত্মমধ্যেই তাহার সংহারপূর্ব্বক স্বীয় মহিম-বলে শান্ত-ভাবে অবস্থান করেন।

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাক্রান্দনস্তরণয়ঃ পরমাস্ত্রযুক্তম্।
বিপ্রোঽভ্যযাচত কলত্রকমণীপমন্যাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্ পরমঃ সমেহম্॥
(ভাঃ ১১।৩০।১২)

যিনি যমলোকনীত গুরুপুত্রকে সশরীরে পুনরায় পিতৃমাতৃ-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, যে শরণাগতরক্ষক ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, যিনি সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যিনি ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে অসমর্থ কি?

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবায়ে-
ধনন্যহেতুর্ধমনেধনক্তিযুক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥
(ভাঃ ১১।৩১। ৩)

যদিও অনেকশক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কার্য্যে নিরপেক্ষ-কারণ-স্বরূপ, তথাপি এই মর্ত্ত্যদেহের কোন আবশ্যকতা নাই, আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতিই প্রকৃষ্ট, ইহা প্রদর্শনের জন্য যাদবকুল সংহারের পর মর্ত্ত্যলোকে নিজ বিগ্রহ অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না।

অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ উক্ত হয়—

অজাতো জাতবদ্বিষ্ণুরমৃতস্তথা।
মায়য়া মর্ত্যবদ্রাজন্নজ্ঞানং মোহনায় চ॥
(ব্রহ্মপুরাণ-বাক্য)

অর্থাৎ অজ ব্যক্তিগণকে মায়া দ্বারা মোহনের জন্য

অজ বিষ্ণু জাতবৎ ও অমৃত বিষ্ণু মৃতবৎ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—বেদকে বিশ্বাস করিব কেন?

উত্তর—বেদ শব্দ-প্রমাণ-শিরোমণি। শব্দ-প্রমাণ স্বীকার না করিলে আমাদের কোন কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। পুত্র যদি মাতাকে বলে, "অমুক যে আমার পিতা, তাহা আমি তোমার কথায় মানিয়া লইব কেন? তাহা হইলে পুত্র কি কেবল নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা নিজ পিতা নির্ণয় করিতে পারে? পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্ধান শ্রুতি-মাতাই প্রদান করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ। স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে 'মানিব কেন'? —এইরূপ তর্কের অন্তর্গত করা যায় না। আমরা এজগতের অন্য-শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলিকেও স্বীকার করি।

প্রশ্ন—বেদ কি মানুষের লিপিবদ্ধ পুস্তক নহে?

উত্তর—শ্রুতি অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত। ইহার কোন কর্ত্তা নাই। অনাদিকাল হইতে শ্রুত বলিয়াই ইহার নাম শ্রুতি। কোন পুরুষ-কৃত হইলে ইহার 'শ্রুতি' নামের পরিবর্ত্তে 'কৃতি' নাম হইত। অতএব বেদ কোন মানুষের দ্বারা রচিত পুস্তক নহে।

প্রশ্ন—ষড়্দার্শনিকগণ তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্র রচনার ন্যায় কি বেদ রচনা করেন নাই?

উত্তর—বেদ ষড়্দার্শনিকগণের রচিত নহে। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সাংখ্যকার, যোগসূত্রকার, পূর্ব্বমীমাংসক ও বৈয়াসিক—এই ছয়জন পরস্পর বিরুদ্ধবাদী। বেদ কোন এক পুরুষের রচিত হইলে, তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়ের কারণ অবিদ্যার প্রভুত্ব থাকিত, সুতরাং তাহা জীবকে মোক্ষরূপ পরমার্থের বা নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহের সাক্ষাৎকার লাভের সন্ধান দিতে পারিতেন না।

প্রশ্ন—তাহা হইলে কি বেদ পরমেশ্বরের রচিত?

উত্তর—বেদ পরমেশ্বর-কৃতও নহেন,—ইহা "অপৌরুষেয়"। মীমাংসক, সাংখ্যকার ও বৈয়াসিক—এই তিনজনেই বেদ ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই মত প্রতিপক্ষের তর্কবলে পরাভূত হইয়াছে। 'নৈয়ায়িক' শব্দকে আকাশের গুণ ও উচ্চারণ-জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শব্দের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে তালু ও ওষ্ঠপুটের ব্যাপারকেই কারণ বলিয়া সকলকে স্বীকার করিতে হয়। নৈয়ায়িকের মতে ঈশ্বর অশরীরী ও সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের ঔত্তিকদেহ থাকাও তাঁহার মতে সম্ভব নয়। অতএব শরীর না থাকিলে তালু ওষ্ঠপুটাদির ব্যাপারের অভাবে শব্দাত্মক বেদের উচ্চারণ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ সৃষ্টির আদিতে যে, ঈশ্বর বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সন্দিগ্ধ বিষয় প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রশ্ন—এ জগতে বাক্য-মাত্রেরই একজন কর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বেদ-বাক্য কর্ত্তৃ-হীন কিরূপে হইতে পারে?

উত্তর—জগৎ পদার্থ যেরূপ নিত্য ও অনিত্য উভয়-প্রকার গুণেই বর্ত্তমান থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বাক্যও শব্দও নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ ধর্ম্মেই থাকিতে পারে। সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, লক্ষ্মী বেদবাক্যসমূহের দ্বারা সেই নারায়ণের স্তব করেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে বেদ বর্ত্তমান না থাকিলে উহা লক্ষ্মীদেবী কিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ সৃষ্টিকালে বেদ রচনা করেন নাই। আচার্য্যগণ গুরু-পরম্পরাক্রমে শ্রুত বেদবাক্যসকল স্মরণ করিয়া শিষ্যের নিকট উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও বেদকর্ত্তা হন না। বেদব্যাস বেদ রচনা করেন নাই, কেবলমাত্র বেদের প্রচার করিয়াছেন। তিনি বেদব্যাস-নামে প্রসিদ্ধ, বেদ-কর্ত্তা নামে প্রসিদ্ধ হন নাই। 'ব্যাস' অর্থে সঙ্কলনকারী,—রচয়িতা নহেন।

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সপার্ষদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয়

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য ও বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ গত ৩রা এপ্রিল হইতে সপ্তাহত্রয় যাবৎ হরিদ্বার, দিল্লী, বোম্বে, কাশী ও গয়া প্রভৃতি স্থানে গৌড়ীয়মঠসমূহ পরিদর্শন ও স্থানে স্থানে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং তত্তৎ স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্তন করিয়া গত ১৩ই বৈশাখ ( ১৩৬৫ ), ইং ২৮শে এপ্রিল ( ১৯৫৮ ) বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৭-৪৫ মিনিটে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্যদেব গত ২৩শে চৈত্র ( ১৩৬৪ ), ইং ৬ই এপ্রিল ( ১৯৫৮ ) বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে হরিদ্বার যাত্রা করিয়া ৮ই এপ্রিল প্রাতে হরিদ্বার-শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন, ৯ই এপ্রিল তথায় কীর্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ১২ই এপ্রিল রাত্রে দিল্লী রওনা হন ও ১৩ই এপ্রিল প্রাতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করিয়া ১৪ই এপ্রিল তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅর্চা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিবস ( ১৪ই এপ্রিল ) সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা কীর্তন ও শ্রীপাদ সদানন্দদাস ব্রহ্মচারীজী (Herr E. G. Schulze) একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্যদেব ১৫ই এপ্রিল দিল্লী হইতে বোম্বে যাত্রা করিয়া ১৭ই এপ্রিল প্রাতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করেন। অতঃপর ২১শে এপ্রিল বোম্বে হইতে গয়া-যাত্রাপথে আচার্যদেব ২২শে এপ্রিল রাত্রি ১০-০৪ মিনিটে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে পৌঁছান, তথায় রাত্রিযাপন পূর্বক ২৩শে এপ্রিল বৈকালে ৪-১৪ মিনিটে মোগলসরাই এক্সপ্রেসে গয়া যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮-২০ মিনিটে গয়া ষ্টেশনে উপনীত হন। গয়া ষ্টেশনে পাটনার ম্যাজি-ষ্ট্রেট উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী ও শ্রীপাদ মধুসূদনপ্রসাদ ভক্তিকুশলজী, গয়া-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ ও মঠের সেবকবৃন্দ, ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীআচার্যপাদপদ্মকে যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া মঠে লইয়া আসেন। শ্রীল আচার্যদেব উপস্থিত সকলকেই তাঁহার সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্বক হরিকথা-কীর্তন-দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। শ্রীল আচার্যদেবের শুভাগমনে মঠ সর্বক্ষণই লোকে লোকারণ্য, অহর্নিশ কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত ছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। ২৪।৪।৫৮ তারিখে আচার্যদেব পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে হরিকথা বলেন। ২৫।৪।৫৮ তারিখে প্রাতে মঠ হইতে একটি নগরকীর্তন বহির্গত হইয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে বেলা ৮ ঘটিকায় শ্রীল আচার্যদেব মঠসেবকগণকে গুরুতত্ত্ব কীর্তন করিতে বলিয়া কীর্তনমুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহ গয়া-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীভগবান্ গৌরহরির শ্রীঅর্চা প্রতিষ্ঠা করেন। মঠের সম্মুখে একটি সুদৃশ্য বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল, সন্ধ্যায় সেই মণ্ডপে একটি মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্যদেবকে দুইটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। উপদেষ্টক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব প্রভু গয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রথম মুদ্রিত ও শ্রীপাদ দীনোদ্ধারী দাসাধিকারী ( ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি ডেটারিনারী সার্জন ) মহোদয় হস্ত-লিখিত অভিনন্দনদ্বয় পাঠ করেন। আচার্যদেব তদুত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। সভাভঙ্গের পর সমবেত বহু সজ্জন মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পরদিন প্রাতেও বহু কাঙ্গালীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ২৬।৪।৫৮ একাদশী দিবসে শ্রীল আচার্যদেব সমস্ত দিবারাত্র অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথার নিত্য নবনবায়মান ভাববৈচিত্র্যময় কীর্তন-বিলাস-বৈশিষ্ট্য নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী জীবমাত্রেরই পরম সেব্য। তাহাতে অতি বহির্মুখ চিত্তও কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া উঠে। তাঁহার কীর্তনে কোন নৈরাশ্যের কথা নাই, হৃদয়ে ভগবদ্ ভজনের নবনবায়মান উৎসাহ আসিয়া উঠে। ২৭।৪।৫৮ তারিখেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদ-

পদ্ম বর্ষন ও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ঐদিবস রাত্রি ৮-২০ মিঃএর মেয়াদুন এক্সপ্রেসে গয়া হইতে যাত্রা করিয়া ২৮।৩।৩৮ তারিখে প্রাতঃ ৭-২০ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হন।

আচার্য্যদেবের সঙ্গে আসিয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিস্থধাকর ভক্তিশাস্ত্রী (এম্-এ), শ্রীপাদ অধিকৃত ব্রহ্মচারী, শ্রীউপাল্যচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী।

সপার্ষদ আচার্য্যদেবকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদপ্রভু, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রেষ্ঠার্থী, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ যশোধানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ-প্রমুখ বহু বৈষ্ণব হাওড়া ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন। মঠের প্রবেশদ্বারে মঠসেবকগণ উচ্চ সংকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি-মুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এযাত্রায় গত ৬ই এপ্রিল হইতে ২৮।৩।৩৮ পর্য্যন্ত এই কয় দিবসে প্রায় ৩১০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

---

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ১লা এপ্রিল (১৯৩৮) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে হরিদ্বার যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে গয়া গৌড়ীয় মঠে দুই দিবস অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে ৬ই এপ্রিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-সহ হরিদ্বার যাত্রা করিয়া ৬ই এপ্রিল হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে পৌঁছান। গোস্বামিপ্রভু ঐদিবসই (৬ই এপ্রিল) শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে তথায় শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-মঠের একটি পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং প্রত্যহ কুম্ভমেলা উপলক্ষে উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৯ই এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮ই এপ্রিল গোস্বামীজী হরিদ্বার কুম্ভমেলা-স্থলীতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠান করিয়া ঐদিনই সন্ধ্যাকালে দিল্লী রওনা হন এবং ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা করেন। ২০শে এপ্রিল নূতন দিল্লীর প্রধান প্রধান রাস্তার উপর দিয়া এক নগর-সংকীর্ত্তন পরিচালন করেন। ২১শে এপ্রিল গোস্বামিপ্রভু দিল্লী হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন, এবং ২১শে ও ২২শে এপ্রিল বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তথা হইতে ২৩শে এপ্রিল প্রাতে কাশী পৌঁছিয়া তথায় ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল তিনদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও এক দিন বক্তৃতা করেন। গোস্বামিপ্রভু ২৬শে এপ্রিল কাশী হইতে রওনা হইয়া ২৮শে এপ্রিল সকাল প্রায় ৮টায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীজী আসিয়াছেন।

---

শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু দিল্লী-পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া গত ২৩শে এপ্রিল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। ভক্তিপ্রমোদ প্রভুর ঐকান্তিক বৈষ্ণব-সেবাচেষ্টা অনুমোদনীয়।

---

# চয়ন

["অমৃতবাজারপত্রিকা"—১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৮ মঙ্গলবার সংখ্যা]

## LORD GAURANGA

### Image Installed In Delhi Gaudiya Math.

[ From our own correspondence ]

New Delhi April, 17

The President Acharyya of Sree Gaudiya Math, Paramahansa Shree Ananta Basudeva Paravidyabhushan Goswami Maharaj installed the Shree Vigraha of Lord Gauranga ( Shree Chaitanya Mahaprabhu ) yesterday morning at Gaudiya Math, New Delhi. In the evening a meeting was held at the Math premises. After prayers, Kirtan and an English address by Sadananda Brahmachari, the President Acharyya gave the message on the importance of the worship of Shree Vigraha as totally different from idolatry, the Person and function of the real Acharyya and the dynamic efficacy of the spiritual sound descending from the lips of Shree Gurudeva.

After the meeting "Mahaprashad" was distributed among hundreds of devoted people. The next morning, about 200 peoples had their share in the feeding of the poor arranged by the Math.

২৩।৪।৩৮ তারিখের অমৃতবাজার-পত্রিকায় পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-প্রাপ্ত প্রেরিত উপরিউক্ত সংবাদটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৫ ; ৭ই মে, ১৯৩৮ | ৩৯শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য বৃহদ্‌বিষয়-সেবা, কিছুই জীবের বাস্তব অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, কৃষ্ণসুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগতাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহা-মহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয়।

জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাকৃত মঙ্গল ও অপ্রাকৃত অনুভব, উভয় বস্তু-লাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

—( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ, ১৪১-১৪২, ১৪৪ 'অনুভাষ' )

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[ স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; কাল—সন্ধ্যা, ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ ]

( শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবতিথি )

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

আমরা এই জগতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর আশা ভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুরও প্রভু। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি প্রভুরূপে পাইয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন পরতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব এবং বিষ্ণুতত্ত্ব; তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। শ্রীনারায়ণ প্রভৃতি স্বয়ংপ্রকাশ-শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দের প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইঁহারা ঈশতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ( আদি ৭।১৪ ) উক্তি—

এক 'মহাপ্রভু', আর 'প্রভু'—দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাত্র একজন। এইজন্য বেদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কথা আছে। স্বয়ংরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর তত্ত্ব। ভগবানের কায়ব্যূহ-সকল বিভিন্নস্থানে বিভিন্নব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া "আচার্য্য" নামে অভিহিত হন। অতএব শ্রীআচার্য্যদেব সম্বন্ধে শাস্ত্র এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
"মন্ত্রাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গল হয়। তাঁহাতে অসূয়া বা মৎসরতা করিতে হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পাঁচটি রিপু একাধারে অসূয়া বা মাৎসর্য্যে বিদ্যমান থাকে। কামাদি রিপুসকল প্রবল হইলে মৎসরতার সৃষ্টি হয়।

আজ বড়ই আনন্দের দিন, কারণ যিনি গৌড়ীয়গণের আরাধ্য এবং যিনি জগৎকে শ্রীগৌরপ্রেমে মত্ত করিয়াছেন এবং জীবের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরকে বিলাইয়াছেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবতিথি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

সংসারের কার্য্যসকল হইতে অবসর পাইয়া কবে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম করিতে করিতে পুলকিতচিত্ত হইব? জাগতিক ভাষার শব্দ ও শব্দীর পরিচয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং জগতের দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন, স্পর্শন ও চিন্তা প্রভৃতি সমস্ত জাগতিক বিচারের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত, ঐরূপ বৈকুণ্ঠনামে নিত্যসুখর অপ্রাকৃত জ্ঞানের ও প্রেমের ভূমিকায় যে পুলকাদির উদ্গমের অবস্থা, সে অবস্থা আমার কবে হইবে?

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

এমন দিন কি আমাদের আসিবে—যে দিন আমরা জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইব? ভগবান্ যে আমাদের নিত্য আশ্রয়, সেই বিচার ত আসিল না? সেই বিচার না আসা পর্য্যন্ত যে, আমাদিগকে অনিত্য সম্বন্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের করুণা ব্যতীত শুদ্ধ বিচার পাওয়া যাইবে না। জাগতিক জ্বালা যন্ত্রণা আমাদিগকে এই যে এত দুরবস্থায় ফেলিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কেন আমরা একবার ভগবানের চিন্তা করি না।

নিতাইচরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাইপদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

শ্রীগুরু নিত্যানন্দের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় বলিতেছি—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি—

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

স্বয়ংপ্রকাশবস্তু, কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বস্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আকর্ষণে এই ঘোর সংসার হইতে মুক্তি পাইব। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া থাকি, সেইকাল পর্য্যন্তই সংসার। রূপ-রসাদি বিষয়-ভোগের জন্য চিত্ত ব্যাকুলিত হইলেও শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে হরিভজন হয় না। হরিভজন না হইলে মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতেই হইবে। হরিবিমুখ ব্যক্তি পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপফলে নরকাদিতে যন্ত্রণা লাভ করে। ত্রিতাপে তাপিত হইয়াও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে আমাদের সদ্গতি হইবে?

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

রূপরসাদি জাগতিক বিষয়-ভোগের বিচার পরিত্যাগ করিয়া কবে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিব? কবে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভোগ ও ত্যাগের কথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনমদে মত্ত হইব?

'কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।"

বৃন্দাবনই জীবের নিত্য ভজনীয় বস্তু। তলবকার উপনিষদে কথিত হইয়াছে—

"তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্"

'তদ্বন' শব্দে তাঁহার বন বা বিস্তৃত বন। 'তদ্বন' অর্থাৎ বরণীয় বা ভজনীয় বস্তু বলিয়া যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্বপবৈভব শ্রীবৃন্দাবন ধাম। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যেন্তঃ বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্"

বাস্তববস্তু জানিতে না পারিলে ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত
গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-
চর্ব্বণানাম্॥

যাহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখ, তাহাদিগকে 'গৃহব্রত' বলে। সেই গৃহব্রত ব্যক্তিদিগের কখনও কৃষ্ণে মতিগতি হয় না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতার প্রতি এইরূপ বিচার বলিয়াছিলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

পরমমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির নবদ্বীপধামাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নামধাম ও কামের সেবা করা কর্ত্তব্য। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপই নবধাভক্তি-যাজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থল, যাহারা গুরুবৈষ্ণবাশ্রয়তা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

এই শ্লোকের বিচার যাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না; তাহারা কেবল প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। গৃহব্রত ব্যক্তিরা অক্ষজজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত অতিক্ষুদ্র জাগতিক কথায় ব্যস্ত থাকে। গৃহব্রতত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত গৃহস্থ হওয়া দরকার। শ্রীশ্রীবাসপ্রভুর আচরণ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের যে সকল চিন্ময় ইন্দ্রিয় আছে, সেই ইন্দ্রিয়নিচয়ের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আমরা যে অসুবিধা ঘটাইতেছি, তাহা অপনোদিত হওয়া উচিত।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।

ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড বা ভোগ-ত্যাগ-নিরত ব্যক্তিদিগের অমঙ্গল হইয়া থাকে। ঐহিক ভোগফল যেমন অনিত্য, পারত্রিক ভোগফলও তদ্রূপ জানিতে হইবে। পদকর্ত্তা শ্রীল গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন—

"ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন।"

বৈষ্ণব-কবি শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুরও 'তাজল সৈকতে' গানটি গাহিয়াছেন।

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধাবিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্‌দিন মরিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অস্থায়ী জিনিষের সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, কুকুরের সেবা করিয়া ভাণ্ডী হইব না—গোগর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহী হইব। আমরা মক্ষিকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করিব। এ জগতে ক্ষুদ্রবস্তুর ভাল-মন্দ, পাপপুণ্য বিচার—সকলই মনোধর্ম্ম।

'হৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ' —এত সব 'ভ্রম'।

আজকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের শুভদিন। ইহ জগতের কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করিবার বহু সময় পাওয়া যাইবে, কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কথা এই জন্মেই আলোচিত হওয়া উচিত। আমরা জগতে ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার অভিমান ভুলিয়া যেন শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্মের নিত্যরেণুরূপে নিত্য অবস্থান করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়াই একমাত্র কাম্য হউক।

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপিরীতি।
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমের দাস॥

শ্রীল রূপরঘুনাথাদির শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাব্যতীত কখনও যুগলভজনের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ' ইত্যাদি বিচার সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।

অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।

ভগবান্‌ই যে একমাত্র সকলের আরাধ্য, তাহা গৃহ-ব্রতগণ স্বীকার করেন না। ভগবান্‌ই সকল স্বার্থের একমাত্র গতি, তাহা না জানিয়াই লোক ভোগী ও ত্যাগী হয়।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।'

শ্রীনামপ্রেম প্রচারই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কার্য্য ছিল। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ করিলেই আমাদের সুবিধা হইবে। তাঁহার অনুকরণ করিলে আমাদের কোনই সুবিধা হইবে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া আমি নরাধম থাকিয়াও 'নরোত্তম' হইয়া গেলাম, এইরূপ ধারণা বৈষ্ণবাপরাধ ও পাষণ্ডতার পরিচায়ক। মহতের পাদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে অর্থাৎ তাঁহাদের ঐকান্তিক ভৃত্য হইতে না পারিলে কখনও জীবের নিস্তার নাই।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।

যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি-দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

I should have no other ambition than to be the transcendental dust of Sree Rupa Goswami Prabhu only. শ্রীরূপের আনুগত্যের দ্বারাই অভিধেয়াধি-দেবতা শ্রীগোবিন্দের কৃপা লাভ হয়।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।

এই যোগপীঠস্থ শ্রীকল্পদ্রুমস্থ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাস্থল। দিব্যকল্পদ্রুমেরই অভিন্ন-

প্রকাশ জানিতে হইবে। নিত্যসিদ্ধগণের শ্রীগৌরলীলাতে ব্রজলীলা ও শ্রীব্রজলীলাতে শ্রীগৌরলীলা বর্ণন হয়।

ভজনকারীর আচরণ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।

ভজনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে বিভাসুন্দরের গান শুনা ও থিয়েটার সিনেমা দেখার দরকার নাই। অনর্থের হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়—"আশ্রয় গুরু-পাদাব্জ।" শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

নামশ্লোকং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি প্রণত হই—যিনি আমাকে শ্লোকনাম, মন্ত্র, শচীপুত্র শ্রীগৌরসুন্দর, স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ-গোস্বামী ও তদীয়াগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রেষ্ঠ মথুরা পুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ডবাস, গিরিবর গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধামাধবের সেবালাভের আশা দিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে যে শ্লোকনাম অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম যা মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই 'হরেকৃষ্ণ' নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম, যেহেতু গৌণনামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুখ্য নাম; সেই মুখ্য নামেরও মুখ্য শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম, তাহাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনাম-ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। কলিযুগের নিখিল দোষরাশি থাকা সত্ত্বেও নামসঙ্কীর্ত্তনই এইযুগে প্রধানতম আশ্রয় ও সকল দোষ-বিনাশী। যাঁহারা শুদ্ধভাবে হরিনাম করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণকে পাইয়াছেন, যেহেতু নাম কৃষ্ণের অভিন্ন অবতার।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসর্ব্বঃ পরং ব্রজেৎ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীনামাষ্টকে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

নিখিল-শ্রুতি-মৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার প্রভানিকর-দ্বারা তোমার পদকমলের শেষ সীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুলের (নিষ্ণাতার্থ সাধকগণাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে (সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া) তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। (এই শ্লোকটির বর্ণনকালে প্রভুপাদের গদগদ ভাবোদয়)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ বা ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই ভোগ হইয়া যাইবে। জগতের যত লোক আছে, তাহাদের যত কথা, সমস্তই ভোগের কথা। তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাইবেন না। নামাপরাধ কিছু নাম নহে। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। 'নাম-শ্লোকং মন্ত্রমপি' অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে নাম ও মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; মন্ত্র ও মহামন্ত্র শ্রীনামের কৃপাবৈশিষ্ট্য যথা—

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীমন্ত্রের কৃপায় মননধর্ম্ম বা ভোগপ্রধ সংসার হইতে উদ্ধারলাভ হয়। সংসারমুক্ত সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধুর্য্য বিস্ফুরিত হয়। শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণসেবা—একই বস্তু। মুক্তকুলই শ্রীনাম ভজন করেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।"

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।"

অর্থাৎ যদি আমরা বাহিরের অর্থ অন্বেষণ করি, স্বার্থগতি বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া যদি ভোগ্যবিষয়ভোগ-রূপ অপস্বার্থ বা মায়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হই, যদি কৃষ্ণেতর বস্তুকে বহুমানন করি, তাহা হইলে আমাদের আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।

যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদপদ্মধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের সকলই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র না হইতে পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসাররূপে ফেলিয়া দিবে।

কৃষ্ণ কে? তাঁহার প্রেম কি? শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য কি? তাঁহার সখীগণের দাস্যই বা কি?—এ সকল তত্ত্বের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। এই সকল বিষয় জানিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রবণ ও তাঁহার পথ অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের চরণধূলিরূপ মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়া যে নিত্য সাম্রাজ্য লাভ হয়, তাহাতেই বিলাসবৈচিত্র্যের যথা সম্যগ্ অবগত হওয়া যায়। আর কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরত ব্যক্তিগণ বিষয়বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মবিনাশ লাভ করে।

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

হঠযোগী, রাজযোগী, তর্কনিষ্ঠ পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গ পরিত্যাজ্য। সাধারণতঃ জগতে যেখা যায়, যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী, তাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসহীন হইয়া পড়েন এবং ব্যাকরণের ও তর্কের কাঁকির দ্বারা ভগবান্‌কে অস্বীকার করা যায় কি না, তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু এ সকল আসুরিক কার্য্যে জীবের অমঙ্গল হইয়া থাকে। সকলেরই সর্ব্বস্বদ্বারা ভগবানের সেবা করা দরকার। 'হাতি, ঘোড়া, ধন দৌলৎ, মোটর-প্রভৃতি সকল বস্তু-দ্বারাই ভগবানের সেবা হইতে পারে। নিজে ভোগে প্রবৃত্ত হইলে আর ভগবানের সেবা হয় না। কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর চিন্তার স্রোতঃ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা বিস্তৃত হইলে বিষয়ী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সকলেই তাহাদের স্ব স্ব ভোগ ও কল্পিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

স্ত্রী-পুত্রাদিকথা জনবিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্বিচিত্রমজপেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈষাঞ্চ আসীজ্জনঃ।
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।
এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।

মনের দ্বারা যত চিন্তা হইবে ঐ গুলিকে সর্ব্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিতে হইবে। 'Gnostic school'এর বিচার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'উদপান' এবং অতি বৃহৎ জলাশয়কে 'সংপ্লুতোদক' বলে। সংপ্লুতোদকে যেরূপ স্নান-পানাদি কার্য্য হয়, উদপানেও তদ্রূপ হয়। সেইরূপ বেদ-তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণের সর্ব্ববেদে যে কার্য্য হয়, তাঁর শাখা ও উপনিষদাদিতেও সেই আত্মযাথাত্ম্যলাভরূপ কার্য্য হয়।

শাস্ত্র অনন্ত, ভগবত্তত্ত্বও অনন্ত। জীবের পক্ষে সে সমুদয় অবগত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং শাস্ত্রের সার ও হরিজনের অনুকূল বিচার-আচার যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণীয়। এক অঞ্জলি জলপানে যদি আমার তৃষ্ণা নিবারণ হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে সমুদ্রের বিশাল জলরাশির কি প্রয়োজন?—শ্রীহরির প্রীতিবিধানই

জীবের চরমকাম্যবস্তু। শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত শ্রৌত-বাণী সেই পথ নির্দ্দেশ করে। তাঁহার কৃপাবলেই কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয়, সুতরাং বহু শাস্ত্রকলাভ্যাসে আরোহপন্থীর ন্যায় অকৃতজ্ঞানোদ্যম চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।

এ স্থলে 'মাম্' শব্দ দ্বারা ভগবান্ বলিতেছেন—"কেবল মাত্র আমাকেই ভজন কর, আমাকে আশ্রয় কর, আমিই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আমাকে জানিতে পারে। যাহাকে আমি কৃপা করি, আমি তাহার অজ্ঞানশক্তির বিষয়লক্ষণ অপহরণ করি।"

যদ্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনাঃ দুঃখদুঃখিতম্।
—ভাঃ ১০।৮৮।৮

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্। (গীতা ৯।১১)
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। (গীতা ৪।১১)

এই 'মাম্' পদের অর্থ বুঝিতে পারিলে নির্ব্বিশেষ বিচার আসে না। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"মাং—কৃষ্ণং—কৃষ্ণং—কৃষ্ণম্।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্।
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্।

আমার প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ সর্ব্বজগতে এই কৃষ্ণকে জানাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। আমার প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও সেই প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর উভয়েই একমাত্র কৃষ্ণের অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন, নারায়ণ বা অন্য অবতারাবলীর কথা বলেন নাই। কেবল কৃষ্ণের অনুশীলন-দ্বারাই যে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়, তাহা জগৎকে জানাইয়াছেন এবং তাঁহারই অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমের কথা আলোচ্য হইলে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর এই শ্লোকটি অবলম্বনীয় হইবে—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

হে বলদেব প্রভো! হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উভয়ে এইরূপভাবে সমগ্রজগৎকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিয়াছেন। বিষ্ণুতত্ত্বের অবগতি না হইলে জীবের কোনও সুবিধা হইবে না। 'শচীপুত্রমন্ত্র'—এই স্থলে শচীপুত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুশীলনই কর্ত্তব্য-রূপে বিহিত হইয়াছে; যেহেতু তিনি কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে বলেন নাই। তিনি অনর্পিতচরী স্বভক্তিসম্পত্তি দান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহাবদান্যতা সম্বন্ধে 'বিদগ্ধমাধব'এর মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা—যাহা কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তম শিখরে অবস্থিত, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুদানের করুণা শ্রীগৌর-সুন্দরই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ রঘুনাথপ্রভু মহাপ্রভুর সেই কথাই জানাইয়াছেন।

সংসার-বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে, তখনই শ্রীরূপরঘুনাথের কথা কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণসেবার কথা জানাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবার কথা জানাইয়াছেন। এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবার কথা শ্রীদামোদর স্বরূপ প্রভু যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি জগৎকে জানাইয়া-ছেন। শ্রীরূপরঘুনাথও সেই স্বরূপ-দামোদর প্রভুর কথা জানাইয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিগণের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, ভক্তপরিবেষ্টনের কথা আলোচিত হইলে ভক্তির গূঢ়কথা হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"যদবধি মম কাচিৎ মঞ্জরী-রূপপূর্ব্বা
ব্রজ ভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীক্ষিং চকার।

তবধি তব বৃন্দারণ্যাদি প্রকাশঃ
নেত্রকমলনাকা-সংনিমুক্ষা ময়াভূৎ ।"

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উক্তি—

"অয়ৈতন্যীধী-পথিকৈকপাত্রাঃ স্বানন্দসিংহাসন-
লব্ধদীক্ষাঃ ।
হৃষ্টেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতগোপবধূবিটেন ।"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু গৌড়ীয়গণের মানিক শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে এইরূপভাবে স্তব করিয়াছেন—

"যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জল-মহা-কূপাদপারক্রমাৎ
সদ্যঃ সাদ্রকৃপাম্বুধিঃ প্রকটিতঃ স্বৈরী কৃপা-যষ্টিভিঃ ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ।"

"বৈরাগ্যাদ্যুপভক্তিরসং প্রথয়ৈ-
রূপায়স্বামনভীল্ মদ্যম্ ।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখ-দুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ।"

এই সংসার—জলহীন কূপতুল্য; তাহাতে কর্দ্দম স্থানীয় দেহ-গেহাসক্তি; তাহাতে নিমজ্জিত হইলে উদ্ধারের আর উপায় থাকে না। 'সদ্যঃ সান্দ্রকৃপাম্বুধিঃ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শরণাগতব্যক্তির নিকট যিনি সদ্যঃসদ্যঃ কৃপাবারিধির স্বরূপ প্রকাশ করেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

আমি ছিলাম ভক্তিরসপানে নিতান্ত অনিচ্ছুক, তাহাতে আবার মূর্খতা-বশতঃ ভক্তিরসের সৌন্দর্য্য দেখিবার মত চক্ষুও ছিল না। এমন আমাকে পরদুঃখে দুঃখী যে দয়ার সাগর প্রভুবর মুক্তবৈরাগ্য-সহিত ভক্তিরস বিশেষ যত্ন স্বীকার করিয়া পান করাইয়াছিলেন, সেই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে আমি আশ্রয় করি।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।

মূঢ় জৌত বিচারের অভাবে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে যাহা ভক্তি বলিয়া পরিচিত, তাহা ভক্তি নহে। আবার বলি—

বৈরাগ্যাদ্যুপ ভক্তিরসং প্রথয়ৈরূপায়স্বামনভীল্ মদ্যম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ।

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সদ্যজ্ঞান-দাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রণত হইতেছি।

কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনুরাগযুক্তা ফলভক্তি কখনও ভক্তি-রস নহে, নহে, নহে। শ্রীসনাতন প্রভু বা নিত্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও আমাকে যত্নপূর্ব্বক কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত কৃষ্ণভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ।

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের অন্যনিরন্তর মাধুর্য্যমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মধুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মল্লবিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সহজ গোবর্দ্ধন-গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা-বঞ্চিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন?

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং মমুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠোত্তমা ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ
স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ।

যথেচ্ছাচারপরায়ণ কুকর্ম্মি-জীবগণ অপেক্ষা সকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, সকর্ম্মী অপেক্ষা ভগবদ্বহির্ম্মুখ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুষ্কভক্ত কৃষ্ণের

প্রিয়, ভক্তভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়া, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশিখিই কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

কুণ্ডতীরই ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থান। এমন নির্ব্বোধ কে আছেন—যিনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন বা মথুরার দিকে ধাবিত হন? কৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত উদ্ধব মহাশয়ও যাহা প্রাপ্ত হন নাই, তাহাই ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান শ্রীরাধাকুণ্ডতীর। তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ওষধির মধ্যে কোনও একটি রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি; যেহেতু, তাঁহারা দুর্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা শ্রৌতপন্থাসম্পর্কে আগমন করেন, অতএব ভাগবত-পারম্পর্য্য আলোচনা করা দরকার। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীরূপপ্রভুকে নিম্নোক্ত প্রকারে বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনের কথা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে জানাইয়াছেন। তিনি গ্রন্থদ্বারে জগতে ভক্তিরস বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-আশ্রয় ব্যতীত রাধাকুণ্ডে বাস সম্ভব নহে। যেখানে বৈশ্য অথবা চন্দ্রাবলীর গতি নিরস্ত হইয়াছে, সেই রাধাকুণ্ডে বাস করাই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বোচ্চ আশা। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীগোবিন্দের সেবা পরমবাঞ্ছনীয়। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগোবিন্দদেবের স্মরণ করিয়াই বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য লিখিয়াছিলেন। শ্রীমদনমোহনাভিন্ন-শ্রীগৌরগতপ্রাণ শ্রীমদ্বিশ্বানন্দপ্রভুর চরণে আমাদের নিত্যকাল কোটি কোটি প্রণাম।

---

# প্রতিষ্ঠানের সেবায় গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তাঁর গলায় বান্ধিল॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।২৪,৪৫)

পরমারাধ্য ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলাবিস্তারের কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থানকালে উপরিউক্ত পদ্যদ্বয় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কএকটি বিশেষ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন'—এই বাক্যের 'কৃষ্ণভজন' শব্দের দ্বারা সম্ভোগবাদ আর 'গুরুর সেবনে'র দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদ বা ত্যাগবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্বিলাসের সেবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই 'গুরুর সেবন'কে 'মিশন বা প্রতিষ্ঠানের সেবা' বলিয়াছিলেন; মিশনের সেবার দ্বারাই নির্ব্বিশেষবাদ বা কৃষ্ণ ত্যাগের পিপাসা বিদূরিত হইয়া চিদ্বিলাসের সেবায় অনুরাগ হয়। কেবল কৃষ্ণভজনের চেষ্টায় মুক্তিপিপাসা বিদূরিত হইতে পারে; কিন্তু গুরুর সেবনে নির্ব্বিশেষ মুক্তি-পিপাসা বা ত্যাগ-পিপাসাও নিঃশেষিত হয়। যাহারা প্রতিষ্ঠানের বা মিশনের সেবায়

নিরপেক্ষ থাকিয়া গুরুতত্ত্বধর্ম্মকে আদর করে বা বিষ্ণুর সেবা-বিরোধী অথবা কপট-নির্জ্জনভজনানন্দী হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বিশেষবাদী গৃহীবাউল বা ত্যাগী বাউল হইয়া পড়িবেই পড়িবে। এমত কুক্তি ও মুক্তি-কামনা-রূপিণী মায়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বিষ্ণুর সেবা বা গুরুর সেবার সহিত নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ কৃষ্ণভজন করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—"বিষ্ণুর সেবা বা গুরুর সেবার অভিনয় করিতে গিয়া কেহ কেহ বিষয়ভোগী, পণ্ডিত, ভণ্ড, গুরুদ্রোহী, গুরুভোগী এমনকি গুরুত্যাগী নাস্তিক পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং বিষ্ণুর সেবারূপ গুরুসেবাকে অকর্ত্তব্য মনে করিয়া নিজ নিজ বৈধ-সংসার-পালনই অধিকতর মঙ্গলজনক!" বয়স্থোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিলে যেরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয়, অহৈতুক ভগবদ্ভক্ত সেইরূপ আতঙ্কে কোনও দিনই শঙ্কাবিত হন না, বরং গুরুর সেবার বা প্রতিষ্ঠানের সেবার অভিনয় করিতে গিয়া যাহারা দুর্দ্দৈববশতঃ স্খলিত হইয়াছে, তাহাদের আচার বিচার হইতে ব্যতিরেক শিক্ষা লাভ করিয়া গুরু ও কৃষ্ণপাদপদ্মে অধিকতর আস্থার সহিত আশ্রয় ও অকপট আনুগত্য ভিক্ষা পূর্ব্বক কোটিগুণ উৎসাহে বিষ্ণুর সেবা বা গুরুর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেন। কারণ তদ্ব্যতীত মায়াজাল হইতে মুক্তি পাইবার এবং কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-লাভের অন্য উপায় নাই। বিষ্ণুর সেবা ছাড়িয়া দিয়া "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রের উপাসক হইলে অর্থাৎ মায়ার কোলে আশ্রয়লাভকেই হাতাহাতি এড়াইবার উপায় বিচার করিলে আমাদের গতি কেবল নিরাভিমুখিনী হইতে থাকিবে। আমরা যাহাতে গুরু-সেবার বাধক অপরাধ, কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, অনাভিলাষ, গুরুসেবা-নিষ্ঠা ছাড়িকারক বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজন-শৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য দাম্ভিকতা, অসহিষ্ণুতা, একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করা ছাড়িয়া আপাতিক বল ভরসার প্রতি বিশ্বাস, পশুত্বের পূজা, স্ত্রীসঙ্গী ও কনকাভক্তের সঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি দোষ হইতে পরিমুক্ত হইয়া হরিভজন করিতে পারি, ঐসকল অনর্থ হইতে সর্ব্বদা থাকিতে পারি, তজ্জন্য দিবারাত্র উৎকণ্ঠিতচিত্তে মহাগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়, আনুগত্য ও কৃপা প্রার্থনা করা উচিত। বিষ্ণুর সেবা বা গুরু-সেবা ছাড়িয়া দিলে ঐসকল বিপদ্ হইতে কোনও দিনই রক্ষিত হইতে পারিব না। বাহিরে জড়পদার্থের স্থূল-ভোগী বা স্থূলত্যাগী বা আত্মঘাতী হইলেই বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব না, কেহও তাহা পায় নাই। বিষ্ণুর সেবা-ত্যাগ অর্থই—চিদ্‌বিলাসের সেবার প্রতি বিরাগ।

সংশয় হইতে পারে, সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সেবা বা বিষ্ণুর প্রকৃত সেবার অভিনয় করিয়াও কাহারও কাহারও দুর্দ্দৈব, অনর্থ বা পাণ্ডিত্য উপস্থিত হয় কেন? শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু এই সংশয়ের ছেদন করিয়া বলিতেছেন—

"যতঃ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাব্যবধায়কবস্তুন্যভি-নিবেশো ভক্তি-শৈথিল্যং স্বতন্ত্রাদিকৃতধানিত্বমিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদিলক্ষণ ভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তত্তাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তাস্যৈব চ প্রাচীনত্ব তত্ত লিঙ্গানি। অতএব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি মানোপ-চারাদিকং মাল্যীকরোতি ভগবান্ যথা দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ প্রভুসম্মানাদ্যপরাধযোগেন শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরায়াদ্যারম্ভকৌটিল্যম্। অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যাদ্যনুবৃত্তিরপি ন তবতীতি কাশ্যে শ্রীনারদ-বাক্যে দৃশ্যতে,—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা ইতি

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৪৩ সংখ্যা)

কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা-ব্যবধায়ক বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজন-শৈথিল্য, সেবা-কার্য্যাদির জন্য অহংকারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে ঐসকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধন-প্রদত্ত নানাবিধোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্ত-জনগণের বিবিধ উপচারাদি

অকুণ্ঠিত হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র প্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-বোধে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজাদি প্রবণ, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিগণের যে আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে—দৃষ্ট হয়,—

'এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ-চেষ্টা হয় না।'

এই কপটতাই ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধী; কারণ ভাগবতধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাভিসন্ধি রূপ যাবতীয় কপটতানিমুক্ত অহৈতুক আত্মধর্ম। এই আত্মধর্ম কোটি কোটি বাধা ও বিঘ্নবহুল।

"সন্ত্যং শতেন বিদ্যানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নায়ুতেন গোবিন্দে ন্নণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥

(ভক্তিসন্দর্ভ - ১৪৩ সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্য)

শত বিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তির বিঘ্ন সত্য, তপস্যা প্রভৃতির বিঘ্ন হইতে বহু গুণে অধিক।

শ্রীগ্রন্থে বিঘ্ন-ভক্তি কোটি-কণ্টক-সঙ্কুল বলিয়া তাহাতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ উদাসীন, অলস, শিথিল বা জড়তাগ্রস্ত থাকিলে নিজেই বঞ্চিত হইতে হয়। স্বয়ং জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে হরিনাম-প্রচার-কার্য্য (মিশনের সেবালীলা) করিতে গিয়া জগাই মাধাইর দ্বারা ভীষণভাবে উপদ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস গৌড়ীয়মিশনের সেবা অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-প্রচার-লীলার আদর্শ প্রকাশ করিতে গিয়া বাইশবাজারে প্রহৃত (?), বহুলোকের উপহাসের পাত্র, মৎসর রামচন্দ্র খাঁ, চন্দ্রশেখর, হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণকুল প্রভৃতি-দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন বলিয়া; গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গৌড়ীয়মিশনের সেবা করিতে গিয়া অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে যাওয়ায় বিরুদ্ধিগণ সংকীর্ত্তনের মূলে পর্য্যন্ত তাপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা প্রচার-কার্য্য, মিশনের সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। অধিক কি, স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বম্ভর শ্রীনাম-প্রচার ও বৈষ্ণবসেবা-লীলা প্রকাশ করায় সামাজিক লোকগণের দ্বারা কাজীর নিকট অভিযুক্ত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'পদুয়া পাষণ্ডী', মা বিবী, রামচন্দ্রপুরী, প্রকাশানন্দ, অ.মায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। তথাপি মিশনের সেবা-লীলা পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, বরং সেইরূপ বিপদ্, কোটি কোটি বিঘ্ন-নির্য্যাতন, পাষণ্ডকুলের কটূক্তি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া পরমোৎসাহের সহিত সহ করিবার আদর্শ শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়মিশনের সেবা বা গুরুসেবার জন্যই যে শ্রীচৈতন্যের মহাবাক্য, তাহা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে কি? কেবল—"তৃণাদপি" শ্লোক মুখে আবৃত্তি করিলেই কি কার্য্য শেষ হইবে? না গুরুসেবা বা মিশনের সেবা করিবার কালে গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আমাদিগকে উহা স্ব-স্ব আচরণে প্রতিফলিত করিতে হইবে?

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥

—(চৈঃ চঃ আঃ ৯০।২৩,২৪)

এই সকল বাণী কি আমাদের গুরুসেবার আদর্শে প্রকাশিত হইবে না? সামান্য দু-একটি বিঘ্ন ও বিপদের 'সিন্ধুরে মেঘ' দেখিয়াই হরিজন ছাড়িয়া দিলে কিংবা হাত পা গুটাইয়া "নিরপেক্ষ" হইয়া বসিয়া থাকিলে কিংবা মায়ার সংসারে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ বিচার করিলে কিরূপে আমরা অযুত অযুত বিঘ্ন-বেষ্টিতা সুদুর্লভতমা সর্ব্বশুদ্ধতমা গোবিন্দ-ভক্তি লাভ করিতে পারিব? এত দুর্লভতম বস্তু কি কৃষ্ণ আমাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই দিয়া দিবেন?

ভগবান্ একদিকে যেমন বিপদ্ ও বিঘ্নদ্বারা পরীক্ষা করেন, অপরদিকে তেমনি সম্পদ্ ও সুখরাশি প্রদান করিয়া আমাদিগের নিকট তাঁহার সুদুর্লভা ভক্তিকে লুকাইয়া রাখেন। হরিভজন আরম্ভ করিলেই কনক, কামিনী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা এবং নানাপ্রকার সুখসম্পদ্-রাশি বিঘ্ন ও বিপদ্‌রাশির ন্যায় সাধকের ভক্তির অকৃত্রিমতা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা যেন মনে না করি, আমরা কল্পনাতীত বিপদের মধ্যে পতিত হই নাই বলিয়া আমরা পরমেশ্বরের করুণার নিকাত। পরমেশ্বর আমাদিগকে আগন্তুক নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই যে তিনি যথেষ্ট করুণাময়, তাহা নহে। প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি ও শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তির তারতম্য বিচার করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু একান্ত প্রেমিক ভক্তের একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরতার আদর্শকে সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছেন।

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্" ইত্যাদি শ্রীশৌনকের "দৃষ্টা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" (বিঃ পুঃ ১ম অংশ ১৭শ অঃ ৪৪) ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্যানুভবসিদ্ধ, ন তথা সর্ব্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলন্তু ভক্তভক্তৈকর্ত্তনমহিমাখ্যাপনেচ্ছা যদি স্যাৎ তদৈবেত্যতে, ন তু স্বরক্ষণায় স্বদেহিমাত্রধর্ম্মলায় বা; যথৈবোক্তং (বিঃ পুঃ ১ম অঃ ১৭শ অঃ ৪৪)

দৃষ্ট্বা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা ঘনেষ্টে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

ইতি শ্রীপরীক্ষিৎপ্রকৃতিভিস্তু তদপি নেষ্টম্, যথা— (ভাঃ ১।১৯।১৫)

বিজ্ঞোপস্থঃ মুহুরুত্তকো বা যদ্দর্শনং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৪৫, সংখ্যা)

"ঘোর সংসারদশাপ্রাপ্ত অসহায় মানব যাঁহার নাম স্মরণ করিলে" ইত্যাদি বচনে শৌনকের এবং "যন্নাগ্র-সদৃশতীক্ষ্ণহস্তিদন্তাহতঃ" ইত্যাদিবচনে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভগবন্মাহাত্ম্যবিষয়ে যাদৃশ অনুভব দৃষ্ট হয়, অপর সকলের তাদৃশ হয় না। যে-কালে শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারে অভিলাষ করেন, সেই সময়েই তৎকর্ত্তৃক ঈদৃশ আনুষঙ্গিক ফল অভিলাষিত হয়, পরন্তু নিজমাহাত্ম্যপ্রচার বা আত্মরক্ষার্থ তাহা ঈপ্সিত হয় না, যথা বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—

"যন্নাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণ এই হস্তিদন্তসমূহ যে ভগ্ন হইয়াছে, তাহা আমার শক্তিজন্য নহে, পরন্তু মহাবিপদ্-বিনাশন শ্রীহরির অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবেই ইহা সাধিত হইয়াছে।"

শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতির তাহাও অভিপ্রেত হয় নাই। যথা—

হে বিপ্রগণ! ঋষিকুমারের আবেশানুসারে ক্রূরস্বভাব তক্ষক আমাকে দংশন করুক, আপনারা শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করিতে থাকুন।

এখানে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন যে, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য তাঁহাকে যে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই হস্তীর যন্নাগ্র-তুল্য তীক্ষ্ণদন্তসমূহ যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছু প্রহ্লাদের 'কেরামতি' নাই, উহা একমাত্র হরির অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবেই হইয়াছে, অতএব ঐ মহিমা হরিস্মরণের। এখানে শ্রীপ্রহ্লাদ হরিস্মরণ-প্রভাবে হস্তিদন্তসমূহ ভগ্ন হওয়ায় শ্রীহরিকে "মহাবিপদ্‌বিনাশন" বলিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচারে হরি ঐরূপ অযুত অযুত বিপদের মধ্যে নিত্য রাখিলেও তাঁহার দাসের কেবলমাত্র হরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধানের অবকাশ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত (হরিকথামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য-লাভ ব্যতীত) হরির অন্য কোন প্রকার করুণার নিদর্শন দর্শনেরও অপেক্ষা নাই। ক্রূরস্বভাব তক্ষক শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে যত ইচ্ছা দংশন করিতে থাকে থাকুক, তাহাতে পরীক্ষিতের প্রতি হরির কিছু করুণার অভাব সূচিত হইতেছে না, হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন বা অনুস্মরণের দ্বারা তক্ষক-দংশনরূপ বিপদ্, বিষ বা প্রাণবিনাশ রহিত হইলে কৃষ্ণের করুণার পরিচয় পাওয়া যাইবে, হরির এরূপ কোন ঐশ্বর্য্যভাগ প্রেমিকভক্ত কৃষ্ণের নিকট হইতে আশা করেন না, তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যেন তিনি সম্পদে-বিপদে হরির কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ

শ্রীকৃষ্ণতর্পণে প্রমত্ত থাকিতে পারেন। হরির সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা-পরিপূর্ত্তির জন্য কৃষ্ণভক্তকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইলেও তিনি কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই আকাঙ্ক্ষা করেন, ঐরূপ বিঘ্ন বা বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি কিংবা 'ভগবান্ তাঁহাকে উহা হইতে রক্ষা করিবেন'—এইরূপ আশার আভাসও পোষণ করিয়া কৃষ্ণের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বাধা প্রদান করেন না, ইহাই প্রেমিকভক্তের লক্ষণ। কৃষ্ণের যে কোন বিধানই তাঁহার কৃপায় নিদর্শন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত প্রেমিক ভক্তের নিখিলাবস্থায় অন্য কোন কার্য্য নাই।

তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন॥
ভোগ লাগি' কামাদন্ধ রাজা ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' স্নাতন 'বিষয়' ছাড়িলা॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাঁহারে।
মূত্রে মানি থায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে॥
সেই 'শুদ্ধভক্ত' যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ দুঃখে নহে ভোগ-ত্যাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অতিশয় দিলে তাঁ'রে তোমার চরণ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।৬২-৭২, ৭৫, ৭৬)

"সেই শুদ্ধভক্ত, যে তোমা ভজে, তোমা লাগি। আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ত্যাগী॥"—এই পরমসত্য-বাণীটী আমাদের চরিত্রে ও আচরণে প্রতিফলিত হইলেই আমরা শুদ্ধভক্তগণের দাসানুদাস হইতে পারিব, নতুবা কেবল মুখে শুদ্ধভক্তের অভিমান করিলে বা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় হইতে নিজদিগকে পৃথক্ মনে করিলেই "শুদ্ধভক্ত" হওয়া যাইবে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশে শুনিতে পাই—

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশেও শুনিতে পাই—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কনক ও প্রতিষ্ঠাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুসেবায় এবং কামিনীকে মদনমোহনের সেবায় নিযুক্ত করিলেই "তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।"—এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। গৃহস্থগণ যদি মিশনের সেবারূপ গুরুসেবায় কনক এবং অগৃহস্থগণ মিশনরূপী গুরুর সেবায় প্রতিষ্ঠা নিযুক্ত না করিয়া উহা আত্মসাৎ করেন বা কোনরূপ বিত্তসাঠ্য করেন, তবে কোনও নিষ্ঠই মায়াজাল হইতে ছুটী ও কৃষ্ণভজনে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। গৃহস্থগণের আসক্তির বস্তু কনক, আর গৃহত্যাগিগণের সর্ব্বাপেক্ষা আসক্তির বস্তু প্রতিষ্ঠা। এই দুইটি বস্তু তাঁহারা মিশন-রূপী গুরুর সেবাযজ্ঞে আহুতি দিলেই হরিভজনে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।

এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আশ্রিত গৃহস্থ শিষ্যগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে অর্চ্চনের অধিক আড়ম্বর প্রদর্শন দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। গৃহস্থগণ পরিবার-পরিজনের কর্ম্মশীলতা সঙ্কোচের জন্য অতি সংক্ষেপে ও সাত্ত্বিকভাবে অর্চ্চন কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন এবং বিশেষ ভাবে তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য অর্থাৎ সর্ব্বস্ব মিশন-রূপী গুরু সেবায় নিযুক্ত করিয়া হরিনাম অর্থাৎ কৃষ্ণভজন করিবেন, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ। শ্রীল প্রভুপাদ গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চনের অনাবশ্যকতা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতেন। কোন কোন বিশেষ গৃহস্থ মিশনরূপী গুরুর সেবায় অর্থাৎ কীর্ত্তনাদি প্রচারে নিযুক্ত থাকায় অর্চ্চনে ব্যক্তিগতভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে না পারিলেও তাঁহার পরিবার ও পরিজনগণের কর্ম্মশীলতা মোচনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চনাঙ্গের অবশ্যকরণীয়তা উপদেশ দিতেন, কিন্তু সর্ব্বোপরি সর্ব্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদ মিশনরূপী গুরুর সেবার অপরিহার্য্যতার কথা শত মুখে কীর্ত্তন করিতেন। অনেক সময় সময়াভাবনিবন্ধন কেহ কেহ নির্দ্দিষ্টীকৃত সংখ্যানামে অধিক মনোযোগ দিতে না পারিলেও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে মিশনরূপী গুরুর সেবা করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হইতেন এবং নিঃস্বার্থভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেন। মিশনের সেবা কেবল যে কএকজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারীর জন্য উদ্দিষ্ট তাহা নহে, মঠের সেবা কেবল গৃহত্যাগিগণই করিবেন

তাহা নহে ; শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠীয় গৃহব্রতগণকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া মিশনের সেবা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। গৃহের বিপদ্ হইলে কিংবা পরিবার পরিজনের কোন প্রকার অভাব, অসুবিধা, অসুখ হইলে গৃহব্রতগণ যে প্রকার ঐসকলকে নিজ নিজ বিপদ্ মনে করেন, মিশনের যে কোন বিপদ্‌কে তদপেক্ষা কোটি গুণে অধিক বিপদ্‌রূপে অনুভব করিয়া সর্ব্বতোভাবে আচার্য্য সেবা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গৃহব্রতগণকে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, গৃহব্রতগণ নিজের আত্মীয়স্বজনকে মৃত্যুশয্যায় রাখিয়াও, মিশনের সেবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। গৃহের অভাব-অসুবিধার দিকে দৃক্‌পাত, অরক্ষণীয়া অনূঢ়া কন্যার বিবাহের চিন্তা, অর্থ সঞ্চয়ের ভাবনা, পুত্রাদির শিক্ষা, সংসারের অভাবাদির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ, আপাতিক অসংখ্য কল্পনাতীত অভাব অসুবিধা কিঞ্চিন্মাত্র দূর করিবার চেষ্টার অবকাশ প্রদান না করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদ মিশনরূপী গুরুর সেবা করিবার জন্য গৃহব্রতগণকে কতভাবে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেই শিক্ষার আদর্শরূপে অর্থাৎ গৃহস্থ কি করিয়া কনকের দ্বারা মিশনরূপী গুরুর সেবা করিবেন, গুরুর একান্ত শরণাগত হইবেন—তাহা নিজ আচরণে দেখাইবার জন্য ঐশ্বর্য্য-প্রতিশ্রীবিভূষিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু উচ্চরাজকার্য্য হইতে লক্ষ অর্থের সংশ্রব গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়াছেন। নিজের প্রভাবান্ পুত্রগণকে হরিসেবার জন্য সমর্পণ করিয়াছেন, পরিবার-পরিজনগণকে শ্রীধামবাসী করিয়াছেন ও সকলের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মিশনরূপী শ্রীগুরুদেবের সেবা করাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর মৎসর-ব্যক্তিগণ যখন মিশনের উপর ভীষণ বিপদ্ আনয়ন ও মিশনরূপী গুরুদেবকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন (?) করিবার চেষ্টা করিল, তখন শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই বিপদ্‌কে নিজের বিপদ্ মনে করিলেন। তিনি পূর্ব্বসেবন, চাকরীর অধিকতর উন্নতি কিংবা তাঁহার সহকর্ম্মিগণের শতকত অনুরোধের মোহে মুগ্ধ হইয়া গৃহব্রতের ন্যায় চাকুরী রক্ষা করিয়া অবসর সময়ে মিশনের মৌখিক বা আংশিক সেবা করিবার ভাণ দেখাইলেন না। অথবা "শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে আমি আর কেন আমার সকল অর্থ সেবায় প্রদান করিব, এখন নিজের আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া রাখি, উদাসীনব্যক্তিগণের পাল্লায় পড়িয়া কেন আমার ভবিষ্যৎ অপবার্থপরতার আশা-ভরসা নষ্ট করি, এখন দূরে সরিয়া পড়িয়া মৌখিক সহানুভূতি বা নিরপেক্ষতা দেখাইয়া নিজ স্বার্থসাধন করি" —এইরূপ বিচার করিলেন না, অথবা 'মামলা-মোকদ্দমায় যখন এখন অর্থব্যয় হইবে, তখন আমি কেন আমার ও আমার স্ত্রী-পুত্রাদির সুখস্বাচ্ছন্দ্য সঙ্কুচিত করিয়া উহা মিশনরূপী গুরুর সেবায় প্রদান করিব ?' এইরূপ বিচার শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু করেন নাই। তিনি মিশনের বিপদ্‌কে সম্পূর্ণ নিজের বিপদ্‌রূপে অনুভব করিয়া গুরুসেবার জন্য বিপদ্ ও বিঘ্নের সমুদ্রের মধ্যে অসীমসাহসে ঝাঁপ দিয়াছেন। ইহাই শরণাগতের প্রকৃত লক্ষণ। এইরূপ বিপ্রলম্ভগুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করায়, অবৈধ যোষিৎসঙ্গের অনুমোদন না করায় অবৈধ যোষিৎসঙ্গী কপটাচারীর দ্বারা ভক্তিসুধাকরপ্রভু কতভাবে নির্য্যাতিত হইতেছেন ! কিন্তু তাঁহার সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু মিশনের অতিথি নহেন, তিনি মিশনকেই তাঁহার নিত্যনিবাস, নিত্য আবাস করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রাদি পালনের গৌকর্য্যের জন্য তিনি মিশনের সেবক নহেন। কৃষ্ণসংসারের অহৈতুক-সেবার জন্য তিনি মিশনের সেবক।

আর একদিকে গৃহব্রতের অভিনয়কারী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর আদর্শ। তিনি মিশনরূপী গুরুর সেবার জন্য বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদিকে কাঁদাইয়া বাড়ি ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আচার্য্যবিদ্বেষি-ব্যক্তিগণ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর নিকট লণ্ডনে বহু বহু পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আচার্য্য-বিদ্বেষিগণের পাতা শ্রীল ভক্তিসারঙ্গপ্রভুকে লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের ইচ্ছা আপনি আচার্য্য হউন ; কারণ, আপনি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা লণ্ডনে প্রেরিত ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত। আপনার অদ্ভুত বাগ্মিতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুল, নিত্যানন্দবংশ, আপনার ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, লোকাকর্ষণীশক্তি !—প্রভৃতি অসংখ্যগুণ আপনাকেই গৌড়ীয় মিশনের সুযোগ্য আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আপনি এই

পদ স্বীকার করিলে আমরা সকলেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইব।" কিন্তু শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু কণ্টকবাক্তিগণের সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সত্বর হইতে পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন,—"আমি জন্ম-জন্মান্তর শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর দাস্য বরণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্যে তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তে পরিচালিত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর সেবা করিতে পারিলে আমার জন্ম সার্থক হইবে। আমি শ্রীল প্রভুপাদের মুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত কাহারও মুখে গুরুনাম প্রকাশিত হইতে পারে না। মিশনের কাঠামোর সেবা আমরা অনেকে করিয়াছি, অনেকে "গো-বটম্"রূপে মিশনে আছি; কিন্তু মিশনের প্রাণ শ্রীল বাসুদেব প্রভু। মিশনের কাঠামোর ম্যানেজমেণ্ট ও মিশনরূপী গুরুদেবের অন্তরঙ্গ-সেবার মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবাই মিশনরূপী গুরুর অন্তরঙ্গ-সেবা। একমাত্র শ্রীল বাসুদেব প্রভুই সেই সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, আর যাঁহারা করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যেই তাহা করিয়াছেন বা করিতে পারিবেন, এইজন্যই মিশনের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ,—

শ্রীরামগোপাল আগে, বাসুদেব-অনন্তরাগে,
থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।

বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামিপ্রভু আচার্য্য-বিরোধী পাণ্ডার প্রদত্ত প্রলোভনকে ঘৃণ্যজ্ঞানে বাক্যবিষ্ঠার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে মিশনের সেবা বা আচার্য্য-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বরচিত প্রবন্ধে ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুকে যেসকল প্রশংসা করিয়াছেন, "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধারার সর্ব্বোত্তম উজ্জ্বলরত্ন", "গোস্বামিকুলধুরন্ধর" ও "প্রভুপাদগোস্বামী", "জগদ্বরেণ্য", "যাবতীয় বঙ্গ বৈষ্ণব গণের উপাধ্যায়", "কৃষ্ণপ্রেমকল্পিনীর একায়নপদ্ধতিতে মহাসন্ত" প্রভৃতি বলিয়া জানাইয়াছেন, তিনি সেই সকল বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠাকে ভোগ না করিয়া বা ঐ সকল সার্টিফিকেট তাড়াতাড়ি তাবক সম্প্রদায়ের দ্বারা রাস্তার ঘাটে না ছড়াইয়া নানা বিঘ্ন-বিপদ্-নির্য্যাতনের মধ্যে মিশনের সেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মিশনের বিশ্বস্তসেবা করিতে প্রস্তুত হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত ব্যক্তিগত বহু অর্থ, স্ত্রী-ধন, সহধর্ম্মিণীর বহু অলঙ্কার-পত্র পর্য্যন্ত অবৈধভাবে আটক করা হইয়াছে। তাঁহাকে কতপ্রকার কলঙ্কের ভাজন হইতে হইয়াছে। এদিকে তিনি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, কোনদিকে না তাকাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালের ন্যায়ই মিশনের সেবা করিতেছেন। গুরুদেবের মিশনের বিপদ্ দেখিয়া তিনি বিলাতে প্রচারের প্রতিষ্ঠা ও সেইদেশীয় বহু অনুগতজনগণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াও এদেশে আসিয়াছেন।

এই সকল আদর্শ প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যদি গৃহস্বামিমানী আমরা এসময়ে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকি, আরামের কোলে থাকিবার আশায়, নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিপালন ও সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান বা আয়েসের সুবন্দোবস্ত করিবার আশাবন্ধে মিশনের বিপদের মধ্যে প্রবেশ করিতে, সর্ব্বতোভাবে মিশনরূপী গুরুর সেবায় অনুকূল্য করিতে প্রস্তুত না হই, কোন পক্ষ-বিশেষের অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়ে কিংবা চক্ষু-লজ্জায় নিরপেক্ষতার অভিনয় করি, অথবা কোন্‌টি সত্য, তাহা লইয়া মস্তক আলোড়ন করা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের চুপ থাকিয়া নিজের নিজের ঘরে মালা টানাই শ্রেয় মনে করি, কিংবা বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার অস্তিত্ব কোথাও নাই মনে করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ি, কিংবা যে পক্ষ জয়ী হইবে, তাহা দেখিয়া পরে পক্ষবিশেষে যোগদান করিব—এইরূপ ভোগ-কামনা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা হইলে আমরা কোন দিনই—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।"

—এই সনাতন-শিক্ষার উপদেশ পালন করিলাম না—পালন না করিয়া আমাদের পলাইবার পথ নাই, নিস্তার নাই। মিশনরূপী গুরুর সেবা না করায় আমাদিগকে অনন্ত নরকে পড়িতে হইবে—আমাদিগকে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতে হইবে। আমরা বিশুদ্ধ নাস্তিকবাদ, সুক্ষ্মদেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ও মায়াবাদের নাগর দোলায় চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে "ঘুরপাক্" খাইতে থাকিব। গুরুসেবা ব্যতীত কাহারও নিস্তার নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, উচ্চচূড় মঠ-মন্দিরাদির পাথরে নাম খোদিত, কিংবা গ্রন্থরাজির প্রশংসা-পত্রে তাঁহাদের নাম থাকাতে

মুদ্রিত হয়, মিশনকে সেই জাতীয় আনুকূল্য করিলেই মিশনের স্থায়ী-সেবা হয়! কিন্তু সভাভিলাষ-মূলা বিষ্ণু-সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণব সেবার অহৈতুকী প্রবৃত্তি কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ও আত্মমঙ্গলের সেতু। বিষ্ণুর অর্চ্চন অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবা অনন্ত-কোটি-গুণে বড়। পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের গুরুদ্রোহ ও বৈষ্ণব-নির্য্যাতন-চেষ্টাকে নিজের গাত্রের বেদনারূপে অনুভব করিয়া যাঁহারা সর্ব্বথা ও সর্ব্বতোভাবে গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আনুকূল্য করেন, তাঁহারাই যথার্থ বিপদের বন্ধু ও মিশনের অকৃত্রিম সেবক। সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি অনুধ্যানের সময় অনেকেই অনেকপ্রকার অভাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য সেবার অভিনেতা হইতে পারেন; কিন্তু যে-সকল গৃহস্থ মঠকে—নিজ গৃহ, অকপট মঠবাসিগণকে—আত্মীয়স্বজন, মিশনকে—গুরুদেবের সংসার অনুভব করিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, উপদ্রুত হইয়াও প্রাণ-অর্থ বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারাই অকৃত্রিম বৈষ্ণব-সেবক ও গুরু-সেবক। গৃহস্থের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম—গুরুসেবা ও বৈষ্ণব-সেবা। মিশনরূপী গুরুর সেবা বা আচার্য্যের সেবা ও সেই মিশন-সেবক বৈষ্ণবগণের সেবা-ব্যতীত গৃহস্থগণের কখনই কৃষ্ণভজন হইবে না। গৃহস্থ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ প্রকৃত-ভাগবত-সভা উপলব্ধি করিয়া সেই গুরুসেবায় শত শত বাধা-বিঘ্নের বোঝা মস্তকে বহন করিয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সেবাব্রত প্রকট করুন। যাঁহাদের প্রকৃত-সত্তা-উপলব্ধিতে সমস্যা বা সংশয় আছে, তাঁহারা নিকপটে আচার্য্য-পাদপদ্মে উপনীত হইয়া পরিপ্রশ্ন সহকারে পুনঃ পুনঃ সত্যসিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। নিরপেক্ষতার অভিনয়ে, কিংবা বিঘ্ন ও বিপদ্‌রাশির মধ্যে পতিত হইবার আশঙ্কায়, অথবা কোনপ্রকার চক্ষুলজ্জার অনুরোধে বা প্রেয়ঃ-সম্ভোগপিপাসায় মায়ার কোলে সুখনিদ্রা-উপভোগের অভিলাষ পোষণ করিয়া আত্মহত্যা করিবেন না। পরমোৎসাহের সহিত অযুত অযুত বাধা-বিঘ্নের মস্তকে পদবিক্ষেপ করিয়া বৈষ্ণব সেবাব্রতের বেচ্ছাসেবক হউন। জাড্য চেতনের ধর্ম্ম নহে, আচার্য্যানুগত্যময় চেতনতাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। গৃহস্থ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ, সেই বৈষ্ণব সেবাব্রতের অভিসারে আমাদিগকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলুন,—ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে অতি-বিনীত প্রার্থনা।

---

## প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা মে, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার রাত্রে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পরলোকগত চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত মহোদয়ের ২০ আমিরালি র‍্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস্‌স্থিত বাসভবনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুপ্ত বি-এ মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে কণ্ঠশ্রুতি হইতে যমরাজ ও নচিকেতা সংবাদ এবং শ্বেতোপনিষদ্ হইতে আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। হরিকথামৃতই যে জীবাত্মার একমাত্র প্রাণ্য বস্তু এবং তাহাতেই যে তাঁহার একমাত্র প্রসন্নতা, তাহাই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী পাঠ কীর্ত্তন হয়। পাঠের প্রারম্ভে শ্রীপাদ কবিরত্নপ ব্রহ্মচারী ও, অন্তে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন, নিম্নে তন্মধ্যে কতিপয় সজ্জন ও ভদ্রমহিলার নাম প্রদত্ত হইল,—মিঃ জে, সি গুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত চীফ্ জজ, স্মলকজ-কোর্ট; রায় বাহাদুর উপেন্দ্রমোহন সেন বিহার এবং উড়িষ্যার কাইনান্স ডিপার্টমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার; খান বাহাদুর শামসুদ্দিন আহম্মদ, রেজিষ্ট্রেশনের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল; মিঃ এ, এল্ সেন বি, এস্‌সি (ইঞ্জিনীয়ারিং) ম্যানচেষ্টার; ডাঃ এ, দাসগুপ্ত এম, বি (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল জে, এন দাসগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র); মিঃ এল্ হাল্‌দার য়্যাসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ই-বি-আর; মিসেস্ মিত্র (ট্রেণিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মিঃ মনোরঞ্জন মিত্র মহোদয়ের পত্নী); মিঃ অশোক সরকার, (ট্রেণিং কলেজের প্রফেসর); মিসেস্ সরকার (ট্রেণিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব ডাইস্ প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্নী); মিস্ নীরা সরকার এম্ এ, বি-টি; মিস্ বাসন্তী সেন বি-এ প্রভৃতি।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪৫ ; ১৪ই মে, ১৯৩৮ | ৪০শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য সকল বিষয়-সেবা, কিছুই জীবের বাহ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, কৃষ্ণসুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগতাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহা-মহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয়।

জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাকৃত মঙ্গল ও অপ্রাকৃত অনুভব, উভয় বস্তু-লাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

—( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ, ১৪১-১৪২, ১৪৪ 'অনুভাষ্য' )

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীমায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, ইং ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য কি? অথবা মানুষের কি করা উচিত?

ঈশ্বর যদি বহু থাকেন, তাহা হইলে যাহার যে ঈশ্বর দরকার, তিনি তাঁহার সেবা করিবেন। ঈশ্বর যদি কল্পিত হন, তাহা হইলে এক একটি জীবের জন্য এক একটি ঈশ্বর সৃষ্ট হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন এক-একটি উপাসনা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিত। আর যদি ঈশ্বর একজন হন এবং তাঁহার অধীনরূপে যদি অনেক অবর জীব ও দেবতা থাকেন, তাহা হইলে জীবের কর্ত্তব্য কীদৃশ হওয়া উচিত? ঈশ্বরের একত্ববিচার ও তদ্ব্যতীত সকলেরই বহুত্ব ও বস্তুর-স্বভাব সত্য হইলে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাও এক-প্রকারই হইবে।

কতকগুলি দুর্ভাগা নাস্তিক লোক তত্ত্ববস্তুর সহিত সাযুজ্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। তাহাদের বিচার এই—'তত্ত্ববস্তু যদি এক অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হন এবং আমি যদি সেই তত্ত্ববস্তুর সহিত নিজকে এক (অভিন্ন) বোধ করি বা অভিন্ন হইয়া যাই, তাহা হইলেই তাঁহার একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব বজায় রহিল। কিন্তু বিচার্য্য এই যে, তত্ত্ববস্তু যদি ক্ষমতাবিশিষ্ট না হইয়া নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও নিঃশক্তিক অথবা জড় হন, তাহা হইলে আমাকেও নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক অথবা জড় হইতে হইবে।' নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণের ধারণা এই যে, নির্ব্বিশেষ হইতে পারিলেই জীবের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল। মায়াবাদগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে (৺) এইরূপ একটি চন্দ্রবিন্দু যোজনা করিয়া থাকে। জীব নিজের নিজত্বকে বিনাশ করিতে পারিলেই তাহার নির্ব্বিশেষলাভ হইয়া গেল,—এইরূপ কল্পনা করিলেও সে কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া জন্মমরণ-মালা পরিধান করে।

খৃষ্টিয়ান যদি স্বীকার করেন—তত্ত্ববস্তু নিত্য এবং জীবগণ তাঁহার অধীন, তাহা হইলে উভয়ের অবস্থানের কিরূপ adjustment হইলে তাঁহার সহিত প্রেম হইতে পারে? —ইহা জানা আবশ্যক। ভগবান্ বিষয়জাতীয় বস্তু, তাঁহার সহিত আশ্রয়জাতীয় জীবগণের adjustment কিরূপ হইবে? আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জড় এবং উহাদের শক্তি মাত্রিক সীমার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অপ্রাকৃত বিভু তুরীয় ভগবদ্বস্তুকে আমরা কিরূপে জানিব? তাহার একটি দৃষ্টান্ত বলিলে, বোধ করি, আপনারা বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ গুণ বড়। সেই বৃহৎ জলন্ত সূর্য্যের তেজ যদি সর্ব্বদাই প্রখর থাকে এবং আমরা জীবগণ যদি তাহার নিকটবর্ত্তী হই, তাহা হইলে পুড়িয়া যাইব। আবার সূর্য্য আলোকহীন হইলে আমিও দৃষ্টি-শক্তিরহিত ও শীতার্ত্ত হইয়া তাহার নিকটে আর যাইতে পারি না। আর সূর্য্য এত বৃহৎ বস্তু যে, তাহার নিকটে গেলে আমরা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইব না। কিন্তু যদি সূর্য্যের অবস্থানের সহিত আমাদিগের অবস্থানের proper adjustment হয়, অর্থাৎ আমরা যদি সূর্য্যের সম্যক্ দর্শন ও প্রয়োজনানুরূপ উত্তাপলাভের উপযোগি দূরত্বে অবস্থিত হই, তাহা হইলে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের adjustment হইল। সূর্য্য যথোপযুক্ত ব্যবধানে অবস্থিত আছে বলিয়াই তাহার আলোকের সাহায্যে পৃথিবীতে নানাজাতীয় মানব ও অন্যান্য জীবজন্তু স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সূর্য্য অধিক নিকটবর্ত্তী বা অধিক দূরবর্ত্তী হইলে গ্রীষ্মাধিক্য ও শৈত্যাধিক্য হেতু কোন জীবই বাঁচিতে পারিত না। আমাদের range of visionএর (দৃষ্টিশক্তির) limit (সীমা) আছে। আমরা সেই সীমার অতিরিক্ত কিছু দেখিতে পাই না। আমরা চশ্‌মার সাহায্যে ক্ষুদ্র জিনিষও দেখিবার যোগ্যতা লাভ করি। সূর্য্য বহুদূরে আছে বলিয়া আমরা দর্শনের প্রয়োজনমত যথা-যোগ্য আলোক লাভ করিয়া উহার সাহায্যে তাহাকে ও অন্যান্য বস্তুকে দেখিতে পাই। কিন্তু যদি সূর্য্যের তাপ এখন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে তাপিত করিলে সকলেই পুড়িয়া মরিয়া যাইতাম। সূর্য্যের রশ্মি ও আমাদের দর্শনক্রিয়াশক্তির

অনুপাতে adjustment হইলেই সকল দিকে সুবিধা বা মঙ্গল। We require adjustment. যিনি বা যাহারা adjusted হইবেন, তাঁহার বা তাঁহাদিগেরই আশ্রয়যোগ্য জীব সংজ্ঞা। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের সহিত জীব আমাদের properly adjusted হওয়া দরকার। সূর্য্য কত দূরে আছে, তাহার size ও shape কিরূপ, পৃথিবীতে তাহার তাপের প্রখরতা কিরূপ, পৃথিবীতে তাহার আলোক আসিতে কত সময় লাগে, এবং কি ভাবে আসে, এবং কিরূপ বেগে বা গতিতে আসে—এই কথাগুলি চিন্তা করিলে সূর্য্যের সহিত আমাদের Adjustment হইতে পারে। Adjustment ও Balance'এর মাত্রা ঠিক করিতে পারিলে বিষয় ও আশ্রয়ের আদান প্রদান চলিতে পারে।

A certain quantity of soda (কতক পরিমাণ সোডা) and a certain quantity of Acid (কতক পরিমাণ এসিড্) একত্র যোগ হইলে effervesce করে (টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটে)। তৎপূর্ব্বে ঐগুলি জড় ও নিষ্পন্দ। এই analogy হইতে আমরা দেখিতে পাই যে adjustment is a factor for determining position. মানুষের চিন্তাধারা adjustment এর উপর নির্ভর করে।

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'কর্ত্তাহং' প্রভৃতি monistic বিচার—'ব্যাঙ্‌কাটা' বিচার বা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতার বিচার। একটি ছোট ব্যাঙ্ কোন এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড বৃষকে দেখিয়া একটি বড় ব্যাঙের নিকট গিয়া বলিল—'আমি একটি খুব বড় ষাঁড় দেখিয়াছি।' এই কথায় বড় ব্যাঙ্‌টি ঈর্ষা পরায়ণ হইয়া নিজের ওজন না বুঝিয়া নিজে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এতই ফুলিতে আরম্ভ করিল যে, অবশেষে ফাটিয়া মরিয়া গেল।

ফুটবলের ব্লাডারকে অতিরিক্ত inflate করিলে উহা ফাটিয়া যায়। সুতরাং যখন অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত এক বা সমান হইবার জন্য আরোহপথে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে, তখন নিজের ক্ষুদ্রতা বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মকে ঈর্ষা করিতে করিতে নরকে অধঃপতিত হয়। হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি ইহারাও ভগবদ্বিদ্বেষ করিয়া প্রকৃত স্বার্থ হারাইয়া পরিণামে আত্মবিনাশ লাভ করিয়াছে। বদ্ধজীব 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা' হইয়া যেকাল পর্য্যন্ত না ব্যাঙ্-ফাটা হইয়া যায়, সেই কাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে সে যাহাই করিতেছে, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেছে। এই সকল নিরাস করিবার জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্ম্মনস্কাঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

ঈশ্বরের সহিত আমাদের adjusted হওয়া দরকার। কৃষ্ণেতর বস্তুর সহিত আমাদের যে adjustment, তাহা অনিত্য ও দুঃখদায়ক। The mundane adjustment between husband and wife, between parent and children, between friend and friend as well as between master and servant is wrong. For those adjustments will result in death in the long run. They will have death as their goal, so we must reject the limited adjustments. We should reject all অদৈব বর্ণাশ্রম's adjustments, as those find and will finally find death and nothing else as their goal. Worldly adjustments are all deluding, because after all in all such processes death is inevitable. যদি বিষ্ণুর আরাধনা লক্ষিতব্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমাচারের প্রয়োজনীয়তা নাই।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
(বিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

ইহ জগতেও কোন মস্তর বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আমরা সংসারে বাস করি; যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা প্রথমে পিতামাতাকে দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, তৎপর তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধবগিরকে দেখিতে শিখিয়াছি এবং তাহার পক্ষগণকেও দেখিতে পাইতেছি। Theory of immanence মতবাদে প্রত্যেক বস্তুতে অন্তঃপ্রবিষ্টরূপে পরমাত্মসম্বন্ধ লক্ষিত হয়, where-as Doctrine of Transcendence এ (অধোক্ষজসিদ্ধান্তে) ব্রহ্ম-পরমাত্মদর্শন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত সেবাদর্শন লাভ হয়। পরাৎপর তত্ত্ব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনে প্রত্যেক জীবের উপযোগিতা নাই বলিয়া বস্তু বহির্ম্মুখপ্রতীতিতে কল্পনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যেমন কেহ কেহ বলিতে পারেন- 'আমি temperate climateএর ঐশ্বর্য্যবিচারপর লোক, বা আমি কেন extreme climate এ অর্থাৎ transcendence এর দিকে (ব্রহ্মের পথে) যাইব?—এই বিচার প্রশংসনীয় নহে। জন্মান্ধ বা জন্মাবধি prison এর মধ্যে থাকিলে যে confused vision হয় তাহা সত্যদর্শন নহে। ভগবান্ আমাদের অচিন্তনের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নহেন। কৃষ্ণ—অপ্রাকৃত লীলাময় পুরুষোত্তম, তিনি সেবোন্মুখ জীবের শুদ্ধভক্তিবিলোচনের দ্বারাই সেব্য। তিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াও প্রপঞ্চের কোনও গুণে আবদ্ধ হন না। তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও শুদ্ধভক্তের চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তাধীন—ইহাই কৃষ্ণের মাধ্যমিক স্বরূপ। কৃষ্ণের মাধ্যমিক স্বরূপের সহিতই কৃষ্ণের বিভিন্নরসের সেবকগণের আদান প্রদান হইয়া থাকে। আমাদের দরকার Absolute Person এর সহিত adjusted হওয়া। যেহেতু I am out of touch with the Absolute and I am an infinitesimal part and parcel of the Absolute Person. I am now in touch with limited non-Absolute objects. If I am to reach the Absolute I should have prayer so that I may have His grace. If I am adjusted with Him through complete surrender then He will be approachable by me. We should therefore adjust ourselves with the Absolute Infinite Person. আমাদের যে চেতনের ধর্ম্ম জড়ের বিকারের দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই চেতনবৃত্তিকে যদি Absolute এর সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের পরম সুবিধা বা মঙ্গল লাভ হয়।

কৃপা দুই প্রকার—কৃষ্ণপ্রসাদজ ও ভক্তপ্রসাদজ। আমাদের এইরূপ সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে যে, চিৎসূর্য্য-স্বরূপ শ্রীগুরু বা শ্রীগুরুদেবকেও আমরা বর্ত্তমান ভূমিকায় যথাযোগ্য সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহাদের সাক্ষাৎ সঙ্গ, কথা শ্রবণ ও তাঁহাদিগের নিকট সেবা নিবেদন করিতে পারিতেছি। সুতরাং আরোহপন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শরণাগত হইলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০। ৪।৩)

'আমি খুব বুঝিয়া ফেলিয়াছি'—ইহা অতি বড় পাকামী অহঙ্কার বা ছোটবুদ্ধির পরিচয়। জানিবার চেষ্টা কিছু জান নহে। আরোহপন্থীরা জীবিতকালে ও উহার পরবর্ত্তিকালে পরতত্ত্ববস্তুকে বাতিরেকবিচারে আয়ত্ত বা অধীন করিবার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু তত্ত্ববস্তুর দর্শন ও সান্নিধ্য-ব্যতীত তদ্বিষয়ে বাস্তবিক জ্ঞান হইতে পারে না।

আমাদিগকে এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে—আমাদের নিত্যবসতিস্থল ব্রহ্মে যাইতে হইবে। 'ব্রজ্' ধাতু হইতে 'ব্রহ্ম'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ব্রজ্' ধাতুর অর্থ চলা অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীরাধা-মাধবের অপ্রাকৃত কামবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে। নির্জ্জনভজনের প্রতি ঝোঁক হইলে অথবা হরি সেবা করিতে করিতে অন্যমনস্ক বা অলস হইয়া পড়িলে বৈষ্ণবসেবায় শিথিল-বিচার-বিশিষ্ট নির্ব্বিশেষবাদী sloth হইয়া পড়িতে হইবে; যাহারা আলস্যপ্রধান ব্যক্তি, তাহারা পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। But I must move towards Him. হরিভজন ছাড়িয়া আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে গিরিগহ্বরে থাকিয়া পাথর চাপা পড়িয়া অপমৃত্যু-বরণ-রূপ লাভ ঘটিতে পারে।

কৃতমোঽপি ন বেদঃ স্যাৎ পশ্বানাং পুরুষংপ্রতি।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥

—ভাঃ ৭।১।৩২

বেণরাজার বিচার ছিল—"আমি নিজের কার্য্যই করিব, ভগবানের কথায় আমার দরকার নাই"। মনুষ্য-জীবনটা আলস্যে কাটাইবার জন্য নহে, নিরন্তর হরিভজন করিলেই উহার সার্থকতা হয়।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

ভক্তগণ ভগবানের সহিত নিজেদের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণের নিত্যদাস্য বরণ করেন, আর অহঙ্কারী নির্ব্বিশেষবাদী নিজকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া অভিমান করে এবং পরিণামে আত্মবিনাশ লাভ করে। তাহাদের বিচার হইয়া পড়ে,—'সোঽহম্'। তাহারা ভাবে—আমরাই সেই Infinite, Absolute. তাহারা 'অহং সঃ' 'অহং সঃ' বলিতে বলিতে নিজদিগকে 'হংস' বা 'Hans' বলিয়া জাহির করে। আমাদিগকে প্রেমোজান গ্রহণ করিতে হইবে। Transcendental infinitesimal should approach the Transcendental Infinite Absolute. নিজের অহঙ্কারকে বাড়াইতে বাড়াইতে ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ার চেষ্টা অপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া নিজের প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। নির্ব্বিশেষবাদীর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্যেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপমিতি—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

এই বাক্য—একতাৎপর্য্যপর। শলভ বা পতঙ্গ ঐ অগ্নির আলোককে উপভোগ করিতে যাইয়া উহার মধ্যে পুড়িয়া মরে। 'অহং সঃ' এস্থানে 'সঃ' শব্দ যদি ভাগবতপরাক্ষর স্বরূপের বিচার হয়, তাহা হইলে বিচার ঠিক হইবে, নতুবা মহা অসুবিধা হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'আমি তৃণাদপি সুনীচ (অণু) আর তুমি (কৃষ্ণ)—ব্রহ্ম (বৃহদ্) বস্তু।'

'Nimsar School' এর লোকেরা ভাগবত-সম্প্রদায়; আর Benares Schoolএর লোকেরা মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিমসারের ভাগবত Schoolএর বিপরীত মায়াবাদীর Schoolএ প্রবেশ করিয়া (অর্থাৎ উহাদের বাহ্য পোষাক পরিয়া) সেই সম্প্রদায়ের গলদ বাহির করিয়াছেন। তিনি নৈমিষারণ্যের ভাগবত-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যে আমাদের একটি মঠ আছে এবং তথায় 'ভাগবত-পাঠশালা' স্থাপিত হইয়াছে, তথা হইতে ভাগবতের মহিমা প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে আদেশ করিয়াছেন, তাৎপর্য্য এই যে,—তৃণ হইলেও কিছু অহঙ্কার থাকে বলিয়া তৃণ পর্য্যন্ত গর্দ্দভেরও খাদ্য; সুতরাং 'তৃণমহং' বলিলে গাধাও আমাকে খাইবে। কিন্তু তৃণাপেক্ষাও নীচ হইলে পশুও আমাকে খাইতে পারিবে না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্যাসানুগতো উপনিষদের ব্যাখ্যান-ছলে কেনোপনিষদের যে উপাখ্যানটি উত্থাপন করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব ও অন্যান্য-দেবগণের তদধীনতা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"এক সময়ে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-গণের এরূপ অহমিকা হইয়াছিল যে,—'বিষ্ণু বলতা স্বীকার করিয়া আমাদের কাজ কি? আমরা নিজ নিজ বলেই জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছি।' দেবগণ সমবেত হইয়া ইহার মীমাংসা করিতে বসিলে ব্রহ্ম (বৃহৎ স্বরূপ) ব্রহ্ম বা বিষ্ণু দেবগণের সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবগণ বিষ্ণুকে চিনিতে পারিলেন না এবং ঐ তৃণটিকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রত্যেকেই বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ তৃণটি সঞ্চালন করিতে গিয়া সকল দেবগণের নিজ নিজ বলের স্পর্দ্ধা নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। ইন্দ্র ব্যর্থকাম হইয়া সভাস্থলে ফিরিয়া গিয়া যখন ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি অন্তর্হিত হইলেন। শক্তিমন্তর বিষ্ণু যখন চলিয়া গেলেন, তখন হৈমবতী সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেবতাগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করায় হৈমবতী বলিলেন—যাহাকে আপনারা বৃহৎ যক্ষের বেশে দেখিয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর ব্রহ্ম বা বিষ্ণু। তিনি আপনাদের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনারা নিজ অহঙ্কার-বলে সামান্য তৃণখণ্ডও সঞ্চালন করিতে পারেন নাই। মায়াবাদী শাক্তেরা বিষ্ণুকে অস্বীকার করিয়া ভবানীর পূজা করিবার ছলনায় ভবানীভর্ত্তা হইবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করে। বিষ্ণুই যে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ইহা জানিতে পারিলে নিখিল জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়।

আমি শ্রীরামপুরে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন পরলোকগত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট 'ব্যাকরণকৌমুদী' চতুর্থ ভাগ পড়িয়াছিলাম। তখন আমি উপনিষদ্‌ও পড়িয়াছিলাম। শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর সরল সংস্কৃত ভাষায় আমাকে উপনিষদের অন্বয় লিখিয়া দিয়াছিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদের ভক্তিপর ব্যাখ্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষে মায়াবাদই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শেষ ইচ্ছা এই ছিল যে—বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদ্‌গুলির হরিভক্তিপর interpretation বা ব্যাখ্যা হয়। আমার এখনও ইচ্ছা করে 'তৃণাদপি' বিচারের অধীন থাকিয়া বেদান্তের সেবা করি। বেদান্তের আলোচনায় একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সেশ্বর বৈষাদ্বিকের বিচার Henotheistic বিচারের আলোচনার বিপরীত। রুদ্র বা শিবের উপাসকগণ মুক্তির প্রার্থনা করে। কিন্তু সম্রাট কুলশেখর মুকুন্দমালাস্তোত্রে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরূপা।
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

জীব ব্রহ্মসাযুজ্য পাইতে চায়, ইহা বড়ই বিড়ম্বনা ও অপরাধ, ব্রহ্মের সহিত তুলনায় জীব ধূলিকণার তুল্যও নয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ব্রহ্মের তুলনায় infinitesimalএর infinite root যাহা, তদপেক্ষাও জীব ছোট।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলেন—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

Devotional ও Pedantic schoolএর বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। Infinity ও infinitesimalityর—পরস্পরের বিপরীত বিচার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'-ইহাই ব্যাঙাচী বিচারে প্রয়োজন কি? কেনোপনিষদে বিষ্ণু দেবতাগণকে জানাইয়াছেন—'ওহে দেবগণ! তোমাদের আর কেন বাহাদুরী?' মুমুক্ষুগণ কেবল ঊর্দ্ধদিকে উঠিবার জন্য ব্যস্তবিশিষ্ট। কিন্তু ভক্তি নিম্নগা, তাহা ঐরূপ উদ্ধত মুক্তাভিমানিগণকে স্পর্শ না করিয়া পরাগত 'তৃণাদপি সুনীচ' ভক্তিমন্ত জনগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। Eclipsed এর বিচারে ১২৯'৫৯ ডিগ্রি কোণেতেও কোণজ দর্শন থাকে। কিন্তু ভক্তগণ প্রার্থনা করেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
প্রায়েণ বেদ ভ্রিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

অব্যক্তাসক্তগণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বিচার বড় দীর্ঘ ও দুঃখজনক, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি সুনীচেন' বাক্যে ভক্তিপথের বা সাধনপথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলপ্রকার অভক্তিপর পথ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাস্তায় চলিলে পুরোপুরি সমগ্র বস্তুটাই পাইব এবং যাঁহার সমগ্র বস্তুটি আছে, তাঁহাকেও পাইব। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সাধনপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকল প্রকার সাধকের পক্ষেই সুগম ও সহজ। সূর্য্যালোক যেমন সকলপ্রকার জিনিষকে শোধন করিতে পারে, ভক্তিসিদ্ধান্তও সেই প্রকার সকলপ্রকার বাজে কথাকে দূর করিতে পারে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? সে বিষয়ে আমি বহির্ম্মুখ মনুষ্যজাতির বুদ্ধিকে একবার বিচার করিয়া নিতে চাই। পরমার্থলাভের সম্বন্ধে আমি খুব সহজ রাস্তা ও অতিসহজ ভাষা পাইয়াছি। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে হইবে। সেই শিক্ষা বা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জানিতে পারা যাইবে—গুরুপাদপদ্মও 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার শিক্ষাই দেন। 'All pervading' হইবার চেষ্টা ছাড়িয়া All pervading এর infinitesimal part and parcel রূপে সেবা করাই ভাল। ভগবদ্ভক্তির পথই গ্রহণীয়। আমি ভগবানের অর্থাৎ 'আমি তাঁহার' এই জ্ঞানে সকল বস্তুই

হরিসম্বন্ধিরূপে আমার সেবা হইয়া থাকে। অভক্তির কথাগুলি ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ সুদর্শনের সাহায্যে বিনাশ করিতে হইবে। বৈষ্ণবদর্শনের দ্বারা জড় বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণরূপে smash করিতে হইবে। 'জগতে কেন লোক অন্তসকলি কথা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করিবে, তাহা শতসহস্র বিচার, যুক্তিদ্বারা অনন্তকাল ধরিয়া আমরা প্রমাণ করিব। তাহাদের অভক্তির পথে কোথায় কি গলদ আছে, তাহা তাহাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিব' ? যাহারা মূর্খ লোক, তাহারাই অভক্তির পথ গ্রহণ করিবে—মায়াবাদ গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের নিত্য মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই যতপ্রকার বিচার প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি তাহাদিগকে শ্রৌত বিচারের দ্বারা বুঝাইয়া দিব—তাহাদের বিচার কত ছোট। সেই বিচার শ্রবণ করিলে জগৎ বুঝিতে পারিবে যে, কৃপাহীন-গণের বিচারের সৌষ্ঠব কত বড়, কত উন্নত। মানুষ জড়চক্ষুর দ্বারা কৃপাহীন বিচার-সৌষ্ঠব বুঝিতে পারিবে না। কেবল গুরুদত্ত দিব্যচক্ষুর্দ্বারা সেই সৌষ্ঠব দেখিতে পারিবে।

আমরা medium sizeএর লোক। আমাদের পক্ষে মাধ্যমিক আকার-বিশিষ্ট ভগবানের সহিত adjusted হওয়া দরকার। আমরা যদি বিভিন্ন অবতারের সেবক হই, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত আমাদের adjusted হইতে হইবে। কিন্তু যদি কৃষ্ণের সহিত adjusted হইতে পারি, তাহা হইলে সকল অবতারের সহিতই সহজেই adjusted হইব। আমাদের অনুভনীয় সৌভাগ্য এই যে, ভগবানের যে অভিন্ন-বিগ্রহ মহান্ত গুরুপাদপদ্ম গোলোকে পূজিত হন, যাঁহার একবিন্দু ঐশ্বর্য্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মুগ্ধ করিতে পারে, তাঁহার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে কখো-কখন করিতে পারিতেছি। ভগবান্ ও ভক্তও মাধ্যমিক আকার গ্রহণ করিয়া জগতে আবির্ভূত হন। ভগবান্ ও ভক্তও শুধু অর্চ্চামাত্র নহেন। ইহা ভগবানের জীবের প্রতি কত বড় কৃপা, তাহা বিচার্য্য। 'আমি সব বাদিয়ে নিতে পারি'—এই বিচার পরিত্যাগ করিয়া নিজে খুব ক্ষুদ্র হইয়া গুরুদেবের আনুগত্য করিলে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। যত রকম ধরণের অভক্তির পথ আছে, তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া মানুষ কেবল ভক্তির পথ গ্রহণ করুক্। যদি প্রকৃত মানুষ হয়, তবে তাহারা নিজেদের নিত্য কর্ত্তব্য জানিয়া লউক্। মানুষ যদি রাক্ষস ও পাষণ্ড হইতে চায়, তবে তাহারা অভক্তির পথ গ্রহণ করে করুক্। চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয় পদার্থের আহারের দ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডদের রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যেরূপ খোসার রক্ষার জন্য তত বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। তবে বৈষ্ণবের দেহ জড় খোসামাত্র নহে, বৈষ্ণবের শরীরটিকে রক্ষারূপ সেবা করিতে হইবে। অবৈষ্ণবের দেহ রক্ষা করিয়া কাজ নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখের শরীর ধারণের প্রয়োজন কি? আমরা গোবিন্দের কৃপার অপেক্ষাযুক্ত। তিনি যদি আমাদিগকে মারিয়া বা রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাহাই আমাদের অভীষ্ট হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

'আমরা মনগড়া পথে চলিব'—ইহা মৃত্যুর পথ মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—'আমার শিক্ষা সর্ব্বত্র broadcast কর এবং সকলে অনবরত কেবল Absolute Personএর কথা শুনুক।' 'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে'—এই পদের দোহাই দিয়া বাস্তব সত্যকথা-প্রচারে বিরত হইতে হইবে না। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'আমরা শ্রীচৈতন্যের কথাতেই থাকিব ও চলিব, কখনও অচৈতন্যের কথায় থাকিব না বা চলিবনা।' অভিধেয় ভক্তি ও প্রয়োজন প্রেম-শব্দে true and proper adjustment for being dovetailed with the gratification of the senses of the absolute বুঝায়। Adjustment শব্দে 'যুক্ত বৈরাগ্য'কে বুঝায়। Adjustment না হইলে জীবের হয় ভোগ-প্রবৃত্তি, না হয় ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদয় হইবে। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আংশিকো নূনতাযাঞ্চ ভাবতে পরমার্থতঃ"।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে আমরা যেন নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা এইরূপ ভাবে যাচ্ঞা করি—

বৈরাগ্যযুক্তং ভক্তিরসং প্রবক্তুমপ্যাদরমাদনভীপ্সুমন্যম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।

# "বৃহৎ মৃদঙ্গ"

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ হরিকথা-প্রচারের (সংকীর্ত্তনের) মুদ্রাযন্ত্রকে "বৃহৎ মৃদঙ্গ" এবং কায়মনোবাক্যে গুরুগৌরাঙ্গের বাণীকীর্ত্তনকারী নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিপাদগণকে "জীবন্ত চিদঙ্গ" বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—'মৃদঙ্গ বা খোলের ধ্বনি যেস্থানে উত্থিত হয়, সেইস্থান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বিষদ্‌র পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্ত বা দ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যে হরিকথার ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে পারে। যান্ত্রিক যুগের বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অবদান মুদ্রাযন্ত্রকে শ্রীল প্রভুপাদ দিগ্‌দিগন্তে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব স্বরূপরূপানুগত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকট করিয়াছিলেন। ভূলোকে গোলোকের শব্দাবতার অবতীর্ণ করাইবার জন্যই প্রভুপাদের আজন্ম সংকল্প ও সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। মুদ্রাযন্ত্র সেই সংকল্প ও চেষ্টার প্রধান উপকরণ।

নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিগণকে "মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ বা চিদঙ্গ" বলিবার কারণনির্দ্দেশে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন যে, যেমন মৃদঙ্গের দক্ষিণ ও বাম দুইদিকে চপেটাঘাত করিলে ধ্বনি নির্গত হয়, সেইরূপ ত্রিদণ্ডিগণ যখন মস্তকে গুরুপাদপদ্মের চপেটাঘাতরূপ আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ অবকনাময়ী কৃপা, আর একদিকে জগতের লোকের আধ্যাত্মিকতাবিনিত চপেটাঘাত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ গণবাদের নিন্দা, নির্য্যাতন অথবা স্তুতি গুরুপাদপদ্মকৃপায় "তৃণাদপি সুনীচ, তরুর অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ" হইয়া বরণ করিতে করিতে কায়-মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন করেন, তখনই সেই মৃদঙ্গের ধ্বনি নির্গত হয়। আবার "জীবন্ত মৃদঙ্গ" শব্দটি ব্যবহার না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "জীবন্ত চিদঙ্গ" বলাই শ্রেয়ঃ—জানাইয়া-ছেন। কেন না, জীবন্ত বা চেতন বস্তু 'মাটিয়া' নহে। হরিকীর্ত্তনকারী পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ চেতন-বিগ্রহ। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গ।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

ত্রিদণ্ডিপাদগণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক গুরুগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষিত বলিয়া তাঁহারা "শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত চিদঙ্গ"।

শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে (নভেম্বর ১৯৩০; সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ) ও ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে (জানুয়ারী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ) মহাপ্রভুর এই "বৃহৎ মৃদঙ্গ" ও "জীবন্ত চিদঙ্গ"কে দুইটি আদর্শের দ্বারা প্রকটিত করিয়া সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। নবম বর্ষের ৪১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের "পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ২০ অনুচ্ছেদে মহাপ্রভুর বৃহৎ মৃদঙ্গ ও জীবন্ত মৃদঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়া-ছিল। উহাতে জীবন্ত চিদঙ্গস্বরূপ ত্রিদণ্ডিগণের একটি চিত্র, যাহা পারমার্থিক প্রদর্শনীতে আদর্শের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাও মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে—

"মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তন প্রচারের জন্য মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তন করেন। সেই মৃদঙ্গ—তিন প্রকার। এক প্রকার—সাধারণ মৃদঙ্গ, আর এক প্রকার—বড় মৃদঙ্গ বা "বড় খোল," তৃতীয় প্রকার—"জীবন্ত মৃদঙ্গ"। সাধারণ মৃদঙ্গের কথা সাধারণ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। সাধারণ রুচিতে যে মৃদঙ্গ, তাহা সংকীর্ত্তনাদির সহিত বাদ্য-অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু বিদগ্ধরুচিতে সাধারণ মৃদঙ্গের যথার্থ-স্বরূপ ও আরও দুইপ্রকার মৃদঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। মৃদঙ্গ মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনকে মুখরিত ও তুমুল করিয়া তোলে—শব্দের অবিষদ্ধরুচিপ্রাবিত বিশ্বে বৈকুণ্ঠশব্দের ধ্বনি বিস্তারিত ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত করিয়া থাকে। সকল ধ্বনিকে ডুবাইয়া দিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের ধ্বনিকে সর্ব্বোপরি মুখর করিয়া দিতে মৃদঙ্গই সমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকে সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করাইবার আদর্শবিগ্রহই মৃদঙ্গ। ইহা হইল মৃদঙ্গের সাধারণ পরিভাষা ও স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার

মৃদঙ্গ বা বড় মৃদঙ্গ-মুদ্রাযন্ত্র। মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র হরি-সংকীর্ত্তন প্রচারিত হয়। সাধারণ মৃদঙ্গ যেখানে ধ্বনিত হয়, কেবল সেইস্থানের বা তৎপার্শ্বি-পার্শ্বিক কিছুদূর পর্য্যন্ত লোকের কর্ণগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে হরিকথা বিশ্বের যে কোনও স্থানে ব্যাপ্ত হইতে পারে। উহা কোন বিশেষ স্থানমাত্রে আবদ্ধ থাকে না—পৃথিবীর যে-কোনও লোক যে-কোনও স্থানে বসিয়া যে-কোনও সময় তাহা শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিবর্গ চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে যে সকল হরি-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা শ্রীগুরু-কৃপায় সেই কীর্ত্তনের ধ্বনি আজও পৃথিবীর যে-কোনও স্থানে বসিয়া শ্রবণ করিতে পারি—শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মৃদঙ্গ আজও সমভাবে শ্রীগুরু-প্রসাদে আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সারক্ষক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ এইজন্য মুদ্রাযন্ত্রের নাম দিয়াছেন—'বড় খোল'। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইজন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া সেই "বড় খোলে"র দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম"—সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের মহাসংকীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন। জগৎ অচৈতন্যকীর্ত্তনে প্লাবিত—প্রাণ্যকথার ধ্বনিতে জগৎ মুখর, উন্মত্ত ও প্রলোভিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতে সর্ব্বত্র শব্দের অবিদ্যবৃত্তি প্রচারিত রহিয়াছে। পরমকারুণিক ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এইজন্য এই বৈজ্ঞানিকরূপ যুগের "বড় খোলে"র দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় ঘোষণা করিতেছেন। বড় খোল শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন বিস্তার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 'সমন্বয় তদন্ধ-বিজ্ঞান-সমন্বিত,' 'পরমগুহ্য' বা 'তত্ত্বতম জ্ঞান' প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' শব্দটি প্রভুপাদ রূপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীল প্রভুপাদ রূপকবাদ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে ভক্তিরাজ্যে কোনও স্থান প্রদান করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-প্রচারের মুদ্রাযন্ত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের উপকরণ বা নিত্যপূজার সামগ্রীর সহিত যে সমান আসনে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তাঙ্কিত ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে নিত্যপূজিত চিহ্নটির মধ্যেই প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মুদ্রাযন্ত্রকে "মহাপ্রভুর বৃহৎ-মৃদঙ্গ শ্রীবিগ্রহ" বিচারে নিত্যপূজা করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ চিহ্নকে গৌড়ীয়ের ললাটে শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বাক্যত্রয়ের সহিত সন্নিবেশিত ও গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীসমূহে ঐ চিহ্ন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এখনও প্রতিসংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র ললাটদেশে শ্রীরূপের বাণীর সহিত ঐ চিহ্নটি নিত্যকীর্ত্তনমুখে পূজিত হইয়া থাকে। সেই চিহ্নের বেষ্টনীর মধ্যে সর্ব্বোপরি কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার দক্ষিণদিকে পঞ্চরাত্র, বামে শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চরাত্রের দিকে লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁহার অর্চ্চনারাত্রিকের উপকরণ ঘণ্টাধূপ-দীপাদি, ভাগবতের দিকে শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলবিগ্রহ এবং তাঁহার সেবার উপকরণ খোল বা মৃদঙ্গ ও তৎসহিত মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গ; কেন্দ্রে "ওঁ-নাম" অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের অর্চ্চা, তদ্বিরে গৌড়ীয়ের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তদ্বিরে গুরু ও গৌড়ীয়ের অক্ষরার্চ্চা। যে হরিকথা-প্রচার-সহায়ক মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গ, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীরাধাগোবিন্দ, পঞ্চরাত্র, ভাগবত, গৌড়ীয়গণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চিহ্ন, গুরু, গৌড়ীয় প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পূজিত হন, তাহা কি সাধারণ ছাপাযন্ত্রবিশেষ?

গৌড়ীয়ের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-মুদ্রা

ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান-কালে কোনও এক বিষয়ী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটিত এই চিত্রটি দেখিয়া

বলিয়াছিলেন,—"এই চিহ্নটির মধ্যে সকলই ভাল, কেবল খোলের পাশে একটি বিজাতি লৌহময় সংরক্ষণ করায় মলাভাব দোষ উপস্থিত হইয়াছে।" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, "আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ ইহাকে কলকব্জা বা ভোগ্য জড়বস্তু বা বিষয় জ্ঞান করিতে পারে, কারণ তাহারা মাৎসর্য্যযুক্ত। কিন্তু ইহা গৌড়ীয়গণের নিত্য উপাস্য ভগবৎ-সেবোপকরণ। ইহা দ্বারা শ্রীরূপের সেবা হয়—শ্রীরাধা-গোবিন্দের—শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিতত্বনু গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন রাস হইয়া থাকে।"

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে খোল করতালের পূজা প্রচলিত আছে। খোলকে তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ হইতে অভিন্নজ্ঞানে পূজা করেন। তদ্রূপ 'বড় খোল' মুদ্রাযন্ত্রও গৌড়ীয়গণের নিত্যপূজার সামগ্রী। উহা কর্ম্মী বা ভোগীর ভোগ্যবস্তু নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, যে-গৃহে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনার্থ মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবতার-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির হইতে অভিন্ন। মুদ্রাযন্ত্রসমূহ ও শ্রীমন্দির একই বস্তু। অষ্টপ্রকার অর্চ্চার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুত হয়। যেখানে অর্চ্চাবতারের অর্চ্চন মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গের দ্বারা সাধিত হয়। এক মন্দিরে পঞ্চরাত্রের প্রাধান্য আর এক মন্দিরে ভাগবতসেবার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপ্রথম-মুদ্রাযন্ত্রের নামের সহিত "ভাগবত" শব্দ সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন এবং যেখানে সেই ভাগবত-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানকে "ভাগবত-আসন" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

অর্চ্চনে সকলের যোগদানের অধিকার নাই, কীর্ত্তনে সকলেরই যোগদানের অধিকার আছে বলিয়া অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অর্চ্চার মন্দিরে সকলেই প্রবেশ করিতে পারেন না; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামহট্টশ্রবণসদনে বিভিন্ন সেবার আনুকূল্যার্থ বা হরিকথা-শ্রবণার্থ প্রবেশ করিতে পারেন বলিয়া 'উহা অর্চ্চাবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠান শ্রীমন্দিরের ন্যায় গৌড়ীয়গণের নিত্যপূজার বস্তু নহে',—এইরূপ বিচার গৌড়ীয়ভক্তের নহে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহন্মৃদঙ্গের দ্বারা পঞ্চতত্ত্বের—শুদ্ধগৌরাঙ্গের সার্ব্ব-কালিকী সেবা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত প্রত্যেকটি মুদ্রাযন্ত্র বা "বৃহৎ মৃদঙ্গ", বৈকুণ্ঠবার্ত্তা বিস্তার ও গোলোকের ধ্বনিতে ভূলোক মুখরিত করিবেন বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের নামের সহিত ভাগবত বা বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের নাম সংযোগ করিয়াছেন, — যেমন, "ভাগবত-যন্ত্র" (কৃষ্ণনগর), "গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস" (কলিকাতা), নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয়" (শ্রীধাম মায়াপুর), "পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" (কটক)।

কেহ বলিতে পারেন, "মুদ্রাযন্ত্র যদি বৃহন্মৃদঙ্গরূপে নিত্য পূজার সামগ্রী হইবে, তবে অদীক্ষিত বা বিধর্ম্মী তাহাকে স্পর্শ করে কিরূপে? আর ভিন্নতন্ত্রের লোকের দ্বারাই বা তাহার পরিচালনা হয় কিরূপে? অতএব হরিভক্তি-প্রচারের অনুকূল মুদ্রাযন্ত্র গৌড়ীয়গণের সংকীর্ত্তনের খোলকরতালাদির ন্যায় পূজার বস্তু নহে।" এরূপ বিচার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। মৃদঙ্গ অবৈষ্ণব কুম্ভকার বা তাড়াটিয়া চর্ম্মকারের দ্বারা বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ম্মিত হয় বলিয়া কিংবা শ্রীগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত বিধর্ম্মী অক্ষর সংযোজক বা বিলাতী কাগজ-কালীতে বিধর্ম্মীর দ্বারা মুদ্রিত বিধর্ম্মী পল্লবীর দ্বারা বাঁধান হয় বলিয়া শ্রীগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ গৌড়ীয়গণের পূজার বস্তু নহে,—এই বিচার কোথায়ও নাই। শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে প্রত্যেক বৈষ্ণব, এমন কি, প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহরূপে পূজা করিয়া থাকেন। সেই গ্রন্থ কোথায়ও পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-পদ্ধতিতে শ্রীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হন, কোথায়ও বা কীর্ত্তন-মুখে পূজিত হন। শ্রীল শুদ্ধগৌরাঙ্গের আলেখ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামহট্ট-শ্রবণ-সদনে ও শ্রীচৈতন্যমঠাদি বিভিন্নমঠের নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তনমুখেও পূজিত হন, আর পঞ্চরাত্র পদ্ধতিতেও অর্চ্চিত হন। "বৃহৎ মৃদঙ্গে"র আসনে সংস্থাপিত গৌড়ীয় গ্রন্থাবলী ও শুদ্ধগৌরাঙ্গের আলেখ্যাদি কীর্ত্তনমুখে অর্চ্চিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের নামের সহিত 'ভাগবত', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ', 'পরমার্থী' প্রভৃতি নাম সংযোজন করিয়া মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গের আসনকে কীর্ত্তন-প্রধান শ্রীমন্দির বলিয়া জানাইয়াছেন। ভাগবত সাক্ষাৎ "গ্রন্থরূপে কৃষ্ণ-অবতার", নদীয়া-প্রকাশ সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর বা বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, ভক্তিবিনোদ, গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন-

শ্রীমূর্ত্তি। গৌড়ীয়, পরমার্থী ইহারা সকলেই "প্রভুরূপে বৈষ্ণবাবতার"। অতএব হরিগুরুবৈষ্ণবের কীর্ত্তন-সহায়ক বৃহৎমৃদঙ্গও একটি শ্রীবিগ্রহ। সেই শ্রীবিগ্রহ যেখানে অবস্থান করেন তাহা সাক্ষাৎ শ্রীমন্দির। 'শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' প্রভৃতিতে যে বাহিরের লোকের পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় বা অর্থের বিনিময়ে ব্যবসায়ের মত কার্য্যাদি করা হয়, তাহা বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবার অনুকূলে কৃত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তি ও অর্চ্চনের প্রকার-বিশেষ। যথা—

মৃদঙ্গে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৮ শ্লোক-ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্যম্)

শ্রীল প্রভুপাদ অতি বাল্যকাল হইতে কৃপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকেও প্রথম হইতেই এই মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবায় সুদীক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্রিবিধ মৃদঙ্গ বাদনেই শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে নিত্যকাল মকভম।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার কীর্ত্তনের সহায়ক "প্রবেশ" ও 'গৌড়ীয়ে'র মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গের বাদনের ভার প্রদান করিয়াছেন। কৃপানুগগণের ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন এবং সংকীর্ত্তনের যন্ত্র "বৃহৎ মৃদঙ্গ"কে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি পূজ্য শ্রীবিগ্রহ-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে এই বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের উপর তাঁহার বাণী ও সিদ্ধান্তের মুখপত্র Harmonist, গৌড়ীয়, দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ এবং তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মহুয়া, ভাগবত-গ্রন্থাবলী তথা গৌড়ীয়-সাহিত্য-প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া বৃহৎ মৃদঙ্গকে সর্ব্বক্ষণ বাদিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের গুরুগৌরাঙ্গের সেবাকে নিরোধ করিবার চেষ্টা হইলে জগতের মহা-দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইবে। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর পাদপদ্মের প্রত্যেক রেণু সমবেত কণ্ঠে সেই ভক্তিবিরোধী কার্য্যের বাধা প্রদান করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা কাজী সাহেব বিধর্ম্মী ও তৎসমর্থক "পাষণ্ডী হিন্দুগণের" অমোঘা নিদ্রা বা শান্তিভঙ্গের অভিযোগ তুলিয়া যেমনও শ্রীচৈতন্যভক্তের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ, শাস্ত্রকের অধিকারের অন্তর্গত বস্তু বিচারে, উক্ত ভক্তের কীর্ত্তন-গৃহে অন্যায়ভাবে প্রবেশপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযাদ-অঙ্গনের সংলগ্ন স্থানে সেই "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" পারমার্থিকগণের প্রতি আপতিক বলদৃপ্ত শাসকগণের দাম্ভিকতার স্মৃতি বহন করিতেছে। বস্তুতঃ যেরূপ গোবিন্দজীর মন্দিরকে বিধর্ম্মী সম্রাটের মৎসরতা ধ্বংস করিতে পারে নাই, সেখানে যেমন আধ্যক্ষিক বিদগ্ধগণের ভোগোন্মুখ বিচারেরই ধ্বংস সাধন অর্থাৎ আধ্যক্ষিকগণের অন্ধ বঞ্চিত হইয়াছে, সেইরূপ মহাপ্রভুর ভক্তের মৃদঙ্গকে ভাঙ্গিবার সামর্থ্য বলদৃপ্ত শাসকের নাই।

ভগবৎসেবোপকরণে ভোগাবিষয়বুদ্ধি বদ্ধজীবের স্বাভাবিক। যাহারা মাংসদৃক্, যাহারা হিরণ্যাক্ষ, তাহারাই ভগবানের সেবোপকরণে প্রাকৃত বিষয়বুদ্ধি করিয়া থাকে। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর সেবোপকরণ—বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন্ত চিদঙ্গ প্রহ্লাদকে নিজ মাটিয়া অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বা অধিকারের বিষয় বা রাজার শাসনাধীন প্রজা জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপর কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! মহাসর্প, অগ্নিচার, পর্ব্বত হইতে পাতন, মায়াগর্ত্তে নিরোধ, বিষ-প্রয়োগ ও উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল, প্রস্তরাদি প্রক্ষেপ, শূলাদি বিবিধ উপায়, কত কটুবাক্য,—কিছুতেই প্রহ্লাদকে বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একটি "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন্ত চিদঙ্গ" নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে তদানীন্তন শাসক কাজী সাহেব ও তদধীন "মুলুকের পতি" তাহাদের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া নির্য্যাতিত করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর জীবন্ত মৃদঙ্গকে কার সাধ্য ভঙ্গ করিতে পারে? নামাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"
( চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৪ )

"মুলুকের পতি" তাঁহার প্রভু বলদৃপ্ত কাজী সাহেবের নিকট ইহা জানাইলে কাজী সাহেব তাঁহার শাসনদণ্ড

পরিচালনা করিয়া নাথাচার্য্যকে বাইশ বাজারে প্রহারের আদেশ প্রদান করিলেন। প্রাকৃত বলদৃপ্ত কাজী মনে করিলেন, শাসনদণ্ডের ক্ষমতার নিকট বৈকুণ্ঠ-পথনিষ্ঠ শ্রীমন্নথাচার্য্যের ক্ষমতা আর কতটুকু! যেমন, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিল। স্রৌতপন্থী বৈকুণ্ঠ-পথনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত ও তৎপ্রচারিত সত্যের বিলোপ-সাধনার্থে তদ্বিরুদ্ধে শাসনদণ্ডের পরিচালনার নামে, আইনের নামে, ন্যায়ের নামে শ্রুতিবিরোধী অদৈব-হিংসাভিযান আরম্ভ হইল—

পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণ আসি' হরিদাসেরে ধরিল॥
বাজারে বাজারে সব বেড়ি' দুষ্টগণে।
মারে সে নির্দ্দয় হঞি' মহাক্রোধ-মনে॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ॥"

( চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১০০-১০২ )

ইহাই নামকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের আদর্শ। ইহা কাপুরুষতা নহে। পাশবিক বলদৃপ্তগণের সহিত পাল্লা দেওয়া তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম নহে। তাঁহারা শরণাগত, কৃষ্ণেচ্ছা-বরণকারী নির্ভীক ও সহনশময়।

অদ্রে বা বিদ্রে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অধিকৃতমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১।২ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ বচন )

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা তাঁহাদের সঞ্চয়সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলিতচিত্ত না হইয়া মনোযোগে হরিকেই স্মরণ করিবেন।

মাৎসদৃক্ ও নামদৃক্‌ের দর্শন পরস্পর পৃথক্। মাৎসদৃক্ মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবকে ভোগ্য বিষয় জ্ঞান করে, আর নামদৃক্ তাঁহাদিগকে অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু ও ভগবদ্ বিচারে নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ-বর্ণিত মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গ প্রকট করিলেন, তখন কোন কোন বলদৃপ্ত বিষয়ী শ্রীল প্রভুপাদের ঐ কীর্ত্তন-সেবাকে বিষয়-সেবা বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন যে, তিনি বৃহৎ মৃদঙ্গের দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন করিতেছেন, বৃহৎ মৃদঙ্গ বিষয়-সম্ভার নহে। শ্রীমন্নথাচার্য্য যখন পরিব্রাজকরূপে ভক্তিকথা প্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ঈশ্বরদেব-নামক এক রাজা পথিকগণের দ্বারা বিনামূল্যে একটি সরোবর খনন করাইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঈশ্বরদেব তাঁহার শাসনদণ্ড ও আইনের ভয় দেখাইয়া শ্রীমন্নথাচার্য্যকে সেই পুষ্করিণী খনন করিতে বাধ্য করিলেন; কিন্তু বাস্তব অবস্তার শ্রীমন্নথাচার্য্য এমনই কৌশল করিলেন যে, মহম্মদ তোগলকের মুদ্রার ন্যায় তাঁর ঈশ্বরদেব নিজের মুদ্রার দ্বারাই নিজে বঞ্চিত হইলেন। নামদৃক্ বৈষ্ণবগণের চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য ও আচার্য্য-লীলার পুষ্টি সাধনের জন্য নানাপ্রকার ভগবৎপরীক্ষার আদর্শ লোক-লোচনে উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব-সম্রাট্ পৃথু মহারাজের বিচার-সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

( ভাঃ ৮।২০।২২ )

পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল; কেবলমাত্র ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণব-গণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।

ভাগবতের এই বাণী মাৎসদৃক্‌গণের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে। তাঁহারা হয়ত' বলিবেন,—"সেই রামও নাই, সেই অযোধ্যাও নাই! পৃথু মহারাজ বা ভাগবতের আদেশ এযুগে চলিবে না!" "ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।"—শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই বাণী বিধর্ম্মী শাসক বা 'পাষণ্ডী হিন্দু'গণের যুগে অচল হইয়াছিল।

অচলই হউক, আর সচলই হউক, গৌড়ীয় ও ভাগবত-বাণী-কীর্ত্তনের যন্ত্র শ্রীচৈতন্যের বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবা হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদাব্জ-ভৃঙ্গগণ কখনও বিচ্যুত হইবেন না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের দুই তিনবার পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের চটক-কুটীরের অলিন্দে উপবেশন করিয়া "অন্তরঙ্গ"প্রবন্ধ ও "কেন সিদ্ধি হইতেছে না" প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর বলিয়াছিলেন,—Commercial interest গৌড়ীয়ের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে এবং গৌড়ীয়ের এই সত্যকথা বুঝিবার লোক

আমাদের মধ্যেও খুব কমই পাওয়া যাইবে; কিন্তু গৌড়ীয়ে যখন নির্ভীক সত্যকথার প্রচার বন্ধ না হয়। জগতের কেহই গৌড়ীয়ের কণ্ঠ রোধ করিতে পারিবে না।"

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে "আলেখ্য" প্রদর্শ দেখাইবার পরও শ্রীল প্রভুপাদ নির্ভীকভাবে গৌড়ীয়ে সত্যকথা প্রচারের জন্য প্রয়োজনা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"গৌড়ীয়ের বাণী রোধ করিতে পারে, এরূপ অসুর বা দেবতা জন্মগ্রহণ করে নাই।" গৌড়ীয় এককালে প্রাকৃত-সহজিয়া কর্দমজন্মার্ত্ত মায়াবাদিগণের চক্ষুশূল হইয়াছিল। কোন পৃথিবী-বিখ্যাত প্রাকৃত সাহিত্যিক গৌড়ীয় পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"গৌড়ীয়ের ভাষার কি ঝাপট! গৌড়ীয় সম্পাদককে আর্যাণ-যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলে যুদ্ধ জয় করিয়া আনিতে পারিতেন।" "যার নেই ধারতা উল্কো ধার। চৈতন্যচরণ জিল্কো সার।"—যাঁহার সম্বন্ধে এই "সনেটটি" পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়ে লিখিত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি তৎ পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়াছিলেন, —"ইহার নাম 'গৌড়ীয়' না রাখিয়া 'চাবুক' রাখিলেন না কেন?"

"গৌড়ীয়ে"র আর এক যুগ আরম্ভ হইল, যখন গৌড়ীয়ে "বকল বৈষ্ণব", "ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি?" "সেবার বক্তিয়ান" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকিল। 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র বৈভব-পর্ব্বে "গৌড়ীয়ের দিগ্বিজয়-বাণী" শীর্ষক অনুচ্ছেদে 'গৌড়ীয়' কিরূপে মানব-সাধারণের মনোধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বর্ণিত আছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে' যে "বিচার-আদালত (গৌড়ীয় ১।৩)" বসাইয়াছেন, সেই হাইকোর্টের বিচারপতি যাদবজন বৈষ্ণব। মানব-সাধারণ গৌড়ীয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন যে, "গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক মানব-সাধারণের কায়মনোবাক্যের প্রাকৃতানুষ্ঠানের সহিত গৌড়ীয়ের কায়মনোবাক্যের অপ্রাকৃত অনুশীলনের ভেদ স্থাপন করেন। এইজন্য তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।" বাদিপক্ষে বশিষ্ঠ দুর্ব্বাসা প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় ব্যারিষ্টার থাকিলেও এবং বহু বড় বড় বিষয়ী ও মৎসর ব্যক্তি তাহাদের 'ফি'র যোগানদারী করিলেও আদালত গৌড়ীয়গণের একমাত্র নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগুরুর পাদপদ্মের ধূলিই ভরসা। শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতীর পদধূলিধ্যোত দীনাতিদীন গৌড়ীয়গণের আর অন্য বলের অন্যাভিলাষ নাই।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পাদপদ্ম-পরাগের বল, শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বের কৃপা-কটাক্ষের বলে গৌড়ীয় নির্ভীক কণ্ঠে সত্যের বাণী নিত্যকাল কীর্ত্তন করিবেন। গৌড়ীয়ের বৃহৎ মৃদঙ্গ, গৌড়ীয়ের জীবন্ত মৃদঙ্গ একতানে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সংকীর্ত্তন করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ গুরুদেবের অমায়ায় চপেটাঘাত-রূপ আশীর্ব্বাদ প্রদানকারী নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিগণকে 'চিদ্বপু' বলিয়াছেন, সেইরূপ গুর্ব্বাবজ্ঞা পরিত্যাগকারী, গুরুত্যাগী, গুরুদ্রোহী, অন্যাভিলাষ-সিদ্ধির জন্য ত্রিদণ্ডবেষধৃক্ ব্যক্তিগণকে 'রাবণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাবণ কখনও অপ্রাকৃত জগদম্বা সীতাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারিবে না। 'গৌড়ীয়' সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণশক্তি। Commercial interest গৌরশক্তি "গৌড়ীয়"কে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারে না।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ পরমপারমেষ্ঠ্য প্রভুই গৌড়ীয়ের একমাত্র মালিক। পঞ্চতত্ত্বও "গৌড়ীয়"-বাণী-সংকীর্ত্তনের বহু বৃহৎ মৃদঙ্গের একচ্ছত্র মালিক। "জীবন্ত চিদ্বপু"র মালিক যেরূপ একমাত্র পঞ্চতত্ত্ব, বৃহৎ মৃদঙ্গের মালিকও সেইরূপ একমাত্র পঞ্চতত্ত্ব। সেই ভগবৎসেবোপকরণ-বরে পঞ্চতত্ত্বেরই নিত্য অধিকার। ইহা আধ্যক্ষিকের নিকট তত্ত্ববিচার বা আমোদপ্রদ "ফিলজফি" মাত্র বলিয়া হাস্যাস্পদ ও বর্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু মাৎসর্য্যনি বা স্থূলদর্শনের ভোগাবিচার প্রতিমুহূর্ত্তেই ভগ্নপ্রযত্ন। আমরা তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্ববিদ্গণের আনুগত্যই বরণ করিব। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকীর্ত্তনকারী জীবন্ত চিদ্বপুগণ যেখানে অবস্থান করেন, তাহা যেরূপ "মঠ", তদ্রূপ শ্রীল-প্রভুপাদের ভক্তভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারের বৃহৎ মৃদঙ্গ যথায় অবস্থিত, তাহাও শ্রীমন্দির। উভয় স্থানেই কীর্ত্তনমুখ্যা ভক্তি-সহযোগে গুরুগৌরাঙ্গের নিত্যপূজা হইয়া থাকে।

# বিবিধ সংবাদ

[ নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত ]

## গৌড়ীয়মঠাচার্য্যকর্ত্তৃক গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য হরিদ্বার হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশী হইয়া গত ২৩শে এপ্রিল রাত্রে গয়াধামে শুভপদার্পণ করেন। ট্রেণ হইতে অবতরণ কালে তাঁহার অভ্যর্থনায় সমাগত বহু বিশিষ্ট সজ্জনমণ্ডলী বিপুল জয়ধ্বনির সহিত তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্যাদি প্রদান করিয়া আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী গয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্যাদি প্রদান করিলে গয়া বিষ্ণুপাদপদ্মের গয়ালী জমীদারের অন্যতম শ্রীযুত যাদোলাল চেড়ী মহোদয় তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। তৎপর গয়া সহর-বাসীর পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর ডাক্তার সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী ; মিঃ শম্ভুনাথ ওঝা, মিঃ শ্রীপতি চ্যাটার্জ্জী ও মিঃ বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জী ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটত্রয়, মিউনিসিপ্যাল বেঙ্গল অফিসার ডাঃ প্রবোধ কুমার রায়; হেডমাষ্টার শ্রীযুত অক্ষয়রঞ্জন মিত্র, শ্রীযুত লোকনাথ সহায়, শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ হাইকোর্টেট, শ্রীযুত মধুসূদন সাহি, শ্রীযুত রাধেশ্যাম সিংহ, ডেপুটীরিজিষ্ট্রার ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বহু সজ্জনবৃন্দ যথাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। মঠরক্ষক প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সহিত উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্য-দেবকে একটি সুসজ্জিত মোটরে করিয়া মঠে আনয়ন করা হয়। মঠ-প্রবেশের তোরণদ্বারে থাকিয়াও বহুসজ্জন শ্রীহরিনামকীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অতঃপর শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলে উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু গত ২৪শে এপ্রিল উপস্থিত বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রাপ্রসঙ্গ পাঠকালে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীবলরাম-তত্ত্ব বা নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৫শে এপ্রিল সোমবার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ৯ ঘটিকার সময় নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌর-সুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐ দিন প্রস্তাবে মঠ হইতে একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তনদল শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম পরিক্রমা করতঃ সহরের বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করিয়া মঠে উপস্থিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ মঠ-প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সভামধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করতঃ সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট করান হয়। অতঃপর গয়া-গৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া শ্রীপাদ রূপবিলাস-ব্রহ্মচারী একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তৎপর গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় আর একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে বৈষ্ণবের অমানি-মানদত্ব, গয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য, পঞ্চবিধ অর্চ্চার স্বরূপ এবং সর্ব্বোপরি শ্রীপুরুষোত্তমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহা-

প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়। উৎসবের পরদিবস ২৬শে এপ্রিল তারিখ প্রায় ছয়শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মঠস্থ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ নানাপ্রকারে সেবা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ডালটনগঞ্জ-নিবাসী সাব ম্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় মহোদয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

---

## শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রাকট্য মহোৎসব

গত ২৪শে এপ্রিল (১৯৩৮) শ্রীচৈতন্যলীলার আদিব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগাদ্য গৌড়ীয়মঠে, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যান্য যাবতীয় মঠে শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রাকট্য মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্নে শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যারম্ভে শ্রীলপ্রভুপাদলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পদ্যাবলী ব্যাখ্যা এবং 'যে আনিল প্রেমধন', 'নিতাই পদকমল' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন।

---

## প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী চট্টগ্রাম টাউন হলে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গত ১১ই বৈশাখ (১৩৪৫), ২৪শে এপ্রিল (১৯৩৮) রবিবারে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "জীব ও ধর্ম্ম" বিষয়ে, ১২ই বৈশাখ (১৩৪৫), ২৫শে এপ্রিল (১৯৩৮) সোমবারে শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যদেব ও ভগবৎপ্রেম" বিষয়ে ও ১৩ই বৈশাখ (১৩৪৫), ২৬শে এপ্রিল (১৯৩৮) মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বিশ্ব" বিষয়ে (দিবসত্রয়) বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক দিবসই সভায় বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

স্থানীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল ধাওয়ীয়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র হাজারী, শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত সেন ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রচারকগণের শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার-সেবায় বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

---

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ১১ই বৈশাখ (১৩৪৫), ২৪শে এপ্রিল (১৯৩৮) রবিবার হইতে ২১শে বৈশাখ (১৩৪৫), ৪ঠা মে (১৯৩৮) বুধবার পর্য্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্গত 'রতনপোতা', 'কাদুপাট', 'কাশপুর' প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন।

---

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী গত ৩রা বৈশাখ (১৩৪৫) শনিবার হইতে ২০শে বৈশাখ (১৩৪৫) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্গত 'উত্তরমৌরী' গ্রাম এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'জাজ্-বসান', 'কাথর্ব্ব', 'মেড্যাচক', 'কাঁথিনাচক' প্রভৃতি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

---

## অপ্রাকৃত-প্রাপ্তি

গত ১০ই এপ্রিল রবিবার বেলা ৯।০ ঘটিকায় বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর পল্লীনিবাসী শ্রীমদ্বিচিত্রভূষণ দাসাধি-কারী মহোদয় কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা মেন্‌রোডস্থ ভবনে ধামপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ ঘটকৃষ্ণদাস-সহ একাদশাহে গত ২০।৪।৩৮ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্য দেবের আনুগত্যে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর পৌরোহিত্যে সাত্বতস্মৃতিবিধানে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা

শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। রাত্রিতে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। বহু ব্যক্তি প্রসাদ সম্মান করেন।

গত ২৮শে চৈত্র (১৩৪৪) সোমবার হরিবাসর-দিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যশোর জেলার অন্তর্গত চেরেখা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীমোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন। গত গৌর-পূর্ণিমা দিবসে তিনি পরমারাধ্য আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তারিণীমোহন বর্ম্মণ মহোদয়ও হরিনামাশ্রিত ভক্ত।

---

# চয়ন

[ 'দি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'—২৯শে এপ্রিল ( ১৯৩৮ ) শুক্রবার সংখ্যা ]

## Sri Krishna Chaitanya

### Installation Ceremony in Gaya Gaudiya Math

Gaya, April 26.

The installation ceremony of Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya at the Gaya Gaudiya Math was performed with due solemnity yesterday by His Divine Grace the President of the Gaudiya Mission, Srila Ananta Vasudeva Para-vidyabhushan Goswami Maharaj. The ceremony began early morning with Nagar-Sankirtan from the Math to the Sri Vishnu-pada temple along the principal streets. There was parayana of Sri Chaitanya Bhagabat. The ceremonies were performed under the personal direction of His Divine Grace.

---

# নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ,
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর,
মেদিনীপুর।
৬ই বৈশাখ, ১৩৪৫ সাল।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ৩রা জ্যৈষ্ঠ ( ১৩৪৫ ), ১৭ই মে ( ১৯৩৮ ) মঙ্গলবার হইতে ৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৯শে মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চিকলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে শ্রীভাগবত-জনানন্দ-প্রভুর ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইবে। ৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৯শে মে বৃহস্পতিবার সাধারণ-মহামহোৎসব। আপনি পত্রদ্বারে যোগদান করিলে মঠসেবকগণ পরমানন্দিত হইবেন। মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শুভাগমন করিয়া বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর—
নবদ্বীপবাসী শ্রীভক্তবান্ধবদাস ভক্তিব্রত
শ্রীযতীন্দ্রমোহন পাহাড়ী
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র শাসমল

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ ; ২৮শে মে, ১৯৩৮ | ৪১শ-৪২শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীসজ্জনতোষণী ১০শ বর্ষ ৩য় পৃষ্ঠা

যে-কাল পর্য্যন্ত দেব ও ঋষিগণ ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ না হন, তৎকালাবধি তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে ; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে অধিরোহবাদাবলম্বনে পতনযোগ্যতা ঘটে, তখন সেই অধিকারচ্যুত হন।

—গৌড়ীয়-ভাষ্য ভাঃ ১২।১৩।১

ভগবদ্বিরোধী ভগবদ্বংশ্যগণ সাধারণের বিচারে জাগতিক দৃষ্টিতে পূজিত হইয়া স্ব-স্ব যথেচ্ছচারিতা-দ্বারা পাছে জগতের অমঙ্গল সাধন করেন এবং আপাত-দর্শনপ্রিয় জনগণ উহাতে ভ্রান্ত হইয়া সেই যথেচ্ছচারিতাকেই কৃষ্ণানুকূল আচরণ জ্ঞান করেন, সেই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বহির্ম্মুখ যদুকুলের সংহার-কার্য্যটি অপ্রমেয়বস্তু কৃষ্ণের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

—গৌড়ীয়-ভাষ্য ভাঃ ১১।১।৩

# শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।

যদি কৃষ্ণ-স্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হইয়া থাকে, যদি রাধা-গোবিন্দের বিবিধ অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে জয়দেব-কবির মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে গ্রথিত বাক্যাবলী শ্রবণ কর।

সরস্বতীর অপর নাম কথা। হরিকথারূপিণী শুদ্ধা-সরস্বতীর সেবা করিলে চিদ্বিলাসে প্রবেশ হয়, আর জড়-কথারূপিণী ছায়া-সরস্বতী বা দ্রষ্টা-সরস্বতীর সেবা করিলে ক্রমশঃ জড়বিলাস বৃদ্ধি হয়। 'কথা' বলিয়া যে একটি শব্দ আছে, উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে। শ্রীহরিকথায় যে রস আছে, তাহা পরম উপাদেয় এবং মুক্তকুলের সেবনীয়। যেমন স্বচ্ছজল, মিষ্টদ্রব্য ও কর্পূর-সংযোগে উপাদেয় পানীয় রস প্রস্তুত হয়, তেমন মুক্ত-জীবের সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিঃসৃত শ্রীহরির বিচিত্র নামরূপলীলা-কথা নিত্য আস্বাদনীয় হয়। অক্ষজ-জ্ঞানে জাগতিক ভোগ্য পদার্থ যে ষড় রসের সৃষ্টি করে, তাহা ভোক্তৃঅভিমানী বদ্ধজীবের বহুপ্রকারের ইন্দ্রিয় তর্পণ করে। জ্ঞেয়বুদ্ধিতে নর্দ্দমার জল ও গঙ্গাজল ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে বিচার, তাহাতে বিভিন্ন লোকের নিকট জড়-বিলাস রকম রকম দেখায়। জড়ের বিলাস হেয়; কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস পরম পবিত্র বস্তু। যদি হরিস্মরণহেতু হৃদয় সরস হয় এবং কৃষ্ণের বিলাস-কলাতে কৌতূহল হয়, তাহা হইলে মুক্ত অবস্থায় জয়দেব-কবি-বিরচিত গীত-গোবিন্দের লীলারস-কথা নিত্য সেবনীয়। বিলাস-কলা নানা রকমের আছে। জড়বিলাস ও চিদ্বিলাস সম্পূর্ণ বিপরীত। জড়বিলাস চিদ্বিলাসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন। জড়বিলাস অনিত্য ও নিরানন্দময়, আর চিদ্বিলাস নিত্য ও চিদানন্দময়। যেখানে 'রস' ব'লে শব্দ আছে, সেইস্থানে রসের আস্বাদ, আস্বাদক, আধার ও আধেয় আছে। 'রস' বলিতে যে, সব রসই সমান—তাহা নহে। নরকেও রস আছে, আবার কৃষ্ণেও রস আছে। নারকী জীব নরকের রসকে উপাদেয় মনে করিয়া তাহাতেই মত্ত থাকে। ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সংসারে প্রবেশ করিবার যখন চেষ্টা করি, তখনকার মনের অবস্থা আর কৃষ্ণসেবা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে মনের অবস্থা বিচার করিলে যদি উভয়কে একস্থানে স্থাপন বা একাকার মনে করি তাহা হইলে "তদ্ধন্ নরমতির্বৈকথে জাতিবুদ্ধিঃ" প্রভৃতি দুর্বুদ্ধির উদয় হইবে। জড়রস ও চিদ্রস, বদ্ধ ও মুক্ত, কর্ম্মী ও সেবক, বৈষ্ণব ও প্রকৃতিজনকে যদি একাকার করি, তাহা হইলে আমার মূঢ়তা প্রকাশ ও তজ্জনিত ফল ভোগ করিতে হয়। অব্যবসায়ী ব্যক্তির ন্যায় বহুযত্ননপন্থা না হইয়া একমাত্র একায়নপন্থায় কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তের চরণাশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধ হয়, এরূপ বিচার গ্রহণ করিতে পারিলে পরম মঙ্গল হইবে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'উদপান' বলে, এবং অতিবৃহৎ জলাশয়কে 'সংপ্লুতোদক' বলে। সংপ্লুতোদকে যেরূপ স্নানপানাদি কার্য্য হয়, উদপানেও তদ্রূপ হয়। বেদতাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণের সর্ব্ববেদে যে কার্য্য হয়, স্বীয় শাখা ও উপনিষদাশ্রয়েও সেই আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। একমাত্র ভগবানের উপাসনা দ্বারাই সমস্ত ফল লাভ করা যায়। যাঁহাদের একনিষ্ঠ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহারা স্বভাবতঃই একমাত্র ভগবদুপাসনাই করিয়া থাকেন।

সমগ্র শাস্ত্র বা বেদকে সংপ্লুতোদক বা বৃহৎ জলাশয় বলা যায়। তাহাতে বহু প্রকার মতবাদ স্থান লাভ করিয়াছে। এইজন্য যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বিতার্কশীল কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সময় নষ্ট না করিয়া বেদের যে অংশে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সেবার

কথা আছে—শরণাপত্তির কথা আছে, তাহাই বরণ করিয়া নিখিল বেদশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সিদ্ধি লাভ করেন।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসোভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

ভাঃ ১২।৪।৪০

এই সংসারে স্বামিস্ত্রীরূপে বাস, পিতামাতা ও পুত্র-কন্যারূপে বাস, পরস্পর বন্ধুরূপে বাস, প্রভুভৃত্যরূপে বাস —এই সমস্ত অত্যন্ত দুঃখদায়ক মাত্র। দুঃখ ছাড়া এ সংসারে আর কিছু নাই। কিন্তু ঐ অনিত্য জাগতিক বিলাসের অবস্থাটা যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিলাসের সমান মনে করি, তাহা হইলে তাদৃশ বিচারে কেবল বর্ব্বরতার পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হয়। বর্ব্বরোচিত মস্তিষ্কে অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা কখনও প্রবেশ করিতে পারে না:

'নান্যঃ প্লবঃ ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য লীলাকথারস-নিষেবণমন্তরেণ'। হরিকথা ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি. ত্রিতাপ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। ভগবল্লীলোদ্দীপক গান ছাড়া অন্য গান আলোচনা করিলে সে রাত্রা কখনও ধরা যাইবে না।

"লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ"

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।"—

এই বিচার খুব ভাল করিয়া সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। জড়বিলাস পরিত্যাগ করিতে হইবে; সেইজন্য কৃষ্ণের বিলাসে বাধা উৎপাদন করিতে হইবে না। সাধকজীবকে একাদশী-ব্রত পালন করিতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণকে একাদশী পালন করাইবার দরকার নাই; সেটা মহা অপরাধ।

আমরা যদি কর্ণদ্বারা অহর্নিশ হরিকথা শ্রবণরূপ প্রসাদ সেবা না করি, তাহা হইলে জাগতিক অশ্লীলচিন্তা-দুষ্ট পুস্তক পড়িতে ও শুনিতে ইচ্ছা হইবে। পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের কাণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার। * * * * পাওা অনেক দূর দেশ হইতে সংসার ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন, হরিভজন করিবার জন্য। তাঁহার বিচার খুব ভাল হইয়াছে। তিনি গ্রাম-ভোগীদের মত 'খেয়ে দেয়ে ম'রে যাব' এরূপ কথার মধ্যে অবস্থিত নহেন।

"কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি'
নানা লতা তরুতলে॥"

কৃষ্ণের চরণাশ্রয় ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। কেবল হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, হরিভজন কি, তাহা বুঝিতে হইবে। মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, সর্ব্বপ্রথমে শ্রেয়ঃ আচরণ করা দরকার।

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীরব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

হরিকথা-ব্যতীত অন্য সব কথাই কেবল সংসার বা মায়া। এই জগতে জীবের নিকট দুই তত্ত্ব ছাড়া তিন তত্ত্ব নাই। এক নিত্যতত্ত্ব—কৃষ্ণ, আর দ্বিতীয় অনিত্যতত্ত্ব—সংসার বা মায়া। ইহার মাঝখানে কোন কথা নাই। সংসারের বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং কোনও ভক্ত গৃহত্যাগী অনিকেত ব্যক্তির অনিত্য দেহের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কেহ বলিয়াছেন—

ভোজনং যত্র তত্র হি শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরেঽপরথা কিং ভবিষ্যতি॥

'গোমতী' অর্থে ভাগাড় বা মৃতদেহ সৎকারের স্থান। গৃহত্যাগীদিগের বিচার যে 'অপরথা' এবং বাঙ্গালী মায়াবাদীর যে দুর্দ্দশা, তাহার জন্যই এই কথা বলা হয়। এতৎপ্রসঙ্গে একটি গল্পও প্রচলিত আছে।

গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের পরে অনর্থ-নিবৃত্ত চিত্তে কৃষ্ণসেবার জন্য 'নামদেব' পড়িতে হইবে, নিজের ভোগের জন্য নহে। প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্ত্রকরণতদর্থযত্নেক্ষয়। শুদ্ধে চাত্মকরণে রূপস্ফুরণ তদ্বদ্বযোগ্যতা তবতি। সম্যগ্বিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে।

নাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, লীলা-নাম, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-নাম ইত্যাদি কীর্ত্তন হওয়া দরকার। "যশোমতী-নন্দন" ইত্যাদি কীর্ত্তিত হউক। "অনাদি করম-ফলে" এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তিত হউক।

---

# শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী; ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪০। স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ। উপস্থিত—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাসুধাকর গোস্বামী প্রভু শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ১০॥০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর শুভবিজয় করেন। ব্রহ্মকুণ্ডে, নবদ্বীপঘাটে ও হলোর-ঘাটে তিনটি বিভিন্ন বিরাট্ সংকীর্ত্তনমণ্ডলী শ্রীল আচার্য্য-দেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীমায়াপুরে লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির ও সমাধিস্থলসমূহে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি ও পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশ করেন। ভক্তিবিঘ্নবিনাশিনী শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-তিথি-সম্ভোগীয় সেবা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে উপবাস ও হরিকীর্ত্তনাদিমুখে শ্রীধামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা পালন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সেইদিন কৃপাপূর্ব্বক যে-সকল হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে অকপটে হরিজন করিতে প্রস্তুত, এরূপ দুই একটি লোকের সঙ্গই আমরা করিব। বহু অন্যাভিলাষী ব্যক্তির সঙ্গ প্রয়োজনীয় নহে। অন্যাভিলাষিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদার হইলে আমাদের বা তাহাদের কাহারও মঙ্গল হইবে না। মহাপ্রভু কেন আলালনাথ যাইতে চাহিয়েন? আলালনাথ বৈকুণ্ঠ। সেখানে কোন কুণ্ঠধর্ম্মের কথা নাই—ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা নাই। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবিশিষ্ট, তাঁহারাও মহাপ্রভুর অনুগমন করিতেন। সম্প্রতি মিশনের মধ্যে এত বড় একটা বিপ্লব হইয়া যাইতেছে, এ সময়েও যাঁহারা মোজয় পুঁজিয়াই রাখিলেন, মিশনের সেবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুরাগ কতটা আছে, তাহার পরীক্ষা হইল। বৈষ্ণবগণের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া যাহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক নিষ্কপট ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত হরিভজন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মিশনের সেবক।

• • • •

এখনও পর্য্যন্ত সংকর্ষণের হলচালনা আরম্ভ করা হয় নাই। হলচালনা আরম্ভ হইলে কার কতটা হরিভজনে অকপট অনুরাগ, বুঝা যাইবে। আমরা বহু অন্যাভিলাষীকে চাহি না। অকপট হরিভজনকারী একটি হইলেই যথেষ্ট।

• • • •

কতকগুলি লোকের মন মরা থাকে, অর্থাৎ ভিতরে ইন্দ্রিয়তর্পণের পিপাসা গজ্ গজ্ করিতেছে। ইন্দ্রিয়-তর্পণের যোগানদারী না পাইলেই তাহাদের মন মরিয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী করেন নাই। একমাত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার অবতার।

• • • •

•• ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা ছিল, সে আই, এ, পড়ে। কেননা সে ভাল ছাত্র—ম্যাট্রিক প্রথমবিভাগে পাশ করিয়াছে।

কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—তোমার আর পড়িবার দরকার নাই, হরিভজন কর। প্রভুপাদ কত বড় অমায়ার কৃপা করিতে চাহিলেন! কিন্তু সেই কৃপা বরণ করিবার মত সুবুদ্ধি আমাদের কই? বঞ্চিত হইবার দুর্বুদ্ধি আসিলে বিচার হইবে—"শ্রীল প্রভুপাদ অমুককে কেন উচ্চশিক্ষা দিবার পক্ষপাতী, আর আমায় তার ভাল ছাত্রের জন্মীয় পড়াশুনা ছাড়াইবার জন্য ব্যস্ত!" বোধ হয়, প্রভুপাদ আমার প্রতি হিংসা করিয়াছেন ও অপরের প্রতি অধিক অনুগ্রহ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ্রহ জাগতিক অভ্যুদয় বা ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী নহে। শ্রীল প্রভুপাদ যাহাকে যতটা ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য প্রয়োচিত করিয়াছেন, তিনিই ততটা প্রভুপাদের কৃপার অতিরিক্ত।

• • • •

কতকগুলি সেবকাভিমানী মনে করেন—পাঠ-বক্তৃতা দিতে পাইলে তাঁহারা সেরূপ সেবা করিতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য সেবা তাঁহাদের নিকট নীচ সেবা বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য—নিজেদের বাহাদুরী দেখাইব, ইন্দ্রিয়তর্পণ করিব; যদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যোগান দাও, তবে তোমাদের সহিত সম্পর্ক, নতুবা নহে। "এবার আমাদের পোয়া বার"—যদি এরূপ বুদ্ধি কা'রও হয়, তবে তাহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিসীমানায় আসে নাই। সমস্ত ইট কাঠ মাটী পাথরের বাড়ী বিনষ্ট হয় হউক, কিন্তু খাঁটি অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বান্তঃ-দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবক দুই চারিটি লোক লইয়া একটি মঠে থাকা ভাল—যেখানে সত্য সত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। বাহিরের দিকে একটা বিরাট show যেখানে বা লোকের নিকট বাহাদুরী কিনিবার নাম—ভক্তিপ্রচার বা হরিভজন নহে। জাগতিক বহির্ম্মুখ লোকের বাহবা সংগ্রহ করা প্রচারের শেষ প্রয়োজন বা প্রচারের আদর্শ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপলব্ধি হন নাই।

• • • •

সেদিন জনৈক সেবক বলিয়াছিলেন—আমি কাহারও অধীনে থাকিয়া মঠের সেবা করিব। দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মঠের সেবা করিলে আমার অভিমান ও অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে। আমি বলিলাম—দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়ের সেবা না করা পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃত হরিভজন আরম্ভ হইবে না। হরিভজনের অর্থই সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখা। যাহারা ঐরূপ দায়িত্ব এড়াইতে চাহেন, তাঁহারা কতটা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকামী, তাহা বিচার্য্য। দূরে দূরে থাকিয়া কিংবা 'সুযোগ-সুবিধামত ছাড়াছাড়া-ভাবে বিষয়ের দুই একটা কাজ করিয়া দিব'—এরূপ বিচারে গুরুসেবা হইবে না। হরিভজনের প্রাত্যহিক progressএর tangible result চাই। মৌখিক হরিভক্তবত্তা—কপটতা মাত্র। আমার প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বান্তঃ দ্বারা হরিসেবা করিবার প্রতিজ্ঞা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ স্বতন্ত্র-ভাবে নিজেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে চলা উচিত নহে। পূর্ণ-প্রপত্তি বা শরণাগতির মধ্যে পূর্ণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য আছে। আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া যে মোড়লী করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস, তাহা হরিসেবার প্রতি বিদ্রোহাচরণ। যিনি যতটা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য-পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ দেখাইবেন, তাঁহার ততটা অধিক হরিভজন হইবে।

• • • •

শ্রীল প্রভুপাদ অমায়ায় কৃপা করিলে আমাদের সকলের আরামপ্রিয়তা, লোকপ্রিয়তা-কামনার আসন আলাইয়া পোড়াইয়া দিবেন। ইহাতে যদি কেহ কেহ চটিয়াও যান, তবু শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্ভোষে আমাদের দুই হওয়া উচিত। তাঁহারা কোনদিন কপটতার advocate ছিলেন না।

• • • •

• • কলেজের জনৈক অধ্যাপককে শ্রীল আচার্য্য-দেব তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীধাম-পুরে অবস্থানের জন্য উপদেশ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় বিপত্নীক হইলেও তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ। তাঁহার বিচার যে, যদি তিনি তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

সর্ব্বতোভাবে শ্রীধাম মায়াপুর আশ্রয় করেন, তবে হয়ত তাঁহাকে বৈষ্ণবগণের গলগ্রহ হইয়া আরও অধিক উদ্বেগের কারণ হইতে হইবে। বরং তিনি অতি অল্প পরিশ্রমে কলেজে অধ্যাপনা করিয়া যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার কিয়দংশ নিজ জীবনযাত্রার জন্য রাখিয়া বাকীটা মিশনের সেবায় প্রদান করিলে তদ্দ্বারা মিশনের অধিক সেবা হইবে। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন—শ্রীল প্রভুপাদ জীবের সর্ব্বস্ব চাহিতেন। চাকরীর টাকা বা ব্যবসায় টাকার কিয়দংশ দিয়া মিশনের আনুকূল্য করিব, ইহা আংশিক সেবা মাত্র। ঐ সকল পাটোয়ারী বুদ্ধি গৃহব্রত-স্বভাব হইতে বা প্রভুর ভোগ-পিপাসা হইতে উদিত হয়। কেহ যদি তাহার কোটি কোটি গুণ টাকা রোজগার করেন, তাহা বেশী, না পরম অর্থ বেশী? কোহিনূর কত ছোট আর পঞ্চাশ বিঘা মাটি তাহার আয়তনে কত বড়! বরং কোহিনূরের সঙ্গে মাটির তুলনা হয়; কিন্তু পরমার্থের সঙ্গে প্রাকৃত অর্থের তুলনাই হয় না। "বিধিরহেরাদিচ্ছ কীটায়তে", "ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং" যে পরমার্থের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেই পরমার্থের নিকট জাগতিক কোটি কোটি টাকার মূল্য কি? যিনি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া হরিভজন করেন, ঐরূপ অনন্ত কোটি অর্থ তাঁহার পদবিলুণ্ঠিত হয়। আমাদের সর্ব্বস্বদ্বারা হরিসেবার বুদ্ধি হৃদয়ে জাগরূক হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বস্ব না পাইলে শ্রীল প্রভুপাদের মন উদ্বিগ্ন না, কেননা, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়া নিত্য কৃষ্ণ সেবা করেন। শুষ্কাচার্য্য সর্ব্বস্ব প্রদানের বিরোধী, তিনি নানা প্রকারে ভয় দেখান—ভবিষ্যৎ কি হইবে? কিন্তু নামাচার্য্যের বিচার তাহা নহে। তিনি সব ছাড়াইয়া হরিভজন করান।

• • •

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের বাইশবাজারে প্রহারের কথা পাঠ করি। ঐ সকল পাঠ করিয়া আমোদ পাই। প্রহার যত সব আমাদের গুরুবর্গের গায়েই লাগুক, আমাদের গায়ে না লাগিলেই হইল! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীহরিদাসঠাকুর, শ্রীবাসপণ্ডিত, প্রহ্লাদ, ইঁহাদের উপর অত্যাচার হয় হউক, আমরা সেই সকল কথা পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিব। আমাদের গায়ে সেইরূপ প্রহার করিতে আসিলে আমাদের সেরূপ হরিভজনের দরকার নাই, বিচার করিয়া হরিভজনে ইস্তাফা দিই! কে অভক্তিলাভী, কে সত্য সত্য হরিভজন-পিপাসু, কাহার গুরুবর্গের পাদপদ্মে অকপট সেবা-প্রবৃত্তি আছে—ইহার পরীক্ষা হয়, যখন আমরা ঐরূপ প্রহার বরণ করিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত হরিভজনে পরিনিষ্ঠিত হই। **আমাচার্য্যের চরণ-রজে আত্মবোধ জাগ্রৎ হইলে সেইরূপ প্রহার ও বিপদ্ সহ্য করিবার জন্য নিজের গায়ের উপর অমানুষিক দ্রোহ দৌরাত্ম্য বাস্তবতার বরণ করিয়া আমরা হরিভজন করিতে প্রস্তুত হই।**

• • •

কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম লইবার জন্য মালার ঝোলা নাড়িতে নাড়িতে হয়ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজকার খবর কতদূর কি হইল?" আমি তাঁহাদিগের অলস কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিতে প্রস্তুত নহি। আমি জানি যে তাঁহারা অভক্তিলাভী দলেরই লোক। তাঁহারা যত শীঘ্র আমাদিগকে রেহাই দেন, ততই আমাদের মঙ্গল। তাহাতে অভক্তিলাভী লোকের সংখ্যা কমে।

• • •

আমাদের এই জন্মটা কেবল ভাবের কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণের ব্যবসাধ্য বৎসামান্য সহায়তার জন্য। সমলোক চটিয়া যাউক, তথাপি শ্রীবলদেব প্রভুর হল চালনার কার্য্য করিয়া আমরা এই ঘৃণ্য জীবনটা কাটাইতে চাহি।

• • •

শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণে নিরপেক্ষ। সৃষ্টি ও ধ্বংসের কার্য্যের মধ্যে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ থাকেন। দেখুন না, শ্রীযোগপীঠে কেদারনাথ শিবের কাছে একটি ছোট পুরাতন প্রাচীর ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। "খবরদার, কেহ না" প্রভুপাদ বলিতেন। প্রভুপাদ কিছু ভাঙ্গা বা গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

বৈষ্ণবগণ নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করেন না বা গড়েন না, আবার কোন জিনিষ ধ্বংস বা বিনাশও করেন না বা ভাঙ্গেনও না। যখন কোন বস্তু স্বয়ং উপস্থিত হইল, তখন তাহা লইয়াই বৈষ্ণবের কথা বা সম্পর্ক। "বিগ্রহ গড়িব বা গড়িব না"—এরূপ বিচার বৈষ্ণবের নহে।

বৈষ্ণব নূতন করিয়া সংসার পত্তনের পক্ষপাতী নহেন। শুদ্ধবৈষ্ণব কাহারও বিবাহের পক্ষপাতীও নহেন আবার সন্ন্যাসেরও পক্ষপাতী নহেন। যখন সংসার পত্তন বা বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন কি করিয়া তাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইবে, তাহাই বৈষ্ণবের বিচার। নূতন করিয়া কিছু পত্তন করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে বাধা দিতেন। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু "বিবাহ না করিও বলি আইলে নিবেধিলা" আবার যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু সংসার ছাড়িতে গেলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিবাহ-চেষ্টা বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবাহ-চেষ্টা ও সাধারণের বিবাহ-চেষ্টা এক নহে। আচার্য্যগণের বিবাহ ও অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের বিবাহ এক নহে। আচার্য্যগণের বিবাহের দ্বারা হরিভজনের আনুকূল্য হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিবাহ-চেষ্টায় শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বাধা দেন নাই।

• • •

কোন কোন সেবক কেবল গুরুদেবের অর্চ্চাকে ভোগ দেন; তাঁহারা বিচার করেন যে, এক গুরুর ভোগেই সকল বিগ্রহের ভোগ হয়। ইহা তত্ত্বতঃ ঠিক। কিন্তু যেখানে অর্চ্চার লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশিত, তথায় প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তির নিকটেই পৃথক্ পৃথক্ ভোগ দিতে হইবে। যেমন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে নিজ গৃহে,—

"তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি'।"—(চৈঃ চঃ ম ৩।৩২)। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তিনটি ভোগ সম পরিমাণে সজ্জিত করিয়াছিলেন।

সকলেই তত্ত্বতঃ এক হইলেও প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তিরই ভোগ দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব অর্চ্চনের জন্য মন্ত্র প্রদান করেন। এক গুরুমন্ত্র থাকিলেই ত হইত? তবে কেন শ্রীগুরুমন্ত্র, শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছেন? পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনের জন্যই শ্রীগুরুদেব সেই সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে বাদ দিয়া কেবল গুরুপূজা জিনিষটি আবার মায়াবাদ। তাহাতে গুরুকে বিষয়-বিগ্রহ কল্পনা করা হয়। কতকগুলি লোক কেবল গৌর মানিতে গিয়া 'গৌরবাদী', কেহ বা কেবল গুরুতে অতি-ভক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া 'গুরুবাদী' বা মায়াবাদী হইয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ বিচারে শ্রীগুরুদেব আশ্রয় জাতীয় ভগবান্—ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। আগে গুরুপূজা; কিন্তু অন্যান্য শ্রীবিগ্রহের পূজা তদ্রূপ মন্ত্র পরিত্যাজ্য নহে।

• • •

অনেকের খুব activity ও ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই activityর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি, নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের হরি-বিমুখতা তাঁহারা feel (অনুভব) করেন। কিন্তু কেবল অনুভব করিলেই কি চলিবে? যদি ঘরে চাউলের অভাব অনুভবমাত্র করি, কিন্তু বাজার হইতে চাউল সংগ্রহ করিবার বাস্তব চেষ্টা না করি, তাহা হইলে কি সেই অনুভবের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে? অতএব অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য সিদ্ধি করিবার বাস্তব চেষ্টা আবশ্যক। বিষয়ে আঠা লাগিয়া গেলে সেই আঠা ছাড়ান' বড় কঠিন। এজন্য কাঁচা অবস্থায় আঠা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। একখানা থাম আঠার দ্বারা বন্ধ করা হয়, তখন চাটকা আঠামাখা অবস্থায় খুব সহজে খুলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু সময় গেলে বা রৌদ্রে শুকাইলে অনেক হাঙ্গামা করিয়া তাহা খুলিতে হয়, হয়ত খামটি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। ভগবদ্বিমুখ সংসারের জন্য অর্থাদির সংগ্রহে ও সঞ্চয়ে আঠা লাগিয়া গেলে সেই আঠা ছাড়ান' খুব কঠিন। এজন্য সময় থাকিতে সাধুসঙ্গে যাহাতে ভগবৎসেবায় আসক্তি হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে একান্ত যত্নবান্ হইতে হইবে।

• • •

তুলসী হইতে বিল্বটির শক্তি ও তেজঃ অতি সহজে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং 'বিল্বটি তুলসী অপেক্ষা শক্তিশালী' এরূপ বিচার যেরূপ, 'হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবক অপেক্ষা পাষণ্ডগণের পাষণ্ডতা করিবার শক্তি অধিক' —এরূপ বিচারও তদ্রূপ।

• • •

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে ও তাঁহার সমান নারায়ণী সেনা অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনকে দিতে চাহিয়া কে

কোন্‌টি গ্রহণ করিতে অভিলাষী, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দুর্য্যোধন বিচার করিলেন "কৃষ্ণ minus fighting spirit or gratifying capacity is impotent and useless. কৃষ্ণের তুলা বলশালী সমান যোদ্ধা নারায়ণী সেনা যখন আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে, তখন তাহাদের দ্বারা আমার বেশী কাজ হইবে। আর দুঁটো কৃষ্ণকে পাইয়া আমার কি লাভ হইবে?' কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুনের বিচার অন্যরূপ। তিনি একমাত্র কৃষ্ণকেই—পুরো জিনিষটাকেই চাহেন। এজন্য দুর্যোধনপক্ষের অসংখ্য শক্তিশালী যোদ্ধৃগণের নানাপ্রকার চক্রান্তজালের মধ্যেও অর্জ্জুনেরই জয় হইয়াছিল।

• • •

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—"কৃষ্ণই যখন সকল বিধান করিবেন, কৃষ্ণই যখন তাঁহার ভক্তের রক্ষাকর্ত্তা, তখন আমরা কৃষ্ণ কার্য্যসেবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলে কি হইবে —তাঁহাদের সেবার প্রতি অলস, উদাসীন বা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকিয়া যে-কোন আকারে হউক নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বেলায় আকাশ-পাতাল আড়োলন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিলেই হইল।"—এরূপ বিচার ভক্তি-বিরুদ্ধ। বজ্রাঙ্গজী জানিতেন যে, অসুর রাবণ অপ্রাকৃত জগজ্জয়ী সীতাদেবীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, কখনও দর্শনও করিতে পারে না, তথাপি হনুমান্‌জী সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য কি অপূর্ব্ব অপরিসীম চেষ্টাই না করিয়াছিলেন! হনুমানের ডাকে যেমন সকল বানর-সৈন্য সীতা-উদ্ধার ও রামের সেবায় সমবেত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তগণও ভক্তিদেবীর মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য গুরু ও বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সমবেত চেষ্টাযুক্ত হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

• • •

সকল আগন্তুক আইন ভক্তিনীতির বিরুদ্ধে। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ মানবজাতি বনাম গৌড়ীয়ের বিচার-আদালত প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত স্মার্ত্ত হিন্দু-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের বিশকোটী লোক সমস্বরে বলিতেছে বা তাহাদের আইন বলিতেছে—শূদ্রের ছেলে শূদ্র। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত আগন্তুক আইনের বিরুদ্ধে তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ বিচার অর্থাৎ হরিভজন-কারীর পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্বের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়েও এই কথার একটা practical floatation দেওয়া হয় নাই; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে সাংগ্রাহীদের জন্য প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্য লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু প্রভুপাদই ইহার পূর্ণ floatation দিয়াছেন, অতএব পারমার্থিক নীতির বিরুদ্ধে আগন্তুক নীতি সমূহ চিরকালই রহিয়াছে। এইজন্য আমরা পারমার্থিক নীতিকে জলাঞ্জলি দিব না।

• • •

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার মধ্যে Give and take policy অর্থাৎ 'আপাতালি—কিছুটা তোমার থাকুক, কিছুটা অপরকে দেওয়া হউক—এবিচার চলে না, বজ্রাঙ্গজী কি সীতাদেবীর সেবার অর্দ্ধেক ভাগবাটোয়ারা করিয়াছিলেন?

• • •

পূর্ব্বে যাহাকে গুরুদেবের 'অন্তরঙ্গ', 'পার্ষদ', 'শ্রেষ্ঠভক্ত' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহাকে আবার কিরূপে গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলা সমীচীন হইতে পারে? জীবকোটি বানর বিবিধ শ্রীরামচন্দ্রের প্রচুর সেবার অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি শক্ত্যাবিষ্ট রামভক্ত। সেই রামচন্দ্রের অংশী শ্রীসঙ্কর্ষণ। কৃষ্ণাবতারে শ্রীসঙ্কর্ষণ-বলদেবকে সেই বিবিধ অবজ্ঞা করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব? ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-কালে তাঁহার সাহায্যের জন্য নিত্যপার্ষদস্বরূপ বৈশ্য, বিবিধ প্রভৃতি শক্ত্যাবিষ্ট জীবসমূহ উৎপন্ন হইয়া তৎকালে সুগ্রীবাদি ভাগবতগণের প্রতি বিদ্বেষপর বালি প্রভৃতির সংসর্গে ও পরবর্ত্তিকালে ভগবদ্-বিদ্বেষী নরকাসুর প্রভৃতির সঙ্গবশতঃ দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছিল। পরশুরামও শক্ত্যাবিষ্ট নৈমিত্তিক অবতাররূপে গণিত হইয়াও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্বেষী হইয়াছিলেন।

• • •

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনা-লীলার তাৎপর্য্য এই নহে যে, তাঁহারা ঠগ, কপট প্রভৃতির ন্যায় লোক বঞ্চনা করিয়া থাকেন। গুরুদেব শিষ্যকে সর্ব্বতোভাবে কৃপাই করিতে চাহেন, নানাভাবে আশীর্ব্বাদাদি করেন। কিন্তু যাহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে

বঞ্চনা করিবার অর্থাৎ ভক্তিব্যতীত অন্য কিছু কামনা করিবার—'শালগ্রাম দিয়া বাঘাস তাড়িবার'—লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি কিংবা সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্যাদি লাভের পিপাসা থাকে, সেইরূপ ব্যক্তিই বঞ্চিত। বঞ্চনাকারীই বঞ্চিত। এইজন্য "নীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"।

• • • •

আধুনিক প্রচলিত 'প্রণব' লিখিবার প্রথার ন্যায় কোন এক ব্যক্তি পত্রের শিরোভাগে গুরুমন্ত্রের বীজ লিখিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তির চিন্তা ও বিচারধারা পরিশোধন করেন। গৌরাঙ্গ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ-ব্যতীত আশ্রয়-বিগ্রহের পূজার অভিনয় আশ্রয়-বিগ্রহের পূজা নহে, উহা গুরুভোগ। গুরুদেবের নিকট বা অপরের নিকট বীজমন্ত্র বা মহামন্ত্র লিখিয়া উপদেষ্টার আসন-গ্রহণরূপ ধার্ষ্টিকতা ও অপরাধে পতিত হইতে হয়। এজন্য পত্রের শিরোদেশে মহাবদান্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের (শ্রীনদাই গৌরাঙ্গের বা শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের বা শ্রীবাসগৌরাঙ্গের) আনুগত্য বরণ করিয়া আশ্রয় বিগ্রহ সমন্বিত বিষয় বিগ্রহের জয় বা স্মারক কোন বাক্য লেখা যাইতে পারে।

• • • •

সংখ্যা-নামগ্রহণ, হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবা পরস্পর পৃথক্ নহে। ইহা মনে করিতে হইবে না যে, যখন কেহ সংখ্যা-নাম গ্রহণ করিতেছেন, তখনই তিনি শুদ্ধভাবে হরিভজন করিতেছেন, আর যখন তিনি বৈষ্ণবসেবা করিতেছেন, তখন হরিভজন হইতে বিরত আছেন বা উহা সংখ্যানাম-গ্রহণের ন্যায় শ্রেষ্ঠভজন নহে। ভজনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহে পরস্পর পৃথক্ বুদ্ধি করিতে হইবে না। তবে ইহাও নহে যে, নির্বন্ধ করিয়া হরিনাম-গ্রহণে অমনোযোগী হইতে হইবে। গুরুবৈষ্ণবসেবা করিলেই নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণে রুচি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববিচার বা সিদ্ধান্ত শ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

• • • •

স্কুলকলেজের ছাত্রদের মত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতের কেবল নোট লিখিলে বা শ্লোক মুখস্থ করিলে তদ্দ্বারা কতকটা intellectual চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার যতটা শরণাগতি ও আত্মনিবেদন হইবে, তিনি ততটা ঐ সকল গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধির বিষয় হয় না।

• • • •

চারিদিক্ হইতে চারিটা রাক্ষস হরিগুরুবৈষ্ণব সেবার যন্ত্র গ্রাস করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে হরিসেবায় নিরুৎসাহ হইতে হইবে না। কৃষ্ণ—অধোক্ষজতত্ত্ব। তিনি তাঁহার অধোক্ষজত্ব স্বেচ্ছায় প্রকটিত করিবেন। "কৃষ্ণ অধোক্ষজ," "বস্তুব্যতীত বিশ্বাস"—এই সকল কথা কেবল কানী বলবে বা পাঠ-মুক্তার মধ্যে আবদ্ধ মনে করিলে আমাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই, ইহাই প্রমাণিত হইবে। 'অঘির দাহিকা শক্তি আছে', ইহা যদি আমরা কেবল কাগজে লিখিয়া ও মুখে বলিয়াই নিরস্ত হই, তাহা হইলে সত্যে আমাদের বিশ্বাস নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। দেবতা, মনুষ্য, অসুর, রাক্ষস—ইহাদের সকলের কলকৌশলের উপর অধোক্ষজ হাত রহিয়াছে। অস্পৃশ্য জীববিশেষ শ্রীতুলসীকে অভাববশতঃ লঙ্ঘন করে বলিয়া কি আমরা নিত্যারাধ্য জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিব না? ব্রজবাসিগণের উপর ২৯ প্রকার অনর্থ ও অসুরের অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া আমরা কি ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে বিশ্বাস হারাইব?

• • • •

ইট্-পাটকেল, মার্ব্বেল পাথর, জায়গা-জমি, কাগজের স্তূপ—এইগুলি কি মিশন? গৌরশক্তি মহাভিরোধণি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, গৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ—ইহারা কি ঐ গুলির জন্য তাঁহাদের অবতারলীলা প্রকট করিয়াছিলেন? না—আমাদের ন্যায় দুর্দৈব জীবকে আত্মমঙ্গলে তাঁহাদের নিত্যারাধ্যবস্তুর পাদপদ্মের শরণাগতিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? যাহাদের মার্ব্বেল পাথরে মিশনবুদ্ধি, তাহারা ভোগী বা ত্যাগী হইয়া আত্মমঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পারে না। কৃষ্ণ যদি আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণ না করেন, আমরা যাহা চাই, তাহা যদি না দেন, তাহা হইলে কি আমরা কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিব? তিনি ত পরমমঙ্গলময়। তাঁহার যে-কোন বিধানে আমাদের পূর্ণমঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। ইহা কেবল

কালী কলমে লিখিয়া বা বক্তৃতায় বলিয়া শেষ করিলে চলিবে না। জীবনে ইহার বাস্তব পরীক্ষা দিতে হইবে, তবেই সত্য সত্য হরিজন হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি যখন বিপুল গ্রন্থসম্পুট লইয়া গৌড়দেশাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন ভগবদ্বিদ্বেষে তাঁহাদের প্রচারের সমস্ত গ্রন্থভাণ্ডার অপহৃত হইয়াছিল। মায়াবাদিগণ শ্রীরামানুজাচার্য্যের আহৃত যোগাসনবৃত্তি অপহরণ করিয়াছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণের প্রকাশিত গ্রন্থরাজিকে মায়াবাদী বিধর্মী পাষণ্ডগণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে কি তাঁহাদের প্রচারের উজ্জ্বলা বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, শ্রীজীব—ইঁহারা কোন প্রকার অট্টালিকা বা মার্বেল পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই। তাহাতে কি তাঁহাদের ভক্তির প্রচার কম হইয়াছে? সত্যকথা নিরপেক্ষ। তাহা বাহ্যিক কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না।

• • • •

গৌড়ীয় আমাদের গুরুদেব। শ্রীল স্বরূপ-রায়োষর গৌড়ীয়েশ্বর; 'স্বরূপের রঘু'—গৌড়ীয়। আমাদিগকে 'গৌড়ীয়' অভিমান করিলে "আমি ত' বৈষ্ণব" এরূপ বুদ্ধিজনিত প্রতিষ্ঠাশা আমাদের হৃদয় দুষ্ট করিবে। আমরা গৌড়ীয়ের সেবকানুসেবক, পাদপদ্মের ধূলি, এই বিচার রাখিতে হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ—ইঁহারা গৌড়ীয়, শ্রীল রঘুনাথের অভিন্ন-বিগ্রহ। আমরা ইঁহাদের পাদপদ্ম-পরাগের ক্ষুদ্রতম রেণু। আমরা তাঁহাদের অশোক, অভয়, অমৃত পাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিলে আমাদের কোন অমঙ্গল নাই।

---

# গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

[ গত ২৯শে জানুয়ারী ( ১৯৫৮ ) ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গীতার ক্লাশের ছাত্রগণের পরিপ্রশ্নে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-কর্ত্তৃক শ্রৌত প্রমাণ ও যুক্তিমূলে উত্তর ]

প্রশ্ন—বেদকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব কেন?

উত্তর—স্বয়ং ভগবদবতার ব্যাসদেব নিজের উক্তি সমর্থনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক সূত্রে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্যাসের কথিত সিদ্ধান্তের সমর্থনের জন্যও যখন শ্রুতি প্রমাণ-রূপে গৃহীত হয়, তখন শ্রুতি বা বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

প্রশ্ন—বেদ যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হয়, তবে বেদে যে-সকল উক্তি আছে, তাহা মিথ্যা হইতে দেখা যায় কেন?

উত্তর—বেদের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তবে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে কর্ম্মের যে-সকল অঙ্গের কথা আছে, সেই সকল অঙ্গে বৈকল্যদোষ উপস্থিত হইলে ফললাভ হয় না। উহার দ্বারা বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় না, কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মাঙ্গ-সাধনে বিকলতাই কারণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। যেমন কারীরীযাগ অর্থাৎ বৃষ্টি-উৎপাদক যজ্ঞ-বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে বৃষ্টি-উৎপত্তির কথা বেদের কর্ম্মকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কারীরী যাগ করিয়াও কোন কোন সময় বৃষ্টি উৎপন্ন হয় না। তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষি-কর্ম্মের অঙ্গবৈকল্য-দোষের ন্যায় যজ্ঞেরও অঙ্গ-বৈকল্য-দোষ হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হওয়া কঠিন, এই জন্য সারগ্রাহিগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রুতির আত্মমঙ্গলপর মন্ত্রসমূহের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—বাইবেল, কোরাণাদি শাস্ত্র কি বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ নহে? কেহ যদি বেদের পরিবর্ত্তে বাইবেল মানেন, তবে কি তাঁহার বেদ মানা হইবে না?

উত্তর—অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্রকে তাঁহারা কেহ কেহ "Revelation" অর্থাৎ ভগবানের প্রত্যাদেশ বা

প্রকটিত সত্য প্রভৃতি বলেন। তত্তৎ শাস্ত্রে যে সকল সত্য আছে, তাহা তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বীর দেহ ও মনোধর্ম্মের উপযোগী আপেক্ষিক সত্য। বাইবেলাদিকে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের ন্যায় অনাদি, অপৌরুষেয় বলা যায় না; কেন না বেদের সত্যের সহিত কোন কোন অংশে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, বেদে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ সেরূপভাবে স্বীকৃত হয় নাই। জন্মান্তর বাদ স্বীকৃত হইলে লোকে পরজন্মের অস্তিত্বের আশায় বর্ত্তমান জন্মে পাপপ্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবে না অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে যথেচ্ছ পাপাচরণ করা যাউক, পরবর্ত্তীজন্মসমূহে সেই সকল অসুবিধা ও অভাব পরিপূরণ করিয়া লইতে পারিব, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ জন্মান্তরবাদকে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাইবেলে স্পষ্টভাবে জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ তাহাতে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from his birth. And his disciples asked him saying, 'Master, who did sin—this man or his parents? That he was born blind? (St John 9, 1-2) অর্থাৎ যখন যীশুখৃষ্ট চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একটী জন্মান্ধ মানুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ যীশুখৃষ্টকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো, কে পাপ করিয়াছিল? এ ব্যক্তি, না ইহার মাতাপিতা? যাহার ফলে এ ব্যক্তি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে?' খ্রীষ্টীয় উপদেষ্টকগণ, যাঁহারা "Christian fathers" আখ্যায় অভিহিত হইতেন, তাঁহারাও স্পষ্টভাবে জন্মান্তরবাদের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। Origen বলিয়াছেন,—'Is it not more in conformity with reason, that every soul for certain mysterious reasons is introduced into a body and introduced according to its deserts and former actions?' (Origen contra celsaea, I, XXXII.) "I am sure that I, such as you see me here, have lived a thousand times and I have to come again another thousand times"—Goethe.

"প্রত্যেক আত্মা যে প্রাক্তন কর্ম্মবশে এবং নিজ উপযুক্ততা অনুসারে কোন রহস্যময় কারণাধীনতায় শরীর বিশেষে প্রবিষ্ট হয়, একথা কি বিবেক অধিকতর দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে না?"

"আপনারা আমাকে দেখিতেছেন; কিন্তু আমি নিঃসংশয়-চিত্তে বলিতেছি যে, এই আমারই সহস্র জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে আরও সহস্রবার আসিতে হইবে।"

প্রশ্ন—খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এইরূপ জন্মান্তরবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন, অথচ তাঁহারা জন্মান্তরবাদ মানেন না কেন?

উত্তর—কেহ কেহ বলেন, জন্মান্তরবাদ সিদ্ধান্তের সহিত বাইবেলের অনেক পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায় মহাত্মা যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণ জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অনেকেই স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াও ফেলিয়াছেন। হেয়োডোটস্, পিথার, প্লেটো প্রভৃতি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক হাক্সলী তাঁহার "Evolution on Ethics" নামক ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিয়াছেন—"None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity. Like the doctrine of Evolution itself that of transmigration has its root in the world of reality and it may claim such support as the great argument of 'Analogy' is capable of supplying" অর্থাৎ চঞ্চল বিবেচকগণ ব্যতীত অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমবিকাশ বাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদেরও বাস্তব জগতে দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ইহা উপমান-প্রমাণের দৃঢ়যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে।

প্রশ্ন—বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রকে আপনারা কি অনাদি বলেন না?

উত্তর—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ইহুদীদের পুরাতন পুঁথি (Old Testament), নূতন

পুঁথি (New Testament) প্রভৃতি যবন-শাস্ত্রসকলেরই আদি পাওয়া যায়, তাহারা কালান্তর্গত বলিয়া বেদের ন্যায় অনাদি ও অপৌরুষেয় নহে।—(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৬৯-১৭১) ইহা আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ঋগ্‌বেদের ন্যায় আর কোনও প্রাচীনতর গ্রন্থনাম নাই। কিন্তু সেই ঋক্‌মন্ত্রসমূহ ভগবান্ ব্যাসের কৃত নহে, উহা অনাদিসিদ্ধ ও গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত শ্রৌত-বাণী।

প্রশ্ন—বুদ্ধ বেদ মানেন নাই কেন?

উত্তর—অতিনীতিবাদ ভগবদ্ভক্তিকে আক্রমণ করিয়া জীবকে নাস্তিক করিয়া দিতে পারে, এই শিক্ষা প্রচার ও অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য বুদ্ধদেবের অবতার। বেদ শ্রৌতবাণীর নিত্যত্বের প্রমাণ স্বরূপ। সেই শ্রৌতবাণী অর্থাৎ আস্তিকতার মূল প্রমাণকে অস্বীকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়া অসুরগণকে বঞ্চনা করাই বুদ্ধাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। এইজন্য বুদ্ধদেব বেদ স্বীকার করেন নাই। এক চার্ব্বাক আর এক বুদ্ধ অর্থাৎ অতিভোগবাদ ও অতিত্যাগবাদের প্রচারকদ্বয়ই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। ইহার মূলে আস্তিকতার সৌন্দর্য্য-প্রকাশের একটি রহস্য আছে। ভোগী ও ত্যাগী ভক্তিপথের পথিক অর্থাৎ আস্তিক নহেন। অতিভোগী চার্ব্বাক ও অতিত্যাগীর আদর্শ-প্রচারকারী বুদ্ধ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করায় ভগবদ্ভক্তি-যাজিগণের হৃদয়ে বেদের নিত্যসিদ্ধ প্রামাণ্য আরও দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে নিষেধ করিতে গিয়া বুদ্ধ বেদের নিন্দা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অসুরগণ বেদ-নিন্দক হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ বেদ-নিন্দা প্রচার করা ভগবদবতার বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য নহে, কর্ম্ম-নিন্দাই উদ্দেশ্য। অপৌরুষেয় বাণী বেদকে অপ্রামাণ্য বিচার করিলে বুদ্ধদেবের উপদেশ বা বাণীও অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে।

---

# সমালোচনা

[ লেখক—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ গোস্বামী মহারাজ ]

বিগতবর্ষের আষাঢ় মাসে কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোড্ হইতে "পাক্ষিক গৌড়ীয়" নামে একখানি সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, এম্-এ, বি-এল। শুনা যায়, ইনি নাকি বর্ত্তমানে খড়দহ হাইস্কুলের শিক্ষক। উক্তপত্রের নিয়ামক নানা প্রকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণ। কেহ কেহ পরিব্রাজকাচার্য্য, কেহ মহামহোপদেশক, কেহ মহোপদেশক, কেহ বিদ্যাভূষণ, কেহ কবিভূষণ, কেহ বা আচার্য্য, কেহ বা বিদ্যাবাগীশ। আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির যে সকল ভ্রম নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আছে, সেই সকল সাধারণ ভ্রমই লোকহিতার্থ আলোচনা করিব। কারণ পারমার্থিক সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রের প্রতিষ্ঠাতা 'নিরপেক্ষ সমালোচক' রূপে "গৌড়ীয়ে"র পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ল্যান্সডাউন রোড্ হইতে প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত পাক্ষিক পত্রের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যারই প্রারম্ভে ও বিজ্ঞাপনে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির নিম্নে তাঁহার স্তুতিচ্ছলে দুইটী শ্লোকে আচার্য্যবিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ বিদ্বোদ্গারের প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাহাতে পর-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী অপ্রাকৃতসরস্বতীর কৃপা ত দূরের কথা, বৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে অপরবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃত সরস্বতীও ঐসকল শ্লোকরচয়িতাকে কিরূপ শোচনীয়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুধীগণ লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণবশিরোমণি মহাদেবের নিন্দার ফলে প্রজাপতি দক্ষের নিজমুণ্ডপাত + পরিণামে একটি ছাগমুণ্ডের সংযোগ লাভ হইয়াছিল। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিতে কদর্য্য ও অর্থশূন্য শব্দাড়ম্বর দেখিয়া বিপজ্জনক পরিণাম আশঙ্কিত হইতেছে।

সুধীগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, সংস্কৃতশ্লোকরচয়িতা শ্লোকমধ্যে 'চ', 'বা', 'হু', 'হি' প্রভৃতি শব্দের নিরর্থক প্রয়োগ পাদপূরণার্থ অগত্যা কদাচিৎই করিয়া থাকেন। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহের প্রত্যেক শ্লোকেই ঐসকল শব্দ

যেরূপ নিরর্থকভাবে বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে রচয়িতার শ্লোকরচনায় কেবল কষ্টকর প্রয়াসই উপলব্ধ হয়।

এ বিষয়ে একটী কিম্বদন্তীও রহিয়াছে—কুজ পুরুষের উত্তান-শয়ন-স্পৃহাতারে কোন এক অজ্ঞ ব্যক্তির পণ্ডিত-সমোচিত শ্লোকরচনার স্পৃহা হয়। সে শুনিয়াছিল যে, পদ্যে একপদের সহিত তাহার দূরবর্ত্তী অপর পদেরও অন্বয় হয় এবং পাদপূরণের জন্য 'চ' 'বা' 'তু' 'হি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, সুতরাং সেও কতিপয় দিবসব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে রাজার নিদ্রাভঙ্গকালীন স্তুতিচ্ছলে প্রভাতবর্ণনচ্ছলে যে একটী শ্লোক রচনা করিয়াছিল, তাহা এইরূপ—

প্রাতর্ভবতি রাজেন্দ্র ! মুখং প্রক্ষালয়স্ব-চ:।
নগরে ডাকতে কুক্কুঃ চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥

তাহার বক্তব্য এই—হে রাজন্ ! প্রাতঃকাল উপস্থিত হইয়াছে, নগরে কুক্কুটগণ শব্দ করিতেছে, আপনি এখন (শয্যাত্যাগপূর্ব্বক) মুখ প্রক্ষালন করুন। এ অবস্থায় সে একপদের সহিত দূরবর্ত্তী অপর পদের অন্বয় হয়—এই জ্ঞানে 'কুক্কুট' শব্দের 'চ'কারটিকে 'প্রক্ষালয়স্ব' এই পদের সহিত যুক্ত করিয়া দিল এবং 'চ' 'বৈ' 'তু' 'হি' দ্বারা একটি সম্পূর্ণ পাদেরই পূরণ করিল।

ঐ পত্রিকার ১ম—২২শ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি দেখিলাম, কেবল ২০শ সংখ্যাটি দেখি নাই। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই শ্রীল প্রভুপাদের স্তুতিচ্ছলে রচিত বিভিন্ন শ্লোকযুগলে এবং ২।৩টি সংখ্যায় ঐ জাতীয় অতিরিক্ত শ্লোকগুলিতে "চ" "বা" প্রভৃতির কিরূপ নিরর্থক বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম সংখ্যা—১ম শ্লোকে—হি, চ; ২য় শ্লোকে—হি, এব। ২য় সংখ্যা—২য় শ্লোকে—হি, বৈ, চ। ৩য় সংখ্যা—১ম শ্লোকে—বা, চ; ২য় শ্লোকে—এব, তু। ৪র্থ সংখ্যা—২য় শ্লোকে—হি, খলু, চ। ৫ম সংখ্যা ২য় শ্লোকে—এব, আপ, হি। ৬ষ্ঠ সংখ্যায়—প্রারম্ভশ্লোকযুগলের পরিবর্ত্তে, মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-স্তোত্রচ্ছলে রচিত নয়টি শ্লোকের—৩য় শ্লোকে—তু; ৪র্থ শ্লোকে—হি। ৫ম শ্লোকে—এব। ৬ষ্ঠ শ্লোকে হি। ৭ম-৮ম (সংযুক্ত) সংখ্যা—১ম শ্লোকে—চ, তু। ২য় শ্লোকে—অহো। ঐ সংখ্যা—ভক্তিবিনোদাষ্টক—৩য় শ্লোকে—চ, হি। ৪র্থ শ্লোকে—হি; ৫ম শ্লোকে—তু; ৬ষ্ঠ শ্লোকে—এব। ৭ম শ্লোকে হি; ৮ম শ্লোকে—হি; ৯ম শ্লোকে—হি। ৯ম সংখ্যা—২য় শ্লোকে—হি। ১০ম সংখ্যা—১ম শ্লোকে—অপি, হি, চ; ২য় শ্লোকে—চ। ১২শ সংখ্যার প্রারম্ভে শ্লোক নাই এবং ১৩শ সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত শ্রীগুরুপ্রণতি-শ্লোক-চতুষ্টয়ই উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ১৩শ সংখ্যা—শ্রীশ্রীপ্রভুপাদবর্য্যবিরহাষ্টক—প্রতি শ্লোকেই চতুর্থপাদে—বা, হি এবং ২য় শ্লোকে—এব, চ, ৩য় শ্লোকে—হি; ৪র্থ শ্লোকে—চ; ৬ষ্ঠ শ্লোকে—হি। ১৪শ সংখ্যায়—১ম শ্লোকে—হি, চ। ২য় শ্লোকে—চ, এব, এব, চ। ১৫শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে চ; ২য় শ্লোকে—চ, এব, হি, তু। ১৬শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—হি; ২য় শ্লোকে—এব। ১৭শ-১৮শ (সংযুক্ত) সংখ্যা—১ম শ্লোকে—এব; ২য় শ্লোকে—তু, এব। ঐ সংখ্যায় শ্রীগুরুপ্রণতিবিংশকের প্রত্যেক শ্লোকে—চতুর্থপাদে—হি, এবং ৭ম শ্লোকে—চ, অপি; ৫ম শ্লোকে—হি, চ; ৮ম শ্লোকে—হি; ১৩শ শ্লোকে—চ; ১৪শ শ্লোকে—চ; ১৭শ শ্লোকে—চ; ১৯শ শ্লোকে—হি। ১৯শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—এব; ২য় শ্লোকে—হি, চ। ২০শ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। ২১শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—হি; ২য় শ্লোকে—হি, তু।

সমস্ত শ্লোক এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ স্বয়ংই পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারিতেন এবং তৎসঙ্গে শ্লোকগুলির মধ্যে সুমধুর ও ভগবীর অর্থপূর্ণ (?) পদবিন্যাসভঙ্গীও দেখিতে পাইতেন; পরন্তু প্রবন্ধবিস্তার-ভয়ে আমরা তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত রহিলাম। যদি পত্রিকার প্রকাশকবর্গ নিজদোষ অস্বীকার করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্লোকগুলি তাঁহাদের পত্রিকায় উল্লেখ করেন, তাহা হইলেই পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে।

ইহার পর ছন্দোদোষ। বিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে, সংস্কৃতভাষায় রচিত পদ্যের ছন্দঃ—বৃত্ত ও জাতিভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জাতি মাত্রাগণনাধীনে নিরূপিত হয়। আর বৃত্তগুলিতে অক্ষরসংখ্যা ও অক্ষরগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব নিয়মিত রহিয়াছে। আবার অনেক

বৃত্তেরই প্রত্যেকপাদে যতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যদিও ছন্দঃশাস্ত্রকারগণ 'যতি' অর্থে "বিচ্ছেদবিশ্রামস্থানম্" অর্থাৎ পদ্যবচনে বিরামের অভিলষিত বিশ্রামস্থানই 'যতি' —ইহা বলিয়াছেন, তথাপি প্রসিদ্ধ কবিগণ কখনও পদ্যের অসমাপ্তিস্থলে তাদৃশ যতি স্বীকার করেন না। কারণ—তাদৃশ যতি অর্থবোধের ব্যাঘাতক এবং কবিরও অক্ষমতারই পরিচায়ক। পুরাণাদিতে ক্বচিৎ তাদৃশ যতি দৃষ্ট হইলেও আর্ষপ্রয়োগ বলিয়াই দোষ পরিহার হইয়া থাকে। পরন্তু আলোচ্য কবিতাগুলি (?) পাঠ করিলে লেখকের এসকল বিষয়ে কোন ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না এবং তাহারই ফলে শারীরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ নরসুন্দরের অবিচারিত অস্ত্রপ্রয়োগের ন্যায় তিনিও কবিতারচনায় লেখনীর অবাধ পরিচালনা-দ্বারা কবিতাদেবীকে উৎপীড়িতই করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। ৩য় সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের স্তুতিচ্ছলে রচিত শ্লোকযুগের ২য় শ্লোক—( "যৎপাদপদ্ম" ইত্যাদি ) বসন্ততিলকবৃত্তে রচিত। এই বৃত্তে প্রত্যেকপাদেই ৪র্থ অক্ষর লঘু হয়, পরন্তু উক্ত শ্লোকের 'জ্ঞেয়ত্ব নিয়ন্তৃত্ব এবং ওরোর দৃষ্ট' এই তৃতীয় পাদে 'ন' এই পঞ্চম অক্ষরটি 'ক্ত' এই সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিত-নিবন্ধন গুরু হইয়া পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে। ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্রম্‌এ ৮ম শ্লোকে ( অনুষ্টুপ্ ) তৃতীয় চরণে—( "শ্রীবিনোদবিশোরয়োঃ" এইস্থলে ) ৭ম অক্ষর 'র' লঘু হইয়াছে, পরন্তু অনুষ্টুপ্ ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৭ম অক্ষর ( সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ ) এই নিয়মানুসারে দীর্ঘই হইবার কথা। সুতরাং এই নিয়ম রক্ষিত না হওয়ায় এস্থলে ছন্দোদোষ অনিবার্য্য। অনুষ্টুপ্ছন্দের এক একটি পাদ আট অক্ষরে পরিসমাপ্ত হয়। এস্থলে উক্তস্তোত্রে ৬ষ্ঠ শ্লোকে একটি পদ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পাদপূরণ হওয়ায় ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে।

যথা—"সর্ব্বত্রাহং প্রচার্য্য ই—তি গৌরাজ্ঞানুপালনে।

প্রবর্ত্তয় কুর্ব্বতে সর্ব্বদেবেষু ভ্রমণেন হি ॥"

এস্থলে 'ইতি' এই পদটির মধ্যপথেই ('ই' কারেই) ৮ম অক্ষর হওয়ায় কিরূপ অবস্থানে পাদসমাপ্তি হইয়াছে, উহা সুধীগণেরই বিচার্য্য। মালিনীবৃত্তে প্রত্যেকচরণে ৮ম অক্ষরের পর প্রথম যতি নির্দ্দিষ্ট। এই নিয়মে ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকের ৩টী চরণেই কিরূপ অস্থানে যতি রহিয়াছে, তাহা পাঠকগণ লক্ষ্য করুন।

(১ম পাদ) অহহ কিমধুনা ক,—র্ত্তব্যবোধেন কৃত্যম্, ( ৩য় পাদ ) কলিতকরণাব্ধি,—স্তজ্জবন্যাধুনাহো, ( ৪র্থ পাদ) গুরুরহমিতিঘোষ্য,—য় প্রযত্নোত্তমা ॥ এস্থলে প্রথমপাদে 'কর্ত্তব্য' এই পদ, ৩য় পাদে 'সিন্ধু' এই পদ, ৪র্থ পাদে 'ঘোষ্য' এই পদটি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অস্থানে যতি স্বীকৃত হইতেছে। ৭ম—৮ম সংখ্যায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাষ্টক - (অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ) ২য় শ্লোকে —"গৌড়ীয়বৈষ্ণবানাং প্রা—ধান্যসংস্থাপনার্থায় ।" এই স্থলে 'প্রাধান্য' এই শব্দে 'প্রা' এই স্থলেই ৮ অক্ষর পূর্ণ হওয়ায় ১ম পাদ শেষ হইয়াছে এবং ২য় পাদে ৭ম লঘু হইবার নিয়ম, পরন্তু 'র্য্য' এই সপ্তম বর্ণটি গুরু হওয়ায় ছন্দোভঙ্গই হইয়াছে। এইরূপ ১ম পাদে সপ্তম অক্ষর গুরু হইবার নিয়ম থাকিলেও ৯ম শ্লোকে প্রথম পাদে 'খ' লঘু হওয়ায় ছন্দঃপাত হইয়াছে।

৯ম সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকটি 'ইন্দিরা' বৃত্তে রচিত। পরন্তু ইহাতে ইন্দিরাপতির নিধনের প্রতি বিদ্বেষসূচনা-হেতু লেখক সর্ব্বতোভাবে অবঃপতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা প্রদত্তাংশ বৃত্তবোধটিই প্রদর্শন করিতেছি। "নরনৈর্ন্ত্যরাবিন্দিরা মতা" এই লক্ষণানুসারে ইন্দিরাবৃত্তে পঞ্চম অক্ষর লঘু হইবার নিয়ম আছে। পরন্তু উক্তশ্লোকে 'কপটদৃষ্টক্রোষ্টৃ:' ইত্যাদি প্রথমপাদে 'ষ্ট' এই সংযুক্তবর্ণের অকার ৫ম অক্ষর। ইহা 'ক্রো' এই সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিবন্ধন গুরু হওয়ায় ছন্দঃপতন হইয়াছে।

১৭শ-১৮শ সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোক 'ইন্দ্রবজ্রা' বৃত্তে রচিত। উক্ত বৃত্তে প্রতিচরণে ৩য় অক্ষর লঘু হইবার নিয়ম। কিন্তু উক্তশ্লোকে "যে যে তু শ্রীগৌরগণে সুভক্তাঃ" এই প্রথম চরণে তৃতীয় অক্ষর 'তু' এই উকার 'ঊ' এই সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিবন্ধন গুরু হওয়ায় লেখকের পদ্যরচনায় ইন্দ্রবজ্রাপাত হইয়াছে।

ইহার পর চান্দসংবৃত্তি বা ব্যাকরণ-দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম সংখ্যার প্রারম্ভে ম শ্লোকেই "অপ্রাকৃতা" এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে 'অপ্রাকৃতী'ই হইতে পারে। তবে লেখক হয়ত

বলিবেন—আমরা যখন অলঙ্ঘনীয় আচার্য্যমর্য্যাদা-লঙ্ঘনে সমর্থ হইয়াছি, তখন পাণিনিপ্রভৃতি আমাদের নিকট গোষ্পদমাত্র। ২য় সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে ৩য় চরণে "অহোঽবলম্ব্য" এইস্থলে 'অহো' এই পদের পরবর্ত্তী 'অবলম্ব্য' এই পদের প্রথম অকার লোপ অসঙ্গত। 'অহো' এই পদটি অব্যয়। অব্যয়ের 'ও'কারের পরবর্ত্তী অকার-লোপ নিষিদ্ধ। "বহ্নি ভাণ্ডরিঃ" ইত্যাদি নিয়মানুসারে লোপ হইলে সূত্র অকারের চিহ্ন থাকে না। সুতরাং এই 'অ' লোপ বিদ্বান্ (?) মহাশয়গণের অসাধ্য হওয়ায় কি ঔষধ প্রযোজ্য, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

১৪শ সংখ্যার ১ম শ্লোকে "কোঽবাদ" এইস্থলে কোন্ কোন্ পদের সন্ধির ফলে একটি লুপ্ত অকার চিহ্ন নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ল্যাঙ্গুয়েজ-উনের পণ্ডিতগণ ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে।

১৯শ সংখ্যায় ৪র্থ শ্লোকে ( ঃ+সহ—এই পদদ্বয়ের ) 'বো সহ' এইরূপ সন্ধি এবং ২২শ সংখ্যায় ১ম শ্লোকে ( ও বিষ্ণুপাদঃ+পরমহংসবর্য্যঃ—এই পদদ্বয়ের ) 'ও বিষ্ণুপাদো পরমহংসবর্য্যঃ' এইরূপ সন্ধি কৃষ্ণকার্ণ্ণিবিচ্যুত অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষেই সুসাধ্য।

৩য় সংখ্যা ২য় শ্লোকে ৪র্থ পাদে 'ভুক্তঃ' এই পদে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়টি কিরূপ অর্থে সিদ্ধ হইল, সুধীগণ বিচার করিবেন। ৫ম সংখ্যা—শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্রে ৫ম শ্লোকে—'ঘনোবাঘনিরুদ্ধতে' এই বাক্যাংশে 'নিরুদ্ধতে' এই শতৃপ্রত্যয় ও চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের সহিত পূর্ব্বপদের সমাস কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎসমাজে বক্তব্য কি? ঐ শ্লোকে 'সহষিয়া-ভয়ঙ্কতে' এই অংশে "ভয়ঙ্কতে" পদটী লেখক চতুর্থ্যন্তরূপে ব্যবহার করায় মূল পদটি তাহাদের মতে "ভয়ঙ্কৎ" এবং কিপ্‌প্রত্যয়ান্ত বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে। পরন্তু কিপ্‌প্রত্যয়ে 'ভয়ঙ্কৎ'ই শুদ্ধপ্রয়োগ এবং 'ভয়ঙ্কৃৎ' অশুদ্ধ। যদি লেখক 'ভয়ঙ্কর' পদের সহিত উচ্চারণগত সাম্যরক্ষার জন্য 'ভয়ঙ্কৃৎ' বলিতে চাহেন, তবে আহার্য্যের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ-উনের 'সাহার্য্যার্থী' হইলেও আমরা কিছু বলিব না; পরন্তু তাদৃশ উচ্চারণ হলধরসমাজে সীমাবদ্ধ রাখিলে এবং ছাপার অক্ষরে পণ্ডিত সমাজে প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়। আর সংস্কৃতশ্লোক লিখিতে বসিয়া 'সহষিয়া' এই অপশব্দের প্রয়োগটি কি অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক নহে?

৯ম সংখ্যায় ২য় শ্লোকে "কপটবৃষ্টজোষ্টুঃ" এই পদটি প্রথমা-বিভক্ত্যন্তরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে কি? "জোষ্টা" এইরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণ-শাস্ত্র-সম্মত। 'কপট' শব্দটি এস্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহার কিরূপ অর্থে হইতে পারে? এই শ্লোকে 'জীবিতং' এইপদের বিশেষণরূপে 'গুরুত্যজম্' এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবিত শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ; সুতরাং তাহার বিশেষণরূপে নির্ণীত উক্ত পদটি কোন্ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইল? যদি 'গুরূন্ ত্যজতি' এই বাক্যে 'গুরু' উপপদে 'ত্যজ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' হয়, তবে গুরুত্যজ্ শব্দ হয় এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে ক্লীবলিঙ্গে 'গুরুত্যক্' এরূপই হইতে পারে; 'গুরুত্যজং' হয় না। আর উদ্দিষ্ট অর্থে অন্য কোন প্রত্যয়দ্বারা 'গুরুত্যজ' এইরূপ শব্দের সাধনও হইতে পারে না বলিয়া প্রয়োগকর্ত্তার "উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ।" এই শ্লোকে হুজোষোষ পূর্ব্বেই লক্ষিত হইয়াছে। "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।"—এই নীতি অবলম্বনে পণ্ডিত সমাজে নীরব থাকিয়া এবং হলধরমণ্ডলীর দাদাঠাকুরের ন্যায় পণ্ডিত-জ্ঞানে নিজ সমাজে আদৃত হইয়া হঠাৎ বিদ্যার স্বরূপ প্রকাশ করিলে আমাদিগকে পরিণামে 'কপটবৃষ্টজোষ্টা' অর্থাৎ নীলবর্ণ শৃগালের অবস্থা লাভ করিতে হয়। সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায়ই যে জীবনত্যাগ বিধেয়, তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তনীয়।

৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্র ১ম শ্লোকে "নমঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-প্রভোঃ পদে" এইস্থলে 'নমঃ' শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'পদে' এই সপ্তমী প্রয়োগ এবং "গৌরপ্রেষ্ঠায় তে নৌমি" এই বাক্যে 'নৌমি' ক্রিয়ার কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'গৌরপ্রেষ্ঠায়' ইত্যাদি চতুর্থী-বিভক্তির প্রয়োগ চিন্তনীয়।

১০ম সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে ণিচ্‌প্রত্যয়ান্ত 'শুধ্' ধাতুর উত্তর 'ক্ত্বা' প্রত্যয় যোগে সাধিত 'শোধিত্বা' এইরূপ প্রয়োগটি 'শোধয়িত্বা'রূপে শোধিত হইলেই শুদ্ধবিদ্ পুরুষগণের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে।

১৫শ সংখ্যায় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদবর্য্য বিরহাষ্টকে ১ম শ্লোকে ১ম পাদের অন্তর্স্থিত 'দুর্ভাক্' এবং দ্বিতীয় পাদের আদিস্থিত 'সূক্তাদ্বিত' এই উভয়পদে যথোচিত সন্ধি হইলেই লেখকের সন্ধিজ্ঞানের অভাবরূপ দুর্ভাগ্য সূক্তাদ্বিত থাকিত। ঐ শ্লোকে 'কপটা হি গুণাঃ' এই বাক্যে পুনরায় কপটশব্দের 'কপটি' অর্থে ব্যবহার এবং চতুর্থশ্লোকে "ভক্তিপ্রচারবতি" এই বাক্যে পুনরায় শত্রু-প্রত্যয়ান্ত সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত 'প্রচারবতি' পদের সহিত 'ভক্তি' শব্দের সমাস অজ্ঞানেরই বিজৃম্ভণমাত্র।

১৭শ-১৮শ সংখ্যায় শ্রীগুরুপ্রশস্তি বিশেষকম্ প্রবন্ধে—

"মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যেন সিঞ্চেচ্ছাপি বিদূরিতা।
কান্ত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গুরুর্হি মে।"

এই ২য় শ্লোকে "সিঞ্চে" এই পদটির কাহার সহিত অন্বয় ? 'স্পৃহা' শব্দটি অন্তপদের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ বলিয়া তাহার সহিত যে সাধারণতঃ অন্বয় হইতে পারে না, তাহা আচার্য্যের অন্বয় অর্থাৎ আন্বগত্য-রাহিত্য কিরূপে লেখকের বোধগম্য হইবে ? "নিরস্তঃ কর্ম্মভোগোঘঃ যেন জ্ঞানঞ্চ মোক্ষবম্। কান্ত শ্রীভক্তি"...ইত্যাদি ঐ শ্লোকে "কর্ম্মভোগোঘং" এই অপার্থক ও বিশেষ্যরহিত পদটি, এখনও যে লেখকের কর্ম্মভোগ নিরস্ত হয় নাই, তাহারই পরিচায়ক। উক্ত প্রবন্ধে ৪র্থ শ্লোকে "পৃথ্যাং শ্রীগৌর-সিদ্ধান্তঃ স্থাপিতঃ যেন সর্ব্বথা।' এই স্থলে সিদ্ধান্তশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ হইয়াছে। কবিবিশারদ জীবিত থাকিলে বলিতেন—

এতদিন পুংলিঙ্গেই তোমার প্রয়োগ ছিল।
কেনরে সিদ্ধান্ত তব আজি এই দশা হ'ল।

৬ষ্ঠ শ্লোকে "আচারেণ প্রচারেণ স্বাদর্শো যস্ত বিশ্রুতঃ" এবং ১৮শ শ্লোকে "চাতুর্য্যাক্ত হরিস্বত্তা যঃ সাদর্শমবাপরৎ" এই উভয় বাক্যই আদর্শ শব্দের অর্থজ্ঞানে লেখককে বঞ্চিত করিয়াছে। "পাশ্চাত্যেঽপি প্রচারার্থং প্রেরিতো যেন দিব্যধীঃ" ইত্যাদি ষাদশ শ্লোকে প্রচারের কর্ম্মপদ কোথায় ? "তিনি প্রচারে গিয়াছেন" এইরূপ অকর্ম্মক চল্‌তি বাক্যের প্রভাব সংস্কৃত ভাষায়ও প্রচার করা সজ্জন-বাঞ্ছনীয় নহে।

"গৌরবিনোদয়োশ্চাত্মনত্যাতীর্থসমুদ্ভবো।
কান্ত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গুরুর্হি মে।"

এই ১৭শ শ্লোকের টীকাদ্বারা লেখক আরও একটু পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

৭ম সংখ্যা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাষ্টকে ৪র্থ শ্লোকে "সম্প্রদায় কলঙ্কানি কালয়িত্বযথাতথং" বাক্যে 'কলঙ্ক' শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ প্রয়োজ্যার দ্বারপনেয় কলঙ্কের পরিচায়ক। ঐ সংখ্যার প্রারম্ভে ১ম শ্লোকে "কবলিতভবগাং" পদটির অন্বয় কোথায় ? অর্থই বা কি ? "ভোগায়" না লিখিয়া ভোগায়" লিখিলেই ব্যাকরণ-সঙ্গত হইত। 'প্রযত্নোদ্ভতন্ত্র' পদটি 'আয়ত্তাধীন' এর সহোদর না হইলেও বৈমাত্রের ভ্রাতা বটে। "বাগাবাধি" শব্দে সাধুভাষার বিবাহকে না বুঝাইয়া হলধরখুড়োর 'বাধা' অর্থাৎ হুধরবনের 'আবাদি' জমিকেই বুঝাইতে পারে।

১ম সংখ্যা ২৪পৃষ্ঠায় "কাকস্ত চতুর্থদি হেমযুক্তঃ" না হইয়া 'হেমযুক্তা' হইলে প্রযোক্তার লিঙ্গ জ্ঞানের লিঙ্গ হইত।

২য় সংখ্যা ৫৪পৃষ্ঠায় "যো ব্যক্তি" না হইয়া "যো বক্তি" হইলে ধাতুরূপজ্ঞান ব্যক্ত হইত।

৩য় সংখ্যা প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকে "কিংবাস্ত শিক্ষাং সকলায় চাদাৎ" বাক্যে 'সকলায়' পদটীর বিশেষ্যপদ কোথায় ? সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রয়োগ হয় কি না, অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। ঐ সংখ্যা ৭০পৃঃ "তস্মিন্ কালে" ইত্যাদি শ্লোকে "মহত্তেন" না হইয়া 'মহত্তঃ' এইরূপ পাঠ হইলেই বাস্তব অর্থের বোধ এবং ছন্দোরক্ষা হইতে পারে। ঐ সংখ্যা ৮০পৃষ্ঠা—"পরিবদতু জনো যথা তথা বা, নহু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "পরিবদতু জনো যথা তথা বা ন বয়ং বিচারয়ামঃ" পাঠ দেখিয়া আমরা কিছু না বলিলেও মুখর-সমাজ ছন্দোজ্ঞানবিষয়ে সম্পাদকের যৎকিঞ্চিৎ প্রতীবাদ করিবেন বৈ কি ?

৪র্থ সংখ্যা প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকে "হরিকীর্ত্তন-প্রচারকারী" অর্থে "হরিগীতিঘোষঃ" পদ দেখিয়া 'কেশব তুয়া জগত বিচিত্র' ইহাই মনে হয়। ঐ দ্বিতীয় শ্লোকে "আচার্য্যবর্য্যপদবীং কিমুতেদ্ধিলক্ষ্য" বাক্যটি কর্ত্তৃবাচ্যে বা কর্ম্মবাচ্যে কোনরূপেই অর্থপ্রকাশক না হওয়ায় অশিষ্ট-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নহে কি ?

"যা স্বপর্ণা সযুজা" ইত্যাদি প্রতিটি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে ১৪৩ পৃষ্ঠা এবং ১৪৬ পৃষ্ঠা—এই দুই স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে। ১৪৩পৃঃ উহার যথাস্থানে "দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ

বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে"এইরূপ যাতব অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু ১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বচনের বঙ্গানুবাদে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ "যেহরূপ" না হইয়া "যেহিরূপ" মুদ্রিত হওয়ায় যাতব অর্থের হানি ঘটিয়াছে। আলোচ্য পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যার ১০৪পৃষ্ঠায় উক্ত শ্রুতিটি উদ্ধার করিয়া বঙ্গানুবাদে পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাকর-প্রমাদের অনুসরণ-পূর্ব্বক "যেহিরূপ" অর্থই করিয়াছেন। যাঁহাদের তত্ত্বতত্ত্বিবিচারোপযোগী জ্ঞান নাই এবং যাঁহার আমলের পুঁথিই যাঁহাদের সম্বল, তাঁহারা কোন্‌দিন যে "পিণ্ডে মুত্রং দত্তাৎ" এর পরিবর্ত্তে "পিণ্ডে মুত্রং দত্তাৎ" করিবেন, তাহার ঠিক নাই। ১০৬পৃঃ "বিভাবিত্তে মম তহু" এস্থলে "তনূ" পাঠ মুদ্রিত হইলে সম্পাদকের ব্যাকরণ-জ্ঞান-বিষয়ে সন্দেহ থাকিত না।

৪র্থ সংখ্যা-প্রারম্ভে ১ম শ্লোকে "পাশ্চাত্তা" না হইয়া "পাশ্চাত্তা" হওয়ায় প্রযোক্তা সুধী সমাজে 'পাশ্চাত্তা' অর্থাৎ পশ্চাদ্বস্থিতরূপে গণ্য হইবেন না কি? ২য় শ্লোকে "প্রবরশালী" অর্থে "প্রবর" শব্দের প্রয়োগে প্রবর না করিলেই ভাল হইত।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্ত (ক্ষরন্তি) সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ" এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রটির উক্তরূপ পাঠ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। পরন্তু ৪র্থ সংখ্যার ১০৭ পৃষ্ঠায় উক্ত মন্ত্রের নিম্নলিখিত পাঠদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "ওঁ মাধ্বী নঃ সন্তোষধীঃ" (১), "দ্যৌরস্তু" (২) এবং "মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাংস্তু" (৩) এইরূপ পাঠদ্বয় সনাতনমার্গীয়ত্বের কোন পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভবপর কিনা এবং শ্রুতিমাতার অঙ্কে এরূপ অস্ত্রাঘাত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক কিনা, সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

ঐ সংখ্যার ১৩৮ পৃষ্ঠায় "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবত-মিষ্যতে" ইত্যাদি অনুষ্টুপ্ শ্লোকে "শ্রীভাগবতম্" স্থলে "শ্রীমদ্ভাগবতম্" এইরূপ পাঠ-দ্বারা অতিরিক্ত বিদ্যা প্রকাশ করিতে যাইয়া সম্পাদক ছন্দোজ্ঞানে পুনরায় ধরা পড়িয়াছেন।

৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীশ্রী প্রভুপাদপদ্মের ৩য় শ্লোকে "সিদ্ধকায় প্রণাম্যায় শ্রীরূপ-রঘুনাথয়োঃ" এ জাতীয় প্রয়োগ একটু বিচার করিয়া করিলে সংস্কৃত ভাষার উপর উৎপীড়ন হয় না এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণ করিলে এ জাতীয় বিপত্তি নিজেরও ঘটিতে পারে না। ১৮২পৃষ্ঠায় "লীলা প্রেম্ণঃ" ইত্যাদি স্থলে "লীলা প্রেম্ণা" ইত্যাদি পাঠ করিলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইত। ১৮৩ পৃষ্ঠায়—"ন যাং কর্ষণি" শ্লোকে "লিম্পতির" পরিবর্ত্তে "লিম্পতি" পাঠ করিলে ব্যাকরণ ও ছন্দঃশাস্ত্র উভয়েরই পরিত্রাণ হয়। "অচিন্ত্যা খলু যে ভাবাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "অচিন্ত্যাঃ" এই বিসর্গটির লোপবিধায়ক নবব্যাকরণ ল্যাম্সডাউন শ্লোকে অথবা নেবুবাগানে প্রকাশিত হইয়াছে কি?

"উপক্রমোপসংহারৌ" ইত্যাদি শ্লোকে উপক্রম ও উপসংহারকে এক গণনা করিয়া শ্লোকের উপর শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণয়ে ষড়্‌বিধ উপায়ই গৌড়ীয়শাস্ত্রাচার্য্য এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু ৭ম সংখ্যায় 'ব্রহ্মসূত্র পরিচয়' প্রবন্ধে উক্ত শ্লোকের উদ্ধার পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদে "উক্ত সপ্তবিধ উপায়ের মধ্যে" এরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধকার "ষড়্‌ভিরেবেদং জগতাং পুরুষাবতারঃ" রূপ পরিচয়ের ইচ্ছা করেন কি? উক্ত শ্লোকের পর উদ্ধৃত "তৃতীয়াধ্যায়তদ্ভাষ্যার্থবন্ধোস্মিন্নধ্যায়ঃ" পাঠ অতি-বিচিত্র।

৭ম সংখ্যা ২০৬ পৃঃ—"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবাঃ" এইরূপ পাঠ পূর্ব্বোদ্ধৃত বিসর্গহীন পাঠ অপেক্ষা 'ঃ' ও 'বিসর্গ' লোপহেতু বিচিত্রতর।

উক্ত পৃষ্ঠায়—

"জননমরণাদি-সংসারানলসন্তপ্তোজ্জীবয়িষা-
জলরাশিরিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য
তমনুসরতি।" [ ১১ শ্লোক ]

এইরূপ মুদ্রিত পাঠ দেখিয়া পণ্ডিতসমাজ স্তম্ভিত। ইহা সদানন্দ-যোগীপ্রকৃত বেদান্তসার-গ্রন্থের গদ্যবচন এবং উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ বাক্যই গদ্যময়। অথচ প্রবন্ধকার ইহাকে ১১ শ্লোক রূপে চালাইয়াছেন। এই শ্লোকটি কোন্ ছন্দে রচিত তাহা জানিতে পারি কি? সংসারানল সন্তপ্তঃ+জীবয়িষাঃ—এই উভয়পদে সন্ধি হইয়া "সংসারানল-সন্তপ্তোজ্জীবয়িষা"—এইরূপ একটি অতিরিক্ত 'ঃ'কার এবং অন্তে 'হাইফেন্'—যুক্ত পাঠ যে হইতে পারে, ইহা এতকাল

আমাদের জানা ছিল না। "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" এরূপ পাঠই সঙ্গত, সমাসবদ্ধপাঠ এপর্য্যন্ত কোন পুস্তকে দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। উক্ত বচনটি উদ্ধৃত আকারে পদ্যের ন্যায় সন্নিবিষ্ট না হইয়া গদ্যের ন্যায়ই বেদান্তসারে সন্নিবিষ্ট আছে এবং 'জলরাশিমিব' এই বাক্যের পর সমাপ্তিসূচক দাঁড়ি চিহ্নও সেখানে নাই; পরন্তু প্রবন্ধকার যে কি উদ্দেশ্যে ইহাকে পদ্যাকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া ও মধ্যে একটি দাঁড়ি চিহ্ন দিয়া সাধারণ লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে যদি বলেন "নান্যং মম বোধঃ পরব্রহ্মজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি" তাহা হইলে আমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ২১০ পৃষ্ঠায় – "লভ্যোত্তত্তৈব আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে সন্ধিকৃত রূপটি অশুদ্ধ।

৯ম সংখ্যায় শ্রীদামোদরাষ্টক ৫ম শ্লোকে—"বিম্বরক্তা-ধরং" এইরূপ শুদ্ধপাঠের পরিবর্ত্তে "বিম্বরক্তাধরং" পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ নহে; পরন্তু বহরমপুরের মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাসেই ঐরূপ অশুদ্ধ পাঠ রহিয়াছে এবং এস্থলেও দ্বাদশ আঁখরের ভ্রমপূর্ণ পুঁথির অনুসরণে পুনরায় "পিণ্ডে মুক্তং দদ্যাৎ" এর অভিনয় হইয়াছে। যদি পত্রিকার প্রকাশকগণের "নাস্তি পিতুঃ কুতঃ পুনর্যেন" অবস্থা না হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাদৃশ পাঠ দেখিয়া সংশয়ের উদয় হইত এবং আকরগ্রন্থের টীকাটি লক্ষ্য করিলেই বিশুদ্ধ পাঠটি উপলব্ধ হইত। আর এই শ্লোকটির অনুবাদে প্রকাশকগণ যে অজ্ঞতা ও রসাভাস দোষের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আরও অদ্ভুত! পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে আমরা শ্লোকটি সহ তাহার বাস্তবার্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক ল্যাংড়াউনের অনুবাদ প্রদর্শন করিলাম।

ঈষৎ যে মুখাম্ভোরুহনীলৈ
র্বৃক্তা কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং যে
মনস্তদ্বিরাজ্যামলং নঃ কদাচিৎ।

বাস্তব অর্থ—( হে দামোদর! ) আপনার মুখাম্ভোজ অর্থাৎ মুখপদ্ম ঈষৎ-নীল ও স্নিগ্ধ-রক্তবর্ণ অলকরাশি-দ্বারা বেষ্টিত ও বিম্বফল-সদৃশ-রক্তবর্ণ-অধরযুক্ত। গোপী অর্থাৎ যশোদা-কর্ত্তৃক উহা পুনঃ পুনঃ চুম্বিত হইতেছে। উহা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। 'আমার অপর অসংখ্য-লাভে প্রয়োজন নাই।

ল্যাংড়াউন-ব্যাখ্যা—"হে দেব, আপনার যে বদন-কমল অব্যক্তনীল ও স্নিগ্ধরক্তবর্ণ কুন্তলসমূহদ্বারা বেষ্টিত এবং যা যশোদার মুখপদ্মস্থ লোহিতবর্ণ বিম্বোষ্ঠের পুনঃ পুনঃ চুম্বনপ্রাপ্ত" ইত্যাদি। এস্থলে দামোদরের মুখাম্ভোজের বিশেষণ বিম্বরক্তাধরকে মা যশোদার সহিত সম্বন্ধ করায় গুরুতর রসাভাসদোষ এবং ভাষাজ্ঞানের অভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

১০ম সংখ্যায়—২৭৬ পৃষ্ঠায় 'বীক্ষেত' না হইয়া 'বীক্ষেত' পাঠ হইলেই শুদ্ধ হয়। যদি বলেন, মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ সপ্তম সংখ্যার ২০৬ পৃষ্ঠা হইতে "অচিন্ত্যাঃ" পদের 'ন' কারটি আসিয়া 'বীক্ষেত' পদে আবিষ্ট হইয়া উভয়স্থলেই বিপত্তি ঘটাইয়াছে, অতএব "কর্ত্তব্যো মেঽপরাধঃ' তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য থাকিতে পারে না। ২৮৯পৃষ্ঠায় "শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং" এর পরিবর্ত্তে "শ্রবণে নৈব কর্ত্তব্যং" পাঠ কর্ত্তব্য।

১১শ সংখ্যায়—শ্রীমৎপ্রবোধানন্দের "যত্তে নিধায় তৃণকং" ইত্যাদি শ্লোকের দুই চরণের পর অনুবাদকগণ নিজ বিদ্যা বাহির করিতে যাইয়া এরূপ পাঠ করিয়াছেন—

হে যাতরঃ। গুরুবরে ত্যজতাভিমন্যু
র্যস্যাসকীং নরকপ্রাপণযোগ্যবুদ্ধিম্।

'গুরুবরে' পদে সপ্তমী-বিভক্তির অর্থ কি? তাহার সহিত 'অভিমন্যু' পদ কোন্ অর্থে কিরূপে অন্বিত হইবে? "মর্ত্ত্যাসকীং" পদে কোন্ সমাস হইয়াছে, এবং তাহা অগত্যা স্বীকার করিলেও অভীষ্ট অর্থের প্রত্যয় করাইতে হইলে ব্যাসবাক্যটি কিরূপ হইবে এবং এই পদটি অপর পদের সহিত সম্বন্ধ 'বুদ্ধিং'পদের বিশেষণই বা হয় কিরূপে?

এই পত্রিকায় যে সকল অদ্ভুত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন—

এত সব তত্ত্ব করিয়া বাহির।
অতি বড় বিদ্যা ক'রেছি বাহির!!

১৩শ সংখ্যার প্রারম্ভ পত্র এবং ৫ম সংখ্যা ৪৩৭পৃষ্ঠা এই উভয় স্থানেই "মৃত্যুরতে" ইত্যাদি শ্লোকে "গিরীশো অজগররাতে" এইরূপ পাঠ অদ্ভুত সন্ধিজ্ঞানেরই পরিচায়ক

বলিতে হইবে। একস্থানে হইলে না হয় মুদ্রাকরপ্রমাদ বলিয়া দায়মুক্ত হওয়া যায়!

১৩শ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদবর্য্যবিরহাষ্টক প্রবন্ধে ৫ম শ্লোকে "হরিযোষকৃৎ" এবং ৭ম শ্লোকে "স্বানেষু ভো বহুবঠাধিকপালনেন" ও "শ্রীরূপরঘুনাথকথাপ্রচারঃ" প্রভৃতি বাক্য হইতে অতীষ্ট অর্থের যোজন ক্লেশসাধ্য এবং নীতিবিরুদ্ধ।

১৪শ সংখ্যার প্রারম্ভে প্রথমশ্লোকে "প্রচারকেভ্যঃ" পদে প্রযোজ্যার অতীষ্ট অর্থ কি? ৪৪১ পৃষ্ঠায় "ভবিষ্য কৃষ্ণবৈষ্ণব" পাঠটি সঙ্গত হয় কিরূপে?

১৬শ সংখ্যার প্রারম্ভে প্রথমশ্লোকে "প্রভব" শব্দটি কিরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এরূপ অর্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে কি? ২য় শ্লোকে "মাহাত্ম্যপূর্ণা তদ্বয়েব যদ্যা পাশ্চাত্যদেশীয়মনীষিবন্দ্যা" এস্থলে 'এব'কারের অর্থ কি? যাঁহার তত্ত্ব কেবল পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষিগণেরই বন্দ্য, অন্যদেশীয় মনীষিগণের নহে, এরূপ অর্থ ই কি অভীষ্ট? অথবা যাঁহার তত্ত্বই পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষিগণের বন্দ্য, তৎসম্বন্ধী অপর কোন বস্তু (তাঁহার উপদেশাদি) বন্দ্য নহে, এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত? বস্তুতঃ এ জাতীয় অসঙ্গত কথার আকর শুদ্ধপ্রেষ্ঠত্ববাদ ব্যতীত অপর কি হইতে পারে?

৫৬১ পৃষ্ঠায় "অলৌকিকীং কৃষ্ণরতিঃ সর্ব্বাদ্ভুতাদ্ভুতা" স্থলে "শ্রীকৃষ্ণরতিঃ" এইরূপ আকর-প্রযোজ্য পাঠেই ছন্দোরক্ষা হয়।

১৮শ সংখ্যা ৫১৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ-বর্য্যোঽস্মিন্ সুখধাম্নি।.....শ্রীযুতবিহারিণে সতে। অর্পিতা সাদরং ভক্তির্ভবাদ্যোপদেশকঃ" ইত্যাদিবাক্যে "শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষবর্য্যঃ" এই প্রথমান্ত পদ, "অস্মিন্ সুখধাম্নি" ইত্যাদি সপ্তম্যন্ত পদ এবং "শ্রীযুতবিহারিণে সতে" এই চতুর্থ্যন্তপদের একত্র অন্বয় কিরূপে হইতে পারে? ইহা সরস্বতীর বচনা-লীলা কিনা চিন্তনীয়। "শ্রীমদ্ভক্তপ্রেষ্ঠকঃ" এই 'ক' প্রত্যয়টির মুখ্যার্থে তাৎপর্য্য কিনা, বিবেচ্য।

১৯শ সংখ্যা ৫৩০ পৃষ্ঠায় "হে সাধব! সকলমেব" স্থলে "হে সাধবঃ" পাঠ করিলে ব্যাকরণ ও ছন্দঃশাস্ত্র উৎপীড়িত হয় না।

২১শ সংখ্যা ৫৭৫ পৃষ্ঠায় "ভক্তিঃখলি স্থিরতরা" ইত্যাদি শ্লোকে দ্বিতীয়পাদে "দৈবেন ন ফলতি" পাঠের পরিবর্ত্তে "দৈবেন নঃ ফলতি" এবং তৃতীয় পাদে "মুকুলিতাঞ্জলিঃ" পাঠের পরিবর্ত্তে "মুকুলিতাঞ্জলি" পাঠ করিলে ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র ও বাস্তব অর্থের রক্ষা হইতে পারে। ৫৭৬ পৃষ্ঠায় "প্রাদুর্ভাবো" পরিবর্ত্তে "প্রাদুর্ভাবে" পাঠ আদরণীয়।

৫৭৮ পৃষ্ঠায় "এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তর্দ্ধয়ো মুহুরীরয়ন্" এই শ্লোকে "র্দ্ধ" পাঠের পরিবর্ত্তে "দ্ধ" পাঠ করিলে অজ্ঞতা ধরা পড়িত না।

কোন মুদ্রিত ভাগবতে মুদ্রাকর-প্রমাদজাত তাদৃশ পাঠ দর্শনে মক্ষিকা-ঘাতক লিপিকরের "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" বিচারক্রমেই যে এরূপ অশুদ্ধ পাঠ পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি।

৫৮০ পৃষ্ঠায় 'নববর্ষাঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে '১৩৪৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে' এরূপ উক্তি (১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখের মুদ্রিত পত্রিকায়) গতার্থ বা গম্যমান-বিচারে হইয়াছে, সম্পাদক জানাইবেন কি? ইহাকেই বলে—

"মূঢ়! গর্ষণমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিষমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥"

৫৮৬ পৃষ্ঠায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরামস্তুতিবিষয়ক উদ্ধৃত শ্লোকটির "হরীন্দ্রানুজাত্যাং" পদে 'হরীন্দ্র' অর্থে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বা সুগ্রীব এবং 'অনুজ' অর্থে শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ—এরূপ অর্থ ই পণ্ডিতজন-সম্মত; পরন্তু উক্তস্থলে পত্রিকায় "কপিরাজ হনুমান্, সুগ্রীব অথবা অনুজ লক্ষ্মণ" এরূপ ব্যাখ্যা পরম-বিচিত্র বটে!

৫৮৯ পৃষ্ঠায় "ঈশাবাস্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে "যা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্" পাঠ কল্পনা শ্রুতিজ্ঞানের অদ্ভুত নিদর্শন।

এইরূপে ১ম—২২শ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে সংকৃত অংশের মূল ভ্রমগুলিই প্রদর্শিত হইল। সূক্ষ্মবিচার করিতে গেলে কয়টি পদ শুদ্ধরূপে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পণ্ডিতগণই কেবল বুঝিতে পারেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, প্রতি

পত্রিকার প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট শ্লোকগুলি এবং মধ্যেও কোন কোন শ্লোক ল্যান্সডাউন রোডের উক্ত পাক্ষিক-পত্রের সম্পাদক ও তাঁহাদের দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ ও একমাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন মহাশয়ের অনুবাদ-লেখনীপ্রসূত।

"ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকাদিসার জ্ঞান নাহিক যাহার
ব্রজ-লীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার!
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার!"
—( চৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৪-৫ )

---

# শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-কীর্ত্তন-মহোৎসব

শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ গৌর-নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩৫২ গৌরাব্দ, ১৭৩০ শকাব্দ, ১২১৫ বঙ্গাব্দ, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ বা ১৮৯৪ সম্বতের ২৭ হৃষীকেশ, ১৮ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর শুক্লা ত্রয়োদশী রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা-১০ মিনিটে শ্রবণা নক্ষত্রে সোল্লসযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে অবতীর্ণ হন। কলির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল হইতে শুদ্ধভক্তিগঙ্গা আত্ম-সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। এমন কি, ঔদার্য্যময় গৌরধাম —গৌরজন্মস্থান-পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহা-বদান্য সর্ব্বভুবনমঙ্গল গৌরনাম ধর্ম্মধ্বজি-সম্প্রদায়ের নিকট স্বস্বরূপ গুপ্ত করিয়াছিলেন। গৌরকামের সেবার পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষণা ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া উড্ডীন হইয়াছিল। এইরূপ শুদ্ধভক্তিহীন মরুভূমিতে, হরি-কীর্ত্তনের প্রবল দুর্দ্দিনের দিনে, নাস্তিকতা-মহামারীর প্রবল রাজত্বে গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের পুনঃ-প্রচার, পুনরুদ্ধার ও পরিপুষ্টির জন্য গৌরেচ্ছায় গৌরশক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সেই আবির্ভাবতিথি প্রাপঞ্চিক কালচক্রে আরোহণ করিয়া শতবর্ষ-পরিপূরণের দ্বারে উপস্থিত। আগামী ২৭ হৃষীকেশ ( গৌরাব্দ ৪৪২ ), ২১শে ভাদ্র ( ১৩৪৪ ), ৭ই সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৮ ) বুধবার ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-গৌরত্রয়োদশী তিথি শতবর্ষ পরি-পূরণ করিবেন।

জগতে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, কবি, সাহিত্যিক, রাজ-নৈতিক প্রভৃতি কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণের, এমন কি, কোন নগর, স্বাস্থ্যনিবাস, প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতির "শতবার্ষিকী" (Centenary) প্রভৃতির অনুষ্ঠান বর্ত্তমান সভ্যজগতের একটা "ফ্যাশন্" হইয়াছে। ঠাকুরের শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথির আরাধনা আদৌ সেই জাতীয় নহে। ঠাকুরের জন্মযাত্রা-মহোৎসবের দ্বারা পাপপুণ্যের কোন অভিলাষ চরিতার্থ করা হয় না। ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাবতিথির পূজার দ্বারা সাযুজ্যমুক্তিস্পৃহা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ষিণী, দুষ্টদুর্ত্তা, ক্লেশঘ্নী, শুভদা ভক্তিদেবীর পূজা হয়—শ্রীনাভজন-রূপ-রঘুনাথের তথা তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন শ্রীযুগ-ভাজনন্বিনীর আরাধনা হইয়া থাকে। নিখিলমঙ্গলের চরমসার যে শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপদ্ম-নখাগ্রে বিরাজিত, সেই কল্যাণকল্পতরু ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্ম-পূজার সহিত অন্য কোন পূজার তুলনাই হয় না।

শ্রীভক্তিবিনোদে অপ্রাকৃত কবিত্ব, অপ্রাকৃত সাহিত্য, অপ্রাকৃত রাজনীতি, অপ্রাকৃত ধর্ম্মনীতি বিন্দুরই অভাব নাই। তাঁহার চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য-সারস্বরূপ। তাঁহার পাদপদ্মরেণু ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যকে ও স্বর্গমোক্ষাদির পিপাসাকে ধিক্কার করে। তাঁহার গ্রামপথের ধূলি কোন জন্মে কেহ শিরস্থাণ করিবার মহাসৌভাগ্য লাভ করিলে বহুরূপিণী মায়ার শত শত উত্তাল উর্ম্মিমালার বিক্ষোভসমূহে দুর্ভেদ্যদুর্গের ন্যায় সহিষ্ণু ও অবিচলিত থাকিয়া গোলোকের পথে অভিসার করিবার চিদ্বল লাভ হয়।

গৌরশক্তি ভক্তিবিনোদ যে অমৃতের খনি গোলোক হইতে ভূলোকে প্রকট করিয়াছেন, সেই খনির শুদ্ধ রত্নসমূহ তাঁহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোহভীষ্ট-পরিপূরক নিত্য-

লীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে বিতরণ করিয়া আসিতেছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়মণ্ডলের বহির্ম্মুখ অবস্থা বর্ণনে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিজ ভজনকুটীর বাঁধিয়া একদিন বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন,—

"বিষয়মণ্ডিপরিসেবিত বহুজনাকীর্ণ কলিকাতা-নগরী পরিত্যাগ করিয়া কেনই বা আমরা এই সুদূর প্রদেশে পলাইয়া আছি। বহু দিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটি আশা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ... যখন আমরা দিন দিন নবোৎসাহে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময় কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্মতপনের প্রখরতাপে যে সমুদয় খদ্যোতিকা-প্রায় উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করত উপস্থিত হইল। ... যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদের নিজ কর্ণযোগে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না।"

বহির্ম্মুখলোকের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপাময়ি-গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাণে পরদুঃখদুঃখিতার সঞ্চার হইয়াছিল। কীর্ত্তনকারিবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও তদনুসরণে বহির্ম্মুখ ও বৈষ্ণবব্রুবসমাজের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া প্রবলবেগে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই গৌরবাণীও আমাদের অত্যন্ত অন্তাভিলাষ বর্জ্জন করিয়া আত্মগোপন করিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই শুষ্কভক্তিরাজ্যে আর একটি অভাবনীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। আত্মা-বিরোধ, বৈষ্ণববিদ্বেষ, গুর্ব্ববজ্ঞা, গুরুদেবে জাতিবুদ্ধি, গুরুসেবার উপকরণে বিষয়বুদ্ধি, প্রাকৃত আইন আদালতের দ্বারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভক্তিনীতিকে ও অদ্বয়তাত্ত্বা বৈষ্ণবগণকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা, নানাপ্রকার ভক্তিবিরোধী অপসিদ্ধান্তের প্রচার, অবৈষ্ণবোচিৎসঙ্গ ও বোচিৎসঙ্গীর সদ্গুরু অসদাচারকে "ঐ চোর ঐ চোর" নীতির দ্বারা পরিশোষণ করিবার কৌশল, স্বতন্ত্রতা, যথেচ্ছাচার, বিষয়ী ও বহির্ম্মুখজনসঙ্গ, লোকপ্রিয়তা, বহির্ম্মুখ লোকরঞ্জনের দ্বারা বৈষ্ণবগণকে দলন করিবার চেষ্টা, ভগবদ্ভক্তিপ্রচারকে কূর্ম্মকুশলতার সহিত সমজ্ঞান, অধিকন বৈষ্ণবগণকে ধনকুর্ব্বেরের সাহায্যে ও চালবাজি ধাপ্পাবাজী অর্থাৎ মার্গানী বুদ্ধির কৌশলের দ্বারা উৎপীড়ন করিবার প্রচেষ্টা এবং নানাপ্রকার পাষণ্ডতার তাণ্ডবনৃত্য। যথা গো, বিপ্র, বৈষ্ণব, প্রত্নভাগবত, শ্রীমূর্ত্তির ওক্তি কালাপাহাড়ের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ, গুরুদেবের নামবলে পাপপ্রবৃত্তি, গুরুবৈষ্ণব-হিংসাবৃত্তি, জীবহিংসা, কূটনীতি, কূটনাটি, "বৃহৎমৃদঙ্গ" ভঙ্গ করিয়া অদ্বৈতত্ত্ব সংঘের কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য আত্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতি প্রবলবেগে আরম্ভ হইল। ভক্তিবিনোদবাণী ও শুদ্ধভক্তিভাগীরথীর স্রোতঃ রোধ করিবার জন্য অমানুষী চেষ্টা হইল। কর্ম্মকুশলতার ইন্দ্রজাল ভক্তিসিদ্ধান্তের অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইল। এই বিপৎসমুদ্রে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পারায়ণপ্রবের কর্ণধার হইয়া ভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর সংকীর্ত্তনৈকমূর্য্যাধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু আবির্ভূত হইলেন। যখন আমরা ভয়াবহ বিপৎসমুদ্রে পতিত, উপায়হীন, সম্বল-হীন, আশ্রয়হীন, তখন আমাদের সম্মুখে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্তিতিথি-সম্রাজ্ঞী কৃপা করিয়া প্রকটিতা হইলেন।

"অয়ি ভক্তি-বিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্তি অমাতিথি! এই বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। প্রপঞ্চে তোমার শতবর্ষকাল কৃপা-বিতরণের মধ্যে আমাদের সুদুর্ল্লভ ও সুকৃতিযুক্ত জন্ম হইয়াছিল, আবার তুমি শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর দ্বারা আমাদিগকে তোমার ভাণ্ডার হইতে ভূরিদান করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলে। কিন্তু হায়! আমরা যে দুর্ভাগা! তোমার কৃপাকে, তোমার দানকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া অন্যাভিলাষ-বিষয়-সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছি। অয়ি ভুবনমঙ্গলময়ি ভক্তিবিনোদাবির্ভাবতিথি! শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তত্রা ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তুমি সেই তিথির সহিতই অভিন্না।

অয়ি পতিতপাবনি ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার আগমন-বার্ত্তা গান করিবার জন্য—তোমার আরাধনায় আমাদিগকে উন্মুখ করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব মঙ্গল-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভক্তি-বিনোদ আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগামী ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই শুক্রবার শ্রীশয়ন একাদশী হইতে ২৩শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ণিমাতিথি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে দুইমাসকাল ব্যাপিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই সময় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর মনোহভীষ্ট-সংপূরক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি বিরাট্ শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্মেলন হইবে। তাহাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টোত্তরশত যশোগাথা ও বৈশিষ্ট্য বক্তৃতা, ভক্তিবিনোদ-প্রবন্ধাবলীর ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী ও গ্রন্থাদি-প্রচার-মুখে সম্পন্ন হইবে। এই ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করিবার জন্য আমরা সজ্জন ও সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ সতীর্থ-ভ্রাতৃবৃন্দকে বিনীত আহ্বান জানাইতেছি। আপনারা শ্রীভক্তিবিনোদাসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে (বাগবাজার, কলিকাতা) সমবেত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্মেলন ও সংকীর্ত্তনযজ্ঞ সার্থকতা-মণ্ডিত করুন—দুই মাসকাল আচার্য্যানুগত্যে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-যশোগাথা কীর্ত্তন-পারায়ণ করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি-সম্রাজীর আরাধনা করুন।

---

# শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ-রসাভাস

গত ৩৬শ ও ৩৭শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে যথাক্রমে 'রসাভাস' ও 'সিদ্ধান্তবিরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয়ে 'রসাভাস' ও 'সিদ্ধান্ত-বিরোধে'র স্বরূপ-সম্বন্ধে আংশিক আলোচনা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় বঙ্গদেশের এক বিপ্র-কবি শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করিয়া উহার নান্দীশ্লোক শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেই শ্লোকটী এই—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাস্তাস্তাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১১২)

যিনি কনককান্তি আপনাতে গুপ্ত বা বিস্তৃত করিয়া বিকশিত কমলনেত্রস্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃতি-জড়কে অশেষ চেতনা-দান-পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

সাধারণ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-দেবকে শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত অভিন্ন সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপে বর্ণিত দেখিতে পাইয়া, এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথবিগ্রহেরও চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন, এইরূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া উক্ত 'বিপ্র কবি'কে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিবেন; কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক শ্রীল স্বরূপ গোস্বামি-প্রভু এই শ্লোক শুনিবামাত্র বলিলেন,—

আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়!
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান!
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি।
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'।

(চৈঃ চঃ অ ৭।১১৭-১২১)

যখন কবি ঐ নান্দীশ্লোকটি বৈষ্ণব-সভায় পাঠ করিলেন, তখন "শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।"

অর্থাৎ ভগবান্ আচার্য্য-প্রমুখ নীলাচলবাসী অন্যান্য বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তুতি-পূর্ণ এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা কেহই উক্ত শ্লোকে কি সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা আছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু একমাত্র স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভুই এই শ্লোক শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত কবির সিদ্ধান্তবিরোধ অপরাধ প্রদর্শন করিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভুই একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক সার্ব্বভৌম ছিলেন এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার নিকট হইতেই সিদ্ধান্ত জানিয়াছেন,—

স্বরূপ গোঁসাই মাত্র জানেন একান্ত।
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির যেই অত্যন্ত মর্ম্মী যাতে।

(চৈঃ চঃ আ ৪।১৯০, ১৯১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত সজ্জন-তোষণী পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যায় "ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তাঁহার সময়াসময়িক তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্মযাজিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস-দোষের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

"সংসারে ... বৈষ্ণববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম' বলিতেছেন। কেহ কেহ শুষ্কধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া এক প্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নির্বোধ, তাঁহারা "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।"—এই ন্যায় অনুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা।

মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি যা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অতিশয় গম্ভীর। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যিনি অধিক দিন সাধু-সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত হইবে না। বৈষ্ণব-রসও পরম গম্ভীর। অধ্যাপকদিগের অলঙ্কারের রস ও চিন্ময় বৈকুণ্ঠালঙ্কারের রস ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। ব্যবসায়ী গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও তদ্রূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের আখরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-লীলা-কালে যে সকল সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসের দুর্গন্ধ শুনিবার দুর্ভাগ্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় রসানুগ সিদ্ধান্তের দ্বারা ঐ সকল খণ্ডিত দেখিবার আমাদের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। "শুদ্ধ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" প্রভৃতি ছড়ার মধ্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষ। এই ছড়া-কীর্ত্তনকারী সম্প্রদায় শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-বর্ণিত ও গৌর-নিত্যানন্দ, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসাদি মহাজনের দ্বারা সর্ব্বত্রভাবে বিঘোষিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর 'মহামন্ত্রের' অনুকরণে উক্ত ছড়াকে 'মহানাম' বলিয়া সিদ্ধান্তবিরোধ করিয়াছেন। নাম স্বয়ংই অনন্তমোর্দ্ধ তত্ত্ব, তাঁহাকে 'মহান্যাস' বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ হয়। মন্ত্র হইতে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নামের লীলাবৈশিষ্ট্য থাকায় নামকে 'মহামন্ত্র' শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সেখানে মন্ত্রের পূর্ব্বে 'মহৎ' শব্দ-প্রয়োগ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ নহে। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তিয়ানী এক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্য-মহাভাগবত' বলিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাহা শুনিয়া বলিলেন—শ্রীচৈতন্যভাগবত স্বয়ং ভগবদ্বিগ্রহ—বিষয় তত্ত্ব, তাঁহাকে 'মহাভাগবত' বলিলে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয়। কল্পিত ছড়া দূরে থাকুক শ্রীহরিনামকেও 'মহানাম' বলিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ হয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং প্রভু-তত্ত্ব গুরুবৈষ্ণবগণকে প্রভু বা ঈশ্বর বলিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়; কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আবার 'মহৎ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া 'মহামহাপ্রভু' বলিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ হইবে। গুরুদেব বা বৈষ্ণবকে 'মহাপ্রভু' বলিলেও সিদ্ধান্ত-বিরোধ হইবে। ছড়া-কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তনকালে

আখর সংযোগ করিয়া বলেন,—"নিতাই—রাধা, গৌর—শ্যাম।" নিতাইকে রাধা বলা অমার্জনীয় রসাভাস-দোষ, ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় অনুভূত হয়। কিন্তু জগতের শতকরা প্রায় শতজন সাধারণ লোকই হউক বা বৈষ্ণবের সঙ্গ গ্রহণকারীই হউক ঐরূপ ছড়াতে যে কিছু অপরাধ আছে, তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এমন কি শ্রীবৃন্দাবনের কালিয়দহের কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে 'সিদ্ধ' বলিয়া সুবিখ্যাত ব্যক্তি-পর্য্যন্ত ঐ ছড়াতে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাস দোষ দর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ উক্ত ছড়াকে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ-দুষ্ট বলিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য জানাইয়াছেন।

২। সখীভেকীর বেষ গ্রহণ বিচার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ-দুষ্ট। ইহা শ্রীল প্রভুপাদ তৎসম্পাদিত "ভাই সহজিয়া" প্রবন্ধে খুব যত্নের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্তরে পুরুষাভিমানে প্রমত্ত অনর্থ-গ্রস্ত ব্যক্তির প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত রাগাত্মিক-ব্রজ-গোপীর চিন্ময় দেহ বলিয়া সাজাইবার চেষ্টা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস দোষ দুষ্ট। বিশেষতঃ আশ্রয় বিগ্রহ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি রূপে অভিমান অমার্জনীয় অহং-গ্রহোপাসনা।

৩। 'প্রাকৃতরসশতদূষণী' পত্যাবলীতে শ্রীল প্রভুপাদ একশত প্রকার রসবিরোধ ও সিদ্ধান্ত-বিরোধের খণ্ডন করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ-শিষ্য-ক্রব কোন কোন ব্যক্তি যে-সকল সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রস-বিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ সজ্জনতোষণীর বহু প্রবন্ধে এবং 'প্রাকৃত রসশতদূষণী', 'মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' প্রভৃতি পত্যাবলীতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

৪। শ্রীল প্রভুপাদ গৌরনাগরীবাদের সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসকে বহু প্রবন্ধে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের কথিত সিদ্ধান্তের অনুগমন করিয়া তাঁহাদের আদেশে 'গৌড়ীয়' এম বর্ষে শ্রীবৃন্দাবনের কোন সুবিখ্যাত গোস্বামীজীর গৌরনাগরীবাদ সমর্থনের প্রতিবাদরূপে গৌড়ীয়ের এম বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধে "গৌরনাগরী গৌড়লিক কেন ?", "গৌরনাগরী গৌর-ভোগী কেন ?", "গৌরনাগরী ভেষবাধী কেন ?", "গৌর-নাগরী লীলা-বিনাশিনী কেন ?", "গৌরনাগরী তর্কপরাধী কেন ?" ও "গৌরনাগরী রস-তত্ত্বাভ কেন ?"—প্রভৃতি প্রবন্ধে আমরা গৌরনাগরীবাদের সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

৫। 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক এক বিজ্ঞাপনে শ্রীচৈতন্য-দেবকে শ্রীশ্রীরূপ-মাধব-আম্নায় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুকেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তানুসরণে তাহাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তবিরোধ সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল —

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভু—পরতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ বা উপাস্য বস্তু, তিনি আচার্য্য মাত্র নহেন। (২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে-কোনও দাস বা মহাপ্রভুর দাসের দাসই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ও সম্প্রদায়-সংরক্ষক হইতে পারেন। (৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বসংসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ও সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যগণের প্রভু। (৪) শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ব প্রভুগণেরও প্রভু। যে নিত্যানন্দ প্রভু সমগ্র আচার্য্য বা গুরুকুলের, শ্রীশেষপ্রভুর বাঞ্ছি-কীর্ত্তনকারি-সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহারই প্রভু। ভক্তিসংসন ও আচার-কার্য্যে অগ্রণী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুরও প্রভু। (৫) প্রাগাচার্য্য শ্রীরুদ্র, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীচতুঃসন যাঁহারা সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির মূল গুরু এবং কলিযুগে সাম্বত চতুঃসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সকলেই শ্রীনিত্যানন্দরায়ের কৃপায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকতা লাভ করিয়াছেন। সেই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভুই শ্রীগৌরসুন্দর। সুতরাং যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্যবর্গ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ, সেই স্বয়ংরূপ পরমোপাস্য পরতত্ত্বকে কেবলমাত্র 'সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক' বলিলে তাঁহাকে খর্ব্ব করিবারই চেষ্টা করা হয়।

উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রধান সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন এক কথা নহে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনরূপ কার্য্য শাস্ত্র-শাসন, আম্নায়-অঙ্গীকার, বিধিধর্ম্ম-পালনাদিমূলে অবস্থিত, উহা রাগমার্গীয় ব্যাপার নহে। উহা ঐশ্বর্য্য-ভাববাচক ব্যাপার, বিষ্ণু বা বিষ্ণুশক্তির কার্য্য বিশেষ। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বতন্ত্রেশ্বর স্বয়ংরূপের ঔদার্য্যের সহিত তাঁহার বৈভব প্রকাশ

বা বিলাস বিষ্ণুতত্ত্বের কার্য্যকে একাকার করিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন না। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠতম গুরুদেব আশ্রয়জাতীয়তত্ত্ব, তিনি বিষয়জাতীয় তত্ত্ব নহেন। বিষয়তত্ত্ব হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়লীলাভিনয়কারী, আশ্রয়তত্ত্বমাত্র নহেন। তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুমাত্র জানিলে তাঁহার সম ও প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় প্রকাশ আছে, এরূপ প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী। সে ক্ষেত্রে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়াভিনিবেশজন্য সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি পরমেশ্বরের পরতত্ত্বে সন্দেহবাদের গৌণ ধারণা উপস্থিত হয়।"—(গৌঃ ৪।২২।৩)

৬। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতীর শ্রীচরণে তুলসী অর্পণকে সিদ্ধান্ত-বিরোধ বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীতুলসী শ্রীবার্ষভানবীর নিত্যসহচরী, আমাদের আরাধ্য গুরু। শ্রীমতী ও শ্রীতুলসী উভয়েই শক্তিতত্ত্ব। এক আশ্রয়বিগ্রহের (বৈষ্ণবের) চরণে অপর বৈষ্ণবকে প্রদান করা যায় না। শ্রীগুরু বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী অর্পিত হয়। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে বা শ্রীপরাধর-শ্রীবাসাদি শক্তিতত্ত্বের শ্রীচরণে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রদান করা যায় না; তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও অপরাধ উপস্থিত হয়।

৭। শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবতারের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের অর্চ্চাবতারের অবস্থান রসবিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখ্য-মিশ্রিত বাৎসল্যভাব। সখ্যরস মধুর রসের মিত্র হইলেও বাৎসল্যরস মধুর রসের শত্রু; যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উঃ ৮ লঃ ।৪১ শ্লোক—

"শুদ্ধে সখ্যস্তাংশেঽপি কথঞ্চিৎ যদি বৎসলে।
ক্বচিদ্বেত্তস্তঃ স্থৈর্য্যং বৈরস্যায়ৈব কল্পতে।"

অর্থাৎ শুদ্ধবৎসলরসে যদি কথঞ্চিৎ সখ্যরসের গন্ধও থাকে, তাহা হইলে ঐ বৎসলরস বিরসতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তির আরাধনারূপ অনুষ্ঠানে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও মহাপরাধজনক। গরুড়পুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অন্যতম। সুতরাং পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমক্ষে কনিষ্ঠের শৃঙ্গার রসগত কোনও প্রকার ব্যবহার থাকিতে পারে না। মধুর রসের উপাসকগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার তিনিই (নিত্যানন্দ প্রভুই) সন্ধিনী শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলরাম। গৌরলীলায় শ্রীবলদেবই 'পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ' এই দুই কার্য্য দ্বারা গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করেন। মূলদেব স্বরূপে কৃষ্ণলীলার সহায় এবং অনঙ্গমঞ্জরীরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসপ্রয়াসিনী সন্ধিনীমূর্ত্তি শ্রীবলদেব মূর্ত্তিভেদে বহু প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণাগ্রজ অভিমানে শ্রীবলদেবের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যমিশ্র সখ্যভাব ব্যতীত শৃঙ্গার-রসগত কোন চেষ্টা নাই। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের গৌরবের ভাই, তিনি সখা হইলেও সুহৃৎ সখা। সুহৃদ্বর্গ কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োঽধিক ও বাৎসল্যগন্ধ-বিশিষ্ট।

৮। মাখনচুরিকারী বালগোপাল শ্রীমূর্ত্তির বামে শ্রীরাধারাণীর অবস্থান রসাভাস-দুষ্ট ও তত্ত্ব-বিরুদ্ধ,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন। বালগোপাল বা বালগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি বাৎসল্য রসের বিষয়। শ্রীকিশোরগোপালই মধুর রসের বিষয়। শ্রীমল্লাচার্য্য যে বালগোপালমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া উদুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তি বদিষ্যন-বদ্ধবৎ উনদ-পিণ্ড-মূর্ত্তি। গোপীকান্ত —কিশোরগোপাল-মূর্ত্তি, তিনি কোথাও হামাগুড়ি-প্রদানকারী শিশুর ন্যায় উনদ-অবস্থায় বিরাজিত হইয়া পূজিত হন না, তাহাতে রস-বিরোধ উপস্থিত হয়। বামে শ্রীরাধিকাহীন শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তি বংশীধারী শ্রীকিশোরগোপাল-মূর্ত্তি যেরূপ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, সেইরূপ বামে রাধিকার সহিত মাখনচুরিকারী উনদ লড্ডুকবদ্ধ বা বদিষ্যদ্ধবদ্ধ শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তিও ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসবিরুদ্ধ।

৯। শ্রীগৌরসুন্দর অতিগূঢ়প্রেম-লক্ষণ হইলেও সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলা ও বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌর-লীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য প্রকট ও অপ্রকট উভয়লীলায়ই বর্ত্তমান থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথযাত্রা, রাসযাত্রা বা কৃষ্ণের ন্যায় ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি তত্ত্ব-বিরুদ্ধ, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত রূপানুগ-সিদ্ধান্তে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া গোকুল-বাসিনীগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জনকারী ও গৌরলীলার প্রথম সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত নীলাচল বা কুরুক্ষেত্ররূপ শ্রীক্ষেত্র হইতে সুন্দরাচলরূপ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রথ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান। গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে আমরা আর এই লীলার বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই না। গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইয়া "যঃ কৌমারহর" শ্লোক বা 'সেইত পরাণনাথ পাইনু। যাঁহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু।"—প্রভৃতি উক্তি করিতে গেলে অতি জঘন্য সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়।

অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর খোল-করতালাদির সহিত পার্ষদ-বেষ্টিত হইয়া প্রতি রজনীতে যে বিপ্রলম্ভময়ী লীলা করেন তাহাই গৌরলীলার রাস। সেখানে শ্রীবাসের পাতিব্রত্য প্রভৃতি কোন ইতরচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা স্ত্রীর প্রবেশাধিকার নাই। "সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে।' 'স্ত্রী'হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে। অতএব যত মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গনাগর হেন তত্ত্ব নাহি বলে।"—এইরূপ গৌরসুন্দরে সম্ভোগময়ী রাসলীলার কল্পনা করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে গোপীগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্ভোগময়ী লীলারূপে ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোল-ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরে ঐরূপ সম্ভোগ-লীলা আরোপ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। তবে যে কোথাও কোথাও প্রাচীন পদাবলীতে ( গৌরনাগরী-মতবাদ-দুষ্ট কল্পিত ছড়ায় নহে ) গৌর-পদাবরের ঝুলনের কথা দেখা যায়, তাহা সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া নহে, সে স্থানে গৌরশক্তিগণ শ্রীরাধা-গোবিন্দের পূর্ব-ঝুলনলীলার ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌর-পদাধরের বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। গৌরকে নাগর সাজাইয়া ও আপনাদিগকে নাগরী কল্পনা করিয়া সম্ভোগময়ী হিন্দোল-লীলা, রাসলীলা প্রভৃতিতে ভীষণ সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়।

১০। শ্রীল প্রভুপাদ 'ছোট হরিদাস সম্বন্ধে প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের নিম্নলিখিত যুক্তি ও অপসিদ্ধান্তগুলি নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন—

( ক ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনের মধ্যে শ্রীল কবিকর্ণপুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ছোট হরি-দাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব পার্ষদভক্ত হরিদাস স্ত্রী-সঙ্গাষী নহেন।

( খ ) ছোট হরিদাসের প্রতি ব্যক্তিগত কোন শাসন উদ্দেশ্য নহে। উহা অন্য সন্ন্যাসিগণের পক্ষে প্রযোজ্য।

( গ ) মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও গৌড়ীয়গণের মালিক শ্রীস্বরূপ দামোদর ছোট হরিদাসের অপরাধকে 'অল্প' বলিয়াছেন, 'অল্প' অর্থে—'কিছুই নহে'। মহাপ্রভুর গুরু-স্থানীয় পরমানন্দ পুরীও ছোট হরিদাসকে সমর্থন করিয়াছেন।

( ঘ ) ছোট হরিদাস দেহ-ত্যাগের পর গন্ধর্ব দেহে মহাপ্রভুকে কীর্তন শুনাইয়াছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ছোট হরিদাসকর্তৃক অপ্রাকৃত দেহে মহাপ্রভুকে কীর্তন শুনাইবার কথা লিখিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, জগাই, মাধাই, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র, জয়-বিজয় প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদ বলিয়া পরিচিত হইলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে তাঁহা-দের পতন উত্থান প্রভৃতির আদর্শ দৃষ্ট হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সন্দর্ভে ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতের টীকায় বলিয়াছেন,—

জীবন্মুক্তাশ্চপি পুনর্যান্তি কর্মভিঃ।
যতচিত্তা-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনা॥

(বাসনা-ভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট-বচন)

অচিন্ত্য-মহাশক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্মদ্বারা পুনরায় পুনর্বন্ধনই প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু দুইশ্রেণীর ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়াছেন—(১) অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী এবং (২) কৃষ্ণাভক্ত। অপ্রাকৃত পারকীয় স্ত্রী-সঙ্গিত্ব একমাত্র কৃষ্ণেরই একচেটিয়া, জীবের তাহাতে অধিকার নাই। কীর্তনের অভিনয় ও কীর্তন এক নহে। যেকালে ছোট হরিদাস নিষ্কপটভাবে মহাপ্রভুর কীর্তন সেবা করেন, সেকালে তাঁহার নিন্দা নাই। সেকালে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ ভৃত্য, প্রিয় ভক্ত ও পার্ষদ বলিয়া গ্রহণ করেন।

শ্রীরাধিকার গণে গণিতা বৃন্দা, তপস্বিনী, মহাভাগবতী, অন্তরঙ্গ-ভক্তা শ্রীমাধবীমাতাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কৃষ্ণেতর-প্রকৃতি বলেন নাই। অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে 'কপট বৈরাগী', 'প্রকৃতি-সম্ভাষী', 'দুষ্টজীব', 'ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে'—প্রভৃতি বলায় সেখানে মাধবীমাতা ব্যতীত অন্য প্রকৃতির অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। সর্ব্বজগৎ পূজ্যা মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীমাধবীমাতাকে কৃষ্ণেতরপ্রকৃতি বলিয়া প্রতিপাদন করিবার যে পাষণ্ডতা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ তথায় অন্য প্রকৃতির অস্তিত্বের বিচার আনয়ন করিয়া নিরাস করিয়াছিলেন। অতএব ঐ শাসন ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন।

শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপ্রভু গুরুতর অপরাধকেও মহাপ্রভুর কৃপাকণের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণাভক্ত মায়াবাদীর অপরাধের ন্যায় চরম অপরাধ নহে, এই যুক্তির দ্বারা "অল্প" বলিয়া দেখাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাধের ক্ষমায় জন্য আবেদন, আর অপরাধকে সমর্থন দুইটীই সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একটী দয়া, আর একটী হিংসা। একটী বৈষ্ণবতা, আর একটী প্রাকৃত-সাহজিকতা।

গন্ধর্ব্বলোক-প্রাপ্তি বিষ্ণু ভগবৎ-পার্ষদের-যোগ্য-দেহ-প্রাপ্তি নহে। উহা (গন্ধর্ব্বযোনিলাভ) একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে অপ্রাকৃত দেহে ছোট হরিদাস-কর্ত্তৃক মহাপ্রভুকে গান শুনাইবার কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ ও ক্ষোভে মরণের পর মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক পুনরায় হরিদাসের সেবা অঙ্গীকার করিবার বিচার লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

১১। মহাপ্রভুর ছোট-হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বর্জ্জনের ন্যায়—এই কল্পিত কুসিদ্ধান্ত শ্রীরামায়ণের উক্তি ও যুক্তিদ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।—(গৌড়ীয় ১১।৩৬শ সংখ্যা ৪৮৯ পৃঃ)

১২। মদনভস্মকারী মহাদেবের মোহিনীরূপদর্শনে মোহপ্রাপ্তি সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। এই মতবাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৮।১২।২৪—৩৬ শ্লোকের সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। —(গৌঃ ১১।৩৭)

১৩। কোন কোন অন্তরঙ্গ পঞ্চোপাসক গণেশের মস্তকে নৃসিংহদেবের পদবিন্যাস সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিলে উহাই যে প্রকৃত সাধক-সিদ্ধান্ত, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত-পাত্র 'ব্রহ্মসংহিতা' ও প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৪। প্রাকৃত সহজিয়াগণ "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব" বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া যে মন্ত্র-দীক্ষা দান ও গ্রহণের অভিনয়, কর্ণ-জপ্যমার্গ সম্প্রদায়ের অনুগমনে প্রেত-শ্রাদ্ধাদি-সম্পাদন, পঞ্চোপাসনা বা দেবতাত্রয়পূজা, পরমহংস-বেষধৃক্কে শূদ্র-জ্ঞানে প্রাকৃত কর্ণজপ্যমার্গ ব্রাহ্মণক্রবতার হাতে নিয়োগ, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীসনাতন-রূপাদি আচার্য্য-বৃন্দে জাতিবুদ্ধি ও মর্ত্যবুদ্ধি করিতেছিল, শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-লীলায় সেই সকল অপসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে। আচার্য্য বা গুরুদেব কোন প্রাকৃত জাতি, সমাজ বা আধ্যক্ষিক বিচারের অন্তর্গত নহেন, শ্রীল প্রভুপাদ সিংহ-হুঙ্কারে এই ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

১৫। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ধারণা করিতে প্রাকৃত-পণ্ডিত বা আধ্যাক্ষিক ব্যক্তিগণের যে সকল ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল ভ্রম অপনোদন করিয়া স্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে (১৮।২৯৫-২৯৬ সংখ্যায়) শ্রীবিগ্রহের অন্তর্ধানে হইলে তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিবার যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অন্তরঙ্গগণ বিষ্ণুবিগ্রহকে অনিত্য ও ঐরূপ জলে নিক্ষেপ-কার্য্যকে পঞ্চোপাসকগণের প্রতিমা-বিসর্জ্জনের ন্যায় ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ রূপানুগ সিদ্ধান্তের দ্বারা জানাইয়াছেন, উহা অর্চ্চাবতারের অসুর-বিমোহন ও ভক্তার্ত্তি-বর্দ্ধন-লীলা, উহা মার্তগণের আবাহন-বিসর্জ্জন বা ভাসা গড়ার ন্যায় ব্যাপার নহে। ভগবানে ভয়, ক্লেশ, নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কংস ও শিশুপালজনিত ভয়, গোচারণ প্রভৃতি লীলায় পরিশ্রম ও তজ্জনিত নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। ভক্তগণের সেবা-প্রবৃত্তি উদ্রেকের জন্যই ভগবান্

ঐগুলি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কর্মী বা প্রাকৃত ভক্তের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য অর্চ্চ্যবুদ্ধির অভাব হইতে যে বিচার উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিচারকের অধিকারের অনুকূলে হরিভক্তিবিলাস অক্ষজজ্ঞানপ্রতারিতলোকে খণ্ডিত, কৃত্রিত প্রতীয়মান শ্রীবিগ্রহের সাধারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

১৬। নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যান ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা পাঠ করিয়া অনেকের হৃদয়ে যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরিশিষ্ট সিদ্ধান্তরূপে বিশেষ বিশ্লেষণের দ্বারা নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।৯-১০ শ্লোকের বিবৃতিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত "গোপী-গৃহে জন্ম" সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়াও প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজ বিভ্রান্ত হইয়াছিল, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্পষ্ট করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকট্য-লীলা-সম্বন্ধে আধ্যক্ষিক সমাজের মনোধর্ম্মোত্থ-কল্পনা ও অপরাধময়ী গবেষণাকে নিরস্ত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ-মাধবগৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের অনুসরণে জানাইয়াছিলেন,—"স্বতন্ত্র ভগবানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অঘটন-ঘটন-শক্তি প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অন্য কোন কারণ নাই।" এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তানুসারে 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪২শ সংখ্যায় আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

১৮। সাধারণ প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে পুত্রের পক্ষে মাতাপিতার প্রেত-শ্রাদ্ধাদি কৃত্য-সম্পাদন বিশেষ পুণ্যবর্দ্ধক-ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিহিত। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তানুসারে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত পুত্রের ঐরূপ প্রেত-শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য-সম্পূর্ণ ভক্তির বাধক, নামাপরাধ, হরিজনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ব্যাপার। এই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীল প্রভুপাদই বর্ত্তমান যুগে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার আলিখিত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা ৬৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯। শ্রীল প্রভুপাদ "মেয়েলি হিন্দুয়ানি" বলিয়া একটি প্রবন্ধ গৌড়ীয়ে লিখিয়াছিলেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে নানাপ্রকার মেয়েলি-হিঁদুয়ানি 'হিন্দুধর্ম্ম', এমন কি, "ভক্তি-ধর্ম্ম" বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। পাঠ কীর্ত্তনাদির পর যে হরিলুটের ব্যবস্থা, ইহা যে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অপরাধ, তাহা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই সর্ব্ব-সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। কর্ত্তাভজা-দলের সতীমায় সমাজের মহোৎসবাদিতে বা হরিবোলা-দলের যথেচ্ছ আচারাদিতে, কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্টদ্রব্যাদি হরিলুট দিয়া কার্য্যপূজা ও সংকার সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা বা সঙ্কীর্ত্তনান্তে বাতাসা-নিক্ষেপাদি করিয়া হরির লুট দেওয়ার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দ্রব্য সঙ্কীর্ত্তনমুখে বিষ্ণুতে নিবেদিত হইলে অথবা অর্চ্চন-প্রণালী-মতে শ্রীতুলসীদ্বারা ভগবানে নিবেদিত হইলে সেই প্রসাদ-বস্তুকে জনতা-মধ্যে নিক্ষেপ করায় অনেকের পদদলনে পতিত হইতে পারে, অথবা অসাবধানতা বশতঃ ভূমিক্ষিপ্ত প্রসাদ পদ-মর্দ্দিত হইতে পারে। অপ্রাকৃত ভক্তগণ প্রেম-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত-কামাসক্ত ব্যক্তিগণ ভোগবুদ্ধি লইয়া অনুকরণ-বৃত্তিতে সেইরূপ উন্মত্ততা দেখাইতে গেলে তাহা কখনও প্রেম বলিয়া গণ্য হইবে না।

২০। মন্ত্রব্যবসায়ী গুরুর দীক্ষাদানের অভিনয়, ভাগবত-ব্যবসায়ী গুরুর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যবসায়ের অভিনয়, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ীর স্বয়ং অনর্থযুক্ত হইয়া হাটেবাজারে অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-লীলা-কীর্ত্তনের অভিনয়, ভগবল্লীলাকীর্ত্তন-শ্রবণের ছলনায় কামিনী-কণ্ঠ-বিগলিত রূপ-গান শ্রবণ, রঙ্গমঞ্চে বারবনিতার মুখে চৈতন্য-লীলা-নাটক বা যাত্রাভিনয় দর্শন, চলচ্চিত্রে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস দর্শন, বহির্ম্মুখ সামাজিকগণের সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ রক্ষা, দীক্ষিত হইবার পরও প্রাগ্‌বর্ণোক্ত পরিচয়ে পরিচিত হইবার প্রভূত অভিমান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিষয়ে যেখানে যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্য-লীলায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের এই সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের আচরণ-শীল সেবক, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের যথার্থ শিষ্য, আর

বাদবাকী—অসার। যাঁহারা অসারগ্রাহী, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীকে মূলকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত হইয়া কেবল বাহ্য "কার্পে ফু" গ্রহণ বা পরিচর্য্যার (?) অভিনয়ের দ্বারাকে যজমানন করিতে প্রস্তুত হইবেন। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের ধার ধারেন না, জগতের এইরূপ বিষয়ী ব্যক্তি ও গণমতের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা আগন্তুক-গণমত ও লোকপ্রিয়তার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতির দিকে প্রবলবেগে অভিযান করিবেনই করিবেন।

---

# বিবিধ-প্রসঙ্গ

## শ্রীল আচার্য্যদেবের

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ গত ১৩ই মে শুক্রবার শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীবাসরে প্রত্যূষে ৪-৩৭ মিঃ ট্রেণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়া ঐ দিবস ১১ ঘটিকায় শ্রীধামে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ও শ্রীমন্নরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপ ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথায় কুলকুটীরের ভক্তবৃন্দ ও শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত শ্রীপাদ নন্দবিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কৃতিদেশিক, শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় ভক্ত বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করেন। এদিকে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতেও একটি বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে গিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্য-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের কণ্ঠদেশ সুগন্ধি পুষ্পমালো বিভূষিত করেন।

ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ষ্টেশন হইতে ভাগীরথীতীরে এবং তথা হইতে নৌকাযোগে পরপারে লইয়া আসিলে অপর একটি সংকীর্ত্তন দল উচ্চকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর উভয় কীর্ত্তনদল মিলিত হইয়া উচ্চ-কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মকে লইয়া যোগপীঠে প্রবেশ করিলে শ্রীযোগপীঠের অর্চ্চক শ্রীপাদ মদনমনোহর ব্রহ্মচারীজী সুগন্ধি পুষ্পমাল্যদ্বারা আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যোগপীঠ শ্রীমন্দির ও শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছান। তথায় মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ নবহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুহৃৎ প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ মঠের তোরণদেশে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশ পুষ্পমালো বিভূষিত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুবর্গের সমাধিমন্দির ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

—•—

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় অধ্যাপক শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয়-সহ ঢাকা হইতে গত ১৩ই মে শুক্রবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়া ঐদিবস পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রা করেন এবং অপরাহ্নে শ্রীধামে উপস্থিত হন।

—•—

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব গত ১৫ই মে রবিবার সন্ধ্যায় পর শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আসিয়াছেন—মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল, বি-এস্‌সি ডিমনষ্ট্রেটার, শ্রীপাদ নরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অখিলঙ্গ ব্রহ্মচারী সেবাধর্ম, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ভক্তালঙ্কার-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ। শ্রীল আচার্যদেবের শুভাগমনকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সজ্জন বন্ধুবর ভক্তিবান্ধব এম্-এ, বি-এল; শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ-প্রমুখ বহু ভক্ত পুষ্পমাল্যাদি-সহ শিয়ালদহ ষ্টেসনে গমন করিয়াছিলেন। মঠের তোরণদেশেও সেবকবৃন্দ শ্রীল আচার্যদেবকে সংকীর্তন-মুখে অভ্যর্থনা করেন।

—•—

## শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী

শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ১৩ই মে (১৯৫৮), ৩০শে বৈশাখ (১৩৬৫) শুক্রবার ও তৎপরদিবস শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠস্থ শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরে ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুক্রবার শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী বাসরে প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমণান্তে শ্রীধামমায়াপুরবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীমায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ এক বিরাট্ নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রা সহ শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে করিতে নবদ্বীপঘাট পর্যন্ত গিয়া শ্রীল আচার্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া তদনুগমনে বেলা ১০৷৷ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীযোগপীঠে ভোগারাত্রিকের পর হইতে ৪৷৷ ঘটিকা পর্যন্ত এবং শ্রীচৈতন্যমঠেও ভোগারাত্রিকের পর হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ কীর্তন চলিতে থাকে। শ্রীপাদ সেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠ ঐ সময় শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয় ১৬শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা হইতে "প্রতিষ্ঠানের সেবায় গৃহস্থগণের কর্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর-প্রভু হরিকথা কীর্তন করেন। অপরাহ্ণ ৪৷৷ ঘটিকা হইতে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে বন্দনা, দশাবতার স্তোত্র পাঠ, মহাজনপদাবলী কীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় পাঠ হইতে থাকে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ-মন্মথদাস কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ-রাগ-কাব্য-পুরাণতীর্থ যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে নৃসিংহরূপে প্রাকট্যলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাবলীলা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নৃসিংহদেবের আরাত্রিক, কীর্তনাদি মহাসংকীর্তন ও জয়ধ্বনির সহিত সম্পন্ন হয়। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র অনেকেই নিরম্বু-উপবাসী থাকিয়া জয়ন্তী তিথি পালন করিয়াছেন।

শনিবার দিবস শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-উপলক্ষে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণ ৪৷৷টা হইতে রাত্রি ১০৷৷ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীনৃসিংহমন্দিরে পাঠকীর্তন-বক্তৃতাদি হয়। ৬ঘটিকা হইতে ৭৷৷ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও ৮৷৷ ঘটিকা হইতে ৯৷৷ ঘটিকা পর্যন্ত মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

---

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায় ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীব্রত পালন করিয়াছেন। দিবসে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও ভক্তিকৈশোরুসারে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী পূজারাত্রিক-কীর্তন ও পাঠাদি করিয়াছিলেন।

——

## শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহজয়ন্তী

গত ১৩।৫।৫৮ তারিখে শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ভক্তবিঘ্নবিনাশকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজা বর্তমান গৌড়ীয়াচার্য-ভাস্কর ওঁ

বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সেবকবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, আচার্য্যপ্রণতি, গুরুবন্দনা, ওর্ব্বষ্টকম্, শঙ্কতত্ত্ব ও মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি ভক্তাঙ্গ-যাজন করেন। মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীগীতোপনিষদের ভূমিকা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর "গোবিন্দভাষ্য" রচনা করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষয়বৈজয়ন্তী উড্ডীনকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রভুর আত্মপ্রকাশ, নৃ-কেশরীর ন্যায় ভক্তির অনুকূল বিচারের পোষণ ও প্রতিকূল বিচার-গর্হণ প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। সকলেই সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব ও সর্ব্বাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে গুরুবন্দনা, দশাবতার স্তোত্র ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়। সমবেত বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে বিষ্ণুপাদোদক এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

---

গত ২২শে মে রবিবার সন্ধ্যায় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সান্ধ্যধর্ম্ম-শ্রবণ-সদনে ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় অবলম্বনে একটি মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

---

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে পাঠ, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন-মুখে সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণানুশীলন হইতেছে। প্রবীণ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ-মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত-ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ-প্রভু-প্রমুখ সুজনপাবন বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় মঠসেবক ও প্রভু সজ্জনবৃন্দকে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী-বৈশিষ্ট্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনের এবং ভজনরাজ্যের বহু নিগূঢ় সমস্যা সমাধানের অপূর্ব্ব সুযোগ দিতেছেন।

---

## মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠদর্শনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজগোপাল আচারিয়ার

মাদ্রাজ হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দস্বামী তারযোগে জানাইতেছেন যে, মাদ্রাজের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত-রাজগোপাল আচারিয়ার বাহাদুরের সহিত মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ কৃতকৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভুর হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। গত ২৪শে মে অপরাহ্ণে মন্ত্রী মহোদয় যখন মাদ্রাজের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আসিয়াছিলেন, তৎকালে ব্রহ্মচারীজী তাঁহাকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচার্য্য ধর্ম্মবিষয়ের পরম-চমৎকারিতা এবং উহা যে বর্ত্তমান বিশ্বে সকল জীবকে বিমল প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিবার একমাত্র উপযোগী ধর্ম্ম, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে মিশনের উন্নতি কামনা করেন। তিনি শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

---

## শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিকঅধিবেশনে গত কয় সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতোক্ত—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"

শ্লোকের ভক্তির প্রতিকূল-বিষয়ের প্রত্যেকটি এক একটি করিয়া বক্তৃতামুখে ব্যাখ্যা হইতেছে। গত ১৭ই মে রবিবার এবং গত ২২শে রবিবার মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ-বিদ্যালঙ্কার প্রভু যথাক্রমে 'নিয়মাগ্রহ' এবং "জনসঙ্গ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

---

## শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাবতিথি-পূজা

গত ১৯।৫।৩৮ তারিখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দ-প্রভুর তিরোভাব-তিথিবাসরে গৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী গোদাবরী-তটস্থিত গোপ্পতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে তত্রত্য সেবক-গণ তদীয় বিরহ-মহামহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর বন্দনা ও স্তুতিমুখে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পারায়ণ করেন।

শ্রীল-প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পহার ও সুসজ্জিত পুষ্পমালিকা দ্বারা সুশোভিত হইয়া একটী উচ্চ আসনে বিরাজিত থাকেন। পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব পূজার ও আরাত্রিক সেবাকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রামানন্দ প্রভুর মিলন-সংবাদ এবং তৎসহ তাঁহার অভিমর্ত্য পূত-চরিত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষোপদেশ-সমূহের ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃ-বৃন্দের মধ্যে এম্-আর, আর-ওয়াই, ( মহারাজ-রাজশ্রী ) ই, জিজ্ঞেসাবতারম্ পান্ডলু গারু বি-এ, বি-এল; এম্, আর, আর-ওয়াই লক্ষ্মীনারায়ণ গারু, ( এল্-এম্, হস্পিটাল, কডুর ), এম্, আর, আর-ওয়াই শন্মানম্ পান্ডলু গারু, ( রিটায়ার্ড ডেপুটী কালেক্টার ), মিঃ কে, সুভারায়ুডু গারু বি-এ, বি-এল, ( প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎবোর্ড ), টি, ভি, চেলাপ্পতি রাও পান্ডলু গারু, হ্যাড্ভোকেট; কোটলা সুব্বারাও গারু, এম্-আর, আর-ওয়াই কডুবলা গঙ্গাধরম্ গারু; মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি গারু এবং মিঃ এম্, সুব্বারাও মহোদয়ের পরিবারবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। পাঠান্তে শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভুর মূলগায়কত্বে 'যে আনিল প্রেমধন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্ত শ্রীনরসিংহ ও শ্রীরামেশ্বর দাসের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

---

## রেঙ্গুনে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আদেশে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীনিবাস রাও সহ গত ২১শে মে রবিবার "একয়া" জাহাজযোগে প্রচারোদ্দেশ্যে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন।

## নির্য্যাণ

গত ১৮ই মে (১৯৩৮), ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারীজী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমাধুর-মণ্ডলান্তর্গত মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীহরিস্মরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় বিভিন্ন মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন।

---

# শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

আগামী ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫), ১২ই জুন (১৯৩৮) রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শনিবার শ্রীরথযাত্রা দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-প্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১২ই আষাঢ় (১৩৪৫), ২৭শে জুন (১৯৩৮) সোমবার দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। সাধুত-শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাধুত-ধর্ম্ম সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে।

---

## সংশোধন-প্রমাদ

গত ৩য় সংখ্যা (১৬শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ৬৬১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২৬শ পংক্তিতে "অর্চ্চনের অনাবশ্যকতা" স্থলে "অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা" পাঠ হইবে।

গত ২১শ সংখ্যা ( ১৬শ বর্ষ ) গৌড়ীয়ের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ৩য় অনুচ্ছেদের ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চরাত্রপ্রধানাঃ' ও 'বৈশাত্তেষাঞ্চ' পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে "কল্পিয়াত্তেষাং সৌধা-মুখ্যানীনি কর্ম্মাণি, রসতন্ত্রপ্রধানা" এই কথাগুলি বসিবে।

---

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ


শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ-প্রবর-
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র


# গৌড়ীয়

| ১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ ; ৪ঠা জুন, ১৯৩৮ | ৪৩শ সংখ্যা |
|---|---|---|


## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীসজ্জনতোষণী, ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা

যে-কাল পর্য্যন্ত দেব ও ঋষিগণ ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ না হন, তৎকালাবধি তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে ; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে অধিরোহবাদাবলম্বনে পতনযোগ্যতা ঘটে, তখন সেই অধিকারচ্যুত হন।

—গৌড়ীয়-ভাষ্য, তাঃ ১২।১৩।১

ঔর্ব্বধিদ্রোহী ভগবদ্বংশ্যগণ সাধারণের নিকারে জাগতিক দৃষ্টিতে পূজিত হইয়া স্ব-স্ব যথেচ্ছাচারিতা-দ্বারা পাছে জগতের অমঙ্গল সাধন করেন এবং আপাত-দর্শনপ্রিয় জনগণ উহাতে ভ্রান্ত হইয়া সেই যথেচ্ছাচারিতাকেই কৃষ্ণানুকূল আচরণ জ্ঞানে করেন, সেই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বহির্ম্মুখ জনগণের [illegible] কৃষ্ণের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

—গৌড়ীয়-ভাষ্য, তাঃ ১১।১৮

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যক্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপজীব ও পক্ষ্যাদি তির্যক্ জাতিগণও যখন অদ্ভুতক্রম-( ভগবান্ শ্রীত্রিবিক্রম বা উরুক্রম )-পরায়ণ ভক্তভক্তগণের আচরণানুসরণে নিষ্পাপ হইয়া ( অর্থাৎ ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়া ) দুস্তরা দৈবী মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করে, তখন শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কথা কি!

যাঁহারা অদ্ভুতক্রমপরায়ণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের আচরণ অনুশীলন করেন, তাঁহারা তির্যগ্‌যোনিতে উদ্ভূত হইলে ও যাঁহাদের চালচলন অন্তে কিছুতেই বুঝিতে পারে না, এমন দুর্জ্ঞেয়-চরিত্র ভক্তগণের কৃপায় তাঁহারাও দৈবী মায়ার নাট্য বুঝিতে ও জানিতে পারেন। আমরা যদি ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে আমাদের কুকেতর বিষয়ে আর বাসনা থাকে না। অকপট জ্ঞানে মাপা ধর্মটা জীবের অসুবিধা ঘটায়। কিন্তু মাপা-ধর্মটার ছুটি হয় তখন, যখন শুদ্ধভক্তের ব্যবহার আমরা নিজের জাত ধারণায় বুঝিতে চেষ্টা করি। ভক্তের যাহা আচরণে তাঁহাকে সকল সময় ধরা যায় না। সেইজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

ভগবানের সেবায় প্রবেশ করিবার পথে যদি কাহারও পূর্বাভ্যাস-বশতঃ মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহাররূপ অসুবিধা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই সাধুসঙ্গফলে ও তৎসেবা-প্রভাবে কুঅভ্যাস দূর হইবে। সূর্য্য উঠিলেই যেমন দুঃস্বপ্ন কাটিয়া যায়, তেমন যদি কেহ সত্যসত্যই সেবাপ্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে যদি পূর্বব্যবহার বশতঃ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কলহাদি কলিপ্রসূত ব্যবহারসমূহ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ঐরূপ অনর্থরাশি তাঁহার চিরকালই থাকিবে।

আশুহ্যেষ মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ চালাইব, ইহা পাষণ্ড ভোগীদিগের নিচার; কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ প্রবর্ত্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যকেই নিত্য কর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ ইহাই বলিতেছেন "আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টারূপ দ্যূত-পানাদি সবটা নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।"

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাঁহার অন্য সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু তিনি (কৃষ্ণ) কামদেব, সেই হেতু সমস্ত কামনা তাঁহারই সেবা করিবে, অন্যের সেবা করিবে না। যিনি কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি নিজে ভোগী নহেন যে, কামনাগুলি তাঁহারই সেবা করিবে? সংসার করিবার প্রবৃত্তিগুলি যদি থামাইবার জন্য ব্যবস্থা না করা যায়, তাহা হইলে তৎফলে পুত্র, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইত্যাদিরূপে জীবকে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হয়। এই জন্য ঐরূপ ইন্দ্রিয়-চালনাকে থামান দরকার। উহাদিগকে না থামাইলে সংসার-প্রবৃত্তি যাইবে না এবং দুঃখও দূর হইবে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।

গৃহব্রত ব্যক্তিরা জানে না যে, বিষ্ণুই একমাত্র স্বার্থ-গতি। আমরা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রার রাস্তাটী যখন অনুসরণ করি না, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসৎ পথে চলে, তখন আমরা বুঝি না যে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মালিক একমাত্র বিষ্ণু। মনুষ্যদেহ হরিভজনের জন্য পাইয়াছি। এই দেহ-তরণীর দ্বারা গুরুকর্ণধারের নির্দ্দেশক্রমে ভবসিন্ধু পার হইয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া ভবসিন্ধুতে ডুবিয়া মরিবার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন,—গুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম্ম করিলে ভয়ঙ্কর দুঃখকে ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—ভক্ত কি করেন? ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ, বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না; চাউল সিদ্ধ হইলে এবং তাহা মুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধভক্তগণের সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

যস্ত মূঢ়তমো লোকে যস্ত বুদ্ধেঃ পারং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥

যিনি প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়াছেন, তিনি ভাল; যিনি উহা মোটেই বোঝেন নাই, তিনিও ভাল হইতে পারেন। কিন্তু যিনি মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন, সীমা বা শেষগতি না জানিয়াই বলেন—'জানি', তিনি অসৎ ও দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত। বুঝিতে না পারার দল বা কম বুদ্ধির ভেঁপো-দলের অসুবিধা আছে। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"। হয় বুদ্ধিমান্ হও, নতুবা কমবুদ্ধির থাকিয়া বস্তুটি বুঝিবার যত্ন কর। Phantasmagoria বা will-o-the-wisp এর পশ্চাতে দৌড়াইতে গেলে শেষকালে প্রাণ বহির্গত হইবে। অতএব বাস্তব সত্য অনুসরণ করা আবশ্যক; তাহা হইলেই সংসার থামিয়া যাইবে, চতুর্ব্বর্গের প্রয়াস থাকিবে না এবং সমস্তই মঙ্গলময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ পরম-মঙ্গল লাভ হইবে।

অকপজ্ঞান দ্বারা কখনও বৈষ্ণবের চরিত্র বুঝা যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

কুক্কুরশৃগালের খাদ্য জড় শরীরের প্রতি যিনি অধিক যত্নবান্, তিনি গরুর মধ্যে গাধা।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শরীরের প্রতি মমতা—মূঢ়তা-মাত্র। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—ইহা দেহাত্মবাদীর কথা। কেবল শরীরের যত্ন করিলে হরিভজন হয় না। শরীর একদিন না একদিন চলিয়া যাইবেই। শরীর থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা আবশ্যক। দেহ থাকাকালে পরতত্ত্বকে অবগত হওয়াই শরীরের বাস্তব যত্ন। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, কাদা, মাটি প্রভৃতি আমাদের কিছু প্রকৃত সুবিধা করিয়া দিবে না।

যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অন্যকে ভজন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অভক্ত ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তি আমাদের কোনই মঙ্গল করিতে পারে না। প্রাকৃত বিদ্বানের ধারণা—স্ত্রীলোকেরা বেশী ভক্ত, ধনী বেশী ভক্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি বেশী ভক্ত, এসকলই অভক্তিপর বিচার। 'ভৌম ইজ্যধীঃ'—কাঠ-পাথরকে পূজ্যবুদ্ধি করিলে মঙ্গল হইবে, অথবা লোকের মধ্য দিয়াই সুবিধা করিয়া লইতে হইবে—এইরূপ বিচারই মূঢ়তা। জড়বিদ্যা অধিক হইলে হরিভজনের পরিবর্ত্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে শতকরা প্রায় শতভাগই সম্ভাবনা।

"অন্তরিতা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা।"

আধ্যক্ষিকের কোন কথাই এবং কোন উপদেশই গ্রহণ করিতে হইবে না। সৎকর্মকাণ্ডও ছেলে-ভুলান কথা। পাপপুণ্য দুইই বন্ধন। পাপে লোহার খাঁচা ও পুণ্যে সোনার খাঁচায় অবস্থান হয়। খাঁচায় ঢুকিলে জীবের আর মঙ্গল হইবে কিরূপে?

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।

যাহারা নিজদিগকে বৈষ্ণব মনে করে, তাহারা 'গোখর'।

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দুষিবে
হইব নিরয়-গামী।"

বৈষ্ণব কি করেন, হরিজন কিরূপ?—ইহা জানিবার চেষ্টা করাই জীবের মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া।

নামাকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

বৈষ্ণবের জীবন-প্রণালীটী বিচারপূর্বক অনুসরণ করিলে এবং 'আমি অধম' এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়া দীনতার সহিত দর্শন করিলে, তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ভোগের চিন্তা বা ত্যাগের চিন্তা লইয়া হরিনাম করিলে তখন বা হরিনাম হয় না। কোনরূপ জড়বাসনা-চালিত হইয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে না। হরিজনই সর্বদা করিব—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নামপরাধের আনুগত্যে নাম করিলে তবে ভজন হয়। ফলৈষণা বা বিত্তৈষণা ইত্যাদি মায়ার বহুবিধ ছলনা বা শক্তি। 'অনয়া মীয়তে ইতি—মায়া' আর 'অনয়া রাধিত ইতি—রাধা'। মায়ার দাস করিয়া জীব জড়কামনা-তাড়িত হয়, আর রাধাদাস্যে থাকিলে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয়। কাযে আমার নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখান্বেষণ আছে, আর ভক্তিতে কৃষ্ণসুখান্বেষণ আছে। যে কার্যে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তাহা কাম। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিনাম হয় না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

এই জড় জিহ্বা দ্বারা হরিনাম হয় না—ইহা নিশ্চিত। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

যে কালে ব্রহ্মের আশ্রয় পুরটসুন্দর বিশ্বম্ভরকে মুক্ত-জীবের ভক্ত দেখিতে পান, তখন পরবিদ্যালাভ-ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধি-প্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যগ্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া নির্মলতা ও সমতা লাভ করেন।

হরিভজনকারীর সমপ্রভাবে দুঃসঙ্গরূপ দুর্বাসনা-গুলিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে বিসর্জন করিতে হইবে। তজ্জন্যে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও তদ্ভিন্নজনকে চিনিতে পারেন। নবদ্বীপবাসী ও বিশ্ববাসী অনেকেই ভক্তরূপে অবস্থিত গৌরসুন্দরকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীরূপপ্রভু মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে এইরূপ ভাবে বন্দনা করিয়াছিলেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকলই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নাম—কৃষ্ণ-চৈতন্য, তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ (কান্তি), গুণ—মহাবদান্যতা এবং লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান। ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বেরও ইঙ্গিত আছে। সম্বন্ধ—শ্রীগৌরকৃষ্ণ, অভিধেয় নামসংকীর্তন এবং প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম,—সমস্তই বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু মহাবদান্য, তিনি কি দান করেন? তাঁহার মহাদান কিছু মানব জাতির অক্ষেত্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তিনি যে বস্তুটি দান করেন এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন, উভয়ের নিকটই এই জড়-জগতের বা জড়াতীত ব্রহ্মের মহিমাই নিতান্ত তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর। তাই বৈষ্ণব বলেন—

নামাকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ময়াপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

হে মহাপ্রভো! আপনি আপনার অসংখ্য শ্রীনামাবলী প্রকট করিয়া আমার পক্ষে নামভজনের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু হায়, আমি এত অসৎ ও দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত যে, আপনার এমন মহাদানও গ্রহণ করিতে আমার অনুরাগ হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইলে বিধি ও বিধাতীত ব্রহ্মজ্ঞানবিচারী বড়লোক হওয়া যাইবে, জড়ের পূজা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইবে—এইরূপ নয়। অকিঞ্চন না হইলে তাহা গ্রহণ করা যায় না। মহাপ্রভুর দয়া কিরূপ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" অর্থাৎ যাঁহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অল্পে অল্পে হরণ করিয়া থাকি।

অচিদ্বিলাসে যাহাদের রুচি, তাহারা ভগবানের কথা বুঝিতে পারে না। হরিভজন না করিলে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মরিয়া যাওয়া ভাল। হরিভজন না করিলে আমরা সংসারে 'খা'ব দা'ব থাকব ও শেষকালে নরকে চ'লে যা'ব'।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।

অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয় করিবার চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্যম, অনাবশ্যক প্রাগ্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আগ্রহ, ভক্তব্যতীত অন্য জনসঙ্গ, এবং নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থিরসিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া নিজের ইন্দ্রিয়তোষণচেষ্টায় কেবল জড়সুখ ও নিরানন্দ-মাত্রই লাভ হয়। ভোগ ও মোক্ষের ইচ্ছা হইলে ভগবান্‌কে বঞ্চনা করা হয় মাত্র, তৎফলে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। ভগবদ্ভক্তির উদয় না হইলে, হয় ভোগ, নতুবা ত্যাগ হয়।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যাঁহারা ভুক্তি মুক্তি চান, তাঁহারা কোন প্রকারেই হরিকথা বুঝিতে পারেন না। লোকে সুখ চায়, কিন্তু পায় দুঃখ। ভোগবাসনা লইয়া মরিলে তোমার ঘরে জন্ম হইবে। অহো! কৃষ্ণভোগে জীবসকল কতই না বাধা দিতেছে! বৈষ্ণব কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করেন; বৈষ্ণবের নিজের খাওয়ার জন্য কোনও চেষ্টা নাই। অবৈষ্ণব কৃষ্ণের সামগ্রী কৃষ্ণকে না দিয়া নিজে খায়। সাধারণলোক কামনাপূরণের জন্য যে সকল বস্তু ঠাকুরের নামে প্রদান করিতেছে, তাহা তাহারা আত্মসাৎ করিতেছে, চুরি করিতেছে।

ভগবান্ সেবাময়, তাঁহাকে কেহ ভোগ করিতে পারে না। ভোগবুদ্ধি করিতে গেলেই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া জন্মজন্মান্তর কষ্ট পায়। শ্রীমতী বার্ষভানবী কেবল সেবাময়ী, তিনি কৃষ্ণের কেবল আরাধনা করেন বলিয়া শ্রীরাধা বলিয়া প্রসিদ্ধা।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

আর যিনি আমাদিগকে মাপাধর্ম্মে চালিত করেন অর্থাৎ আক্ষেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় নিযুক্ত করেন, তিনি মায়া বা বাধা—'অনয়া মীয়তে ইতি মায়া।' জড়বস্তু ও মায়াবদ্ধ জীবকে মাপা যায়, কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণবকে মাপা যায় না অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তু মাপা যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তু স্বতঃপ্রকাশ। চোখ্ খোলা থাকিলে আলো পড়িবেই। সেবোন্মুখী দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে বৈকুণ্ঠবস্তুও দর্শনীয় হইবে। আমরা মাপাধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় চালনা করিতেছি, নিজের ভোগের জন্য। যতই লাভ আমরা গ্রহণ করিতেছি, ততই কৃষ্ণকে বঞ্চনা করিতেছি। সহজিয়াদিগের দুর্গতির সীমা নাই। তাহারা মনে করে—'আমরা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গায় ভোগ ও ভক্তি দুইই করিলাম—আমাদের দুইকুলই বজায় রহিল'। কিন্তু কামারকে ইস্পাত কাঁকি দিয়া যে নিজেরাই ঠকিতেছে, তাহা তাহাদের অপরাধাক্রান্ত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

# শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর অকপট শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট অহৈতুক হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার (১৩৪৫) শ্রীল আচার্য্যদেব মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কথাপ্রসঙ্গের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার সমোপাস্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ যুগপৎ গৌরলীলা ও ব্রজলীলার পরিকর। শ্রীল গৌরকিশোর কৃষ্ণলীলার পরিকর। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এজন্য শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে গৌড়মণ্ডলে আনাইয়াছিলেন,—গৌরলীলার সেবার দ্বারা ব্রজলীলার প্রবেশাধিকার হয়, আমাদিগকে এই শিক্ষা দিবার জন্য। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বিপ্রলম্ভবিভাবিত হইয়া কোলদ্বীপকে কুরুক্ষেত্র বিচার করিতেন। আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোদ্রুমে শ্রীনাথজীউ দর্শন করিতেন।

• • • •

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বাভাবিকী স্থিতি-লালসা অত্যাশ্চর্য্য। ইহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাগাত্মিক জন হইয়াও রাগানুগা-ভিনয়ে যেরূপ সিদ্ধিলালসা করিয়াছেন, অপ্রকটলীলা-প্রবেশের মধ্যে তাঁহার সেই ইচ্ছারই পরিপূর্ত্তি অর্থাৎ মধ্যাহ্নলীলায় প্রবেশ সুমেধোগণের নিকট প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

• • • •

যাহাদের 'মেহাজহুং' বুদ্ধি, তাহারা লক্ষ্মীছাড়া, অর্থাৎ তাহারা স্বরূপশক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত। তাহারা বিরূপ-শক্তি মায়ার আবরণে আবৃত। 'অহং-মম-নামাপরাধ' হরিনাম গ্রহণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অযোগ্যতা। গৃহব্রত ব্যক্তিগণের সংসারে স্ত্রীপুত্রাদিতে কি আটাই না লাগিয়া আছে! তাহারা মুখে কীর্ত্তনবিরোধী না হইলেও প্রচ্ছন্ন কীর্ত্তনবিরোধী। এরূপ ভাবহ কীর্ত্তনবিরোধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে তাহারা পাষাণের মত হইয়া রহিয়াছে। ইহা প্রচ্ছন্ন কীর্ত্তন-বিরোধ ব্যতীত আর কি? 'অহংমম' অপরাধরত হরিনামপ্রচারে কাহারও বিদ্যাপাঠ, কাহারও মাতা-পিতা স্ত্রীপুত্রাদি ভরণ পোষণের চেষ্টা দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। ইঁহারা কৃতসঙ্কল্প—কিছুতেই এই আঠা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করিবেন না। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিবার অভিনয় করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কোন কথাই ইঁহাদের কাণে যায় নাই। কেহ কেহ বা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়কে অর্থাদি সংগ্রহে ব্যয় করিয়া দিলেন, পরমার্থের কথাগুলি কেবল 'কথার কথা' মনে করিয়া উহা আচরণে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। ইহারা কি বৃদ্ধকালে মিশনের বোঝা হইয়া তখন মিশন হইতে পেন্সন (আত্মসমাজোদ্ধার সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি) লইবেন? ইহাদের মঙ্গল হওয়া সুকঠিন।

• • • •

আধ্যক্ষিকগণের নিকট হরিগুরুবৈষ্ণব আত্মগোপন করেন। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় প্রধাবিত ব্যক্তিগণ কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারে না। ••• পূর্ব্বে খানিকটা ভাল ছিল, তবে কূটবুদ্ধি, বিষয়-স্পৃহা তখনও ছিল বীজাকারে। নতুবা জল হইতে ত' আর ঘই হয় না? কিন্তু যখন সে অবৈধ যোষিৎসঙ্গীতার কবলে কবলিত হইল, তখনই শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কি মিথ্যা হইবে?

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ।

• • • •

'পরব্রহ্ম,' 'পূর্ণব্রহ্ম'—এই সকল শব্দের দ্বারা ব্রজবস্তু বিলাসী—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বিলাসহীন ব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম নহেন। যাহারা ব্রহ্মের বিলাস স্বীকার করে

না, তাহারা ক্লীব। এমন ঠাকুর বৃন্দাবন, যাহারা বলদেবের দাস অঙ্গীকার করে, তাহাদিগকে নপুংসক বলিয়াছেন।

• • • •

'বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব,' যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি, তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"—এইরূপ বিচার করে। ইহারা প্রচ্ছন্ন-ভাবে বিষয়-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে। ইহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় বস্ত্রসমূহ বহন করাইতে হইবে,' তবে যদি ইহাদের মঙ্গল হয়।

• • • •

গৌড়ীয়গণের শ্রীবিগ্রহ—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রাণধন শ্রীগোপাল, গৌড়ীয়বিরোধিগণের কবলে কবলিত (?)—রূপানুগবিরুদ্ধবিচারের অন্যতম ভোগ্যবস্তুরূপে ব্যবহৃত হইতেছেন! স্বয়ং শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের গোবিন্দ, মদনমোহন বা গৌড়ীয়গণের তিন ঠাকুর বৃন্দাবনাধিদেব মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ বর্ত্তমানে বিষয়ের অন্যতম বস্তুরূপে ব্যবহৃত হইতেছেন! গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহ, ঠাকুর নরোত্তমের স্থাপিত ও সেবিত ছয়বিগ্রহের সেবার অবস্থাই বা কি! গৌরপার্ষদ বিজয়কৃষ্ণনাথের গৌর গদাধরের সেবার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীমদনগোপালের সেবারই বা কি অবস্থা! অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বিষয় বুদ্ধি করিলে জীবের এইরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। তাহাতে ভগবানের কিছু অসুবিধা হয় নাই। জীবই দুর্ভাগ্যপরাকাষ্ঠাফলে ভগবৎ-সেবা-বিচ্যুত হইয়াছে।

• • • •

খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নাম বা সংবাদ বাহির হইলেই খুব প্রচার হইল, তাহা নহে। কতকগুলি ভোগী রিপুতাড়িত ব্যক্তি জানিতে পারিল বা না পারিল, তাহা দেখিয়া প্রচারের মাপ করা হইবে না। বহির্ম্মুখ জনসাধারণ কিছু ভক্তিপ্রচারের metre নহে। সত্য সত্য নিষ্কপট প্রাণে কতটা সেবোন্মুখ হইল, সত্যকে বরণ করিল, আচরণে ও বাস্তব জীবনে পরিণত করিল, তাহাই প্রচারের মাপকাঠি। এরূপ একটি খাঁটি লোক পাওয়া গেলে তিনিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পারেন।

• • • •

যাঁহার যতটা প্রণত ভাব হইয়াছে, তিনি ততটা প্রসাদ সেবা করিতেছেন। মুখে 'প্রসাদ' মাত্র বলিয়া ভোগ্য-বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ প্রসাদ-সম্মান নহে। "প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রণত জন", "ব্রহ্মণ্যনির্দ্দিকারা হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ"—মহাজন ও শাস্ত্রের বাণী এই বিদ্যা হইবার নহে। যেরূপ বিষ্ণুবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই, তদ্রূপ প্রসাদেও জাতিবুদ্ধি করিতে হইবে না। প্রসাদ রূপে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। যেরূপ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব বা শূদ্রবৈষ্ণব বলা অপরাধ, সেইরূপ সিদ্ধ চাউলের প্রসাদ বা আতপ চাউলের প্রসাদ প্রভৃতি বলাও প্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি।

• • • •

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্ত্রীজাতিকে 'জীব' হিসাবে হরিভজনের যোগ্য বলিয়াছেন, 'আকার হিসাবে' নহে; যেখানে আকার দর্শন, সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েই তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন।

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥
নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

• • • •

পুরুষাভিমানী জীব ভোগ করিতে গিয়া ক্লীব বা নপুংসক হইয়া যায়, কিন্তু পুরুষোত্তম কখনও নপুংসকত্ব লাভ করেন না। পুরুষোত্তমের ভোগে ক্লান্তি, বিরতি বা নির্ব্বেদ নাই। তিনিই একচেটিয়া ভোক্তা। এজন্য আমাদিগকে নিত্যকাল পুরুষোত্তমের সেবা করিতে হইবে। পুরুষাভিমান করিলে

আমরা চরমে নপুংসকত্ব লাভ করিব অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িব।

* * * * *

শ্রীল প্রভুপাদ "cementing policy" শব্দটি ব্যবহার করিতেন। অনেকে মনে করিতেন—এই শব্দটি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ খুব প্রশংসা করিতেছেন; কিন্তু এটি বকনার কথা। চেতনে অচেতনে, আলোতে অন্ধকারে কখনও cement হয় না। Cementing policy অর্থই নির্ব্বিশেষ বা সন্ধ্যা অবস্থা অর্থাৎ তটস্থদশায় শুদ্ধচৈতন্য বা সেবকত্বের অভাবজন্য বিচ্যুতি বা বিরোধ। প্রভুপাদ অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার সহিত কোনপ্রকার মিশ্রচেতন বা জড়ীয় চিন্তাস্রোতের dovetailing বা adjustment (মিলন) হইতে পারে না।

* * * * *

'স্তব' ত্রিবিধটি স্মরণ। গুরুবর্গ যেভাবে স্তব করিয়াছেন, আমরা তদনুসরণ করিব। ষটতলার পুস্তকে বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের পদ্ধতিতে যেরূপ মনঃকল্পিতভাবে স্তবের প্রণালী আছে, আমরা তাহা অনুকরণ করিব না। তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট হইবে, ফলোদয় হইবে না। গুরুপ্রদর্শিত পথে ভজন করিতে হইবে। কোন্‌টির পর কোন্‌টি স্তবনীয়, তাহাও আচার্য্যগণের আদর্শে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেহ হয়ত 'মহাজনকে বাদ দিয়া স্বকপোল-কল্পিত শ্লোক প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অনুকরণে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অনুকরণে জয় দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা শ্রীল রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর বিচারানুসারে স্তবাদি করিব। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর যে ত্রয়ের প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করিব।

* * * * *

প্রেস্ ও গ্র্যাটফরম এই দুইটিই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অঙ্গ। শ্রীবিদ্যানন্দ গ্র্যাটফরমের (অর্থাৎ নামহট্ট প্রচারের) কার্য্য করিয়াছেন; আর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহারা প্রেসের কার্য্য অর্থাৎ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। দুইটিই বাণীর কার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ গ্র্যাটফরমের কার্য্য বেশী করিয়াছেন; আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রেসের কার্য্য বেশী করিয়াছেন।"

* * *

গৃহব্রতত্ব সংরক্ষণ করিবার পাটোয়ারি বুদ্ধি লইয়া অনেকে প্রভুপাদের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন। ইঁহাদের কি মঙ্গল হইবে? কতকগুলি আবার মশা, ছারপোকা, মৎকুণজন্মেও প্রভুপাদের নিকট আসিয়াছে। গৃহব্রতগুলি কিছুদিনের মধ্যেই প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া যাইবে। কেবল বৈষ্ণবতার বাহ্য কাচ কাচিবে, উহাদের বৈষ্ণবের চেহারার কাঠামো-মাত্র থাকিবে; আত্মমঙ্গলের জন্য কোন চেষ্টা থাকিবে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি বলিয়াছেন?—

"ছোড়ত ধন জন কলত্র সুতান্বিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদ-পঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতি-বিনোদ পরমাণ।"

কর্ম্ম-জ্ঞান-পিপাসা যেরূপ ছাড়িতেই হইবে, ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-অভিলাষও তেমনি পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ বজায় রাখিয়া ফাঁক্-তালে রাধাপদপদ্ম লব্ধ হয় না। শ্রীভক্তিবিনোদ তাহার প্রমাণ। আমি কৃত্রিমভাবে বস্তুত্যাগের কথা বলিতেছি না বা অকালে বাহ্য ত্যাগের কথা বলিতেছি না। হরিভজনের জন্য আমাদের আর্ত্তি কোথায়? আমরা বেশ পরিতৃপ্তির সহিত মায়ার সংসার করিতেছি। গুরুসেবার জন্য আঠা না হইলে, গুরুপাদপদ্মের রেণুগণের সহিত নিজেকে identify না করিলে হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণ কি তাঁহাকে অমনিই বিকাইয়া দিবেন? অনেক পরীক্ষা করিয়া, অনেক যাচাই করিয়া কৃষ্ণ নিজেকে প্রদান করেন। কৃষ্ণ যখন কৃপা করেন, মায়ার সংসার যখন অরোচমান হয়, তখনই কৃষ্ণভজনোন্মুখ হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগতকেই কৃষ্ণ আপন করিয়া লন।

* * *

তটস্থভাবে পতনযোগ্যতা আছে। তাহা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। গোলোকে পৃথক্ স্বামী-স্ত্রী-অভিমান নাই, সকলেরই কৃষ্ণই প্রকৃতি বা সেবক অভিমান। তথায় নন্দ-যশোদা, বসুদেব-দেবকী—অন্বয়জ্ঞান; নন্দের তথায় যশোমতীর স্বামী বসুদেবের সেখানে দেবকীর ভোক্তা পুরুষাভিমান নাই। কৃষ্ণই

রসিকদিকের সহিত বিভিন্নরসে বাস করিতেছেন। গোপীগণের শৃঙ্গাররসে বাস, নন্দযশোদার বাৎসল্যরসে বাস, সুবলাদির সখ্যরসে বাস, চিত্রক-পত্রকাদির দাস্যরসে বাস, সকলেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিতেছেন।

সকলেরই গৌরসুন্দরের অনুগত হইয়া কৃষ্ণের কথা আলোচনা করা দরকার।—সমস্ত পৃথিবী রজোগুণে প্লাবিত। সমস্ত শাস্ত্রই রজোগুণ হইতে বিমুক্ত হইবার কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানসত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ সঙ্কুচিত হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত রজোগুণের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইতে পারে না। অন্ধকার পরিত্যাগ করিতে করিতে বা অন্ধকার বিনাশ করিতে করিতে আলোর নিকট যাইব, তাহা নহে। আলোর অবতরণে অন্ধকারের নাশ—ইহাই শ্রৌত ভাগবতীয় প্রণালী। গৌরনিত্যানন্দের কৃপা যাঁহার প্রতি হইবে, তাঁহার "জগতের মঙ্গল হউক"—এইরূপ বিচার হইবে অর্থাৎ নিজের দীন ও অমানিতাব এবং সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখদুঃখিতা হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে—সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদির অনুগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্তনরসে যোগদান করুন, এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইবে—স্থাবরজঙ্গম সকলে ব্রজবাসী হউন, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করুন—এরূপ ভগবেচ্ছাময়ী করুণার উদ্রেক হইবে। নিজের ও জগৎসেবার অনুপ্তি, ব্যাকুলতা, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র আর্তি ও বিলাপ থাকিবে। সেই রাধো—কৃষ্ণেন্দ্রিয় বংশীমুরলীর এমনই প্রভাব যে, সেখানে static বস্তু dynamic আর dynamic বস্তু static হইয়া যায়। সঙ্কীর্তনরাসের এতই ক্ষমতা। এই যে transcendental incessant sport যাহা প্রতিমুহূর্তে নবনবায়মান চমৎকারিতা বিশিষ্ট ও বর্দ্ধমান, তাহা সমস্তই হরিনামে আছে এবং তাঁহার কৃপায়ই তাঁহার উপাসন হওয়া যায়।

বর্ত্তমানে নির্ব্বিশেষবিচার সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিয়াছে। রাজনীতি বলুন, আইন বলুন, তথাকথিত ধর্ম্মনীতি বলুন, সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষবাদই চরমলক্ষ্য এবং ইহাকে মূল করিয়াই 'incarnation,' 'personification,' embodiment' প্রভৃতি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। যোষ মহাশয় অবতারতত্ত্বকে "bodified" বলিতেন, যেন অপ্রাকৃত জগতে body অর্থাৎ খরাই-লীলাপুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত দেহ নাই, জগতে আসিয়া body হইয়াছে।-শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়াছিলাম—"আপনি চিবিলাসের কথা জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় বলিতে না পারিয়াছেন, নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদের মস্তকে তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক লগুড়াঘাত করিয়াছেন। কারণ চিবিলাসের কথা ত জগতে বিকাইবে না।" শ্রীল প্রভুপাদ কেবল চিবিলাসের ভূমিকা প্রস্তুত করিবারি জন্যই মায়াবাদ ও প্রাকৃত-সহজিয়াবাদকে এতটা কষাঘাত করিয়াছেন।

প্রতিকে বাদ দিয়া কেবল মুক্তি অর্থাৎ ভক্তি বাদ দিয়া কেবল মুক্তিতে বিরজা পর্য্যন্ত চরম গতি। মুক্তি যদি ভক্তি বা প্রতির অনুগামিনী হয়, তবেই উহার মঙ্গল হয় এবং উহা মঙ্গল দান করে; নতুবা মুক্তি infinite পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যাইবে। একমাত্র ভাগবতই এই সকল মুহূক হইতে জীবকে রক্ষা করিয়াছেন। মানব-জাতির এত বড় অতুল হিতৈষিবন্ধুর কাণা আর কোন শাস্ত্রই কোন দেশেই কোন কালেই করেন নাই।

কেবল অনর্থনিবৃত্তিই শেষ কথা নহে, অর্থপ্রবৃত্তিই প্রয়োজন। কেবল বাড়ীর task লিখিলেই বিদ্যার্জ্জন হইবে না, higher classএর কথা জানা দরকার; তবে ত task লিখিবার কাজ করিয়া যাইবে। ব্যায়াম করিলেই তাহাকে সুস্বাবস্থা বলা যায় না। সুস্বাবস্থা ক্রিয়া-দ্বারা প্রমাণিত হয়। যাহার লক্ষ টাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে সে একশত টাকা রোজগার করিতে পারে। আদর্শ অত্যুচ্চ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোত্তম হওয়া দরকার। যে যত বেশী অযোগ্য, তাহাকে যোগ্য করিয়া লইবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু আছেন। কোন প্রকার বিদ্বেষ বা অপরাধ না করিলেই হইল। চিবিবরুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অপরাধ—অসাধুতে 'সাধু' ও সাধুতে 'অসাধু' বুদ্ধি, ভর্ৎসকতা, মায়াধীশ বিষ্ণুতে মায়াবশ-সামান্য বুদ্ধি বা অপ্রাকৃত শব্দ ইন্দ্রিয়ে প্রাকৃত-শব্দসামান্যবুদ্ধি, মায়াবশ জীবে মায়াধীশ বুদ্ধি। নামের নিকট এতবড় অপরাধ আর কিছুই নাই। আর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অযোগ্যতা 'অহং মম' বুদ্ধি অর্থাৎ জড়নামাত্মাতে আত্মবুদ্ধি—ইহা হইল নিত্যদোষ-

থাকিত। অচিৎবিষয়ক অপরাধ—দেহে আত্মবুদ্ধি, আর চিৎবিষয়ক অপরাধ—সাধুনিন্দা প্রভৃতি। জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্যতা—দেহে আত্মবুদ্ধি। এই অযোগ্যতা থাকিলে ভজনে উন্নতি হইবে না। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সহজে যায় না। সদ্গুরু-জ্ঞান যত প্রবল হইবে, কৃষ্ণবিষয়ক কীর্ত্তন যত শুনা যাইবে, উহা তত দূর হইবে।

নাহং সুরাণো ভগবান্ ব্রহ্মিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাকাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।
( ভাঃ ১০-৯, ২৩, ১৬ শ্লো )

যশোদাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ ভক্তদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ, তাদৃশ দেহাত্মবুদ্ধি গৃহব্রত বা গৃহদেবী তথা ত্যাগী ব্রহ্মভূত জ্ঞানীদিগের পক্ষে সেরূপ নহেন।

খুব বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণকে পান। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত অধিভৌতিক লোকগণ কখনই ঐ অবস্থায় কৃষ্ণকে পায় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার। জীবে দয়া নামে রুচি সর্ব্বধর্মসার।"—এই বাক্যটির মধ্যে সকল বেদবেদান্তের নির্য্যাস, ভাগবতের সারকথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণের নামের সংসার—নামকীর্ত্তনের সংসার—মঠ। শ্রীনামই সেখানে একচেটিয়া মালিক বা মলিব, শ্রীনামই সেখানে predominate করিবেন। সেখানে সর্ব্বদা ভগবদ্বিষয়ক সংলাপ বর্ত্তমান। কাহারও master বা mistress অভিমান নাই। অনাচার—ভোগ ( কর্ম্ম ) ও ত্যাগ ( জ্ঞান )-বাহা। মুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কৃষ্ণের দৃষ্ট বিচার করিয়া কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ নামপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা করিতে হইবে। জীবে দয়া—সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখদুঃখিতা। নিজের জীবন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে, তবে শ্রীগৌরসুন্দরের অধিক কৃপা হইবে। প্রত্যেক মানুষের নিকটই হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে নিজের জীবনকে বলি দিয়াও। অন্নে মান দিতে হইবে-অর্থাৎ পাত্র বুঝিয়া পারমার্থিক ও ব্যবহারিক —যেরূপ সম্মান আবশ্যক, তদ্রূপ যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে।—নিজেন্দ্রিয় তর্পণমূলে flattery ( তোষামোদ খোসামোদ) করিয়া তোষা দিতে হইবে না। বিদ্বেষীর প্রতি perfect indifference বা non-chalance—অগ্রাহ্যের ভাব বা ঔদাসীন্য। শুদ্ধবৈষ্ণবের personality'র যেখানে মান বা আদর হইতেছে না, সেখানে আমিও impersonal ভাব দেখাইব—সম্পূর্ণ মৌন থাকিব—non-cooperation করিব। যেমন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণব চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
সেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'।

স্বয়ং নিরবচ্ছিন্ন কীর্ত্তনকারী বিগ্রহ নিজেকে impersonal দেখাইতেছেন যেন চেতনের বৃত্তি সেখানে paralysed হইয়া গিয়াছে। যেখানে positive aggressive-ness, সেখানে ঠাকুর aggressive-ness না দেখাইয়া non-responsive non-cooperation দেখাইতেছেন।

---

# বৈষ্ণব চিনিতে হইবে

( প্রাপ্ত প্রবন্ধ )

জীবের মুখ্য প্রয়োজন-লাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাফলেই জীবের পক্ষে সম্বন্ধজ্ঞান—শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা সম্ভব, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি। ইহাও শুনিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী, জগতের কোন বস্তু বা আগন্তুক কোন বস্তুর নির্দ্দিশেষ তার ঐ কৃপার উৎপত্তির কারণ নহে। এই হৈতুকতার বিপরীত বস্তুটী যে কি ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণাকে আমরা একটা কাল্পনিক রূপ দিয়া বসি। আমরা মনে করি, "আমাদের পক্ষে সেবানিষ্ঠা বা ঔচিত

ঘরাগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা আমাদের মত চলিতে থাকি, একদিন আপনিকভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে।" ভজনাগ্রহটী যেন মিছা তোক্তভক্তিমানী, মনোধর্ম্মী, বহুজীব আমরা সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেই করিতে পারি।

যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা সাধুর কৃপা ও জীবের পক্ষে সেবার আগ্রহ যে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝিতে পারেন না। সাধুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সত্য সত্য অন্তরের সহিত আর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন, ইহাও তাঁহাদের ঐরূপ কপটতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিবার উপায়-সম্বন্ধে মহাজনগণ এরূপ বলেন—

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে।"

যিনি যেরূপ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করিলে আদর যথারূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী, অমায়ার কৃপার যথার্থ উপলব্ধির বিষয় হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য, চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদিত হয়। নিজের ভ্রাতাকে 'ভ্রাতা' বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাঘ্রাণিত-পূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, উহা অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত ভোগলিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ব-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই বৈষ্ণব চেনা বা তাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কয়েকটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নানাপ্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের স্নেহ, বিনীত ব্যবহার, স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। ঐ গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। ঐ গুণগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটা মমত্বাভাসের জন্ম দান করে। এই প্রকার বাহ্য-গুণদর্শনে স্বরূপবিচার ও সেই সকল অনুকূল গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত মমত্ববোধ, উহাদ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কি না আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে, আদর করিতে হইবে—তাঁহার বৈষ্ণবতার বিষ্ণু নিয়া। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্য-মমতা কি পরিমাণে আছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। অন্য পঁচিশটী গুণ ঐ স্বরূপলক্ষণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া উহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। বৈষ্ণব, অথচ তিনি মৃদু বা সুশীল নহেন এরূপ হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবতার তারতম্যানুসারে ঐ গুণগুলির বিকাশের তারতম্য হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল গুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাধারণ ধারণা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেরূপ বলেন নাই। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে আমাদের এরূপ ধারণা

হয় যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবের যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, সে সকল গুণ বৈষ্ণব ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্মপরায়ণ ইতর ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ কিছু অবৈষ্ণব ব্যক্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকুণ্ঠলোকের বাচ্যবস্তু এ জগতের বস্তুর ন্যায় সংকীর্ণ, অনিত্য বা তুচ্ছ নহে। এ জগতে শব্দ যে সকল বস্তুকে উদ্বোধন করে, সেই সকল বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং একই গুণ বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব, এরূপ বিচার নিতান্ত স্থূলদর্শিগণের নিকটেই আদর পাইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে "বদান্যতা" বৈষ্ণবের একটী গুণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এরূপ বলিয়াছেন। "বদান্য" এই শব্দটী এজগতে অজ্ঞরুচিবৃত্তিতে যে অর্থ নির্দ্দেশ করে, তাহা সাধারণ মানবে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু বিষয়রুচিবৃত্তিতে ঐ শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবের এই গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন কে? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন—যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন। নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটই বৈষ্ণবের গুণসকল যথার্থস্বরূপে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত এবং অনন্যসাধারণ গুণ তিনিই দর্শন করেন, তিনি উহাকে প্রাকৃতগুণমধ্যে দর্শন করিয়া অপরাধে আবদ্ধ হন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে বৈষ্ণবকে দেখিবার রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে। বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহা আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদিগকে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় প্রবৃদ্ধ না করে, ঐ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাস্তবিকপক্ষে বৈষ্ণবের গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই। বৈষ্ণবোচিত গুণসকল বৈষ্ণবেই থাকিবে। প্রাকৃত চক্ষে দেখিতে গিয়া যদি বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কবি ছিলেন, কিন্তু শিবানন্দ সেন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সেরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কবিত্বগুণটী দর্শন হইল না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সাধারণ সাহিত্যিক মনে করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত কবিত্বরূপ একটী প্রাকৃত, আকস্মিকগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা হইল মাত্র।

প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব কুটৈক-শরণতার দিক্ হইতে বৈষ্ণব দেখিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে সাধারণ মানবসাম্যে দেখিতে গিয়া তাঁহাদের দোষ, গুণাভাস ইত্যাদি দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের গুণাভাস দর্শনেই বৈষ্ণবতার বিচার করিয়া থাকেন। কোন বৈষ্ণবে সাধারণ মানবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, ঐ দিক্ দিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার করেন। যদি কোন বৈষ্ণব তাঁহার ঐ গুণটী অপ্রকাশিত রাখেন, তাঁহাকে আর বৈষ্ণব বলেন না। আর যদিই বা বলেন, তাহা হইলে বলিবেন—ইনি বৈষ্ণব সত্য, কিন্তু ইহার অমুক বৈষ্ণবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য নাই। উহা সোণার পাথরবাটীর ন্যায় নিরর্থক বাক্য। বৈষ্ণবের দোষাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের অরুচিকর বলিয়া তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবের প্রতি অসূয়া-পরবশ হওয়া যেমন নিরয়-প্রাপক, বৈষ্ণবের গুণাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া ঐ গুণ দর্শনে বৈষ্ণবের প্রতি মমতাযুক্ত হওয়াও তদ্রূপ অপরাধজনক। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকের দৃষ্টি প্রাকৃতত্বেই বদ্ধ। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে গিয়া আমরা যেন প্রাকৃতগুণবিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত গুণহীন কোন ব্যক্তিবিশেষ না চিনিয়া বসি।

অনেকে বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" আমরা অসহায় দুর্বল মানব, অজ্ঞ ও মূর্খ, বৈষ্ণব কি প্রকারে চিনিব? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা কি প্রকারে বুঝিব? সদ্গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অবিশ্বাস, যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন অহরহ নানাপ্রকার বিতর্ক আসিয়া বৈষ্ণবের কৃপালাভে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কোন বৈষ্ণব এই প্রশ্নের

অতি সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবগণও বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না একথা সত্য। কিন্তু সেজন্য আমি কেন ভীত হইব? দেশের সম্রাট্ আমার জননীকে না চিনিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য মুহূর্তের আমার পক্ষে আমার জননীকে চিনিতে বাধা নাই। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন জননীকে জননী বলিয়া জানিতাম না, তাঁহার স্নেহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না বলিয়াই যে আমার জননী তখন জননী ছিলেন না বা আমি মাতার স্নেহ হইতে তখন বঞ্চিত ছিলাম, তাহা নহে। মাতাকে মাতৃরূপে আমি না চিনিলেও তখনও মাতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার স্নেহ হইতে তখনও আমি বঞ্চিত হই নাই। মাতার স্নেহে পুষ্ট হইয়াই আমি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মাতার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এবং মাতৃস্নেহ কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি। শিশুকালে মাতাকে চিনিতাম না, তজ্জন্য মাতার স্নেহ আমার প্রতি বর্ষিত হইলেও উহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু মাতার স্নেহ যখন পরিণতবয়স হইলাম, তখন মাতার স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হইলাম। সাধক ভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে "যে কেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া" তাঁহার প্রতি মমত্ব স্থাপন করেন। তখনই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যম অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবেরই কৃপাসাপেক্ষ। বৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখ জীব কনিষ্ঠাধিকারে নামসেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী উহা উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য। তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটী উপলব্ধি করাই আমাদের প্রয়োজন। তাঁহা তাঁহাদের কৃপাবলেই হইয়া থাকে তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইব কেন?

বৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি, ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে—অবৈষ্ণবে অনাত্মীয়জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্য বা অনাদর করিতে পারিয়াছি—এই জ্ঞান। অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয় জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে পরিমাণে অবৈষ্ণবকে পর বুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে এ কেবল মুখের কথা নহে। সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মীয় স্বজন এমন কি আমাদের দেহ বা মনও যদি বৈষ্ণব সেবার বিরোধী হন, তাহা হইলে সেই চৈতন্যবিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃতপক্ষে পর জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞান করা—কেবল ছলনা মাত্র। অবৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, আত্ম এবং পরবঞ্চনামূলক বাক্য।

জ্ঞান, কর্ম্মাগ্রহ ও অন্যাভিলাষ, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্ত, ইহাদের সম্বন্ধে আমার যে পরিমাণ দুর্ব্বলতা আছে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহাদের অপেক্ষা যাহার যে পরিমাণে আছে—বৈষ্ণবের সহিত প্রীতি সম্বন্ধযুক্ত হইবার আশা তাঁহার তত কম। আমাদের হৃদয়স্থিত অনর্থরাশি বৈষ্ণবের প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি হইবার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। ঐ সকল অনর্থের প্রতি যদি মমতা থাকে অর্থাৎ ঐ সকল অনর্থ দূর করিবার নামে যদি হৃদয়ে ক্লেশ বোধ হয়, যদি উহা দূর করিতে না চাই, তাহা হইলে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসে না। অনেক সময় আমাদের হৃদয়স্থিত অনর্থগুলিকে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তজ্জন্য সেগুলিকে পরিহার করা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য এই অনর্থগুলির বাহ্য প্রতীক কতকগুলি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। কনক-পিপাসা, কামিনী-লোভ, প্রতিষ্ঠাশা, লাভ, পূজাপ্রাপ্তি-বাসনা, বৈষ্ণবরূপে, গুরুরূপে হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রাপ্য যাবতীয় বস্তু আত্মসাৎ করিবার দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি সকল প্রকার অনর্থ রূপ

পরিগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া থাকে। আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি যদি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে ঐ অনর্থটী আমাদের হৃদয় কলুষিত করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে। কে কোন্ অনর্থের প্রতিমূর্ত্তি, তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে পারা যায়। অনর্থ-পরিহারে, দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা ধর্ম্মমতকে আক্রমণ করা গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যখন গৌড়ীয়ের সর্ব্ববন্দ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজন-গণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা জগতে প্রচারিত হইতে থাকে—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ভাগবতকে 'নির্ম্মল প্রমাণ-শিরোমণি' বলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগ-বতের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" শ্লোক এবং ভক্তিরসসিদ্ধান্তের মূল মহাজন শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"—এই প্রারম্ভিক শ্লোকের অপার্থ জগতে 'অর্থ' বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে, তখন শুদ্ধবর্গের ভক্তিসিদ্ধান্তের সমর্থ প্রচার করিয়া জগন্মঙ্গল-বিধানের জন্য—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মর্য্যাদা সংস্থাপনার্থ শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল বিচারের নিরাকরণকল্পে যে সকল কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহা ভক্তি-প্রতিকূল বিচারের স্তাবকসম্প্রদায়ের নিকট বহুমানিত না হইলেও—সাধারণজনগণমঙ্গল-পরিপোষক না হইলেও নিরপেক্ষ সত্য-প্রচারকের তদ্ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমেই পরমধর্ম্মের পরিচয় দিতে গিয়া যে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন, শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ যে উত্তমা ভক্তির সামান্য লক্ষণেই অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে নিরাস করিয়া তদ্বিচারের স্তাবকসম্প্রদায়ের অন্তরে আঘাত করিয়াছেন, শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যচতুষ্টয় যে শাঙ্কর মায়াবাদমতকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া শাঙ্করমতাবলম্বিগণের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ঘাত-। প্রদান করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবও যে মায়াবাদ-মতান্ধকারকে সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ভগবত্তা বা আচার্য্যত্ব আক্রান্ত হইবার নহে। অভক্তিসিদ্ধান্তের স্তাবকগণ চিরকালই ভক্তিসিদ্ধান্তকে তাঁহাদিগের শত্রুরূপে জ্ঞান করিবেন। শুদ্ধ সজ্ঞায়যুক্তিমূলা সদালোচনাকে অনাদর করা কখনই প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক নহে।

গৌড়ীয়ে 'কালী,' 'দুর্গা,' 'শিব'-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ কালী দুর্গা শিবকে কখনই নিন্দা করেন না। স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহাদের যে ভজনাদি সাধারণ লোকসমাজে প্রচারিত, তাহা স্বয়ং বেদব্যাসই 'নামাপরাধ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গীতায় "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।" শ্লোকে অন্য-দেবতার যজনকে 'অবিধি' অর্থাৎ যে বিধিদ্বারা গতাগতি-নিবর্ত্তকা ভগবৎপ্রাপ্তি লাভ হয়, সেই বিধির উল্লঙ্ঘন বলিয়াছেন। যেহেতু তৎপরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভুরূপে জানাইয়া দেব-পিতৃ-ভূতাদি যাজকগণের তত্তল্লোক প্রাপ্তি ও তাঁহার যাজকগণের তল্লোকপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাতে অনন্যশরণ হইবার বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। "কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ," "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" এবং সর্ব্বশেষে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো," "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ," ও "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" প্রভৃতি শ্লোকে যে চরম সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচারপর হইলে অন্যদেবপূজা-সিদ্ধান্তের স্বারস্য উপলব্ধ হইবে। কৃষ্ণই নিখিল দেবদেবতার অংশী। বৃক্ষমূলে জলসেচনে যেমন সকল শাখাপ্রশাখাতেই আনুষঙ্গিকভাবে জলসেচন

সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণপাদমূলপূজাতেই সকলের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদিতে রুচি প্রবল থাকিলে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যশরণের বিচার আসে না, তজ্জন্য সব একাকার করিয়া জনগণমতের আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী হয়। গভর্ণর বা অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীকে তত্তৎপদোচিত সম্মান প্রদান করিলে তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে অসম্মান করা হয় না, পরন্তু তাঁহাদিগকে রাজা বলিলেই প্রকৃতপক্ষে অসম্মান করা হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।"

ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা সকলেই ভগবান্ হইতে উদ্ভূত। ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তদধিকারানুসারে কার্য্য করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তদনুসারে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকিঙ্কর জ্ঞানে সম্মান করায় তাঁহাদিগের আনন্দই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, পরন্তু কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে অতিভক্তি দেখাইতে গেলে তাঁহারা অসন্তুষ্টই হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে মহর্ষি ভৃগুবাক্যে কেবল-ভগবদ্ভক্তধারী ব্যক্তিগণকে 'পাষণ্ডী' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধে সমালোচনা-প্রকাশ কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না।

ব্রহ্মসংহিতার "সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" প্রভৃতি শ্লোকের যথার্থ বিশেষভাবে অবধারণ না করিলে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির তত্ত্বজ্ঞানাভাবে নানাপ্রকার মাৎসর্য্যের উদয় অনিবার্য্য। শ্রীভগবদ্ধামাবরণে যে মহামায়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী, ছায়া দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এই শ্রীভাগবতীয় বচনের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইলে সকল সংশয়ের অবসান হয়। শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিষয়ে অবহেলা করিয়া বহির্ম্মুখগণগজ্জলিকার স্তুতি ফুরাইতে গিয়া যে সাধুশাস্ত্র গুর্ব্ববজ্ঞারূপ মহদপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে সাবধান হওয়া সুধীজনমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

'অবৈষ্ণবের মুখে হরিনাম হয় না, নামাপরাধ কখনও নাম নহে,' এই কথারও যে আবার প্রতিবাদ হইতে পারে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। ভক্তিশাস্ত্রের সামান্য আলোচনা থাকিলে বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে সামান্যমাত্র জ্ঞান থাকিলে অবৈষ্ণবগুরু ও নামাপরাধকে আদর করিবার প্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইত না।

ষড়ৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণকে 'দরিদ্র' বলিতে যাওয়া অত্যন্ত সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। আবার দরিদ্রব্যক্তিকে 'নারায়ণ' বলিলে যে ঘোর মায়াবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়—সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তাহা প্রত্যেক ভক্তিশাস্ত্রবিৎ এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন।

'জীব-সেবা' যখন মুক্তিমিশ্রীয় সাধন-সাধনে অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীবের একীকরণে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদার্হ। 'শুদ্ধজীব'—বৈষ্ণব, 'তাঁহার সেবা' কথায় কোন দোষ নাই, কিন্তু বহির্ম্মুখজীবের প্রতি 'সেবা' শব্দ প্রয়োগ করিলে 'সেবা' শব্দের অপব্যবহারই হইয়া থাকে। সেখানে 'দয়া' শব্দ-প্রয়োগই সমীচীন। আশা করি, পাঠকমণ্ডলীর প্রবন্ধলেখক এসকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে সমাদর প্রকাশ করিবেন।

---

## পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন

২৯ মে (১৯৩৮) রবিবার দিবস শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতমশাখামঠ পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ কমল-কুটীস্থিত বাড়ী হইতে "মিঠাপুর, পাটনা" এই ঠিকানার নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঐ দিবস মঠ-সেবকবৃন্দ একটী সুসজ্জিত মোটরে শ্রীবিগ্রহগণকে উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-মুখে নূতন বাড়ীতে লইয়া আসেন। তৎপরদিবস ৩০শে মে শ্রীবিগ্রহের শুভাগমন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণের সমক্ষে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে ও শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ স্বরূপের মধ্যে তাঁহার অর্চ্চাস্বরূপ যে বদ্ধজীবের পক্ষে পরমমঙ্গলদায়ক, তাহা সরল হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতাদ্বারা বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার আদিতে শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও অন্তে শ্রীমহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। বক্তৃতার পর উপস্থিত প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

# শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখামঠ পুরী চটকপর্ব্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগামী ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫), ১২ই জুন (১৯৩৮) রবিবার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা-দিবস হইতে আগামী ১৭ই আষাঢ় (১৩৪৫), ২রা জুলাই (১৯৩৮) শনিবার শ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয় তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহের ন্যায় নিত্য পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতাদিমুখে শুদ্ধ সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন শুদ্ধভক্তিমঠের সেবকবৃন্দ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া সর্ব্বসজ্জনসাধারণকে শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিবেন। আমরা ভাগ্যবান্ বিশ্ববাসীকে এই শুদ্ধসংকীর্ত্তনযজ্ঞে উপস্থিতির জন্য সবিনয় আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।

### বিশেষ অধিবেশনের তালিকা

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীশ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন সোমবার—শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

৩১া আষাঢ়, ১৪ই জুন মঙ্গলবার—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।

৮ই আষাঢ়, ২০শে জুন বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন সোমবার—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব —সাধারণ মহোৎসব।

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন মঙ্গলবার—শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-মহোৎসব।

১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন বুধবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠসেবকগণের নৃত্যকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব।

১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শনিবার—শ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-মহোৎসব।

---

# শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর পক্ষকালব্যাপী অদর্শনে মর্ম্মাহত আশ্রয়ের ভাব-বিভাবিত শ্রীধর্ম্মহাপ্রভু সুতীব্র বিপ্রলম্ভভাবাবেশে যে বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপক আলালনাথে অবস্থান পূর্ব্বক বিষাদরাজ কৃষ্ণবিরহবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন-লীলা-ভিনয় করিতেন, কৃষ্ণের দ্বারকেশী চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তিদর্শনে গোপীগণের বিবর্দ্ধিত বিপ্রলম্ভ ভাবাবেশের ন্যায় যে স্থানে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ বিবর্দ্ধিত চতুর্ভূজত্ব হইত, যেস্থান আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম গৌরপ্রিয়তম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় ছিল, যে মহাপুণ্যভূমি প্রভুপাদের পরমপ্রিয়তম শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুরও পরম প্রিয়—যে স্থান গৌড়ীয়-গৌরবমুকুটবৎ সেই গৌরপ্রিয়ধামে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ অবসরকালে সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন।

### শুদ্ধিপত্র-প্রমাদ-সংশোধন

গত ৪১শ-৪২শ সংখ্যা (১০ম বর্ষ) গৌড়ীয়ের ৬৯৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২৯শ-৩০শ পংক্তিতে "সপ্তমী প্রয়োগ" এরূপ না হইয়া "সপ্তমী প্রয়োগ কি না?" এইরূপ পাঠ হইবে।

উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৭০৩ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ৪৮শ পংক্তিতে "পুনরায়" শব্দটি বসিবে না।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রকাজপ্রবর-
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাধিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫; ১১ই জুন, ১৯৩৮ | ৪৪শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম-ক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানে কোনও মঙ্গল নাই।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা )

যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ-বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব গুরুাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিদ্‌বৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন।

অপরাধিগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা )

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর

সময়—সন্ধ্যা, ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

"যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে প্রত্যবায়-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিষ্পক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।"

কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারদ্বারা বা বিদ্যা ভক্তি দ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে প্রীত করা যায় না। অন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। বাহিরে এই স্থূল শরীরের উপর কাচকুচি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগ মাত্র, তাহা কখনও ভগবানের সেবা নহে। মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প ও বিকল্প। ঐ মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা আত্মধর্ম্ম ভক্তি নহে। কৃষ্ণ জড়জগতের চিন্তা ও বিচারে আবদ্ধ জীবকে কখনও নিজকে ভোগ করিতে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সেব্য-বস্তু।

এই সংসারে মনুষ্যজাতির মধ্যে যত বড় বড় কথা আছে, ভগবদ্ভক্তগণ উহাদের কাণা কড়িরও মূল্য দেন না। যাহারা হরিভজন করিতে আসিয়া বহির্ম্মুখ জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার জন্য সপরিকরে আয়োজন করে, আপনাদিগকে 'বড়' বলে করে, অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উত্তম বেশভূষায় অঙ্গ লালায়িত হয়, তাহারা ভক্ত করিয়া শরীরের পূজা করিতে পারে, কিন্তু হরিভজনের নিগূঢ় রাজ্যে চলিত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করে।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২৩৬—২৩৭)

* উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫)

"প্রণয়েদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্"—ভাঃ ১১।৩।১৬

বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া জীবের স্বরূপ দর্শনে শুদ্ধজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি কখনও অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া 'হীন' জ্ঞানে কোনও জীবকে অবজ্ঞা করেন না বা উদ্বেগ দেন না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

যাহারা প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ়, তাহারা হরিভক্তের চরণে অপরাধী। তাহাদের অহমিকা থাকা অবধি হরিভজন হয় না। হরিভজন কাহাকে বলে? শ্রীরাধিকা ও তাঁহার দাসী গোপীগণ, কৃষ্ণের মাতাপিতা, কৃষ্ণের সখাগণ, কৃষ্ণের দাস দাসীগণ ও ইহাদের সেবকগণেরই কৃষ্ণভজনে অধিকার আছে। কৃষ্ণ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছেন। মহাভাগবত জগতে সেব্য দর্শন করেন না, সর্ব্বত্রই তাঁহার গোলোকপ্রতীতি এবং সর্ব্বকুন্তে চিদ্‌বিলাসী ইষ্টদেবের দর্শন হয়।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে॥

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কাহারও দোষ দর্শন করেন না। মহাভাগবতের বিচারে—নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণ-সেবায় ব্যস্ত, আর আমিই কেবল হরিভজন করিতেছি না—এইরূপ বিচার প্রবল হয়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

অকিঞ্চন হরিভক্তের মধ্যে সর্ব্ব সদ্‌গুণ বিরাজিত। অপরদিকে রথের ন্যায় অভক্তের মন দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশটি অশ্বের দ্বারা দশদিকে অর্থাৎ বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি সর্ব্বক্ষণ আমাদের মনোরথকে বাহিরের বস্তুর দিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ

করিয়েছে। আমরা বিষয়ের দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের আত্মরূপ অথবা শ্রীগুরুপাদিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের নখশোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পদনখশোভা দর্শন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের পদনখশোভা ও শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর পদনখশোভা দর্শন করাই দরকার, নতুবা কখনও জগদ্দর্শন-স্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽীশতন্ত্রামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

হরিবিমুখ কর্ম্মিগণ দুরাশাবশে ভোগে প্রমত্ত হয় এবং অন্ধ-কর্ত্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া উরুবাহু অথবা বিপুল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় সকল যদি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—ইহা ভোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় পুরুষাভিমানী হরিবিমুখ জীবকে সর্ব্বক্ষণ টানিতেছে। ভোগ্য-বিষয়রূপ স্ত্রীলোকসকল থাকে থাকুক, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য হইতেছে, আমার মনকে সহস্র বাঁটা মারিতে মারিতে ঐ প্রকার বিষয়-ভোগ-কার্য্য হইতে নিরস্ত করা। সর্ব্বাগ্রে গোবিন্দজ বা ভোগ্যদর্শন বন্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী বা পুরুষদেহধারী মানব-মাত্রেই—জীবমাত্রেই ভগবানের দাস দাসী; আর আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি। স্বয়ং কৃষ্ণ ভোগ্য হইয়া অপর কৃষ্ণভোগ্যকে ভোগ করা—ভক্তপদবি লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে যাহারা এই বিষয়কে আবাহন করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদনখশোভা দেখিতে পাইব। সেই পদনখশোভা দর্শন করাই চক্ষুর একমাত্র সার্থকতা।

শ্রীকৃষ্ণ বা তদ্বৈভব অবতারগণের, এমন কি, তাঁহার পার্ষদগণের চিদ্বিগ্রহ কোন জীবভোগ্য নহে। অপ্রাকৃত কামদেবের ন্যায় জড় কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। ভগবদ্বিগ্রহকে ভোগ করিবার বুদ্ধি হইলে বা মূল আশ্রয় বিগ্রহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়-বিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ত্যাগ করিবার যত্ন করিলে আত্মবিনাশ অনিবার্য্য। ত্রেতাযুগে রাবণের ভগিনী সূর্পণখা সীতাদেবীর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কামুকতা প্রকাশ করিলে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণের নিকট কামতর্জ্জরিতা হইয়া গমন করিলে, তিনি উহার নাক কাণ কাটিয়া তদনুচিত কর্ম্মের যোগ্যফল প্রদান করেন। শ্রীসীতাদেবী—একপত্নীব্রতময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, নিত্যসঙ্গিনী ও সেবিকা, তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহরূপ নিত্যকাল প্রেম বর্ত্তমান। আর সূর্পণখা রাক্ষসী হইয়া সুন্দরী রূপসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু শ্রীলক্ষ্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল। তিনি উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপ ধরাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় বর্ত্তমানে কপট সৌরভোলিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে ইষ্টদেবের নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন।

অনুকরণ কার্য্যটা বাঁদরামি, উহা অতি জঘন্য ও অশ্লীল। বানর ও মানুষের গল্পে বানরগণের অনুকরণ-প্রিয়তা জানিতে পারা যায়। 'অনুসরণ' কার্য্যটা—অন্য রূপ। কি কি ভাবে সেবার সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম 'অনুসরণ'। গোপালদাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল। সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লোকের নিকট একজন বড় ভাগবত পাঠক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি পয়সা লইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠ করিলে অধিক প্রতিষ্ঠা হইবে জানিয়া তিনি বার বার শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভাগবত পাঠ শুনাইতে বলিতেন। তিনি এমনই পাষণ্ড ও বৈষ্ণব-অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ অন্য ব্যক্তিকে বলে নিজের অপরাধ করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই কথা হইতে তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হয়। অনুকরণকারী হয় নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অনুসরণে অসুবিধা, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে। সহজিয়াগণ নিজকে 'সহজিয়া' মনে করে, কিন্তু সেটা বড় হাস্যাস্পদ ব্যাপার। ক্ষুদ্র বালকের জীবের puppy brain (মতিক) তার কতটুকু। ইহ জগতের যোষি, কপটী অথবা স্বর্গের দেবতা হইতেও, এমন কি নারায়ণের ভক্ত হইতেও শ্রী গুরুপাদপদ্ম বড়

বস্তু, তাঁহার উপর গুরুগিরির উপদেশ চালাইতে হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণও ছোট বড় বস্তু। তাঁহাদিগের সেবা-প্রণালী কেহই বুঝিতে পারিবে না। সংক্রিয়াপথের দুইটী প্রধান লক্ষণ দেখা যায়—( ১ ) ভগবান্‌কে ভক্ত জগতের অন্তর্গত অক্ষজ জ্ঞান মনে করা এবং ( ২ ) নিজকে বৈষ্ণব মনে করা ও বৈষ্ণবকে নিজের সমান মনে করা। উহারা নিজে গুরু সাজিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং নিজেকে পূজ্য মনে করিয়া এইরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকে—"আমিই গুরু, আমাকে সবাই"। কিন্তু মহাজনগণ কি বলিয়াছেন, তাহা একবারও বিবেচনা করে না—ইহাই তাহাদের পরম দুর্ভাগ্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কিন্তু শিক্ষা দিয়াছেন—

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী।

সম্রাট্ কুলশেখর বলিয়াছেন—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদমুষ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥
নাথং বদে তব চরণয়োর্দাসদাসানুদাসো
ভূয়াসমস্য ভবমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যাশ্চমাস্থৃতরূপাস্তাসনে নাভিরন্তং
তাবে তাবে হৃদয়কমলে তাবয়ন্তং কদন্তম্॥

শ্রীবলদেব প্রভু ভক্তভেদের পরিচয়ে বলিয়াছেন—নিজেকে 'বৈষ্ণব' মনে করা বৈষ্ণবতা নহে; ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

বৈষ্ণবের নিকট বৈষ্ণবপ্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে।

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি।
তোমা উচ্ছিষ্ট, পরমবৈষ্ণবে
সদা নিষ্কপটে ভজি।
'নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান তায়।
তাই নিজ ভব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কায়॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে সদ
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

বৈষ্ণবের অনুকরণ না করিয়া বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের ভক্ত নিজেই করিয়া খাইব—এরূপ মনে করা কোন বৈষ্ণবদেবকের উচিত নয়, বৈষ্ণবদিগের ভক্ত রক্ষন করিতে হইবে। অজ্ঞানবশতঃ বা অধিকারেতু নিজকে গুরুবুদ্ধি করিলে মহাপরাধ হইবে। নিজের জন্য অন্যের সেবা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীসনাতন প্রভু বৈরাগীর কর্ত্তব্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বৈরাগী করিবে সেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরার্থে ব্যর্থ, আর তার রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদরভরণ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৪—২২৬)

হরিভজন করিলেই বৈরাগ্য আপনি আসিবে। কৃত্রিম-ভাবে বৈরাগ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগীর উচিত মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" অতি বৈরাগী বা অতি ভোগী কখনও কৃষ্ণভক্ত নহে

গৃহস্থগণও গুরুস্থানীয়, তবে, প্রকৃত অর্থাৎ বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়াই দরকার। গৃহস্থ গুরুর নাম করিয়া জাতিগোস্বামিগিরি চালান উচিত নহে। ভাগবতের অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মহাভাগবতের ক্রিয়া-কলাপ অন্যে জানে মানিতে নাই। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন—"জাতিগোস্বামী বৈষ্ণব নয়।" 'আমি গুরু'—ইহা যে বলিবে, সে কখনও 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। আবার বৈষ্ণব গুরুর কার্য্য না করিলেও সর্ব্বনাশ হইবে। 'মহাভাগবতের অনুকরণ করা' অর্থ নিজের সর্ব্বনাশ করা। পাঠকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে—সেবা করিবে। মহাভাগবতের লক্ষণ এরূপ উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

সম্রাট্ কুলশেখরও তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে—

'স্বপ-ভৃত্য-ভৃত্যপরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ'

—এরূপভাবে দৈন্য জানাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজদিগকে রূপানুগ বলিয়া জাহির করিতে চায়। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে অবহেলা করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে করিত গল্প সৃষ্টি করিয়া নরকগামী হয়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর আদেশ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই সমস্ত আচার পালন না করিলে নিশ্চয়ই হরিভক্তি লোপ পাইবে। হরিভক্ত অতি দুর্লভ।

কৃষ্ণভক্তিসমো বন্ধুঃ কৃষ্ণভক্তিসমো গুরুঃ।
কৃষ্ণভক্তিসমো ত্রাতা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

বৈষ্ণবের কাছ কাছা পাষণ্ডলোকদিগকে যাহারা খাওয়ায়, তাহাদের নরকগমন হয়। কৃতঘ্ন অধ্যাপকেরা ও জাতি-গোস্বামীরা পয়সা লইয়া ভজন কার্য্য করে, ঠাকুর বেচিয়া পয়সা লয়, পয়সা লইয়া ভাগবত পাঠ করে, মাহিনা লইয়া পূজা করে—এ সকল গুরুত্রুব ব্রাহ্মণনামধারী পতিত দেবলগণ ধর্ম্মকর্ম্মের নাম লইয়া যে নিজের সংসারপালন করে, তাহা অতি গর্হিত নিরয়-প্রাপক। বৃত্তিদাসে কৃতঘ্ন অধ্যাপক ও পাষণ্ডগণকে খাওয়ান নিষিদ্ধ। কৃতঘ্ন কেবল নিজের মুখ দেখিয়া থাকে। সে আপাতের বেদজ্ঞ ও পণ্ডিত। বেদপাঠবঞ্চিত বিষ্ণুভক্তি-রহিত বিপ্রের শৌরিস্মরণাতেই সর্ব্বাগ্রে মুণ্ডচ্ছেদ হয়। বেদপাঠীর হরিবিমুখ কৃতঘ্ন নিজের পুরশ্চৌত্রাদির উপনয়ন দানে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বক বৈষ্ণবের বৃত্তি যাজন করিতেছেন। তাঁহারা প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া যাহার যাহা কিছু আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া সকলই কৃষ্ণসেবায় অর্পণ করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্য অপরাপর কপিলদের ন্যায় সাহসিক ব্যক্তির ক্রোড়ে আশ্রয়দান ব্যাপার নয়। যাঁহারা নিজেরা "খাব-দাব থাকব" বিচার করিতেছেন, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া। আত্মগোপনে কিছুতেই হরিভক্ত নয়। যাঁহারা সদ্গুরু-পদাশ্রিত ও বিষ্ণুপূজাপর, তাঁহারাই বৈষ্ণব।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজা না করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অধোক্ষজের সেবাই হরিভক্তি। হরিজন নামে কপটতা করিলে মঙ্গল হইবে না। সত্য সত্য হরিভজন করা দরকার। গৃহব্রতধর্ম্ম থাকান দরকার।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

পুরুষেবিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় ভোগের প্রতি চালাইয়া থাকে। তাহা না করিয়া তাহাদের উচিত নিজের সর্ব্বস্ব মূল্য দিয়া নিজে মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। গৃহব্রতও সেটেই শ্রীসদ্ গুরু করিবে না। কিন্তু হরিভক্তগণ যখন সংসার করেন, তখন তাঁহারা যাহাতে সংসার ভক্তিময় হইয়া উঠে, তাহার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন। হরিসেবার অর্থ—কদাচ লোকদিগকে কৃষ্ণভোগের ভাগ দেওয়া যাইবে না। নিষ্প্রপঞ্চপরায়ণ ব্যক্তিগণ বহির্ম্মুখ।

বিষয়ীর সঙ্গে কেহ ইতি উতি যায়।
নিষ্প্রপঞ্চ-পরায়ণ কভু নাহি পায়॥

পরলোকগত ● ● ● (ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) মহাশয় এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর বাড়ীর ভোগের প্রসাদ অতি সাধারণভাবে প্রস্তুত দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য উত্তম উত্তম প্রসাদ প্রস্তুত করিলে তিনি কিছুদিন এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। আমাদের এখানে বাহিরের লোকের জন্য একরকম ও ভজনকারীদের জন্য অন্যরকম খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা ছিল। ধনীর ঘরে প্রকৃত ঠাকুর পূজা হয় না; ধনীর ঘরে যে ঠাকুর পূজা হয়, তাহা কেবল বিষয়। ধনীরা নিজেরা ভোজ্য সাজিয়া বসিয়া আছে উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাইবার জন্য। সেখানে ঠাকুরও নাই, সেবাও নাই। উহাদিগকে ভেকধারীরা ভাল ভাল খাবার পাইবে বলিয়া বড়লোকের ঠাকুরবাড়ীতে পাতা পাতিয়া বসে। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ কখনও কোন বিষয়ীর ঠাকুরবাটীতে অথবা গৃহব্রতের বাড়ীতে প্রসাদ খাইবার নামে দৌড়াইবে না। যাহারা ভক্ত করে, তাহারা হরিসেবা করে না। আমাদের কথা এই যে,—হরিসেবার জন্য যাহা মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিবার, তাহা ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া বহুলোককে বিলাইয়া দাও। যথার্থই নিজের ও অপরের মঙ্গল করা দরকার। হরিভজনের ছলনার নাটকের অভিনয় করিলে কিছুতেই চলিবে হইবে না। পণ্ডিত সহজিয়ারা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন্য, তাহারা গুরুর উপরে কর্তৃগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা বলে—শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার দেবনীতে পাষণ্ডীমত অঙ্গীকার এবং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে তৎফলে উন্মত্ত করিয়াছেন। এসকলই পাষণ্ডগণের উক্তি। সহজিয়ারা অবৈষ্ণব ব্যক্তিদিগকে অর্থ, পাণ্ডিত্য ও তর্ক যুক্তি দ্বারা নিঃবিধায়ে ধনী-বৈষ্ণব, কুলীন বৈষ্ণব, জাতুক-বৈষ্ণব বলে করে। কিন্তু বৈষ্ণবের সেবকই যথার্থ বড়লোক, অন্যান্য সকলেই নীচ। অর্থ, বিদ্যা অথবা স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ব্যক্তি কখনও হরিসেবা করিতে পারে না। ধনী, বিদ্বান্, কুলীন, ও স্বাতন্ত্র্যবান্ হইলেই ভগবদ্ভক্ত হইবে, এমন নয়। ভোগকামী পঞ্চোপাসক ব্যক্তি হরিসেবার ছলনা করিলেও উহা কখনও হরিভজন নহে। তাহারা দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করে—'ধনং দেহি, জনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি' ইত্যাদি অথবা 'হে ভগবন্, আমাকে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি পদ দাও'। দেবতা হওয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মা বৈষ্ণব, তাঁহার অনুসরণ করা ভাল। ব্রহ্মার অনুসরণ করিয়া যদি ভক্তপোষ্টী বৃদ্ধি করা যায়, তাহা দূষণীয় নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সংসার করিয়া বৈষ্ণব পুত্র সংগ্রহ করেন। যাঁহারা গৃহব্রত হইয়া গৌড়ীয়বংশ বৃদ্ধি না করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদিত করিবেন, তাঁহারা ঘোর অসুবিধায় পড়িবেন। বরিশাল অবস্থায় চলিবেন হয় না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

অনুকরণ করিয়া নাম গ্রহণ করিলে হইবে হয় না। অধোক্ষজের সেবা বাদ দিয়া বা হরিভক্তবৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া নাম গ্রহণ করা মায়াপরাধ হয়।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

নাম গ্রহণ করিয়া যদি সংসার চালাই অর্থাৎ অসৎসঙ্গ করি, তাহা হইলে নাম গ্রহণ করা হয় না। সংসার চালান অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা নিজের কামনা চরিতার্থ করা। গৌড়ীয় মঠই যথার্থ কৃষ্ণসংসার করিতেছেন। হরিভজনের জন্য সব করা ভাল। (অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের বৈকোক্তি) "আপনারা আমার গুরুবর্গ, আপনারা আমার মঙ্গল বিচার করিবেন। আমাকে ভাল দিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া ও ভাল করিয়া পরাইয়া আসল কাজে ফাঁকি দিতেছেন কেন? আপনারা সকলই আমার গুরুদেব, আপনারা আমার কিছু মঙ্গল করিয়া দিন।"

একদিন আমার গুরুদেব এই মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া তিনবারিবার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রত্যেক বিগ্রহকে ঐভাবে দণ্ডবৎ করিলেন। আজকালকার ন্যায় তিনি 'কুড়ুলে' দণ্ডবৎ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গে ওপার থেকে একজন বাবাজী বেশধারী আসিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালী মহারাজকে ঐরূপে ধূলি-বিলুণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন। শ্রীল বাবাজীমহারাজ ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন—"আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার গা হইতে ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন? আমার কত ভাগ্যফলে আমি এমনভাবে ধাবনঃ অঙ্গে ধারণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, আর আপনি কি না ঐ চিহ্ন

ধামরজকে সাধারণ ধূলি মনে করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন।" বাতাস ধামের ধূলা উড়াইয়া আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করাইতেছেন—ইহাতে আমাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে হইবে। এই ধূলা সাধারণ ধূলা নহে, ইহা চিন্ময় ধামরজঃ। এই চিন্ময়রজের কৃপা হইলে অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হইবে। গৌড়ীয় মঠের বিচার খুব ভাল করিয়া দেখা দরকার। কিন্তু সেই বিচারের মূলে যদি অকপট জ্ঞান ভাবনা করি, তাহা হইলে বিপদ্। গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী সুষ্ঠুভাবে না দেখিলে বা বুঝিলে লোকের সর্ব্বনাশ হইবে। যাঁহারা গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নরকে যাইবেন।

সাবধান! হরিভজন করিতে আসিয়া যেন কখনও স্ত্রী-পুরুষের সহিত নির্জ্জন-আলাপ না হয়।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

কখনও মাতৃস্বসীয় ভাবের সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবে না। গোবিন্দ দর্শন করিতে গিয়া স্ত্রীলোক-দর্শন উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ কলিপক্ষ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

ন্যস্তং পদং কিতিঃ স্পৃশন্ যত্রাধর্ম্মপ্লুতো জনঃ।
পুনন্তি যদসম্ভাষাদাস্তস্নানস্ততঃ প্রভুঃ॥

'সেবা চালাইবে ও কৃত্রিম ভজন চালাইবে'—ইহা ধর্ম্ম নহে। সেবা ছাড়া ভজন কর।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

Insincere (কপট) লোকদিগের দ্বারা কিছু কার্য্য, তাহা সর্ব্বদাই মনোধর্ম্ম হইতেছে। Intellectualism এবং emotionalism প্রভৃতি ভক্তি নয়। চারিপ্রকার সাধনীর সহিত বাস্তবিক ভক্তির মিলন না হইলে রস হয় না। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ভাবের লক্ষণ এরূপ বলিয়াছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১১শ শ্লোক)

বৈষ্ণব পাওয়া বড় কঠিন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ দেখে শ্রবণ করিয়া একটীমাত্র শ্লোকভক্ত পাইয়াছিলেন—তিনি রায় রামানন্দ। ভিতরে ও বাহিরে 'এক' হইতে পারিলে ভজন আরম্ভ হয়। যতক্ষণ ভিতরে ও বাহিরে দুইপ্রকার অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইবে না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মুখে অল্প শ্রবণ করার মাত্র এগার বৎসর বয়সে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং মহাভাগবতের মুখে অনেক হরিকথাও শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার জন্ম ১৮৭৪ শকাব্দা, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ২৫ মাঘ শুক্রবার। এখন আমার 63rd year আরম্ভ হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের পরে প্রয়াগে কুম্ভমেলার প্রদর্শনীতে সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সেবা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহা আর পারিলাম কৈ? গৌড়ীয় মঠের সেবায় সহায়তা করিলে মঙ্গল হইবে।

০০ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সাজিয়া ভজনের অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ পাকার মালা জপ করিতেন। শুধু মালা টানিলে সুবিধা হইবে না—মহাভাগবতের অনুকরণ করিলে অমঙ্গল হইবে। যদি মহতের সঙ্গ না করিয়া সকীর্ণ ভক্তিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করি, তাহা হইলে পরমন্তে ছুঁচোর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

মহাভাগবতের অনুকরণ ও তাঁহার ন্যায় পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার দুস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া আগে কনিষ্ঠ ভাগবতের অনুসরণ করা যাউক। কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ, যথা—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

মানুষের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার যত্ন করিলে এই হরিভজনের দেহটীকে মৃত্যুর পর শৃগালেরা আমিষের সহিত ভক্ষণ করিবে। মহাভাগবতের প্রতিষ্ঠাশাভের অনুকরণ না করিয়া আমাদের এককোটী মহাপ্ত অন্ত-র্যামী কনিষ্ঠ ভাগবতের আনুগত্য করুক। 'আমি বলিব এবং

অপরে শুনিবে' অর্থাৎ 'আমি বক্তা ও অপরে শ্রোতা' এই অভিমান কপটতামাত্র। আমি এখানে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া আসি নাই। আপনাদিগকে দেখিলে আমার মনে কৃষ্ণ যাহা বলান, তাহা বলি। আমার বৈষ্ণবসাহচর্য্য হইবার ভাগ্য কবে হইবে? যাঁহারা প্রবীণ, শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব, তাঁহাদের সেবা করা আবশ্যক। যাঁহারা ভবিষ্যতে সৎপথ গ্রহণ করিবেন, আমি এই ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতেছি। যাঁহারা ভবিষ্যতে বৈষ্ণব হইবেন—শীঘ্র লাভ করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য এ সকল কথা বলিতেছি। আমি বর্ত্তমানে বৃথা দেহভার বহন করিতেছি—সর্ব্বতোভাবে অপরাধ হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দেহপাত হইলে অনেকেই উদ্বেগ করিয়া যাইত।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে গুরুসেবককে 'প্রভু' বলিবার শিক্ষা পাইয়াছি। আমরা গুরুভ্রাতৃগণকে 'বাবু' বলিতে শিখি নাই। এক পাষণ্ড শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুগত বলিয়া অভিমান করিত এবং সম্মুখে থাকা স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিত। তাহার হইয়া আমি শ্রীবাবাজীমহারাজের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলাম—"ঐ ব্যক্তির ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অনুমোদন করুন।" তচ্ছ্রবণে তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহার নরকসাধন হইবে, বলিয়াছিলেন। আমি গুরুবর্গের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিব।

নাম্নোরেঃ বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

---

# শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ

"শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে যে সকল রূপানুগ-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত প্রচারিত ও শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা আমরা প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পরমহংস শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাবধূজীবন গৌরাবির্ভাবপ্রভুর আচার্য্যলীলার যে সকল অপসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ও শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা যেরূপ নিঃসঙ্কোচে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা ও যুক্তিসমূহ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর একটি সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা প্রচারিত হইল যে, যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ নানাপ্রকার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়াছেন বা "গৌড়ীয়ে" যাঁহাদিগের প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারা স্বামিপাদ শ্রীধর ভূমিকার আরোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণে বা কীর্ত্তনে কোথাও পতন-সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও রূপানুগ সিদ্ধান্তের দ্বারা এইরূপ অপসিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী এই—"দৈবী মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া" এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে।

আমাদের সকলেরই অধঃপতনের যোগ্যতা আছে।"

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪০

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যতশ্চিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

('ভাগবতামৃত' ধৃত শ্রীপদ্মোত্তরখণ্ড-বচন)

অচিন্ত্য মহাশক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।

২। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আর একটি রূপানুগবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে,—ভক্তিসিদ্ধান্ত

intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারবিশেষ। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়গণের বিচার ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর দ্বারা এই অপ-সিদ্ধান্ত খণ্ডবিখণ্ডিত করিলেন। আমাদের পূর্বগুরু শ্রীবলদেবাচার্য হরিভক্তি-পঞ্চরাত্রের বাক্যের দ্বারা আচার্যের লক্ষণনিরূপণে জানাইয়াছেন :—

পঞ্চরাত্র-প্রবুদ্ধস্য সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ।
সর্বলক্ষণহীনোঽপি জ্ঞাচার্যঃ স বিদিয়তে॥"

অর্থাৎ যিনি পঞ্চরাত্র-বিষয়ক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ ও ভক্তি-সিদ্ধান্তের তত্ত্ববিৎ, তিনি অন্যান্য সমস্ত লক্ষণহীন হইলেও আচার্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" (চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭) বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিৎই গুরুপদবাচ্য—ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিগূঢ় মনোভিষ্টের একমাত্র সম্রাট্ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক বলিয়াই গৌড়ীয়গণের আদিক হইয়াছিলেন। "সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপের কৃপায় পাইনু ভক্তিরসান্ত॥"—(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২০০) প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে, শ্রীরূপ-সনাতন-রূপের কৃপায়ই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার হয়। ভক্তিসিদ্ধান্ত intellectualism হইলে শ্রীরূপানুবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেন না—

"সংগৃহ্যাকরবাত্তাদৃক্ সিদ্ধান্ত-সম্পুটান্"
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১)

অজব্যক্তিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদাশ্রয়-পরিবলে সিদ্ধান্ত-রত্নসমূহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চবর্ষের বালক হইয়াও সিদ্ধান্তবিৎ ছিলেন।

"পঞ্চবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।"
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৭)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পুত্রাভিমানী যে সকল ব্যক্তি অচ্যুতানন্দের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়গণ হইতে চ্যুত ও "অসার"সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

৩। আর একটি অপ-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে যে, যাঁহারা গুরুদেবের আর্থিক সেবা অধিক করিবার অভিনয় করেন অর্থাৎ স্বহস্তে গুরুদেবের নৈবেদ্য রন্ধন কিংবা শ্রীগুরুদেবের সহিত একঘরে শয়ন, শ্রীগুরুদেবের জন্যাদি ব্যবহার করেন, তাঁহারাই অন্তরঙ্গ। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটলীলাকালে "অন্তরঙ্গ" প্রবন্ধ গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিয়া এই অপ-সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের শয্যায় ছারপোকা ও মশা এবং মহাপুরুষের মস্তকে অনেক মৎকুণ অবস্থান করিয়া মহাপুরুষের রক্তপান (?) করে বলিয়া তাহারা যেরূপ 'অন্তরঙ্গ' নহে, তদ্রূপ গুরুভোগপ্রবৃত্তি বা শালগ্রাম শিলা বাজার ভাঙ্গিবার জন্য গুরুদেব বা শালগ্রামের সঙ্গে একঘরে বাস, তাঁহাদের নানাপ্রকার পরিচর্যার অভিনয় প্রভৃতি করিয়াও তাঁহাদের 'অন্তরঙ্গ' হওয়া যায় না। ইং ১৯৩৩ সালে অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামে শ্রীগুরুবোত্তমমঠে অবস্থানকালে ঐ প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে গৌড়ীয়-সম্পাদককে প্রচুর কৃপাশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—এইরূপ সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের সিদ্ধান্ত জানিতেন বলিয়াই তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বলিয়া গৌড়ীয়গণের মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬১), অথচ বলভদ্র ভট্টাচার্য কৃষ্ণদাস বিপ্র প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত বহুতীর্থপর্যটন, নৈবেদ্য-রন্ধন, কণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি বহন করিয়াও গণপতের সিদ্ধান্ত দ্বারা আকৃষ্ট এবং কেহ বা ভট্টথারি স্ত্রীগণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ লোকশিক্ষা-করে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৪। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আর একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, সকলেই "শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার" করিবার অধিকারী। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রণিহিত "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধে কাহাকেও "বামাচারীর অবতার", পত্রাবলীতে কাহাকেও "রাবণ," "অভিমন্যু" প্রভৃতির অনুসরণকারী, কাহাকেও "প্রতিষ্ঠা-রূপিণী গৌরবী-বিষ্ঠার নিন্দক ও নিজীয় মল-মূত্র" প্রভৃতি বলিয়াছেন; কাহাকেও অযোগ্য-পেক্টিংকে মঠ হইতে অপসারিত করিয়াছেন, কেহবা বহুবার অবৈধ অসৎ সঙ্গে নিন্দিত হইয়াছে, কেহ বা নানাভাবে কুবিষয় বর্জন করিয়াছে। শ্রীগুরুদেব শেষ পর্যন্ত কাহারও বা মুখদর্শন করেন নাই, কাহাকেও "ইন্দ্রিয়তাড়নায় তাড়িত" ও "অসার" বলিয়াছেন, এইরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ

অনর্থগ্রস্ত জীবগণ সকলেই শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার করিবার অধিকারী, এই অপসিদ্ধান্ত কিছুতেই কৃপানুসরণ শ্রীল প্রভুপাদের তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকটকালে যেরূপ তাঁহার পার্ষদ-সেবকাভিমানী ত্যাগিব্রুব, কপট, দোষিৎসঙ্গী, অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণকে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে দেন নাই, অথবা প্রাকৃত 'ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক সেরূপ দর্শনও করিতে পারে না,তদ্রূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করা দূরে থাকুক, বহু সেবার অভিনয় করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনই করেন নাই—এই সিদ্ধান্তই আচার্যদেব স্থাপন করিলেন। যাঁহারা প্রতিপদে শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপের ভক্তিসিদ্ধান্তে নানাপ্রকার বিরোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি করিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন?

৫। আর একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, আম্নায়ধারার নিত্যত্ব নাই। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীরূপ রঘুনাথের সমস্ত সিদ্ধান্ত-কৃপার দ্বারা এই নাস্তিকতা-গর্ভমতবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করিলেন। শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী এই যে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাঁহারা গুরু-পরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর" (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ৭ম পরিচ্ছেদ)। আম্নায়ধারার অবিচ্ছিন্নত্ব না থাকিলে শিষ্যত্বেরও নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। গুরু ও শিষ্যপরম্পরা বর্তমানকাল-পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া না আসিলে কৃষ্ণানুশীলন বন্ধ হইয়া যায়, নাস্তিকতার সাম্রাজ্যে অরাজকতার আবির্ভাব হয়।

৬। আর একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর একটি অন্ধকার যুগ কল্পনা বা গঠন করিয়া লইয়া শ্রীরূপানুগধারা স্থির হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা যাউক। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব—'কৃপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না; অচিরেই পঞ্চাশৎক লোক আগমন করিতেছেন।" শ্রীল প্রভুপাদের শত শতবার কীর্তিত এই বাণী শিরে ধারণ করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণব-ইতিহাস-বিরুদ্ধ মতবাদকে খণ্ডবিখণ্ডিত করিলেন। সময় সময় যে 'অন্ধকার যুগে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ও আম্নায়-ধারার অনুভব থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে ভীষণ অন্ধকার যুগ ছিল, সেই সময়ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষগণ, মহাভাগবতাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদির পর যে অন্ধকারযুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীরসিকানন্দ মুরারির শিষ্য শ্রীরাধানন্দ দেব, তচ্ছিষ্য শ্রীনয়নানন্দ দেব, শ্রীরাধাদামোদর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ আম্নায়ে মহান্ সদ্গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পর আবার যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও ভাগবতের অনুপম শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথ দাস মহান্ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কোনও দিনই শ্রীরূপানুগধারা-ধারায় মহান্ আচার্য্যের নিত্যপ্রকটরূপ মহাবদান্যলীলা রুদ্ধ হয় নাই ও হইবে না।

৭। আর একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, যেরূপ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর প্রভু-ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার আলেখ্য-অর্চ্চা ও গ্রন্থাবলীই আচার্যারূপে উদিত থাকিবেন, অন্য কোন মহান্ আচার্য্যের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব এই কৃপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইলেন যে, ভক্তভাগবত বা মহান্ গুরু ব্যতীত গ্রন্থভাগবতের ব্যাখ্যা করিবেন কে? লণ্ডনে শ্রীল প্রভুপাদ যে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তিবিরোধী বেশে শ্রীমূর্ত্তির পূজা প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থভাগবতমাত্র স্থাপনের কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাস্তিকতাগর্ভ অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরূপানুগগণ "গ্রন্থ-সাহেব"-পূজার প্রচলনকারী নহেন, তাঁহারা Personality of Godhead বা পুরুষোত্তমের উপাসক। নরোত্তম শ্রীমহান্ত গুরুদেবের আনুগত্যে পুরুষোত্তমের সেবা প্রচারই রূপরঘুনাথের ধর্ম্ম। শ্রীব্যাসদেব, গুরুদেব প্রভৃতি মহান্ত আচার্য্যবর্গের আশ্রিত না থাকিলে কেবল গ্রন্থভাগবতের আবির্ভাবে জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইত

না। দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ভাগবত-বক্তা বা মায়াবাদী কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ভাগবত-বক্তা কিম্বা যাহারা প্রেতশ্রাদ্ধবাসরে রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া উহাদের সংহার করে, সেরূপ ব্যক্তিগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ মহান্ত আচার্য্যের অভাবের সুযোগ পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রবাহবাণীকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবে, শালগ্রাম বিক্রয় বাজারে আনিবে, এইজন্য মহান্ত আচার্য্যের আবির্ভাব ভগবদিচ্ছায় নিত্যকালই প্রকাশিত থাকিবেন।

৮। আর একটি কপটতাপূর্ণ মতবাদ প্রচারিত হইল যে, "শ্রীল প্রভুপাদ 'পদীনলীন মহাত্মগিরি'র পক্ষপাতী ছিলেন না; সুতরাং মহাত্মগুরুর জগতের প্রতি কৃপা ও পদীনলীন মোহান্তগিরি একই প্রকার!" শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা ঐ কপট মতবাদ খণ্ডন করিয়া জানাইলেন, "পদিনলীন মহাত্মগিরি" মায়া-বাদী বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ে বা পাষণ্ড হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রূপানুগগণের মহাত্মগুরুর কার্য্য শিষ্যের মস্তকে পদ প্রদান করিয়া নিজের উদর সম্ভার বা বিলাসিতা-বর্দ্ধন নহে। শ্রীরূপানুগবর মহান্ত গুরুদেব নিজ-গুরুদেবের বা পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈভব বিস্তারকল্পে আত্মস্থিত সকলকে নবোদ্ভূত গুরুদেবের সেবায় উপকরণ বৈভব রূপে বা বিভিন্ন গুরুমূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া বিপ্রলম্ভের সহিত একযোগে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাণীর সঙ্কীর্ত্তন করেন, ইহা মহান্তগুরুদেবের 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শস্থাপন।

৯। আর একটি অদ্ভুত অপসিদ্ধান্ত শুনিতে পাওয়া গেল যে, আচার্য্যের কার্য্য করিলেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের আসন অধিকার করিবার পাষণ্ডতা হয়। এই অপসিদ্ধান্ত শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত হইল।

"স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন —'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ" আমার, গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন ক'রতে কপটতা ক'রব না। মূর্খসম্প্রদায়ের—কপটসম্প্রদায়ের বা কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখব না। কপটসম্প্রদায়—বৈষ্ণবদ্রোহ সম্প্রদায়—অন্তরে জড় প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায় মনে ক'রছেন,—'গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুনছে কিরূপে।' প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রূপানুগ-সম্প্রদায়ে অমানী-মানদ ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে, যারা তাতে বৈষম্য দর্শন করে, তারা শিষ্যদ্রোহ-পোষক-সমূহ— অপরাধী।"

—( শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ৪র্থ খণ্ড )

১০। আর একটী নূতন অপসিদ্ধান্ত শ্রুত হইল যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের অন্তর্ধানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান আচার্য্যের অবো-ধ্যারূপ করিলে পূর্ব্বাচার্য্যগণকে হেয় করা হয়। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্মরণ, প্রণাম বা অবোধ্যারূপের ক্রম এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ধ্যায়ে শ্রীগুরূং পরমং গুরুম্।
পরমেষ্ঠিগুরুংচেতি নমেদ্ গুরুপরম্পরাম্॥

( হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩১শ সংখ্যা )

অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু প্রভৃতি গুরুপরম্পরাকে যথাক্রমে প্রণাম করিবে। তদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত এই যে—

আগে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষপ্রকারে বোধ করি পরণামে॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম-বিশ্বম্ভর।
আমার গুরুর পূজা আমা হৈতে বড়॥

শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের 'বচনে—

দধ্যাম্ তে মম মনোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু যশোঽস্তু সত্যম্॥

১১। আর একটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভিন্নতত্ত্ব। শিক্ষাগুরুকে মূলে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদান ও তাঁহার উপর গুরুগিরি করা যায়। আচার্য্য-লীলায় এই শ্রীরূপানুগ-বিরোধী সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত হইল।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

( চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭)

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে তত্ত্বগত কোনও পার্থক্য

নাই, কেবল লীলাগত পার্থক্য। "আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষা-গুরু অভিধেয়-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা দীক্ষা-গুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা ভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে।"

( অনুভাষ্য চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭ )

শ্রীরামানুজাচার্য্যের সাক্ষাদুপদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়—

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং আচরেৎ সদা॥

নীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে।—( ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অনুবাদ )

১২। "নিত্যসিদ্ধ" সম্বন্ধে যে কল্পিত ও আধ্যক্ষিক অপসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু নিত্যসিদ্ধের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐ সকল অপ-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল,—

আস্তকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমাং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।১৫০ )

যাঁহাদের গুণাবলী মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দ-স্বরূপ এবং যাঁহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—

"যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্য-সিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষে বিদ্ধদর্শনে সাধন-সিদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। তটস্থ লীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ বলা যাইবে। * * বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা নিত্যসিদ্ধ।

( গৌড়ীয় ৩।৩০, শ্রীল ঠাকুরের কীর্ত্তন )

১৩। আর একটী উৎকট অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, পঞ্চকেশ বৃদ্ধ ও দীর্ঘ উচ্চকায় না হইলে কেহ আচার্য্য হইতে পারেন না। পূর্ব্বাচার্য্যগণের দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বৎসরতাপূর্ণ অপসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

শ্রীল শঙ্করাচার্য্য অষ্টবর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য অর্থাৎ আনন্দতীর্থপাদ পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উর্দ্ধতন দশমস্তরের অভিন্নকায়ী শ্রীমধ্বতীর্থ পূর্ব্বাশ্রমে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকরূপে নদী পার হইয়াই গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থের সাক্ষাৎকারমাত্র অল্পবয়স্কনামে পরিচিত ও আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্রহ্মচারী লীলাতেই আচার্য্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। প্রহ্লাদ ও অদ্বৈতাচার্য্যনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চমবৎসরের বালককালেই আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী—এই সকল আধ্যক্ষিক বিচার স্ব-প্রকাশ আ-র্ষাদের প্রতিবন্ধক নহে। কৃষ্ণতত্ত্বে অভিজ্ঞানই আচার্য্যত্বের যোগ্যতা।

১৪। আর একটী শ্রীরূপানুগবিরোধী অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, বাহিরে দণ্ডধারী সন্ন্যাসী না হইলে আচার্য্য হওয়ার যোগ্যতা হয় না। এই অত্যন্ত ভুল ও অসার সিদ্ধান্ত রূপানুগ সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডিত হইল :—

'যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করে—বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না।'

—( চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য )

"শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস কিংবা সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে বিবিদার্থে নিখিলতাপ্রযুক্ত ও অনুরাগাবিষ্কারপরতা কাষায় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরমহংস-বেষ গ্রহণ করুন, সকলেই ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিগণ লোকচক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অভিনয় করিয়া কিংবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবাসাদি গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিয়া, শ্রীসনাতনাদি পরমহংস-বেষে সজ্জিত হইয়া, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া সকলেই কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।" —( গৌড়ীয় ২য় বর্ষ, ২৩শ সং ৪,৫ পৃষ্ঠা )

গৌড়ীয়ের "ত্রিদণ্ডী" প্রবন্ধে (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা) শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব-গৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুলের সকলেই ত্রিদণ্ডী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরশাখার মূলপুরুষ—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। এই গদাধরের ত্রিদণ্ডশালী শ্রীযাদব উপাধ্যায় নামক একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া যাদবাচার্য্য নামে খ্যাত হন।" শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ব্রহ্মচারীলীলায় আচার্যারূপে আত্ম-প্রকাশ করেন এবং বহু ব্যক্তিকে দীক্ষা ও কৌপীনাদি পর্য্যন্ত প্রদান করেন।

১৪। আর একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, বৈষ্ণব বা আচার্য্যকে 'পরমহংস' বলা ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু এই অপসিদ্ধান্ত শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও শাস্ত্রের বিচারের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী এই—"গৃহস্থ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর ভেষাধারীকেও পরমহংস বা উচ্চসন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই সন্ন্যাস। বৈষ্ণব-মাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস।"—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

—এই অবস্থালাভই পরমহংসের দৃষ্টি-বিচার। ভোগ ও ত্যাগের বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পরমহংস-ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়।" (শ্রীল প্রভুপাদ—গৌড়ীয়ভাষ্য ভাঃ ১১।১৮, ২৮, ৩৬)

"ভাগবতা এব পরমহংসাঃ"—শ্রীধরস্বামী, ভাঃ ৪।১।৫)
অর্থাৎ ভাগবত বা বৈষ্ণবগণই পরমহংস।
"ভাগবতা এব পরমহংসা হেয়োপাদেয়-বিদঃ"
(শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ ভাঃ ৪।১।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৩।২৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পরমহংসকে 'প্রধানীভূত ভক্তিমান্' বলিয়াছেন।

১৬। আর একটী নূতন অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, আচার্য্য বা গুরু বহির্ম্মুখ বিষয়-দুরন্ধর বা লাম্পটিক শ্রেণীর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান আচার্য্যলীলায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত দ্বারা এই মতবাদ খণ্ডিত হইল। "আমার মনের মত না হ'লে—যা'কে বরখাস্ত ক'র্‌তে পারি কিংবা যা'কে দিয়ে আমার মনোবেদী দুষ্ট-বুদ্ধির সমর্থন ক'রে নিতে পারি, তাঁকে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

১৭। আর একটি অভাবনীয় অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য একটী পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারী ব্যক্তিবিশেষ বা কেবল কাণে 'মূ' দেওয়াইবার যন্ত্রস্বরূপ অজ্ঞ অবৈষ্ণব সমাজের তথাকথিত "আচার্য্যে"র ন্যায় একজন পুরোহিতবিশেষ মাত্র। এই অপসিদ্ধান্ত রূপাগ শ্রৌত-সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া বর্ত্তমান আচার্য্য-লীলার উজ্জ্বলা প্রকাশ করিল। আচার্য্যের লক্ষণ শ্রীবামনদেব ও পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্বাচার্য্যপাদ এইরূপ বলিয়াছেন—

পঞ্চরাত্র-প্রবক্তৃত্ব সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এবাচার্য্যস্য জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ॥
—(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)

আচার্য্যস্য তবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
সৌচাচার-পরো নিত্যং পাবণ্ডকুলনির্ম্মূলঃ॥
—(মাৎস্য)

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥
—(বায়ু পুরাণ)

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্যকে কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত দেখিয়া আচার্য্য উপাধি দিয়াছিলেন।—(ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগীতত্রয় প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য-গুরুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায়, আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি, তিনি গ্রন্থাদি প্রচারের দ্বারা ও সিদ্ধান্তপ্রচারের দ্বারা কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন।

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য। তব শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া সত্যা প্রমুখশক্তিরূপাণি-শ্রীবক্রপণ্ডোদ্ধাদি-দ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতঃ, অপরয়া সত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজন-স্মৃতি গ্রন্থবিস্তারং করোষি।"—( ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ )

কেহ কেহ গৌরপ্রেমস্বরূপ আচার্য্য।
আচার্য্যের দ্বারে প্রভু পাঠে বহুবার্য্য।
গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার।
ভক্তবিরোধীর দর্প করিল সংহার॥

( ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ )

মহাভাগবত-গুরুতত্ত্ববিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী সহজিয়েরা যে কৃতক বা অকৃতক বর্ত্তমানকে নির্ব্বিশেষ-উপাসনা (?) পরিচালনা বা বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য একজনমাত্রগুরুবাদী সিমাইট্-বর্ব্বরাজিগণের ভাড়াটুয়া নকল সংস্করণরূপে পুরোহিত-জাতীয় আচার্য্যোপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের আচার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রুতি ও শ্রীমদ্-ভাগবতাদি সনাতন শাস্ত্র যে আচার্য্যের কথা বলেন, তাহা এইরূপ—

"আচার্য্যাৎ হ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।"
"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

১৮। আর একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল যে, মহান্ত আচার্য্য বা গুরুর কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বা সমাধির সম্মুখে মালা বা মন্ত্র স্পর্শ করাইয়া দীক্ষা-প্রদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলেই মহান্ত-আচার্য্যের অভাব পরিপূরণ হইয়া যাইবে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রৌত-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—ঐরূপ অনুষ্ঠান অর্চ্চন-ব্যাপার-মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। বস্তুতঃ কীর্ত্তন-মুখে দীক্ষালাভ করিতে হইলে সংশয় ছেদন-কারী মহান্ত-গুরুর অনন্যতার আবশ্যক। কোন কোন পাষণ্ড অপসম্প্রদায়-বিশেষে পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চনাপরাধ দেখিতে পাওয়া গেলেও শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে এইরূপ প্রথার প্রচলন নাই। অধিক কি, উহা গুর্ব্বপরাধ ও আচার্য্য-বিগ্রহরূপ পাষণ্ডতা।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপ্রভুপাদ "নিকষকৃষ্ণাক্তি বলীয়স্তদপি" ( ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪৪ )—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"যদ্যপ্যাদিত্যো ব্রহ্মবিদ্যাং জানাতি সত্যকামেন ভগবান্-স্তেন যে কামে ক্রতাদ্যুক্তং হোৎং যে ভগবদ্দৃশেভ্য 'আচার্য্যাৎ হ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি'ইতি বচনাৎ। অত্র হি ন কিঞ্চন বিদ্যাসাধ্যমুক্তম্। উপ-কোশলবচনাচ্চ নিকষকৃষ্ণাদ্ গুরুপ্রসাদ এব বলবান্; তর্হি তাবতাপি কিং ন সত্যং শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদি তদপি কর্ত্তব্যম্।"

সত্যকাম জবালাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যদি কেবল শ্রবণাদি বলবান্ সাধন হইত, তাহা হইলে জবালাদির নিকট শ্রবণমাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইত, গুরুর নিকট পুনর্ব্বার কৃপা প্রার্থনা ও পরিপ্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না। আবার উপ-কোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও মহান্ত আচার্য্যের নিকট অভিগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের দীক্ষা ও উপদেশ প্রার্থনা করেন।

---

## বৈষ্ণবধর্ম্মে 'পেনসন্' কামনা নাই

রাজ-সরকারে চাকুরী করিবার পর উপযুক্ত সময়ে পেন্সন্ দেওয়া হয়। এই পেন্সন্ ভোগের কালকে চাকুরী বা কর্ম্ম হইতে অবসরকাল বলা যায়। প্রায় ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বারে এক মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেইস্থানে গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিত একব্যক্তি উপদেশমুখে বলিতেছিলেন যে, প্রথম-মুখে খুব বৈরাগ্যের সহিত সাধন করিতে হয়, তৎপরে সিদ্ধাবস্থায় পেন্সন্ ভোগ করা যায়। তখন আর যোগাদি-সাধন-প্রক্রিয়া বা

শ্রবণ-কীর্ত্তন-নিদিধ্যাসনাদির আবশ্যকতা থাকে না। এই কথা শুনিয়া তখন বুঝিয়াছিলাম যে, বর্ণাশ্রমীদের-ব্যাপারটী বড়ই কষ্টসাধ্য ও কষ্টকর। সেই কষ্টকর অভ্যাসের পর বিশ্রান্তির অবস্থা লাভ হয় এবং সাধনের ফল উপভোগ করা যায়।

কিন্তু যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিলাম যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে পেন্‌সন্ কামনা নাই, তখন হৃদয়ে এক অত্যদ্ভুত দিব্য-আলোকের সন্ধান পাইলাম। এতদিন ধারণা ছিল—বর্ণাশ্রমীদের পেন্‌সন্-ভোগী বা পিঞ্জরাপোলের জন্তুগণেরই উপভোগের মত। অর্থাৎ সংসারের পালনীয়-পশু স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, দেশ, জাতি, সমাজ—যাহাদিগের নিকট হইতে সমস্ত রস বাহির করিয়া লইয়া পিষ্ট ইক্ষুদণ্ডের অকর্ম্মণ্য ও অসার "ছোবড়ার" ন্যায় যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল "অসার" ব্যক্তিগণই বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ এবং মত জরাজীর্ণ ভগ্নদেহকে পরিপালনের জন্য অগত্যার গতি মঠাদিরূপ পিঞ্জরাপোলে প্রবেশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের "গৌড়ীয়-হাসপাতালে" আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে চৈত্রমাসের তীব্র রৌদ্র-তাপের মধ্যে মঠের সেবার কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। কেহ বা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া ( পেটুকবৈষ্ণবীর মত নিজের উদরোদর-পোষণের জন্য নহে বা সেবা-কাদীর নারিকেল-তৈলের পয়সা সংগ্রহের জন্যও নহে ) মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। পঁচিশজন বৃদ্ধকে পুরীর সমুদ্রোপকূলের মরুভূমির মধ্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবোপকরণ ফুল-ফল-শাক-সব্জী প্রভৃতির পরিচর্য্যায় সারাদিন কঠোর পরিশ্রম এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া মাঠে পাহারা দিতে দেখিয়াছি। পঞ্চাশজন বৃদ্ধগণ গভর্ণমেণ্টের "পেন্‌সন্ ভোগ করিলেও যেরূপ লালসাসক্তি-নিবন্ধন সেইরূপ বৃদ্ধবয়সেও, নানা রোগ-শোকে অভিভূত হইয়াও আরও চতুর্গুণ উদ্যমে বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হন ও সংসারের সেবায় সেই অবসরকাল নিয়োগকেই "অমার্কেলত্ব" বলিয়া অনুভব করেন, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া অতিবৃদ্ধ জরাজীর্ণগণকেও হৃদয়ের সহজ-প্রেরণায় উৎসাহে হরিসেবা করিতে দেখিয়াছি। সেই সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্মে পেন্‌সন-কামনা নাই। যেমন মায়ার ঠাকুরাণী পেন্‌সন্ নাই, তদ্রূপ যোগমায়ার ঠাকুরাণীরও পেন্‌সন্-কামনা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর হরিদাস,—

সমস্কার করি' তেঁহ কৈলা নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর, অন্তর দুষ্ট মন॥
প্রভু কহে,—কোন্ ব্যাধি কহ ত' নির্ণয়।
তেঁহ কহে,—সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে,—বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে কর॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে,—তুমি মোর নিবেদন॥
হীনজাতি অধম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্ম হৈতে মুক্তি অধম পামর॥
অদৃষ্ট অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
গৌরব হৈতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিশ্রাম-প্রাপ্তিস্থানে থাইনু রেখেছ ইহা॥

( চৈঃ ভঃ অ ১১।৫২-৬০ )

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যসিদ্ধ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে "বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর", "সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে কর" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা হরিদাসের সাধনাগ্রহাতিশয় হ্রাস অর্থাৎ যাহাকে আমরা হরি-সেবায় "পেন্‌সন্ নেওয়া" বলিয়াছি, সেই পেন্‌সন্ গ্রহণের কথা বলিলে এবং হরিদাস ঠাকুরের অবতারের কারণ জানাইলে ঠাকুর হরিদাস হরিসেবা হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করা যায় না—এই আদর্শ-স্থাপন এবং নিজ-সকল বহুমের আকরস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মেই প্রদর্শন-করে ঐরূপ বৈভবময়ী উক্তি করিয়াছিলেন। বর্ণ-অর্থ-কাম-মোক্ষ-

বাসনাযুক্ত অবৈষ্ণবধর্ম্মে পেলনন্ নেওয়ার কথা আছে। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মে সাধ্য ও সাধন অভিন্ন হওয়ায় তাহাতে পেলনন্ কামনার গন্ধই আসিতে পারে না। অজ্ঞাতি-লাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী তাহাদের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাভিলাষ পূর্ণ হইলেই পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মে শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন এবং তাহাই সাধ্য হওয়ায় সিদ্ধিতেও উহা হইতে অবসর গ্রহণ বা পরিত্যাগের কথা নাই, বরং সিদ্ধাবস্থায়ই তাহা পূর্ণ ও অপ্রতিহত স্বরূপে প্রকাশিত হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

মালি হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৫২-১৫৪ )

'শ্রবণ-কীর্ত্তন বা হরিনামের আবৃত্তি একঘেয়ে লাগে, কতদিন আর ভাল লাগে, ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করা যাউক'—এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন বা হরিনামের স্বরূপের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হয় নাই। অনেকদিন হরিসেবা করিয়াছি, অনেক ভক্ত-বৈষ্ণব সেবা করিয়াছি, এখন বৃদ্ধ বা পুরাতন হইয়াছি, সুতরাং নবীনগণের দলে এতকাল পড়িয়া থাকিয়া নিজ অধিকার প্রদর্শন করা উচিত নহে, এখন মুক্ত বায়ু উপভোগ করা যাউক, দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বতন্ত্র জীবন যাপন করা যাউক, ভক্ত-বৈষ্ণবের অধীনতাময় জীবন হইতে অবসর লাভ করা যাউক—এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলে আমরা ভাগবতধর্ম্ম হইতে অদূরে পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়াছি জানিতে হইবে।

যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত বৈষ্ণবতা উদিত হয়, তিনি কোনদিন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অধীনতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অভিলাষদ্বয়ের কোন কোনেও পোষণ করেন না। "শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর অধীনতায় জীবন হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে, এখন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে পারিব, মাথার উপরে আর কোন বোঝা নাই, আমিই-আমার প্রভু"—এই বিচার নরক-পথের পথিকগণেরই উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও প্রত্যেকে প্রত্যেকের আনুগত্যপূর্ণ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য, আবার শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপের কৃপা-বাচকা-লীলা, শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব প্রভৃতি শ্রীসনাতন-রূপের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীজাহ্নবা-মাতার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কাহারও চরিত্রে আনুগত্য বা কৃষ্ণানুশীলন হইতে অবসর-গ্রহণের আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই।

আনুগত্য ও হরিজনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই জগতে আচার্য্য-ধারা ও মহান্ত-গুরুর নিত্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ মহাভাগবতবৈষ্ণবের প্রকট-লীলার সেবা ও আনুগত্যে সঞ্জীবিত, প্রোৎসাহিত ও অখিলপ্রয়াসমুক্ত থাকিলেই আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া নিত্যসেবালাভের অধিকারী হইতে পারিব। অতএব কখনও যেন সেবা হইতে পেলনগ্রহণের কামনা মায়া-পিশাচীর ও ছুঁচোর প্রয়োচনায় আমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়। অনুক্ষণ মননধারাযুক্ত সেবোৎসাহ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, হরিভক্ত-বৈষ্ণবানুগত্যে জীবন নিয়মিত ও পরিচালিত করিবার সদ্বুদ্ধি ও তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সাধুগণের আচরণের অনুগমন-মুখে অনুশীলন-জন্যই যেন সর্ব্বাবস্থায় আমরা প্রস্তুত থাকি। আপেক্ষিক-পারিপার্শ্বিকতা ও দেহের শত শত অসাধ্যাদি প্রভৃতি যেন আমাদের সেবোৎসাহকে ও আচরণকে বিন্দুমাত্রও প্রশমিত বা হীন না করে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিত্যানুগত্য থাকিলেই ইহা সম্ভব।

আমরা অনেক সময় দুর্দ্দৈব ও কর্ম্মফলজাত ব্যাধির আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া দেহ ও মনের আত্যন্তিকের দ্বারা এরূপ অভিভূত হই যে, তখন মনে হয়, ভক্তবৈষ্ণবের সেবা হইতে পেলন গ্রহণ করিলেই আমরা অধীনতাহীন

মুক্তজীবন লাভ হইবে কিন্তু হরিসেবা হইতে না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে নবদ্বারকাল পেষণ গ্রহণ করিয়াই কামনা উদিত হইবামাত্রই মায়াপিশাচী—আমাদিগকে শত শত বন্ধনে তাহার অধীনস্থ করিয়া ফেলিবে, ইহা সুনিশ্চিত। আগন্তুক রোগ-শোক বা কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভাবে হরিসেবা হইতে পেষণ গ্রহণের কামনাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বলে হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে হইবে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শে দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের অনুক্ষণ-লীলাভিনয়ের মধ্যে গুরু-গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবার জন্য নবনবায়মান পরিকল্পনা প্রোৎসাহ ও প্রচেষ্টা এবং কোটিগুণ অধিক বিপ্রলম্ভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহাদের আদর্শের আরতি এবং তাঁহাদের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া হরিসেবা হইতে অবসর-গ্রহণের দুই পিপাসা-রাক্ষসীকে বিতাড়িত করিতে হইবে। অনর্থযুক্ত, দুর্ব্বল কিংবা যে-কোন-প্রকার পতনোন্মুখ ব্যক্তির আদর্শের অনুসরণ করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলকে বিনষ্ট করিতে হইবে না। জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও পতনোন্মুখতা আছে, সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবও সেই পতনোন্মুখতার স্রোতেই প্রধাবিত হই, এই বিচার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও বৃহৎ অগ্নির আনুগত্যে অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারিবে—এই সুদৃঢ় নিশ্চয় ও উৎসাহ গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য-যাচ্ঞার সহিত স্মরণ করিতে হইবে।

---

# বিশেষ দ্রষ্টব্য

গৌড়ীয়ের গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের নিবেদন এই—শ্রীপত্রের পরিচালক-সমিতির আয়ত্তের বহির্ভূত অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ শ্রীপত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। তজ্জন্য গ্রাহকবর্গের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রোবেট্ মোকদ্দমায় শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য কলিকাতার মাননীয় হাইকোর্ট কর্ত্তৃক 'রিসিভার' নিযুক্ত হইয়াছেন। বাগ্‌বাজারস্থিত 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—ইহা পরিচালকগণের পক্ষ হইতে রিসিভার মহোদয়ের নিকট বলা সত্ত্বেও রিসিভার মহোদয় 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'এ দখল নিয়াছেন এবং গৌড়ীয় পত্রের মুদ্রণকার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। অথচ এই 'গৌড়ীয়' পত্র ছাপাইবার সুবিধার জন্যই এই প্রেস স্থাপিত হয় এবং এযাবৎ বরাবরই উক্ত 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'এ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে আমরা অন্যত্র 'গৌড়ীয়ের মুদ্রণকার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে ব্যর্থ হইয়াছি। তজ্জন্যই গৌড়ীয় যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারেন নাই। আমরা আশা করিতেছি—অতঃপর গৌড়ীয় পূর্ব্ববৎ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবেন।

---

# শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৬৫

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১২ই আষাঢ় রবিবার ১৩৬৫ ইং সোমবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রচার শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগোদ্রুমস্থ শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্ব্বিংশে-বার্ষিক বিরহমহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে সপ্তাহ দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহাপ্রসাদবিতরণাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠানসকলে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ( চেয়ারম্যান )
শ্রীমিলিকান্ত সান্যাল ( সেক্রেটারী )
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর-
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই আষাঢ়, ১৩৪৫; ২৫শে জুন, ১৯৩৮ | ৪৫-৪৬শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম-ক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানে কোনও মঙ্গল নাই।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা )

যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ-বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিদ্বৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন।

অপরাধিগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা )

# শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

আচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপানুগবর পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য গোস্বামী ঠাকুর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন ভক্তগণের নিকট যে-সকল হরিকথা অনুকূল কীর্ত্তন করিতেছেন, উহার কিয়দংশের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে "অধীশ ও নিজ ইষ্টদেবের অবতারশ্রেষ্ঠ সনাতনপ্রভু" বলিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণানুশীলনকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক ও শ্রীতিবিষয়াত্মক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক বলিতে কতকগুলি বিধিমূলক ও কতকগুলি নিষেধাত্মক। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক অনুশীলন তিন প্রকার—(১) কায়-চেষ্টামূলক, (২) বাক্ চেষ্টামূলক, ও (৩) মানস-চেষ্টামূলক।

শ্রীতিবিষয়াত্মক অনুশীলন দুই প্রকার—(১) মানস ও (২) তদ্ভাবরূপ। কৃষ্ণসম্বন্ধী বা কৃষ্ণার্থে অনুশীলনকেই "কৃষ্ণানুশীলন" বলা যায়। 'অনু' অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ, যাহার বিরতি নাই,—অথচ নবনবায়মান, ইহাই অনুশীলনের স্বরূপ লক্ষণ। এই অনুশীলনটী একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের কৃপাদ্বারাই লভ্য। ইহা স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপ, স্বয়ং অপ্রাকৃত হইয়াও কায়িক বাচিক ও মানস বৃত্তির অপ্রাকৃতরূপে আবির্ভূত; এই বৃত্তি ত্রয়ের তাদাত্ম্যরূপে বা সমন্বয়রূপে প্রকটিত—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। 'কৃষ্ণানুশীলন' বলিতে কৃষ্ণের অন্যান্য রূপের অনুশীলনও বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল ভেদে বিবিধ হইলেও অনুকূলতা-বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহাকে 'ভক্তি' বলা যাইবে; প্রতিকূলতায় ভক্তি নাই। কৃষ্ণের সোচ্চারা প্রবৃত্তিই অনুকূলতা, ভক্তির উত্তমত্ব-সিদ্ধির জন্য তটস্থ-লক্ষণরূপে দুইটী বিশেষণ দৃষ্ট হয়—একটী 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' আর একটি 'জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত'। আর মুহুর্মুহু যে অনুশীলন, তাহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

* * *

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লোকশিক্ষা ও আচার্য্যত্ব তাঁহার প্রত্যেকটী গ্রন্থ ও তাঁহার নিজস্ব শব্দের মধ্যে খুব বেশী পরিস্ফুট। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্টের পরিধার্জ্জকের লীলাটী প্রতি হাতে হাতে বেশী প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহাশয় অতিসংক্ষেপে জীবের দশা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেন X' Ray করিয়া জীবের দুর্গতিসমূহ দেখাইয়া জগৎ অন্ধ ও ব্যক্তিগতভাবে আমাদিগকে শিক্ষা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ হইয়াও কখনও "আমি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি" এইরূপ কথা বলেন নাই। সর্ব্বদাই—'কবে' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন! "আমি সাধক মাত্র, কবে সিদ্ধি পাইব?" এইরূপ বিচার: "আমাকে গুরুদেব সিদ্ধ প্রণালী দিয়াছেন, সুতরাং আমি সিদ্ধতরের লোক"—এরূপ বিচার শুদ্ধভক্তির বিচার নহে। 'আমি কবে প্রতিষ্ঠাশা শূন্য হইতে পারিব'—ইহাই শুদ্ধভক্তির বিচার। আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশা নাই, এরূপ বিচার প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাশা-বিষ্ঠা-ভোজিগণেরই বিচার।

* * *

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিতেন। তিনি আপনাকে আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"আমিত আনন্দসুখদবাসী।
রাধিকাবাধব-চরণদাসী॥"

'আনন্দ' শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবাচার্য্য পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া এইরূপ দেখাইয়াছেন,—

'স্বতস্ত্রত্বাৎ সুখত্বাচ্চ সনাথা বিষ্ণুরুচ্যতে।' অর্থাৎ স্বতন্ত্রত্ব ও সুখত্ব হেতু বিষ্ণুকে 'স' শব্দে অভিহিত করা হয়। সেই বিষ্ণুর আনন্দ ও সুখ যাহা দান করে, তাহাই আনন্দ সুখদ। যেখানে লীলা পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র আনন্দময়, স্বতন্ত্র সুখময় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতা যেখানে সম্প্রকাশিত অর্থাৎ যেখানে তিনি ঈশানাধীন হইয়াও ঈশাধীন।

* * *

শ্রুতিতে পরমতত্ত্ব বস্তু স্বাধীনতাযুক্তভাবরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং তাঁহার ব্রহ্মপুর বেদের (বাসের) কথাও শ্রুতিতে পাওয়া যায়। সেই ভাব নামরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া অনন্তমূর্ত্তি ও অনন্তোদয়-লক্ষ প্রদর্শন করিয়া-

দেন। সেই জ্ঞানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা তাঁহার নাম বা বাণীর মধ্যে সমাকৃরূপে কীর্ত্তিত হইলেই ভোগ বা ত্যাগ-স্বাভাবিক 'জ্ঞান' বা সংসারবাহ্য নির্ম্মূলিত হয়। দেশ-কাল-পাত্রে যে-পরিমাণে শাবল্যযুক্ত জ্ঞানের কথা, অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলার কথা সঙ্কীর্ত্তিত হন, সেই পরিমাণে পরিপূর্ণ নিঃশ্রেয়স লাভ, আর যে পরিমাণে জ্ঞানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সংস্মরণ, সঙ্কীর্ত্তন ও সংস্মরণ কম হয়, সেই পরিমাণে ভোগ বা ত্যাগরূপ অমঙ্গলময়-সংসারের উদয় হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই বিপঞ্চিৎ। জ্ঞানকে তাঁহার শাবল্যশক্তি বা বৃত্তির আশ্রয় ব্যতীত জানিতে, বুঝিতে বা মানিতে গেলে জ্ঞান সেই বোদ্ধার, দ্রষ্টার বা মাপকের চক্ষুটীকে তাঁহার বিশ্বরূপের আবরণের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া আলোকহীন অন্ধকার অর্থাৎ চেতনময় ও আনন্দরূপ আলোকের অভাবময় নির্ব্বিশেষ রূপটী প্রদর্শন করেন। যতদিন পর্য্যন্ত সেইরূপ দর্শন, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাকৃত দ্রষ্টার, বোদ্ধার ও মাপকের দুর্ভাগ্যের ন্যায় হীনতম দুর্ভাগা আর নাই।

সেই শাবল্য আর কেহই নহেন, গুরুপাদপদ্মই জ্ঞানের শাবল্যশক্তি। শাবল্যের আশ্রয় হইলেই জ্ঞানের নামের শোভা, রূপের শোভা, গুণের শোভা, পরিকর-শোভা ও লীলার শোভার সঙ্গে প্রকৃত সামঞ্জস্যযুক্ত সংস্থিতি বা বা সন্নিবেশ (adjustment) হয়। সেই ক্রমে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের প্রতি কার্পণ্যাভিমানের অভাব বা অবিদ্যার প্রাবল্য থাকে।

* * *

অন্বয়ে সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ-সেবাবিলাসী মহাপুরুষই পারমার্থিক গৃহস্থ বা পরমহংস। অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের গৃহ। 'ভক্তি-বিনোদের কথিত 'গৃহেতে গোলোক-ভায়', গীতগোবিন্দের 'গৃহং প্রাপয়' এবং—শ্রীমদ্ভাগবতের 'গেহং জুষামপি" পদে যে গৃহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই কৃষ্ণ-বিলাস-নিকেতনেই পরমহংসগণের অবস্থান। এইরূপ পরমহংস-গণের অনুগতই হংস। হংসগণ অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানকেই তাঁহারা চরম বিচার করেন নাই। পরমহংসগণের সেবাপ্রভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিবেন। সেখানে হংসগণ কেবল অধোক্ষজ-সেবা-বিলাসরূপ নাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, সেখানেই তাঁহারা হংসত্ব হইতে চ্যুত হইয়া অবৈষ্ণবর্ণাশ্রমে ভ্রষ্ট ও পতিত হন। পারমার্থিক গৃহস্থ ও পরমহংসগণের প্রতি যেখানে অনাদর, সেখানে বর্ণাশ্রম "অসুর" বা "অদ্বৈষ" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

* * *

পরমহংসের অপর নাম ভাগবতের ভাষায় "বিধুর বা নরোত্তম সন্ন্যাসী"। শ্রীমদ্ভাগবতে ধীর নরোত্তম সন্ন্যাসীর এইরূপ বিচার দৃষ্ট হয়।

গৃহব্যাধিমিমং দেবং বিশ্বকোষ মুক্তবন্ধনঃ।
অভিজ্ঞাত-গতির্হ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ।
( ভাঃ ১১।৩।৪৬ )

যিনি বিশ্বাভিমুখে আসক্তিরহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত।

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥
( ভাঃ ১১।৩।৪৭ )

যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হন, তিনিই 'নরোত্তম'।

ধীর-পক্ষে স্বভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, ঘটনাক্রমে পরকর্ত্তৃক তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে। ধীর বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও শ্রীহরিকে হৃদয়ে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ধীর মুক্ত ও মুক্তবন্ধন হইলেও ক্রমপন্থী, কিন্তু নরোত্তম সহজ বা স্বভাবতঃই আত্মবিৎ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায় ধীর আতুর-সন্ন্যাসী, আর নরোত্তম ভক্তিবিবেকী। 'পরমহংস' অধোক্ষজ-সেবা-বিলাসী। অতএব বাণিবার বুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের বিধির অন্তর্গত মনে করিলে তাঁহাকে ভুল বুঝা হইবে। পরমহংস নিজেও কখনও বাণিবার বুদ্ধি লইয়া বিশ্বদর্শন ও তজ্জন্য বিশ্বকে ভোগ ও ত্যাগ করিবার পৃষ্ঠায় চালিত হন না। এজন্যই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য অধোক্ষজের সেবা বা ইন্দ্রিয়তোষণ অর্থাৎ অধোক্ষজের সেবকগণের সেবা। সকলে

বিনিময়ে একই উদ্দেশ্যে অকপটে ভাগবত পরমহংসের আনুগত্যে বৈকুণ্ঠ নাম বা শব্দরূপী অধোক্ষজের সেবা করিলে বৈষ্ণবাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী তাঁহাদের স্ব-স্ব বৈধ-আশ্রমে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, নতুবা আশ্রম হইতে পতিতা হইবেন।

শিক্ষানবিশ-বিপ্রগণ অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠনাম তাঁহার চিদিন্দ্রিয়তোষণকারী মহাভাগবতের জিহ্বাদি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রামে শব্দরূপে সর্ব্বক্ষণ বিলাস করিবার জন্য অবতীর্ণ।

অধোক্ষজ বস্তু পঞ্চবিধ রসে পরমহংস বা মহাভাগবতের সঙ্গে বিলাস করেন। সেই অধোক্ষজ সেবা-বিলাসে প্রবিষ্ট বৈকুণ্ঠনাম-কীর্ত্তনকারীই গৌড়ীয়। সুতরাং পরমহংস বা মহাভাগবত গৌড়ীয়ের সেবা বা অধোক্ষজ-তোষণের আনুকূল্য-বিধানই বৈষ্ণবাশ্রমে অবস্থান।

---

# সাধারণের চক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বরূপ কি, কোন্ বস্তুটী "গৌড়ীয় মঠ", কাহাকে "গৌড়ীয়" বলে, ইহা সাধারণ ব্যক্তি কেন, অসাধারণ ব্যক্তিগণও ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, বলা যায় না। তথাপি শ্রীগৌড়ীয় মঠকে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সাধারণের প্রতিষ্ঠান, কেহবা "বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান"-রূপে বিচার করিয়া এবং গত কএক বৎসর যাবৎ গৌড়ীয় মঠের প্রচারের অনুষ্ঠানের ইতিহাস ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অনেকেই গৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে কোনও না কোনও একটী ধারণা গঠন ও পোষণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা বহুত' অনেকেই জানেন না বা জানিবারও বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন না কিংবা বিকৃতভাবে জানিলেও গৌড়ীয় মঠের প্রকৃত-প্রচার-তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্যের সহিত যাচাই করিয়া দেখিবার ঐকান্তিক-আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না; তথাপি গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার অধিকারের দাবী অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সমালোচনাও গভীরভাবে করিবার স্পৃহা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় অথবা কাহারও মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অকপট আত্মযোগের সহিত সমালোচনার জন্য অনেকেই প্রস্তুত নহেন, তবে Restaurantএ বা Club Houseএ যেরূপ তরল ও আমোদজনক সমালোচনা হইয়া থাকে, সেইরূপ সমালোচনাই কার্য্যতঃ পরিদৃষ্ট হয়।

জগতের জনসাধারণ সাধারণ সংবাদপত্রের মুখে আহার করিয়া থাকেন। সাধারণ সংবাদপত্রগুলি যাঁহার সম্বন্ধে যতটা—প্রশংসার দিক্ দিয়াই হউক, আর নিন্দার দিক্ দিয়াই হউক—অধিক বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে ততটা অধিক জনমত সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা জনমতকে বাস্তব-সত্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ মনে করেন, তাঁহারা জনমত গঠন করিবার জন্য বৈধ ও অবৈধ নানা উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না। ছাপার হরফের মধ্যে এমনি একটা ঐন্দ্রজালিক মোহ মাখান রহিয়াছে যে, ছাপার অক্ষরে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাকে সাধারণ লোকে বেদ অপেক্ষাও অধিক প্রামাণিক মনে করে!!

বর্ত্তমানে যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিয়া নূতন দল গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা একটী বিশেষ অভিসন্ধিমূলক জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য নানা উপায়ে আপনাদিগের আলোচন করিতেছেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যে-বস্তু যখন যাহাদের দখলে বা অধিকারে না থাকে, তখন সে-বস্তুকে হেয় করিবার জন্য ও তদ্বিরুদ্ধ জনমত সংগঠন করিবার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। অধিক কি, 'হিতোপদেশে'র শৃগাল পর্য্যন্ত আঙ্গুর ফলের অধিকার না পাইয়া উহাকে 'টক' বলিয়া প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে!

যাঁহারা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিভিন্ন মঠ হইতে—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মাৎসর্য্যবশতঃ অধিকারবিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে জনসঙ্ঘের নিকট হেয় প্রতিপাদন করিবার প্রচেষ্টা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। তবে যাঁহারা ঐরূপ ভাবগ্রস্ত জনসঙ্ঘের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে দর্শন করিবেন বা ঐরূপ মতকে কেন্দ্র করিয়া গৌড়ীয় মঠের সমালোচনায় উদ্যত হইবেন, তাঁহারা কতটুকু নিরপেক্ষ ও অভ্রান্ত সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদের গভীর বিচারের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

অন্য এক শ্রেণীর জনসাধারণ বলিতে পারেন—আমরা কোন পক্ষপাতের ধার ধারি না, বা কোন পক্ষবিশেষের প্রচেষ্টায় দুই জনমতকেও বহুমানন করি না। আমরা কেবল এইটুকু দেখিয়া সমালোচক হইয়া পড়িতে যাই যে, পারমার্থিকগণ কেন আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? কোন্ পক্ষ বাদী, কোন্ পক্ষ বিবাদী—তাহাও হয়ত অনেকেই বিচারের মধ্যে আনিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা ব্যাপারটী যে কলি ও তামসিক ব্যাপার বিশেষ, তাহা পারমার্থিকের জিজ্ঞাস্য নাই—এই সিদ্ধান্তটীকে সকলেই অকাট্য মনে করেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওকালতী করিবার বিশেষ আবশ্যকতা না থাকিলেও, এইটুকু বোধ হয় যুক্তির সহিত বলা যাইতে পারে যে, পরমার্থের পথ যখন কোটিকণ্টকাকীর্ণ, তখন কণ্টকের দ্বারা সেই পথ রোধ করিবার জন্য কলি, বিবাদ বা তর্ক যে এক আকারেই উপস্থিত হইবে, ইহা বলা যায় না।

ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মার নিকট এক আসনে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাদেবের নিকট প্রহ্লাদ ও অসুরবালকগণ একই গৃহে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও অন্যান্য অদ্বৈত-পুত্র-পরিবারাকাঙ্ক্ষিগণ সমভাবে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিকট শ্রীরামচন্দ্র পুরী ও শ্রীঈশ্বর পুরী উভয়েই দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল অভিন্নবর্ত্ম মহাপুরুষের সমভাবের একদর্শনী উন্মোচন করিয়াও পরমেশ্বরের বৈধ ও আত্মর সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে কোনও শ্রেণীই বিলুপ্ত করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ইহাদের মধ্যে কেহবা মহাভাগবত হইয়াছিলেন, আর কেহবা পাষণ্ডী ও "কলির গুপ্তচর" হইয়া পড়িয়াছিল।

পাষণ্ডগণ রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও নানা ষড়যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছিলেন, প্রহ্লাদকেও রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া আসুরিক নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবকে নবদ্বীপে বিষ্ণুপূজার দ্বারাই কাজীর বিচারালয়ে, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে হুসেনীতনয় বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তার বিচারে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল, সপরিকর শ্রীবাস পণ্ডিত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত নির্য্যাতিত—এমন কি, গৃহবিত্ত হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে—এরূপ শাসনেও শাসিত হইয়াছিলেন। বিধর্ম্মী শাসক শ্রীহরিনামের সঙ্কীর্ত্তনের মূলক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, — নবদ্বীপবাসী হিন্দুসাধারণ ইহাতে আপত্তি করা দূরে থাকুক, নানাভাবে সহানুভূতি প্রকাশ ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এমন শ্রীচৈতন্যদেবকে পর্য্যন্ত সমসাময়িক হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বিগণ, 'পাষণ্ডমত', অর্ব্বাচীন ধর্ম্মোন্মত্ত বা উন্মাদগ্রস্ত ও কিম্বদন্তি প্রভৃতি কত কি বলিয়া গালি দিয়াছিল। অধিক কি, শ্রীঈশ্বর পুরীর গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পুরী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারাও অযোধ্য ঐরূপ অপবাদের দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক সম্প্রদায় এখনও শ্রীচৈতন্যদেবকে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত (?) করিতেছেন। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে যোষিৎসঙ্গীয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অধিদার রামচন্দ্র খাঁ মাৎসর্য্যবশতঃ কতই না অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদ্বারে তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দ্বারাই অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অপরাধ (?) যে, তিনি আউল-বাউলাদি ভেকপ্রধান অপসম্প্রদায়ের নিন্দা ও মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাঁহাদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন, যেরূপ কোনও কোনও ব্যক্তিদ্বারা প্রভুপাদকেও মিথ্যা মোকদ্দমার আসামী হইতে হইয়াছিল। শ্রীগৌর-অন্বেষণের প্রচার—ভক্তিবিনোদমনোহভীষ্টপ্রচার করিবার

নিত্যব্রত গ্রহণ করায় তাঁহাকে কতিপয় ধর্মধ্বজী, অবৈধ যোষিৎসঙ্গী, মর্কট-বৈরাগীর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। অধিক কি, বঙ্গদেশে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধনামা কোন কোন বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম ও গৌরধাম-প্রচারক আচার্যের নির্য্যাতনের জন্য আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তথাকথিত বৈষ্ণব সমাজ বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় আচার্য্য নির্য্যাতনের ষাবতীয় ষোলকলার নানা-প্রকার তদ্বির করিতেও ক্ষান্ত হন নাই! যাহারা সম্বন্ধাবলম্বী, এমন কি, সতীর্থ ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত আচার্য্যনির্য্যাতন-যজ্ঞেও আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। অধিক কি, ভক্তিবিনোদের প্রচুর প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদলব্ধ (?) কেহ কেহ ভক্তিবিনোদ-প্রচারিত শ্রীমায়াপুরধাম ও শুদ্ধভক্তির বিরোধিগণের সহিত যোগদান করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নির্য্যাতন-যজ্ঞের মাৎসর্য্যানলে নানাপ্রকার ইন্ধন সরবরাহ করিয়াছিলেন! একশ্রেণীর বৈষ্ণবব্রুব-সমাজ যাহারা বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মুখে 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতেন, আইন-আদালতের সাহায্যে তাহাদের অনুষ্ঠিত ভীষণ চক্রান্তফলে শ্রীল প্রভুপাদকে এক সময় পুরীর সানাতন মঠের সেবা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরে অন্য বৈষ্ণবব্রুবসমাজের চক্রান্তে পুরীর নিজস্ব আশ্রমকে বিদেশীর ভোগ বখলের বিষয় করিতে হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনের রিপিনলির ঠাকুর মন্দিরের ষোলকলার কথা এক সময় শুদ্ধভক্তি-বিরোধীদলের করতল-গত গ্রাম্য সংবাদ-পত্রে কত বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমসাময়িক শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ইতিহাসেও শ্রীযোগপীঠের শ্রীমায়াদেবীর শ্রীমূর্ত্তিকে কোন গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তিরূপে দাবী করিলে আইন আদালতের নাম কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু জগতের নিকট বাস্তবসত্য ও আচার্য্যকে হেয় করিবার কোন চেষ্টাই সত্যকে উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই বা কখনও পারে না। এ সকল কথা বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের কথা নহে, কাল্পনিক ইতিহাস নহে,—প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন একটি চিরন্তন-সত্য। কাজেই মৎসরতা নির্ম্মৎসর ভাগবতগণকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকে উৎসাদিত করিবার জন্য, জগতে যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গকে নানা উপায়ে চিরজীবী করিয়া রাখিবার জন্য যে ষাবতীয়-ষোলকলা প্রকৃতি কলির তাণ্ডব-নৃত্য, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র, প্রাণান্তোপহারের সংযোগিতার কুৎসা-প্রচার, নির্ম্মৎসরগণের বিরুদ্ধে মৎসরতা-পূর্ণ জনমত সৃষ্টি করিবার কৌশলসমূহ প্রদর্শন করিবেন,—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহা দেখিয়া প্রকৃত সুধীগণের বাস্তব পরমার্থের প্রতি, বাস্তব সত্যানুসন্ধানের প্রতি অধিক স্পৃহা ও অনুরাগই বর্দ্ধিত হয়। এই সকল চিত্র-দর্শনে আমাদের হৃদয়ে সত্যানুসন্ধানে অধিকতর উৎসাহ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-নখশোভায় চিত্ত অধিকতর সংলগ্ন হইতেছে। কোন বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন যে, সিন্ধু যেরূপ নিজ-অঙ্গে জলপ্লাবনের অবিশ্রান্ত আঘাত সহ্য করিয়া জগতের উপকার সাধন করে, তদ্রূপ সাধুগণও খলগণের নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া পরোপকার করিয়া থাকেন।

যদি সাধারণ নৈতিক-ধর্ম বা স্বাদেশিকতা সংরক্ষণ করিবার জন্য এই বিংশ-শতাব্দীতেই কেহ কেহ কারা-বরণ, কেহ বা জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, প্রত্যহ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে পারেন, তবে কি বাস্তব পরমার্থের গৌরব রক্ষার জন্য একান্ত পারমার্থিকগণ তদ্রূপ অপমার্থ ত্যাগ করিতে পারিবেন না? যে পরমার্থ-পথের পথিকগণ ধর্ম-অর্থ-কাম, এমন কি মুক্তি-কিঙ্করীগণের রাজদ্বারে নিত্যকাল অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইবার জন্য চির-প্রতিজ্ঞা করিয়া ভক্তিপথের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, জগতের তেত্রিশ-কোটি দেবতা, সমগ্র মানব-সমাজ যে একান্ত পরমার্থ-পথের পথিকগণকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন, তাঁহারা কি বাস্তব-সত্যের সেবার জন্য মৎসরতা-চণ্ডালিনীর দুই একটা তাণ্ডবকে ভয় করিবেন? সত্য কি এত ক্ষুদ্র, এত দুর্ব্বল, এত নিঃসহায় যে, জন-মত বা মনোধর্ম্মি-মানব-জাতির ভালমন্দ বিচারের দ্বারা শাসিত হইতে না পারিলে তাহার অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারিবে না? বাস্তব-সত্যের ইহাই বলিবার যে, তাহা কোর্ট-নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হয়, শুদ্ধভক্তির ইহাই গৌরব যে, তাহা কোর্ট-কণ্টকাকীর্ণ হইয়াও প্রেমের পথ আবিষ্কার করে। সেই

কোটি-নির্য্যাতন ও কলির কোটি-কণ্টকের মধ্যেই শাশ্বত-সত্যকে চলে করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের সত্য বা জন-মতের সত্য, আর শাশ্বত-সত্য—সম্পূর্ণ পৃথক্। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের সত্যের উপর নির্ভর করেন, তাঁহারা পারমার্থিক হইতে পারেন না। পারমার্থিকগণ জাগতিক শান্তি বা অশান্তির কাঙ্গাল নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের কাঙ্গাল। বসুদেব-দেবকী যখন কংসের দ্বারা কারারুদ্ধাবস্থায় ছিলেন, তখনই কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট প্রকটিত হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ যখন অসুরের দ্বারা নির্য্যাতিত হইতেছিলেন, তখনই শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের উপর যখন অত্যাচারের অবধি ছিল না, তখনই তাঁহারা কৃষ্ণের প্রচুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ক যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া বধার্হ হত্যা-মঞ্চোপরি স্থাপিত হইয়াছিলেন, তখন বাণীনাথের নির্ভীক হৃদয়ে সেবার উৎস উদ্বেলিত ও জিহ্বায় কৃষ্ণনামের আবৃত্তি হইতেছিল জানিয়া মহাপ্রভুর প্রচুর কৃপার উদ্রেক হইয়াছিল।

সেই শুদ্ধভক্ত, যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে তোমা-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তারে তোমার চরণ॥

(চৈঃ চঃ অ ২।১৫—১৬)

—এই কথা জনমত না বুঝিলেও যাঁহারা "মুক্তিপদে হায়ভাক্", তাঁহারা এই উপদেশেরই অনুসরণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ জীবনে-মরণে, সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় এই আদর্শের অনুসরণ করেন। যেখানে এই আদর্শের অনুসরণ বা অনুসরণ নাই, তাহা গৌড়ীয়মঠ নহে, আর যাঁহারা এই আদর্শের অনুসরণ করেন না, তাঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক নহেন। অভিনেতা সেবক নহে, ইষ্ট-পাটকেলও মঠ নহে; শুদ্ধভক্তই গৌড়ীয়মঠের সেবক আর শুদ্ধভক্ত-সমাধানই শ্রীগৌড়ীয় মঠ। যাঁহারা বাস্তব-গৌড়ীয়মঠ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা বেদ-দৃক্ ও নামদৃক্ হইয়া শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধভক্তিকে দর্শন করুন। মামলা-মোকদ্দমা, আইন-আদালত বা বৈদিক ও পৌরাণিক-যুগের ভাষায় 'দেবাসুর-সংগ্রাম' শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থা বা কোন পারমার্থিক-প্রতিষ্ঠানের সমসাময়িক অবস্থা নহে। দেবাসুর-সংগ্রাম থাকিবেই, মায়-মারণে, কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ হইবেই, কলি ও সত্যধর্ম্মে বিবাদ হইবেই। ঐ সকল দেখিয়া যদি পারমার্থিক-ব্যাপারকে বৈষয়িক-ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত মনে করি, বা পরমার্থ-রাজ্যে ঋষিগণের আশ্রমে ও তপোবনে কোনদিনই অসুরের উপদ্রব হয় নাই ও হইবে না, প্রপঞ্চাতীর্ণ কৃষ্ণলীলায় দুরভিসন্ধি পূতনা-প্রভৃতি সঙ্কটের আশৌ অস্তিত্ব থাকিবে না, পারমার্থিক-প্রতিষ্ঠানে দুরভিসন্ধী জনগণ প্রবেশ করিবে না, পারমার্থিক চিকিৎসালয়ে বিভিন্নপ্রকার রোগীর সমাবেশ হইবে না—এরূপ বিচার করি, তাহা হইলে আমরা কোনদিনই পরমার্থের স্বরূপ বুঝিতে পারি নাই, ইহাই প্রমাণিত হইবে। পরমার্থ চিরদিনই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সেবিত হন। আলোর আড়ালে অন্ধকার, সূর্য্যের পশ্চাতে ছায়া, আবার আলোর যেকী মূর্ত্তি 'আলেয়া' পাশাপাশি প্রতিনিয়তই অবস্থান করে; সুবুদ্ধি সুমেধাঃ ও সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারেন। যাহাতে আমরা সেইরূপ সুবুদ্ধিযুক্ত ও সৌভাগ্যবন্ত হইয়া বেদচক্ষু ও নাম-চক্ষুগণের প্রকৃত চক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিতে পারি, প্রত্যেক অবস্থার সহিত আমাদিগকে adjust করিয়া প্রত্যেকটী বিষয় হইতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুদৃঢ়তা লাভ করিতে পারি, উত্তরোত্তর শরণাগত, কৃপাকণি সুনীচ, তৃণ হইতে ও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীহরি-নাম প্রভুর মহোৎসব সেবোন্মুখ জিহ্বা-প্রাঙ্গণে উদয় করাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি, তজ্জন্যই চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য; নতুবা মাৎসচক্ষু-দ্বারা বিশ্বের অন্তরঙ্গ বস্তুজ্ঞানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিকৃত-ছায়া দর্শন করিতে করিতে আমরা কেহ বা কামোন্মত্ত হইয়া কাম চরিতার্থ করিবার জন্য পলায়ন করিব, কেহ বা প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া 'তাল আমি' হইবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' হইতে দৌড়াইব, কেহবা কনক-কামী হইয়া বিষয়ী ও কর্ম্মীর ভাব বহন করিতে উদ্যত হইব, কেহবা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধভক্তির নিন্দা এবং কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর সমবায়-স্বরূপ মাৎসর্য্যের দাস হইয়া কলির নানাপ্রকার তাণ্ডব-নৃত্য, কুহকাস্ত্র, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি আসুরিক উপায়ের দ্বারা জগৎ হইতে বাস্তব-সত্যকে বিলুপ্ত করিবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ও ব্যর্থ-চেষ্টাযুক্ত হইব।

তাই বলি, সাধারণ বা অসাধারণ-চক্ষে, লৌকিক বা

অলৌকিক-চক্ষে, ভোগ বা ত্যাগের চক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবার চেষ্টা না করিয়া শুদ্ধভক্তিযুক্ত হইয়া, শুদ্ধনামযুক্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থা সকলে দর্শন করুন। দেখিবেন, এই দেবাগ্রহ-সংগ্রামের মধ্যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে, এই কুরুক্ষেত্রের-যুদ্ধের মধ্যে গীতোপনিষদ্ প্রকটিত হইতেছে, সদ্ভাবর্ষণ ও কলির মধ্যে পরীক্ষিতের ভাগবত-পারায়ণ হইতেছে। ইহা দেখিয়া কেবল যে সুখ হইবেন, তাহা নহে, আপনাদের অজ্ঞাতসারে অতি সহজে আপনারাও সেই উৎসবে উৎসবান্বিত, মহিমান্বিত এবং শুদ্ধভক্তির প্রতি অমুক্ত ও ঐকান্তিক হইতে পারিবেন।

---

# তপস্যা ও আরাধনা

কর্ম্মিগণের কর্ত্তব্যীয়ত্ব ও কায়িক, বাচিক, মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনকে 'তপস্যা' বলা যায়। আর, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-পারমার্থ দর্শনতোভাবে শরণাগত অন্যাভিলাষরহিত, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তগণের চেতনবৃত্তির নিখিল সেবাচেষ্টাকে 'আরাধনা' বলা যায়। অনেক সময় তপস্যা ও আরাধনার মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে সাম্যভাব দৃষ্ট হইলেও দুইটী সম্পূর্ণ পৃথগ্ বৃত্তি। তপস্যাটি জীবের ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ভোগ ও ত্যাগ বা প্রাচ্ছন্নভোগমূলক ব্যাপার। 'আরাধনাটি' সম্পূর্ণ হৃষীকেশ্বরতোষণপরা বৃত্তি।

ভক্তিপথে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, বামনবমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিবাসরে নির্জ্জল উপবাসাদির বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রীতুলসী-অশ্বত্থ-ধাত্রী-পূজন শ্রীবৃন্দাবিপিনে বাস প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-যাজনের উপদেশও পাওয়া যায়। আবার কর্ম্মিজ্ঞানি-গণেরও সেই সেই কার্য্যে আপাতঃ কিছু ভেদ নহে। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যেও একাদশী প্রভৃতি তিথিতে নির্জ্জল উপবাস, ব্রহ্ম-চন্দন-ধূপাদি-বিলাসপরিত্যাগের পরিচয় আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিচার্য্য এই যে, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর সেই সকল কৃচ্ছ্রসাধন ও কৃষ্ণসুখ-কামী ভক্তের হরিবাসরাদি সমান বা "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ" কি সমজাতীয়? এতৎসম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যদি হরি আরাধিত বা প্রীত হন, তবে তপস্যায় কি প্রয়োজন? যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যায় কি প্রয়োজন? যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তপস্যায় কি প্রয়োজন। যদি আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি উপলব্ধির বিষয় না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যায় কি হইবে?

আমরা অনেক সময় শুদ্ধভক্তি-যাজনের অভিনয় লোক দেখাইবার জন্য বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কিম্বা দৈহিক সুখসমাদি লাভের জন্য যে নির্জ্জল উপবাস বা তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকি, তাহা হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদক না হইলে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত না থাকিলে ঐ সকল তপস্যায় পরিণত হয়, তদ্দ্বারা 'আরাধনা' হয় না। জন্মাষ্টমী-ব্রতপালন বা পাণ্ডবা নির্জ্জলা-একাদশীর উপবাস করিবার অভিনয়মাত্রই আরাধনা নহে, যদি তদ্দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবানুকূল্যোৎপাদনের বৃত্তিটি হৃদয়ে প্রকাশিত বা তদ্রূপ সেবোন্মুখ-চেষ্টা না থাকে, তবে তাহা তপস্যামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। তপস্যা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তাহা বস্তুবৈরাগ্যের প্রকার বিশেষ। আরাধনাটী যুক্তবৈরাগ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তির সেবার সহিত যোগযুক্ত।

'আরাধনা'র প্রথম প্রতিজ্ঞাই শরণাগতি। শরণাগতির অভাবে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যায় পরিণত হয় ও তদ্দ্বারা তপস্যার ফল লাভ হয়। কিন্তু 'আরাধনা'র ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা লাভ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বা গৌড়ীয় মিশনের সেবায় অল্প বিস্তর চেষ্টা দেখাইয়া অনেকে 'তপস্বী' হইতে পারেন এবং তপস্যার ফল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিও হয়ত অনেকে

লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কে কতটা 'আরাধনা' করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের আদর্শের দ্বারা দিয়া। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'আমরাই গৌড়ীয় মঠ গড়িয়া তুলিয়াছি', কেহ কেহ বলিতে পারেন—'আমাদের দলেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য ও উত্তম বেশী আছে বলিয়া আমরাই "খ্যাতনামা" বা আমাদের দলেই "বড় বড় লোক আছে", কিন্তু সেইরূপ 'বড় আমি' বা 'বড় আমরা' দলের লোক তপস্বী হইতে পারেন, তাহারা 'ভাল আমি' বা 'ভাল আমরা' না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি, দৈন্য, আত্মনিবেদন, আর্ত্তি, দম্ভরাহিত্য ও হরিজনৈকত্বের সম্পূর্ণ আনুগত্যে উদ্ভাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই 'আরাধক' শ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবেন না। জগতে তপস্বীর তপস্যার ফলস্বরূপ অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বেশী পাওয়া যায়। তপস্বিগণই অধিক খ্যাতনামা হন, কিন্তু আরাধকের জগতের নিকট সেরূপ খ্যাতি নাই, তাঁহারা সেরূপ খ্যাতির কাঙ্গালও নহেন। বহির্মুখজগতের অতিরিক্ত উত্তরেই মূল্য আরাধকগণের নিকট অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভু বা শ্রীবল্লভভট্ট অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্য বা কুমারিল ভট্ট বহির্মুখ জগতে অধিক "খ্যাতনামা"। শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি আরাধক-শ্রেষ্ঠগণ অপেক্ষা চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর আখড়ার অনেক ব্যক্তির নাম জগতে বহুল প্রচারিত। ইহার মূলে বহির্মুখ জগতের আরাধনা অপেক্ষা তপস্যার ঐশ্বর্য্য ও মায়ার প্রতি অধিক আকর্ষণের প্রাধান্যই পাওয়া যায়। 'আরাধনা'র প্রাপক কৃষ্ণ, আর তপস্যার প্রাপক যাহা বা যাহারা জীব। এজন্য কোন কোন ভোগবাদী কর্ম্মবীর আরাধকশ্রেষ্ঠকে অকর্মণ্য ও সমাজের ভারস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে জগতের তপস্যামূলক অর্থাৎ ভোগমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—'আরাধনাই' শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর 'আরাধনা' সর্ব্বোত্তম, তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণব আরাধনা উত্তম। তপস্যা অসুরগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তপস্যাবলে অনেক অসুর 'নারদাদি' হইয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদের সর্ব্বনাশেরই হেতু। এক সময় পণ্ডিত শ্রীবাস এক পরমহংসী, নিষ্পাপ-জীবন ও মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্যের প্রতি বিশেষ প্রভাবিশিষ্ট ব্রহ্মচারীকে তাঁহার গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন "পাষণ্ড" তাঁহার সংকীর্ত্তন-রাসমণ্ডলীর কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তখন শ্রীবাস মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, কোন পাষণ্ড তথায় নাই, কেবলমাত্র একজন পরমহংসী ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন।

শুনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
'বাট বাট বাড়ীর বাহির লঞা কর'॥
মোর মুখ দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পরমহংস করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?
দুই কর্ণ ঢাকি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পরমহংসে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেই মোর, মুক্তি,তার, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেই মোর নহে, সত্য বলিনুঁ বচন॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তা'রা মোরে কেমতে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥
প্রভু বলে,—"পরমহংসে মোরে নাহি পায়।
সকল করিনু চূর্ণ দেখিবে এথাই॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩০—৪৭ )

অপিচ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।১৭।১—৮)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ॥
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমান্ ঋক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥

হে অনঘ উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তিবিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, বাগাদি, ইষ্টকর্ম্ম, কূপখননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সন্মন্ত্রতন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। অতিমুগ্ধ সৎসঙ্গপ্রভাবে রাক্ষস-তামসভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহক, বিদ্যাধর, মনুষ্যাধম বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বণিক্, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজ-গোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভার্য্যাগণ—ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎসেবা এবং ব্রততপস্যানুষ্ঠান না করিয়া কেবল সৎসঙ্গপ্রভাবেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অজ্ঞাতের কথঞ্চিৎ সাধনাভাস থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজগোসমূহ, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ, কালীয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র সৎসঙ্গলব্ধ অনন্যভাবহেতুই কৃতার্থ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের কি আচরণ, ধ্রুবের কি বয়স, গজরাজের কি বিদ্যা, কুব্জার কি রূপাধিক্য, সুদামার কত ধন, বিদুরের কি বংশ এবং যাদবরাজ উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট হন, কিন্তু কেবল গুণের দ্বারা নহেন।

প্রভু বলে যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, বিদ্যা, ব্রহ্মত্যাগ তার সব বৃথা॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১৯১)

অতএব আমরা যেন তপস্যা-ধ্যানাদীর মোহে মুগ্ধ হইয়া আরাধনাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা না করি। শ্রীরাধারাণী সমস্ত আরাধনার স্বরূপা মূলশক্তি। আরাধনা বৃত্তিটি সেই মূলশক্তিরই কৃপাবিন্দু। তপস্যা মায়া-পিশাচীর বহু-রূপিণী চেড়ী, শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা'য় (১০।৮৭।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বলিয়াছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবিধৈরুতাপরৈ-
র্নহি বিনা তৈব মৃতিং তরন্তি॥

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, তুঙ্গপাতেরই অনুষ্ঠান করুন, বহু বহু তীর্থ বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহু-তর্কই করুন, হরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না।

# বুদ্ধিমান কে ?

( প্রাপ্ত )

কি করিতে হইবে ও কিরূপভাবে করিতে হইবে, এটা যিনি বোঝেন, তিনিই বুদ্ধিমান। কোন্‌টা করিতে হইবে না, এটাও যিনি ঐসঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম। জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, তিনি কি পরিমাণে বুদ্ধিমান, সেই জন্য কি করিতে হইবে ও কিরূপভাবে করিতে হইবে, এটা তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধির সীমা অনুযায়ী সকলেই চিন্তা করিতেছেন। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানব-মনীষা মানবের প্রতিপদ-বিক্ষেপের গতি নিরূপণে বহু শক্তি ও সময় ব্যয় করিতেছে। ভগবানের সেবা করা উচিত কিনা, এটা তাঁহারা বুদ্ধির কৌলদণ্ডে মাপিয়া লইয়া তাহার পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। বিষয়বুদ্ধি বিশ্বে সুখ আহরণের পথ নিরূপণে এতই ব্যস্ত যে, তাঁহারা একখাটা কষ্টিপাথরে কষিয়া লইবার সুযোগ ও সুবিধা এখনও পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বুদ্ধিমান, না ভাবিয়া কিছু করিতেও পারেন না। আমরা শ্রীবৈকণ্ঠঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি যে যাঁহারা "পরিবদতু জনো" এই শাস্ত্রবাণীর আশ্রয় লইতে চান, তাঁহাদের এই বুদ্ধি কিছু কম থাকাই ভাল। সেবা করিব কিনা একথাটা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিলেও যাঁহারা সেবা করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেবার সমালোচক হইবার শক্তি সম্বন্ধে অল্প মনীষা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সুমীমাংসিত করিয়া লইয়াছেন। সেবা-শিক্ষকের পাশ কাটাইয়া তাঁহার উপদেশ যাহাতে কর্ণে প্রবেশ করিয়া সেবায় প্রবৃত্ত না করিয়া ফেলে, তজ্জন্য "বাজীনাং সত্যবন্তেন" ছাঁদ অবলম্বন করিলেও যাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সেবাশিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, অন্য চিন্তার অবসর পান নাই, তাঁহাদের দ্বারা যথাযথভাবে সেবানুষ্ঠান হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে ভার দিয়া থাকেন। সেবাবিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর না থাকিলেও অপরের সেবা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাঁহারা বুদ্ধিমান—নিরপেক্ষভাবে বিচক্ষণতার দ্বারা সকল বিষয় বুঝিয়া লইতে পারেন। যদি-তাহা নাই-ই পারা যায়, তাহা হইলে অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়াশক্তির সেবা-আবরণী বুদ্ধির পরিচয় আর কি প্রকারে মিলিবে? যেখানে সেবার ক্ষমতা আমার আছে মনে করিয়া সেবা করিব কিনা অথবা কি প্রকারের সেবা করিব ইত্যাদি বিচার করিতে যাই, তখনই অন্তর্বুদ্ধির একটী প্রবল আক্রমণ বা দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয় যে, সেবকগণকেও আমরা বুদ্ধি নিয়মিত করিতে পারি। যদিও আমার বিচক্ষণতা এখনও সেবা করা কর্ত্তব্য কিনা সে বিষয়ে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই এবং সেবকগণের বুদ্ধির স্বল্পতা (?) সে বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বহু পূর্ব্বেই। সেবা করিতে আসিয়া তাঁহারা সেবা করিবেন কিনা ও কিরূপে করিবেন, একজন বুদ্ধিওয়ালা লোক-মাত্রেরই এ বিষয়ে চিন্তা করা দরকার—যাঁহারা এভাবে চিন্তা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতই জড়বুদ্ধিবৃত্তির সেবা না করিয়া ভগবানের সেবা করিতে চান, তাঁহাদের এই বুদ্ধিমত্তার কোনই প্রয়োজন নাই। ভগবৎসেবক বা শ্রীগুরুসেবক লোকও নহেন, আবার ঐরূপ বুদ্ধিবিশিষ্টও নহেন। সেবা করিতে যাইয়া, "আমি সেবাটা বুঝি—আমার বুদ্ধির বিচার-মত সেবা করিয়াছি ও করিব" এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান সেবকের নহে—বাণিয়াবুদ্ধির। সেবক শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মুখাপেক্ষী, তাঁহার বুদ্ধি সেই দিক্ হইতে অবতরণ করে—"তবাস্মি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

ভগবান্‌কে সেবা করিবার বুদ্ধিযোগ তিনি নিজেই দান করিয়া থাকেন। তিনি জানান যে তিনিই সেব্য। ভগবানের প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ যাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তিনি সেবা করিবেন কিনা এ কথা ভাবিবার আর অবসর পান না। বুদ্ধিযোগ তাঁহাকে নিত্যসেবক-সত্তার বোধনা জাগাইয়া দেয়। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলে যে অসৎ বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের ঘিরিয়াছে, তাহার হাত হইতে সহজে রক্ষা পাই না। আমরা শুনিয়াছি আমরা চেতন। আমরা নিত্যসেবক একথাটা কোনমতে গ্রাহ্য হইলে সেবা করিতে হইবে কিনা অথবা কাহার সেবা করিব এ বিষয়ে ভাবিবার কিছু না থাকিলেও না থাকিতে পারে তবে আমার

যারা কি সেবা হইতে পারে আমি সকল প্রকার সেবাবিষয়ে যোগ্য কিনা এ সকল আমাকে বিচার করিতে হইবে। আমি সেবা করিবার পক্ষে কতখানি যোগ্য, তাহা আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়া লইয়া সেবা করিতে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু এই আমিটী কে? সেবা করিবেই বা কে, আর তাহার বিচারই বা কে করিবে?

শাস্ত্র সেবা ভক্ত-ভগবান সম্বন্ধে বলেন, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজবস্তু। আমার ইন্দ্রিয়ত' তাঁহাদের কাছে পৌঁছায় না। অধোক্ষজ বস্তুর একটী বিশেষ ধর্ম আমরা সাধু ও শাস্ত্রমুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে তিনি ইন্দ্রিয়ের নিকট নিজেকে অপ্রকাশিত রাখিবার শক্তি ধারণ করেন। আমার পরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয় আমি 'ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব', কারণ, যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার একমাত্র দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। "নামসেবা সেবমর্চ্চয়েৎ"—বিচারে অতীন্দ্রিয় বা অধোক্ষজ-ভূমিকায় অবস্থান না হইলে সেবা করাত' একেবারেই অসম্ভব, অথচ আমি শুনিতেছি আমাকে সেবা করিতে হইবে। জীব অণুবস্তু তাহার দ্বারা কি করিয়া সচ্চিদানন্দ পূর্ণবস্তুর সনাতন পূর্ণ বস্তুর সেবা হইবে? আমি শুনিয়াছি আমি সেবক, আমি আমার সেবার খসড়া তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সেবা যে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য আছেন, এরূপ ভরসা কোথায় পাইব?

তিনি নিত্যসুখযোগবস্তু—তাঁহার অভাব ত' কিছুই নাই, সুতরাং সেবার প্রয়োজনীয়তা-বোধ তাঁহার কোথায়? আমি যে সেবার নমুনা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত, তাহা সেবোর নিকট অপ্রয়োজনীয় বলিয়াও ত' মনে হইতে পারে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব শ্রীহরির সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। অপরকে সেবকের স্বরূপ জানাইবার একটী কাজও তাঁহার আছে, ইহা আমরা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। আমি সেবক—এ কথাটী যখন তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি তখন সেবার খসড়াটা হয়ত ভগবান তাঁহার হাতেই দিয়াছেন, এরূপ বিচার করিয়া চিন্তা করিলে বুদ্ধিমত্তা বেশীই প্রকাশ পাইবে। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে জানিয়াছি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের বা কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানের নামই সেবা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানে সর্ব্বদা তৎপর। আমাদের বাসচেষ্টা কৃষ্ণসেবা-যোগ্যতা লাভ করিয়া পরিণতাবস্থার উপনীত হইবে কিনা অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে সমর্থ হইবে কি না, তাহা আমাদের জানিবার সুযোগ কোথায়? আমাদের বাসচেষ্টা যদি সেবাপর্য্যবসান না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেবা করাইবার মালিক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন করিবে। গুরু-বৈষ্ণবের যাহা ইচ্ছা, তিনি আমাকে দিয়া তাহাই করাইয়া লইবেন। আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী লোক, মন্ত্রিত্ব চালনার সুপটু আমাকে দিয়া মহাপ্রভুর বাগানের সজ্জী করান গুরু-বৈষ্ণবের সেবাকার্য্যে নিয়োজনে দক্ষতার পরিচয় নহে। এ কথা আমাদের বিরাট বুদ্ধিসিন্ধু আবর্ত্তিত করিয়া সহসাই মনে আসিতে থাকে। আমার বুদ্ধি বিচার করিয়া আমাকে অনেকগুলি স্থির (?) সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দেয়। বিশেষ করিয়া একটী কথা আমাদের বেশী মনে হয় যে আমার যে দিকে যোগ্যতা আছে, সেই দিক হইতে আমাকে সেবায় নিয়োগ করিলে ত' মহাপ্রভুর সেবারই সুষ্ঠুতা আরও বেশী হইত অর্থাৎ তাঁহার সেবার অভাবটা বেশী করিয়া দূর করিতে পারিতাম, তাহাতে নিজলাভপরিপূর্ণ ভগবান্‌ই অধিক লাভবান হইতে পারিতেন। যখনে আমি এক বাল্‌তি জল আনিব, তখনে আমি ছিপ্‌ছিপে কাগজ ও দু' চার বোতল কালি খরচ করিতে পারি অথবা যখনে পাঁচটী অক্ষর লিখি, তখনে পাঁচের পাঁচগুণ পঁচিশটা বদ বাঁট দিতে পারি। লোকে বলে, "যার কাজ তাকেই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে"। অতএব যাহার যে যোগ্যতা আছে তাহাকে সেই কাজে দিলে সেবা করাইবার মালিক বেশী সেবা-কাজ আদায় করিতে পারেন। "যা'র কাজ তাকেই সাজে" কথাটা খুবই সত্য—সেবা করিবার ভার আমার পরে থাকিলেও সেবা করাইবার কাজটা আমার নয়। আমি সেবায় নিয়োজিত হইতে পারি, কিন্তু নিয়োগপত্র দিবার অধিকার আমার নাই। একমাত্র গুরুদেবেরই তাহাতে একচেটিয়া অধিকার। তাঁহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের বিষবৃক্ষের আত্মনাশ করিতে গেলে অতিবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে।

সেবা আমরা ত' করিতেই পারি না, তাহার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি? ক্রিয়া ও সেবা এক নহে।

অনুক্রিয়াতে আমার দেহমনের যে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা আছে, তাহার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় বা অধোক্ষজ সেবাস্বভাবের পরিচয় কোথায়? আমরা সেবক, একথা সত্য। কিন্তু সেবাত হৃষীকেন্দ্রিয়-তোষণ, নিজের মনের খেয়াল বা "whims" নহে। একেত' অতীন্দ্রিয় বস্তুই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়, তাহার পর তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন ইন্দ্রিয়ের তুষ্টির বিচার—ইহার অনুসন্ধান করিয়া আমার বুদ্ধি কখনও কি নাগাল পাইয়াছে বা পাইবে?

যেদিন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিয়োগপত্রের দ্বারা হৃষীকেন্দ্রিয়-তোষণকার্য্যে ব্রতী হইতে পারিব, সেই দিনই সেবকত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। আমি স্বরূপতঃ সেবক হইলেও বর্ত্তমানে সেবার যোগ্যতা হইতে একেবারেই বঞ্চিত। অধোক্ষজ সেবার সাক্ষাৎকারেই তদাতীত সেবার উপলব্ধি হয়, তখন অকর্ম্ম ও জ্ঞানকে অপাস্তির অর্থাৎ সেবোর নিকট পৌঁছাইতে একেবারেই অসমর্থ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য হয়। তখন পরিপূর্ণরূপে ইহাই জানা যায় যে, যে বুদ্ধি আমাকে অকর্ম জ্ঞানকর্ম্মের যোগ্যতা দ্বারা সেবাযোগ্যতাকে মাপিয়া লইবার যুক্তি দেয়, সে বুদ্ধি সেবাবৃত্তির পশ্চাদ্ভাগে—হ্লাদিনীসার-সমবেত সচ্চিদ্বস্তুর পশ্চাতে অপাস্তির বা গর্হণীয়রূপেই চিরদিন অবস্থিত রহিয়াছে—সেবা-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বুদ্ধি করিয়া বা আত্মেন্দ্রিয়তোষণরূপ মায়াবাদ আস্বাদন করিয়া বুদ্ধিযোগ হইতে সংস্রবোজন দূরেই আছে। সে বুদ্ধি আমাকে সেবাবস্তু কি তাহা জানিতে—বিধান হইতে দেয় নাই।

আমার মত অবিধানের—অজ্ঞের জন্য শুদ্ধভাগবতের শ্রীমুখ হইতে সেবা-উপদেশময়ী গ্রন্থ-ভাগবতের প্রাকট্য। শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা-উপদেশ শ্রবণ করিলেই অধোক্ষজ ভগবানে অকর্ম্মের বহুমাননরূপ আত্যাবরণ-অপসারিণী ভক্তি বা সেবাবৃত্তির উদয় হয়। গ্রন্থভাগবতে সেবার প্রকাশ প্রস্ফুট থাকিলেও কীর্ত্তনকারী ভক্তভাগবতের অভাবে সেবার প্রাকট্যও থাকে না। সেবার নিয়োগ যিনি করিতে পারেন, সেই কীর্ত্তনকারী মহাভাগবতের অভাবে যদি সেবাবৃত্তির প্রাকট্য সম্ভব হইত, তাহা হইলে ভগবানের ব্রহ্মার নিকট চতুঃশ্লোকী ভাগবত কীর্ত্তন-কালে "পৃচ্ছতা পরিতং বহু" বলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। অন্তর্যামিরূপে ভগবান তাঁহার হৃদয়ে সেবাবৃত্তি প্রকট করিতে পারিতেন। শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়া সেই কীর্ত্তিতবাক্য কর্ণপুট দ্বারা চিত্তে গ্রহণ করিতেন না। কীর্ত্তনকারী মহাভাগবতের সাক্ষাদ্ অনুগ্রহ ব্যতীত চৈত্যগুরুর কৃপা কখনই উপলব্ধ হয় না। চৈত্যগুরু যাঁহাকে আমার কর্ণধাররূপে জানাইবেন, তাঁহাকে মহাভাগবতরূপে বরণ করিয়া সেবা করিব, এরূপ বিচার পরীক্ষিৎ মহারাজের বা শৌনকাদি ঋষির আমরা দেখি নাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও ভক্তাগ্রগণ্য হইলেও নিজের চিত্তকে বিষয়দোষে দুষ্ট জানিয়া এবং শৌনকাদি শুদ্ধ মুনিগণ "কর্ণপাত্রিমন্ত্রাঘাতে" প্রভৃতি বাক্যে তপো-বলের দ্বারা নিজদিগকে ত্রিগুণাতীত স্থির করিয়া উপযুক্ত কীর্ত্তনকারী মহাভাগবত পাদপদ্মাশ্রয়েই চৈত্যগুরুর সন্ধান পাইবার কথা বলিয়াছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শৌনকাদি ঋষিগণ পরিপ্রশ্নমুখে যিনি নামব্রহ্মসেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিতে পারেন, সেরূপ নিবৃত্ততর্ষ কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরন্তর তৃষ্ণাবিশিষ্ট মুক্তপুরুষকেই মহাগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। যদি বলি আমার কৃষ্ণবৃত্তিহীন অন্তর না বলিয়া দিলে কীর্ত্তনকারীর বাণী শ্রবণ করিয়াও প্রকৃত কীর্ত্তনকারী কে, তাহা বুঝি না—ইহার উত্তরে মূর্খ আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুধ্বনি করিয়া সংক্ষেপে ইহাই বলি—

ঈশ্বরের কৃপালেশ যদ্যপি যাহারে।
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

মূর্খ আমরা সিদ্ধান্তকে intellectualism মনে করিয়া আমাদের জড়বুদ্ধির পিছনায় ভরিয়া ফেলিব, এত বুদ্ধি শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে দেন নাই। আমরা শ্রবণ করিয়াছি সিদ্ধান্ত সাক্ষাৎ সচ্চিদ্ বিগ্রহ। গুরুদেবের সিদ্ধান্তকীর্ত্তন ও ঈশ্বরের কৃপালেশ একই বস্তু। গুরু-পরীক্ষিৎ বা শুক-শৌনক-সম্মিলনীতে একমাত্র সিদ্ধান্তরূপ কৃপালেশের দ্বারাই বহু বহু কর্ণধীর, কর্ণধীর, ধানধীর, ধ্যানধীরের মধ্য হইতে মহান্ গুরুকে বরণ করিবার বুদ্ধিযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে নিজেকে মহান্ গুরুর manufacturer করা হয় নাই। সিদ্ধান্তকে যাঁহারা intellectualism মনে করিয়া বুদ্ধি দ্বারাই ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহারা নিজের সেবা সম্বন্ধে নিজে বিচার করিয়া নিয়োগপত্র নিজেই দিয়া থাকেন। নিয়োগপত্র যেন তাঁহার দোষচতুষ্টয়যুক্ত ইন্দ্রিয়কে।

কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। ইন্দ্রিয়কে যখন সেবার যোগ্য বলিয়া স্থির করেন, তখন সেবা করাইবার মালিককেও তাঁহারা জড় জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-বিশিষ্টরূপেই খাড়া করেন। তাঁহাদের বিচার হয় আচার্য্যের slip of pen হয়। তাঁহাদের বুদ্ধির দৌড় ভাগবতের বাণীর আবরণ দিয়া এত বড় বিরোধী কথাকে সংযোজন করিতে পারে। আমরা অল্পবুদ্ধি হইলেও ভাগবত ও শ্রীগুরুমুখে কেবল ইহাই শুনিয়াছি—"মহাভাগবত মাত্রই গুরু, তিনি যেচ্ছায় আচার্য্যলীলা প্রদর্শন করুন্ আর নাই করুন্, ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়শূন্য নিশ্চয়ই হইবেন; মুনিদের ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু আচার্য্য বা গুরুদেব নরমাত্র নহেন,সচ্চিদ্ ও হ্লাদিনীর সারবস্তুর ঘনমূর্ত্তি নরোত্তম বিগ্রহ। শ্রীভাগবতের বাণীর মাত্রায় ঐরূপ উক্তির কোনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না। শ্রীব্যাসগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অন্ত আমরা উহাকে বুদ্ধিভ্রষ্টের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে স্ত্রী জানিয়া আমাদের তাঁহার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হওয়াই প্রয়োজন মনে হইতে পারে, যন্ত্রস্বরূপ হইলে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় কোথায়? শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে গেলে কি প্রত্যেক লোকের বোকা হওয়াটাই একান্ত প্রয়োজন? আমাদের ভয়ভীত হইবার কোন কারণ নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে স্ত্রী জানিয়া নিজেকে যন্ত্র জানিতেছি কিনা, এ বিষয় চিন্তা করিবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির যে পরিমাণে পরিচালনা প্রয়োজন, তাহাতে বুদ্ধিমত্তা 'কম' পড়িবার কোন অবকাশই থাকে না। স্ত্রী বলিয়া জানিবার ক্ষণমাত্রও তাঁহাকে যন্ত্র করিয়া লইতে পারি। স্ত্রী অর্থাৎ সেবা-উপদেষ্টা—অতএব তিনি বসিয়া আমার সেবার খসড়া প্রস্তুত করিয়া আমার সেবার যোগান দিবেন, আমার ভাবিবার কিছু নাই, প্রত্যেক পদে প্রশ্ন ( পরিপ্রশ্ন ? ) করিলেই তাঁহারা মাথা খাটাইয়া আমার সেবা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এখানে স্ত্রীর মস্তিষ্ক কি আমার কাছে অন্ধ রহিল? আমার যোগানদার না যন্ত্র হইয়া পড়িলেন না কি? গুরু-বৈষ্ণবের হাতের যন্ত্র হইতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তি একটা বাঁধিবার কোন ভয় নাই; বরং স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কও প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। অনেকেই বলেন যে স্ত্রীলোকের যে কোনও কথাই মাথার যেন সব সময় বিরাট্ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তবে ইহাও সত্য যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের হাতের যন্ত্র হইবার স্পৃহা দূর হইতে থাকিলে জাগতিক বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের ব্যায়ামকে ক্রমেই বুদ্ধিহীনতা বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ বুদ্ধিকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জীবের হইয়া থাকে। জড় জগৎ বা চতুর্দ্দশ ভুবন তাহাকে বুদ্ধিহীন বা অত্যন্ত বুদ্ধিমান যাহা করিতে পারেন। তাঁহাদের মনোধর্ম্ম অনুযায়ী তাঁহাদের ইচ্ছামত তাঁহারা মনে করিতে পারেন এবং তাঁহারা তাহা মনে করিতে থাকুন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য সেবকানুসেবকাভাস-রূপে আমরা নিজেকে "অজ্ঞানতা" অন্ধ জানাটাই সৌভাগ্য জানিব এবং পরম-বিদ্বান্ শ্রীগুরুমুখ-কীর্ত্তিত "নহু মুখতো ন বয়ং বিচারদাম" এই শাস্ত্রবাণী স্মরণ করিয়া কায়মনোবাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধিবৃত্তিকে দণ্ডিত করিবার আশীর্ব্বাদ বা বল ভিক্ষা করি।

জাগতিক বুদ্ধিমত্তাকে অজ্ঞতা বলিয়া জানিবার বুদ্ধিই শ্রীভগবৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ। শ্রীভগবৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারি—বৈকুণ্ঠগতি-নির্দ্ধারিত হয়। নিজেকে কর্ত্তা জানিয়া আমি যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করি, তাহা বৈকুণ্ঠ গতির পথরোধকারিণী বিরাট বাধা মাত্র। যাঁহারা "কর্ত্তাভিমানম্" জানিতে চাহেন না—নিজেকে কর্ত্তা জানিয়া বস্তুর কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব বা পরিচালকত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা অব্যবসায়ি-চিত্ত—সেবাবুদ্ধিহীন। বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রবর্ত্তক 'মহান্ প্রভু'র সন্ধান না পাইয়া বিরোচনের অভিমানকে সার করেন ও গুরুগৃহ পরিত্যাগ করেন। তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া প্রকৃষ্ট অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন। "কৃষ্ণ কহে আমা ভজে চাহে বিষয়সুখ"। "আমি বিনা সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব, স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব"। আমরা গুরুকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া মূর্খতা বা সেবাবাধাস্বরূপা বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়া হটিয়া যাইবার পাত্র নহি। গুরু-কৃষ্ণের বুদ্ধিকেও হার মানাইয়া দিতে চাই। আমার বিষয়-পিপাসা ভুলাইয়া আমাকে অজ্ঞবুদ্ধিহীন করিবেন—আমিও তাঁহাদের আমার বুদ্ধির গণ্ডীতে আটকাইয়া কোনও অর্থাৎ সেবকের পদবীও লইব, বিষয়ও সংগ্রহ করিব। কিন্তু গুরু কৃষ্ণ কৃপা পুরুষ, সকলের

সকলচেষ্টা তাঁহাকে গণ্ডীতে ফেলিবার সময় দুই অঙ্গুলী কম পড়িয়া যায়। আবার তিনি অত্যাশ্চর্য্যদর্শনাঙ্গুলি—ক্ষুদ্র অন্ধকূপের ঘুণাক্ষর অভিনন্দি সমস্ত জগতের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার বিস্তৃত কমলনয়নের অগ্রে দৃষ্টি এড়ায় না। তখন, কৃষ্ণি যুক্তি দিয়া তিনিও লুকোচুরী খেলিয়া অন্তর্হিত হন, সেবকপদবী লেন না। কৃষ্ণ ও কংসপক্ষের মাঝে পরার্থনীতিকে যতই কেননা সমন্বয়ের সুন্দর বিন্যাস-নিপাণের ভীরু বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া বহুমাননা করি, সেবার প্রতিস্থানে—ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধিযোগ অবার পরিবর্ত্তে নিরাট শূন্য নিজের ঘরেই পড়ে।

সেবা ও বিষয় দুইই আয়ত্ত করিতে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার যখন জানিতে পারি, তখন সূত্রকর্ত্তা আমাদের বুদ্ধির গতি আর চলে না, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই স্তম্ভিত বুদ্ধিবৃত্তিকে জগতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে দেখি, বুদ্ধিবৃত্তি তাহার গতির বা পরিচালন-ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ-শিখরে উঠিয়াছে, সেখান হইতে তাহার বিচার হয় নিরপেক্ষতাই শ্রেয়। বর্ত্তমান সভ্যতা, ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন নৈতিকতা, এমন কি পরার্থিতা প্রভৃতি ধর্ম্মের পরিপোষকগণেরও শেষ বিচার নিরপেক্ষতা। 'সত্য ও অসত্যের সংঘর্ষ হইতে,—আলো ও অন্ধকারের বিবাদ হইতে তুমি দুই বস্তুকে সমান জানিয়া নিরপেক্ষ হও, ইহাতেই কি আসা হইল, না অজ্ঞানের আবাহন হইল? জগতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বুদ্ধির গতি বা বিচার-শক্তির ইহাই শেষলীমা বলিয়া আমি কিন্তু কৃষ্ণের দিক্ হইতে দেখিলে ইহা বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ গতিহীনতা বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণের দিক্ হইতে দেখার বা ভাগবত-দর্শনে বাস্তব বস্তুর সহিত পরিচয় হয়। যে বস্তু ঠিক যাহা, তাহাকে তাহাই বলিয়া জানিতে পারি। আমাদের অজ্ঞতা-মূলে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বসমন্বয়ের কল্প-রাজ্য ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয়। তখন অসত্যকে কোনমতেই সত্য বলিয়া, অন্ধকারকে আলো বলিয়া জানিতে পারি না। সেবক ও বিষয়ীর সঙ্গ এক বলিয়া নিরপেক্ষতা দেখাইতে পারি না। ইহাই ভগবৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগের অপূর্ব্ব শক্তি। এই শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমেই আমরা ভাবের রাজ্যের দ্বারদেশে দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের কথা পাই। দুঃসঙ্গ ত্যাগ অর্থাৎ সৎসঙ্গের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া। বিষয়ী সেবা ও বিষয়ের মধ্যে নিরপেক্ষতার ভাব দেখাইতে গিয়া কৃষ্ণের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। শ্রীপুরাণিতে মমতাবুদ্ধি তাহার 'গুরুদেবের আমি বুদ্ধি'কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়াই যখন গুরুদেব দেহ, মন, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিবার সুযোগ দেন, তখন গুরুদেব ঐগুলি তাঁহার অ-প্রয়োজন বলিয়া আমাদেরও বিষয়-সেবী নিরপেক্ষতার ভাবে সরিয়া যাওয়ান। ইহা কিন্তু তাঁহার নিরপেক্ষতা নহে। অন্ধ-সাপেক্ষতার একটী মন্দ-অবস্থা মাত্র। বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি বিষয়ের প্রতি নিজের ভোক্তাভিমান এবং সমস্তবিষয়ের বিষয়ী শ্রীভগবানের সেবা এই বিচারের মাঝে নিরপেক্ষতার আবাহন করিয়া নিজের ভোক্তৃসম্বন্ধের প্রতি উদাসীন হন—তাঁহার বিচার, তার অর্থ বুদ্ধি বাক্য জগতের চক্ষে মুছি পাউক অথবা চিরতরে লুপ্ত হউক সেবা ছাড়িবার আমার কোনও উপায়ই নাই। "খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ। তথাপি বদনে আমি না ছাড়ি হরিনাম।"

বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে হতভাগ্য জীবকীট হইলেও শ্রীগুরু পাদপদ্মের ধূলিরূপে পরিচয় দিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, নিজের নানাবিধ দোষের জন্য কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না—তাঁহার সেবাশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি শ্রীগুরুদেবের শাসনের মধ্যে থাকিয়া কায়মনোবাক্যকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার সুযোগটী আমাকে ছাড়িবার কোন পথই আমাদের নাই। "পুনর্মূষিকো ভব" বিচার বরণ করিতে আমরা আসি নাই। জগতের কোনও আশা আমাদের প্রয়োজন নহে জানিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; একবার যখন গুরুপাদপদ্মে শরণলাভের সুযোগ পাইয়াছি, তখনই জানিতে হইবে যে, আমাদের আর দু দণ্ডটা পথের দিকে চাহিবার বা নূতন নূতন আশাবল্লীকার নিধনে ছুটিবার কোন কথাই মনে আনিতে পারে না। "শাদি মাং যাং প্রপদ্যম্" এর বিচারে একটী কথা শুনিতে পাই"—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন"। সেবা করিব কিনা এ প্রশ্নই সেখানে নাই, কারণ সেবা ছাড়া আর পথ নাই। তাই জীবের পতন-যোগ্যতা সর্ব্বাবস্থায় আছে

জানিয়া সেবাপথ হইতে দূরে যাইতে হইবে কেন, সেবা ছাড়া যখন গতি নাই, তখন যে কোনও প্রকারে আমার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি-বাক্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত বা বিপর্য্যস্ত করিয়াও সেই পক্ষদের হাত হইতে রক্ষা পাইতেই হইবে।

ভগবদ্বাক্যে আমি, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ হইয়া সেবাধর্ম্ম সুপ্ত হইবার ফলে জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণরেণু-রূপে অবস্থান করিয়া ছাসঙ্গ হইতে দূরে থাকিব। যাঁহারা সেবা করিতে আসিয়া আমি সেবা বুঝি—আমার ইচ্ছামত সেবা করিব বা প্রাণ অর্থাদি বিপর্য্যস্ত হইবে বলিয়া সেবা ত্যাগ করিব প্রভৃতি জ্ঞানে নিজের সেবা নিজেই নিরূপণ করেন এবং সেবা করাইবার মালিককেও নিয়োগপত্র দিতে চান, তাঁহাদের সঙ্গকে আমরা আমাদের সকল আশা ভরসা শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর অনুসরণে "ভক্তিবিনোদ-জনসেবক না সন্তাপে তাহে থাকে সদা মৌন ধরি" এইরূপ সম্মান করিয়া দূরতঃই দণ্ডবৎ করি। আর যাঁহারা সেবা করিব কিনা বিচারে নিরপেক্ষ বা শাসকের পদবী লইতে চান, তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর দোহার দিয়া একটী কথা বলিবার জন্য সঙ্গ প্রার্থনা করি—হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।" আমাদের দুর্ব্বল ও বুদ্ধিহীন জানিয়া তাঁহারা যে তজ্জনের সহায়তা করেন, তাহা আমাদের অনাদরের বস্তু নহে। তবে তাঁহাদের বহুমুখিনী বুদ্ধি সকল বুদ্ধি বা সত্বের মালিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের একখাটি অযোগ্য দীনহীন কাঙ্গাল আমাদিগের নিকট হইতে শুনিয়া বিচার-পরায়ণ হইলে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার সহিত সহজই প্রকাশ পাইবে। আমাদেরও শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহাগুরু বা সেবার অগ্রণী প্রকট আচার্য্যের নির্দ্দেশ-মতই দোহার ধরা ছিন্ন স্বতন্ত্রবুদ্ধি প্রকাশ করিবার মত শক্তি বা স্পৃহা নাই। সেবা করিতে উন্মুখ হইয়া যাঁহারা সেবা করিব কিনা ও সেবা কিরূপে করিব ইত্যাদি বিচারে ব্যস্ত আছেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া যদি আমাদিগকে তাঁহাদের সন্ধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই সেবার সর্ব্বপ্রকারের সুবিধার জন্য আমাদের যোগ্যতানুসারে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী তাঁহার সেবকগণের বাহক ভৃত্যসূত্রে বহন করিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা কেবল ঐরূপ বিচার লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, সেবকের সমালোচনাতে মন নিবিষ্ট করিতে চান, তাঁহাদেরও বলি যে ঐ কার্য্যটী শ্রীগুরুদেব "নির্ম্মৎসর সমালোচক" "গৌড়ীয়ের" পরেই ন্যস্ত করিয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শুদ্ধ গৌড়ীয়ের দ্বারা বাধিত হইবার সুযোগ না পাইতেছি, ততক্ষণ ঐ অধিকার কাহারও নাই। শুদ্ধগৌড়ীয় হৃদয় শুদ্ধিচা মার্জ্জনে কে কিভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার অতন্দ্রিত চক্ষুর শুভ্র কৃষ্ণ সকল পক্ষেই উন্মীলিত রাখিয়াছেন—তাঁহার চক্ষুই সকল গৌড়ীয়াগ্রণ 'গৌড়ীয়া'কে সংশোধন, সম্মার্জ্জন ও শাসন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ—তাঁহার দৃষ্টিকে ডিঙ্গাইয়া শাসকবিহীনরূপে 'গৌড়ীয়গণকে দেখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যাঁহারা হৃদয়শুদ্ধিচা মার্জ্জনের কার্য্যে ব্রতী হইয়া সেবা-নিয়ন্ত্রণের বিচার হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়াছেন বা করিতেছেন—তাঁহারাই বিজাতীয় বিষে আমাদের একমাত্র বন্ধু তাঁহাদের "যস্ত আশীষ আশাস্তে,' কাচং বিচিন্বন্" "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং"—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং" এই সকল বাণীর আচরণ ও প্রচারই আমাদের বুদ্ধিকে সংশোধিত করিতে পারে। সকল জগতের নিকট শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞাময় "দত্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতং" শ্রীগুরুপাদপদ্মের "হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচরণে কুরুতানুরাগম্" এই বাণী বহন করিয়াই তাঁহাদের সঙ্গ ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, যেন আমাদের বিমুখ স্বভাবের জন্য যে দুর্ব্বলতা আছে, তাহারই সুযোগ লইয়া এই বুদ্ধি না আসে যে আমার দোহার করিবার কণ্ঠ জগতে কেহ রুদ্ধ করিতে পারে। গৌড়ীয়ের একমাত্র শিক্ষক শ্রীল রায় বাণীই আমাদের একতারা হউক—

মোর কণ্ঠ বীণাযন্ত্রে তুমি বীণাধারা—

যদি নিকপটে কায়মনোবাক্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিয়োজিত করিতে চাই, তবে তাঁহার যন্ত্র তিনি ঠিকভাবেই বাজাইয়া লইবেন।

আমরা শাসকহীন নহি। আমরা শুদ্ধগৌড়ীয়ের নিত্যশাসনীয়। আমরা মূর্খ, অবিধান তাই শুদ্ধগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শাসন করিয়া জানাইয়াছেন—গৌড়ীয়কে প্রকট করাইবার বা পরিচালনা করিবার দুর্ব্বুদ্ধিবরণ করিতে

হইবে না—তিনি যে গৌড়ীয়ের নিত্যধাকটা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারই সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। গৌড়ীয়পত্র ও গৌড়ীয় মঠ এতদ্বস্তু জানিয়া বিশ্বের সেবাকে বাণীসেবা হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিতে হইবে না। সুসেবোন্মুখী শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে জানিবার সৌভাগ্য আজ করিয়াছি,—

সেইত' সুসেবা—আর কলিযুগে জন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥

বাণীকে যাহারা অতিমর্ত্য দানো দর্শন করিয়া বাণীর বাস্তিত্বকে মানে না বা জানে না, তাহারাই সংসারী, কুবুদ্ধি ও কলিহত। সুকৌশলী সুমেধাঃশিরোমণির নামযজ্ঞকে প্রকৃতই ব্যাহত করিতে পারে, এরূপ বুদ্ধিমান্ কৌশলী কেহ হয় নাই,—হইতে পারে না। আমরা নামযজ্ঞের সহিত হইবার আশা ছাড়িব না। সংসার আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু ঐগুলির শ্রীবৃদ্ধির আশাই যদি আমাদের প্রবল থাকিবে, তাহা হইলে গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া জগতের প্রতিষ্ঠাদির বালিকাক্ষক লোকের শরণ লইলেই হইত। ভগবান্ যখন তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রমের দ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আনিয়াছেন এবং পরম করুণাময় গুরুদেব "ইট কাঠ পাথরের বিগ্রহ'র সেবা ছাড়িয়া 'শ্রীচৈতন্যের বাণীর নিত্যের' সেবা করিতে বলিয়াছেন, তখন যেখানেই জন্মক না কেন, কীর্ত্তনে লোহার দিবার আশা কোন মতেই ছাড়িব না। সিদ্ধান্তকে intellectualism জানিয়া যাহারা বুদ্ধির আয়াসে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বাণীকে পরাস্ত করিতে চান, তাঁহারা তাঁহাদের দক্ষতার পরিচয় পূর্ণ উদ্যমে দিতে থাকুন, নিষ্কাম মাঠের শাসনহীন থাকিয়া জন্মজন্মান্তরে কোন না কোনদিন নিষ্কামবিগ্রহের—সচ্চিদ্বিগ্রহের সেবাসৌভাগ্য পাই,—এই আশাবন্ধ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করিব। বাণীর সেবা অর্থে বাণীর পরিশ্রমের দ্বারা অক্ষয়-সংযোজনা নহে, শ্রীগুরুপাদপদ্মবাণী চিত্তে করিয়া ঐক্য, আর না করিব মনে আশা"—এই নরোত্তম-গুরুর বাণীর আশ্রয়ে ব্যবসায়ি-চিত্তের সেবাবুদ্ধিতে গুরুবৈষ্ণবের নিজস্বীয়তি ঘোষণা করা—"চিত্তের সেবকানুসেবক হওয়াই বাণী-সেবা। আর অর্থ বুদ্ধি বাক্যকে বলদেবের নিকট সেবার জন্য পঞ্জিত রাখিবার বুদ্ধি কংস ও সন্ধার নিকট যতই বুদ্ধিহীনতা বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, আমরা তাহাই সুমেধার বিচার জানিয়া অনুসরণ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিব।

---

# সমালোচনা

( শ্রীমদ্ভক্তি-মধুসূদন কাব্যতীর্থ )

ইতঃপূর্ব্বে ১১৪।এ, ল্যান্সডাউন রোড্ হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক গৌড়ীয়পত্রের প্রথম হইতে ত্রয়োবিংশ-সংখ্যক পর্য্যন্ত পত্রগুলির ত্রুটিসমূহ প্রদর্শনপূর্ব্বক সংকৃত 'সমালোচনা' নামক একটি প্রবন্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয় পত্র ও দৈনিক শ্রীনদীয়াপ্রকাশপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎকালে কেবলমাত্র বিংশসংখ্যক পত্রটি আমাদের হস্তগত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিতে পারি নাই, ইহা উক্ত প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছি। সম্প্রতি উক্ত বিংশ-সংখ্যক পত্র এবং ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ সংখ্যক ( যুক্ত ) পত্র আমাদের হস্তগত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা প্রকাশ করিতেছি।

২০শ সংখ্যক পত্রের প্রারম্ভে—

"জীবন্ত মৃতেন কলেবরেণ
যঃ সর্ব্বদা ব্যাকুলিতস্বভূচ্চ।
হা হা পুনঃ কিং গুরুদেব ইক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

সন্তান্ হি জীবান্ সংসৃতিবন্ধহারী
উদ্ধর্ত্তুকামো বহুলপ্রচারৈঃ।
হা হা পুনঃ চিৎ শুকদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী যে প্রভুঃ"

—এই শ্লোকত্রয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে 'তু' এবং 'চ' শব্দটির প্রয়োগ পূর্ব্ব প্রদর্শিত 'চ' 'বা' 'তু' 'হি' প্রভৃতির প্রয়োগের ন্যায়ই নিরর্থক। দ্বিতীয় শ্লোকে প্রথমপাদের অন্তর্বর্ত্তী 'সন্তঃসংসৃতিবন্ধহারী' এবং দ্বিতীয়পাদের আবিষ্কৃত 'উদ্ধর্ত্তুকামঃ' এই পদদ্বয়ের যথাবিধি সন্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি? শ্লোকে ১ম পাদের অন্ত ও ২য় পাদের আবিষ্কৃত পদ এবং ৩য় পাদের অন্ত ও ৪র্থ পাদের আবিষ্কৃত পদের সন্ধির যোগ্যতা থাকিলে যথাবিধি সন্ধি সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে সনাতন-রীতি লঙ্ঘনের হেতু কি? প্রথমশ্লোকে প্রযুক্ত 'ব্যাকুলিতঃ' পদের অর্থ কি? ব্যস্ত বা উৎকণ্ঠিত অর্থে 'ব্যাকুল' শব্দই সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয়শ্লোকে 'বহুলপ্রচারৈঃ' পদেরই বা অর্থ এস্থলে কীদৃশ? সাধারণতঃ 'প্রচার' শব্দটি 'প্রসার' বা 'বিস্তার' অর্থেই প্রসিদ্ধ বোধ এস্থলেও তাদৃশ অর্থে গৃহীত হইলেই বাক্যের তাৎপর্য্য রক্ষিত হইতে পারে। পরন্তু 'প্রচার' ক্রিয়ার কর্ম্মপদটি কোথায়? অর্থাৎ কোন্ বস্তুর প্রচার বা প্রসারদ্বারা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকামী? বস্তুতঃ উক্ত কর্ম্মপদের উল্লেখ না করিলে অভীষ্ট অর্থই সঙ্গত হয় না। বরং পরে শ্রুত অনৈক তথাকথিত ব্যবহারজীবীর বিচারকের প্রতি—'ধর্ম্মাবতার অপরাধভঞ্জন সমূহ' স্থলে 'ধর্ম্মাবতার অপরাধ সমূহ' এই বাক্যের ন্যায় প্রস্তুত বাক্যটি সুধীসমাজে উপহাসরূপেই গণ্য হইতে পারে।

২৩ ২৪ সংখ্যক পত্রের প্রারম্ভে ১ম শ্লোকের ১ম পাদের অন্ত 'সুমুক্তকোষঃ' ও ২য় পাদের আদ্য 'বস্ত' এবং ২য় শ্লোকের ১ম পাদের অন্ত 'মুকঃ' ও ২য় পাদের আদ্য 'বাচালতাং' পদের যথাবিধি সন্ধি না হওয়ায় এস্থলেও সনাতনরীতির অতিক্রম হইয়াছে। ২৩—২৪ সংখ্যক পত্রের ৬২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত—'শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি' ইত্যাদি শ্লোকটির তৃতীয়পাদটি "সুচিন্তিতমৌলধ-মাতৃকাণাং" এইরূপ বিকৃতরূপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। স্বরচিত বাক্যের ভ্রম-প্রমাদ-নিবন্ধন সুধীসমাজে অজ্ঞরূপে পরিচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলেও প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বচনকে ভ্রম-যুক্তরূপে প্রকাশ করিয়া সাধারণের চিত্তে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধধারণার উদ্রেকে আমাদের কোন অধিকার নাই। স্বয়ং তত্ত্বাতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ হইলে অপর বিজ্ঞব্যক্তি দ্বারা শাস্ত্রবাক্যাদির পরীক্ষণ করাইলে জ্ঞোতীর বিপত্তি ঘটিতে পারে না। পরন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদক বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিতে যাইয়া তৎসম্পাদের প্রতি যে অবিচারের পরকাষ্ঠাই প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্ব সমালোচনায়ও প্রচুরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত পৃষ্ঠার 'দেহবৃক্ষ' প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের গর্ভস্তোত্রের "একাদশোঽহমো" ইত্যাদি বচনটির ২য় পাদটির এরূপ বিকৃত পাঠ হইয়াছে—"চতুরসঃ পঞ্চবিধ ষড়াত্মা"। এস্থলে "চতুরসঃ" এইরূপ শাস্ত্রোক্ত পাঠের পরিবর্ত্তে 'চতুরসঃ" এইরূপ কল্পিত পাঠের প্রয়োগে ব্যাকরণদোষ ও ছন্দোভঙ্গ উভয়ই ঘটিয়াছে। 'পঞ্চবিধ' এই পদটির পশ্চাৎ একটি বিসর্গ-পাঠ শাস্ত্রসম্মত। অন্যথা এস্থলেও চ্যুত-সংস্কৃতি ও বৃত্তভঙ্গদোষ অনিবার্য্য। এস্থলে প্রবন্ধকার অষ্টধা গণনায়—"কিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার" বলিয়াছেন। "অপঃ" পদটিকে বিসর্গ কেন? বঙ্গভাষায় 'অপ' এরূপই ব্যবহার হয়। তবে পশ্চাদ্বর্ত্তী সবিসর্গ 'তেজঃ' পদটীর সাহচর্য্যহেতুই কি এস্থলেও একটি বিসর্গের সমাবেশ হইয়াছে? পরন্তু উহা যে 'তেজস্'শব্দ বলিয়া বঙ্গভাষায়ও বিসর্গযুক্তরূপেই ব্যবহৃত হয়, ইহা জানা উচিত। উক্ত পৃষ্ঠায়ই 'দশপ্রাণ' অর্থাৎ দশবিধ শারীর বায়ুর উল্লেখ করিতে যাইয়া প্রবন্ধকার বলিয়াছেন "দশপ্রাণ (অপানাদি)।" দশবিধ বায়ুর মধ্যে উদর স্থিত প্রাণবায়ুই অপানরূপে শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত। পরন্তু এস্থলে মহাজনরীত্যনুসারে তাহার আদিম স্বীকার না করিয়া প্রবন্ধকারের পশ্চাদ্বর্ত্তিত অপান বায়ুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে আগ্রহ কেন? ইহা অপেক্ষা গুরুপরম্পরা-সুসঙ্গতা-রহিত হইয়া সন্মার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসন্মার্গ স্বীকারের প্রমাদ আর কি হইতে পারে? আকর-গ্রন্থের মূলাকর-প্রমাদও অনুসন্ধেয় কি? ৬৪১ পৃষ্ঠায় সজ্জনতোষণী ১২শ খণ্ড হইতে উদ্ধৃত 'বৈষ্ণবের বিষয়' প্রবন্ধে—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ॥

এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত বিসর্গপাঠটী পুরাকর-প্রণীতাদি নহে, পরন্তু 'পিতে মূত্রং পলাণ্ডু' এর তৃতীয়বার মন্তিনয়, ৬৬১ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের নিবেদন-প্রবন্ধে—

"সর্ব্বত্র বিসর্গমিশ্রেং পুরাজিষ্যাং পরাশরম্"।

এই পদটি কেবলমাত্র নিজ দুর্যোজ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক নহে, পরন্তু হঠকারিতারও নিদর্শন বটে।

"সর্ব্বত্র অসংখ্যিশ্রেং পুরাজিষ্যাং পরাশরম্" পাঠ দিলেই শ্রীব্যাসদেবকে অপরাধ হয় না।

৬৬১পৃষ্ঠা 'মিথন-পরিচালন' প্রবন্ধে—

'খোকসনার মিথ্যাভাষণে সিদ্ধহস্ত' প্রয়োগটি

'এ যেমি অপূর্ব্বতত্ত্ব
কাঁঠালের আমসত্ত্ব'

বাক্যেরই স্মারক।

৬৬২ পৃষ্ঠা, ৬৬৭ পৃষ্ঠা ও ৬৬৯ পৃষ্ঠায় "নিত্য উদ্গীরণ" এইবাক্যে বারত্রয় অন্নত্ব-বিষেরই উদ্গিরণ হইয়াছে। ৬৬২ পৃষ্ঠায়—"পোষ্টালদিগণের," ৬৬৬ পৃষ্ঠায় "পচা পল্লীলা" এবং "ফলাদলির উদ্বৃদ্ধীর" বাক্যের অর্থ 'বিষে না বুঝব'। ৬৬৫ পৃষ্ঠা—"ভক্ষণম্, সুপঠন্, বিচারণপরো ভব" এই শাস্ত্রোপদেশটি কোন্ শাস্ত্রের? "শুষন্" পদে কল্পিত পদ্ধাভাবের সূত্রটি কি?

---

# বিশ্ব ও শ্রীগুরুদেব

( প্রাপ্ত )

যেদিন আপন স্বরূপ, আপন বৃত্তি ভুলিয়া অনাত্মাকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম, সেইদিন হইতে আমার বিরূপগ্রস্ত ভোগময়ের ভোগ্যরঞ্জনরূপে আমি পাইয়াছি এই বিশ্বকে। অনাদিকাল হইতে এই বিশ্বের নানাস্থানে নানা আকারে আমার গতাগতি চলিতেছে। প্রত্যেকবারই নয়ন মেলিয়া দেখি এই বিশ্ব, তারপর এই বিশ্বের সহিত দেনাপাওনার হিসাব মিটাইতেই জীবন কাটিয়া যায়—যখন অন্তিমকাল আসে, তখন এই বিশ্বের চিন্তা করিতে করিতেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হই। আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মন বিশ্বের ভোক্তৃসূত্রে প্রতিনিয়তই ইহার প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতেছে। বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত আমার ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ। আমার দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি এই বিশ্বকে বাসিয়া, বুঝিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত। এই বিশ্ব আমার বিলাসভূমি, আমার গবেষণাক্ষেত্র, আমার গবেষণার একমাত্র বিষয়। নানাভাবে ইহাকে ভোগ করিতে চাই, আমার যখন মনে তীব্র বৈরাগ্য আসে, তখন বিশ্বের মধ্যে থাকিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া ফেলি: বিশ্ব অনাদিকাল হইতে তাহার সুদৃঢ় আবেষ্টনীর মধ্যে আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমার চিন্তা, আমার ধারণা, আমার কল্পনা, চেষ্টা সমস্তই সেই আবেষ্টনীতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, উহার বাহিরের রাজ্যের সন্ধান পাই না।

এই বিশ্বের অভ্যন্তরে—অন্তর্যামিরূপে রহিয়াছেন বিশ্বনাথ। বিশ্বে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক বস্তুর মূল উপাদান পরমাণুসমূহে এবং পদার্থের যে সূক্ষ্ম ধারণা আমাদের মনের মধ্যে রহিয়াছে, তাহারও অন্তর্যামিরূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরূপে তাহাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর বিরাজিত রহিয়াছেন। আমার বিশ্বভোগি-চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কারণ সেই বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বভোগেচ্ছু আমার মধ্যে বিশ্ব মূল আবরণ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

হিরণ্ময় পাত্র, সোনার বিশ্ব তাহার বিরাট্ রূপের পসরা খুলিয়া আমার চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সোনা —অর্থাৎ বিকার—প্রাকৃত গুণের বিকার হইতে জাত নশ্বর, ভঙ্গুর অথচ ভোগময় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারক বস্তুতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—অবাঙ্, সত্য, সনাতন বস্তু-দর্শন হইতেছে না। ভোক্তৃঅভিমানী বদ্ধজীবের ভোগলোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে বিরাট্রূপের ছবি ধরিয়া পরাট্ পুরুষ তাহার

ভোগলীলা হইতে আপনাকে অতিদূরে রাখিয়াছেন, "স্বকং রূপং"—কল্পাদিতত্ত্ব রূপ তাহাকে দেখাইতেছেন না।

বিশ্ব কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের চক্ষু আবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—আমাদের স্মৃতিশক্তির উপরেও ঘন কৃষ্ণ আবরণ টানিয়া দিয়াছে। বিশ্বের অন্তরে বিশ্বপ্রভুর কথা ভুলিয়া গিয়াছি, এমন কি আবৃত চক্ষুর্দ্বয়ে যে নিজেকেও দেখিতে পাইতেছি না, সেকথা আজ আর মনে নাই। অনাদিকাল হইতে যে দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া আছে, একথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই দৃষ্টিশক্তিহীনতার বেদনা অনুভূত হয় না। তজ্জন্য যেরূপ আপন তীব্র অভাবের উপলব্ধি পর্য্যন্ত করিতে পারে না বরং নিজের অবস্থাকে ক্লেশ বোধ না করিয়া মনে মনে কাল্পনিক জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তেমনি অন্ধ আমি, নিজেকে কাল্পনিক ভোক্তা সাজাইয়া কাল্পনিক ভোগাগারের কেন্দ্রে বসিয়া কাল্পনিক সুখদুঃখ লইয়াই বিভোর থাকি। অন্ধকে কিছুতেই বুঝান যায় না, 'তোমার বিশ্ব ও সত্যকার বিশ্ব এক নহে। তোমার ধারণাজাত বিশ্বের মূলে রহিয়াছে বিবর্ত্ত, উহাতে ভ্রান্তি আছে, অসম্পূর্ণতা আছে—উহা মিথ্যা, সত্য উহাতে নাই। যতদিন পর্য্যন্ত অভাববোধ আসিয়া চিত্তে তীব্র বেদনার সঞ্চার না করে, ততদিন পর্য্যন্ত আমার কল্পনেত্রের দর্শনের ছলনায় যে কতখানি অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা আমার উপলব্ধির বিষয় হয় না।

বস্তু এবং দৃষ্টিশক্তি থাকিলেই দর্শন হয় না। দর্শনক্রিয়ার অপরিহার্য্য বস্তু আলোক। বস্তু হইতে আলোক আসিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে পতিত হইয়াই দর্শনেন্দ্রিয়কে ক্রিয়াবান্ করে। আলোকের অভাবে দর্শনেন্দ্রিয় ক্রিয়াশূন্য, শুষ্ক হইয়া পড়ে। আমার চক্ষুর সম্মুখে বিশ্বের আলেখ্যের আলো নানাভাবে আমার চক্ষু বাঁধিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু সে আলো বস্তু দর্শন করাইতেছে না। জড় জগতের ছলনাময় আলোক বিশ্বকে ভোগ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত করিয়া বাস্তব আলোক হইতে আমাকে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে।

এইরূপে দৃষ্টিশক্তিহীন আমি বিশ্বের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বাধা পাইতে থাকি, দশ ইন্দ্রিয় বিস্তার করিয়া যাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য ধাবিত হই, সে যখন মরীচিকার ন্যায় প্রলুব্ধ করিয়া কেবলই দূর হইতে অতিদূরে সরিয়া যাইতে থাকে, তখন একটা দুঃসহ বেদনা হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি—কেন এমন করিয়া দুঃখ পাই? কেন অবিমিশ্র সুখ পাই না? আমিত' সুখেরই অভিলাষী, আনন্দকামী আমি কেন দুঃখ এমন অনাহূতভাবে আসিয়া আমাকে পীড়িত করে? এই শাশ্বত জিজ্ঞাসা যখন হৃদয়ে জাগে, তখন বুঝিতে পারি আমার সকল দুঃখ, সকল নিরানন্দের মূলে নিহিত রহিয়াছে, অভাববোধ। যখন কোন বস্তু আমার আয়ত্তরূপে পাই না, তখন তাহার অভাব কষ্ট দেয় বলিয়াই ত তাহাকে পাইবার জন্য ছুটিয়া যাই। অনেক সময় পাই না, আবার যদি কখনও প্রার্থিত বস্তু ধরা দেয়, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়াও পিপাসা মিটে না, অভাব থাকিয়া যায়। আবার কালের অঙ্কে যখন তাহাকে হারাই, তখন তাহার অভাবে শোকগ্রস্ত হইয়া পড়ি। না পাওয়ার বেদনা এবং হারাইবার বেদনার মধ্যখানে পাওয়ার যে সুখ—তাহাওত' ক্ষণস্থায়ী ও মিশ্র—পাছে হারাই, এই ভয় আনিয়া সে সুখকে ম্লান করিয়া ফেলে। কিসের অভাবে আমার এমন জীবনব্যাপী দুঃখ? যতই এই প্রশ্ন করি, ততই অভাবের তীব্রতা বাড়িতে থাকে।

অভাব কি? উহা কি কোন বস্তু? কিন্তু অভাব ত' বস্তু নহে। বস্তুর অপ্রকাশই অভাব। বস্তু আছে, কিন্তু আমার কাছে উহা নাই, এই অবস্থাতেই বস্তুর অভাব অনুভূত হয়। বস্তু যখন থাকে, তখন অভাবের অস্তিত্ব থাকে না, বস্তু যখন অনভিব্যক্ত, তখন উহার অভাবই ব্যতিরেকভাবে উহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। বস্তু না থাকিলে তাহার অভাব বলিয়াও কিছু থাকিত না।

"অতোঽর্থবৎ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চান্যদি।"

আমার নিকট বস্তু প্রকাশিত নহে বলিয়াই কি বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিব? কিন্তু বস্তুর অভাব-বেদনা যে প্রতিনিয়তই বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতেছে। যাহার অভাব দুঃখকর, সে বস্তু নিশ্চয়ই আনন্দময়। কিন্তু বিশ্বে সকল বস্তুতেই ত' অভাব রহিয়াছে, তবে কি সে বস্তু বিশ্বাতীত? সেই আনন্দময় বস্তুর উপলব্ধির অভাবেই কি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়াও তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না?

বস্তু তত্ত্বকণে এই অভাবের বেদনা আমার হৃদয়ে অনুভূত হয়। আসলিক সকল দুঃখ যে অভাব হইতেই আসে, ইহা যতদিন না বুঝি, ততদিন বারে বারে আঘাত পাইয়াও বিশ্বকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাই। উহার মূলের প্রতি লক্ষ্য থাকে না বলিয়া মূলনিদানের প্রতীকার করিবার কথাও মনে হয় না। অভাবের তীব্রতা যখন আমার ভোগলিপ্সার মূলে আঘাত দেয়, তখনই আমার বেদনাজর্জ্জরিত চিত্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে—কে আমি? সেই আনন্দময় বস্তু কি? এই বিশ্ব কি? পরস্পরের মধ্যে কি ভাবে যোগসূত্র রহিয়াছে? এই তত্ত্ব জানিবার আমার অধিকার আছে কি?

এ প্রশ্ন সাধারণ ভোগভূমিকার প্রশ্ন নহে। এই চিরন্তন প্রশ্ন যাহার হৃদয়ে জাগে, বুঝিতে হইবে এই বিশ্বের স্থূল সুখ আর তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না—নিজের অসম্পূর্ণতা, নিজের অভাবের রূপ সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। আলোকে আনন্দ আছে, এ কথা যখনই বুঝিতে পারিয়াছে, তখনই অন্ধকারের দুঃখ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। অভাবের অনুভূতি তীব্রতর হইয়া না উঠিলে ত' স্বভাবের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা আসে না—তাই মনে হয়, অভাববোধ আমার পক্ষে সত্যই কল্যাণকর।

কিন্তু বিশ্বদর্শন যে এখনও ঘটে নাই। এত শীঘ্র বিশ্ব আমাকে ছুটী দিবে কেন? মাপিয়া লইবার নেশা হইতে ত' এখনও মুক্তি পাই নাই। তাই অন্ধকারের রাজ্যে বসিয়াই আলোর স্বপ্ন দেখি। এ বিশ্ব ত' আলো নয়, আলোতে আছে সুখ, আনন্দ; কিন্তু বিশ্বে আনন্দ কোথায়? আলো তাহা হইলে বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু। আলোর রূপ কেমন? তাহাতে কি গুণ আছে? এই বিশ্বে বিচিত্রতা আছে, গুণের ক্রিয়া আছে, এখানে আছে প্রত্যেক বস্তুর বৈশিষ্ট্য, যাহা অন্য বস্তু হইতে তাহার পার্থক্য স্থাপন করে—কিন্তু এ বিচিত্রতা হেয়, আপাতসুখকর হইলেও ইহার শেষ ফল দুঃখ, এখানকার গুণমাত্র কর্ম্মফল পরিণামী—এ বৈশিষ্ট্য বস্তুর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। আলোতে যদি বিচিত্রতা থাকে, তাহাতে যদি শক্তির ক্রিয়া থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে—তাহা হইলে তাহার বিশ্বাতীতত্ব কোথায় রহিল? বিশ্বেই যত আনন্দহীন হইয়া পড়িল নাকি? যেমনি করিয়া, ভোক্তার অভিমানে ভোগ করিতে যাইয়া বিশ্ব হইতে যে কঠিন আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া আমার ধারণার সৌধ গড়িয়া তুলি। আমার অভিজ্ঞতার ব্যাপকটিতে আলোর পরিচয় যে টুকু পাই, তাহা হইতেছে, যাহা অন্ধকার নয়। এ কথা সত্য যে আমার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে আমার এ জ্ঞানটুকু একেবারেই মূল্যহীন নয়। আলো সম্বন্ধে আমার যে বাস্তবিক ধারণা—তাহা যদি আমার আলোর দিকে গতিকে শুদ্ধ করিয়া না দেয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য আছে। কিন্তু আমার সকল প্রচেষ্টার মূলে যে মস্তবড় ফাঁক রহিয়াছে। প্রাকৃত-জ্ঞানের বলে ভুলিয়া যাই—আলো আমার হস্তধৃতীন বস্তু নয়। আলো পাইতে হইলে শরণ লইতে হইবে তাঁহাদের যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, যাঁহারা আলোকস্বরূপে উদ্ভাসিত। অহঙ্কারে মত্ত, অন্ধ আমি সকলকেই আমারই মত অন্ধ মনে করি, তাই তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। বিশ্বের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করি। বিশ্বের বিচিত্রতা, বিশ্বের পরিবেষ্টনী ও তাহার জড় আলোকের হেয়তা, অল্পপ্রমেয়তা দেখিয়া তাহার বিপরীত বৈচিত্র্যহীন ব্যাপক অন্ধকারকেই আলো মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠি। জ্ঞানের ছদ্মবেশে অজ্ঞান, বিদ্যার ছলনায় ঘোর অবিদ্যাকেই যে পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়া লইয়াছি—আলোর ছলনায় ঘন অন্ধকারের অভিমুখেই ছুটিয়া চলিয়াছি—চিরানন্দির আমি তাহাও' বুঝিতে পারি না।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

তাই চক্ষুর আবরণ সরাইতে গিয়া দৃষ্টিশক্তিকেই চিরতরে নষ্ট করিয়া দিই। যাহা সসীম, যাহা পরিমিত, তাহাকে দুঃখ-জনক জানিয়া অসীমকে করায়ত্ত করিবার জন্য ধাবিত হই, তাঁহার আসন খালী করিয়া বসি। আমার সীমাবদ্ধ মনের মাপে বিশ্ব হইতে আত সীমাবদ্ধ ধারণার ছাঁচে যে অসীম বস্তুকে গড়াইয়াছি, অন্ধকারের অভিজ্ঞতা হইতে আলোর যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাকেই বৃহত্তম জ্যোতিঃপুঞ্জ মনে করিয়া অবিদ্যাকূহকের তিমিরগর্ভে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হই।

যেমনি করিয়া আলোকশিখার আমি যখন আলোকস্রোতে অন্ধকারের শিহনে ছুটিতে ছুটিতে বস্তুর মুখে আসিয়া দাঁড়াই, তখন চক্ষু যাঁহাদের আছে, তাঁহারা আমাকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারাই হাতে ধরিয়া আমাকে আলোর বিষ্ণু লইয়া যান। সেই আলো আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলোক-কণার চক্ষুর্দিক্ উদ্ভাসিত। সেই আলোক যে মুহূর্ত্তে আমার রুদ্ধ নয়ন স্পর্শ করে, সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বের অবজ্ঞ আবরণ সরিয়া যায়—আমার দৃষ্টি ফিরিয়া আসে। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আলোক নিত্যকাল দৃষ্টিশক্তি এবং দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া দৃষ্টিশক্তিকে ক্রিয়াবতী করে। সেই আলোক স্বচ্ছ, বিশ্বের ন্যায় তাহা চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয় না। সেই আলোকে নিজকে এবং বিশ্বকে যেভাবে দেখি, তাহাই বাস্তব দর্শন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্যোতিঃর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া আমি আমার আভাস ধর্ম্ম ত্যাগ করি। আভাসে যে ভ্রান্তিতা নিরপেক্ষতা রহিয়াছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলোকে যখন আলোকিত হই, তখন সে ভ্রান্ত ধর্ম্ম আর সংরক্ষণ করিতে পারি না—আলোকের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আলোক-আহরণের সেবারই পক্ষপাতী হইয়া পড়ি। আলোকের উদয়ে নিজেকে দেখি "আমিত' ভোক্তা নই—আমি অনাদৃত কামদেবের—একমাত্র ভোক্তার কামবহ্নির ইন্ধন। আমি জানস্বরূপ, আমার বৃত্তি—সেবা। সেই সেবা আনন্দময়ী, উহা জড় ভোগের ন্যায় দুঃখজনক নহে, জড়ত্যাগের ন্যায় শুষ্কও নহে।" নিত্য ভূমিকায় অবস্থান কালে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সাধক নিত্য সবিশেষ বস্তুর যে প্রকৃষ্ট জ্যোতিঃ দর্শন করেন, তাহা আমার গতির সেবনীয়া নয় বা আমি তাহার সহিত অভিন্নও নই। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নিজেকে কত অভিমানই করিয়াছি—কখনও কীট, কখনও পশু, কখনও পক্ষী, কখনও মানব। সেই অভিমান অনুযায়ী স্বভাবও ভিন্ন ভিন্ন জন্মে পাইয়াছি। কিন্তু আজ আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া দেখি, সে অভিমান আমার স্বরূপগত অভিমান নহে, কর্ম্মফলে যে ভিন্ন ভিন্ন দেহ পাইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বরূপের রূপ নহে, সে স্বভাব স্বভাবের অভাবমাত্র। আমার জড়রূপের উপর বিরক্ত হইয়া নিজেকে যে অরূপ, নিরাকার সাব্যস্ত করিয়াছি, স্বভাবতঃ নিরসন করিতে যাইয়া যে অচেতন-তায় আবাহন করিয়াছি, তাহাও ভুল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলোক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে যে বিশ্ব আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘন তিমিরের যুদ্ধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা কোথায় সরিয়া যায়। তাহার স্থলে দেখি আলোকোজ্জ্বল বিশ্ব। সে বিশ্ব তাহার বিচিত্র রূপের প্রদর্শনী খুলিয়া আর আমাকে প্রলুব্ধ করে না—লুব্ধ করিয়া অবশেষে হতাশ করে না, তাহার কোন বস্তুই এখন আর দুঃখদায়ক নয়। নিরন্তরভাবে বিশ্বকে ভোগ্য জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ ভোগের সম্বন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। তাই যখনই দেখিয়াছি, আমার ন্যায় বিশ্বভোক্তা বিশ্বে আরও অনেক রহিয়াছে, তখনই হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া সাধারণের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু ভুল যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর এবিশ্বকে আমার ভোগের ক্ষেত্ররূপে দেখিতে পাই না, তখন দেখি এ বিশ্ব কৃষ্ণের ভোগ্য, ইহার প্রত্যেক বস্তু আমার শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণ। প্রত্যেক বস্তুই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া প্রতিক্ষণে আমার চিত্তে সেবারই প্রেরণা আনায়। তখন "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে"। আমার শ্রীগুরুদেবের নিত্যলীলার ভজনের ক্ষেত্র এই বিশ্বের সহিত আমার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

কৃপার আলোকে যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আলোকিত, তাঁহাদের শ্বাসানুশ্বাস-সূত্রে, তাঁহাদের দর্শনের অনুসরণে যখন আমার শ্রীগুরুদেবকে দেখি, তখন দেখি, আলোকের সাকর যিনি, সেই আলোকময়ীর শ্রীপাদপদ্মের স্বর্ণজ্যোতিই আমার শ্রীগুরুদেবের নিত্যপরিজনের আলোক-সেতু। আমার চক্ষুর অন্ধত্ব দূর করিবার জন্য তিনি নিত্যকালই তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম জগতে প্রকট করিতেছেন, কোনদিনই তাঁহার কৃপালোকণা হইতে তিনি এ জগৎকে একেবারে বঞ্চিত করেন না—ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করুণা। সেই করুণাবর্ষণে তিনি যদি কখনও বিমুখ হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টি-পালক কখনই আপন অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিতেন না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় দৃষ্টির অন্তত যে পরিমাণে দূর হয়, সেই পরিমাণে ভজনীয় বস্তুকে মাপিয়া লইবার মেপাটা

কাটিয়া যায়। আমার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাঁহাকে পাই না বলিয়া তাঁহাকে অজ্ঞেয়-জ্ঞানে তাঁহার সেবাচেষ্টা পরিত্যাগ করিব না, আমার বুদ্ধি বা ধারণার মধ্যে তিনি ধরা দেন না—ইহাই তাঁহার ভজনীয়ত্ব, সেব্যত্ব। আমার বাগেন্দ্রিয়ের উৎকট পিপাসা দূর করিয়া সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সেবাগ্রহণের জন্য সেব্যতত্ত্ব শব্দরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূতাকাশে উৎপন্ন শব্দ এবং অপ্রাকৃত শ্রীনাম এক নহেন। ইতরশব্দের ন্যায় তাঁহার জন্ম, স্থিতি বা ভঙ্গ নাই, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে ধারণ করা যায় না। স্থূলদর্শন পরিত্যাগ করিয়া যখন মায়মুক্ত হই, অর্থাৎ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন শব্দের অধোক্ষজ কর্ণের নিয়ামকত্বে পরিচালিত হইতে থাকে, তখনই শ্রীনামের সেবায় আমার উপলব্ধির বিষয় হয়। "শ্রীনাম নাম,রূপ,গুণ,লীলা ও পরিকর এই পঞ্চবৈশিষ্ট্যে নিত্যবিশিষ্ট, শ্রীনামই ইষ্টদেবাদি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনামই কৃষ্ণপ্রেমামৃতস্রোতনস্বরূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী"—শ্রীগুরুদেবের এই বাণীর তাৎপর্য্য আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

যিনি রূপের শেষ সীমা, যিনি লীলা-বিলাস-ভূষিত উচ্ছলিত লাবণ্যের শেষ সীমা, যিনি মাধুর্য্যের শেষ সীমা, শিল্পের শেষ সীমা—যিনি বিশ্ববিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলী-প্রমুখা নবীনা ব্রজসতীগণাপেক্ষা কোটিগুণে অধিক শোভা ও মাধুরী-দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, ব্রহ্মা, শিব এমন কি, স্বয়ং অনন্তদেব তথা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যাদি দেবপূজ্যাগণও "অপূর্ব্ব রূপমাধুরী ও প্রেমৈশ্বর্য্যশালিনী এই ব্রজদেবী" এইরূপ চিন্তা করিয়াও যাঁহার সৌভাগ্য-মহিমার সীমা না পাইয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াপড়েন, যাঁহার কান্তির সুবর্ণচ্ছটার প্রতি, গৌরী, লীলা-দেবী ও দ্বারকাপুরবাসিনী মহিষীগণও নিষ্প্রভ হইয়া যান—সেই মূল আশ্রয়াংশিনী, স্বরূপশক্তির সেবা-লাভই সৌভাগ্যের শেষ সীমার কথা, সে সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্তির বাসনা হৃদয়ে জাগিলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাও আর তত লোভনীয় মনে হয় না। যদি আমার শ্রীগুরুদেব তাঁহার আচার্য্য-লীলা এ জগতে প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে সেই সৌভাগ্য লাভ করা ত' দূরের কথা,জীবের পক্ষে যে সেই সেবা-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে···তাহা কেহ কখনও চিন্তা করিতে পারিতেন না।

আমার শ্রীগুরুদেব আলোক আশ্রয়বিগ্রহের সেবা-পরাকাষ্ঠা হইয়াও অতৃপ্তি ভরে সেই আলোকবাসিনীর শ্রীপাদপদ্ম-গুণগান-লীলা-প্রকাশ-মুখে নিত্যকালই বিশ্বে অতুল বৈরাগ্য বিস্তার করিতেছেন। সেই বৈরাগ্যযুক্ত বিদ্যা সৌভাগ্যবান্ জীবের মোহকালিমা ঘুচাইয়া নির্ব্বিশেষরূপ,চিদ্বিলাস-রাহিত্য-রূপ অনন্তমৃত্যুর গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া চিল্লীলাবিধুনের চিরলোভনীয় সেবামাধুর্য্যসমুদ্রে নিমজ্জিত করিতেছে। সেই বিদ্যা যাঁহার আশ্রয়, সেই পরাৎপর তত্ত্বের অনন্যসুলভ আধিকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্যোতিঃতে তাঁহার দৃষ্টি প্রতিহত হয়। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁহার ঊর্দ্ধে অযোধ্যা, তাঁহার ঊর্দ্ধে দ্বারকাপতির মাধুর্য্যও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। "রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর—", যেখানে আলোকময়ীর সমুদয় মহিমা পরিপূর্ণমর্ত্তে সম্প্রকাশিত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলোক তাঁহাকে নিত্যকালই পথপ্রদর্শকরূপে সেই কুণ্ডাভিমুখে অভিগমন করায়।

হৃদয়ের অন্ধকারের দনুজা দিনের পর দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতে থাকে,তাহার সমাধান কোথাও খুঁজিয়া পাই না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত আলোক যখন অবিদ্যার চিরদারিদ্র্য দূর করিয়া আমাকে চক্ষুষ্মান্ করে, তখন সেই পরস্পর বিরোধী দনুজাগুলির সমাধান হইয়া যায়। আমার দৃষ্টিশক্তি আলোকের অনুসরণে যখন বস্তুতে পৌঁছায়, তখন দেখি জ্যোতির্ভাস্তরে আলো ও কালোর অপূর্ব্ব সম্মিলন। কাকন কষ্টিপাথরে কনকপ্রভা কালোবরণকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বে আলো ও কালোর সমাবেশে সন্ধ্যার উদয় হয়, ক্রমে সেই সন্ধ্যা হইতে নির্ব্বিশেষ রাত্রের সৃষ্টি নিবিড় অমানিশা ঘনাইয়া আসে। কিন্তু এখানে যে আলো ও কালোর মিলন—তাহা জীবের হৃদয়াকাশে অন্ধকারের সৃষ্টি করে না। এ মিলনে শুক্লা ও কৃষ্ণাষ্টমী একত্র মিলিত হইয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জীবহৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয় করায়।

আলোর রাজ্যে হেয়তা নাই, অভাব নাই, অসম্পূর্ণতা নাই। গতির সেখানে বিরাম নাই, তাহা সেখানে স্তব্ধ হইয়া পড়ে না। শ্রীগুরুদেবের পদনখলাক্ষার শোভা যাঁহাদের হৃদয় হইতে প্রাকৃত রূপের মোহ দূর করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীরূপশোভাদর্শনে চিরলালসাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অ-বদ্ধ সৌন্দর্য্যে রূপের খনি শ্রীরূপপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল সেই পাদ-

পদে বিক্রীত হইয়া আছেন—তাঁহারা অনন্ত কণ্ঠে সে পদসেবা কীর্ত্তন করিয়াও, নিত্যকাল সে শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে প্রেষ্ঠতম, সুন্দরতম সম্ভার অর্পণ করিয়াও তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন না। যে শোভা আপন সৌন্দর্য্যে আপনি মোহিত, শ্রীনন্দনন্দনের চিত্তকে পর্য্যন্ত সবলে আকর্ষণ করে, প্রতিক্ষণে নব নব রূপে প্রকাশিত হইয়া সেই শোভা চিরদিনই তাঁহার সেবকদিগের—অখিল চেষ্টার একমাত্র বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কত বহু-বিলাসী হইলেও ভক্তি কিন্তু বহুর সেবা করেন না। সেই ভক্তির সম্পূর্ণ সংরক্ষক রহিয়াছে আমার গুরুদেবের নিকট। যতদিন আপন স্বরূপ ভুলিয়া ভোক্তার অভিমানে বিশ্বের নিখিল বস্তুর দাসত্ব করিতে থাকি, ততদিন কিছুতেই ভাবিয়া পাই না, কেমন করিয়া এবং কেনই বা অব্যভিচারিণী ভক্তি কেবলমাত্র এক জনেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া থাকেন! তাই শ্রীগুরুদেবের প্রতি দৎসর হইয়া পড়ি। বিশ্বের কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে বিস্মৃতিও কাটে না। আত্মবিস্মৃত আমি, গুরুসেবাচ্ছলে যাঁহারা তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইতে পারি না। তাঁহাদের ক্রিয়া মুদ্রা আমার নিকট প্রহেলিকা থাকিয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের যশোঘোষ করিয়া কীর্ত্তন করাই আমার ব্রত, একমাত্র কৃত্য। কিন্তু জগতের সেবা যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন কিছুতেই সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারি না। সংকীর্ত্তন-রাসস্থলীর দ্বার-আমার নিকট রুদ্ধই থাকিয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার অবধি নাই। বিষয়-বিগ্রহের বিষয়ে বাধিত-চিত্ত শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগল লাভ করিবার আশায় বিপ্রলব্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন, সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি আহ্বান করেন—তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য। কিন্তু পশু আমি, সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারি না। ভয়ের বাধা, সঙ্কোচের বাধা, সহজত্বের অভাবজনিত বাধা, কপটতার বাধা, অজ্ঞাতিবাদের বাধা, প্রতিষ্ঠাশার বাধা, অপরাধের বাধা, দুর্জ্জনতার বাধা, অনর্থযুক্ত জীবের শত শত বাধা আসিয়া আমাকে কেবলই দূরে সরাইয়া দেয়, অগ্রসর হইতে দেয় না। কত্তুর সম্মুখে সুদৃঢ় আবরণ অন্ধকারের বিরাট দুর্গ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, জানি না এ মোহ কতদিনে কাটিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বীর্য্যবতী বাণীর সংস্পর্শে আসিয়াও চিত্তে বিন্দুমাত্র চেতনা উপস্থিত হইল না—এমনই পাষাণ-হৃদয়। অথবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কখনই শ্রবণ করি নাই, শ্রীগুরুদেব যখন তাঁহার কৃপালোকে নিখিল জীবলোকের চিত্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন, তখন দিবাস্বপ্নে আমি আপন কল্পকোটরে বসিয়া নিজেকে লইয়াই প্রমত্ত আছি, তাই অন্তর শুচিল না। তবু শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা করি—যেন হতাশ হইয়া না পড়ি, বিশ্ব যেন তাঁহার মনোমোহন ছবি সম্মুখে ধরিয়া আমাকে সেবা-বাসনা হইতে বঞ্চিত করিয়া ভোগ-লালসায় নিযুক্ত না করে। যাহা যেন গোলোকোপরিস্থিতা গোবিন্দ-প্রিয়তমার অভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবের সেবায় বিমুখ করিয়া কেবল অধোলোকেই বাস না করায়। শ্রীগুরুদেবের সেবা যদি না পাই, অন্ততঃ সেই সৌভাগ্য পাইবার জন্য লালসাযুক্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়াই যেন জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিতে পারি।

আমার ন্যায় অজ্ঞ, পতিত, বিমুখজীবকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব যে মহাবদান্যলীলা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা জয়যুক্তা হউন। আমি অযোগ্য, অপরাধী ও বহির্ম্মুখ হইলেও শ্রীগুরুদেব অকরুণ নহেন, কৃপণ নহেন, তাঁহার করুণার কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই—ইহাই ত' আমার ভরসা। আমার যত দোষ আছে, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণ তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার পরম প্রয়োজন, আমার ভজনের ফল, আমার সাধনের সিদ্ধি, আমার একমাত্র জীবাতু হউন।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৫ ; ৯ই জুলাই, ১৯৩৮ | ৪৭-৪৮শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম-ক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানে কোনও মঙ্গল নাই।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা )

যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ-বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন।

অপরাধিগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠাঙ্গন শ্রীমায়াপুর

কাল—ইং ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৬, ( শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তিথি মাঘী পঞ্চমী )

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এই শ্লোকটি রচনা করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবিকা শুদ্ধা সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। সরস্বতীদেবী কৃষ্ণের প্রীতিবিধানকারিণী সেবিকা। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কল্যাণকল্পতরুতে বলিয়াছেন—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁর দিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। যে বিদ্যার দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান হয়, তাহার নাম পরবিদ্যা। পরবিদ্যার আশ্রিত ব্যক্তি নিরবকাল কৃষ্ণের সেবা করেন এবং অপরকেও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে অপর-বিদ্যাশ্রিত ব্যক্তির বিচার—আমি নিজেই সেবা গ্রহণ করিব।'

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশ্বরীং ভাবতাংশ্চ তান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং উক্ত ছয়রূপে প্রকটিত হন। সরস্বতীদেবীর গুরুস্বরূপ ভক্তের নিকট প্রতিভাত হয়। এবং তাঁহার বিদ্ধা বা বহির্মুখ-বঞ্চনাকারী রূপটি অন্যবিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-কামী ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয়। শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু বিভিন্ন চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন। সর্বেশ্বরেশ্বর অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রকেও বিভিন্নব্যক্তি বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়াছিলেন; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ( ভাঃ ১০।৪৩।১৭ )—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

অর্থাৎ যখন বসুদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন বজ্রগণ কৃষ্ণকে তাহাদের নিকট বজ্রসার কঠোর স্বরূপে, নরসমূহ তাঁহাকে জগতের একমাত্র নরশ্রেষ্ঠরূপে, স্ত্রীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে, ব্রজ-সখা-বাৎসল্যাশ্রিত গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে, অসৎ রাজগণ কৃষ্ণকে তাঁহাদের শাসনকর্ত্তৃরূপে, পিতামাতা তাঁহাকে সুন্দর শিশুসন্তানরূপে, ভোজপতি কংস তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, অল্পবুদ্ধি অপণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিশ্ববিরাট্ রূপে, তত্ত্ববিৎ পরমযোগিগণ তাঁহাকে পরতত্ত্ব-রূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ তাঁহাকে পরদেবতারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এস্থলে একই অধোক্ষজবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন দর্শনযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রই কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ। শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু তাঁহার কড়চায় শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিয়াছিলেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্ব প্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয় বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকটিত। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণ-স্বরূপকে প্রণাম করি।

রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচার্যরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি বিষ্ণুমূর্ত্তি, গোলোকে কৃষ্ণচন্দ্রও বিষ্ণুমূর্ত্তি। বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের কোনও মূর্ত্তি বিষ্ণু নহে। কৃষ্ণচন্দ্র লীলাপুরুষোত্তম। কৃষ্ণের শরীর

ভোক্তৃপূজ্যবাচীয়, উহা ভোগ্য বা সেবকবাচীয় নহে। তিনি সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর শ্রীনন্দদেব প্রভুরও আরাধ্যবস্তু। তিনি কাহারও ভোগ্য নহেন, তিনি অধিতীয় ভোক্তা। বাসুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু—ইহারা সকলে সেবাবিচারে অবস্থিত আছেন। শ্রীবলদেবপ্রভুর ষড়্ভুজমূর্ত্তি কিরূপভাবে প্রকটিত হয়? তিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু বলিয়া শ্রী, ভূ ও লীলাশক্তি প্রত্যেকের দুইটি করিয়া হস্ত প্রকাশিত হইলে তিনি ষড়্ভুজরূপে নিজের দর্শন দান করেন অথবা শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের (পরাবস্থাত্রয়ের) দুইটি দুইটী করিয়া পূর্ণ মিলিত হইলে তিনি ষড়্ভুজরূপে প্রতিভাত হন।

গোলোকের তিনটি বিভাগ বা প্রকোষ্ঠ আছে. বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা। গোলোকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণচন্দ্র বিষ্ণুমূর্ত্তি। কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ, নারায়ণ কৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি। সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিততনুই শ্রীচৈতন্যদেব। পূর্ব্বকালে যিনি শ্রীচৈতন্যরূপে একমাত্র উপাস্য বস্তু ছিলেন, পরে তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ হইলেন। "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ৈক্যমাপ্তং অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথমে একমূর্ত্তি, পরে দ্বিমূর্ত্তিময়, পুনরায় একমূর্ত্তি। শ্রীল রায়-রামানন্দপ্রভু রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রকেই গৌর-সুন্দররূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'কাঁহা' অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি—কৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার বিলোমাদ, উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্র-জল্প, প্রলাপাদি প্রেমবিকার। রায় রামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার এই ভাবরূপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন,—

পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৬৮-২৭০)

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে—বিহ্বল, চিন্মণিজিতরূপকান্ত্যে" অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে কৃষ্ণ interweaved টানা-পড়েনে (exactly dovetailed) বস্ত্রের ন্যায় একত্ব লাভ করিয়াছেন। 'দ্যুতি'শব্দে অঙ্গজ্যোতিঃ। একমেবা-দ্বিতীয়ম্' শ্রুতিবাক্যে শ্রুতির বিষয়ীভূত বস্তুর একবিচার অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের কথা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি বা আলোক পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সেই উজ্জ্বলতা এত অধিক হইয়াছে যে, তাহাতে জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীর দর্শন হইতেছে না, আলোতেই চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। জ্যোতিঃ বা আলোকের দর্শনটী—ঐশ্বর্য্য দর্শন মাত্র। যোগিগণের বিচার এই যে, শ্রীগৌরবিগ্রহের তদীয় আলোক সম্বরণে অসমর্থ। যোগিগণ আলোক বা ঐশ্বর্য্যের চিন্তায় বিভোর, কিন্তু "কাহার ঐশ্বর্য্য? কাহার আলোক?—তাহা বিচারিত হইতেছে না। আলোকবস্তুটী শক্তিজাতীয় বা বিশেষণজাতীয়, কিন্তু উহা বিশেষ্যজাতীয় নহে। নিজবস্তুটী বা সাক্ষাৎ বস্তুটী ভগবদ্বস্তু, তিনি চিদিন্দ্রিয়-গোচর, কিন্তু তিনি বিশেষণজাতীয় নির্ব্বিশেষ বস্তু নহেন।

সঙ্গোপাঙ্গঃ শ্রীমান্ বৃষভবৃষকাদ্যৈঃ প্রণয়িভিঃ
বহির্দ্বীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যো ভদ্রাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

তাঁহার নিজভজন-মুদ্রা হইতে আমাদের Conceptio-nal Value দ্বারা প্রভু বুদ্ধিতে ভগবানের শক্তির ধারণা সম্ভব হয়। এইখানে অবরোহপন্থায় জ্ঞেয়পদার্থে জ্ঞাতা হইয়া পড়িতেছেন। ভগবান্ একমাত্র বিষয়, আর যাবতীয় সকলই আশ্রয়। তিনি জ্ঞাতা, আর সকলেই জ্ঞেয়। রূপটী বিষয়, আর দর্শনেন্দ্রিয়—তার আশ্রয়। স্বয়ংরূপবস্তু নিজেই সকল রহস্য ও রূপ দর্শন করেন। জ্ঞেয় পদার্থ বহুলীলের নিকট আশ্রয়জাতীয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের পরিচয় হয় শক্তির দ্বারা। এখান-কার সকল বস্তুই শক্তির পরিণতি। আমরা মনে করি, ভগবান্ আমাদের বিচারের অধীন, কিন্তু আমাদের সকল

হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, বদ্ধজীব যাহা জানিতে চায় বা জানে, তাহাও বদ্ধ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। জড়বস্তুগুলি জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চিজ্জগতের ব্যাপারসমূহ কখনও অতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না।

শক্তি ও বস্তু—একজাতীয় নহে। আমরা শক্তি-জাতীয় বা ভোগ্য। সুতরাং শক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে দেখিবেন, তিনি দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য। ভগবদ্দর্শকাস্তি ও ভাব মুক্ত জীবগণের জ্ঞানগম্য। যাহা বদ্ধজীবের জ্ঞান-গম্য, তাহা ভগবানের ছায়াশক্তির পরিণাম মায়িকবস্তু মাত্র। মুক্ত পুরুষের বিচার আমি দৃশ্য, আর তিনি দর্শক। কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে ভগবদ্বস্তুটী সেবক-সেবিকারূপে পর্য্যবসিত হইতেছেন। সদ্গুরুর পদাশ্রয় না করায় ফল ভগবদ্বস্তুতে ভোগ্য বুদ্ধি হইতেছে। অসদ্গুরু গুরু নহে। তাহার নিকট চিদ্রাজ্যের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শরীর স্ত্রী বা ভোগ্য শরীর নহে। তিনি কার্ষ্ণ বা কেবল বৈষ্ণব নহেন। লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর। কৃষ্ণ রাধার দ্যুতি বা কান্তিসুবলিত। কৃষ্ণের শরীরের উপর শ্রীরাধার কান্তি বা আলো দ্বারা আবরণ পড়িয়াছে। তিনি ভাবাভাবসুবলিত অর্থাৎ চিত্তকেও শ্রীরাধার ভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিতে এরূপ ওতপ্রোতভাবে সন্নিহিত যে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া আর চেনা কঠিন। শ্রীগৌরসুন্দর সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহেন। তিনি দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসে উপাদিত হন। শ্রীগৌরসুন্দরের বাৎসল্যরসের সেবকগণ শ্রীশচীজগন্নাথের আনুগত্য করিবেন। তাঁহারা নন্দ যশোদার অভিন্নমূর্ত্তি। তাঁহাদের বাৎসল্য রসে আবদ্ধ হইয়া গৌরসুন্দর তাঁহাদের নিত্যপুত্ররূপে বিরাজিত।

স্তুতিবন্দে স্মৃতিবিস্মরে তারস্বরে তজন্ত তব-ভীতাঃ।
ত্বমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

বাৎসল্যরসের সেবক স্বতন্ত্রভাব স্বরূপসিদ্ধিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সাহায্যকারী।

শ্রীগৌরসুন্দরের পুত্র-বিচারে তাঁহার সেবকগণ অবস্থিত। শ্রীঅদ্বৈতবাদী শ্রীনন্দনন্দন পুত্র, তাঁহার পিতা শ্রীমুকুন্দ; কিন্তু শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর শ্রীনন্দনন্দনকেই পিতৃরূপে 'গুরু'-বুদ্ধি করিতেন। নন্দনন্দন শ্রীনরহরি ঠাকুরের জ্ঞাতিপুত্র। বীর-ভদ্র প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। ইহাদের বাৎসল্যরস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত ছিলেন। তিনি সম্ভোগরস-বিগ্রহ নহেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কেহই শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগ-দৃষ্টিতে দর্শন করেন না, যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারে অবস্থিত। কাল্পনিক-সম্প্রদায়গণ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কোন কোন অংশের অর্থ বিকৃত করিয়া গৌরনাগরী মতের সমর্থন কল্পনা করে। শ্রীগৌরসুন্দর কখনও নাগর নহেন। একপত্নী থাকাকালে তিনি সন্ন্যাসের গ্রহণ করেন নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আনুগত্যেও সম্ভোগ বিচার নাই। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যৌন ব্যবহার করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভবিগ্রহ। তাঁহার শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা কৃষ্ণজ্ঞানে গৌরসুন্দরকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পারকীয় মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করিলে গৌর-তত্ত্ববিরোধ ঘটিয়া পড়ে। গৌরনাগরীমত কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন—

"যদ্যপি সকল সুখ সম্ভবে তাঁহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গাঢ় বৃন্দাবনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাধারণ পতিপত্নীরূপে দর্শন করিতে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার বপু বা গৌরবরসাশ্রিত-সেবিকাভিমানী ভক্ত। সেবিকাভিমানী গৌরবরসাশ্রিতার সঙ্গে আচার্য্যাভিমানকারীর পতিপত্নী-সম্বন্ধ হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু। তিনি বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত হইয়া রাধা-ভাবের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য—বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাভাবের মধ্যে আত্মসম্ভোগের কোন কথা নাই। মাধুর-বিরহের—বিপ্রলম্ভের পূর্ণমাত্রা শ্রীগৌর-সুন্দরে প্রকাশিত। শ্রীরাধানুগত্যে পরিপূর্ণ প্রেমের কথা বর্ত্তমান; কাম-গন্ধের লেশও সেখানে নাই।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্ভোগ-বিচারে অবস্থিত। সম্ভোগে প্রেম-বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু শ্রীরাধারাণী কেবল সম্ভোগময়ী নহেন—নিত্যবিপ্রলম্ভময়ীও। আট প্রকার নায়িকার বিপ্রলম্ভ ভাবসমূহ পূর্ণমাত্রায় শ্রীবার্ষভানবীতে অবস্থিত। অধিরূঢ় মহাভাব, মোহন-সাধন প্রভৃতি অথবা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ ললিতা বিশাখা প্রভৃতিতেও নাই। সম্ভোগবিচারে কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ংরূপা শ্রীরাধারাণী নহেন। তিনি ভূশক্তি মাধবেশী, বার্ষভানবীর অংশ ও কিঙ্করী। শ্রীরাধিকাকে তাঁহার অংশ ও কিঙ্করীগণ সেবা করেন। শ্রীরাধিকাতে পূর্ণবিপ্রলম্ভ বিরাজিত। কিঙ্করী কখনও নিজে সেবাগ্রহণ বা সেবার সাক্ষাৎ সম্ভোগ-সেবা-দ্বারা সুখিনী হইবার চেষ্টা করেন না। বার্ষভানবীর অনুগতা কিঙ্করীদের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই। যেহেতু "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম।"

ভাবরাজ্যের নিগূঢ়কথা বস্তুবস্তুর বুঝিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়াদিগি উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাল করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগতো বিচার করিতে হইবে, নতুবা রসাভাস ও তদ্ভজন হইতে পূর্ব্বে যে-প্রকার ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, পরবর্ত্তিকালেও উহার সংখ্যা বাড়িবে। শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা বিকৃতভাবে বা অকাল-পক্কাবস্থায় গ্রহণ করিতে গিয়া—যে ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় হইয়াছে, তাহাদের নাম—

> আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ সাঁই।
> সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি॥
> অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
> তোতা কহে এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥

ইহাদের দ্বারাই জগতে যত অজ্ঞান ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অপসম্প্রদায়গুলি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বস্তুবস্তু-সাধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতে সম্ভোগের বিচার আরোপ করিলে জীবের অধঃপতন হইবে। কাম নরকগমনের হেতু। শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্যে সম্ভোগের কোন বিচার নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের নামে ভোগবুদ্ধিবশকারীদের নরকগমন হইবে। 'আমি পুরুষ, কি স্ত্রী'—এইরূপ অনাত্মবিচার হইতে সম্ভোগের বিচার উদিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবকে বিপ্র মনুষ্যবুদ্ধি মনে করিলে কোনও সুবিধা হইবে না, কেবল অমঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুদেব পরম সম্বন্ধের বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে জগদ্গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। আচার্য্যকে মর্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা বা হিংসা করিতে নাই।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীগুরুদেবের নিত্যবসতি গোলোকবৃন্দাবনে। অপ্রাকৃত জগতে তিনি বিপ্রলম্ভ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। গোলোকে তাঁহার সখ্য প্রার্থনীয়।

কোনও গৌড়ভক্ত মহাজনই মহাপ্রভুকে মধুর-রসে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে উপাসনা করেন নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের মধুর রসাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌরলীলার পূরণরূপে তাঁহার উপাসনা করেন। সখ্য ও বাৎসল্যরসের ভক্তগণের উপাস্য গৌরনিত্যানন্দের ভজন অপেক্ষা মধুর রসে শ্রীগৌরগদাধরের ভজন অধিকতর শ্রেষ্ঠ। মধুর রসে শ্রীগৌরগদাধরের উপাসনা যে মহাজনানুমোদিত, তাহা সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এখনও পর্য্যন্ত চাঁপাহাটী বিজয়পাট-সাথোলে, গোদ্রুম স্থানস্থ সুরধুনীকূলে ও চটকপর্ব্বতের সন্নিকটে শ্রীগোপীনাথের শ্রীবিগ্রহে শ্রীগৌরগদাধরের সেবা বর্ত্তমান। অদ্য উপরকের বিষয় নির্ণয় করা হইল।

বর্ত্তমানে পুরীতে সংহরিয়া ও সখীভেকীরা ধর্ম্মের নামে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছে। উহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামাতা ও চরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

অধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের যুগে যুগে আবির্ভাব। ভগবান্ কখনও কখনও তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট কোনও মহাজনকে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকেন। কলির প্রাবল্যে ভক্তসকল বাহ্যবেশ ধারণ করিয়া উৎপাত সৃষ্টি করিবে,—

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥

পাষণ্ডজীব শূদ্র থাকিয়াও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। যিনি নিজকে ব্রাহ্মণ বলেন, তিনিই ব্রাহ্মণ-ব্রুব;

'আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতীতি—ব্রাহ্মণ-ধ্রুবঃ।' ভক্তমাত্রই ব্রাহ্মণ, কিন্তু বৈষ্ণবেরা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন না।

"অতএব শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
যেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈবোপবর্ণ্যতে॥

নাম-মন্ত্র-বিক্রয়কারিব্যক্তিগণ শূদ্র অর্থাৎ শোক-ধর্ম্মে অবস্থিত। নিজকে 'গুরু' বলিয়া পরিচয় দেওয়া অবৈষ্ণবের কাজ। শূদ্র-প্রতিগ্রহকারিব-কি পরিচয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে শিষ্যের দ্রব্যগ্রহণকারী ব্যক্তিকে উহার ধনমূত্রগ্রাহী বলিয়া জানিতে হইবে। গুরুদেব নিজে শিষ্যের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। তিনি শিষ্যকে দিয়া কৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি বা আমি গুরু, আমি প্রভু"—এই বিচারে লোক বাটপাড় বা বঞ্চক হইয়া পড়ে। সাবধান, কখনও গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, কামদেবাকে অনুসরণ কর। গুর্ব্বভিমানকারী আউল বাউলদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। শাস্ত্রবাণী এই যে—'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'।

অসৎ ব্যক্তিকে কখনও 'গুরু' বলিবেন না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন।

"যস্যে গুরুনীলতজ্ঞানীশবীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তদ্ভক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।

প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাইলে এবং নিজে অনুগমন করিলে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতালাভ হয়। শ্রীগুরুদয়, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশস্বয়—ইহাদের সকলেরই কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞা। অতএব গৌরপার্ষদ শ্রীগুরুদেবে কখনও মর্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিবেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নামি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে নরশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি,—সকলকলুষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

---

# শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথাপ্রসঙ্গ

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অকপট ভক্তবৃন্দ ভক্তগণের নিকট সদ্ধর্ম্ম হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। নিম্নে তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত অনর্থবিনাশিনী বাণীর মর্ম্ম প্রকাশিত হইল,—

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে পরস্পর বিবাদ। জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করে, কর্ম্মকাণ্ড আবার জ্ঞানকাণ্ডের নিন্দা করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডী কুমারিল ভট্ট ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানকাণ্ডী শঙ্করাচার্য্যের পরস্পর বিবাদ ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। কিন্তু যখন ভক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ঐক্য বা মিলন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের যে সকল শিষ্যগণের মধ্যে পরস্পর জীবন বিবাদ ছিল, তাহারা শুদ্ধভক্তির সাহত বিবাদ করিবার জন্য এক বা মিলিত হইয়াছে। ভক্তির সহিত বিবাদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের স্বার্থ একই।

* *

বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয় না। এজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাবে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে।"

সর্ব্বত্র সমর্পণপূর্ব্বক মঠে বসবাস বাস করিয়া সন্ন্যাসী, বক্তা, পাঠক ও বহুলোকের উপদেষ্টা হইয়াও যদি কেহ কেহ বৈষ্ণব চিনিতে না পারেন, তবে বড়ই দুঃখের কথা! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কেবল কতকগুলি Activity দেখিয়া বৈষ্ণবতা বা সেবাবৃত্তি পরিমাণ করিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবায় জন্য কাহার কতটা আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে—তাহার সন্ধে "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" অর্থাৎ "অহৈতুকী" এবং "জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃতা" অর্থাৎ "পরব্যবহিতা" অনুকূলা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব চিনিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা-শূন্য। তাঁহাতে কোনপ্রকার অপবিত্রবৃত্তির লেশও নাই। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশে প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক, যে কর্ম্মতৎপরতা (activity), তাহা সেবাবৃত্তি নহে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার dose (মাত্রা) কমাইয়া দিলেই যদি সেবাবৃত্তি মূলুকাইয়া যায়, সেবায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে তাহা সেবা নহে।

•

স্কুলের ছেলেদের মত কেবল কতকগুলি routine বাঁধা কাজের দ্বারা সেবাবৃত্তি জাগরূক হয় না। ঐরূপ শাসনের দ্বারাও বিশেষ মঙ্গল হয় না। কোনও বস্তুকে আঁটা অফিসে অর্থাৎ লাভ লোকসানের বিচারের মধ্যে আনিলে অলস ব্যক্তিও কর্ম্মতৎপর হয়, আবার active (কর্ম্মতৎপর) ও lazy (অলস) হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বদা স্বয়ংসিদ্ধির ও নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্রানুশীলননিরত সাধুর সঙ্গ করিবার উপদেশ দিতে হইবে, তাহাই বড় কথা।

• •

জীব শরণাগতিতে কোন্ সময়ে আসিতে পারেন? এ জগতের সমস্ত বস্তু যখন জীবের তৃপ্তি বোধন করিতে পারে না—এইরূপ উপলব্ধি হয়, যখন সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, যখন ব্যাকুলতা, আর্ত্তি, দৈন্য, কার্পণ্য হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, যখন জগতের আর কোথাও কোন ভরসা বা নির্ভরতার আশা থাকে না, তখনই জীব—

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজজন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥"

• • •

"সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥"

—সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা বলিতে বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে।

বাহ্যপোষাকের দ্বারা বৈষ্ণবতার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে না। কেবল ভক্তির দ্বারাই হইবে। কেবলমাত্র গৈরিকবসনশিখান-কাষ্ঠী তিলকাদি ও অক্ষবিলাসের মধ্যে একটী বিভিন্নাপনমাত্র। শুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতা বিদ্যা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। এজন্যই বলা হইয়াছে,—

"শুষ্কতর্ক বৈষ্ণবের পরিতে না যায়।" অক্ষবিলাস হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য ঐরূপ গৈরিকবসন পরিধানের একটা বাধ্যবাধকতা ব্যবস্থা হইয়াছে—ইহা একটা শাসন-মাত্র। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভান্তে উপবীত প্রাপ্তি দম্ভের কারণ নহে, উহা প্রকৃত দৈন্য বা বৈষ্ণবদাস্য আনয়ন করে। উপবীত গ্রহণ করিয়া যদি বৈষ্ণবের সেবকাভিমান না হইল, তবে উপবীত ধারণের মূল্য কি? "তুমি বৈষ্ণবদাস, বৈষ্ণবের নিত্য সেবক"—এই বিচার হইতে বিমুখতাও দূর হইত না—এই বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপবীত পরাইয়া দিতেছেন।

• • •

গৌড়ীয়গণের বহির্ব্বাস ও কৌপীন-ধারণের তাৎপর্য্য আছে। উহা সাধারণ ত্যাগী বা নির্ব্বিশেষ ব্যক্তিগণের ন্যায় দম্ভব্যঞ্জক বা ঐশ্বর্য্যময় বিভিন্নমূলক ব্যাপার নহে। গৌড়ীয় আপনাদিগকে বংশজ ও মধুরবয়সের আশ্রয়ভেদাবেশ বিচার করেন। গৌড়ীয়গণের আচার্য্য কৃষ্ণ পক্ষোপাসকের কৃষ্ণ-ধারণা বা শ্রীল বিল্ব পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর পাদ-পদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্বে শ্রীবল্লভ ভট্টের কৃষ্ণ-ধারণার ন্যায় নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি।'

—এখানে শ্যামসুন্দর মধুর রসের বিষয়বিগ্রহ। আর যশোদানন্দন বৎসল রসের বিষয়বিগ্রহ। মধুর রসের সেবক গৌড়ীয়গণ সখীর মঞ্জরীবিচারে কৃষ্ণসেবা করেন, আর বৎসলরসের রসিকগণ নন্দযশোদার অনুগত ভাইঝী বিচারে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক গৌড়ীয় ভক্তগণের বেষ—সাধারণতঃ পারমহংস্য বেষ। এইজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত্রিমভাবে বা অকালে বেষ বা কৌপীন গ্রহণের নিন্দা করিয়াছেন। বৎসলরসের সেবকগণ উহার দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। উহাতে অর্থাৎ ক্রোড়ে নন্দযশোদা-স্তনন্ধয় বালকৃষ্ণকে স্থাপন করেন। নন্দযশোদা ও তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায় অপ্রাকৃত ব্রজধামবাসী বৈশ্য অর্থাৎ তাঁহারা প্রাকৃত অপরিমিত কুলোদ্ভূত নহেন। পরমহংসগণেরই একমাত্র বৎসল ও মধুররসে অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষের পদ, হস্ত, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিবার কথা আছে, কিন্তু উরু (জঘন) বা যে সকল অপ্রাকৃত অঙ্গের দ্বারা গোপীগণ কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই সকল অঙ্গের দ্বারা সৌরভ বা মর্য্যাদামার্গে কৃষ্ণসেবা করিবার কথা নাই। কারণ, মধুর ও বৎসল রসের কৃষ্ণসেবা বেদগুহ্যাতিগুহ্য। প্রাকৃত জড়রসাশ্রিত ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত উত্তম পরমহংসীয় রসকেও প্রাকৃতসাম্যে বিচার করিয়া বঞ্চিত ও অধঃপতিত হন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট—অপ্রাকৃত রসরহস্য গুপ্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়গণ বহির্ম্মুখগণের নিকট নিজদিগকে আবরণ করিবার জন্য কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন। অধিকারী ব্যক্তি বহির্ব্বাস ও কৌপীন-সম্বন্ধে শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু রচিত সৎক্রিয়া-দীপিকা আলোচনা করিবেন।

ঐশ্বর্য্যমিশ্র সৌরব বা মর্য্যাদাবিচারে আচার্য্যলীলায় কেহ কেহ সৈরিকবস্ত্র পরিধান করেন। সাধারণলোক ঐশ্বর্য্যমিশ্র বিচার পর্য্যন্ত বুঝেন; এমনকি, পাদের দ্বারা সেবা পর্য্যন্ত বুঝেন। ইহার উপরের কথা বুঝেন না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিকৃত বুদ্ধিতে সিদ্ধ রূপানুগ-ময় চোগ্যচিতের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়, এইরূপ দুর্বুদ্ধিবশে নিরয়গামী হয়। শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথানুগগণের বেষের বা কৌপীনের মূল্য ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, ক্ষত্রত্ব বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা পঞ্চবিধমুক্তি একত্র হইলেও সমান হইতে পারে না। পুরুষাভিমান সম্পূর্ণ নিঃশেষরূপে বিদূরিত হইলেই—শ্রীরাধানুগা গোপীর কিঙ্করী হইবার তীব্র ঘাটী উৎকণ্ঠা হইলেই কৌপীন ধারণের অধিকার হয়।

•

হরিভজন করিতে আরম্ভ করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা রাশি রাশি উপস্থিত হইবে। এগুলি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। এগুলি সব যবনিকা। ইহারা গুরু ও কৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করে। জড়ের আবরণগুলি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকারে আসিলে তখনই উহাদিগকে শ্রীগুরুদেবের সেবায় লাগাইয়া দিতে হয়। ঐগুলি হইতে বাঁচিবার ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ও গুরুবৈষ্ণবচরণে দৃঢ়নিষ্ঠ না হইলে এবং প্রচুর কৃষ্ণকৃপা না থাকিলে ঐসকল stumbling block এর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। শুদ্ধসত্ত্বে উদ্ভূত ভজনরত ব্যক্তি ঐসকল যবনিকা হইতে নির্ম্মুক্ত ও আচার্য্যবান্ থাকিবেন। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—আচার্য্যের আশ্রিত ব্যক্তি পরতত্ত্বকে জানেন। "আচার্য্যবান্' অর্থে শ্রীরূপবান্। রূপবান্ (শ্রীরূপানুগশুদ্ধ-ভক্তই) পরতত্ত্বকে, চিল্লীলানিপুনকে জানিতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন,—"আচার্য্যদেবো ভব।" তাহা কি? আমাদের শ্রৌতবিচারে—'শ্রীরূপদেবো ভব', 'শ্রীরঘুনাথদাসদেবো ভব', 'শ্রীজীবদেবো ভব' 'শ্রীভক্তিবিনোদদেবো ভব'।

* * *

বর্দ্ধা সাউ নামে একটি চাকর শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরী হইতে আসিয়া অনেকদিন প্রভুপাদের নিকট শ্রীধাম-পুরে ছিল। তাহার অসদাচারের জন্য তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু খুব কাকুতি মিনতি করিয়া সে পুনরায় প্রভুপাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিলে প্রভুপাদ তাহাকে কৃপাপরবশ হইয়া স্থান প্রদান করেন। বর্দ্ধা তাহার শেষ জীবন প্রভুপাদের পাদপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক হরিনাম ও প্রভুপাদের সেবা করিয়া কাটাইবে—এরূপ প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু সে অসৎসঙ্গে মিশিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধী

হইয়া যায় এবং দুইলোকের পরামর্শে বাহিনা দাবী করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নামে নালিশ রায়ের করে। ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক মহাশয় দর্খাস্ত কপট ক্রন্দন দেখিয়া প্রভুপাদের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন। ডিক্রী রিভিউ করিবার জন্য কোর্টে প্রার্থনা জানাইলেও বিচারক মহাশয় পূর্ব্বের ডিক্রীই বহাল রাখেন। ১৯২০ সালের ১৬ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান,নিষ্কিঞ্চন প্রজ্ঞান, বৈষ্ণবদাস, মুকুন্দবিনোদ ও বঙ্কবিহারী দাসাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ ধামের ভাবি-পরিক্রমার যাত্রী ও দর্শকগণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক দ্বীপে এক একটী ছত্র-নিম্নালোকেতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটবাটী মামগাছি গ্রামে গমন করেন। সম্ভবতঃ শ্রীধাম মায়াপুর-বিরোধী সাকটিয়ার ভেকধারী তখন শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়া থাকিবে। সে সেই দিনই ক্যাকড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসামীরূপে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রভুপাদের নাম নবদ্বীপ-থানায় ডায়েরী (এজাহার) করায়। থানার দারোগা শ্রীঅঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরদিন প্রভুপাদের statement লইয়াছিলেন। বহেলগভর্ণমেণ্টের সুযোগ্য মানেজার শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল দত্ত এম্-এ ও সদর নায়েব পরলোকগত পঞ্চানন রায় মহাশয়দ্বয় এবং গোয়াড়ীর শিক্ষিত বুদ্ধিমান লক্ষলক্ষেই ভেকধারী ও দারোগার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরমধ্যের দ্বিতীয় সপ্তাহে কৃষ্ণনগরে সেসন কোর্টে ডাকাতী মামলার আসামী পক্ষের উকীল মহাশয়ের জেরার ফলে উক্ত ভেকধারীর সহিত গভীর বিষনাথের অবৈধ সঙ্গ ও চক্রান্তমূলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি দ্বেষ, বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্যের দুরভিসন্ধি নদীয়া জেলার সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কলি এই রূপেই সাধুকে চোর ও চোরকে সাধুরূপে জনসমাজে প্রকাশ করে।

* * *

শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর ত' অনেক পূর্ব্বের কথা, সাক্ষাৎ আমার গুরুপাদপদ্ম যখন দুইলোকের দ্বারা ঐরূপ মিথ্যা মোকদ্দমার আসামী(?) হইয়াছিলেন ও কলিরই জয় হইয়াছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের একটা নগণ্য রেণু আমরা কি কলির সেই নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিব না? ধনদুর্ম্মদান্ধতা যতই আমাদিগকে নির্য্যাতন করিবে, ততই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মরজে আত্মবোধ করিয়া গুরুসেবায় অধিকতর উৎসাহবিশিষ্ট হইতে পারিব, সত্যের মর্য্যাদা ততই প্রকাশিত হইবে। আমাদের ত অনেক অযোগ্যতা আছে, কিন্তু আমাদের গুরুবর্গের কৃপারও অবধি নাই। ইহাই ত আমাদের একমাত্র ভরসা। প্রতিযুগে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমায়ার কৃপায় ইহাই পাইতেছি।

* * *

গুরুদেবের অমায়ায় কৃপা না পাইলে হরিজন হয় না, সমুদ্রের কামনা জয় হইতে যায় না, তার হইবার আন্তরিক পিপাসা হয় না। অভক্তিবাদ ও চিকিৎসকের সেবা একসঙ্গে হইতে পারে না। কামনামূলে দেহাত্মবোধ। হইতে হয়। সেই দেহাত্মবোধ, জড়ীয় কামনীজ উৎপাটন করিতে সাহেন মর্ম্মভেদী বাক্যের দ্বারা। কামবীজ—দেহাত্মবোধের বীজ যখন সঙ্কর্ষণের সেবক হল চালনা করিয়া উৎপাটন করিতে চাহেন, তখন কতকগুলি লোক অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। একশ্রেণীর লোক অন্তরের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া অন্য আকারে প্রকাশ করিয়া বলে,—"আমাদের কি হরিজন হইবে? সুকৃতি নাই, কি করিয়া হরিজন করিব? যদি কোন কালে সুকৃতি হয়, তবেই হরিজন করিতে পারিব।" ভিতরে ক্রোধের আগ্নেয়গিরি, সাধুমুখের কথাকে অগ্রিয়-যোগ, বাহিরে ভালমানুষী করিয়া সেই মঙ্গলময় শাসন এড়াইবার চেষ্টা। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সঙ্কর্ষণের হলচালনা আরম্ভ হইলেই "আগদ্‌ম"—পলায়ন করে, না হয় বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়ে। জোগটঃ রাখিতেই হইবে মৃত্যুপর্য্যন্ত পণ—সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। জ্ঞানমার্গই হউক আর ভক্তিমার্গই হউক, বিষয়াতে ব্রহ্মোপাসের বিনাশ উভয় মার্গেই বর্ত্তমান। অভক্তিবাদকে পরিহার করিতেই হইবে। ভগবদ্ভক্ত অভক্তিবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসকের সেবা করেন, অভক্তিবাদের নির্য্যাপদাত্রের সঙ্গই থাকেন না।

* * *

যাহার যত অভক্তিবাদ করিতে থাকিবে, তাহার চিত্তমুকুর তত্তই নির্ম্মল হইবে, আর সময়ে তাহা ভক্তিসিদ্ধান্তের সূর্য্যি

হইবে। তাদের ঘরে চুরি করিয়া বা কাহাকেও ইন্দ্রজাল ফাঁকি দিয়া কখনও হরিজন হয় না। 'সভ্যাদ্যং বৈষ্ণবো ভবঃ'—ঘরের কাপড়ে নির্দ্দোষ, নিরপেক্ষ বা সাকাই থাকিলে, অন্যমতের নিকট ভাল থাকিলে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিয়া বিচার করেন না। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের প্রভু হইতে চাহে, সে পাষণ্ড কোন দিনই 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে কোনরূপে আদর করিলে, কৃষ্ণা-ভক্তের সঙ্গকে কোনরূপে গ্রহণ করিলে ভক্তি বা বৈষ্ণবতা রক্ষিত হইতে পারে না। মহাপুরুষগণ ঐ সকল দুঃসঙ্গকে ত্যাগ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়া দূরে রাখেন।

কোন এক পণ্ডিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম-স্তোত্রের "নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।"—পদটি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, প্রণবের পূর্ব্বে নমস্ শব্দ ব্যবহার শাস্ত্রবিধি নহে। কারণ "ওঁ নমো ভগবতে" প্রভৃতি মন্ত্রই শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। নমস্ শব্দের পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ করাই শাস্ত্ররীতি। তাহাতে আমি পণ্ডিতকে বলিলাম, সকলের প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই। দীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই। প্রভুপাদের নামাশ্রিত অনেক ভক্ত আছেন। তাঁহারা কি প্রভুপাদকে প্রণাম করিবেন না? প্রভুপাদের এই স্তোত্রটি কি উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করা হইবে না? নমঃ-শব্দ—অহঙ্কার-নিবেধক। সর্ব্ববিধ-অহঙ্কার-নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণত হইলেই "ওঁ বিষ্ণুপাদ" উচ্চারণের অধিকার লাভ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের কোন শিষ্যত্রব "নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে" বাক্যের 'ভূতলে' শব্দটি উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। কেন না, শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে আর 'ভূতলে' নাই। ইহাই তাঁহার বিচার। এই কথা শ্রীলআচার্য্যদেবকে জানাইলে শ্রীলআচার্য্যদেব বলিলেন—

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রথম লীলায় তাঁর বিষয়ের নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতলে॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

(চৈঃ চঃ আ ৩।৩২,৩৩)

গোলোকে আদি, মধ্য, অন্ত্য লীলার ভেদ নাই। অপ্রকট লীলায়—এক অখণ্ডলীলা। অপ্রকটলীলায় প্রথমলীলা বা শেষলীলা নাই বলিয়া প্রথম লীলার বিষয়ের বা শেষলীলার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম কি প্রপঞ্চাবতীর্ণ-লীলায় ব্যবহৃত হইবে না? শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং এখন "প্রথমলীলায় তাঁর বিষয়ের নাম" বা "শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"—শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্যগুলি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে কি? যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, যিনি ভূতলে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-নামে অবতীর্ণ, সেই গুরুপাদপদ্মকেই আমরা নমস্কার করি।

শ্রীল প্রভুপাদের "ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামটী তাঁহার স্বরূপানুযায়ি নিত্যনাম, ভূলোকেই হউক, আর গোলোকেই হউক। 'ভূতলে' অর্থে—প্রপঞ্চে। শ্রীল বদ্রু ঠাকুর নামটী 'ভূতলে' প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাহা কি গৌরপার্ষদের নিত্যনাম নহে? বদ্রু ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশের পর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু তাঁহাকে "বদ্রু ঠাকুর" বলিয়াই বন্দনা করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশ্ব কৈল ধন্য"। এখন মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা বিশ্বে প্রকাশিত নাই বলিয়া কি তিনি এখনও শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব ধন্য করিতেছেন না? মহাপ্রভু ভূতলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে প্রকাশিত—এই বলিয়া বন্দনা করিলে কি তাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইবে? অভাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোনকোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"—ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ? গৌর ও গৌরপার্ষদবর্গের নিত্যনাম তাঁহাদের ভূলোক ও গোলোকের প্রকটাপ্রকট লীলার সহিত অবশ্য-ম্ভাবক। ভূতলে কি বর্ত্তমানে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর অভাব হইয়াছে? বাংদমুক্তগণ ঐরূপ কুসিদ্ধান্ত করিতে পারেন; বস্তুতঃ এখনও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গুরুবর্গ লীলা করিতেছেন। তাঁহারা প্রপঞ্চে সাধারণের দৃষ্টিগোচর নহেন বলিয়া তাঁহাদের প্রপঞ্চে বিভুত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব বা বিষ্ণুপাদত্ব নাই, তাহা নহে। বিষ্ণুপাদত্বে সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব ও বিভুত্ব ধর্ম্ম অস্বীকৃত হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পর উপদেশামৃতের উপসংহারে 'ভক্তিবিনোদ বিষ্ণু' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিত্যলীলায় প্রবেশ

করিলেও ভূতলে তাঁহার বিভুত্ব বা বিভূপাদত্বের অভাব নাই। আমাদের ভগবর্গ—আশ্রয় বিগ্রহ হউক, তাঁহাদের প্রকটা প্রকট উভয় লীলাই নিত্য।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের পর কি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই ভাবে স্তব করেন নাই ?,—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

অর্থাৎ উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ উদিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

'এচড়েপাকামি করিতে গিয়া হয়ত' কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উপরেই কলম ধরা হইবে।

---

## শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে
# শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

স্থান—শ্রীবানন্দমধুকুঞ্জ ( গোদ্রুম )
কাল—২৭।৬।৩৮, সোমবার, পূর্ব্বাহ্ণ

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

আজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্বিংশ-বর্ষপূর্ত্তি-কারিণী তিরোভাব-তিথিবরা তাঁহার বিরহোদ্দীপন আমাদের হৃদয়ে আগরিত করিয়া তাঁহার কৃপালাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়ী অমাবস্যায় মায়াধিকলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। জগদ্বাসী অত্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দর্শনলাভ হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি স্বয়ংরূপ ভগবানের সর্ব্বোচ্চ উজ্জ্বলরসের আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগমনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-সেবা, বীয় আচরণ, বহুগ্রন্থ প্রণয়ন ও মাধবতত্ত্বের মার্জ্জন দ্বারা জানাইয়াছিলেন। স্বয়ংরূপ ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—কলির জীবগণের বুদ্ধি বিভিন্নমতবাদে বিপথাস্ত ও হৃদয় দুস্তর্কদ্বারা কর্কশ-পাষাণবৎ হইয়াছে দেখিয়া, অনুপমেয় করুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদ পরমার্থ কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-ধারা প্রবাহিত করিয়া এপর্যন্ত অনর্থগ্রস্ত বহুজীবগণকেও ব্রজভজনের অধিকারী করিবার জন্য যে প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ অনুশীলন করিবার তীব্র উৎকণ্ঠা যদি কোনদিন আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত বা আর্ত্ত করে, তবে আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার অলৌকিক, যাহা একমাত্র উপলব্ধিমুখে জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু ভাষায় তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করা যায় না, সেই মহিমার অভিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব। যে সময়ে নাস্তিক্যবাদ, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার-সম্পন্ন কুদার্শনিকগণের দ্বারা শিক্ষিত জীবগণ পথভ্রান্ত হইয়া—দিগ্‌কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল, সেই সময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর সমস্ত মতবাদ ও কুদার্শনিকগণের বিচারের অসারতা প্রদর্শন করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদ অধোক্ষজ-সেবার প্রণালী ও সেবাতত্ত্ব সেই স্বয়ংরূপ ভগবানের নাম,রূপ,গুণ,লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে ও আচরণের জীবনে প্রচারমুখে গৌরলীলাধিপতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই যে জীবের একমাত্র সহজ ও সনাতন ধর্ম, তদ্ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার ধর্ম বা কর্ত্তব্য নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচভাবে জগদ্বাসীর নিকট ব্যক্ত করিয়া যে তাহাদের কি পরম মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে,ইহাদের কবির উচ্ছ্বাসমাত্র নহে,কিন্তু বাস্তব সত্যকথা। তাঁহার দানের এককণাও যদি কোন ভাগ্যবান্ জীবের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা হইলে সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া হরির সংসারে প্রবেশ করিবে।

তিনি প্রথম জীবনে বহির্মুখ জীববৎ শুষ্ক তর্কপথাশ্রয়

করিয়া পরাক্ দৃষ্টিসম্পন্ন থাকিয়া বৃথা জীবন নষ্ট করার পরিবর্ত্তে উহার হেয়তা বা ভোগময়ত্ব পরিত্যাগ-মুখে প্রণাম করিয়া শ্রৌতপথাশ্রয়ে শ্রীশ্রীলক্ষ্মিবিষ্ণুর নামরূপগুণাদিস্মৃক্ হইয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ উহাদিগের সেবার যোগ্যতালাভ করিয়া স্বীয় শুদ্ধ, আনন্দময়, সেবাময় স্বরূপের সত্তা অবগত হওয়াই যে একমাত্র মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, তাহা জানাইয়াছেন।

যৎ সেবোন্মুখজিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।
তৎ প্রেমেতি সমাখ্যাতং সচ্চিদানন্দবিগ্রহে॥

গৌড়ীয়সম্পাদক মহাবদান্যবরেণ্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর লিখিত গ্রন্থ—যাহা সত্বর প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশ্ববাসীর প্রতি অমল-করুণাদানের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারিব।

তাঁহার ভজনলীলার চমৎকারিতা এই যে, গৌরধামের প্রতি তাঁহার লোকোত্তর, অসামান্য, প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। গৌরধাম হইতে অভিন্ন ক্ষেত্রমণ্ডলের প্রতিও তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ লক্ষিত হইত। তিনি বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরবন ও ব্রজবনে অভিন্ন দর্শনে গৌরধামে ব্রজবাস করিয়া গৌরধামের মাহাত্ম্যপ্রকাশ করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে মিলিত ব্রজবাসিগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি ক্ষেত্রমণ্ডলে ভজন-পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, তাই তাঁহার প্রকটকালে আমরা তাঁহার পাদপদ্মালোকে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত করিবার সুযোগ পাই নাই। যখন তাঁহার পাদ-পদ্মের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণপথে আসে, তখন আমার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র বুদ্বিকীটও, তিনি যে কত বড় উদার, কত মধুর, তাহা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে। এরূপ সুযোগ আসিতে পারে যে, সমগ্র জগৎ তাঁহার করুণা-সিন্ধুর বিন্দুতে আপ্লুত হইয়া, তাঁহার মধুর উদার গুণে অনুরঞ্জিত হইয়া ব্রজনবদ্বন্দ্বয় মিলিত-তনু গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে। তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষার কথা অনুশীলন করিলে কোন বস্তুর প্রতি ভোগ বা ত্যাগস্পৃহা কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না; পরন্তু ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবালালসাময় ঈপ্সিত হয়। তাঁহার পাদপদ্মশোভার আকর্ষণশক্তি এতই প্রবল যে, তাহা বদ্ধ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিরত জীবগণের ভক্তিসৌভাগ্য উন্মীলন করে ও বিধিমার্গরত জনগণকে বলপূর্ব্বক সহজ অনুরাগমার্গের পথিক করে।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্রসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে নিরন্তরভাবে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন-বারিসেচন পূর্ব্বক জীবগণ যাহাতে তাহাদের কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিরূপ ঘূর্ণিঝঞ্ঝাদি-আবর্জ্জনাপূর্ণ মলিন হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে পরমোপাদেয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মিবিষ্ণুর বিলাস-ক্ষেত্র করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি সুসিদ্ধান্তপরিপূর্ণ গ্রন্থসমূহের ও নামহট্টের প্রচার পুনঃ-প্রবর্ত্তন করেন; কিন্তু সমগ্র জগৎকে অত্যন্ত ভোগত্যাগোন্মত্ত উদাসীন দেখিয়া অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিলেন।

পরমারাধ্য সচ্চিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তিসমন্বিতবিগ্রহের সেবায় উদাসীনতা এবং সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সেই শক্তিসমন্বিতবিগ্রহের সেবায় আগ্রহযুক্ত, নির্ম্মল-চরিত্র পূতাত্ম ভক্তগণের উপর বিদ্বেষ দুর্ভাগা জীবগণকে নির্ব্বিশেষবাদরূপ বিকট পিশাচ গ্রাস করিয়া ক্লীব, অচেতন, জড়, অন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা পরম চক্ষু নয়নগোচরমান পরম মধুর বিলাস-বিস্তারকারী অর্চ্চারূপী হৃষীকেশকে স্থবির, নিশ্চল, বিলাসহীন দর্শন করে ও সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিতবিগ্রহের অনুকূল-অনুশীলনকারী ভক্তকল্পনাশক্তি মহাভাগবতগণকেও নিঃশক্তিক দেশকালপাত্রের অধীন জড় বলিয়া মনে করিয়া বঞ্চিত হয়। এই প্রভাবে বঞ্চিত, অন্ধ, পঙ্গু আমরা প্রতিক্ষণ শ্রীরাধাগোবিন্দের মদনক্রীড়া দর্শনের ও ব্রজভজনের অধিকারী হই না, ব্রজবাসীর অনুগত হইতেও চাহি না, কেবল ক্ষণভঙ্গুর জগতের অসার নশ্বর দ্রব্য লইয়া ব্যস্ত থাকি, তাই শ্রীঅর্চ্চা আমাদের নিকট তাঁহার বিলাস আবৃত করিয়া নিজকে একটি জড়রূপে আমাদের নয়ন-গোচরীভূত করান। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ঠিক এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের লোকগুলিকে অত্যন্ত ভোগত্যাগ-পিপাসায় উন্মত্ত দেখিয়া জড়ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই বিশ্ববাসী বেশীদিন তাঁহার সঙ্গসুযোগ পায় নাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু।

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

—শ্রীল নরোত্তমের এই শিক্ষা যেদিন আমাদের সমগ্র হৃদয়কে আপ্লুত করিবে, সেদিনই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিবিনোদ-বিরহ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে। আমরা কোন্ ক্ষুদ্র সুখের আশায় এই প্রাণপতঙ্গকে ধারণ করিয়া আছি। ভক্তের বিরহ-অনল কি আমাদিগকে রক্ষা করিবে?—না, উহাতে আমরা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইব? 'ভোগ বা ত্যাগবৃত্তি আমাদের চেতনের বৃত্তি নহে—ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ আমাদিগকে এই মহা শিক্ষা দান করিয়াছেন তাঁহার আচরণের দ্বারা।

আমরা কবে সেই গৌরাবতারের অনন্তোদয়া দয়ার অবতার শ্রীভক্তিবিনোদের পদনখশোভা দর্শন করিতে পারিব? শ্রীভক্তিবিনোদ-রূপ কবে আমাদের নয়নপথের পথিক হইবেন? শ্রীভক্তিবিনোদ তাঁহার বাণী বা শব্দের মধ্যে এখনও অবতীর্ণ রহিয়াছেন—শব্দের মধ্যেই নিত্য লীলা প্রকাশ করিতেছেন। শব্দের মধ্যেই রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা। ভক্তিবিনোদের বাণীর মধ্যেই তাঁহার যথার্থরূপ গুণ,পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবে তিনি আমাদিগকে তাঁহার পাদপদ্মধূলিসাৎ করিবেন? আমাদের ভক্তিহীনতা, অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মধূলি হইবার উচ্চাশা যেন আমরা নিত্যকাল হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি, তাঁহার পাদপদ্মসেবাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম ও তৎকৃপাই একমাত্র সম্বল, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে এই বিজ্ঞপ্তি যেন সর্বক্ষণ জ্ঞাপন করিতে থাকি—

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার।
করুণা না হলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর॥
আপনার গুণে দাসেরে যাতে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপদাম্বুজে দেহ অন্তঃস্থানি॥

---

# দুঃসঙ্গ—বর্জন

( প্রাপ্ত )

দুঃসঙ্গ-বর্জন-কার্যটী আমাদের বর্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যেরূপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য করিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য,সাধক ভক্ত-জীবনে প্রবেশ-লাভ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে দুঃসঙ্গ-পরিহার তদ্রোহধিক প্রয়োজনীয়। সাধন ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। ভাগ্যবান্ জীব পূর্বসুকৃতি ক্রমে সাধু-শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে দৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত হন এবং প্রতি-পাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে সাধুর আদেশ ও উপদেশ-সমূহ আপন জীবনে পালন করিতে থাকেন। এই ভজনক্রিয়ার ফলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া নিরন্তর শ্রীনামানুশীলনে আগ্রহ বা নিষ্ঠা হইয়া থাকে। উহাই সাধনভক্তির প্রথম প্রকাশ। সাধুসঙ্গ নিখিল-কল্যাণ-লাভের একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গই অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করিয়া ভক্তিরাজ্যের উত্তরোত্তর উচ্চ-সোপানে উপনীত করে। ভক্তজীবনের সকল অবস্থাতেই সমাত্মীয়াশ্রয়বিগ্রহ সাধুর সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্বতোভাবে কাম্য।

সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হইলে অসাধু-সঙ্গ পরিহারের আবশ্যকতাও আমাদের চিন্তার বিষয় হয়। ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধুর কৃপা লাভ করিতে হইলে দুঃসঙ্গ-বর্জন সর্ব প্রথমেই করিতে হইবে, অন্যথা মঙ্গলের আশা করা বৃথা। আমরা বর্তমানে দুঃসঙ্গের পঙ্কে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া আছি। আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষা, সংস্কার, অন্যাবরীণ কর্মফল, অনাদি কর্মবাসনা সমস্তই অসৎ। সকলের উপরে আমাদের পরিচালক মন সর্বাপেক্ষা অসৎ এবং সেই মনের সঙ্গ অত্যন্ত অনিষ্টকর। আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টাদ্বারা আমরা এই দুঃসঙ্গের দৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি না সত্য, তথাপি দুঃসঙ্গ-বর্জনের আমাদের নিষ্কপট অভিলাষ এবং চেষ্টা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের যদি সত্য-

সত্যই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুলতা জাগে, তাহা হইলে অন্তর্যামী শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমা দের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাদিগকে দুঃসঙ্গ পরিবর্জনে সামর্থ্যদান করিয়া থাকেন দুঃসঙ্গ ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবার যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, উহা পরিণামে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিতই হইয়া থাকে। সেই জন্য সাধু ও শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের অত্যাবশ্যকতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এষাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দেব (প্রকাশিত) বক্তৃতায় জানাইয়াছেন—শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তাহা জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ সর্ব্বপ্রথমেই করা আবশ্যক। চৈতন্যবিমুখ সকলের সঙ্গই পরিত্যাগ করিতে হইবে, বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহারা যত অন্তরঙ্গ আপনজনই হউন না কেন। চৈতন্যবিমুখ যাবতীয় ব্যক্তির সঙ্গই দুঃসঙ্গ। উহারা কৃষিকাতীয়। ঐ জাতির সংস্পর্শ থাকা পর্য্যন্ত আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিব, তাহাতে আত্মপোষণ পুষ্ট না হইয়া কৃষির শরীরই পুষ্ট হইবে। দুঃসঙ্গ বজায় রাখিয়া আত্মমঙ্গলাভের জন্য যাহা কিছু করা যাইবে, তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আত্মমঙ্গল কিছুই হইবে না, বরং কনক-কামিনী-পূজা-প্রতিষ্ঠা-লাভ, বাসনা প্রভৃতি উপশাখাই বাড়িয়া যাইতে থাকিবে।

আমাদের যত কিছু দুর্ব্বলতা, লোকপ্রিয়তা, কৃষ্ণেতর-বাসনা, বৈষয়িতা, ভক্তিপথে প্রগতির প্রতিকূলে আসিয়া দাঁড়ায়, যদি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব, উহার মূলে আছে দুঃসঙ্গ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশে আমরা জানিতে পারিয়াছি—প্রতি হরিবাসর-দিবসে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, পঞ্চদশের মধ্যে আমাদের ভজনোন্নতি কতটুকু হইয়াছে। যদি দেখা যায়, উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে একমাত্র দুঃসঙ্গকেই উহার কারণ জানিয়া তাহা পরিহার করিবার যত্ন করা উচিত। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে ঐকান্তিক-চেষ্টা আসিলেই যাবতীয় অনর্থরাশি আপনা হইতেই দূরীভূত হইতে থাকে।

আমরা অনেকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্বাসবাণী বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করি। সাধ্যমত তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে চলিতে চেষ্টাও করিয়া থাকি। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন লাভালাভের হিসাব করিতে যাই, তখন দেখি অধার ঘরে শূন্য পড়িয়াছে। অথচ আমরা সকলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হইয়াই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। তাঁহারা যেরূপ আদেশ বা উপদেশ করেন, তাহা পালন করিবার শক্তি এবং চেষ্টা, মহাজন প্রদর্শিত পথে তাঁহাদের অনুগমনে অগ্রসর হইবার আগ্রহ যে আমাদের একেবারেই নাই, তাহাও নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট যখন আসিয়াছিলাম, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে আপাতিক সুখ-সুবিধা যতটা পারি আদায় করিয়া লইব, তাঁহাদিগকে হাতের পুতুল করিয়া রাখা দূরে থাক—এরূপ দুরভিসন্ধিও ত' আমাদের ছিল না, অথবা তাঁহাদের ছিল না, অথবা তাঁহাদের উপদেশ শুনিবই না, তাঁহাদের নির্দ্দেশমত চলিবই না, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণই করিব, কেবল কপটতা এবং অপরাধই করিব, এরূপ কিছু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াও আমরা আসি নাই। আমাদের বহু প্রচ্ছন্ন দোষ ছিল এবং আছে সত্য, কিন্তু সেই দোষযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা যে তখন ছিল না বা এখনও নাই—এরূপ নহে। তথাপি কেন আমরা কাম্যরূপ ফল পাই না? হৃদয়ে উৎসাহ আসে না, ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি না, বৈধীচ্যুত হইয়া পড়ি? সাধুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে যখন আসি, তখন তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী কর্ণে প্রবেশ করিয়া সেই সময়ের জন্য হৃদয়ে যেন চেতনার সঞ্চার করে। আমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি—"আর নাহে মাপ"। যাহা করিয়াছি, আর করিব না। এখন হইতে সাধুর অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। হয়ত' আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু ফল কিছু হয় না। চেষ্টাও সাময়িক, দৈনন্দিন প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করিয়া চলিতে পারি না। সাধুগণের শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং বিচারপরূপ বৃত্তির অনুগমন করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। আমরা অনেকেই বহুবার এরূপ সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু কোনবারই সে সঙ্কল্প বারিধি লাভ করিতে পারে নাই, দুর্দ্দৈব পাষাণের রেখার ন্যায় চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। "সতো বৃত্তিং" অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া আমরা অবশেষে

অসদ্বৃত্তিকেই বহুমানন করিতে থাকি। সাধুর কৃপায় ও শক্তিতে অনায়াসমুক্ত হইয়া নানাপ্রকার অপরাধের আবাহন করিতে থাকি।

এই সকলের একমাত্র কারণ দুঃসঙ্গ। সদ্বৃত্তি বলিতে সাধুর অনুসরণকেই বুঝায়। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, দুঃসঙ্গ পুষিয়া রাখিয়া সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুর অনুগমন হয় না। অসৎসঙ্গ আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তজ্জন্য আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা কিছু সমস্তই সচ্ছিদ্রপাত্রে জল আহরণের প্রয়াসের ন্যায় বিফল হইতেছে মাত্র। ইহা সত্য যে, সাধুসঙ্গ-ব্যতীত দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে যায় না। বিষয় হইতে মনকে জোর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেও করা যায় না, কারণ অনাদি-নিবিষ্ট মনের স্বভাবই বিষয় গ্রহণ করা। স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ পরিহারপূর্ব্বক নির্জ্জনে গিয়া বাস করিলেও নির্জ্জন বা নিঃসঙ্গ হওয়া যায় না। বিষয়োন্মুখ মন বনে গিয়াও বিষয় চিন্তা করিবে। সাধুসঙ্গ হইতেই হেয় দুঃসঙ্গের পরিহার হয়। সাধুর সঙ্গ-ব্যতীত অসাধুসঙ্গের প্রভাবনির্ম্মুক্ত হওয়া যায় না, ইহা সমস্ত সৎশাস্ত্র এবং মহাজনগণ বলিয়াছেন। কিন্তু সাধুসঙ্গ হইবে কি করিয়া? জগাই মাধাই "মার নারে ভাই" বলিয়া যখন সকল-প্রকার দুষ্কার্য্য, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন, তখনই তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গমহিমা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবলদেবনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গস্পর্শ (?) করিয়াও তাঁহাদের হৃদয় কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। অবশ্য এই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও সাধুগণের কৃপাফলেই হইয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী উদারতা দস্যুগণের হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দবাক্যে শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণার প্রকাশ সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়াও দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এইখানেই আমাদের দুর্ভাগ্য। একে ভবরোগী আমরা সর্ব্বদা রোগরাগে ক্লিষ্ট, তাহার উপর সর্ব্বদা কুপথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিতেছি। রোগমুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়ত আমাদের আছে, কিন্তু কুপথ্যটী কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ঔষধ সেখানে কার্য্যকর হইবে কেন?

দুঃসঙ্গ বস্তুটী ঠিক আগুনের মত। আগুন এমনই একটী জিনিষ, যাহার সহিত জগতের অন্য কোন বস্তুই তাহার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়া মিশিত হইতে পারে না। আগুন উহাকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিবে। জল ঢালিলে আগুন নিবিয়া যাইবে, কিন্তু জলে আগুনে মিশিয়া আর একটা পদার্থ হইবে না। অসৎসঙ্গের এমনই প্রভাব যে উহা অত্যন্ত সমর্থ ব্যক্তিরও বুদ্ধিনাশ করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য সর্ব্বথা উহা হইতে দূরে থাকাই নিঃশ্রেয়সার্থীর কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীগুরুদেবের বলে অত্যন্ত বলীয়ান্ হইয়া গিয়াছি, আমরা ধর্ম্মদ্বেষীর সহিত ব্যবহারাদি করিলেও আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় আমরা স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়া অন্যকে উদ্ধার করিয়া দিতে পারি, এরূপ অহঙ্কার আমাদের অত্যন্ত শোচনীয় অধঃপতনেরই পূর্ব্বাভাস। সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদ এরূপ মনোবৃত্তির কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। আমাদের ন্যায় সঙ্কট অনিশ্চিত, অনর্থ-যুক্ত ক্ষুদ্র জীবের ত' কা কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবিচারপর ভাষ্য শ্রবণ করাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেও শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু তাহাতে সম্মত হন নাই। কারণ—

বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥

ভগবান্ আচার্য্য এ বিষয়ে নির্ব্বন্ধ করিলেও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু কিছুতেই মায়াবাদীর ভাষ্য-শ্রবণে স্বীকৃত হন নাই। বঙ্গদেশীয় কবিকে 'যথা তথা' করি এবং তাঁহার কাব্যে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী কেবলমাত্র তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই তাঁহার নাটক শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবাদীকে অন্যথা জ্ঞানে ভগবান্ আচার্য্যের ভ্রাতা গোপালের নিকট ভাষ্য শ্রবণ করেন নাই। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট যখন রামচন্দ্র খানের প্রেরিতা বেশ্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে পাপের প্রতিমূর্ত্তি জানিয়াও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার উপস্থিতিতে

সেখান ত্যাগ করেন নাই, পরন্তু তাহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে তিন রাত্রি হরিনাম শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু হরিনদীগ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণব্রুব যখন শ্রীনামের মহিমা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিল, তখন শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তাহাকে শোধন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, তিনি স্বয়ং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; কারণ সে ব্যক্তি নামাপরাধী, নামে তাহার শ্রদ্ধা নাই। প্রাকৃত সহজিয়া হইতে মায়াবাদী এবং মায়াবাদী হইতেও বৈষ্ণবাপরাধী অধিকতর নিন্দিত ও অপরাধী। বৈষ্ণব মহাজনগণ কখনও জীব উদ্ধার-কামনায়ও মায়াবাদী বা বিষ্ণুবৈষ্ণব-অপরাধী ব্যক্তির সহিত ব্যবহারাদি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। মায়াবাদী বা বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষীর নিকট তাঁহারা চিরদিনই মৌন। সেইজন্যই বেণ্যার উদ্ধার হইলেও তদ্রূপের চাবচক্র খানের উদ্ধার হয় নাই, তাহার অপরাধ ক্রমশঃ ঈশ্বর পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছিল। আবার অত্যন্ত পাপাচারী যাহারা এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তাহারাও যে কোন প্রকারে বা যে কোন উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবের নিকট আসিয়া তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহাই দেখা যায়। কোন বৈষ্ণব কোন প্রকারেই পাপাচারী বা মায়াবাদী প্রভৃতির সঙ্গলাভের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। বৈষ্ণবগণ নিত্যকালই দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের শিক্ষাই দিয়া থাকেন। দুঃসঙ্গকে প্রতিযোগী জ্ঞান না করিয়া পরিহারযোগ্য জ্ঞান করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়।

অবশ্যকুলশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দের পাষণ্ডদলন-কার্য্য এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মরেণুভিলাষী হইয়া তাঁহার দাসানুদাসের আনুগত্যে দুঃসঙ্গবর্জ্জনকার্য্যটী অবান্তর, অবাঞ্ছিত অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে; উহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমপ্রচার এবং তাঁহার দাসানুদাসের দাস্যাভিলাষী জনগণের শুদ্ধভক্তি-যাজনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ কার্য্য। আমরা অনেকে ধ্বংস অপেক্ষা গঠনের পক্ষপাতী এবং 'সাধুসঙ্গেই দুঃসঙ্গনাশ হয়,সাধুসঙ্গ-যাজীত স্বতন্ত্রভাবে দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনের চেষ্টা-দ্বারা কোন লাভ হয় না, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর এবং বহির্জ্জিত অসদ্বুদ্ধি ও অসদ্ব্যক্তির প্রভাব আমাদিগকে কত প্রকারে কপটতা শিখাইতেছে, তাহার অনুসন্ধান আমরা করি না কেন? সাধুসঙ্গে থাকিলে দুঃসঙ্গের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়াও আমাদের অনর্থ কাটিতেছে না কেন, ইহাই ত' সমস্যা। দুঃসঙ্গ যখন যাইতেছে না, তখন সাধুসঙ্গও নিশ্চয়ই হইতেছে না। আলোর ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যায়। আলো এবং অন্ধকার একই স্থানে একই সময়ে কখনও থাকে না। বাহিরের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের দুর্ব্বাসনীয় অসৎপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিবার জন্য অকপট চেষ্টাযুক্ত হইয়া সাধুর নিকট অভিগমন করিলেই সাধুগণ যৌথ্যকী বাণীরূপ অস্ত্রদ্বারা "মনোব্যাপদ" ছেদন করিয়া থাকেন। এই জন্যই সমস্ত শাস্ত্রে এবং মহাজনগণের আচরণে অবশ্যই পরিবর্জ্জনের আদেশ ও আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ অনুকূলানুশীলনেরই সোপানস্বরূপ হইয়া থাকে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই জিতজী।

নামহট্টের মূল মহাজন পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পাষণ্ডদলনপূর্ব্বক প্রেমপ্রচারের যে অভিনব আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, 'নামহট্টের মাদুরার' পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণবার্জ্জনলীলায় যে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ এবং তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রণবার্জ্জনের উপকরণ-রূপ শতদুষ্টীর পলাকারূপে দুঃসঙ্গবর্জ্জনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা আমাদের নিত্য সেবনীয় হইলেই আমরা দুঃসঙ্গত্যাগের অত্যাবশ্যকতা এবং দুঃসঙ্গ বজায় রাখিয়া বা দুঃসঙ্গবর্জ্জনে উদাসীন দেখাইয়া গৌরপ্রচারে অন্যাগ্রহ প্রদর্শনের কলঙ্ক উপলব্ধি করিতে পারিব।

# শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-বাসরে

[ প্রার্থ ]

দুর্গত জীবের প্রতি করুণা করিয়া
ধরাতলে নামি'
শ্রীভক্তিবিনোদ দেব অবনী তরিয়া
ভকতের সেবা প্রতিজনে দিয়া দান,
শিখালেন রাধিকা-মাধব নামগান,
কার্ষ শ্রেষ্ঠ জানি'
সেব' তাঁর ধ্রুব-বাণী।

বিস্মৃত জীবের লাগি' স্মরণের কথা
অতি অসহায়,
কৃষ্ণ অন্বেষণ লাগি' সুগোপন প্রাণ্ডা
জানালেন অতি তীব্র বিরহ-বেদন
ব্রজগামী পথিকের সেবানুশীলন
স্বকৃত লীলায়
এই পুণ্য তিথি তাঁর।

গৌরসঙ্গী গদাধর, তাঁর বিগ্রহের
জীবে দয়া করি'
কৃষ্ণ কার্ষ সেবা-দ্বারা জগতের পর
আনি দিয়া গেলেন আজি শুভক্ষণ
জীবের বাঞ্ছিত সেবা পাবার লগন
চিত্তে নমস্করি'
হীন ভাগ্য লই বরি'।

ব্রজাভিলাষের আজি কল্যাণী তিথি,
দীন জীব তরে
মাধবেশ ভক্তি পাদপদ্ম দেখি' নিতি
গোলোক হইতে নামি আসিয়া ভূতলে
রাধিকা-মাধব-আশা ভুলাইয়া বলে
পূর্ণ কৃপা করে
প্রতি জীব ঘরে ঘরে।
অন্যা ভোগের স্পৃহা তাহ-কাননে
নিভিবে কি কভু?
করুণার প্রস্রবণ দুর্দীন বৎসল
মাধব-শকতি'মূর্তি পূর্ণ করুণার
পাদপদ্ম-ছায়া-লাভ হবে অভাগার?
ভক্তি-গ্রন্থ তব
কৃপা-কণা মাগি প্রভু।
মৃগতৃষ্ণিকায় পাছে ভোগের আশায়
মন ঘুরে মরে
কৃষ্ণ-অন্বেষণ আজও মোরে নাহি তায়
কৃষ্ণ তব দয়ার সাগর তব পানে
শুনি ক্ষুদ্রতম আশা জাগে ক্ষুব্ধ প্রাণে;—
হতভাগ্য তরে
তার নিত্য দয়া ধরে।
জন্মজন্মান্তরে প্রভু! কভু কোনও দিন
তব পদধূলি
অনুগজনের পাদপদ্মে—দীনহীন।
লভকণ কৃষ্ণ, তুমি মূর্তি করুণার
পরিবার-সঙ্গ বলি করিবে স্বীকার?
অন্য স্মৃতিগুলি
তব সেবানন্দে ভুলি'।

# বিবিধ-প্রসঙ্গ

## শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৬শে জুন (১৯০৮) রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন, তথা হইতে পরদিবস প্রাতে শ্রীগোদ্রুম-স্থানস্থবর্ণকুঞ্জে শুভবিজয় করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটতিথিপূজামহোৎসব সম্পাদন করেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডাশ্রমী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অবিরত ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী (অলোরা) প্রমুখ বৈষ্ণবমূন্দ। ঐ দিবস ৩:টার ট্রেণে শ্রীপাদ সজ্জনমহৎ ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিরত্ন, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পাল বি-ই, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস্-সি ও শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ প্রমুখ বৈষ্ণবমূন্দও গমন করিয়াছিলেন। শ্রীলআচার্য্যদেব সপার্ষদে শ্রীগোদ্রুমের উৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক উক্ত উৎসবের দিনই (২৭।৬।০৮) সন্ধ্যার পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করেন।

---

## চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীশ্রীহরির শয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে। গতকল্য ২৩শে আষাঢ় (১৩১৫), ৮ জুলাই (১৯০৮) শুক্রবার শ্রীশয়ন-একাদশীর উপবাসব্রত শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্য হইতে হরিশয়নপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। পৌর্ণমাসীপক্ষে আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১২ জুলাই মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ এবং কর্কটী সংক্রমণপক্ষে ৩১শে আষাঢ়, ১৬ জুলাই শনিবার হইতেও আরম্ভ হইতে পারে। শ্রীব্রজধামগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অহর্নিশ কৃষ্ণানুশীলনমুখে এই ব্রত উদ্‌যাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদও স্বয়ং প্রত্যহ এই ব্রত কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে যাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষাদি আমিষজাতীয় খাদ্য চারিমাস ব্যাপিয়া ভূমিতে শয়ন, নখকেশাদি কর্ত্তন, তৈলাদি বর্জ্জন, পটল, বেগুন, বরবটি, সীম, পুঁইশাক, মাষ প্রভৃতি দ্রব্য অভক্ষণ, ইন্দ্রিয়তর্পণের বিলাস-দ্রব্য ও অষ্টাঙ্গ মৈথুন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ইত্যাদি কতকগুলি বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রাদেশ সর্ব্বত্র পালনতৎপর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কৃষ্ণপরায়ণের অবিস্মৃতিই মুখ্য বিধি ও বিস্মৃতিই মুখ্য নিষেধ এবং যাবতীয় বিধিনিষেধ এই মুখ্যবিধিনিষেধের কিঙ্কর, ইহা জানিয়া কৃষ্ণবৈরাগ্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগরূপ কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া—অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ ও যাবতীয় ভক্তিপ্রতিকূলবিচার সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া শুদ্ধনামপরাধসাধুসঙ্গে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের বিচারাবলম্বনই প্রকৃত চাতুর্ম্মাস্যব্রতধারীর সত্বর হওয়া আবশ্যক। "অসৎসঙ্গত্যাগ"—এই সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণবাচার পালন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলনের অভিনয় কেবল 'অপ্রাপণ্ডৈব দেহস্য মরণং লোকরঞ্জনম্' মাত্র। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"—ইহাই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতীর প্রথম ও প্রধান সম্বল হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই কৃষ্ণানুশীলনমুখে ব্রতের সম্যক্‌পালন সম্ভব হইবে। "অকর্ত্তাং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ" ইত্যাদি কলকাদিগণের বিচার—অপ্রাকৃত বৈরাগ্যপ্রধান গৌরভক্তগণের অনুসরণীয় নহে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকামনা ব্যতীত গৌড়ীয়বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্যসাধন নাই।

আমাদিগের এই বৎসরের চাতুর্ম্মাস্যব্রতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আগামী ২৭ হৃষীকেশ (গৌরাব্দ ৪৪২) ২১শে ভাদ্র (১৩১৪), ৭ সেপ্টেম্বর (১৯০৮) বুধবার শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-গৌরত্রয়োদশী তিথি শতবর্ষ পরিপূরণ করিবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভক্তিবিনোদগৌরবাণী-কিঙ্করানুকিঙ্করগণ শ্রীশয়ন-একাদশী হইতে আগামী ২৩শে ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ণিমাতিথি পর্য্যন্ত দুইমাসকাল ব্যাপিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবাহ্য-কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-মনোহভীষ্ট-পরিপূরক আচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিরাট্ সম্মেলনে হরিকথামৃতধারা প্রবাহিত হইবে। আমরা বিশ্ববাসী সজ্জনসাধারণকে এই মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

---

## শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

গত ২৯শে বৈশাখ (১৩৩৪), ১২ই জুন (১৯২৭) রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবস হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৪, ৩রা জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত—শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল শ্রীপুরুষোত্তমধামের বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ বৈখানস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভবের ভক্তিশালী প্রমুখ প্রচারকবর্গ ও মঠসেবকগণ তথা স্থানীয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত সজ্জনবর্গের সর্ব্বতোভাবে সেবাচেষ্টায় ও শুভানুধ্যানে উৎসবের যাবতীয় কার্য্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদিগের ক্ষেত্রমণ্ডলস্থ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয় কার্য্যোদ্যোক্তা অক্লান্তকর্ম্মী বান্ধবগণকে এজন্য আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উৎসবের প্রারম্ভে স্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানকালে ভগবৎসম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠসেবকগণ কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে নগরসংকীর্ত্তনমুখে অভিন্ন-গিরিরাজগোবর্দ্ধন চটকপর্ব্বত, টোটা গোপীনাথ, শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধিমন্দির, সিদ্ধবকুল, নরেন্দ্রসরোবর—শ্রীকাশীমিশ্রভবন, গম্ভীরা প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা, অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত এবং রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাদি হইয়াছে। শ্রীহরিকীর্ত্তনে মঠ প্রায় সর্ব্বক্ষণই মুখরিত থাকিত। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, বৈখানস মহারাজ, শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীসৌরসুহৃৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভবের প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চত্বারিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে এবার একটি বিশেষ সেবাবৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট তিথিপূজা-বাসরে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রত্যেক স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংকীর্ত্তিত দুই দুইটি শ্লোকাবলম্বনে শ্রীল ঠাকুরের মাধুর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। ১ম স্কন্ধ হইতে 'ত্রয়াণাং যত্র' ও 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত'—শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, ২য় স্কন্ধ হইতে 'যে বৈ বিভূত্যভিমতি' ও 'এতে-নির্ব্বিণ্ণমানানাং'—শ্রীসৌরসুহৃৎ ব্রহ্মচারী, ৩য় স্কন্ধ হইতে, 'অন্যাপৃতার্থকথনাৎ' ও 'তাবদ্ভয়ং' এবং ৪র্থ স্কন্ধ হইতে সম্যক্ বিতরং ও 'যৎপাদপঙ্কজপলাশ'—শ্রীপাদ অপ্রাকৃতপ্রভু, ৫ম স্কন্ধ হইতে 'মহৎসেবাং' ও 'যস্যাস্তি ভক্তি'—শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ হইতে 'ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ' ও 'প্রায়েণ বেদ তদিদং'—শ্রীঅনাদিরুদ্র ব্রহ্মচারী, ৭ম স্কন্ধ হইতে 'মন্যির্ন কল্পো' ও 'নৈষাং মতিস্তাবৎ'—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, ৮ম স্কন্ধ হইতে 'কিমাত্মনানেন জহাতি' ও 'ত্রিভিরেতৈরিদ-মাবেদ্যকান্'—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, ৯ম স্কন্ধ হইতে 'যাত্রা স্বপ্রা দুহিত্রা' ও 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং,'—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী, ১০ম স্কন্ধ হইতে 'দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াম্ ও 'বিষ্ণু অসুর-বিদ্রুদ্ বিভাং'—শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, ১১শ স্কন্ধ হইতে 'ত্বয়ং বিতীয়াভিনিবেশতঃ' ও 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত'—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং ১২শ স্কন্ধ হইতে 'পৃষ্টো ব্রহ্মাদ্' ও 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' শ্লোকাবলম্বনে শ্রীপাদ ভক্তি-বৈভব প্রভু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালার সমস্তাজিহ্বের-প্রয়োজন-বিভাগানুসারে বিন্যস্ত হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুত্যের সৌজন্য-সহকারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভা-ভঙ্গের পর প্রায় দুইশত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠ, মন্দির ও সভাগৃহ বস্ত্র-পুষ্পমালা-পতাকাদি-দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল, সভাস্থলে সুসজ্জিত উচ্চাসনে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যদ্বয় সংরক্ষিত হইয়া সচন্দন-পুষ্পমাল্য ধূপদীপাদি-দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনদিবসে শ্রীপুরুষোত্তম মঠসেবক-গণের মার্জ্জনসেবা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীপাদ অরণ্য-

মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিসৌধের ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচরিতামৃতের পয়ার অবলম্বনে বিবিধ রাগের সংযোগে শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমোহিনী মোহন দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই দিবস ভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী পরিক্রমা করেন।

রথযাত্রাদিবসে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভবের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে ভক্তিসাধনির পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব এবার তাঁহার অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলে বেলার ঘণ্টাধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-বিলাস হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের কীর্ত্তনে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীশুক্লগৌরাঙ্গের অঙ্গরাগে শ্রীপুরুষোত্তমধাম মুখরিত হইয়াছে। উৎকল পুরুষোত্তম হইতেই এই অঙ্গরাগ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে।

---

স্নানযাত্রার পর দিবস হইতে ১৫ দিন যাবৎ অনবসর-কাল। এই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ দর্শনে গমন করিতেন, তাঁহার অনুগমনে শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ অনবসরকালে আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে কীর্ত্তন মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করাইতেন। বর্ত্তমানবর্ষেও তদ্রূপ নিজজনানুগতো আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ মহাসমারোহে সংকীর্ত্তন-মুখে বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, কটক হইতে উপদেশক শ্রীপাদ ব্রতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ও ভক্ত সঙ্গীত, মেদিনীপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, গয়াধাম নিবাসী হইতে আগত শ্রীযুক্ত ধনমালী পট্টনায়ক ও আরও কতিপয় ভক্ত আলালনাথ উৎসবে যোগদান করেন। গত ১৩ই জুন (১৯৬৮) তারিখে সাধারণ মহোৎসব হইয়াছিল। প্রাতে শ্রীপাদগৌরী মহারাজ আলালনাথস্থ ভক্তবৃন্দ, আর্ত্তাশ্রমের ভক্তবৃন্দ ও বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে আলালনাথের শ্রীমন্দির ও নগর পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০ সন্ন্যাসী ও সাধারণ ব্যক্তি এবং কাঙ্গালীগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে উপদেশক শ্রীপাদ ব্রতিশেখর ব্রহ্মচারী ও রাত্রে শ্রীপাদ গৌরী মহারাজ বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল :—

রূপপুরের জেলখানা আফিসের শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মহান্তি, ব্রহ্মগিরি হাসপাতাল ডিসপেন্সারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমলতাকান্ত মৈত্র, পুলিশ সব্ ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বলই, ব্রহ্মগিরি সার্কেলের ফুল ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মধুসূদন মিশ্র বি এ বি-টি; পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বলভদ্র মহান্তী, পুরী ডিঃ বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সাহু, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী পাণ্ডা, বেটপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধা-মোহন পট্টনায়ক ও রাধাকান্ত মঠের তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি।

---

গত ২৩শে জুন (১৯৬৮) শুক্রবার গৌড়ীয় মিশনের লণ্ডনে আগত প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পুরীস্থ এমারমঠের মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত নরোত্তম রামানুজ দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুরীর প্রসিদ্ধ মধুসূদন লাইব্রেরী হলে "প্রেম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পুরীতে সমাগত বহু বিশিষ্ট সজ্জন গোস্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হন।

---

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব গত মহা জুলাই, ১৯৬৮ তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

---

## শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে গত ৫১ শে জুন, ১৯৬৮ সোমবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ৩৭তিংশ বার্ষিক বিরহমহাদহোৎসব গোদ্রুম-শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতা

( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বিভিন্ন মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে এই অপ্রকট-তিথি-পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন।

উৎসবের অধিবাস-দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরশ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি বহু ভক্ত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীআনন্দ-সুখদকুঞ্জে গমন করিয়া বহু ভক্তসমভিব্যাহারে ঠাকুরের শ্রীমন্দির পরিক্রমা, সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্তন, গুরুবন্দনা ও গুর্বষ্টক কীর্তনের পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ পাঠ ও মধুরস্বরে কীর্তন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতি বিধান করেন।

তৎপরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্তন হইতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণ-নগর শ্রীকুলকুটীর হইতে সপার্ষদে শ্রীধামে শুভবিজয় করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সুগন্ধিপুষ্পমাল্যাদ্বারা সাদর-সম্বর্দ্ধনা করেন। অনন্তর ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীগোদ্রুমস্থ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে ঠাকুরের সমাধিপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শুভবৈষ্ণববন্দনান্তে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্তন করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহা-নত্বন্ধে কিছুক্ষণ বিরহোদ্দীপক তত্ত্বচেতনময়ী কীর্তন করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কিছুক্ষণ কবিকথা কীর্তন ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকা হইতে "শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সকলকে উহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। অনন্তর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল-জয়ধ্বনি-সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। পরে ঠাকুরের ভোগরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় আটশত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতি ও নির্দ্দেশক্রমে ঠাকুরের বিরহ ভজনকুঞ্জে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী সুমধুরস্বরে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন ও হরিকথা আলোচনা হয়। অতঃপর সপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ধলিকায়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাভিমুখে শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরও শ্রীকুঞ্জে পাঠ-কীর্তনাদি হইয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর উৎসবটী বিশেষ সাফল্যের সহিত আরও বিপুল সেবোৎসাহে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎ-সবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ জগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এই মহোৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র কএকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীযুত জগদ্বান্ধব ভক্তিবাচস্পতি বি-এ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরশ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুত কীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, শ্রীযুত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুত শচীনন্দন রায়াধিকারী (অধিকার, অলোরা), শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব দাস কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিনিলয়, শ্রীযুত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী অধিকার, শ্রীযুত হরিপদ ধারাধিকারী বি, এস্-সি, শ্রীযুত অধোক্ষজ দেবাকোবিদ, শ্রীযুত নবকিশোর রায় ভক্তিবিজয় ও তৎপুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুতপতির প্রসাদ লাহিড়ী বি-এ, শ্রীযুত মুকুন্দলাল পাল বি-এ, শ্রীযুত হীরালাল রায় চৌধুরী, শ্রীপাদ সত্যব্রত ধারাধিকারী বি-এ প্রভৃতি।

—

**শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে**—গত ১৪ই আষাঢ় সোমবার আষাঢ়ী অমাবস্যা তিথিতে শ্রীগৌরনিজশক্তি পরমারাধ্যতম নিত্য শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম গৌরবিজয়ন ওঁ-ওঁ-ভক্তিস্রোতঃপুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্ত্রিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুমত্যে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা ও নামকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত বন্দনা, গুরুপরম্পরা, ওঁঅষ্টক, পঞ্চতত্ত্বনাম, মহাজনপদাবলী কীর্তন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্, বিরহোদ্দীপক বক্তৃতা ও কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। সভার আদিতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতাচার্য্যপুরাণতীর্থ মহাশয় 'ভক্তিবিনোদ-দশকম্' কীর্তন করিবার পর সুপ্রসিদ্ধ পাক্ষিক গৌড়ীয়-সম্পাদক 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বিরহতত্ত্ব' সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টা কাল প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় আবেগের সহিত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ দেহগেহা-সক্তিমর্দ্দন ও কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময় সেবার প্রতি আগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। সভাভঙ্গের পর রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বহু সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। উৎসবে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর সর্বতোমুখিনী বুদ্ধি ও মঠসেবক-গণের উৎসাহ প্রশংসার্হ।

---

**কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে**—গত ২৭শে জুন, ১৯৩৮ সোমবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে দৈনন্দিন আরাত্রিক-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইবার পর শ্রীনারদভ-প্রবণসদনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীহরিদাস-নির্য্যাপ-প্রকরণ পাঠ করেন। অনন্তর কীর্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীনারদভ প্রবণসদনে সন্নিহিত হইলে পুনরায় কীর্তন আরম্ভ হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ওঁঅষ্টক, গৌড়ীয় ২য় বর্ষ ৪৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম কীর্তিত 'যে আনিল প্রেমধন' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি পারায়ণ আরম্ভ করেন, অতঃপর শ্রীপাদ নরোত্তমা-নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ ক্রমানুসারে পারায়ণ করেন। সন্ধ্যাহ্নে তোগারাত্রিক-কীর্তনের পর সমবেত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু হরিকথা বলেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তনের পর শ্রীমঠের সারস্বত-প্রবণসদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্বাহ্ণের ন্যায় শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ওঁঅষ্টক, শ্রীভক্তি-বিনোদ-দশকম্ ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্তন করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে গৌড়ীয় (৭ম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা) হইতে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'সুসেব্যঃ তিথি' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু উক্ত প্রবন্ধাবলম্বনে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী(অ্যাডভোকেট,পাটনা হাইকোর্ট) যথাক্রমে বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী গোপীনাথ-বিজয়ি, যে আনিল প্রেমধন ও মহামন্ত্র কীর্তন করেন। শয়নারাত্রিক-কীর্তনের পর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

**কমলাপুর শ্রীগোপালজীউর মঠে বার্ষিক উৎসব**—

গত ১২ই জুন রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস কমলাপুর (ঢাকা) শ্রীগোপালজী মঠের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস নগরসাঙ্কীর্তনের পর শুভারম্ভান্তে শ্রীপাদ উপেন্দ্রবিলাস ব্রহ্মচারীজীর মূল গায়কত্বে "বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ," "জয়রে জয়রে আমার এন অতি মন্দ," "শ্রীনীল অচল পুরুষ আগে" প্রভৃতি গান উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত হয়। তৎপর একঘটিকা হইতে শ্রীপাদ শিবরাত্রব্রতিপ্রবরাধিকারী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করিয়া বেলা প্রায় ২টা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। বেলা ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ

বিদ্যালয়ার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হর্ষ" বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক হইলে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দিবসের প্রথমভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও স্থানীয় বহুলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন। ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ বিতরণকালে বৃষ্টি থামিয়াছিল, সুতরাং সেবার কোন বিঘ্ন হয় নাই।

## কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠের উৎসব-পঞ্জী

তারিখ—২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—শ্রীশ্রীগোপালজীউর মঙ্গলারাত্রিক, প্রাতঃ ৪।০—৪৪টা—উষঃকীর্ত্তন; ৪৪টা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, ১০টা—১১টা—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, ১১টা—১২টা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ১২টা—১২৪টা ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন, ১২৪টা হইতে প্রসাদ বিতরণ।

---

## বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবর্গ কলিকাতা মঠসেবক-সঙ্ঘ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমান্তে-বক্তার স্বনামখ্যাত জমিদার ও ব্যাভভোকেট শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে গত ২৮শে মার্চ্চ সোমবার (১৯৩৮) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হন ও বগুড়ার তৃতীয় তথায় সপ্তাহাধিককাল অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ২৯শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বগুড়া হিন্দুসভাগৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এপ্রিলমাসের ১লা, ২রা ও ৪ঠা তারিখে স্বামীজি মহারাজ ও ব্রহ্মচারীজী ঐস্থানে, "বৈষ্ণবধর্ম্ম" ও "ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তথা হইতে তাঁহারা মহিষাশিঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয়ের গৃহে গমন করিয়া তথায় গত ৭ই হইতে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হরিকথা প্রচার করেন, ১০ই এপ্রিল রাত্রিতে তথা হইতে রওনা হইয়া ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। ১৯শে এপ্রিল স্থানীয় শ্রীবৈষ্ণবপ্রাঙ্গণে আহূত এক বিরাট ধর্ম্মসভায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ "মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২০শে এপ্রিল প্রাতে তথা হইতে প্রচারকগণ চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডে গৌরগোবিন্দ আশ্রমে গমন করেন। ২১শে এপ্রিল ভোলানন্দগিরি আশ্রমে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ২২শে এপ্রিল প্রচারকগণ চট্টগ্রাম সহরে গমন করিয়া স্থানীয় নন্দন-কাননস্থিত একটি সুবৃহৎ দ্বিতল-ভবনে বাসস্থান প্রাপ্ত হন। প্রচারকগণ চট্টগ্রাম টাউন হলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মণিলাল দাস মহোদয়গণের সভাপতিত্বে ২৩শে, ২৪শে ও ২৬শে এপ্রিল ক্রমান্বয়ে "জীব ও ধর্ম্ম", "শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপরবর্ত্তেন" "শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশন" বিষয়ে দিবসত্রয় বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনন্তর তাঁহারা ২৭শে এপ্রিল বুধবার বৃদ্ধাক্ষ আখড়ায়, ২৮শে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ (কবিরাজ) মহোদয়ের বাসায়, ২৯শে লালবাজার কালীবাড়ীতে, ৩০শে এপ্রিল গোসাই-ডাঙ্গা রাধাকৃষ্ণ আশ্রমে, ১লা মে নন্দনকাননে সাবজজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বন্দুবরাল মহোদয়ের বাসায়, ২রা মে সদরঘাট কালীবাড়ীতে, ৪ঠা মে হেডআফিসবাজার অনৈক ডেপুটীর বাসায়, ৫ই মে পাথরঘাটা সংসঙ্গের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভবনে, ৯ই বাগেল রোডে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বল মহাশয়ের গৃহে, ১০ই সেভী ডাক্তার নিবেস্ এস, বি, মুখার্জ্জি মহোদয়ের গৃহে, ১১ই এ, বি, রেলওয়ে ক্লাব হাউসে, ১২ই মে খাস্তগীরে শ্রীযুক্ত রেবতী-মোহন সোমার মহোদয়ের বাসায়, ১৩ই পাথরঘাটায় গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত কালীশঙ্করদাস মহাশয়ের বাসায় পাঠ-বক্তৃতামুখে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত সুবিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিপুলভাবে প্রচার করেন। গত ১৩ই মে শুক্রবার শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী দিবস প্রচারকগণ সদলে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বেখলাগ্রামে শ্রীল পুরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট গমন করেন এবং তথায় শ্রীল পুরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল মুরারি গুপ্ত ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রণয়নমূহ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীবিদ্যানিধির 'রজন-মন্দির' পরিক্রমান্তে পুনরায় ঐ দিবস চট্টগ্রাম টাউনে ফিরিয়া আসেন।

১৫ই মে প্রচারকবৃন্দ উক্ত জেলার অন্তর্গত—ঘোরলা, কাছনগোপাড়া ও হাওলাগ্রামবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে তথায় গমনপূর্ব্বক কাছন-গোপাড়া নিবাসী শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের আলয়ে প্রায় সপ্তাহকাল অবস্থান করেন এবং তথায় ১৫ই মে হইতে ১৭ই মে পর্য্যন্ত তিন দিবস "সনাতনধর্ম্ম", "শ্রীচৈতন্যদেব" ও "জীবের সাধ্যসাধন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮ই ও ১৯শে মে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ উক্ত স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ গত ২০শে মে হাওলা গ্রামের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শ্রীকালাচাঁদ ঠাকুরের নাট্যমন্দিরে "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও ২১শে মে উক্ত গ্রামের

করিলার শ্রীযুত রামকুমার লালা মহাশয়ের বাড়ীতে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৯শে মে উক্ত জেলার অন্তর্গত ভৈরোবাজারের নদীর ঘাট হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া শ্রীপাদ মাধবের মহারাজ সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। চট্টগ্রামে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া ৪ঠা জুন যে প্রচারকগণ করিদপুর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে যাইয়া শ্রীযুত সকলনিগমবপুষি দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩টার সময় করিদপুর টাউনে গমনপূর্ব্বক আলিপুরস্থিত শ্রীযুত জয়গোপাল রায় মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া গত ১লা জুন তথায় ও ২রা জুন হইতে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষের বাড়ীতে শ্রীপাদ মাধবের মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "কালগতিঃপ্রসঙ্গ" ও "নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৩রা জুন হইতে ৭ই জুন পর্য্যন্ত স্থানীয় অধিকা মেমোরিয়াল হলে পক্ষ দিবস ব্যাপী ক্রমানুযায়ী "ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা", "ভাগবত-ধর্ম্ম", শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবে দয়া", "নাম ভজন" ও "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে স্বামীজীর ও শ্রীপাদ হরদীব প্রভু বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে রায় বাহাদুর শ্রীযুত রসিকবিহারী চক্রবর্ত্তী, রায়বাহাদুর শ্রীযুত তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুত কামিনীকুমার রায়চৌধুরী, ও এ-আর-পাইহারীর সেসিডেন্ট শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও মাধবের মহারাজ ৯।১০।১১।১২ জুন তারিখে যথাক্রমে শ্রীডার শ্রীজিতেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ও শ্রীডার শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহে, মহাজন-পট্টীতে এবং বার্ডেন্ট শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র সাহা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রচারকগণ করিদপুরে তিন সপ্তাহ যাবৎ অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ২০শে জুন হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

---

## মুদ্রাকর-প্রমাদ

| সংখ্যা | পৃষ্ঠা | স্তম্ভ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৭শ | ৭৬৮ | ১ম | ২০শ | রাগাত্মিক | রাগাত্মক |
| ঐ | ৭৬৯ | ঐ | ৩২শ | আটাই | আঠাই |
| ঐ | ৭৭০ | ২য় | ১৬শ | অবৈকবকে আত্মীয় | অবৈষ্ণবে অনাত্মীয় |
| ঐ | ৭৭৬ | ঐ | ১৮শ | নিবর্ত্তকা | নিবর্ত্তিকা |
| ৪৪-৪৬শ | ৭৮৭ | ১ম | ২৯শ | অজ্ঞানকর্ম্মাদি | জ্ঞানকর্ম্মাদি |
| ঐ | ঐ | ২য় | ১ম | হাতে হাতে | হাটে |
| ঐ | ৭৯৮ | ১ম | ৩য় | নির্ণ লিঙ্গ | নির্ণ ন |
| ঐ | ঐ | ২য় | ১২শ | অভিজাত | অবিজাত |
| ঐ | ৭৯৯ | ২য় | ১ম | প্রবাহ | প্রসঙ্গ |
| ঐ | ৮০০ | ১ম | ২য় | হইয়াছেন | হইয়াছেন |
| ঐ | ঐ | ঐ | ২৭শ | বক্তাবার্ক | বক্তাবর্ক |
| ঐ | ঐ | ২য় | ৩য় | বড়যন্ত্রে | বড়যন্ত্রে |
| ঐ | ৮০১ | ১ম | ১১শ | যজ্ঞেত | যজ্ঞের |
| ঐ | ঐ | ঐ | ২১শ | সানাতন | সাতাসন |
| ঐ | ৮০৮ | ঐ | ১২শ | সেবোর | সেবার |
| ঐ | ঐ | ঐ | ১৩শ | সেবার | সেবোর |
| ঐ | ঐ | ঐ | ১৪শ | সাক্ষাৎকার | সাক্ষাৎকার |
| ঐ | ঐ | ঐ | ২৭শ | সেবাউপদেশময়ী | সেবাউপদেশময় |
| ঐ | ঐ | ২য় | শেষ | করিলেন | করিতে বলিলেন |
| ঐ | ৮১০ | ২য় | ৩২শ | ব্যাকরণদোষে | ব্যাকরণদোষে |
| ঐ | ঐ | ঐ | ৩২শ | খীকারের | খীষ্টের |
| ঐ | ঐ | ঐ | ৩৩শ | পৃষ্ঠায় | পৃষ্ঠার |
| ঐ | ঐ | ১ম | ৩৩শ | সুচিন্তিত | সুচিন্তিত |
| ঐ | ৮১৪ | ঐ | ৭ম | অবধৃতিহেৎ | অবধৃতিহেৎ |

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ


শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমহংস্যপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
গৌড়ীয়-সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র


# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ, সোমবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৪৫ ; ১৬ই জুলাই, ১৯৩৮ | ৪৯শ সংখ্যা


## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধমত্বংখের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম-লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্মক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানে কোনও মঙ্গল নাই।

—শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ-বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, ক্রোধী এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন।

অপরাধিগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ইং ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬

হরিজন কাহাকে বলে, তাহা জগতের জীবকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের কথা প্রত্যেককে জানাইতে হইবে। মহাপ্রভু জানাইলেন—লোককে কৃষ্ণকথা দিবে। তাহাদিগকে মায়িক বিষয় দিলে ঐসকল জীব কেবল ভোগ বা ত্যাগে প্রমত্ত থাকিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মহাবদান্য। তিনি সংকীর্তনৈক-পিতা। পুনরায় আমরা মহাপ্রভুকে প্রণাম করি—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি দান করিয়াছিলেন? কেন তিনি মহাবদান্য? তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দাতা, কেননা তিনি হরিকীর্তন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন, কৃষ্ণকথামৃত বিলাইয়াছেন। শ্রীহরিকীর্তন করিলে যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদেরও প্রচুর সুকৃতি হয়, ইহাই মহাবদান্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হরিকথা শ্রবণে শুদ্ধমুখে প্রস্তুত হইলে তবে কীর্তন হইবে। হে জীব! হরিকথা সর্বক্ষণ কীর্তন কর, ত্যাগপন্থী হইয়া—নির্জন ভজনের ছলনায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে অমঙ্গল হইবে। যাহারা হরিকীর্তন করে না, তাহাদের সর্বনাশ হইবে। যাহারা হরিকীর্তন না করিয়া নামাপরাধ করে এবং ছেলেখেলি করিয়া নিত্যবুদ্ধি করে, তাহারা নির্বিশেষবাদী ঠগীরাম হইয়া থাকিবে। থিয়েটার, সিনেমা, টাকি, প্রামোফন, ভাড়াটিয়া কথক, পাঠক, বক্তা, পণ্ডিত অথবা শ্রৌত ও ভক্তি ব্যতীত ইতরবিচারযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ও কথা শ্রবণ করিলে হরিকথা শ্রবণ হয় না। ইহারা কেহই হরিকথা জানে না। প্রাকৃত সহজিয়ারা বিষয়কথা ও হরিকথাকে এক মনে করে। কৃষ্ণভজন বড় ভিন্ন। যিনি কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছেন, শ্রীহরি তাঁহার সর্বস্ব হরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব আসক্তির বিষয়টুকু অপহরণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" অর্থাৎ আমি যাহাকে কৃপা করি, তাহার সর্বস্ব হরণ করি।

তব নামবদেব নিত্যমুদগেয়
জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ভবদাদরাদপি মনাগবীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি॥

হে হরিনাম! মুনিবৃন্দ সর্বদা তোমাকে কীর্তন করিয়া থাকেন, ভক্তজনরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা,—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি নিজদেহ পর্যন্ত) বিনাশ করিয়া থাক। অতএব হে নামদেব, তুমি জয়যুক্ত হও। শ্রীহরিনাম, তাঁহার সেবাকারীর বিবিধ উগ্র-তাপ নষ্ট করেন। তবে হরিজন করিতে আসিয়া সুখদুঃখে অবিচলিত থাকিতে চলিবে না।

ত্বদ্ভক্তিস্তিমিতাত্মসুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখবিষয়ে স্পৃহা উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি আপাত-সুখদুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্তন করেন, তাঁহার ইতরচিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।

হরিকথা জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণকীর্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কীর্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কীর্তন বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অক্ষরব্রহ্মকে এক মনে করা মহাপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল বিষয়গুলি সর্বদা বর্জনীয়। ভজনের অনুকূল ছয়টী গুণ অর্জন করা একান্ত আবশ্যক।

অন্যাভিলাষঃ প্রায়শ্চিত্তং প্রথমো নিয়মাগ্রহঃ।
অনলঙ্কৃত মৌনঞ্চ যত্ত্ব ভির্ভক্তি বিঘ্নকৃতি॥
উৎসাহাদ্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড় ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

আমার কথা বা ভোগবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ খোঁটাই হইয়া আছে। অতএব সেই অনুবিদ্যগুলিকে দূর করিতে হইলে এখন প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক তত্ত্বত্রয়-কর্ণের প্রীতিউৎপাদক যে সকল কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই প্রকৃত মোক্ষ-বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

সাধুগুরুর মুখে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা শুনিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে ২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। বহির্ম্মুখ গৃহমেধীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি করিয়া ২৪ ঘণ্টা হরিভজন হয়।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

আমাদের স্মরণ হয় নিজের ভোগের কথা, কখনও কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। বিষ্ণুবিস্মৃতিকে undo করা উচিত। 'ক্ষিণোত্যভদ্রাণি'—অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল, undesirable elements অন্যা বহির্ম্মুখসঙ্গ। কৃষ্ণস্মৃতি হইলে এইসকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

* * মহাত্মা—যিনি অপ্রকট হইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণবিস্মৃতিকে undo করিয়াছিলেন। তিনি যখনই কথা শুনিতেছিলেন, সেজন্য প্রত্যেক জীবের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য খুব ব্যস্ত হইতেন। তাঁহার হরিকীর্ত্তনের যোগাড়া হইতেছিল।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥
এতাবান্ সাঙ্খ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥

এ স্থলে ব্রহ্ম-শব্দে হরিনাম বুঝিতে হইবে। 'আমার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল কি করিয়া হইবে'—এই চিন্তা যাহার মনে উদিত হয়, তাহার ঐ কার্য্য হইবে।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ

বৈরাগী বা আসক্ত হইলে হরিভজন হইবে না।

Austerities and privations ultimately baffled হয়। হরিভজনে নিযুক্ত না হইলে শুধু অত্যাগ কোন কাজের কথাই নয়। বৈরাগ্যের নামে আলস্যে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা ভোগী কর্ম্মী হইয়া বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া—এই দুইয়ের কোনটিই উচিত নয়। ভোগ-ত্যাগ, আসক্তি-বিরক্তি, আলস্য ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতির উদয় হইলে বা সেই সেই কার্য্যে রত-ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিলে আমরা অসৎ হইয়া পড়িব। 'কীর্ত্তন করিব না'—এইরূপ বিচার করিলে অসৎ হইতে হইবে এবং অবশেষে সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নির্ম্মল, ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রিয়, ইহাতে এক অমল পরমহংসজ্ঞান বর্ণিত এবং বিরাগসহিত নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের বন্ধন দূর হয়। 'আমি অমঙ্গল-জ্ঞানকে গ্রহণ করিতেছি না। আমি যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি, তাহাই বলিব'—ইহা বহির্ম্মুখের গৌড়ামী মাত্র। নিজের চিত্ত-

বৃত্তিকে নষ্ট করিতে হইবে না ; চিত্তের মলিনতা দূর করিতে হইবে। বিপ্রলম্ভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। প্রথমে সদ্গুরুজনের কথা গুরুমুখে শ্রবণ করিতে করিতে স্বরূপের উন্মেষণ হউক, তারপর নাম গ্রহণে ক্রমশঃ রুচি বৃদ্ধি পাইবে। যদি হরিভজন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জিনিষের দ্বারা তাঁহার ভজন করিতে হইবে। তাঁহার সেবায় যে-বস্তুটি লাগ পড়িবে, তাহা দ্বারা জীবের ভোগ হইয়া যাইবে। আমাদের যেরূপ বহির্মুখতা ও চিত্তের মলিনতা, তাহাতে প্রকৃত নামগ্রহণে সাধুর মুখ হইতে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ-শিক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রবণ করা দরকার। We must Crush, Crush and Crush all-mundane attractions and relativities. আমরা এমন অপদার্থের সন্তান হইয়াছি যে, ভোগ-ব্যতীত আর কোন কথা আমাদের বিচারের আমলেই আসিতেছে না।

'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে'—অর্থাৎ সেবাবস্তুর পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই ভজন বা আরাধন। নিজের ভোগ বা ত্যাগ চালানই 'মায়া'। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং কৃষ্ণেতর-বাসনার ধ্বংস হওয়া আবশ্যক।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

"আমি সাধু-বৈষ্ণব বলিয়া নাম জাহির করিব এবং বিষয়বৃদ্ধি করিব"—এ সকল হরিভজনের অভিনয় মাত্র। এ সমস্তই লোকদেখানী ও প্রতিষ্ঠাশা ব্যতীত আর কিছু নয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর বিচার সর্ব্বক্ষণ আলোচনা ও গ্রহণ করিবেন।

প্রতিষ্ঠাশা-দুষ্টা খল-তুরগী যে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেম্না স্ফুরতি তদিরেত্তদ্ধ মনসা।
সদা যৎ সেবন্ত প্রভু-হরিতদাসস্তদতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্ত স্থিরতরমিহ তং বেপয়তি সা॥

শুন মন নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টাখর, চণ্ডালিনী হৃদে যদি,
যতকাল করিবে নর্ত্তন॥
কাপট্য তদ্রূপপতি, না ছাড়িবে দয়াবতি,
স্বপচিনী যাবে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভুপ্রেষ্ঠপদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
স্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইবা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে বিনোদসেবক কাঁদিয়া॥

প্রতিষ্ঠাশা অতি ভীষণ, উহা ত্যাগ করা বড় কঠিন। সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ওটা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক, সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হউক। যে-সে স্থানে বা যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না, গুরুবৈষ্ণব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নাম গ্রহণ করিতে হইবে—হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। এই মনুষ্যজন্ম হারাইলে পুনরায় যে মনুষ্যজন্ম পাইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য মহাজনগণ বলিয়াছেন—'নরজন্ম ভজনের মূল'।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

# বক্তৃতা

বিষয়—ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার

তারিখ—৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩৪৮

আলোচ্য বিষয় জান্‌তে হলে ভক্তির স্বরূপ পরিচয়ের ধারণা থাকা দরকার। সাধারণতঃ বাজারে যে-সকল ভক্তির আদর্শ দেখা যায়, পাঁচ জনে যাকে ভক্তি ব'লে মনে করে, সে-সকল আদর্শ বা ধারণা হ'তে শুদ্ধভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। স্বরাট্ নীলাপুরুষোত্তমের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধনের অপর নাম ভক্তি। যেখানে আসক্তিক কোন প্রকার বিধির নিয়ামকত্বের অভাবের বা ভগবানের স্বরাট্‌ত্ব ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার ধারণা নাই, সেখানে ভক্তির অবস্থান নাই। তিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। মানব, দেব, ঋষি প্রভৃতি প্রণীত কোন নীতি বা বাধা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারে না। তিনি স্বেচ্ছাময়, পুরুষগণের মধ্যে উত্তম এবং লীলাময়। সকল বিলাস তাঁহাতে সমর্পিত। যাঁরা পরতত্ত্বকে নিরাকার নির্বিশেষরূপে ধারণা করেন, তাঁদের ভক্তি থাকা অসম্ভব। যদিও কার্য্যবিশেষের জন্য তাঁরা ভক্তি-শব্দের উচ্চারণ করেন, তথাপি তাহা প্রকৃত ভক্তি বা ভজন নহে, ভক্তির ব্যভিচার মাত্র। নিরাকার, নিঃশক্তিক নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মে ভক্তিশব্দ প্রযুক্তই হ'তে পারে না। ইন্দ্রিয়-হীনের ইন্দ্রিয়তর্পণ না থাকায় ব্রহ্মে ভক্তির ছলনা কেবল ভগবানকে ভোগা দেওয়ার চেষ্টায় আপনাকে বঞ্চনা করা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি কায়মনোবাক্যে জীবের দিক্ থেকে চেষ্টাই ভক্তি। সুতরাং নিরিন্দ্রিয়ে ভক্তির অবস্থান কিরূপে সম্ভব? ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়বান্, পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম স্ত্রীবস্তু, তাঁতে ভক্তির প্রয়োগ নাই, কৃষ্ণই পুরুষোত্তম, পুংলিঙ্গ; সুতরাং তাঁতেই ভক্তির সর্ব্বাঙ্গীন প্রয়োগ আছে।

সেই লীলাপুরুষোত্তমের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতৃপ্তিবিধানে কোন্‌গুলি সাধক ও কোন্‌গুলি বাধক, তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাধক—অনুকূল, বাধক—প্রতিকূল। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের মূল-মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্ত্যাবিষ্ট শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

উৎসাহাদ্নিশ্চয়াদ্‌ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥
অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

উৎসাহ—ভক্তিযাজনে উৎসাহ চাই। হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলে আমাদের উৎসাহ থাকে না। ভক্তির উপর সন্দেহ আসে। সংসারাদি ত্যাগ ক'রে মঠে অবস্থান করছি, কিন্তু কিছুদিন পরে মনে করি, আমার আশা ত' পূরণ হ'ল না। ভক্তিরাজ্যে লাভের আশায় এসে যদি নিরুৎসাহ আসে, তবে তাহা মায়ার পরীক্ষা। অনুকূল বিষয়ে ধাবিত হ'তে হ'লে, সেবাবৃত্তির উত্তরোত্তর প্রাবল্য ক'রতে হ'লে উৎসাহ চাই। কৃত্রিম চেষ্টায় উৎসাহ জাগ্রত করা যায় না। স্বাভাবিক উপায়—কেবল বৈষ্ণবগণের, গুরুদেবের, ভগবানের কৃপা প্রার্থনা। কৃপাপ্রার্থনায় ধৈর্য্যের বৃদ্ধির সঙ্গে উৎসাহের বৃদ্ধি। সাধু-গুরু-ভগবানের কৃপা অকপট হৃদয়ে প্রার্থনা ক'রলে উৎসাহ বাড়ে। মায়াপাশের আশঙ্কায় কাতর ক্রন্দন আবশ্যক। সত্য সত্য উৎসাহ চাইলে তাঁরা সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। উৎসাহকে অধিকতর নির্ম্মল-ভাবে প্রকাশিত ক'রতে বিঘ্নগুলি তাঁর প্রতিদান। এক একটীতেই উৎসাহের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তপস্যারও শত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, আবার গোবিন্দভক্তিতে অনন্ত বাধা আসে, সমস্ত পারিপার্শ্বিক জগৎ শত্রুতা করে। কিন্তু ঐগুলি ভগবৎকৃপার নিদর্শন। উহাতে উৎসাহ কোটিগুণে বর্দ্ধিত হয়। ভক্তির অনুকূল বিচারে উৎসাহই প্রথম ও প্রধান। যারা পেছে পড়ন হ'লেও শুদ্ধভগবানের কৃপাবলে তাঁদের প্রতি দীনভাবে কাতর প্রার্থনায় সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে আবার উৎসাহের ধারা প্রবাহিত হবে।

নিশ্চয়—গুরুবৈষ্ণবের বাণীকে দৃঢ়তারা ক'রে চলনে, নিশ্চয় করলে আমরা ভক্তিপথে অগ্রসর হ'তে পারব। অনেক সময় অন্যায় গোঁড়ামীকে নিশ্চয় মনে করি। তার

অনুসরণ ক'রলে উল্টা ফল হবে। বহিঃপাধর—ভাগবতধর্ম্ম ভক্তিসিদ্ধান্ত যদি সর্ব্বদা পুরোভাগে স্থাপন ক'রে তখন পথে চলি, তবেই মঙ্গল হবে। উৎসাহ যেমন দরকার, তেমনি বৈষ্ণবের কৃপা পাবার জন্য তাঁর বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

ধৈর্য্য—মনে মনে নিশ্চয় থাকলেই হ'ল না। ধৈর্য্য ধারণ ক'রতে হ'বে। ভক্তির চরমফল লাভ করবার জন্য কত জন্ম জন্মান্তর চলে যেতে পারে, অথবা অল্পদিনেও হ'তে পারে। আমাদের আত্মনিবেদনের পরিমাণও আমরা পরীক্ষা করি না? নিজকে ভগবানের প্রতি কতটা সমর্পণ ক'রেছি, আমার কতটা দোষ আছে, এইগুলির পরীক্ষা করলেই ত ভক্তি বৃদ্ধি। বিচার ক'রলে দেখতে পাব—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সবই রেখে দিয়েছি। কখনও বা অন্যাভিলাষ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্পৃহা আমাকে বাধা দিয়ে রেখেছে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন একেবারে কেটে যায়।

কৃষ্ণ তোমার হউ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হ'তে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥

প্রাণের গভীরতম প্রদেশে চেতনবৃত্তিতে যখন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে পারলাম, তখন ধৈর্য্য উত্তরোত্তর তৎপরে আকৃষ্ট ক'রবে। সর্ব্বস্বানে সব নিজের ক'রে রেখেছি। দুর্ব্বল আমার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করবার শক্তি কোথায়? বিক্রীত পশু হয়ে ধীরতার সহিত কান্তর নিবেদন ছাড়া আর উপায় কি আছে? আমি দুর্ব্বল, অন্যাভিলাষী, ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসু, কি প্রকারে তোমার সেবা-লাভের যোগ্য হই, তা' জানি না। এখন তোমাকে সব দিয়েছি, যারা বাধা তোমার ইচ্ছা। সুতরাং মর্ম্মে মর্ম্মে এইরূপ অনুভূতির সহিত কান্তর ভাবে কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।

তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন—অলস হয়ে বসে থাকলে কখনও উন্নতি হবে না। ভক্তির অনুকূল কার্য্যগুলি ক'রতে হ'বে। গুরুদেবের নিকটে থেকে বিশ্রম্ভের সহিত তাঁর সেবা করা চাই। গুরুদেবের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত আছে। তাঁর পাছে থেকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণে সহায়তা করাই কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণকে আমি জানি না বা আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অধোক্ষজের সেবা হয় না, তা' ব'লে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে, অবহেলা করলে কিছু উন্নত হতে পারলাম না। ভগবদ্ভক্তিপথে অভিধানের অভিনয় করেও মঙ্গল তোলা হ'ল না। ভগবান্ নামে সব শক্তি দিয়ে রেখেছেন, অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে ভগবন্নামই বলাধান করবেন। আমি নিজের অহমিকায় সন্তিত অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিজের বিচার বুদ্ধির ব্যবহার ক'রে নিজকে হলনা ক'রে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে বসে থাকলে হবে না।

সঙ্গত্যাগ—অসৎসঙ্গ ত্যাগই প্রথম অনুকূল কর্ম্ম। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তসঙ্গ ছাড়তে না পারলে ভক্তির পথে চলা হ'ল কৈ? চেষ্টা ক'রে অসৎসঙ্গগুলি ত্যাগ করতে হবে। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণের সমস্ত ভোগোপকরণগুলির প্রতি ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে। প্রপঞ্চবস্তুর প্রতি ভোগ্যদর্শনকারী বা উহাকে ত্যাগকারী উভয়েই অসাধু। উভয়ের সঙ্গই ত্যাগ করতে হবে। ভগবৎসেবার উপকরণে নিজের ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন-জ্ঞান যাদের হয়েছে, তারা ত' ঈশ্বরবিশ্বাসহীন অসাধু, আবার যারা সেবোপকরণগুলিকে মৃষা ব'লে ত্যাগ করেন, ভগবানের ইন্দ্রিয়ের অভাব মনে ক'রে তাঁকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ধারণা করেন, তাঁরা অধিকতর অসাধু। তাঁরা কৃষ্ণের বিলাস স্বীকার করেন না, সুতরাং নাস্তিক অপেক্ষাও অসাধু। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে তথাকথিত ধার্ম্মিকেরা ভোগীর সঙ্গ ত্যাগে উপদেশ দেন, কিন্তু ত্যাগীর সঙ্গ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেন না। উভয়ই পরিহার করে কৃষ্ণের সংসার করতে হবে।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম সার॥

কৃষ্ণের সংসার করতে হ'লে ভোগের সংসার ত্যাগ করতে হবে। জগতের সমস্ত বস্তুই যথাযথভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে লাগা'তে হ'বে। পাপ ও পুণ্য, দুইই অনাচার। তীর্থভ্রমণ, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, পুণ্যলাভ, স্বর্গগমন—ভোগ, প্রতিষ্ঠা—অনাচার। পুণ্যকামী ভক্ত নহে।

জীবে দয়ার সঙ্গে কৃষ্ণনামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জীবে দয়া না করলে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হতেই পারে না। জীবের স্থূল দেহের বা সূক্ষ্মদেহের প্রতি দয়া নহে। সাধারণ নৈতিক ব্যক্তি জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রতি দয়া দেখান।

শরীরের আরোগ্য বা প্রাকৃত নিদ্রা বিতরণ—জীবের স্থূলদেহ বা স্বানন্দ দেহের কিঞ্চিৎ ক্ষণভঙ্গুর উপকার। জীবে দয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্যই তাহার আত্মার, চেতনতার প্রতি দয়া। শুদ্ধ হরিনামকীর্ত্তন ব্যতীত আত্মার প্রতি দয়া করা হয় না। সমস্ত ধর্ম্মের সার—নিজের আত্মা ও জগতের সর্ব্বজীবের আত্মার প্রতি দয়া করতে হবে। আমি যাতা অভিমানে নয়। দয়ার বালক বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মপরাগ-লাভের আশায় হরিকীর্ত্তন আশ্রয় করতে হবে।

হয়ত মনে করতে পারেন, ভক্তিযাজনে দুর্জ্জনসঙ্গ ত্যাগ-রূপ অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব কেন আসে? নিন্দা না থাকলে তাহাতে ত্যাগের ভাব আসবে কেন? কিন্তু বিচার করতে হবে—দুঃসঙ্গ ত্যাগ-দ্বারা আমার নিজের এবং অসদ্‌গণের উভয়পক্ষের মঙ্গল। সাধুপথে যাবার জন্য অসৎকে ত্যাগ করলে দেও কালে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

সাধুর বৃত্তি—সাধু যে প্রণালীতে সেবার অনুশীলন করেন, তার অনুসরণ করতে হবে। অমানী মানদ, তৃণাদপি সুনীচ হয়ে অনুশীলন করা চাই। পার্থিকতা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ভক্তির আবির্ভাব নাই। চেতনের ধৈর্য্য, হৃদয়ের অন্তস্তলের ধৈর্য্য চাই। ধৈর্য্যের বিগ্রহ হতে হবে। অপরকে সম্মান দিবেন। আমি হীন, মুখে কেবল বললে চলবে না। ধৈর্য্য হৃদয়ে জাগরূক হ'লে কৃষ্ণসেবার উৎকণ্ঠা উপস্থিত হবে—বিপ্রলম্ভ-ভাব আসবে। জগতের সকল বস্তুই আমার শুষ্ক। আমি অপদার্থ, আমার গুরুসেবা, কৃষ্ণসেবা হল না—হৃদয়ে এরূপ গাঢ়-অনুভূতি থাকা চাই। 'বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।' অনাদরে মৃত্যু ঘটলেও বৃক্ষ কিছু চায় না। এইরূপভাবে সাধুগণের অনুসরণ করতে হবে। তাতেই ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়বে। ভক্তি—সহজ ধর্ম্ম, আমার নৈজ স্বভাব, চেতনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে। কিন্তু ধৈর্য্য, উৎসাহ-আদি না থাকলে তাহা সুপ্ত হয়ে থাকবে।

কেবল অনুকূল জানলে অসম্পূর্ণতা থাকবে। প্রতিকূল-গুলির বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে দরকার। হৃদয় ও ব্যক্তিত্বের উভয় জ্ঞান না থাকলে ঐকান্তিকতা আসবে না। প্রতিকূল বিচারে ব'লেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

অত্যাহার—'আহারস্তত্ত্বী সমুদ্ভিঃ সমুদ্ভতো প্রণায়তিঃ' ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণই আহার। আমার নিজের ভোগের উদ্দেশে গ্রহণকে আহার বলা হয়েছে। রসেন্দ্রিয়ের আহার অপেক্ষা মনের আহার অতীব ভীষণ ও অমঙ্গলীয়।

শ্রীভূগর্ভদাসজী বলেন—"তনকী দুখ তনিক হৈ তিন পাও ক্যা দের। মনকি দুখ অনেক হৈ নিশাদিন ঘেরে রহেছ।" মনের আহরণ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। দেহের আহরণ নিয়ন্ত্রণ করলে হয় না, তার সুপথে কৃষ্ণসাধন করলেই কাজ হয়। তখন অত্যাহার প্রবৃত্তি চলে যাবে। জোর করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়নাশের প্রবৃত্তি থাকলে চলবে না। কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলিকে ভগবানের সেবাকার্য্যে লাগাতে পারলে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সৎপথে সংযত করে দেবেন। তখন ইন্দ্রিয়ের আহরণচেষ্টা চলে যাবে।

ঠাকুর নরোত্তম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গেয়েছেন—"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, করহ দূর, স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। আনন্দ করি' হরষ, রিপু করি' পরাভব, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব। কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা। অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ। কিবা না করিতে পারে, কামক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ। ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা, লোভ, মোহ এই কথন। হয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন, কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ। আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব, সিংহরবে যেন করিগণ।" কৃষ্ণসেবাতে কামকে নিয়োগ করতে হবে। গোপীদিগের কামে কেবল কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল। "ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" হরিদাস্যে কৃতন্ত চেষ্টা চাই। কাম প্রতিহত হ'লে ক্রোধ জন্মায়। ভগবানের শত্রুগণ নিরন্তর কৃষ্ণকার্য্যী। তাঁদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধকগণ অসুর পর্য্যায়ে গণিত। সেই সব অসুরের প্রতি ক্রোধের বিক্রম দেখাতে হবে। অসুরদের চেষ্টা হজম করলে ইষ্টদেবতে নিষ্ঠিলতা আসবে, ছুটি হয়ে যাবে। আমাদের সম্ভোগাদি বিষ্টাদ্বারা নিম্না-পরিতৃপ্তির ইচ্ছাটা দুর্জ্জনীয়। হরিকথা মধুর হ'তেও সুমধুর, অপ্রাকৃত

অমৃত। সাধুসঙ্গে সেই অমৃত সেবনে সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠা পোষণ করতে হবে। কাণ দিয়ে পান করলে বাক্যবেগ মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ—সমস্ত বেগ প্রশমিত হয়ে যাবে। ইহলোক, ভগবদ্ধাম-লাভে সামান্য বিলম্ব এলে উপস্থিত হলেই মোহ বা মূর্চ্ছা এসে উপস্থিত হবে। অর্থ, পুত্রাদির জন্য আমাদের মোহ আসে। ঐটী পরম অর্থ, চরম মঙ্গল নয়। কৃষ্ণলাভে নিজকে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত মনে করলে তবেই কৃষ্ণসেবায় মোহের ব্যবহার। কৃষ্ণগুণগানে মনকে নিয়োগ করতে হবে। যিনি কৃষ্ণধনে ধনী, তাঁর কাছে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ নিতান্ত তুচ্ছ। যেমন শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গেয়েছেন, গৌরসুন্দরের চরণসেবকগণ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যকেও নিরন্তর ধিক্কার প্রদান করেন। কেবল মাৎসর্য্যকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করা যায় না। অপরের উৎকর্ষসহনে অক্ষমতার নাম মাৎসর্য্য। ইহা হিংসাবৃত্তি। ভগবদ্ভক্তে ইহা কিরূপে সম্ভব?

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবায় চেষ্টাই অত্যাহার। "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥" অভাবগুলি নিজের সৃষ্টি। জীবন-ধারণের কেবল উপযোগী ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ ও একখানি বস্ত্রসম্মান দ্বারা অত্যাহারপ্রয়াস রহিত হবে। নিষ্কপট ভজনপ্রয়াসী অভাবকে সঙ্কুচিত ক'রে থাকেন। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী সকলের প্রতি একই বিচার। অনেক সময় গৃহত্যাগীদের মধ্যেও জিহ্বার লৌল্য অধিক দেখা যায়। অন্য সমস্ত লোভগুলি যেন জিহ্বাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে, আশ্রয় করে থাকে। জিহ্বার লোভকে জয় না করলে কোন ইন্দ্রিয় বশীভূত করা যায় না। কেবল আহারলোভে আত্মাভিমানতা এসে আমাদিগকে ভজনপথে পশ্চাতে ফেলে দেয়।

প্রয়াস অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষমাত্রই প্রয়াসের পক্ষপাতী। প্রয়াস তিন প্রকার। কর্ম্মপ্রয়াস, জ্ঞান-প্রয়াস ও ভক্তিপ্রয়াস। কর্ম্মের প্রয়াসে প্রায়ই কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করে; অন্যাশ্রয়াধিন হতে পরাঙ্মুখ হয় না। প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য সমস্ত কর্ম্মশক্তি একত্রীভূত করে; নিজের স্ত্রীপুত্রাদির ভোগ-বিলাসে সমস্ত জীবন অতিবাহিত ক'রে দেয়। ইহাতে পরমার্থলাভ সুদূরে চলে যায়। আবার অনেকে কর্ম্মের প্রয়াসকে বৃথা শ্রম জ্ঞান ক'রে, জ্ঞানের প্রয়াসে আত্মহত্যা করে থাকেন। আধ্যক্ষিকদিগের জ্ঞানের চরম অবস্থা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে, তাতে অহংতত্ত্বের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব কর্ম্মপ্রয়াস ও জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ ক'রে একমাত্র সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণে সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করতে হবে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়-শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।" কায়মনোবাক্যে যাঁরা সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁরা কৃষ্ণকে হৃদয়ে আবদ্ধ করেন।" প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।" জীবনধারণের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হরিকথা শ্রবণে পর্য্যবসিত করতে হবে। পরীক্ষিৎ মহারাজ ব'লেছেন—'হে শুকদেব, আপনি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করুন। ক্ষুধা দংশন করুক, তাহাতে কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ নাই'। কোন বিপদ থেকে উদ্ধার চাই না। মধুর হইতে মধুরতম কৃষ্ণগাথা গান করতে থাকুন। ভগবদ্ধর্ম—তৃপ্তি, শান্তি, মোক্ষের জন্য নয়। তোমার বিলাস কর্ণপ্রান্তে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকুক, আমার সর্ব্বনাশ হউক। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই।—ইহাই ভগবানের অনুকূল অনুশীলন। এই হরিকথার অনুশীলনে অজিত ভগবান সহজেই জিত হন।

প্রজল্প—গল্পগুজব আলোচনা। মানুষ বাক্‌শক্তি পেয়ে প্রজল্প ব্যতীত থাকতে পারে না। আপনাদিগের কোটি প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপরের বিষয় নানা ভাবে, পরস্পর আলাপ ক'রে ক্ষণিক আমোদলাভের প্রয়াস করেন। কেউ বা খবরের কাগজে বেরে চুরি, চীন জাপান যুদ্ধ, বায়স্কোপ, নাটক নভেল, প্রাকৃত কাব্য নাটক ইত্যাদি পাঠ ক'রে বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ ক'রে সময় অতিবাহিত ক'রতে ভালবাসেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মানুষের বহির্ম্মুখতার ঐরূপ রুচি প্রত্যক্ষ ক'রে মুষিক-বিড়ালাদির গল্পচ্ছলে মহাভারতের মধ্যে অন্তর্ম্মুখতার সোপান ভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন। ভক্তির কথা সর্ব্বোপরি বিরাজমান। অন্য কোন কথার প্রয়োজন নাই।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা একটা প্রধান প্রতিবন্ধক। 'পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।' কিন্তু সাধুসঙ্গ গ্রহণ ও অসাধুসঙ্গ ত্যাগ ক'রতে গিয়ে সত্যবিষয়ের আলোচনা প্রতিবন্ধ নয়। সেই ছলনা ক'রে যদি ঐরূপ আলোচনায় অধিক সময় দিই, তা'তে নিজের অকল্যাণ। নিজের দোষগুলি প্রত্যহ বিশেষভাবে আলোচনা ক'রতে হবে। নিজেকে প্রত্যহ শত সম্মার্জ্জনীর আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রতে হ'বে। স্বয়ং কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে নিজের চিত্তকে সংশোধন না ক'রে অপরের দোষগুলি কেবল চর্চ্চা ক'রলে ভক্তিবৃদ্ধি হ'ল কৈ? হরিকথা-শ্রবণাদি ব্যতীত প্রতিষ্ঠাশা দূরে যাবে না। "প্রতিষ্ঠাশা ধূম্রা যপচরমপী যে যদি মদীয়ং কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতস্তু মনঃ। তদা যাং সেবন্ত প্রমুখরিতসারস্বতমুনঃ যথা তাং নিষ্কাম্য হরিনিহ ওং বেদয়তি সঃ।" প্রতিষ্ঠাশা থাকলেই কাপট্য হৃদয়কে গ্রাস ক'রবে; হরিভক্তি হ'তে দূরে প'ড়ে যা'ব। প্রভুপাদ গেয়েছেন—"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব।" নিজ দুষ্ট মনের শাসন আবশ্যক। নিজের দিকে দৃষ্টি না ক'রে হরিজনে অসূয়া।

নিয়মাগ্রহ—নিয়মে অনাদর বা নিয়মে আগ্রহ। সাধন-নাম কোন দিন শেষ হ'ল বা কোন দিন হ'ল না, এতে ব্যথা হয় না, কিন্তু শারীরিক বা মানসিক সামান্য অভাবে বা হানিতে সমস্ত জগৎ তোলপাড় হ'য়ে যায়, এই ভাবটা ভক্তির প্রতিবন্ধক। আমার অর্চ্চন বা নাম দেখা ক'রতে বসে গুরু বা বৈষ্ণবের কোন প্রকার মর্য্যাদা লঙ্ঘন বা অনাদর করাও নিয়মে অত্যাগ্রহরূপ দর্শনাশকর-ব্যাধি। অত্যাগ্রহ ত্যাগ না ক'রলে ভক্তি হ'বে না। ভক্তি চেতন বস্তু। নিজের চেতনবৃত্তি জাগিয়ে হৃদয়ে কার্য্যকরী ক'রতে পা'রলে আচরণে প্রকাশিত হ'বে। তবেই ভক্তির বৃদ্ধি।

অনাসঙ্গ—বহির্ম্মুখ লোকের সহিত ছয় প্রকার ব্যবহার। ইচ্ছা না থাকলেও অজ্ঞাতসারে বিষয়-আবেশ হ'য়ে যাবে। তবে শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকে কেন্দ্র ক'রে বহুজনের সঙ্গ ক'রলে ভক্তিপ্রতিকূল হ'বে না। ভগবানের সেবা সুষ্ঠুরূপ ক'রতে গিয়ে যদি বহির্ম্মুখজনের সঙ্গ ক'রতে হয়, তাহা প্রতিকূল অনাসঙ্গ নয়। তা'তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই একমাত্র উদ্দেশ্য। ভক্তির পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।" উভয় দিকে দৃষ্টি না রা'খলেই পতন। এই পথে চ'লতে অনন্যচিত্তে সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণই তা'র অনুকীর্ত্তনই একমাত্র পাথেয়।

লৌল্য—অস্থিরতা, চঞ্চলতা—অভিনিবেশের অভাব। মনের অস্থিরতা ক'তে আজ একস্থানে, কা'ল অন্যত্র, আজ একজন সাধনের সাধ্য প্রয়াস, আবার তাহার পূর্ণাঙ্গ সাধন না হ'তেই অন্য অন্যের সাধন প্রয়াস। ইহা কেবল নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিবিধানের প্রকারভেদমাত্র। একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানে সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম, চৈষ্টা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা পরিচালিত ক'রতে হ'বে। সাধুনিদের অযাচিত কৃপা শিরে ধারণ ও বরণ ক'রতে হ'বে। যারা বঞ্চনা ক'রতে চায়, তারা নিজেই বঞ্চিত হয়। সাধু আমাকে প্রচুর স্নেহ করেন, সেই স্নেহের সুবিধা নিয়ে জাগতিক কোন অকল্যাণের চেষ্টা প্রকাশে বঞ্চিত হ'য়ে যেতাম। সাধু কখনও বঞ্চনা করেন না। কিন্তু আমার অন্ত অভিলাষ আমায় ঠকিয়ে যেত।

ভক্তিরাজ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার ক'রলে আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা বৃথা হ'য়ে যায়। আমরা সাধু-গুরুর শাসন অকপটে মান্য ক'রে নেব। গুরুর দীর্ঘ দিন সময়ের শাসন মনোবৃত্তি থাকে বটে, কিন্তু অকপটে সাধু-গুরুর কৃপা প্রার্থনায় তিনিই সকার হ'য়ে আমাদিগকে ভক্তিরাজ্যে বিচরণ ক'রতে অগ্রসর করিয়ে দেবে। জগতের কল্পনার ও জ্ঞানরাশির প্রভৃতি অপেক্ষা প্রচুর শক্তিমান্ না হ'লে ভক্তিপথে স্থির থাকতে পারব না। নিষ্কপট হ'য়ে বল প্রার্থনা ক'রলে সমূহ বল এসে আমাদের যাবতীয় মায়িক বিঘ্ন অতিক্রম ক'রিয়ে দেবে। কপটি-ব্যক্তির উদ্ধার নাই। বৈষ্ণবতার অপর নাম সরলতা। নির্ম্মৎসর হওয়া চাই। সমস্ত সাধু বৈষ্ণববৃন্দ ও গুরুবর্গের নিকট কাতর-প্রার্থনা, যেন আমি তাঁদের কৃপায় হরিসেবার পথে চলবার জন্য সর্ব্বদা অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার হৃদয়ে অনুধাবন ক'রে ক্রমে অগ্রসর হ'তে পারি।

# সমালোচনা—বিমর্শ

( শ্রীচিন্তহরী-শর্ম্মা )

ইতঃপূর্ব্বে পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়পত্র ও দৈনিক শ্রীনদীয়াপ্রকাশপত্রে শ্রীপাদ বনমথ-বনমথদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় ১১৪।এ, ল্যান্সডাউন রোড্ হইতে প্রকাশিত "পাক্ষিক গৌড়ীয়" পত্রের ত্রয়োদশ বর্ষে প্রদর্শনপূর্ব্বক 'সমালোচনা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সুধী পাঠকগণ অবগত আছেন। ভ্রমসমূহের যাথার্থ্য লক্ষ্য করিলে উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধ যে বস্তুতঃই নিরপেক্ষ ও সজ্জনগণের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর অনেক নিজ পাঠকমহাশয়ের মুখেও এই সমালোচনার প্রশংসাবাদ আমরা শ্রবণ করিয়াছি; পরন্তু সমালোচনীয় উক্ত 'পাক্ষিক গৌড়ীয়' পত্রের ২৩-২৪ (যুক্ত) সংখ্যায়িত খণ্ডটিতে এই সমালোচনার প্রতিকূলরূপে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ উক্ত পত্রের প্রকাশক এ বিষয়ে "গুরু-দ্বারা-বিদ্যা" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তদুক্ত বিষয়ের সংক্ষেপ এই—"তাঁহাদের পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসমৃদ্ধ ও অপ্রাকৃত-পাণ্ডিত্যযুক্ত, তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকর্ত্তৃক গৌড়ীয়-সম্পাদক ও অন্যতম পারমার্থিক অধ্যাপকপদে 'চির-প্রতিষ্ঠিত'। তিনি অতিযোগ্যতার সহিত উক্ত পত্রের সম্পাদন করিতেছেন। যিনি তদীয়-পত্রিকার সমালোচনায় প্রবৃত্ত, তিনি একজন 'জড়'-কাব্য-গন্ধ-লোলুপ অর্ব্বাচীন যুবক এবং ঊর্দ্ধমূলে লেখনী-ধারক বলিয়া শ্রুত। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত যুবকের শিক্ষকেরও শিক্ষক। সুতরাং ইহা সত্য হইলে এরূপ সমালোচনা 'গুরুযাগ বিদ্যার' দৃষ্টান্ত। উক্ত যুবক গৌড়ীয়-সাহিত্য আলোচনা করিলে এরূপ সমালোচনা-দ্বারা অবৈষ্ণবত্ব প্রকাশ করিতেন না। এই সমালোচনার লৌকিক ঢোলে প্রচলিত কালিদাসী হেঁয়ালী-রূপে পরিচিত উদ্ভটশ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করায় পারমার্থিক ব্যাপারে 'বেতাল' চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এরূপে কাহাকেও অসম্মান-প্রদর্শন শুধু বৈষ্ণবদাসের পক্ষে কেন, সাধারণ ভদ্রলোকেরও বিগর্হিত আচরণ।" উপসংহারে বলিয়াছেন—"একজন উদ্ভটশ্লোকসঙ্কলনকারী যেরূপ বলিয়া থাকেন—আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৬৭ ভুল ধরিয়াছি, তাহা যেমন লোকের নিকট বিশ্বাস-যোগ্য ব্যাপার, এ ঘটনাও তাহাই। ইহা উদ্ভট ব্যাপারই বটে।"

আমরা প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিতেছি। যদি কাহারও কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদির ভ্রম অপর কেহ সমালোচনা-মুখে প্রকাশ করেন এবং যদি সেই ভ্রম যথার্থই হয়, তাহা হইলে পাঠকসমাজ ও গ্রন্থ-প্রবন্ধ-কর্ত্তা উভয়েই সমালোচকের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞই হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যদি অযথা ভ্রমাবিষ্কারের চেষ্টা হয়, তবে তাহার বিপরীতরূপেই সমালোচনা হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিত-সমাজের সনাতন-নীতি। পরন্তু এস্থলে পত্র-প্রকাশক-মহাশয় উক্ত সনাতন নীতি-মার্গের পরিহার করিয়াছেন। তিনি সম্পাদক মহাশয়ের অজস্র লোক-বিচারদৃষ্টিতে অনাবিষ্কৃত রাখিবার জন্য একদিকে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অযোধদর্শিতা ও মানবা বুদ্ধিকে যবনিকা-রূপে অন্তরালে অকাতে আকর্ষণ করিতে উদ্যত এবং অপর হইতে সমালোচক-মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের অপহ্নুতিসাধনার্থ তদুপরি কল্পিত কালিদাস প্রলেপ-রচনায় প্রয়াসপ্রাপ্ত; পরন্তু একদিকে বিবিধবিচনার যবনিকার যোগসূত্রের নিক্ষেপ এবং অপর দিকে উপকরণের অভিজ্ঞানব্যবহারেচ্ছু অপসারণার্থতানিবন্ধন তাঁহার উভয় প্রয়াসই যে কোনরূপ অনুকূল ফল প্রসব করিতে পারে নাই, ইহা সুধীগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কোন্ সময়ে কিরূপে কাহাকে কিরূপ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তৎসমালোচনা এস্থলে আমরা না করিলেও নিরপেক্ষতার অনুরোধে বলিতে বাধ্য হই যে, সাধারণের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে অজ্ঞতার নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক সজ্জনসঙ্ঘ বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া "বিপদি মধুসূদনং" ন্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিয়াই প্রকাশক মহাশয় পরিত্রাণ-

লাভের আশা করেন—কোন্ বিচারে? আর এরূপ অবস্থায় "উপাধির্ব্যায়িতের ভাঙ্ যদি বিদ্বা ন বিদ্যতে" এই নীতিবাক্য স্মরণ করিলে সেই সকল বিদ্বদ্বাদিক গৌরবের প্রকাশেই বা প্রবৃত্তি হয় কিরূপে? বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অনুগতজনের বিচারে না হউক, অন্ততঃ তাঁহার স্বরূপানভিজ্ঞ সাধারণের বিচারে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকারান্তরে অতথ্যজ্ঞরূপে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা হয় নাই কি?

"মহাজনাচারপরম্পরেয়ং স্বনাম নাগায়বতে ন সাধবঃ" -ইহা যে লৌকিক প্রবন্ধেরও বিচার। যদি প্রকাশক মহাশয়ের সত্যপ্রকাশে সাহস থাকে, তবে নিরর্গল-কণ্ঠেই বলুন না কেন—আমাদের কোন ভ্রম হয় নাই। তাহা হইলেই সুধীগণ ব্যাপার সম্বন্ধিরূপে অবগত হইতে পারেন।

"তাহা যেমন লোকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার, এ ঘটনাও তাহাই"—এ জাতীয় বাক্য "অন্ধখাদা হত ইতি গজঃ" এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনিমাত্র।

প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন—সমালোচক মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিপদবাবুর ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু আমরা বলি যে, সাধারণ-পাঠক-সমাজ এস্থলে কাহারও বংশ-পরম্পরানভিজ্ঞ নহেন। তিনি কবে কোন্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরূপে কাহাকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণ পাঠকের তদবগমে প্রয়োজন কি? আর "গুরো-রপ্যবলিপ্তস্য" বিচারোদ্গমরূপে অনেক সময়ে যে গৌরবজ্ঞান পরিহার্য্য হয়, ইহার সূত্র ও উদাহরণ সাধুজনের দুর্লভ নহে। সুতরাং এস্থলে কোনরূপ গুরুত্ব আছে কিনা, তাহাও বিবেচনীয়। আর যদিই ·। সমালোচক মহাশয়ের সহিত তাঁহার তাদৃশ সম্বন্ধ গৌড়িয়ধর্ম্মপ্রচারে স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলেই বা এস্থলে স্বৈরাধীন পরিপ্রাপ্ত বিচারযুদ্ধে তৎপ্রকাশের অবসর কোথায়? 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' কুরুক্ষেত্রে প্রভুবর্য্যাপারে প্রবৃত্ত দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মদেব 'আমি গুরু' বা 'আমি পিতামহ' এরূপ অভিমান-বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হন নাই। তবে বাক্চতুরীনে শিষ্য-সন্দীতের অবতারণা কেন?

প্রকাশক মহাশয়ের আর একটি কথা—সমালোচক "জড়-কাব্য-গন্ধ-লোলুপ অনেক অর্ব্বাচীন যুবক"। আমরা বলি—লোকের অর্ব্বাচীনত্ব বিচারদ্বারাই ব্যক্ত হয়। সুতরাং কাহার অর্ব্বাচীনত্ব, তাহা উভয়ের লিখিত বিচারেই সুধী-সমাজে গৃহীত হইবে।

আর প্রকাশক মহাশয়, "তস্মাৎ পূজাস্থানং তদিদং ন চ বিদ্বৎ ন চ বয়ঃ" (তদিগণে তাই পূজার পাত্রী, বয়োবৃদ্ধাদি নিত্য বা যদ্যা নহে) এবং "নহু বক্তৃবিশেষ-নিস্পৃহা গুণ-গৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ" (পণ্ডিতগণ শ্রুতবাক্যে বক্তৃগত বিশেষ বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া গুণগ্রহণ-পরায়ণ)—এই সকল বিচারে প্রবিষ্ট হইলে—'ধৃষ্টক'—এই নিরর্থক বিশেষণটির ব্যবহার করিতেন না।

প্রকাশক মহাশয়ের মতে সমালোচক মহাশয় জড়-কাব্য-গন্ধ-লোলুপ। সমালোচক মহাশয়ের 'কাব্যতীর্থ' উপাধিই যে প্রকাশক মহাশয়ের তাদৃশ অবজ্ঞা করনার প্রকল্পক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু ঘোর-তিমির-গ্রস্ত-নয়নে চন্দ্রোদয় যেরূপ সর্ব্বকরূপে প্রতীয়মান হয়, কিম্বা কামলা-গ্রস্ত-নয়নে ধবল শঙ্খও যেরূপ পীতরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এস্থলেও সমালোচক মহাশয়ের অধিগত কাব্যে জড়দর্শন-ব্যাপারে দোষ প্রকাশ দর্শনগত, বস্তুতঃ যুক্তিগত নহে। প্রকাশক মহাশয়ের প্রজ্ঞাদৃষ্টি যদি অনন্যযুক্তিবাদ-রূপ সম্বন্ধসাযুজ্য না হইত, তাহা হইলে তিনি তাদৃশতদ্বর্ত্ত-রত্নাকরের সুপ্রশস্ত-বিচারসরণির অনুসরণক্রমে সমালোচক মহাশয়ের অধিগত কাব্যকেও একটি সমুজ্জ্বল রত্নরূপেই অবগত হইতে পারিতেন। আর জড়জগতের যে কোন বস্তুও যে স্বরূপতঃ উপেক্ষণীয় বা আদরণীয় না হইয়া বিনিয়োগভেদেই তদ্রূপতা লাভ করে, ইহাই অপ্রাকৃত-বিচারপদ্ধতি। যে রম্য ভোগ্যা কামিনীর কণ্ঠদেশে বিনিযুক্ত হইলে শুষ্ক শঙ্কের বিচারে হেয়, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উহার বিনি-যোগ হইলে উহাই যে রূপান্তরে ভক্তজনগণের আদরণীয়, এ বিচার শ্রীকৃষ্ণলীলৈক-তাৎপর্যপরগণের পরমাদর্শ আচার্য্য-বর্য্যের আনুগত্যরহিত বহির্বিমুখ জীবের বুদ্ধিমার্গে উদিত হইতে পারে না। এস্থলে যাঁহার প্রতি জড়-কাব্য গন্ধ-লোলুপতা আরোপিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে, তাঁহার কাব্যজ্ঞান যে শ্রীকৃষ্ণসেবানুকূল্যে বিনিযুক্ত হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, ইহা যাঁহারা তদীয় সমালোচনার বিচারপ্রণালী যথাযথরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই নিপুণতম সজ্জনগণের নিকট পুনঃ প্রকাশচেষ্টা নিষ্প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক সেই বিচারসৌষ্ঠব অনুকূলরূপে লক্ষিত হইবে না,—

"দুর্বৈদ্বির বহির্নাভিবীক্ষাতে তৎ কা কথিঃ" নীহারকাকে তাহাদের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের প্রকাশবিষয়ক প্রযত্ন নিষ্ফলই হইবে।

আর একটি কথা প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন যে—"সাধারণ লৌকিকটোলে যে সব কালিদাসী ছেঁয়ালী বলিয়া পণ্ডিতি উহটশ্লোক প্রচলিত, তাহাদিগকেই প্রমাণরূপে বরণ-পূর্ব্বক পারমার্থিক ব্যাপারে ভেজাল চালাইবার চেষ্টা করিয়া কবিকেও অসম্মান দেখানো শুধু বৈষ্ণবদাসের পক্ষে কেন, সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষেও অভিবিগর্হিত আচরণ।"

ইহার প্রতিবচনে আমাদের প্রথমতঃ ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, 'সাধারণ লৌকিক টোল' বা 'জড়কাব্য' ইত্যাদিস্থলে 'সাধারণ-লৌকিক' ও 'জড়' ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বারা প্রদুষ্টিত 'টোল' ও 'কাব্য'কে যিনি যেরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রকাশক মহাশয় বর্ত্তমানে কোন্ অসাধারণ-পারমার্থিক শিক্ষামন্দিরে কোন্ বেতন-সাহিত্যের গন্ধলেশশূন্য তাঁহার পরিচয় দিবার মত সৎসাহস আছে কি? তিনি সম্প্রতি সংসার-রঙ্গে কোন্ ভূমিকায় বিচরণ করিতেছেন, তাহা স্বয়ং অবগত নহেন কি? তবে পুণ্যজনসমাজের সঙ্গে বাস করিয়া এ তাঁহার তাঁবার প্রয়োগে অকালপক্কতা প্রকাশের আগ্রহ কেন?

লৌকিক টোলের প্রতি এত বৈমুখ্য কেন? সেখানে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয় এবং সেখানকার ছাত্রগণ-কর্ত্তৃক অনেক সময়ে নিজ গুণবত্তরূপ প্রচারিত হইয়া পড়ে বলিয়াই কি তাতে আক্রোশ? চিরজীব শর্ম্মাকে অধিকরূপে বিদ্রূপ করিলে হয়তো ভক্তিবিনোদের আরও অনেক গুহ্যতত্ত্ব সপ্রমাণ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তখন ব্যাপার হইবে উহটতর।

পত্রিকায় গুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ ও নিন্দাপ্রকাশ পারমার্থিক ব্যাপার নহে। সুতরাং কেহ যদি তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কোন গুরুবৈষ্ণব-সেবক যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিবিশেষকে বন্দনের চেষ্টার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া দৃষ্টান্তরূপে (পরন্তু "প্রমাণরূপে" নহে) কালিদাসী ছেঁয়ালীর একটিকে (পরন্তু, 'সমূহকে' নহে)—বরণ করেন, তাহা হইলে উহা যে পারমার্থিক ব্যাপারে 'ভেজাল' চালাইবার চেষ্টা'—এ বিষয় প্রকাশক মহাশয়ের সজাতীয়াশয়গণের চিত্তে অনায়াসে স্থানলাভে সমর্থ হইলেও সদসদ্বিবেকনিপুণ নিরপেক্ষ বিদ্বৎসমাজে আবিদত্যলাভের আশা সুদূরপরাহত। "কাব্যকেও অসম্মান দেখানো, শুধু বৈষ্ণবদাসের পক্ষে কেন, সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষেও অভিবিগর্হিত আচরণ"—বহু প্রতিবাদাই কথার মধ্যেও প্রকাশক মহাশয় এই নিরপেক্ষ সত্য কথাটি বলিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার মুখে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

(ক্রমশঃ)

---

# বিবিধ সংবাদ

## কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসদ্বয়ব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৮ই জুলাই (১৯৩৮) শুক্রবার শ্রীবামন একাদশী হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবও এই মহামহোৎসবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) বুধবার শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসরে সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। স্থানান্তরে উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র ও উৎসবপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-মনোঽভীষ্ট-স্থাপক আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীকীর্ত্তনমুখে

শ্রীভক্তিবিনোদপ্রকটতিথিপূজার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীহরির শয়ন একাদশীবাসরে শ্রীমন্মধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের অনুজ্ঞোজ্জ্বল-মুখে উৎসবের প্রথম শুভারম্ভ সূচিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনের পর ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতব্যাখ্যা, ৭—৮টা পর্যন্ত শ্রীমন্দিরে ও সারস্বত-প্রবন্ধ-ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতপারায়ণ, অপরাহ্ণ ২—৪টা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ, ইষ্টগোষ্ঠী ও কীর্তন, সন্ধ্যা ৭-৩০—৯-৩০টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শনি ও রবিবারে এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাদি হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সহরের বিভিন্নস্থানেও পাঠকীর্তন বক্তৃতাদিমুখে শ্রীভক্তিবিনোদমহিমাপ্রসঙ্গের প্রচুর আয়োজন হইতেছে। বিরাট নগর-সংকীর্তনেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

উৎসবের প্রথম দিবস ৮ই জুলাই প্রাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীযুত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবতপারায়ণ আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্তন করেন। রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সার্বভৌম শিক্ষা পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিবস—৯ই জুলাই। অদ্যও অপরাহ্ণ পর্যন্ত পূর্ব-দিবসের ন্যায় পাঠকীর্তনপারায়ণাদি হইয়াছে। সন্ধ্যা-রাত্রিক কীর্তনের পর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীভক্তিবিনোদ ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্বে ও পরে কীর্তন হইয়াছিল।

তৃতীয় দিবস—১০ই জুলাই প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীপাদ উজ্জ্বল নীলমণি রসাধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীভক্তিবিনোদ ও বিশ্ব'সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক শ্রীযুত মন্মথনাথ বসু প্রমুখ কএকজন শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সুন্দর শ্রৌতী মহারাজ হাওড়া খুরুট রোডে হারাচিন্দ্রাবাগে শ্রীচৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

চতুর্থ দিবস—১১ই জুলাই। শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। অদ্য হইতে প্রাতে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ হরিকথা বলেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও ভক্তিসৌরভ প্রভু হাওড়া খুরুট রোডে 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

পঞ্চম দিবস—১২ই জুলাই। অপরাহ্ণ পর্যন্ত পাঠকীর্তনাদি পূর্ববৎ। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ পাঠ করেন।

---

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেব প্রত্যহ বহু শুভানুসন্ধানকারীর নিকট হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

---

## শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত যাবতীয় শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে গত ২৭শে জুন, ১৯৫৮ সোমবার শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহাবহোৎসব পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (আমাদের দৈনিক নদীয়া-প্রকাশপত্রে ঐ সকল উৎসবের বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।)

বেলুন শ্রৌতীমঠে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তি-কোবিদ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়, উহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ ও উপদেশক শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা-সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সার্ত্বশতাধিক সজ্জন ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীযুত রসরাজ পোদ্দার মহাশয় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন।

মেদিনীপুর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবকসম্মিলনীর সেবক-গণ সভাপতিপ্রবর শ্রীযুত দীনবন্ধু দাসাধিকারী মহো-দয়ের ভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে একটি সভা হয়, সভায় গৌড়ীয় ১৪শ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা হইতে 'ভক্তিবিনোদবাণী

ও আশ্রয়' শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে খর্দ্দহনিবাসী শ্রীযুত পুলিন-বিহারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবোৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

---

## কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৭ই আষাঢ় ( ১৩৪৫ ), ২রা জুলাই ( ১৯৩৮ ) শনিবার হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সাধারণ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবতো পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদিমুখে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী-কল্য সাধারণ মহোৎসব হইবে।

---

## পশ্চিমবঙ্গে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ২৩শে মে ( ১৯৩৮ ) বর্দ্ধমান হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাঁচড়ার ষ্টেসন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করেন এবং তথায় ২৪শে মে পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২০শে মে তথা হইতে হুগলীজেলার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় সাব্‌রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের ভবনে গমন করেন ও স্থানীয় বারপারেরী, হলে ২৯ ও ৩০ মে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগুরু-পরীক্ষিৎ সংবাদ এবং ১লা ও ২রা জুন উক্ত সাব্‌-রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩রা জুন ছিনপাইনিবাসী শ্রীযুত ভূজঙ্গভূষণ মিত্র মহোদয়ের ভবনে গমন করিয়া তথায় বলিসাধন-সংবাদ ও প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ৭ই জুন তথা হইতে আদড়াপালন গ্রামে গমন করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের নামপ্রেমপ্রচার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। ১১ই জুন তথা হইতে পাঁচড়ার ষ্টেসন-মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কএকদিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ১৬ই জুন শিক্ষক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত নামধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ২২শে জুন বুধবার [বর্দ্ধমান] জেলার অন্তর্গত সীতারামপুর বার্ণপুর কোলিয়ারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনেশের রায় মহাশয়ের বাসায় 'জীবের নিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর স্বামিজী ২৩শে জুন তথা হইতে বানবাহ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহোদয়ের প্রবাস-গৃহে গমন করিয়া ধামবাদের নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন।

---

**হাওড়ায় প্রচার**—গত ১০ই জুলাই ( ১৯৩৮ ) খৃষ্টান ক্রেণ্ড্‌স্ ইউনিয়ন হলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ ছাত্রচিত্তে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও ১১ই জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরের "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিবস সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরের গীতার প্রকারভেদ, শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথ্য, গীতা-কীর্ত্তনের কাল ও কারণ, গীতায় নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক সবিশেষ-বাদ ও ভক্তভক্তিভগবানের নিত্যত্ব স্থাপন, অর্জ্জুনের মোহ কি? এবং উভয় পক্ষের যাজিগণের যুদ্ধে সমবেত হইবার কারণ কি? প্রভৃতি বিষয় বিশেষ যুক্তির সহিত বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিষয়গুলি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা বিচার-পূর্ব্বক গীতার সর্ব্বশাস্ত্র বিষয় যে একমাত্র ভক্তি, তাহা লৌকিক ও পারমার্থিক যুক্তিমূলে স্থাপন করিয়া সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববিষয় এবং ভগবানের নিত্যতা, অদ্বয় ও অব্যয়ত্ব এবং ভগবানের পাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি-তেই প্রকৃত শান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি যুক্তির সহিত বর্ণন করেন। উভয় দিবসই শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের কীর্ত্তনে শ্রোতৃগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উপস্থিত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে আজ কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শ্রীযুক্ত সত্যবর মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, প্রফেসার রিপণ কলেজ; শ্রীযুক্ত দিগম্বর ঘোষ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এণ্ড কলেক্টর; শ্রীযুক্ত যাদব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জমিদার, হাওড়া; শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসুই, হাওড়া; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, অবসরপ্রাপ্ত পেস্কার, হাওড়া; শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সতুল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্,বি, বি,এস; শ্রীযুক্ত মহাদেব চন্দ্র সেঠ, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রাণা ব্যবসায়ী; দুর্গাচরণ চন্দ্র বসু, শিক্ষক, বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউট; শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া; শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণপুর।

---

## সমাধি-প্রাপ্তি

গত ১১ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৫শে মার্চ্চ, ১৯৩৮ শুক্রবার প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী ( পূর্ব্বনাম—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ-চট্টো-পাধ্যায় ) মহাশয় তাঁহার নিজালয়ে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৫

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১শে ভাদ্র ( ১৩৪৫ ), ৭ই সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৮ ) বুধবার গৌরত্রয়োদশী তিথিতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ-ভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-বাসর। এতদুপলক্ষে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে ( বাগবাজার, কলিকাতা ) আগামী ২৩শে আষাঢ় ( ১৩৪৫ ), ৮ই জুলাই ( ১৯৩৮ ) শুক্রবার শ্রীশয়ন-একাদশী হইতে ২৩শে ভাদ্র ( ১৩৪৫ ), ৯ই সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৮ ) শুক্রবার পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত দুইমাসব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মহিম-কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে।

এতদুপলক্ষে বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্ববৈষ্ণবসম্মিলনে বক্তৃতা, ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা, ভক্তিবিনোদের দান সম্বন্ধে আলোচনা, সন্দিগ্ধ-সমাধান, ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার ও বিবিধ ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক উক্ত অনুষ্ঠানসকলে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি—

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীকিঙ্করাভাস—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ( চেয়ারম্যান )
শ্রীসুন্দরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভক্তিলাহর, সহকারী সভাপতি )
শ্রীনিবিকার সান্যাল ( ভক্তিসুধাকর ) সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।

## উৎসব-পঞ্জী

শুক্রবার, ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই শ্রীদেবশয়নী একাদশীর উপবাস; শনিবার, ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ ( বামনীপক্ষে ); মঙ্গলবার, ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ ( সৌর্যযামী পক্ষে ), শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব; রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব; বুধবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই, শ্রীল লোকনাথগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব; শনিবার, ৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই শ্রীকামিকা একাদশীর উপবাস; শনিবার, ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা আরম্ভ, পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস; রবিবার, ২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের তিরোভাব, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব; বৃহস্পতিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট শ্রীবলদেবাবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব; শুক্রবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস; শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব; সোমবার, ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস; মঙ্গলবার, ১০ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যদেবের প্রকট উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীবৈষ্ণবপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব; বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীললিতা সপ্তমী; শুক্রবার, ১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত; সোমবার, ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীপদ্মা ও পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস,

মঙ্গলবার, ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীবামনদ্বাদশীর ব্রতোপবাস, শ্রবণাদ্বাদশী ; বুধবার ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্তি আবির্ভাব-মহোৎসব—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহামহোৎসব ; বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীঅনন্তচতুর্দশীব্রত ; শুক্রবার, ২৩শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাসরব্যাপী মহোৎসব-সমাপ্তি ।

### প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান*

উষাকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্তন ; পূর্বাহ্ণে—ব্রাহ্মমুহূর্তাদি-শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীশ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা, আহিতে ও অন্তে সংকীর্তন ; মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান ; অপরাহ্ণে—শ্রীভক্তিবিনোদ-বাহিনী-সম্পাদিত গ্রন্থাদির আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-উপদেশ ; সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা বা শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বিবৃতিপূর্ণ বক্তৃতা ; রাত্রিতে—কৃষ্ণ-সংকীর্তন, শয়নারাত্রিক-কীর্তন, মহাপ্রসাদসম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী ।

---

* বৈষ্ণবগুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্তনযোগ্য ।

---

## বিরাট্ নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা

আগামীকল্য ( ১৭ই জুলাই, ১৯৩৮ রবিবার ) অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পূর্বপূর্ব বর্ষের ন্যায় এক বিরাট্ নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে । সংকীর্তনকারী ভক্তবৃন্দ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, বর্ণহাটা ষ্ট্রীট, ল্যাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিবেন ।

আগামী ৩১শে জুলাই ও ১৪ই আগষ্ট তারিখেও ঐরূপ নগরসংকীর্তন বাহির হইবার কথা আছে ।

---

## মুদ্রাকর-প্রমাদ

গৌড়ীয় ১৬শ বর্ষ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ৭৭৪ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে প্রথমস্তম্ভে প্রথম অনুচ্ছেদে ৪র্থ পংক্তিতে 'নিজে' স্থানে 'নিম্নে' হইবে ; ঐ ৭৭৭ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ৭ম পংক্তিতে 'রাগাত্মিক' স্থানে 'রাগাত্মক' হইবে ; ঐ ৭৮০ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা' প্রবন্ধে ১ম স্তম্ভের সর্বশেষ পংক্তিতে 'অলৌকিক' স্থলে 'অলৌকিক মহিমা' হইবে, ঐ ৭৮১ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ১৮শ পংক্তিতে 'পিশাচ গ্রাস করিয়া' স্থলে 'পিশাচ-গ্রস্ত করাইয়া' এবং ঐ ২১শ পংক্তিতে 'স্থবির' স্থলে 'স্থাবর' হইবে ; ঐ ৭৮২ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ১৪শ পংক্তিতে 'পদাব্জ-রেণু' স্থলে 'পাদাব্জরেণুঃ' হইবে ; ঐ ৭৮৮ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ৩য় পংক্তিতে 'ক্ষমাত্মপুরুষং' স্থলে 'ক্ষমাত্মাঃ পুরুষঃ', ১২শ পংক্তিতে 'হইতে' স্থানে 'হইতে', ১৫-১৬শ পংক্তিতে 'বিষ্ণু তন্মনস্কিবৃদ্বিজাং' স্থলে 'বিষ্ণু ধন্ম নরিবৃদ্বৎ' এবং ১৯শ পংক্তিতে 'শ্লোকালম্বনে' স্থানে 'শ্লোকাবলম্বনে' হইবে ।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিদ্বদ্বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীসরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

# গৌড়ীয়

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৫ ; ২৫শে জুলাই, ১৯৩৮ | ৪০শ সংখ্যা

## শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অর্থন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম-লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম-ক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানে কোনও মঙ্গল নাই।

—( শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা )

যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ-বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন।

অপরাধিগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

# বর্ষশেষে

পরমারাধ্য ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের কৃপায় নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে গৌড়ীয়ের ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হইল। বাধা-বিপত্তিই সাফল্যের সোপান ও সাক্ষ্যস্থল। "শ্রীভক্তিমার্গ—কোটিকণ্টকাকীর্ণ" বলিয়া গৌর-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামি-প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বাস্তবসত্য প্রচারের কণ্ঠরোধ করিবার আনুষঙ্গিক চেষ্টা অনাদিকাল হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতা ও অসুর, আদিগুরু ব্রহ্মার শিষ্য ইন্দ্র ও বিরোচন, শ্রীল রাঘবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্রপুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সারগ্রাহী আত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু ও আত্মজদ্রুহ কতিপয় অসারগ্রাহী, শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের প্রকৃত শিষ্য-সম্প্রদায় ও অধিবাড়ী বর্গের প্রবর্ত্তক প্রভৃতির মধ্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চিরদিনই আছে ও থাকিবে। ভক্তির সহিত অভক্তির অর্থাৎ ভক্তিদেবীর সহিত মুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহাপিশাচীর—ভক্তির সহিত অন্যাভিলাষের বিবাদ অনাদিকাল হইতেই আছে ও থাকিবে। যদি এই বিবাদ না থাকে, মুক্তি যদি ভক্তিকে আক্রমণ না করে, তৎপ্রতি মৎসরতা প্রকাশ না করে, তবে জানিতে হইবে, জগতে বাস্তব-সত্যের অনুশীলনের সুযোগ বন্ধ হইয়াছে। ভক্তিদেবী মুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীর মৎসরতার আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিতই মনে করেন। মৎসরতা-চণ্ডালিনীর দূষণ-সমূহ ভক্তিদেবীর ভূষণ-স্বরূপ হয়। চোর ও দস্যু-সম্প্রদায় প্রকৃত সাধুকে 'চোর' ও 'দস্যু' বলিলে সাধুর অধিকতর সেবোৎসাহ অর্থাৎ সত্যের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। শ্রীসনী ও কৃষ্ণভক্ত-সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে 'অসদাচার' বলিয়া দোষারোপ করিলে বৈষ্ণবের বিনা-আয়াসেই দুঃসঙ্গ-দাবানল হইতে দূরে থাকিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। এজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্পতরুর নিকট সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জন।
'কৃপা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জানী॥
কুসঙ্গরহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥"

অসাধুগণের দ্বারা নির্য্যাতন, নিষ্পেষণ, নিন্দা, দোষারোপ, নানা প্রকার ষড়যন্ত্র, কূটনীতি, সাধুগণকে পশু-মতের নিকট হেয় প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা প্রভৃতি যেরূপ অতি সহজে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের সুযোগ আনয়ন করিবার সহায়তা করে ও প্রতিপদে শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের উপলব্ধি করায় অর্থাৎ বিষয়স্পৃহা-পরিত্যাগের বল প্রদান করে, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

সর্ব্বজনগুরুর মূল গুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম প্রচার করাইতে গিয়া প্রহার লাভ করিয়াছিলেন। নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস হরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিবার ফলে বাইশ বাজারে প্রহৃত হইয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করায় কাজীর নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বলদৃপ্ত বিধর্ম্মী শাসক মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পারমার্থিক আচার্য্যগণ কেহই কোন বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য দলবল লইয়া হানা দিবার চেষ্টাও করেন নাই। অতএব বাস্তবসত্যকথা-কীর্ত্তনকারিগণের নির্য্যাতন-স্বীকার ও বিষয়-ভোগলোলুপ ব্যক্তিগণের স্বকপোলকল্প-ভোগ এক নহে। হরিকীর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ কণ্ডকলবাধ্য নহেন। শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীহরিদাস জগাই-মাধাইয়ের হস্তে কিংবা মুলুকের কাজীর হস্তে কখনও বা আধিভৌতিক তাপ ভোগ করেন নাই অথবা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—

"প্রতীপ জনেরে, আনিতে না দিব,
রাখিব পদের পাশে।"

এই শ্রীরূপানুগ বিচার প্রচার করিয়া ভূতোষেণ বা অহিংসা-বৃত্তি শিক্ষা দেন নাই।

ভক্তি ও অভক্তি-নীতির মধ্যে যে চিরন্তন বিবাদ রহিয়াছে, তাহা মিটাইবার জন্য কোন কোন 'নিরপেক্ষ'(?) সম্প্রদায় পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইরূপ পরামর্শ-দাতৃগণকেই 'ত্রিগুণসমন্বয়বাদী' বলা হয়। তথাকথিত সমন্বয়বাদী দুধ ও চুণ সোনায়,সোণা ও সিল্‌লীর সঙ্গে মিটমাট বা গোঁজামিল দিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের যুক্তি এই—দুধ ও চুণ,সোনা ও সিল্‌লী একই মূল প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। উভয় শ্রেণীই একই সময় একই মাতৃগর্ভে অবস্থিত ছিল, একই পিতার ঔরসজাত, উভয়েই সহোদর, তবে কেন উহারা পরস্পর বিবদমান থাকিবে? এই যুক্তি তর্কের বৈচিত্র্য-সম্পাদনকারিণী হইলেও ভক্তির দিক্ হইতে বিচারে একই তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট; অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-চেষ্টা, ভোগ ও ত্যাগ-স্পৃহা পরস্পর বিবদমানা। ইহারা একজনের মুখ আর একজন দেখিতে না পারিলেও উহাদের তখনই অতি সহজে সাময়িকভাবে বিবাদ মিটিয়া যায়—যখন উহাদের ভক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হয়। ভোগের সঙ্গে ত্যাগের মুখ দেখাদেখি-সম্বন্ধ নাই, তথাপি উহাদের মধ্যে মিটমাট হয়। সমন্বয়বাদী সর্ব্বত্র হইয়া ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের, ভুক্তির সঙ্গে মুক্তির 'মিটমাট' বা গোঁজামিল করিয়া দেয়; কারণ, ভোগ ও ত্যাগ, কর্ম্ম ও জ্ঞান একই মূল প্রকৃতি অর্থাৎ জড়াপ্রকৃতি বা মায়াশক্তি হইতে জাত অভক্তিনীতি বা আধ্যক্ষিকতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু বিরূপের ধর্ম্ম ও স্বরূপের ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি এক নহে। গাধচক্রপুরীর স্বরূপের ধর্ম্ম যখন ওকতে ও মহাপ্রভুতে জাগ্রতবুদ্ধি অর্থাৎ মনুষ্যবুদ্ধিরূপ বিরূপ-ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন ঈশ্বরপুরীর স্বরূপ-ধর্ম্মের সহিত কিছুতেই মিটমাট বা সমন্বয় হইতে পারে না। যখন শ্রীব্যাসানুগাভিমানী অন্বয়বোধনাধিকার আচার্য্য শঙ্করের বিচার ভগবদ্বিজ্ঞান বিরূপ ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন শ্রীব্যাসানুগত আচার্য্য শ্রীমধ্বের স্বরূপ-ধর্ম্মের বিচারের সহিত বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহাদের বিবাদকে কেহই এ পর্য্যন্ত মিটমাট করাইতে পারে নাই, স্বয়ং কৃষ্ণ পর্য্যন্ত করেন না,—করিলে বাস্তবসত্য বিলুপ্ত হয়। কেবল এই পরমেশ্বর-বিরোধিনী চেষ্টা অর্থাৎ ভক্তি ও অভক্তিবাদের মধ্যে গোঁজা-মিল করাইবার চেষ্টা তথাকথিত নিরপেক্ষ-সমন্বয়-বাদীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ কৃত্রিম ও ব্যর্থ-মিলন ঘটাইবার চেষ্টার মূলে আরও কতকগুলি ঈশ্বর-বিরোধি-মতবাদ জগতে প্রচারিত হয়; যেমন পঞ্চোপাসনা, "যত মত তত পথ"-প্রকৃতি মতবাদ জগতে সৃষ্ট হইয়াছে।

বাস্তবসত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু থাকিতে পারে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, অথবা যাঁহাদের সত্য-লাভের জন্য অকৃত্রিম পিপাসা নাই, কিংবা যাঁহারা সত্যকে সুবিধাবাদে পৌঁছিবার যানবিশেষ মনে করেন, তাঁহারা ভক্তি ও অভক্তি নীতির মধ্যে বিবাদ দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং ভক্তিসিদ্ধান্তকে মূলকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত হইয়াও 'কাঠামো'র গোঁজামিলের পক্ষপাতী হইয়া সুবিধাবাদ-সংগ্রহকেই সারাৎসার বা চরম প্রয়োজন জ্ঞান করেন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচার, বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ, কিংবা শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর বাণীপ্রচার-কার্য্য, মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন, সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থ-প্রচারাদি সেবা কেহ গায়ের জোরে, টাকার জোরে বা ধারাবাহীর জোরে করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের সেবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল সেবা বিহিত হয়, যদি তাঁহারা অহৈতুকী কৃপা করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন, চিদ্‌বল প্রদান করেন, যেরূপভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে, সেইরূপ সেবোন্মুখতা ও নিত্য-আনুগত্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন, আর যদি সেই সেবা তাঁহারা নিজ-গুণে গ্রহণ করেন, তবেই আমরা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যানুগত্য ও নিত্য-শাসনাধীন থাকিয়া—নামহট্টের পরিব্রাজকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতমুখীর শাসনে নিত্য শাসিত হইয়া সেই সকল সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আমাদের অন্যপুর পরিবর্জ্জন না করিয়া থাকিলে প্রচারের 'শো-বটল্' বা জাকজমকের প্রদর্শনী কেবল লোকবঞ্চনা নহে,—উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মবঞ্চনা। পশুমতের কাছে সাধু বা হোমরা-চোমরা প্রচারক, কিংবা হস্তিতায় ধনপুপভোজী প্রচারক-মন্ত্র বা অদ্বিতীয় বাগ্মী বলিয়া পরিচিত হইলেই যায়-আসে হয় না। এইজন্য ঠাকুর নরোত্তম একদিন লিখিয়াছেন—

"প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
বাধা মুড়াইলেহ যম-দণ্ড না এড়াই॥"

( চৈঃ ভাঃ ম ২৩।১৯ )

গৌড়ীয়ের কণ্ঠরোধসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীল প্রভুপাদ বহু বৎসর পূর্ব হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন। গৌড়ীয়ের চতুর্থ বর্ষে—যে-দিন শ্রীল আচার্যদেব "বঞ্চক বৈষ্ণব" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত অভ্যাভিলাষিগণের হৃদয়ে "গৌড়ীয়ে"র কণ্ঠরোধ করিবার প্রচেষ্টার বিষাক্ত বীজ উপ্ত হইয়াছিল। "ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি ?" প্রবন্ধ-প্রকাশের পর 'সেকজন পাইয়া' সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। "সেবার খতিয়ান" প্রবন্ধ প্রচারের পর সেই অঙ্কুর বিষবৃক্ষে পরিণত হইল। "অন্তরঙ্গ" প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার পর সেই বিষবৃক্ষ ফলপ্রসূ হইল। ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্তন-মহারাসস্থলীর মূলতত্ত্ব-লীলার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। সঙ্ঘে বিভেদ সংরোপিত হইল।

"আউল-বাউল-কর্তাভজা, প্রাকৃত-সহজিয়া, জাতিগোস্বামী, কর্মজড়স্মার্ত, মায়াবাদী, চিন্ময়রসবিরোধী প্রভৃতিকে খুব গালাগালি কর, তাহাদের ভিটা-মাটী উচ্ছন্ন করিয়া দেও; কিন্তু সাবধান! আমাদিগকে যোষিৎসঙ্গী বলিও না, অভ্যাভিলাষী বলিও না, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী বলিও না, গালগ্রাম দিয়া বাজার মাতিবার উদাহরণ আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিও না, আমাদিগকে ভক্ত-ব্যবসায়ী বলিও না, বঞ্চিত বলিও না, আমাদের অনেক সার্টিফিকেট্ আছে, গৌড়ীয় আমাদিগকে অনেক সার্টিফিকেট্ দিয়াছে, অনেক বৈষ্ণব আমাদের পাদমূলে গলদ্ পক্ষীর ন্যায় বসিয়াছে, সুতরাং আমরা পরমহংস, নির্বিঘ্ন! আমাদের গ্রাম, ধাম, পুত্র-পরিজন—সকলই অপ্রাকৃত-চিদানন্দময়!" যখন এইরূপ বিরূপপ্রসূত সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন শ্রীনামহট্টের পরিষার্জকবর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শতমুখিগণ অসাড় হইয়া থাকিতে পারিলেন না। "শ্রীগুরুদেব কাহাকেও মূলতত্ত্বে দণ্ড প্রদান বা শাসন করেন নাই, সুতরাং প্রকৃত-প্রস্তাবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইলেও তিনি বা তাঁহারা অপতিত ও নিত্য-পতন-রহিত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ!"—এইরূপ যুক্তাবৃক্তির দ্বারা গুরুদেবের নিন্দাই উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাঁহাকে অসতের সমর্থক বলিয়াই স্থাপন করা হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন ব্যক্তি অতি গর্হিত পাপ-কার্য, এমন কি, খুন, করিয়াও রাজ-দণ্ড, বা বৈষ্ণ-দণ্ড, কোনটীর দ্বারাই দণ্ডিত হয় নাই। ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে যে, রাজা ও পরমেশ্বর—উভয়েই ঐ পাপীর পাপ সমর্থন করিয়াছেন? বরং শাস্ত্রকার বলেন,—যে ব্যক্তি রাজদণ্ড ও বৈষ্ণ-দণ্ড ভোগ করে, তাহার পাপের ক্ষালন হইয়া যায়। তাহার নির্বেদ-লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তির তাহা হইল না, সেই ব্যক্তি দণ্ডিত হইল। তাহার মঙ্গল-লাভ সুদূরপরাহত।

শুদ্ধবৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি গলিত-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল—ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে পাঠ করি; কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি লোকাচার্যগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও আদর্শের নিন্দা করিয়া বর্তমান যুগেই কতিপয় সাহিত্যিক বিশ্ব-বিখ্যাতি ও বহু কনক-কামিনী লাভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে যে, যখন ঐ সকল সাহিত্যিকের গলিতকুষ্ঠ হয় নাই, বরং ঐ সকল অসৎ সাহিত্যের ব্যবসায় করিয়া তাঁহারা বিপুল যশোভাজন ও ধনবন্ত হইয়াছেন, তখন পরমেশ্বর ঐ সকল ব্যক্তির বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ভগবদ্-বিদ্বেষকে সমর্থন করিয়াছেন? যে বেদ-ভাগবতের নিন্দককে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ বেদ-ভাগবত-নিন্দক হইয়া কি কেহ কেহ পৃথিবী-বিখ্যাত ধর্ম-প্রচারক ও ধর্ম-সংস্কারক হন নাই? কোন কোন বেদ-ভাগবত-নিন্দক অক্ষয়-শরীরে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া গণমতের জয়ধ্বনির মধ্যে এই সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কি বেদ-ভাগবত মিথ্যা? অথবা বেদ-ভাগবত ঐরূপ নিন্দককে দণ্ডিত না করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা পুরস্কৃত করায় বেদ-ভাগবত ঐরূপ নিন্দাকেই প্রশ্রয় দান করিয়াছেন? ভক্তিবিদ্বান্ বলিবেন,—উহার দ্বারা নিন্দককে বঞ্চিতই করা হইয়াছে, বঞ্চিতের দণ্ড আরও নির্মম। সাযুজ্য-মুক্তিকে অভক্ত-সম্প্রদায় তাহাদের কাম্য বস্তুরূপে প্রয়োজন মনে করেন, আর শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় উহাকে নরকেরও সর্বাপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর বা নির্মম-দণ্ড বলিয়া জানেন।

'গৌড়ীয়ে'র ষোড়শ-বর্ষের উপসংহার-কালে অভিন্ন গৌড়ীয়বেষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষ-পূর্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসবের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পারমার্থিক-সামাজিক পত্রিকার আদি-শিল্পী বা প্রবর্ত্তক। ঠাকুর 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার মধ্যে পারমার্থিক-জগতের জন্য যে অমূল্য রত্নসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল রত্নরাজির মৃত্তিধারা গৌর-নাম, গৌর-ধাম ও গৌরকামের যে আরতি করিয়াছেন, সেই আরতি-দীপ-বর্ত্তিকার এক কণিকা পাইলেই আমরা গৌড়ীয়ের সেবা-ভক্তি সংরক্ষণ করিতে পারিব।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতমুখীর শাসনে নিত্য-শাসিত না থাকিতে পারিলে অনর্থগ্রস্ত জীব কোনদিনই গৌড়ীয়ের সেবার আস্বাদও লাভ করিতে পারে না। সেই শতমুখীর অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে দুইপ্রকার শাসন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়ের প্রতিষ্ঠায় জর্জ্জরিত হইয়া চক্র-বিবরের ন্যায় একটি আনুকরণিক বৎসরমার্গাবহ গ্রাহকসম্প্রদায়গণের সহিত ঐকতানে, বৎসরতার কালোয়াতী (?) রাগত্ব-রাগিণী আরম্ভ করিয়াছে। উহা শতমুখীর ব্যতিরেক কার্য্য করিয়া অন্বয়মুখী সেবার পুষ্টি সাধন করিতেছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবর্ষ-পূর্ত্যাবির্ভাবোৎসব গত শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে দুইমাসকাল ও বিভিন্ন ভক্তসম্প্রদায়ে চাতুর্মাস্যকাল শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদের দান ও বৈশিষ্ট্যের কথায় পরিপূর্ণ হইবে। শ্রীল গুরুপাদ-ভক্তিবিনোদ-ধারার অন্যতম এক বিন্দুও স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য না পাইলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বা শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না—যাঁহারা এই বিশ্বাস করেন এবং যাঁহাদের এখনও এই বিশ্বাস হয় নাই, তাঁহারা সকলেই এই উৎসবে সেবোন্মুখ-চিত্তে যোগদান করিয়া সকল সংশয় ছেদন করুন, শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর অপ্রাকৃত তীরস্থের পতিতপাবনী ভুবনমঙ্গলময়ী মহিমার কথা শ্রবণ করুন। শুনিতে শুনিতে বুঝিতে পারিবেন,—ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত বড় অমলোদয়-দয়ার সাগর জগদ্বিস্মায় জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা, অনন্য-আদর্শ, অনর্পিতচর-দান, অভূত-পূর্ব্ব জীবেদয়াপ্রবৃত্তির এক একটী কণ আস্বাদন করিয়াও আপনারাও সেই প্রেমের প্রেরিক হইতে পারিবেন। শ্রীশ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার সভ্যমণ্ডলী আচার্য্যের আনুগত্যে ভক্তি-বিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। সকলে সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞায় অধিষ্ঠান করুন।

---

# সমালোচনা-বিমর্শ

[ শ্রীচিরঞ্জীব-শর্ম্মা ]

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর )

এ যেন "সর্ব্বথা ধ্বংস সর্ব্বত্র ক্ষমাপ্রেমতৎপরঃ" বাক্যের ন্যায় অনিচ্ছাতেই সদর্থে অভিব্যক্তি। পরন্তু স্বপ্রস্তুত পত্র-নিচয়টি বৈষ্ণবাসম্মাননপরায়ণেই ভূমিষ্ঠ হইয়া সম্বৎসরকাল অপবৃত্তিরত পুরুষের ন্যায় প্রতিপক্ষাভে নিরতভাবে যে শ্রীতৎস আচরণসমূহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বিচার করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বচনটি "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং" নহে কি? পক্ষান্তরে ইহাও বিচার্য্য যে—শ্রীযুক্ত মন্মথ-মন্মথদাস ভাষ্যতীর্থ মহাশয় কোনও ব্যক্তিবিশেষকে অবধানব্যতিরেকেই 'সমালোচনা' প্রকাশ করিয়াছেন কি না? প্রকাশক মহাশয়ের উক্তিতে প্রকাশ যে—সমালোচক "ঈর্ষামূলে লেখনী ধারণ করিয়াছে।" 'ঈর্ষা' অর্থে পরের উৎকর্ষ-বিষয়ে অসহিষ্ণুতা। 'পর'-অর্থে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ই একমাত্রলক্ষ্য। পরন্তু তদীয় জন্ম, প্রভু, শ্রী, ঐশ্বর্য্য—ইহাদের কোন্‌টির উৎকর্ষ-বিষয়ে সমা-লোচক মহাশয়ের অসহিষ্ণুতা সম্ভবপর, তাহা আমরা অদ্যাবধি অবগত হইতে পারি নাই, প্রকাশক মহাশয়ের

গবেষণানৈপুণ্যে মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে যখন আমাদিগকে জানাইবেন, তখন বিচারের অবসর পাইব। পরন্তু ন লোচক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের উপোদ্‌ঘাতে সমালোচনাকে যে কালে প্রকাশ করিয়াছেন এবং মধ্যভাগেও ক্বচিৎ ক্বচিৎ তাঁহার যাদৃশী মনোগতি পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে অপরের আচার্য্যবিদ্বেষ, গুরুদ্রোহ ও বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতির প্রতিষেধই যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এ জাতীয় সমালোচনে লেখনীধারণ যদি অন্যায় আচরণ হয়, তাহা হইলে হয় ত' কালে ইহাও শুনিব যে—দেবমন্দিরে কলুষতা-সম্পাদন বা নারী-নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের প্রতিবাদও অন্যায় আচরণ। আর "কৃষ্ণতদ্ভক্তনিন্দাদি-বিনিন্দানুক্ষণহিষ্কৃতা" ( কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষিগণের কৃত নিন্দাদিবিষয়ে অসহিষ্ণুতা ) যে চক্রবর্ত্তি-ভক্তগণের অলঙ্কার এবং ইহা যে গৌড়ীয় সাহিত্য-শিরোমণি ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুরই নির্দ্দেশ, ইহা জানা থাকিলে—"উক্ত যুবক যদি যথার্থ গৌড়ীয়-সাহিত্য আলোচনায় আপনাকে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ অর্ব্বাচীন-সমালোচনাকে বহুমানন করিয়া কখনও স্বীয় অবৈষ্ণবত্ব-প্রচারকল্পে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন না" এরূপ বাক্য প্রকাশক-মহাশয়ের অবশ্য হৃদয়ের প্রেরণায় সাগ্রহচিত্তে অভিব্যক্ত হইলেও মুদ্রিতাকারে সজ্জন-সমাজে প্রকাশিত হইত না। আর বাস্তব বিচারে মুখে যৎকিঞ্চিৎ-শ্রীগুরুবন্দনা ও সজ্জনতোষণীর বচনরূপ-পরোধাবণ করিয়াই যে কুম্ভটি অন্তঃপর্য্যন্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষাত্মক তীব্র-হলাহলে পরিপূর্ণ, উপরিভাগে শ্রীরূপ-রঘুনাথ-বাণী-প্রচারকের যেরূপ সুরভিপুষ্পপল্লবমালো সুশোভিত এবং সদ্‌গুরুর 'গৌড়ীয়'-নাম-চন্দনে অঙ্কিত হইয়া সাজসজ্জায় একবৎসরকাল মহানগরীর দক্ষিণদ্বারে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহার অভ্যন্তরোত্থিত বিদ্বেষ-বিষ-বাষ্পকে দেবাসুরসংগ্রামের পূর্ব্বকালীন সমুদ্রোত্থিত বিষ-বিনাশোন্মুখ কালকূট অপেক্ষাও তীব্রতর-জ্ঞানে সজ্জনগণ সশঙ্কচিত্তে সকলকে তৎসম্পর্ক হইতে দূরস্থিতিবিষয়ে সাবধান করিতেছিলেন, সমালোচক-মহাশয় অক্ষুব্ধোদরে আগত আলোড়নপূর্ব্বক স্বয়ং অক্ষতবিগ্রহে সাধারণের সম্মুখে তাহার যথাযথস্বরূপ প্রকাশ করিয়া বস্তুতই কালকূটসংহারক লোকমঙ্গলকারী শিবেরই অনুসরণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই

কোন এক মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে—"শ্রীগুরুদেব অমানি-মানদ-ধর্ম্মের আদর্শরূপে বা অন্য কোন কারণে কখনও নিজ অপেক্ষা নিজ-সদৃশ স্বীকার করিলেও নিজের তাহা প্রকাশ্য নহে বলিয়া আপনারা যে বিরোধিগণের তাদৃশ অন্যায় আচরণের কিম্বা শ্রীগুরুদেবে জাতিবুদ্ধি করিবার প্রতিবাদ করিতেছেন, পরন্তু এতদপেক্ষা ভীষণতর যে কথা তাহাদের পত্রিকায় নিতান্ত (?) রূপে প্রচারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে—যাহার স্মরণহেতু জীবের চরমগতি চিন্তা করিলে সাধুগণের অন্তরাত্মা সন্ত্রাসসঙ্কুল হইয়া বিশ্বকে অন্ধকার বলে ভাবে,—জীববিত্রাস তাহার প্রতিবাদ করাও সঙ্গত নহে কি ?" বস্তুতঃ আমরা ত্রিদণ্ডী-নির্দ্দেশানুসারে ২৩—২৪ (যুক্ত) সংখ্যার ৬৩৪ পৃষ্ঠায় যে বাক্য লক্ষ্য করিলাম, তাহার প্রতিকৃতি এই—"অবশ্য যাঁহার যতটুকু সেবা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছে, আমার প্রভু সেবকরূপে সেই পরিমাণে তাঁহার পাদপদ্মে কৃতজ্ঞ।"

হায়! হতভাগ্য! জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত সৌভাগ্যবলে অতিমর্ত্য মহাপুরুষের শিষ্যরূপে পরিচিত হইবার অবসর লাভ করিয়াও আজ এ পরিণাম কোন্ পাপে? অথবা শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিতিই কি তোমার অভিনয় মাত্র? আমরা অন্যগণের সাবধানতা আনয়ন করিবার জন্যই এই মহাপরাধের বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করিলেও পাপসম্ভাবনায় তৎপরিহারার্থ লেখনীসহ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থে অবগাহন করিয়া আসিলাম। হে প্রভো! ইহাতেও যদি পরিত্রাণের সম্ভাবনা না থাকে, তবে আপনার পরম করুণ ক্ষমানিধান শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ লিপিপাতেই যেন পরিহার হয়।

প্রকাশক আরও বলিয়াছেন—"ঐ যুবকের অর্ব্বাচীন-তার বাতাস প্রদানকারী অনেক সম্পাদকমন্যের লেখনীসর্প সর্ব্বদাই ঔর্ব্বমুখহিত্রাণুসন্ধান-বিষ উদ্গীরণ করিতেছে।" কাব্যবিশারদ মহাশয় জীবিত থাকিলে বলিতেন—

ভেলা বাপ্ মোর আছা যদ
যদ বড় বাঁচের বাদ।
ঠেল দিয়ে আমরুলের গাছ॥

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাকাটি।
লেগে গেল দাঁত কপাটি॥
আর তোরা কে দেখ্‌তে যাবি।
ল্যাংলাউনে মত করি॥

যদি, প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গেই যা'দের বিদ্যার স্বরূপ উদ্গীর্ণ হয়, তা'দের আবার বিশুদ্ধভাষার পরকে গালাগালি দিবার প্রয়াস কেন? নেহাৎ যদি দরকার হয়, নিজভাষা ব্যবহার করিলে চলে না কি?

যত্র তত্র 'মত্ত' বা 'ক্রব' যোগ করিয়া অপরকে আক্রমণের স্পৃহা'ত বেশ্ দেখ্‌ছি, কিন্তু কোন্ ভাষার প্রতি কোন্‌দিকে, তা' বিচার কর্‌লে যে 'চিচিং ফাঁক' হইয়া পড়ে। প্রবন্ধে ত 'উদ্গীরণে'ই বিদ্যার অনেকটা উল্লিখিত হইয়াছে, তদুপরি আবার "অর্ব্বাচীনতার বাতাস-সন্ধানকারী"। সংস্কৃতভাষায় একটি কথা আছে—"গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ"। ইংরাজি কথা—'গোদের উপর বিষ ফোড়া'। এও দেখ্‌ছি তাই। আর বলেন—

"গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক্‌প্রযুক্তা সর্ব্বতো মুখৈঃ।
দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গৌঘঃ প্রযোক্তারং তথৈব সা॥"

('গৌ' অর্থাৎ বাণী (শব্দ)কে যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহা কামদুঘা গো অর্থাৎ কামধেনুর ন্যায় বিবিধ সম্পদই প্রসব করে; পরন্তু যদি উহার অযথা প্রয়োগ হয়, তবে সম্পদ প্রসবের পরিবর্ত্তে প্রয়োগকর্ত্তারই গো অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধিতাই সূচনা করে)।

সুতরাং অর্ব্বাচীনতার সঙ্গে বাতাসের সম্বন্ধ-সন্ধিকল্পে সম্বন্ধ যে হইতে পারে না, তাহাই বা কাহাকে বলি? এ জাতীয় প্রয়োগ আর কত বলিব? ৬২৪ পৃঃ "সুচিন্তিত-মৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্" এই প্রাচীনবাক্যটির উদ্ধারেই একে দুরোগের আপদ্‌খানাই দূর করা হইয়াছে, তদুপরি ইহার বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে আরও অপরূপ—"যেমন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শাস্ত্র মন্থন করিয়া সম্যক্ তত্ত্ব বিচারে যে ঔষধ নির্ণয় করিলেন, তাহা অধিক ব্যবহার না হয়" ইত্যাদি। যদি, রোগীর প্রতি স্নেহ বা অনুরাগই যাহার শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্ম, সেই সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের রোগীর রোগোপশমনার্থ ঔষধনির্ব্বাচনকালে 'সম্যক্ তত্ত্ব-বিচার' (সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য-ভাব)—ইহা কেমন অর্থ, কেমন সিদ্ধান্ত!

৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—"তাঁহাদের মূর্ত্তি প্রকট পাইল"—ইহা অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যই বটে। আরও খোলসা ছাড়াতে হবে কি?

"গুরুসেবার স্বরূপ" প্রবন্ধে ৬৪৭ পৃষ্ঠায় ("বিষয়হি উদ্গীরণ করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে) অজস্র-বিষ উদ্গিরণ করিয়া" ও বহুব্যতিক্রমে মহাপরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্তে "সব বালিকত্বের উৎস হইলেন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়" এই বাক্যে নিজকে ভাষাজ্ঞানরূপ সলিল-রাশির অনপেক্ষ উৎসরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

নিজদলের ব্রহ্মচারিরূপে পরিচয়প্রদানকারী একজন যে এক সময়ে এই শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমাগত কলেজের জনৈক অধ্যাপকের প্রতি 'আপনি মহাকুল-প্রসূত' এই মনোভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া শাব্দবোধের অভাবে 'আপনি যথেষ্ট লোকের সন্তান' এইরূপ ভাষায় প্রয়োগদ্বারা মুসলমান গ্রন্থকার ও উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের চিত্তক্ষোভ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়াও উপর্য্যুক্ত অযথার্থ বাক্যসমূহের সমর্থন করা হয় কোন্ সাহসে? সুধীগণের এই অভিযোগের উত্তরে "মূর্খস্য চ বিশেষ পূজ্যঃ" এই বাক্য ব্যতীত কি উত্তর দিতে পারি?

৬৫০ পৃষ্ঠায় "আমাদের নিজেদের কাহার কি বিদ্যার দৌড় আছে, তাহা কাহার না জানা আছে," এরূপ স্বয়ং স্বীকার করিয়াও এবং আমরা বহুবার ইঁহাদিগকে সাবধান হইয়া ভাষাপ্রয়োগ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেও ইঁহারা যে সাবধান হইতেছেন না, এ বিষয়ে তাঁহাদের ৬৫২ পৃষ্ঠার উক্তিই প্রমাণ, যথা—"গুরুদ্রোহ ও বংশলতা যেখানে রাজত্ব করে, সেখানে বিদ্যোপদেশে কর্ণপাত করিবার অবসর কোথায়?

"গুরুদাস বিদ্যা" প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ভটশ্লোক-সঙ্কলনকারী জনৈক পণ্ডিত মহাশয়কে যে আক্রমণ করা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা 'অকারণবিগ্রহ-বৈরদারুণতা' আর কি হইতে পারে। দেশে একটা প্রবাদ আছে—'প্রথমে বেড়ালের মত রাগ পাট ক্ষেতের উপর'। এ'ও দেখ্‌ছি তাই। সে দিন এ কথা নিয়ে আমাদের বন্ধুগণের মধ্যে আলোচনা চল্‌ছিল। এক বন্ধু বল্‌লেন—ইহা বিষ-ক্ষিপ্তের লক্ষণ, সামনে যা'কে দেখা যায়, বিনা বিচারে তা'কেই আক্রমণ। বন্ধুটি আমার একটু মুখর বটে;

আর এক প্রকারিক বন্ধু বলেন—না হে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভুল করেছেন এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ও ভুল করেন। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'ভুলে ভুলে সমাকার'—ইহাই প্রকাশক মহাশয়ের প্রতিপাদ্য। "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিরিতি ব্যাপ্তিগ্রহঃ"—এই নীত্যনুসারে আর একবার বলব বলেন—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" অর্থাৎ মুনিগণেরও যখন ভ্রম হয়, তখন ব্রাত্য আমরাও মুনি।

বাস্তববিচারে সিদ্ধান্ত এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাদিতে প্রযুক্ত যে সকল শব্দ শব্দশাস্ত্রানুমত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রযুক্ত বলিয়া বহুলোক-কর্তৃক অভ্রান্তজ্ঞানে পরিগৃহীত, কোন পণ্ডিত যদি নিজবুদ্ধিতে লোকসমাজে কেবলমাত্র ঐ সকল শব্দের যথার্থস্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সজ্জনগণের উহা ব্যাপারে পুরোবর্ত্তিতার অবসর কোথায়? আর "মানেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ইহাই যে বর্ণের মন্ত্রোপদেশ, সেই পরম ধর্ম্মের আশ্রিতাভিমানী হইয়া, কুবিদ্য বন্ধুর সেবকরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যভাষায় সুপণ্ডিত, সর্ব্বজনপ্রিয়, হরিগুরুবৈষ্ণবে অবিরোধী, প্রত্যুত অনুরক্ত, নিজেদের উপস্থিত ব্যাপারে উদাসীন, সরলচিত্ত, কৃষ্ণোন্মুখ অনেক মনোজ্ঞেষ্টের প্রতি কোন পারমার্থিক পত্রে তাদৃশ মনোভাবের অভিব্যক্তি সজ্জনসম্মত কি না, এ বিচারের ভার আমরা শ্রীযুক্ত কুবিদ্যাভি-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিই সমর্পণ করিতেছি, তিনি সংবাদপত্রমুখে নিজ বক্তব্য জ্ঞাপন করিবেন কি? উক্ত পণ্ডিত মহাশয় যে সকল উদ্ভটশ্লোক সঙ্কলন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরমবৈষ্ণবগণেরও আবাদিত অনেক শ্লোক রহিয়াছে; যাহা পূর্ব্বে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভৃতি সঙ্কলিত "পদ্যাবলী" গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাঁহার প্রতি "উদ্ভট-শ্লোক-সঙ্কলনকারী" এবং "ইহা উদ্ভটব্যাপার বটে" এ জাতীয় গূঢ়-পরিহাসসূচক বাক্য-সংযোগ বৈষ্ণবোচিত হইয়াছে কি? যে "কৃতাপরাধোঽপি জনো দয়ার্দ্রয়া ভবত্যুপেক্ষ্যো ন কথঞ্চনেতি" শ্লোকের অনুসরণ হইলেও ভক্তিরাজ্য-প্রবেশের দ্বারস্বরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে, জীবনের অপরাহ্ণেও যদি তাহাই আশ্রয় না হইল, তবে গন্তব্যস্থানে প্রবেশলাভ হইবে কোন্‌কালে? আর কিরূপেই বা সম্প্রদায়ের আচরণশীল প্রচারক ও মঠবাসিরূপে ভজনরাজ্যে পরিচয়প্রদান সম্ভবপর হইতে পারে? এ সকল বিষয় যদি তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক চিন্তা করেন, তাহা হইলেই স্বয়ং উপকৃত হইয়া জগতেরও কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন, সহৃদয় ৬২৩ পৃষ্ঠার প্রযুক্ত বাক্যটি প্রযোক্তৃগণের প্রতিই প্রযোজ্য হইবে। যথা—"কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং কোন্‌মতের অনুবর্ত্তন করেন, তাহা বুঝা যায় না। কার্য্যতঃ দেখা যায়, তাঁহারা 'এ ভিন্নিরে সেই ভিন্নিরে', সেই আগন্তুক দুঃখসুখের আবর্ত্তে পড়িয়া আছেন।"

"প্রাক্তনস্যেব ফলে লোকানুবাহরিব যামনঃ" এই নীত্যনুসারে তাঁহাদের আচরণে আর একটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে, তাঁহারা যথাযথ শাস্ত্রাভ্যাস না করিয়াও বিবিধ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অবিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক অজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আর প্রতিষ্ঠাশানন্দিনী পাণ্ডিত্যপ্রকটন-স্পৃহাময়ী পিশাচী যেন তাঁহাদের হৃদয়কে সর্ব্বথা অভিভূত করিয়া বিচারবুদ্ধি সমূলের তদ্ধতা আনয়ন করিয়াছে; নতুবা বাক্যের তাৎপর্য্য লক্ষ্য না করিয়া অপরকে গালাগালি দিবার উদ্দেশে সংস্কৃত-শ্লোকরচনার ব্যর্থপ্রয়াস সংস্কৃতভাষার ইতিহাসে কখনও পরিদৃষ্ট হইয়াছে কি? ধরা না পড়িলে পণ্ডিত জনসভা-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি, ধরা পড়িলেও অনুগত মজমনের নিকট রবিবাবুর পাগলা স্নেহরাণীর ন্যায় "সব বুট হ্যায়, সব বুট হ্যায়" বলিয়া পরিত্রাণলাভ, পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলে 'হরিভজনে অকবিতার প্রয়োজন কি? হরিকথা বলিতে যাইয়া ব্যাকরণ ভুল দু'চারিটা হইলই বা' বলিয়া তাঁহাদের পার্শ্বাভিক্রম, আবার স্কুলের গণ্ডী কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াই সরস্বতীর চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি পূর্ব্বক সহজ ত্যাগ করিলেও সুযোগ বুঝিয়া নূতন লোকের নিকটে নিজকে বিদ্যবিদ্যালয়ের ডিক্রীধারিরূপে প্রকাশস্পৃহা প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্রভাবসমূহ শ্রীযুক্ত গড্ডলিকা প্রবাহের "আমরা ডুবেও খাব, টাকাও খাব" স্পৃহাকেও হার মানাইয়াছে। "অহো রে গরীয়ান্ কাপি সমাগতা, বলবত্তরমপি প্রাবরতি অদৃষ্টমপি দর্শয়তি"।

পত্রিকার প্রতিসংখ্যায়ই নির্ব্বিচারে নিজপক্ষ-সমর্থন ও অপরপক্ষকে আক্রমণের প্রয়ত্ন যথেষ্টই হইয়াছে। 'ইনি গুরুদ্রোহী, ইনি ভজনদ্রোহীদলপতি, ইনি মঠরক্ষক' ইত্যাদি, আর তিনি গুরুবিদ্বিষ্ট, তিনি ভজনদ্রোহীদলপতি,

তিনি মঠবাসী ইত্যাদি। পরন্তু কেবল কথায় যে আর চিঁড়ে ভিজে না, ঘাটে বাটে সর্ব্বত্র যে ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে, ইহাও বোধ হয় বেতৃতীয়পক্ষের নিকট নিজমতের অনুকূল-যুক্তি-প্রমাণে অসমর্থ হইয়া নিগ্রহপ্রাপ্তি ঘটিতেছে, তাহার প্রতিকারে কি কেবলমাত্র 'কাণে দিয়েছি তুলো' বলিলেই চলিবে? স্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সাধক সদ্ধেতু ও অনুকূল-প্রতিকূল-দৃষ্টান্ত প্রয়োগসহকারে উপনয়-প্রকটনমুখে নিগমন বা সিদ্ধান্ত স্থাপন না করিলে বিদ্বৎসমাজে কোন বিষয়ের গ্রাহণ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মঠ কাহাকে বলে? মঠ-রক্ষকের কৃত্যই বা কি কি? ভজনোদ্দেশ্যই বা কি কি? তাহার সাধনই বা হয় কিরূপে? গুরুগ্রেষ্ঠের লক্ষণ কি কি? পক্ষান্তরে মঠ-ব্যবসায়ীর লক্ষণ কি? ইত্যাদি প্রতিপাদ্যবিষয়-সমূহের পঞ্চাবয়বাদিবলম্বনে সিদ্ধান্ত-স্থাপন সম্ভবপর হইবে কি? অথবা এ সকল প্রশ্নকে অক্ষ-বিদ্যার বিলাস বা 'ঘট-পটিয়া' মূর্খের উক্তিমাত্রজ্ঞানে উত্তরপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে আমাদের একটিমাত্র কথা এই যে—বিশোধ-সৃষ্টির পর হইতে এ পর্য্যন্ত সমবসরাধিক কালমধ্যে শ্রীহরি-সেবা, শ্রীভজনোদ্দীপনাদি বা সদ্ধর্ম্মপ্রচারের অনুকূলে কোন্ দলে কি কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সুধী-সমাজ-উভয়পক্ষের নিকট হইতেই জানিতে পারেন কি? বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পর্কযুক্ত সকলমঠের সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরমুখে দক্ষিণ-কলিকাতা-গৌড়ীয়-মঠ-স্থাপন(?) কি শ্রীভজনোদ্দীপনাদি? "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" এই শ্রীগৌরাদেশপালনীর অনুপালন, সর্ব্বত্র হরিকথার প্রবর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহপ্রকাশ, মায়ক-শায়কাদির প্রদর্শন এসমস্ত ভজনোদ্দীপনাদি নহে কি? ইহার মধ্যে কে কি করিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদান করুন। কার্য্যদ্বারা নিজগুণের পরিচয় না দিয়া কেবলমাত্র মুখে আরুচী-সহকারে পরবিদ্বাকারে আস্ফোটনে ফল কি? সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রাভ্যাস আবশ্যক, মচেৎ বাক্যবাগীশতা-দ্বারা অজ্ঞতামোচন সম্ভবপর হইলেও বিদ্বদ্বাকর্ষণ সম্ভব হয় না। তাহাতে উৎকট অহঙ্কারের আধিক্যহেতুই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের নিন্দাদিই বা লাভ কি? "বহ্বাড়ম্বর-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-ব্যাখ্যা-বাদবিবর্জ্জনং" এই উপদেশ পালনীয় হয় সেই-খানে, যে স্থানে তত্তৎকর্ম্ম হরিভক্তির বাধক। শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় অন্ততঃ ব্যাকরণজ্ঞানের প্রয়োজন না হওয়ায় ফলে "আয়াহয়" (আয়+অন্বয়) অর্থাৎ "অন্বয় বলিল" এই ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে এই মহানগরীতেই যে বিদ্বৎসমাজে একবার অধোক্ষজের জাতিরূপে 'আহাহয়' নামক এক অসুরের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, কিম্বা 'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিতে-বলিতে বিষ্ণুর অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া-ছিলেন, তাহা কি ভুলিলে চলিবে কেন?

নিবন্ধের 'মাসিক-গৌড়ীয়' সম্বন্ধে অনুকূলে মুখে অনেক কিছু বলা হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত খণ্ড-গুলির মধ্যে শ্রীসজ্জনতোষণী প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত শ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরচিত প্রবন্ধ-সমূহব্যতীত শুদ্ধ পারমার্থিক প্রবন্ধ কয়টি আছে? তন্মধ্যেও কতটুকু অংশে নীতি-সম্মত স্বত্ব বর্ত্তমান? আর পরনিন্দা-বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধই বা কয়টি চলিয়াছে? এ বিষয়ে নিষ্কপট-চিত্ত সরলবিশ্বাসযুক্ত সাধারণের বিচারার্থ অতি সত্বরই একটি পরীক্ষার আয়োজন হইবে এবং তাহা হইলেই উক্ত পত্রটি—

"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ"

অথবা "উপপন্নবায় লোকানাং ভূমকেতুরিবোত্থিতঃ", ইহা পণ্ডিতসমাজে ব্যক্ত হইবে।

"সম্পাদকের নিবেদন" প্রবন্ধ আমরা মনোনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার মতে "গুরুবাক্য ক্রিয়া" প্রবন্ধ প্রকাশক মহাশয়ের ক্ষোভ প্রকাশ তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যদি সত্য হয়, সুখের কথা। প্রার্থনা করুন—"যাধ্বীর্গীরো ভবন্তু নঃ"। "তদ্বঃ কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম"। "স্বস্তি নো ভবতো ব্রুবন্তু"—তাহা হইলে সজ্জনগণও বলিবেন—"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি"।

জীবমাত্রেরই প্রতিটি সদ্ব্যবহার সদ্ধর্ম্মসমূহের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া আমরা তিনি বয়োবৃদ্ধ। সুতরাং শ্রীযুক্ত মনথ-মন্মথদাস-কাব্যতীর্থ মহাশয় যে বয়স্কতাই তাঁহার পরমবিদ্বের কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত, ইহা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন এবং ভবিষ্যতে তদনুযায়ী কার্য্য দেখিলে সজ্জনগণও সুখী হইবেন।

তিনি জানেন "মন্ত্রো হীনঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে অথবা প্রযুক্ত মন্ত্র পরিণামে বাগ্‌বজ্রূপে যজমানেরই অনিষ্টকর। সুতরাং যাজনাদি অথর্ব্ববেদোক্ত ক্রিয়ার সংস্কৃত-বাক্যপ্রয়োগের প্রয়াস না করিয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবযজনে তাহার প্রয়োগ করিলে উহার সদ্ব্যবহার হয় না কি? যদি তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হয়, ক্ষতি কি? সজ্জন-গণ অবোধ-কর্ম্মী, সর্ব্বজ্ঞব্যতীত ভ্রম-প্রমাদযুক্তই বা কে? আর মতে "মন্ত্রাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রমাদাদ্বাধ্বরেষু চ। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীবিষ্ণোর্নাম-কীর্ত্তনাৎ।" এই শাস্ত্রানুসারে শ্রীহরিকীর্ত্তনেই সংক্রিয়াপ্রযুক্ত-বাক্যাবলীর বৈগুণ্যসমাধান হইতে পারে। বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রযুক্ত অভিচার-ক্রিয়ার ত' স্বরূপতঃই অনিষ্টসাধকত্ব নাই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবকৃত্যার প্রতিকূলে যে বৈষ্ণবকৃত্যারও আবির্ভাব হয়, ইহার ভূরি নিদর্শন শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ত্তমান। তদুপরি মন্ত্রপ্রয়োগ শুদ্ধ হইলে বাগ্‌বজ্রের ক্রিয়া ত' অব্যর্থ-কারিণী। সুতরাং আমাদের মতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সাবধানতাই অবলম্বনীয়। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় ইহা অবশ্যই সমর্থন করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# নম্র নিবেদন

শ্রীভাগবতচরণে অসংখ্য প্রণতিপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদশতবর্ষ-পূর্ত্তাবির্ভাবমহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরূপে শ্রীচৈতন্য-মঠ ও তদনুগত যাবতীয় গুরুভক্তিমঠসমূহে সংস্থাপিত ভক্তবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যিনি যেরূপভাবে সমর্থ হন, ধারাবাহিক ভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে বক্তৃতা, আলোচনা ও ইউরোপী-মুখে কীর্ত্তন করিবেন এবং আলোচনা বা কীর্ত্তনের সংবাদ সর্ব্বসাধারণের অবগতির ও সুবিধার জন্য স্থানীয় সংবাদ-পত্রসমূহ ( অবশ্য যে স্থানে সংবাদপত্র সুলভ ) যাহাতে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। প্রত্যেক স্থানের সভার ও কীর্ত্তনের বিবরণ 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে সুখী হইব।

নিবেদক—শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
সম্পাদক

১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামকীর্ত্তন
২। ,, শ্রীগৌরহরি ( শ্রীগৌর ও কৃষ্ণ )
,, শ্রীগৌরধাম
,, শুদ্ধভক্তি আচার
,, শুদ্ধভক্তি প্রচার
এবং গুরুগৌরাঙ্গ ও মাধুর্য্যধাম ও সম্বন্ধতত্ত্ব ( তত্ত্ববস্তু, জীব ও প্রকৃতি )
,, অভিধেয়
,, প্রয়োজন
,, আম্নায়ধারা (শ্রৌত-পথ)
,, শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা
১২। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তি মতবাদনিরসন
১৩। ,, পঞ্চমহাযজ্ঞ ধর্ম্ম
১৪। ,, বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম
১৫। ,, শ্রীরূপানুগ ভজন
১৬। ,, গৌড়ীয়াচার্য্যগণ
১৭। এবং ভোগ ও ত্যাগ
১৮। ,, কর্ম্ম ও জ্ঞান
১৯। ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ
২০। ,, ,, সাধন ভক্তি
২১। ,, ,, সাধ্য ভক্তি
২২। ,, ,, ভাগবত
২৩। ,, ,, পঞ্চরাত্র-সাহিত্য
২৪। ,, ,, শ্রুতি-সাহিত্য
২৫। ,, ,, স্মৃতি-সাহিত্য
২৬। স্মৃতি-সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
২৭। দর্শন ও বিচার-সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
২৮। রস-সাহিত্যে
২৯। ঐতিহ্য-সাহিত্যে
৩০। ভক্তি-বিজ্ঞান-সাহিত্যে
৩১। বেদান্ত-সাহিত্যে
৩২। ভক্তি-সাহিত্যে ,, ,,
৩৩। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অলৌকিক বৈষ্ণব-প্রীতি।
৩৪। নামহট্টপরিমার্জ্জনে ঠাকুরভক্তিবিনোদ
৩৫। গ্রন্থকাররূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বৈশিষ্ট্য ( মৌলিক-গ্রন্থ রচনায়, মূল আকরগ্রন্থের ভাষ্য-টীকা রচনায় ও সঙ্কলনকর্ত্তায় )
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ

# বিবিধ-প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ পূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব

ষষ্ঠ দিবস—১৩ই জুলাই (১৯৩৫) বুধবার।- ত্রিসন্ধ্যা পাঠ, কীর্ত্তন, পারায়ণ ও ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ।

সপ্তম দিবস—১৪ই জুলাই। প্রাতে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ, অপরাহ্ণে মুরক্কোনিবাসী বিদ্যাপতি কুলভূষণ পণ্ডিত দয়ারাম শর্ম্মা (গৌড় ব্রাহ্মণ) ও কলিকাতা বড়বাজারপ্রবাসী পণ্ডিত কানুহাইয়ালাল শর্ম্মা নামক দুই দ্রাবিড়ী পণ্ডিত আসিয়া 'গৌড়ীয়' শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণাচার্য্য মহাশয়, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, যাযাবর মহারাজ, সৌধী মহারাজ ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের সহিত সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় কিছু আলাপ করেন। পঞ্চগৌড়, সৌড়ীয়শব্দের তাৎপর্য্য, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য, অন্যদেবোপাসনা ও কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতাদি বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। পণ্ডিত দয়ারাম নিজেকে নিম্বার্কীয় ও পণ্ডিত কানুহাইয়ালাল নিজেকে রামানুজীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও সাম্প্রদায়িক রহস্য বা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে কাহারও বিশেষ অভিজ্ঞতার দেখা মেল না। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথা ও কীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ।

অষ্টম দিবস—১৫ই জুলাই। রাত্রে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিবেদান্ত ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য সময়ে পূর্ব্ববৎ পাঠ-কীর্ত্তন-পারায়ণাদি হয়। শ্রীপাদ সৌধীমহারাজ ভাগবতভূষণ ঈষ্টে পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল কৈলাসচন্দ্র বসু মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে নলকূবর ও মণিগ্রীব সংবাদ পাঠ করেন। শ্রীপাদ যাযাবর-মহারাজ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিবিনোদশত-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রত্যেক মঠে ও প্রচার-কেন্দ্রে আলোচনার জন্য ৩৬টি বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বত্র পাঠাইতে বলেন। আমরা উহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। এইরূপ ১০৮টি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

নবম দিবস—১৬ই জুলাই। পাঠকীর্ত্তন-পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যায়—শ্রীপারস্বত প্রবণবনে একটি মহতী-সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গীতা' বিষয়ে একটি গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। গীতার প্রামাণিকত্ব, পঞ্চবেদত্ব, ভক্তিই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, ভক্তি অনপেক্ষা, কর্ম্ম-যোগজ্ঞানাদি ভক্তিমুখনিরীক্ষক এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের গীতা-ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় বহুশাস্ত্রযুক্তি সহকারে আলোচিত হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ গোস্বামিকারী ও পরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন—যিনি কায়মনোবাক্যে যত অধিক পরিমাণে বৈষ্ণব-দাসানুদাস হইতে পারিবেন, তাঁহার ভক্তত্ব তত অধিক, বৈষ্ণবসেবকেরই ভক্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহার অনুগমন করিতে হইবে। বৈষ্ণবসেবার বিচার ছাড়িয়া ভক্তের অভিমান লঘুত্বেরই পরিচায়ক, কৃষ্ণই তাঁহার তাদৃশ অভিমানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবেন। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণের বিগ্রহোপকরণ জানিলেই তদুপরি প্রাকৃতবিচার আসিবে না।

দশম দিবস—১৭ই জুলাই রবিবার। প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল বাবু শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রে শ্রীপাদ সৌধী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণবনে শ্রীনামহট্ট-সম্বন্ধে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনকারিভক্তবৃন্দ সকলে সমবেত হইলে শ্রীমন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠের নামাঙ্কিত বৃহৎ পতাকা, তৎপশ্চাৎ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ ভক্তি-

সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু এবং ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ প্রৌঢ়ীবহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতিরন্ন. শ্রীপাদ সজ্জনবন্ধু দাসাধিকারী (এম্-এ, বি-এল), শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ অধিকারী ( হাইকোর্ট, পাটনা হাইকোর্ট ), অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ, শ্রীপাদ সঞ্চীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ও তৎপশ্চাৎ ১৮ খানি মূর্ত্তি ও অগণিত করতাল সুসজ্জিত, কাঁসর-জিঞ্জিরাদির ঐকতান বাদ্যধ্বনিসহ বিচিত্রবর্ণের পতাকাহস্তে মুহুর্মুহু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে নিপুণ অঙ্গভঙ্গি-সহকারে উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দ ও মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ব্যতীত আরিয়েলও বহু সজ্জন সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। ৬।৭ দলে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রথমে বাগবাজার শ্রীমদনমোহন জীউর বাড়ীতে যাওয়া হয়, তৎপরে শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, বহরমপুর ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, অপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, ঠনঠনিয়া, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। হ্যারিসন রোড হইতে মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, অবশ্য তাহাতে কীর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, ভক্তিবৈভবের প্রভু, দিব্যহরি প্রভু, প্রেমঘনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মূল গায়ক ছিলেন। শ্রীপাদ জগদ্গুরুশরণ ভক্তিশাস্ত্রী (বি-এ) ও শ্রীপাদ ধরণীধর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শোভাযাত্রার শ্রেণী সংরক্ষণ করেন। ভক্তবৃন্দ মঠের দ্বারদেশে আসিয়া যখন 'নগর ভ্রমণ ক'রে গৌর এল ঘরে, গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে' কীর্ত্তন করেন, তখন সকলেরই হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। মঠে আসিয়াও বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন চলিয়াছিল। অতঃপর শ্রীপাদ প্রৌঢ়ী মহারাজ পাঠ করেন। পাঠকীর্ত্তন সমাপনকালে সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় অর্দ্ধ সহস্র ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন।

একাদশ দিবস—১৮ই জুলাই। প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তি-কমল প্রভু, অপরাহ্ণে ও রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু পাঠ করেন। পরদিবস কীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীপাদ ও বিষ্ণুপাদ"এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরি-কথা বলেন। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বাগবাজার হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

## নির্য্যাণ ও সাঙ্গতপ্রাপ্তি

গত ১০ই জুলাই, ১৯৩৮ রবিবার রাত্রি ৯॥ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তপ্রবর শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার স্বজনবর্গকে অনাথপ্রায় করিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। গত ২০শে জুলাই, ১৯৩৮ বুধবার একাদশাহে শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব-বাসরে অবিদ্যা-হরণ প্রভুর পুত্র শ্রীমান্ গৌরহরি দাসাধিকারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবাজ্ঞানুগত্যে কলিকাতা ( বাগবাজার ) শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ প্রেমঘনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা তাঁহার সাঙ্গত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে রাত্রিতে একটি উৎসবেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ প্রভু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম বিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামি প্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় তাঁহার অকুণ্ঠিত অনুরাগ ছিল। তাঁহারই প্রভূত অর্থানুকূল্যে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির' নির্ম্মিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তিনি মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ও প্রয়োজনে প্রচার-সেবায় বিভিন্ন সময়ে যেরূপ বহু আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীগৌড়-মণ্ডল পরিক্রমা-সময়ে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবা-প্রাপ্তায় পরম প্রীত হইয়াছিলেন। সুর, তাল, লয় মানে বিশেষ দক্ষতা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তনে খুব অনুরাগী ছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহার সরলতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার নিকট 'যমাল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন' ও 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' প্রভৃতি গান প্রায়ই শ্রবণ করিতেন। বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে তাঁহার একটি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে আচার্য্যের জয়গান করিতেন। অপ্রকটের কয়েক দিন পূর্ব্বও তিনি গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। নিয়মিত সংখ্যানাম গ্রহণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের পাঠ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল। অন্তকাল উপস্থিত পর্য্যন্ত তাঁহাকে তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগবিশিষ্ট দেখা গিয়াছিল। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দের শ্রীনামশ্রবণ করিতে করিতেই তিনি ধীরে ধীরে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান্ ভক্তবন্ধুর বিরহে বিশেষ ব্যথিত, 'যস্য স্মরণে ইত্যাদি।'